

শ্রীমোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী কর্ত্তৃক

পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত।

বিবিধ পাঠান্তর ও অনুবাদাদি সহ

ভূতপূর্ব্ব "অনুসন্ধান"-পত্রের সম্পাদক

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।

কলিকাতা,

[illegible]চরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রোমেসিন প্রেস হইতে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

ভূমিকা।

সাধুসঙ্গ
ও
সৎপ্রসঙ্গ।

সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ সংসার-সাগর উত্তরণের তরণী বলিয়া কথিত হয়। মুমুক্ষু মানবগণের প্রতি শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ"—সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের একবিধ কেন্দ্রস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধুনা এ সংসারে সাধুসঙ্গ-লাভ সুদুর্লভ; সৎপ্রসঙ্গেও ক্বচিৎ কর্ণকুহর প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে" শত শত সাধুসঙ্গ এবং সহস্র সহস্র সৎ-প্রসঙ্গ বিদ্যমান। তাই মনে হয়, সংসার-মোহপঙ্কনিমজ্জিত মানব, "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থের" সঙ্গলাভ করিলে, সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গের সুফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

আদর্শ
চরিত্র-চিত্র।

শ্রীভগবান্ পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন,—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"; অর্থাৎ, "আমার ভক্ত, আমার অপেক্ষাও অধিক পূজনীয়।" একটী দুইটী নহে, দশটী পঁচিশটি নহে,—সেইরূপ শত শত ভক্তের একত্র সম্মিলনে—সুচারু সুন্দর মাল্য-গ্রন্থনে—এই "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ" গ্রথিত হইয়াছে। ইহার কি আর তুলনা আছে? এ মাল্য—যোগিজন-গলভূষণ; এ মাল্য—বৈষ্ণবজন-হৃদয়মণি; এ মাল্য—সংসারী সকলেরই কণ্ঠের হার-রূপে বিরাজমান রহিবার তুল্যাংশে উপযুক্ত। এ মাল্যের কুসুম-সম্ভার অন্তরের শোভা-বর্দ্ধনকারী; এ চিত্রের বহু চরিত্র, পরতে পরতে অনুকরণীয়। এ চিত্রের বিল্বমঙ্গল-চরিত্র দেখিলে, ইন্দ্রিয়-দমন শিক্ষা হয়; বিল্বমঙ্গলের ন্যায়, পরনারীর প্রতি কুটিল-কটাক্ষ-পরায়ণ নেত্র উৎপাটন করিতে প্রবৃত্তি আসে। এ চিত্রের রূপ-সনাতন এবং রাঁকা-পতি বাঁকা-স্ত্রী প্রভৃতি চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে, অর্থসম্পদ ধনাস্পদ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। এ চিত্রের প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি তার্কিক নাস্তিকের চরিত্র-পরিবর্ত্তন দর্শন করিলে, প্রাণে আস্তিকের ভাব আপনিই জাগিয়া উঠে। এ চিত্রের শিশু-চরিত্র নামদেবের ন্যায় ভক্তি-গদগদচিত্তে নৈবেদ্য দুগ্ধ-সমর্পণ করিতে পারিলে, মনে হয়, সত্য সত্যই শ্রীভগবান আবির্ভূত হইয়া তাহা পান করেন। এইরূপ ভক্ত-চরিত্রের স্বর্গীয় চিত্রে "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ" পরিপূরিত; এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে সে চিত্রের সে পরিচয় আর কত দিব?

বর্ণাশ্রম-বিরোধিতা।

চন্দ্রে যখন কলঙ্ক আছে, সুধা-সমুদ্র-মন্থনে যখন হলাহলের উদ্ভব হইয়াছিল; তখন, এই "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ", তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টিতে একেবারেই যে দোষ-পরিশূন্য হইবে—কদাচ সে আশা করিতে পারি না। আমাদের তাই মনে হয়, এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরোধিতা-মূলক যে সকল প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়, হিন্দুর চক্ষে—বর্ণাশ্রম-অনুসারী সমাজের চক্ষে, তাহাই যেন চন্দ্রে কলঙ্ক, সুধায় হলাহল। হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী-ভেদে বিবিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান নির্দ্ধারিত আছে। সংসারীর একবিধ, সন্ন্যাসীর অন্যবিধ; আবার সংসারীর মধ্যেও শাক্তের একবিধ, বৈষ্ণবের অন্যবিধ:—কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের এইরূপ নানাবিধ পদ্ধতি-প্রক্রিয়া। স্রোতস্বতী, কত পথে, কত দিগ্‌দেশ অতিক্রম করিয়া, অনন্ত-প্রবাহে সাগর-সঙ্গমে ধাবিত হইয়াছে; সৃষ্টি-স্রোত, অনন্ত-স্রোতে মিশিতে চলিয়াছে; যে যে পথেই চলুক, সকলেরই আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত-সম্মিলন। পথ ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্য এক। সদ্‌গুরু পথ দেখাইয়া দেন; শক্তি-সামর্থ্য ও কর্ম্মানুসারে পথ নির্দ্দিষ্ট হয়। পথান্তরের গ্লানি বা বিরোধিতা কুত্রাপি শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আর সেই জন্যই বলিতেছি, স্থানে স্থানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরোধিতা—এই প্রস্ফুট গ্রন্থচন্দ্রের অক্ষয় কলঙ্ক-লেখা।

গ্রন্থ-রচয়িতার পরিচয়-প্রসঙ্গে।

এই "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থের" রচয়িতার পরিচয়, বহুদিন হইতে সংশয়-কুজ্‌ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন. পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থ-প্রকাশে সে কুজ্‌ঝটিকা আরও ঘনীভূত হইয়াছে। তাঁহার মতে—"গ্রন্থকর্ত্তার নাম শ্রীলালদাস। বটতলার প্রকাশকগণ পাঠ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক উক্ত নামের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণদাস' এই কল্পিত নামান্তর প্রচার দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার নামলোপে উদ্যত হইয়া, কি জন্য যে আপনাদিগের সাহিত্য-বিষয়িণী বিবেকহীনতা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, সে রহস্য উদ্ঘাটন নিতান্ত সহজসাধ্য নহে।" অথচ, এতদ্বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়ের প্রমাণ!—তিনি "একই ব্যক্তির" নিকট হইতে সংগৃহীত দুইখানি হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যে ভণিতা-স্থলে সর্ব্বত্রই 'লালদাস' নাম দেখিতে পাইয়াছেন! গোস্বামী মহাশয়ের এই প্রমাণের প্রতিধ্বনি-স্বরূপ 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার-লেখক" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও 'কৃষ্ণদাস' স্থলে 'লালদাস' নাম প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমরা কিন্তু এই মাত্র প্রমাণে গ্রন্থরচয়িতার

নাম 'কৃষ্ণদাস' স্থলে 'লালদাস' রূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না। বিশেষত গোস্বামী মহাশয় যখন "নিরতিশয় দুঃখের সহিত" স্বীকার করিয়াছেন যে, "এই মহাত্মা লালদাসের জন্মস্থান, পিতা-মাতা, শৈশব, বিদ্যাভ্যাস-প্রণালী প্রভৃতি বাহ্য পরিচয় আমরা কিছু সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই"; তখন আমরা, গ্রন্থকারের বহুদিন-প্রচলিত 'কৃষ্ণদাস' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে সাহসী হই কি প্রকারে? সাহিত্য-সংসারে-প্রবেশ-কালাবধি গ্রন্থরচয়িতার যে নাম আমরা জানিয়া আসিতেছি, রচয়িতা-সম্বন্ধে যে সংস্কার আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে, এক কথায়, সে সংস্কার বর্জ্জন করা যায় কি? অধিকন্তু, বৈষ্ণব-সাহিত্যের সূক্ষ্মানুসন্ধিৎসু শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ও তাঁহার সঙ্কলিত "শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে স্পষ্টতঃই লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গলা ভক্তমাল কৃষ্ণদাস বাবাজী কৃত।" জগদ্বন্ধু বাবুর পূর্ব্বেও আব আর যাঁহারা এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও কখনও গ্রন্থকারের 'কৃষ্ণদাস' স্থলে 'লালদাস' নামকরণ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু কৃষ্ণদাস।

যদি 'কৃষ্ণদাসই' এই "ভক্তমাল গ্রন্থের" রচয়িতা হন, তবে তিনি কোন কৃষ্ণদাস? বৈষ্ণব-জগতে বহু কৃষ্ণদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। "চৈতন্যচরিতামৃত", "গোবিন্দলীলামৃত" প্রভৃতি বিবিধ বৈষ্ণব-গ্রন্থ-প্রণেতা কৃষ্ণদাসের (কবিরাজ) নাম—সাহিত্যসেবিমাত্রেই অবগত আছেন। ১৪১৮ শকে (৯০৩ সালে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৫০৪ শকে (৯৮৯ সালে) তাঁহার দেহান্তর হয়। ২৪-পরগণা নৈহাটীর নিকট ঝামটপুর গ্রামে তাঁহার বাস ছিল; শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট তিনি দীক্ষা-গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণদাস—'দীন কৃষ্ণদাস' ভণিতায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর 'গৌরীদাস পণ্ডিতের" মহিমাসূচক বহু পদাবলী রচনা করিয়া ছিলেন। অম্বিকা-নগরের কংশারী মিশ্রের ষষ্ঠ পুত্র বলিয়া ইনি পরিচিত। তৃতীয় কৃষ্ণদাস—১৫০৪ শকে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে গৌড়দেশে আগমন করেন। ইহাঁর জন্মস্থান উৎকল-দেশে; ইহাঁর প্রকৃত নাম ছিল—শ্যামদাস বা শ্যামানন্দ। এই তিন জন ব্যতীত, আরও অন্ততঃ বিংশতি জন কৃষ্ণদাসের পরিচয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, এই 'ভক্তমাল'-রচয়িতা কৃষ্ণদাস যে কোন্ কৃষ্ণদাস, তাহার বিশেষ পরিচয় কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—এরূপ হওয়ার কারণ

কি ? আমাদের মনে হয়, ভক্তমাল-রচয়িতা কৃষ্ণদাস, পূর্ব্ববর্ত্তীগণের তুলনায় কিছু আধুনিক কালের লোক। ভক্তমাল-গ্রন্থের রচনা এবং গ্রন্থোক্ত চরিত্রাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, ঐ গ্রন্থের রচনা-কাল দুই শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে নির্দ্দেশ করা যায়। তাহার পরবর্ত্তী-কালে বৈষ্ণব-সাহিত্যের উদ্ভব অতি অল্পই হইয়াছে। সুতরাং নূতন নূতন গ্রন্থারম্ভ-সূচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণের বন্দনা-ছলে পরিচয় প্রদান-পদ্ধতিও এই সময় লোপ পাইয়া আসে। ভক্তমাল-রচয়িতা কৃষ্ণদাসের প্রকৃত পরিচয়-প্রাপ্তি-বিষয়ে আমাদিগকে যে হতাশ হইতে হইতেছে, তাহারও এই এক কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। তবে মোটামুটি যতটুকু জানা যায়, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্রীমৎ নাভাজী, প্রথমে হিন্দী ভাষায় ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করেন, এবং শ্রীমৎ প্রিয়াদাস তাহার টীকা প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী সেই মূল হিন্দী এবং টীকা হিন্দী অবলম্বনে, তাঁহাদের রচনার আভাস মাত্র গ্রহণে, এই বাঙ্গালা 'ভক্তমাল গ্রন্থ' লিখিয়াছেন। যদিও নাভাজী এবং প্রিয়দাসের অনুসরণে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তথাপি ইহাতে কৃষ্ণদাসের কৃতিত্ব পূর্ণ-প্রতিভাত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিনি যে সুপণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ-প্রদর্শনে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ভ্রম-ত্রুটি অনিবার্য্য

এতাদৃশ প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার-সাধনে ভ্রম-ত্রুটি অনিবার্য্য। বটতলার প্রকাশকগণ যে ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই, পূর্ব্বোক্ত গোস্বামী মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকারেও তাহার সংস্কার-সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী আমরাও সে ভ্রমের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাই নাই। দৃষ্টান্ত-স্থলে একটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি ;—

যথা, একটী শ্লোক ; বটতলার গ্রন্থের পাঠ ;—

"শৈবশাক্তোগণপতানৌরস্য দেবপূজকং।
গোবিন্দং শরণ. পশ্চাদ্ভবেদযদি স বৈষ্ণব ॥
শাক্তাস্ত বৈষ্ণবো ভু শ দুর্গেত ত্রাণয়ে হরে॥"

গোস্বামী মহাশয়ের উদ্ধার ;—

"শৈবশাক্তগাণপত্যসৌরস্য দেবপূজকং।
গোবিন্দশরণং পশ্চাদ্ভবেদ্‌যদি স বৈষ্ণব ॥
শাক্তাস্ত বৈষ্ণবো ভূত্বা দুর্গেত ত্রায়ণে হরে।"

এই সংস্করণের উদ্ধার ;—

"শৈবশাক্তোগাণপত্যসৌরশ্চ দেবপূজকঃ।
গোবিন্দশরণং পশ্চাদ্ভবেদ্ যদি স বৈষ্ণব। ১ ॥
শাক্তাস্ত বৈষ্ণবো ভূত্বা দুর্গতি ত্রায়ণে হবো ২"

উপরি-উদ্ধৃত ত্রিবিধ পাঠেরই অর্থ-পরিগ্রহ দুঃসাধ্য, পরন্তু উহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া মনে হয়। বরং ঐ তিন ছত্র শ্লোক নিম্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইলে, কষ্ট-কল্পনায় উহার অর্থসঙ্গতি হইতে পারে *। যথা,—

"শৈবঃ শাক্তো গাণপত্যঃ সৌরশ্চ দেবপূজকঃ।
গোবিন্দশরণঃ পশ্চাদ্ভবেদ্যদি স বৈষ্ণবঃ॥
শাক্তস্ত বৈষ্ণবো ভূত্বা দুর্গতেস্ত্রায়তে হবেঃ।"

দুই এক স্থলে এতাদৃশ পাঠ-বিকৃতির বিষয় অবগত হইয়াও, তাহা যে এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট রাখিয়াছি, তাহার কারণ,—কোনও অংশ বাদ পড়িয়া পাছে মূল গ্রন্থের অঙ্গহানি হয়; সেই আশঙ্কায় সাধ্যসত্ত্বে মূল গ্রন্থের কোনও রূপান্তর-সাধন করি নাই।

জীবন-চরিত রচনার সূত্র-পাত।

"শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ"—বঙ্গভাষায় জীবনচরিত-গ্রন্থের আদি-স্থানীয়। পূর্ব্বে এদেশে জীবন-চরিত প্রণয়নের প্রথা প্রচলিত ছিল না। বৈষ্ণব-সাহিত্যের যুগে ধীরে ধীরে সেই প্রথার অঙ্কুরোৎপত্তি হয়। "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ"—সেই অঙ্কুরোদ্গাত মহীরুহ। ইহাকে বঙ্গভাষার আদি জীবন-চরিত-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদনুসরণেই বঙ্গভাষায় জীবন-চরিত রচনার সূত্রপাত হয়।

নিবেদন।

এই "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ" সম্পাদনে যাঁহাদের নিকট অণুমাত্র সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহারা আমার ধন্যবাদের পাত্র। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলাই-চাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থ, আমার বহু পরিশ্রম লাঘব করিয়াছে। বটতলার গ্রন্থ হইতে এবং একখানি পুঁথি হইতে আমি বহু

* "বঙ্গবাসী"-কার্য্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ও এই পাঠ নির্দ্দেশ করেন।

সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যালও আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পারিপার্শ্বিক এবংবিধ সহায়তা-প্রাপ্তি-সত্ত্বেও এই গ্রন্থে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গেল, সে কেবল আমার অজ্ঞতার এবং অক্ষমতার পরিচায়ক। ইতি।

'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয়
১০ই ফাল্গুন, ১৩১২ সাল,

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

সম্পাদকের নিবেদন।



"শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ" সম্পাদনে, মূল গ্রন্থাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায়, অস্মদ্দেশ-প্রচলিত বাঙ্গালা 'ভক্তমাল গ্রন্থে" এক অতি গুরুতর ত্রুটি লক্ষিত হয়। সে ত্রুটি—সম্প্রদায়-বিশেষের অযথা গ্লানি-প্রচারে অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-স্থাপন-চেষ্টা। জ্ঞানকৃত হউক বা অজ্ঞানকৃত হউক, এ ত্রুটি কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থের" অনুক্রমণিকা মালায় দৃষ্ট হয়, শ্রীমৎ নাভাজী-কৃত মূল 'শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ' এবং শ্রীযুত প্রিয়াদাস কৃত হিন্দী-টীকার অনুসরণে বাঙ্গালা 'ভক্তমাল গ্রন্থ" রচিত হইয়াছে। কিন্তু মূল 'ভক্তমাল' গ্রন্থের সহিত বাঙ্গালা 'ভক্তমাল' গ্রন্থ যদি মিলাইয়া দেখা যায়, তাহাতে প্রতীত হয়, মূল গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা 'ভক্তমাল' গ্রন্থ স্থানে স্থানে বিপথ-গামী হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে শ্রীমন্ হরিবংশ গোস্বামীর পবিত্র চরিত্র-কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রচলিত বাঙ্গালা 'ভক্তমাল' গ্রন্থে উক্ত গোস্বামী মহোদয়ের চরিত্র যেরূপভাবে চিত্রিত হইয়া আসিতেছে, অস্মদ্-সম্পাদিত এই "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থের" ২৪৩ পৃষ্ঠায় তাহা সন্নিবিষ্ট আছে। উহাতে শ্রীমন্ হরিবংশ গোস্বামী মহোদয়কে, শ্রীমন্ গোপাল ভট্টজীর শিষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে; এবং একাদশী তিথিতে তাম্বূল-ভক্ষণ-হেতু তাঁহাকে অপরাধী করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল সিদ্ধান্ত। উক্ত গোস্বামী মহোদয় আদৌ শ্রীমন্ গোপাল ভট্টজীর শিষ্য নহেন, এবং তিনি যে একাদশীর দিন তাম্বূল ভক্ষণে অপরাধী হইয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। শ্রীমৎ নাভাজীর মূল দোঁহা এবং শ্রীযুত প্রিয়াদাসের টীকা,—যাহা অবলম্বনে বাঙ্গালা

"শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ" বিরচিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়,—নিম্নে সেই মূল ও টীকা হিন্দী উদ্ধৃত হইল।

নাভাজীর মূল।

শ্রীহরিবংশগোসাংইভজনকীরীতিসুকৃতকোইজানিহৈ ॥
শ্রীরাধাচরণপ্রধানহৃদয়অতিসুদৃঢ়উপাসী।
কুংজকেলিদংপতিতহাংকোকরতখবাসী ॥
সর্ব্বসুমহাপ্রসাদসিদ্ধতাকেঅধিকারী।
বিধিনিষেধনহিংদাসঅনন্যউতকটব্রতধারী ॥
ব্যাসসুবনপথঅনুসরৈসোইভলেপহিংচানিহৈ।
শ্রীহরিবংশগুসাংইভজন কীরীতিসুকৃতকোইজানিহৈ ॥

প্রিয়াদাসের টীকা।

শ্রীহরিবংশীগোসাংই ॥ হিতজুকীরীতিকোইলাখনমেং একজানেসধাইপ্রধানমানৈংপাছেকৃষ্ণধ্যাইয়ে। নিকটবিকটভাবহোতনসুভাবঐসোগুণহীকীকৃপাদৃষ্টিনেকুক্যোংহুংপাইয়ে। বিধি ঔনিষেধছেদডারেপ্রাণপ্যারেহিয়েজিয়েনিজদাস নিশিদিনবহৈগাইয়ে। সুখদচরিত্ররসরসিকবিচিত্রনকেজানতপ্রসিদ্ধকহাকহিকেসুনাইয়ে ॥ আয়েধরত্যাগরাগবঢ়োপিয়াপ্রীতমসোং বিপ্রবড়ভাগহরি আজ্ঞাহইজানিয়ে। তেরীউভৈসুতাব্যাহিদেবোলেবোনামমেরোউনকোজোবংশসোপ্রশংসজগমানিয়ে। তাহীদ্বারসেবাবিস্তারনিজভক্তনিকীআগতকীগতিসোপ্রসিদ্ধপহিংচানিয়ে। মানিপ্রিয়বাতগৃহগয়োসুখলহোতবকহোকৈসেজাতযহমনমনআনিয়ে ॥ রাধিকাবল্লভলালআজ্ঞাসোরসালদইসেবাসোপ্রকাশঔবিলাসংকুঞ্জধামকো। সোইবিস্তারসুখসারদৃগরূপপিয়োহিয়োরসিকনিজিনলিয়োপক্ষবামকো। নিশিদিনগানরসমাধুরীকোপানউরঅন্তরসিহাতএককামশ্যামাশ্যামকো। গুণসোংঅনুপকহিকৈসেকৈস্বরূপকহৈংলহৈংমনমোহজৈসেঔরনহীংনামকো।

১৭৬৯ সংবতে (প্রায় ১৯৪ বৎসর পূর্ব্বে) রচিত এবং ১৭৮২ সংবতের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে উক্ত পাঠ উদ্ধৃত হইল। বোম্বাই প্রদেশে, মধ্য-ভারতে

এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থের" যে সকল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই উক্তবিধ পাঠ দৃষ্ট হয়। বোম্বাই সহরের "শ্রীবেঙ্কটেশ্বর (ষ্টীম) যন্ত্রালয়" হইতে ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত, "ভক্তমাল সটীক" গ্রন্থ, সিদ্ধু-আ (গোরক্ষপুর জেলা) আদিকে অধিপতি শ্রীপ্রতাপ সিংহজী কর্তৃক প্রকাশিত লক্ষ্ণৌ-সহরস্থ "নওলকিশোর প্রেসে" মুদ্রিত 'ভক্তকল্পদ্রুম' গ্রন্থান্তর্গত 'ভক্তমাল' গ্রন্থ, রেওয়া-(বঘেলখণ্ড জেলা)-নরেশ মহারাজ রঘুরাজ সিংহজীউ প্রকাশিত "ভক্তমালা অর্থাৎ রামরসিকাবলী" গ্রন্থ (বোম্বাই সহরের 'শ্রীবঙ্কেটেশ্বর যন্ত্রে' গঙ্গাবিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক মুদ্রিত), সংস্কৃত 'ভক্তমাল' গ্রন্থ (উক্ত 'শ্রীবেঙ্কটেশ্বর যন্ত্রে' মুদ্রিত) এবং কবি হরিশ্চন্দ্র রচিত "বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম, কোন গ্রন্থেই বাঙ্গালা 'শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থের' ন্যায় পাঠ-বিপর্য্যয় ঘটে নাই।

বাঙ্গালা "ভক্তমাল" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। ভাবুক ভক্ত বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি, আপন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-বৃদ্ধির জন্য, শ্রীমন্ হরিবংশ গোস্বামীকে, শ্রীমৎ গোপাল ভট্টজীর শিষ্য বলিয়া প্রচার করিয়া যাইতে পারেন,—তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। পরবর্ত্তী লিপিকারগণ অথবা মুদ্রাকরগণও মূল গ্রন্থের এবম্বিধ বিকৃতিসাধন করিতে পারেন। যাহা হউক, এতাদৃশ ভ্রমত্রুটির প্রশ্রয় প্রদান করিয়া সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি আক্রমণ করা, আদৌ আমাদের অভিপ্রেত নহে। তবে প্রাচীন গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশে কোনরূপ পরিবর্ত্তন-সাধনই বা আমরা কি প্রকারে করি? সুতরাং এই গ্রন্থে সেই সূত্রে যদি কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি কোনরূপ আক্রমণ করা হইয়া থাকে, তজ্জন্য আমরা বাস্তবিক ক্ষুব্ধ আছি। সহৃদয়গণ, আমাদের উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া, সে ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না, ইহাই ভরসা। ইতি

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

শ্রীশ্রী ভক্তমালের সূচীপত্র।



প্রথম মালা।

দ্বিতীয় মালা।

তৃতীয় মালা।

চতুর্থ মালা।

পঞ্চম মালা।

ষষ্ঠ-মালা।

দশম মালা।

একাদশ মালা।

দ্বাদশ মালা।

ত্রয়োদশ মালা।

চতুর্দ্দশ মালা।

পঞ্চদশ মালা।

ষোড়শ মালা।

সপ্তদশ মালা।

অষ্টাদশ মালা।

ঊনবিংশ মালা।

বিংশ-মালা।

একবিংশ-মালা।

দ্বাবিংশ-মালা।

ত্রয়োবিংশ-মালা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তি ॥

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

প্রথম মালা।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ-
কমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-
রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-
সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-
ললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

শ্রবণমননসঙ্কীর্ত্তনাদিভক্ত্যা মুরারের্যদি
পরমপুমর্থং সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্।
মম তু পরমপারপ্রেমপীযূষসিন্ধোঃ
কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নো নমস্যম্ ॥ ২ ॥

ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা
দাসা ভবন্তু চ বিধায় হরেরুপাসাম্।
কিঞ্চিদ্রহস্যপদলোভিতধীরহং তু
চৈতন্যচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ ৩ ॥

হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৪
ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলসত্তমম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীগুরুচরণ বন্দ, অভয় পরমানন্দ,
ভক্তি-যুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-দাতা।
আলম্বন উদ্দীপন, ত্রিজগৎ-রসায়ন,
স্বয়ং হন কৃষ্ণ প্রেমদাতা। *

আমি শ্রীগুরুদেবের চরণ-কমল বন্দনা করিতেছি; অগ্রজসহ শ্রীরূপ, সঙ্গিগণসহ শ্রীরঘুনাথ এবং শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব গুরুগণকে বন্দনা করিতেছি; অদ্বৈত-সহিত এবং অবধূতবর্গ ও পরিজন-সহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে এবং ললিতা-বিশাখা-সহগণ-সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণযুগলকে আমি বন্দনা করিতেছি। ১

যদি কেহ শ্রীহরির শ্রবণ-মনন-সঙ্কীর্ত্তন ও ভক্তি দ্বারা পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ মঙ্গল-সাধন করিতে পারেন; তবে অপার প্রেম-পীযূষসিন্ধু রসরহস্যরূপ শ্রীগৌরাঙ্গধাম আমার কি পরম নমস্য? (অর্থাৎ আমার অশেষ নমস্য)। ২।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ জগদীশ্বরের ভজনা করুন, এবং শ্রীহরির উপাসনা করিয়া তাঁহার দাস হউন; কিঞ্চিন্মাত্র রহস্য-পদ-লোভিত-বুদ্ধি-যুক্ত আমি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে শরণ লইলাম। ৩।

হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনাম-রত দুর্ব্বৃত্ত বা সুবৃত্ত সকলকেই আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতেছি। ৪।

যাহার সাধন ও সঙ্গ-হেতু অখিলের মঙ্গল সাধিত হয়, ভগবদ্ভক্তজনের চরনকমল-সংযুক্ত সেই পাদুকাকেও আমি নমস্কার করিতেছি। ৫।

---

* পাঠান্তরে—"স্বয়ং কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমদাতা।"

[illegible] সিদ্ধমধ্যে স্বতঃসিদ্ধ,
উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।
দাতা মধ্যে শ্রেষ্ঠধন, প্রেমভক্তি বিতরণ,
করিয়া করয়ে আত্মসম॥
পঞ্চপুরুষার্থ সনে, চতুর্ব্বর্গ চেড়ীগণে,
আর সাধ্য জ্ঞানযোগ আদি।
বেড়ি যেন দ্বিজরাজে, তারা অগণন সাজে,
মণিহার-মধ্যে পদ্মনিধি॥
ভ বেশ অবতারী, চৈতন্যরূপে অবতরি,
করে জীবগণের নিস্তার।
প্রেমভক্তি দান করি, সাক্ষাৎ চৈতন্য হরি,
করুণায় দয়ার সাগর॥
মোরে কৃপাবান হও, শ্রীচরণ শিরে দেও,
করুণাকটাক্ষ দৃষ্টি করি।
বহুদুঃখে তোমা ধন, পাইনু যে করি পণ,
দেখ প্রভু অন্তরে বিচারি॥
লোকধর্ম্ম অভিলাষ, বন্ধুবান্ধবের আশ,
ছাড়িয়া পাইয়া কদর্থনা।
তোমা হেন গুণধাম, নারায়ণ অভিরাম,
আঁচলে বান্ধিয়া দিলা সোণা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত।
কলিযুগপাবন অদ্ভুত সুচরিত॥
শরণ্য শরণাগতবৎসল দয়াময়।
তিন রূপ এক আত্মা সর্ব্বগুণালয়॥
অঞ্জলি মস্তকে ধরি দন্তে তৃণ করি।
একান্ত ভাবেতে বন্দো চরণমাধুরী॥
হে নাথ হে দীনবন্ধু করুণাসাগর।
পূরাও মনের আশা শরণ তোমার॥
শুনি মালীরূপে প্রেমফল বিলাইলে।
আমার জঠর জ্বলে মোরে কি করিলে॥
জগাই মাধাই মহাপাপী উদ্ধারিলে।
আমার উপায় প্রভু তবে কি করিলে॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ত্রিভুবনের নিস্তার।
তবে কেন ওহে নাথ দুর্গতি আমার॥
সত্য সঙ্কল্প তব সাধুলোক গায়।
আমার দুর্দ্দৈব তাহা কিছু না কুলায়॥
ওহে নাথ ওহে প্রভো অগতির গতি।
একবার কৃপাদৃষ্টি কর দীন প্রতি॥

যে ফল বিলাইলে জগতের মালী হঞা।
সেই ফল কিছু দেহ মোর মুখ চাঞা॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেরিত যে জগতে আচার্য্য।
বৈষ্ণব-আখ্যান-পথে সকলের আর্য্য॥
প্রেমভক্তি রসের যে পথপ্রদর্শক।
সর্ব্বশাস্ত্র মথি শুদ্ধমাধুর্য্য স্থাপক॥
নানা গ্রন্থ প্রকাশিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিলা।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ হইলা॥
সে সব সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-সাগরের নীরে।
অবগাহি জগতের জুড়ায় শরীরে॥
স্বরূপ-দামোদর আদি অগ্রবন্দনীয়।
প্রভুসঙ্গে সদা স্থিতি অতি রমণীয়॥
গৌরাঙ্গভকত বন্দো অনন্ত অপার।
বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার॥
তাঁর পদদ্বয় বন্দো লোটাঞা ধরণী।
চৈতন্যের আবেশাবতারে যারে গণি॥
যমুনায় জলক্রীড়ায় কুণ্ডল পড়িলা।
যেই খুঁজি প্যারীজীর কর্ণে পরাইলা॥
অনেক তারিলা তেঁহ কহিতে না জানি।
যাঁর পরিবার প্রিয়াদাস গুণখনি॥
বন্দো শ্রীঅগরদাস যাঁর শিষ্য নাভা।
তেঁহ কৈলা ভক্তমাল সজ্জনের লোভা॥
চারি যুগের ভাগবতগণের চরিত্র।
ভক্তমালগ্রন্থ কৈলা পরম পবিত্র॥
যাঁহার শ্রবণে উপজয় কৃষ্ণে রতি।
বৈষ্ণব-চরণ-রজে হয় দৃঢ়মতি॥
মহাতমোময়তি অতি নিন্দুক বা হয়।
অবশ্য শ্রবণে তার শ্রদ্ধা উপজয়॥
চারিযুগের ভক্তগণের অপূর্ব্ব চরিতে।
প্রিয়াদাসে আজ্ঞা দিলা টীক বিস্তারিতে॥
বৃন্দাবনবাসী প্রিয়াদাস মহামতি।
বিচক্ষণবুদ্ধি শুদ্ধভক্তিমতরতি॥
অল্পাক্ষরে বহু অর্থ অনুপ্রাস যমক।
ভক্তগণের রীত বর্ণে সন্ধান-পূর্ব্বক॥

তাঁহার চরণ বন্দো অভীষ্ট লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা যেই টীকা বিস্তারিয়া॥
গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সবে বুঝে নাহি।
সেহেতু গৌড়ীয় বাক্যে শ্রেণীমত কহি॥
রচনাপূর্ব্বক কাহবারে নাহি জানি।
যথাশক্তি যোড়েযাড়ে মিলাইয়া ভণি॥
উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে।
বৈষ্ণবের গুণগান করি কোনমতে॥
অতএব টীকার অর্থ বুঝি সাধ্যমতে।
রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে॥
যথা যথা প্রিয়াদাস সংক্ষেপেতে অতি।
বর্ণিলা না প্রবেশয় সাধারণমতি॥
সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু।
বিস্তার করিয়া কহি তাঁর পাছু পাছু॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে কর অঙ্গীকার।
সমাপন করি ইহ বাসনা আমার॥
সকল বৈষ্ণবপদে করিয়া প্রণতি।
কৃষ্ণদাস * করে পরিহার নতি স্তুতি॥

অথ মঙ্গলাচরণ।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনোহর জুকে
চরণকে ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে।

অস্যার্থঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম রূপ।
বদনেতে গাও হৃদে ধরহ অনুপ॥

ভক্তিস্বরূপ।

(টীকা হিন্দী।)

শ্রদ্ধাই ফুলেল ঔর উবটনো শ্রবণ কথা
মইল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে।
মনন সুনীর অহ্নবায় অঁগুছায় দয়া
নবনি বসন প্রনসোঁ ধোলে লগ ইয়ে॥
আভরণ নাম হরি সাধুসেবা কর্ণফুল
মানসী সুনথ সঙ্গ অঞ্জন বনাইয়ে।
ভক্তি মহারাণীকো শিঙ্গার চারু বীড়ি চাহ
রঙ্গ জো নেহারি অহে লাল প্যারী পাইয়ে॥

অস্যার্থঃ—

ভক্তি মহারাণীর যে শিঙ্গার সেবন।
হৃদয়েতে রাখ যত্নে করহ শ্রবণ॥
শ্রদ্ধা সুগন্ধ তৈলে শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দনে।
কর্ম্মজ্ঞানমলা ছুটাও শ্রবণ উদ্বর্ত্তনে॥
মনন নীরে স্নান দয়া আঙ্গোছায় মোছন।
নিষ্ঠা সুবস্ত্র হরিসেবা আভরণ॥
সাধুসেবা কর্ণফুল স্মরণ সুনথ।
সৎসঙ্গ অঞ্জন অনুরাগ বাড়ি কত॥
এইমত ভক্তিদেবীর সেবন করিয়া।
লাল প্যারীরসে রহ মগন হইয়া॥

অথ ভক্তির পঞ্চরস বর্ণন।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

শান্তি দাস্য সখ্য বাৎসল্য ঔর শৃঙ্গার চারু
পাঁচো রস সার বিস্তার নাকে গায়হৈ।
টীকাকো চিমৎকার জানোগে বিচারি মন
ইনকে স্বরূপমে অনুপ লে দিখায়হৈ॥
জিনকে ন অশ্রুপাত পুলকিত গাত কভু
তিনহুকো ভাবসিন্ধু বোরোসি ছকায় হৈ।
জেলৌ রহে দূর রহে বিমুখতা পুরি হিয়ো
হোই চুর চুর নেক শ্রবণ লাগায় হৈ॥
পঞ্চ রস সোই পঞ্চরঙ্গ ফুল থাকে নীকে
পীয়কে পৈরায়বেকো রচিকে বনায় হৈ।
বৈজয়ন্তী দান ভাববতী অলি নাভা নাম
লই অভিরাম শ্যামমতি ললচাই হৈ॥
ধারী উর প্যারী কোঁ্যা হু করত ন ন্যারী অহো
দেখো গতি নারী ঢরি পায়নিকো আই হৈ।
ভক্তি ছবিভার তাতে নমিত শৃঙ্গার হোত
হোত রস লখে জোই আতে জানি পাই হৈ॥

অস্যার্থঃ—

পঞ্চরস ভক্তি মিলি বৈজয়ন্তী মালা।
প্রেম-মকরন্দ তাহে সুগন্ধি রসালা॥
ভাববতী আলি নাভা অভিরাম মতি।
লালসার উর দিয়া পিয়ে মধু মাতি॥

* এই স্থানে এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য স্থলে পাঠান্তরে "কৃষ্ণদাস" স্থানে "লালদাস" ভণিতা দৃষ্ট হয়।

অহো তাহার মতি গতি কিছু ন্যারি।
ভক্তি শ্যাম ছবি হেরি বহে প্রেমবারি॥

অথ সৎসঙ্গ-প্রভাব।

(টীকা হিন্দী।)

ভক্তিতরু পৌধা তাহি বিঘ্নহর ছেরিহুকো
বারদে বিচারবারি সিঁচ্যো সৎসঙ্গসো।
লগ্যোই বঢ়ন গোদা চহুঁদিশি কঢ়নলো
চঢ়ন আকাশ জস্ ফৈল্যো বহুরঙ্গসো॥
সন্তউর আলবালশোভিত বিশাল ছায়া
জীয় জীব জাল তাপ গয়ে য়ো প্রসঙ্গসো।
দেখো বঢ়বার জাহি আজাহুকী শঙ্কাহুতী
তাহী পেড় বন্ধে ঝুলৈ হাথী জীতে জঙ্গসো॥

অস্যার্থঃ—

ভক্তি নব বৃক্ষ তাহে সৎসঙ্গসিঞ্চনে।
পালন করহ ভাই পরম যতনে॥
বিচার যে বাড় দেহ রক্ষার কারণে।
অসৎসঙ্গ গো-ছাগল না করে ভক্ষণে॥
তবে যেই বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা হইয়া।
আকাশে উঠয়ে নানারঙ্গে বেয়াপিয়া॥
হৃদি আলবালে শোভি করি স্নিগ্ধছায়া।
সর্ব্বজীবে হরে দুঃখ পাপ তাপ মায়া॥
যবে সেই ভক্তিবৃক্ষ বলবান হয়।
দুষ্টসঙ্গ-করী হৈতে বিঘ্ন না জন্ময়॥

অথ শ্রীনাভাজীর বর্ণন।

(টীকা হিন্দী।)

যাকো যো স্বরূপ সো অনূপ লে দেখাই দিয়ো
কিয়ো যো কবিত্ত পট মিহিঁ মধি লাল হৈ।
গুণপৈ অপার সাধু কহে অঙ্ক চারিহীমে
অর্থ বিসতার কবিরাজ টঙ্কশাল হৈ
সুনি সন্তসভা ঝুমি রহী অলিশ্রেণী মানো
ঘুমিরহী কহে ইহ কহাধোঁ রসাল হৈ।
শুনৈ হৈ অগর অব জানেমৈ অগরসহী
চোবা ভএ নাভা ঔ সুগন্ধ ভক্তমাল হৈ॥

অস্যার্থঃ—

ভক্তগণ যাঁর যেই স্বরূপ-কথন।
অপূর্ব্ব কবিত্ব সূক্ষ্ম রক্তিম বসন॥
নাভাজীর গুণ আর অপার মহিমা।
কবিত্ব টঁাকশাল অর্থ কত নাহি সীঁমা॥
পরম রসাল শুনি সাধুগণ ঝুমে।
কমলের গন্ধে যেন অলিকুল ভ্রমে॥
অগুরু চন্দনময় নাভাজী-স্বরূপ।
তার গন্ধ ভক্তমাল গ্রন্থ অপরূপ॥

অথ ভক্তমালস্বরূপ।

(টীকা হিন্দী।)

বড়ে ভক্তিমান নিশি দিন গুণগান করে
হরে জগপাপ জাপ হিয়ো পরিপুর হৈ।
জানি সুখ মানি হরি সন্তসনমান সচে
বচেউ জগত রীতি প্রীতি জানি মুরহৈ॥
তেউ দুরারাধ কোউ কৈসেকৈ আরাধিসকৈ
সমঝ্যো ন জাত মন কম্প ভয়ো চূর হৈ।
শোভিত তিলক ভাল মাল উর রাজৈ জপৈ
বিনা ভক্তমাল ভক্তিরূপ অতিদূর হৈ॥

অস্যার্থঃ—

অহো ভক্তিমান করে দিবানিশি গান।
স্বতঃসিদ্ধ-ভক্তিময় ভক্ত অভিমান॥
জগতের পাপতাপ হরয়ে আনন্দে।
হরে সাধুসম্মান উপদেশে মূঢ় মন্দে॥
জগতের রীতি দেখি মোহমন্দমতি।
দুরারাধ্য তাহে সিদ্ধবস্তু নহে প্রাপ্তি॥
ভাবিতে জগতগতি মনে হৈল দুঃখ।
স্বতঃ প্রকাশিয়া জীব তারিতে উন্মুখ॥
ললাটে তিলক কণ্ঠে তুলসীর মাল।
হরিগুণগানে মত্ত স্বভাব দয়াল॥
ভক্তমাল ভক্তিময় ভক্তিদানে শূর।
ভক্তমাল বিনা ভক্তিরূপ অতি দূর॥

অথ মঙ্গলাচরণ।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদ বন্দন কয়ে নাশৈ বিঘ্ন অনেক॥

অস্যার্থঃ—

ভক্ত আর ভক্তি গুরু আর ভগবান।
এক বপু চারি নাম চারিমাত্র ভাণ॥

যাঁর পদবন্দনাতে সর্ব্ববিঘ্ন নাশে।
সাধ্য বস্তু সাধন সেই যেন্দ ইহা ভাষে॥

অথ ভক্তবিশেষলক্ষণ।

(টীকা হিন্দী।)

হরিগুরুদাসনিসোঁ সাঁচো সোই ভক্ত সহী
গহী এক টেঁক ফিরি উরতে ন টরী হৈ।
ভক্তিরসরূপকো স্বরূপ যহৈ ছবিসার
চারু হরিনাম লেত অশ্রুবনি ঝরী হৈ॥
বহী ভগবন্ত সন্তপ্রীতিকো বিচার করৈ
ধরৈ দূরি ইশ তহু পাণ্ডোনীসোঁ করী হৈ।
গুরু গুরুতাইকী সচাই লে দিখাই জাহি
গাই শ্রীপৈ হরিজুকী রীতি রঙ্গভরী হৈ॥

অস্যার্থঃ—

হরি গুরু ভক্ত যেই এক করি জানি।
ইহাতে না টলে মতি সেই শ্রেষ্ঠ মানি॥
ভক্তির স্বরূপ নাম সর্ব্বানর্থ নাশে।
সর্ব্ব-স্বার্থ লভ্য হয় কিঞ্চিত আভাসে॥
ভগবানে ভক্তে আর গুরুর চরণে।
প্রেমভাব কেহ দিতে নারে তেঁহ বিনে॥
স্বয়ং ভগবান হন আপনি মহান্ত।
স্বয়ং গুরুদেব হন স্বয়ং ভক্তিমন্ত॥
রাধাকৃষ্ণ রসরঙ্গ মন্ত্র কৃষ্ণনাম।
অতএব যত্নে হৃদে রাখ অবিরাম॥
নিজ স্বার্থ তেজি যে এ সকল সুতত্ত্বে।
আনন্দকৌতুকে যে পিরীতিভাবে বর্ত্তে॥
সেই ধন্য শ্রেষ্ঠমধ্যে তাহার গণনা।
নতুবা বণিকবৃত্তি করে অন্যজনা॥ *
মূলের তাৎপর্য্য অর্থ প্রিয়াজী কহিলা।
নাভাজীর মনোবৃত্তি যে জন জানিলা॥

অথ আজ্ঞাদান।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

মঙ্গল আদি বিচারি যুহ বস্তু ন ঔর অনূপ।
হরিজনকে যশ গায়তে হরিজন মঙ্গলরূপ॥

সন্তন মিলি নির্ণয় কিয়ো মথি পুরাণ ইতিহাস।
ভজবেকো দোই সুঘর কৈ হরি কৈ হরিদাস॥
অগ্রদেব আজ্ঞা দই ভক্তনকো যশ গায়।
ভবসাগরকে তরণকো নাহিন আন উপায়॥

অস্যার্থঃ—

সর্ব্ববিচারের পার, সর্ব্বমঙ্গলের সার,
সারাৎসার বস্তু চমৎকার।
হরিজনের গুণগান, হরিরস আস্বাদন,
নিতান্ত সিদ্ধান্তপারাবার॥
ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণব চরণ।
মথিয়া শ্রুতি পুরাণ, ইতিহাস দরশন,
সিদ্ধান্ত যে কহে মহাজন॥
শ্রীগুরু অগ্রদাস, গাইতে ভক্তের যশ,
কৃপা করি আজ্ঞা মোরে দিলা।
অপার সংসারপার, উপায় নাহিক আর,
নাভা ইহা নিশ্চয় করিলা॥

আজ্ঞাসময়ের প্রসঙ্গ।

(টীকা হিন্দী।)

মানসী স্বরূপমে লগেহৈ অগ্রদাসজুয়ে
করত বয়ার নাভা মধুর সঁভারসোঁ।
চঢ্যো হৈ জহাজ পৈ জু শিষ্য এক আপদামে
কর্য়ো ধ্যান খিচো মন ছুটয়ো রূপসরসোঁ॥
কহত সমর্থ গয়ো বোহিত বহুত দূরি
আও ছবি পুরি ফিরি ঢরো তাহি ঢারসোঁ।
লোচন উঘারিকৈ নিহারি কহি বোল্যো কৌন
বহী জৌন পাল্যো সীথ দৈদৈ সুকুমারসোঁ॥

প্রত্যুত্তর।

(টীকা হিন্দী।)

আচরজ দয়ো নয়ো ইহাঁলো প্রবেশ ভয়ো
মন সুখ ছয়ো জাস্যো সন্তনপ্রভাবকো।
আজ্ঞা তব দই যহৈ ভই তোপে সাধুকৃপা
উনহীকো রূপ গুণ কহো হিয়ভাবকো॥
বোল্যো কর জোরি য়াকো পাবত ন ওর ছোর
গাউ রামকৃষ্ণ নহিঁ পাউ ভক্তদাবকো।
কহি সমুঝাই বেই হৃদে আয় কহে সব
জিন লে দিখাই দিয়ো সাগরমে নাবকো॥

* পাঠান্তরে—“নতুবা বণির কারে নহে অন্য জনা।”

অন্বয়ার্থঃ—

অগ্রদাস অন্তর্মনা ধ্যানাবিষ্ট আছেন।
মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাৎ করিছেন॥
জাহাজে চড়িয়া অগ্রদাসের শিষ্য এক।
কোথায় বাণিজ্যে যাইতে লাগি গেল ঠেক॥
আপদে পড়িয়া গুরুরে স্মরণ করিল।
অমনি ধ্যানস্থ গোসাঞি অনুকূল হৈল॥
জাহাজে চলিল গোসাঞি দয়াবান হঞা।
তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগিঞা॥
পাছু হৈতে নাভাজীউ কহে মৃদুস্বরে।
জাহাজ ছুটিল এবে আইস নিজ ঘরে॥
ইহা শুনি আঁখি মেলি কহে কেটা তুমি।
নাভা কহে ঝুঁঠাখোর সেই হই আমি॥
তেঁহ কহে বৈষ্ণবের সেবার শকতি।
কৃতার্থ হইলা ইহা হইল প্রতীতি॥
অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ণন।
যতনপূর্ব্বক তুমি করহ গ্রন্থন॥
নাভা কহে ভক্তরীত জানিব কেমতে।
সাগরে নায়ের কথা জানিলে যেমতে॥

অথ নাভাজীর আদি অবস্থা।

(টীকা হিন্দী।)

হনূমানবংশহী মৈ জনম প্রসিদ্ধ জাকো
ভয়ো দৃগহীন সো নবীন বাত ধারিয়ে॥
উমর বরষ পাঁচ মা'নকৈ অকাল আঁচ
মাতু বন ছোরি গই বিপতি বিচারিয়ৈ॥
কীলহ ঔর অগর তাহি ডগর দরশ দিয়ো
লিয়ো যো অনাথ জানি পুঁছি সো উচারিয়ৈ।
বড়ে সিদ্ধ জল লে কমণ্ডলুসোঁ সীঁচে নৈন
চৈন ভয়ে খুলে চক্ষু জোড়ীকো নিহারয়ৈ॥
পায় পরি আসূ আয় কৃপা করি সঙ্গ ল্যায়
কীলহ আজ্ঞা পায় মন্ত্র অগর শুনায় হৈ।
গলতৈ প্রগট সাধুসেবা সো বিরাজমা'ন
জান অনুমান তাহি টলহ লাগায়ো হৈ॥
চরণ প্রক্ষাল সন্ত সীতসোঁ অনন্দ প্রীতি
জানি রসরীতি তাতে হৃদৈ রঙ্গ ছায়া হৈ।
ভই বঢ়বার তাকো পাবে কৌন পারাবার
জৈসো ভক্তরূপসো অনূপ গিরা গায়ো হৈ॥

অন্বয়ার্থঃ—

হনূমানবংশে জন্ম অন্ধ দুটী নেত্র।
কোটী আঁখি তার দেহে যেই হরিভৃত্য॥
পঞ্চবর্ষ বয়ঃ নাভা আকাল-সময়।
উদরের দাহে মাতা বনে ছাড়ি যায়॥
কীলহ অগর দুই ভাই দয়ার নিধান।
অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ॥
কমণ্ডলুর জল-ছিটা চক্ষেতে মারিলা।
তৎক্ষণাৎ দুটি চক্ষু প্রকাশ পাইলা॥
ভবিষ্যৎ কৃষ্ণভক্ত বুদ্ধিমান ধীর।
দোঁহার চরণে পড়ে চক্ষে বহে নীর॥
কীলহজী-আজ্ঞায় অগর সেবক করিলা।
নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণবসেবায় রাখিলা॥
বৈষ্ণবের পদসেবা উচ্ছিষ্ট-ভোজন।
করিতে করিতে হৈল কৃপার ভাজন॥
বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি ভাগ্যে যার ফলে।
ত্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে॥
সাধুকৃপা হৈতে হৃদে কি রঙ্গ ছাইল।
ভক্তি শক্তি অপার সাগর উথলিল॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত দোঁহার চরিত।
অমৃতনিন্দিত কোটী সুধাংশুনিন্দিত॥ *
বর্ণিয়া শ্রীনাভ জীউ জগৎ তারিলা।
বৈষ্ণবমঙ্গল ভক্তমাল প্রকাশিলা॥

চব্বিশ অবতার বর্ণন।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

জয় জয় মীন বরাহ কমঠ নরহরি বলি বামন।
পরশুরাম রঘুবীর কৃষ্ণ কীর্ত্ত জগপাবন॥
বুদ্ধ কল্কী ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর।
যজ্ঞ ঋষভ হয়গ্রীব ধ্রুব বরদৈন ধন্বন্তর॥
বদ্রীপতিদত্ত কপিলদেব সনকাদিক করুণা ক[রে]
চৌবীশ রূপ লীলা রুচির অগ্রদাসউর পদ ধ[রে]
যেতে অবতার সুখসাগর ন পারাবার
করৈ বিসতার লীলা জীবনি উধারকো।
যাহি রূপমাহিঁ মন লগৈ যাকো পগে তিহিঁ।
জগৈ হিয়ে ভাব বহী পাবে ক্যোঁ ন পারকো॥

* পাঠান্তরে—"অপরূপ চমৎকার অমৃতনিন্দিত।"

সবহী হৈ নিত ধ্যান করত প্রকাশৈ চিত্ত
জেসে রঙ্ক পাবৈ বিত্ত জো পৈ জানৈ সারকো।
কৈশনি কুটিলতাই ঐসে মীন সুখদাই
অগর সুরীতি ভাই রসো উর হারকো॥

অন্বার্থঃ—

জয় জয় জয় মীন বরাহ কমঠ।
জয় জয় নরহরি বামন উদ্ভট॥
জয় ভৃগুপতি রাম রাঘব বুদ্ধ কল্কী।
ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর বল্কি॥
যজ্ঞ ঋষভ শ্রীধন্বন্তরি হয়গ্রীব।
দ্রৌপতি সনকাদি শ্রীকপিলদেব॥
আর দত্ত এই যে চব্বিশ অবতার।
অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বরূপ যাঁর॥
করুণা করিয়া অগ্রদাসের হৃদয়।
ধর ধর অভয় সুন্দর পদদ্বয়॥
তে অবতার সব সুখপারাবার।
লীলা বিস্তারিয়া করে জীবের উদ্ধার॥
যার চিত্তে যেইরূপ লাগে দৃঢ় করি।
তাঁর চিত্তে জাগে সদা দিবসশর্ব্বরী॥
তার মধ্যে অদভুত শ্রীকৃষ্ণকীরিতি। *
দরিদ্রের ধন হেন সবার পিরীতি॥
রূপ গুণ লীলা নামে যার চিত্ত ডোবে।
প্রাকৃত বস্তুতে নাহি তার মন ক্ষোভে॥
চব্বিশ যেরূপ চৌদ্দ ভুবন-মন্দিরে।
বিরাজ করয়ে অগ্রদাসের অন্তরে॥

অথ চরণচিহ্ন বর্ণন।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা॥
অঙ্কুশ অম্বর কুলিশ কমল জব ধ্বজা ধেনুপদ।
শঙ্খ চক্র স্বস্তীক জম্বুফল কলশ সুধাহ্রদ॥
অর্দ্ধচন্দ্র ষট্‌কোণ মীন বিন্দু উরধরেষা।
অষ্টকোণ ত্রিকোণ ইন্দ্রধনু পুরুষ বিশেষা॥
সীতাপতিপদ নিত বসত এতে মঙ্গলদায়কা।
চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা॥

(টীকা হিন্দী।)

সন্তনিসহায়কাষ ধারে নৃপরাজ রাম-
চরণসরোজনমে চিহ্ন সুখদাইয়ে।
মন হৈ মতঙ্গ মতবারো হাথ আয়ে নাহি
তাকে লিয়ে অঙ্কুশ লে ধাত্যো হিয়ে ধাইয়ে॥
ঐসেহী কুলিশ পাপপর্ব্বতকে ফোরিবেকো, *
ভক্তিনিধি জোরিবেকো কঞ্জ মন ল্যাইয়ে।
জোপৈ বুধবন্ত রসবন্ত গুণ সম্পতিমৈ
করলে বিচার সব নিশি দিন গাইয়ে॥

অন্বার্থঃ—

রামচন্দ্র নৃপরাজ চরণকমলে।
ভক্ত রক্ষা হেতু অস্ত্র রাখে চিহ্নছলে॥
সুন্দর সুখদ স্নিগ্ধ মনোজ্ঞ মাধুর্য্য।
ভক্তের হৃদয়ানন্দ তদিতরবর্জ্য॥
মন মাতঙ্গ মত্ত নিবারণকাজে।
অঙ্কুশ ধরয়ে পদে সুন্দর বিরাজে॥
তথা যে কুলিশ পাপ চূর্ণের কারণে।
বজ্র ধরে শ্রীচরণে স্নেহ বিতরণে॥
ভক্তিনিধিপ্রাপ্তি হেতু পদ্মনিধি ধরে।
ইত্যাদি ধারণে রিপু নাশি সুখী করে॥
সেই বুদ্ধিমন্ত শান্ত ধন্য তার জন্ম।
ঊনবিংশ যারাশ্রয় সেই জানে মর্ম্ম॥
স্মর স্মর স্মর ভাই দিবানিশি গাও।
শ্রীচরণসুধারসসিন্ধু অবগাও॥ *

ইতি শ্রীভক্তমালে গুর্ব্বাদিবন্দনং মঙ্গলাচরণং প্রথম মালা।

দ্বিতীয় মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
গুর্ব্বাদিবন্দন-আদি মঙ্গলাচরণ।
করিল কহিব এবে মূল প্রয়োজন॥
প্রথমে গাইব গুণ গৌরাঙ্গপার্ষদ।
যাঁহার প্রসাদে ঘুচে অন্তর বিষাদ॥

---

* পাঠান্তরে—"শ্রীকৃষ্ণের রীতি।"

* পাঠান্তরে "গাও" স্থলে "গতি" এবং "অব-গাও" স্থলে "অবগতি" পদ দৃষ্ট হয়।

শ্রীলনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
শ্রীচরণ-আস্বাদিত যত ভক্তবৃন্দ॥
তাহা সভার শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরিয়া।
গাইব শ্রীগৌরাঙ্গের পিরীতি লাগিয়া॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি
দশোদিশি বিস্তারী।
গৌড়দেশ পাখণ্ডমে টিকিয়ো ভজনপরায়ণ।
করুণাসিন্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগতিন গতিদায়ন॥
দশধা রস আক্রান্ত মহতজনচরণ উপাসে।
নাম লেত নিহপাপ দুরিত তিহি নরকে নাশে॥
অবতার বিদিত পুরব মহী উভে মহাদেহী ধরী।
শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি
দশোদিশি বিস্তারী।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

(টীকা হিন্দী।)

গোপিনকে অনুরাগ আগে আপ হারে শ্যাম
জান্যো য়হ লাল রঙ্গ কৈসে আবে তনমে।
এতো সব গৌর তন নখ শিখ বনী ঠনী
খুল্যো যো সুরঙ্গ অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গে বনমে॥
শ্যামতাই মাঝ সো ললাইহু সমাই জাহি,
তাসে মেরো জান ফিরি আই য়হ মনমেঁ।
যশোমতীসুত সোই শচীসুত গৌর ভয়ে
নয়ে নয়ে নেহ চোজ নাচে নিজগণমে॥
অবৈ কভু প্রেম হেম পিণ্ডবত তন হোত
কভু সন্ধি সন্ধি ছুটি অঙ্গ বঢ়ি জাত হৈ।
ঔর এক নারী রীতি অশ্রু পিচকারী মানো
উভৈ লাল প্যারী ভাবসাগর সমাত হৈ॥
ইশতা বখানি কহা করো সো প্রমাণ:কো
জগন্নাথ ক্ষেত্র নেত্র নিরখি সাক্ষাত হৈ।
চতুর্ভুজ ষট্ভুজ রূপ লৈ দিখায় দিয়ো
দিয়ো যো অনূপহিত বাত পাত পাত হৈ॥
কৃষ্ণচৈতন্য নাম জগন প্রগট ভয়ো
অতি অভিরাম লে মহন্ত জেহি করী হৈ।
দিয়ো গৌড়দেশ ভক্তি লেশহু ন লাগে কোউ
সোউ প্রেমসাগরমে বোরো কহি হরি হৈ॥
ভয়ে শিষ মোর এক এক জগ তারিবেকো
ধারিবেকো কোন সাখি পেখিনমে ধরি হৈ।
কোটি কোটি অজামীল বারি ডারে দুষ্টতা পৈ
ঐসেহু মগন কিয়ে ভক্তি ভূমি ভরী হৈ॥

মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।

(টীকা হিন্দী।)

আপ বলদেব সদা বারুণীসো মত্ত রহৈ
চহৈ মন মানো প্রেম মত্ততাই চাহিয়ে।
সোই নিত্যানন্দ প্রভু মহন্তক দেহ ধরি
ভরি সব আনি তউ পুনি অভিলাষিয়ে॥
ভয়ো বেঝ ভারি কোঁাহু জাত ন সম্ভারী জব
ঠৌর ঠৌর পারিষদমাঝ ধরি রাখিয়ে।
কহত কহত ঔর সুনত সুনত জাকে
ভয়ে মতবারে বহু গ্রন্থ তাকী সাখিয়ে॥

অস্যার্থঃ—

নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসে।
দশদিক বিস্তারিয়া অমঙ্গল নাশে॥
কৃষ্ণভক্তি-হীন গৌড়দেশ যে পাষণ্ড।
দলন করিলা দিয়া ভক্তি-তীক্ষ্ণদণ্ড॥
সবাই ভজনপরায়ণমতি হৈল।
করুণাসাগর অগতির গতি ভেল॥
দশরসভাবাক্রান্ত মহান্ত সজ্জনে।
চরণ উপাসে ভিজে প্রেম-বরিষণে॥
কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈতে।
মুক্ত হৈল সভে ভবদুর্গতি হইতে॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ভুবি অবতরি।
মহী উদ্ধারিলা দোঁহে ভক্তরূপ ধরি॥
ব্রজে হলদেব মত্ত বারুণী-পানেতে।
এবে নিত্যানন্দ-রূপে মত্ত প্রেম-রীতে॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি জগত তারিল।
ধরি ধরি হরিনাম সবে বোলওয়াইলা॥
নিজপারিষদ সহ প্রেমে মাতোয়ার।
তার সাক্ষী সাধুগণ বহু গ্রন্থ আর॥
আপন মাধুরী, চমকিত হেরি,
রাধার পরাণনাথ।

এ হেন মাধুরী, রাধিকা-সুন্দরী,
আস্বাদয়ে সখিসাথ॥
কত সুখে ভাসে, না জানি কি রসে,
প্রেমের সাগরমাঝ।
এতেক ভাবিতে, উছলিল চিতে,
ক্ষণেক না সহে ব্যাজ॥
রাধা-ভাবামৃতে, আস্বাদিতে চিতে,
আইলা গউড়মাঝ।
নবদ্বীপসিন্ধু, কুমুদিনীবন্ধু,
উদয় যে দ্বিজরাজ॥
রাধারূপরস, চিন্তিয়া উল্লাস,
ভাবিতে ভাবিতে মনে।
আনন্দে ভুলিল, সেই রূপ ভেল,
গউর হেমবরণে॥
গৌরাঙ্গী কালিয়া, মিশাল হইয়া,
গৌরাঙ্গী সরস ভেল।
কালিয়া ঢাকিয়া, ব্যাপক হইয়া,
নিজ রূপ প্রকাশিল॥
নবদ্বীপে আসি, গোরা রূপরাশি,
গণের সহিত নাচে।
সে রূপ-রতনে, যে দেখে নয়নে,
সে কি পরাণেতে বাঁচে॥
সে নৃত্য সে প্রেম, সে বরণ হেম,
সে সব সঙ্গিয়া সনে।
দেখিল নয়নে, তখন যে জনে,
সে আনন্দ সেই জানে॥
কিবা চমৎকার, প্রেমের বিকার,
নাহি লোক বেদে শুনি।
কভু হেমতনু, মল্লি-পুষ্প জনু,
কভু পদ্মরাগ মণি॥
কভু হেমপিণ্ড, কভু খণ্ড খণ্ড,
অস্থিসন্ধি ছুটি যায়।
কভু লোমকূপে, রক্তধারা ব্যাপে,
অশ্রু পিচকারিপ্রায়॥
বুঝি প্রেমরস, হইয়া সরস,
উপছি বহিয়া যায়।
মণিমুক্তা যথা, অনুভব তথা,
সুভগ সোণার গায়॥

প্রকাশি ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যে মাধুর্য্য,
দেখায় ভক্তগণেরে।
কভু চতুর্ভুজ, কভু ষড়্‌ভুজ,
কিবা নাম রূপ ধরে॥ *
কভু রাধা সহ, নীলকান্তি দেহ,
মুরলীবদন রূপে।
সঙ্কীর্ত্তনমাঝে, কীর্ত্তনে বিরাজে,
কভু বহুরূপে ব্যাপে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাম মহাধন্য,
প্রকট করি জগতে।
উদ্ধারিল লোক, গেল রোগশোক,
মগ্ন হৈল প্রেমামৃতে॥
গৌড়দেশ ধন্য, যাঁহা অবতীর্ণ,
গৌরাঙ্গ-স্বরূপমণি।
কর্ম্মী জ্ঞানী যত, ছিল যথা যথ, †
সবে ভেল প্রেমাধীনী॥
গৌরাঙ্গভকত, পারিষদ যত,
এক জন এক নিধি।
অপার মহিমা, করিবারে সীমা,
কে আছে এমন সুধী॥
গৌর গুণধাম, পুরাইতে কাম
হেন কি জগতে আছে।
দয়ার সাগর, তারিতে পামর
কভু নাহি আগে পাছে॥
কোটি অজামিল- সম দুষ্টশীল,
জগাই মাধাই ছিল।
তাহা দুই জনে, কৃপাবলোকনে,
অনায়াসে তরাইল॥
গৌরাঙ্গের কৃপা, অমৃত-স্বরূপ।
ব্যাপিত দেখি ভুবনে।
অধম চণ্ডাল, অতিমন্দ ভাগ,
একা কৃষ্ণদাস বিনে॥
এ হেন গৌরাঙ্গ-গুণনিধি পারিষদ।
গুণগান করিব মনের বড় সাধ॥
গৌরাঙ্গের প্রেমগুণ-আস্বাদ লাগিয়া।
তাঁর ভক্তগুণ গাই অভেদ জানিয়া॥

* পাঠান্তরে—"নিজ নানা রূপ ধরে।"
† পাঠান্তরে—"যত ছিল হত।"

চরিত্র শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী গরুড় জ্যো।
সিংহ পৌরি ঠাঢ়ে রহৈ ॥
শীতকাল সকলাত বিদিত
পুরুষোত্তম দীনী ॥ ইত্যাদি।

(টীকা হিন্দী।)

অতি অনুরাগ ঘর-সম্পত্তিসো রহ্যো পাগি
তাহু করি ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বাস হৈ।
ধনকো পঠাবৈ পিতা তৌপৈ নহি ভাবৈ কছু
দেখয়ো সুহাবৈ মহাপ্রভুজুকো পাশ হৈ ॥

অস্যার্থঃ—

মূল লিখিবারে বহু পুস্তক বাড়য়।
অতএব অর্থমাত্র লিখিতে আশয় ॥
শ্রীমান রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী।
প্রচণ্ড বৈরাগ্য যাঁর মহাভক্ত প্রেমী ॥
অনুরাগ-পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা-গোবিন্দে।
দিবা নিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গকৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল।
পিতার যে রাজ্যাস্পদ তাহে ঘৃণা হৈল ॥
সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত।
বিষতুল্য মানে তাহা হেরিয়া কম্পিত ॥
সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরণে।
যাইয়া প্রপন্ন হইবারে হৈল মনে ॥
নিকষিয়া যায় পুনপুন ধরি আনে।
পিতামাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে ॥
নবলক্ষের রাজ্যাস্পদ সঁপিল তাঁহারে।
অপ্সরীর তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে ॥
তথাচ রাখিতে নারে কৃষ্ণ-অনুরাগে।
সে সকল তুচ্ছ বিষয়ে সদা ভয় লাগে ॥ *
অনেক পহরা চৌকী রাখিয়া হারিল।
শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত বান্ধিয়া রাখিল ॥
রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সাধু ভূমেতে পড়িয়া ॥
কেহ শিষ্ট লোক কহে অনুচিত ইহ।
নির্ব্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারহ ॥
এ হেন ঐশ্বর্য্য আর এ যুবতী নারী।
হেন রজ্জু ছিঁড়িয়াছে তারে পরিহরি ॥ *
পট্টরজ্জু দিয়া কি বান্ধিয়া রাখা যায়।
হেন বৃথা বান্ধ খুলি দেহ হায় হায় ॥
এত শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজজন।
অনেক বুঝায় সবে করিয়া ক্রন্দন ॥
তেঁহ হেটমাথে রহে কিছু নাহি কহে।
গৌরাঙ্গ হৃদয়ে যথা গ্রহ চাপে দেহে ॥
লোক চৌকি রাখি সবে সতর্কে রহিল।
রাত্রিযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল ॥
অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায়।
দিক বিদিক্ ফিরি বুলে গ্রাম না তাকায় ॥ †
জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শর্করা।
নাহি মানে ধায় মাত্র বাতুলের পারা ॥ ‡
বারো দিনে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম।
তার মধ্যে তিনসন্ধ্যা আহার যে নাম ॥
পুরুষোত্তম গিয়া শ্রীমান চৈতন্যচরণে।
পড়িলা হঠাৎ গিয়া করিয়া ক্রন্দনে ॥
হে নাথ হে প্রভো ওহে করুণানিধান।
কৃপা কর শ্রীচরণে লইনু শরণ ॥
অনাথ অধম মুঞি গতিহীন দীন।
কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন ॥
শ্রীচরণতলে পড়ি ধূলায় ধূসর।
স্তুতিনতি করে অতি কাতর অন্তর ॥
কাতর দেখিয়া প্রভুর দয়া উপজিল।
মুচকি হাসিয়া তুলি আলিঙ্গন কৈল ॥
শক্তি সঞ্চারিয়া তবে প্রেমভক্তি দিল।
নিজ পারিষদে প্রভু প্রধানে গণিল ॥
শ্রীমান্ দাস রঘুনাথ নাম হৈল খ্যাত।
পরমবৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রেমে উনমত ॥
সিংহদ্বারে থাকি কৈল অযাচক-বৃত্তি।
কথোদিনে তাহা ছাড়ি কৈল কিছু যুক্তি ॥

---

* পাঠান্তরে—"সে সকল তুচ্ছ করি বিষয়-ভয়ে ভাগে।"

* পাঠান্তরে—"হেন রজ্জু ছিণ্ডে যেই ত হরি হরি।"

† পাঠান্তরে—"দিগ বিদিগ নাহি ফিরিয়া তাকায়

‡ পাঠান্তরে—"বাউলের পারা।"

শড়া মহাপ্রসাদ যাহা কুণ্ডেতে ডারয়ে।
ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়ে॥
তাহাই আহার মাত্র প্রাণরক্ষাকাজে।
বিষয়সুখের লেশমাত্র নাহি সুজে॥
প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হিয়া।
প্রশংসেন অন্য ভক্তগণে শুনাইয়া॥
প্রভুর আজ্ঞায় দাস গোসাঞি মহান।
কথোদিনে কৈল বৃন্দাবনেতে গমন॥
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস।
দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণপ্রেমোল্লাস॥
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত।
সদা হাহাকার ক্ষণে স্থির নহে চিত॥
হ হে বৃন্দ বনেশ্বরি হে ব্রজনাগর।
দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ রাখ মোর॥
নিদ্রা হরি নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
াহস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥
াস-গোস্বামীর পূর্ব্বাপর যত লীলা।
হিতে নারিএ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা॥
তিতপাবন দাসগোস্বামিচরণ।
চা সবার পরম উপায় অতি ধন॥
ঃ শ্রীগোস্বামী প্রভু কৃপাদৃষ্টি কর।
ন্দদাস মস্তকে চরণপদ্ম ধর॥

———

চরিত্র শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী।

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

শ্রীরূপসনাতন ভক্তিজল
শ্রীজীব গোস্বামী সর গম্ভীর।
লা ভজন সুপক্ক কষায়ন কবহুঁ ন লাগি।
াবন দৃঢ়বাস যুগল চরননি অনুরাগী॥
ৰ লেখনি পানি অঘট অক্ষয় চিত দীনো।
গ্রন্থনকো সার সবৈ হস্তামল কীনো॥

অস্যার্থঃ—

রূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী।
ভক্তিমূর্ত্তির প্রকট নর-ভূমি॥
মাকারাকার বৃত্তি অষ্ট যে সাত্ত্বিকী।
ঈ বহয়ে সদা চরকি চরকি॥

সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত অগাধ।
সিদ্ধান্ত স্থাপিলা অসংভাষা করি বাধ॥ *
সুশীল সুধীর শুভমতি শিষ্ট শান্ত।
প্রিয়ংবদ পর-উপকারেতে একান্ত॥
সর্ব্বগুণাকর গুণ কহনে না যায়।
ত্রৈলোক্যপাবন মহা-মহান্ত-আশয়॥
নানাগ্রন্থ কৈল সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।
প্রাকৃত পণ্ডিতে যার নাহি পায় অন্ত॥
পরম উপায় যাহা আশ্রয় করিয়া।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব পায় জগত ভরিয়া॥
কর্ম্মজ্ঞানে লোক সব জড়িত আছিল।
শুদ্ধভক্তি অমৃতের স্বাদ আস্বাদিল॥
এ হেন দয়ার নিধি ভুবনে আইল।
জীবত্রাণ হেতু বুঝি বিধি সিরজিল॥
গুণ কে কহিতে পারে যাঁহার সদ্গুণে।
বশীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি বাখানে॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি আইসে কোন জন।
তাহারে পুছয়ে প্রভু করিয়া যতন॥
কেমতে আছয়ে মোর শ্রীবৃন্দাবন।
কেমন আছয়ে মোর রূপ-সনাতন॥
সৌভাগ্যের সীমা যাতে গুণের সাগর।
পূজ্য আরাধ্যমধ্যে জগতের সার॥
মহাভক্তি মহাপ্রেম মহান পাণ্ডিত্য।
মহাজিতেন্দ্রিয় মহাগুণবান নিত্য॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুই সহোদর।
উজীর আছিলা দোঁহে গৌড়িয়া পাৎসার॥
দবীরখাস নাম আর সাকর মল্লিক।
খেতাব দোঁহার সর্ব্বখেতাবে অধিক॥
বড় বুদ্ধিমান বড় প্রতাপে উন্নত।
অর্থে পরিপূর্ণ যথা লক্ষ্মী বশীভূত॥
ভাগ্যের দেখহ সীমা দয়াল গৌরাঙ্গ।
পূর্ণ কৃপা কৈলা যাতে ছুটে সর্ব্বসঙ্গ॥ †
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন-গমন উদ্যমে।
প্রভু কানাইর নাটশালা নামে গ্রামে॥

---

* পাঠান্তরে—"অসদ্ব্যাখ্যা।"

† পাঠান্তরে—"পূর্ণ কৃপা করে যারে কৈল সর্ব্ব বন্ধ।"

আইলেন যবে শুনি রূপ সনাতন।
রাত্রিযোগে গিয়া লৈল চরণে শরণ॥
বহু স্তুতি নতি করি চরণে পড়িয়া।
আত্মসমর্পণ কৈলা কাতর হইয়া॥
প্রভু বড় কৃপা কৈলা দয়ার্দ্র হইয়া।
সংক্ষেপে কহিলা কিছু উপদেশ দিয়া॥
বিষয় তেজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস।
পশ্চাৎ মিলিব মুঞি কহিল বিশেষ॥
প্রভুরে দেখিতে লোক লক্ষ লক্ষ আইসে।
সঙ্গ নাহি ছাড়ে চলে ঘেরি চারিপাশে॥
সনাতন কহে প্রভু লোক লক্ষ কোটি।
সহ বৃন্দাবন যাওয়া নহে পরিপাটী॥
সনাতনবাক্যে প্রভু আনন্দিত হিয়া।
অতিগ্রাহ্য কৈলা সেই বাক্য প্রশংসিয়া॥
রূপ সনাতন নাম দোঁহাকারে দিয়া।
পুন ফিরি পুরুষোত্তম গেলেন চলিয়া॥
প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ
জন্মিল যাহাতে আর পরম বৈরাগ্য॥
প্রথমে শ্রীরূপ গেলা বিষয় ছাড়িয়া।
কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া॥
শ্রীল সনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন।
বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন॥
রাজকর্ম্মে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বসি।
শাস্ত্র অনুশীলন করেন দিবানিশি॥
পাতসা ভাবিয়া লোক পাঠাইলে কহে।
কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে॥
পীড়া শুনি পুন রাজা বৈদ্য পাঠাইলা।
বৈদ্য আসি পরখিয়া সুস্থ দেখি গেলা॥
সুস্থ শুনিঞা রাজা উদ্বিগ্ন হইয়া।
আপনি আইলা সনাতনেরে চাহিয়া॥
আস্তেব্যস্তে সনাতন সম্মান করিয়া।
বসাইল উপযুক্ত আসন অর্পিয়া॥
রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা।
কার্য্যে নাহি যাহ নাহি বুঝি কি করিবা॥
এক ভাই তোমার ফকির হৈয়া গেলা।
তুমিহ তাহাই বুঝি করিবে ভাবিলা॥
তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম।
আমা হৈতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম॥
তত্ব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে।
কয়েদ রাখিলা কিন্তু বিষাদ অন্তরে॥
দৈবাৎ চলিলা রাজা দক্ষিণদেশেতে।
কোন প্রতিযোগী সনে বিগ্রহ করিতে॥
হেথা বন্দিখানার যে প্রধান যবন।
তাহারে মিনতি করি কহে সনাতন॥
আমি তব আজন্ম যে উপকার কৈনু।
তার প্রত্যুপকার মোর কিছু কর তনু॥
মোরে বন্দিখানা হৈতে যদি ছাড়ি দেহ।
গোসাঞি তরাবে তব বাপদাদা সহ॥
আর পাঁচ হাজার যে মুদ্রা আগে লহ।
ধর্ম্ম অর্থ লাভ হবে যদ্যপি করহ॥
জমাদার কহয়ে যে আজ্ঞা কর পারি।
কিন্তু যে ওস্কির হৈলে প্রাণে পাছে মরি॥
তেঁহ কহে ভয় কি যুকতি আছে ভাল।
রাজারে কহিবে তেঁহ জলে প্রবেশিল॥
গঙ্গাতে লইয়া গেনু স্নান করাইতে।
ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল বিবেকেতে॥
এ দেশে না রব মুঞি হৈয়া দরবেশ।
দেশান্তর যাব রাজা না পাবে উদ্দেশ॥
তথাচ যবন-মন প্রসন্ন নহিল।
তবে আর কিছু মনে যুকতি করিল॥
সাত হাজার মুদ্রা আনি যবনের আগে।
ধরিলা যবন সেই মুদ্রা অনুরাগে॥
খালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিলা।
ঈশান নামেতে ভৃত্যসহিত চলিলা॥
লুকাইয়া পঞ্চদশ মোহর ঈশান।
পথের সম্বল হেতু বান্ধি লইলেন॥
বনপথে চলে গোসাঞি নগর ছাড়িয়া।
ফল মূল জল মাত্র আহার করিয়া॥
কথোক দিবসে গেলা পাতড়া-পর্ব্বতে।
তথা এক দস্যু হয় কুটুম্বসহিতে॥
ভূঞা বলি খ্যাত হয় হাতগণনাতে।
যার স্থানে যেই দ্রব্য পারয়ে কহিতে॥
উত্তরিলা অপরাহ্ন সময় যাইয়া।
হাত গণি নিজ স্বার্থ জানি সেই ভূঞা।
গোসাঞিরে বহু সমাদরে সেবা কৈলা।
রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তিতে লাগিলা॥

এই ব্যক্তি বিনে পরিচয়ে কেনে মোরে।
যথোচিত প্রণয় আদর ভক্তি করে॥
বিরলে ডাকিয়া কিছু পুছেন ঈশানে।
সত্য কহ কিছু দ্রব্য আছে তব স্থানে॥
ঈশান কহেন আছে সপ্ত মোহর।
গোসাঞি কহেন এই কৃতান্তের চর॥
কেন আনিয়াছ সাথে করিয়া যতন।
ত্যাগ কর এখনি যে যাইবে জীবন॥
এত কহি মোহর ঈশানস্থান হৈতে।
মাগিয়া লইলা সুধী দস্যে সমর্পিতে॥
একটি ঈশানে দিয়া ছয়টি লইয়া।
ভূঞার হস্তেতে দিলা বিনয় করিয়া॥
হাসিয়া কহয়ে ভূঞা সুবুদ্ধি যে তুমি।
ইহা হেতু রাত্রে তোমায় মারিতাম আমি॥
ছয়টি মোহর দিলে আর এক হয়।
ভাল ভাল থাকুক নাহিক কিছু ভয়॥
ভাল কৈলে দ্রব্য দিলে আপন ইচ্ছায়।
তুষ্ট হৈনু নাহি লব দিব যে তোমায়॥
এত বলি মোহর ফিরিয়া পুন দিল।
গোসাঞি একান্তে তাহা লৈতে না চাহিল॥
তথাচ যতন করি তাঁর হস্তে দিল।
গোসাঞি লইয়া মুদ্রা ঈশানে সঁপিল॥
তাহারে কহিলা এই স্বর্ণমুদ্রা লও।
মোর সঙ্গ ছাড়ি তুমি গৃহে চলি যাও॥
রোদন করিয়া তেঁহ গৃহে চলি গেলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোসাঞি চলিলা একেলা॥ *
চলিতে চলিতে হাজিপুর গ্রামে গিয়া।
রাত্রে এক বাগিচাতে রহিলা পড়িয়া॥
তাঁর ভগ্নীপতি ঘোড়া-খরিদ-কারণ।
আসিয়াছে সেই বাগিচাতে বাসস্থান॥
হাওয়াখানা টুঙ্গির উপরে বসিয়াছে।
নিকটে গোসাঞি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারিছে॥
স্বর শুনি মনে কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া।
নামিয়া আপনি তথা গেলেন চলিয়া॥
দেখে গিয়া বসি রাজমন্ত্রী সনাতন।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন॥

হাহাকার করিয়া অঙ্গুলি নাকে ধরি।
কহয়ে খেদোক্তি করি চক্ষে পড়ে বারি॥
একি দশা আহা হেন রাজ্যপদ ছাড়ি।
মলিন বসনে কেনে ভূমে গড়াগড়ি॥
এ হেন সুখের দেহে এতেক কেলেশ।
কেমনে সহিব এ দুঃখের নাহি শেষ॥
বৈরাগ্য না কর গৃহে বসি কৃষ্ণ ভজ।
আইস আইস গৃহে মলিন বস্ত্র তেজ॥
সনাতন বলে ভাই ও কথা না কহ।
মোর ভাগ্যে যাহা আছে তুমি ঘরে যাহ॥
উৎকট বুঝিয়া তেঁহ পুন না কহিল।
শীতনিবারণ হেতু শাল আনি দিল॥
গোসাঞি হাসিয়া তাহা দূরে তেয়াগিল।
তাহা দেখি পুন ফক বনাত আনিল॥
উত্তম জানিয়া সাধু তাহাও না নিল।
তবে তেঁহ মনে কিছু বিচার করিল॥
বুঝিয়া আশয় এক ভোট যে কম্বল।
আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল॥
তাহাই লইয়া অঙ্গে উঠিলা গোসাঞি।
চলিলা পশ্চিম দিকে সঙ্গে কেহ নাই॥
শ্রীচৈতন্যশ্রীচরণ লক্ষ্য যে করিয়া।
উত্তরিলা সাধুত্তম কাশী-পুরে গিয়া॥
শ্রীচৈতন্য বলিয়া ফুকারে বারেবার।
গদগদভাবে বহে গলদশ্রুধার॥
যারে তারে পুছে ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর।
কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণের সাগর॥
উন্মত্তের প্রায় সাধু খুঁজিয়া বেড়ায়।
চন্দ্রশেখরের ঘরে জানিলা নিশ্চয়॥
দ্বারে গিয়া ভাবে সাধু ভিতরে যাবার।
নীচ অধম আমি নাহি অধিকার॥
এত ভাবি বাহির-দুয়ারে বসি আছে।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি তাহা জানিয়াছে॥
ঘর হৈতে কহে প্রভু কোন নিজজনে।
দেখ ত বাহিরে কেহ বৈষ্ণব ওখানে॥
বসিয়া থাকয়ে যদি বোলাইয়া আন।
তেঁহ দেখি আসিয়া প্রভুরে কহে পুন॥
বৈষ্ণব না হয় এক কাঙ্গাল আছয়।
প্রভু কহে বোলাইয়া আন যেহ হয়॥

* পাঠান্তরে—"শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া গোসাঞি চলিলা একেলা।"

যতন করিয়া তবে ডাকিয়া আনিল।
প্রভু-দরশনে সাধু আনন্দে ভাসিল॥
দুই গোচ্ছা তৃণ করে, এক গোচ্ছা দন্তে ধরে,
পড়িলা গৌরাঙ্গ-রাঙ্গা-পায়।
দুনয়নে শতধারা, রাজদণ্ডিজন-পারা,
অপরাধী আপনা মানয়॥
তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয়ভোগ, কামাদি ষড়ঙ্গ রোগ,
তাহে ভ্রমি সুখবুদ্ধি করি॥
নীচসঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ ব্যবহারে মতি,
নীচকর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এ হেন দুর্লভ জন্ম, পাইয়ে কি কৈনু কর্ম্ম,
কেবল হইল উপহাস॥
শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু,
করুণা-কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গা চরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি,
এ অধম জনারে বিচার॥
সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য-বিষাদ,
ছলছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পাছে ধায়,
কহে মোরে না কর স্পর্শন॥
তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু, মুঞি ছার নহি কভু,
ঘৃণাস্পদময় এই দেহ।
পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় বর্জ্জ্য,
মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ॥
প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর সম্বরণ,
তোর দৈন্যে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়,
হইল যে তোমার সম্মুখ॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি, যতেক কহিতে নারি,
উদ্ধারিলা বিষয়কূপেতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহ,
তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে॥
সনাতনের হাতে ধরি, বসাইয়া গৌরহরি,
আগমন শুভবার্ত্তা পুছে।
ভোট-কম্বল গায়, প্রভুরে নাহিক ভায়,
বিষয়ের শেষ কিছু আছে॥
অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটপানে ঘন চায়,
সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা।
ক্ষণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া জাহ্নবীর তটে,
মনে কিছু যুকতি করিলা॥
ভোট-কম্বলখানি, এক যে বৈষ্ণব জানি,
তাঁরে দিয়া তাঁর কান্থাখানি।
পরিবর্ত্ত করি লৈল, তেঁহ তাহে তুষ্ট হৈল,
গোসাঞি লইল শ্লাঘা মানি॥
সেই কান্থা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,
দণ্ডবত করিয়া পড়িলা।
প্রভু গলে কান্থা দেখি, ছলছল করে আঁখি,
উঠাইয়া আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতনধন,
অনেক যে দুঃখেতে মিলয়।
দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর,
সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয়॥
তবে প্রভু সনাতনে বড় কৃপা কৈলা।
শক্তি সঞ্চারিয়া নিজ তত্ত্ব জানাইলা॥
সুমধুর নানা তত্ত্ব যে কহিলা বাণী।
মূর্খ মুঞি সে সকল কহিতে না জানি॥
সনাতনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া।
ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া॥
যতেক কহিল মুঞি এই মত সার।
সিদ্ধান্ত যে এই হয় শাস্ত্র-অনুসার॥
মহিষী-হরণ-আদি লোকে না বুঝিয়া।
কুব্যাখ্যা করয়ে যত মর্ম্ম না জানিয়া॥
সে সব ভঞ্জন করি সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া।
অদ্বৈত বিরুদ্ধমত নিরাশ করিয়া॥
নানাগ্রন্থ বর্ণন করহ লোকহিতে।
কৃষ্ণ-কৃপা তোমারে হইবে অচিরাতে॥
সনাতন কহে প্রভু এ সব বিচার।
মূর্খ হৈয়া কেমতে করিব মুঞি ছার॥
প্রভু কহে মোর আজ্ঞায় বেদশাস্ত্র যত।
হৃদয়ে উদয় হবে সুসিদ্ধান্ত মত॥
এক চতুরাই কৈলা তবে সনাতন।
পুছয়ে প্রভুর স্থানে করিয়া যতন॥
শুক্ল রক্ত তথা পীত ইত্যাদিক করি।
যুগে যুগে অবতার করেন যে হরি॥

তিন যুগে যে যে অবতার তা কহিলে।
পীতবর্ণ কলিতে কে তাহা না বলিলে॥
প্রভু কহে সনাতন চতুরাই ছাড়।
এই বাক্যে নিজ তত্ত্ব কহিলা যে দড়॥
সংক্ষেপে কহিনু প্রভুসহিত মিলন।
তবে চলি গেলা গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন॥
অলৌকিক অনন্তর গোসাঞির প্রেম।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত-নেম॥
মূর্ত্তিমান্ মহাতেজ সমুদ্র গম্ভীর।
সাগরান্তা পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর॥
প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস॥
বৃক্ষতলে বসি সদা গ্রন্থানুশীলন।
অলক্ষ্যে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন॥
এক লীলা গোসাঞির শুন চমৎকার।
যাহার শ্রবণে হয় ভবনিধি পার॥
একদিন গোসাঞি স্নান করিতে যমুনা।
স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোণা॥
মনে ভাবে কোন দীনদরিদ্র দেখিয়া।
তারে দিব এখন কোথাও রাখি লৈয়া॥
স্পর্শ না করিয়া খাপরাতে ধরি লঞা।
কোন স্থানে রাখিলা মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া॥
দৈবযোগে গৌড়দেশে এক যে ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমান দক্ষিণে মানকরেতে ভবন॥
জীবন তাহার নাম বহুত কুটুম্ব।
সুদরিদ্রে কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব॥
বিবেকী হইয়া কাশীপুরেতে যাইয়া।
অর্থাকাঙ্ক্ষী হই বহু বৎসর ব্যাপিয়া॥
শিব-আরাধনা কৈল শিব-ব্রত করি *
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম।
সাধুর নিকটে গিয়া পূরিবেক কাম॥
বহুধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা।
লোকেতে দুর্লভ যাহা সর্ব্বদুঃখহন্তা॥
কিবা দয়াময় দেখ দেবদেববর। †
গরল চাহিতে দিলা অমৃতসাগর॥

শিবের আজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে।
বৃন্দাবনধাম তবে চলিলা ত্বরিতে॥
বিপ্রের সংসার-ক্ষয় উন্মুখ-সময়।
তাহা নাহি জানে ধন চিন্তয়ে হৃদয়॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখিজনে।
গুপ্তলি খুঁজিতে হস্তে মিলয়ে রতনে॥
কথোদিনে বৃন্দাবনধামে সনাতন।
নিকট হইল গিয়া সুকৃতি ব্রাহ্মণ॥
গোসাঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি।
আনন্দ আবেশে রহে করযোড় করি॥
গোসাঞি প্রণাম করি করি যোড়কর।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্টবাক্যে প্রিয়ঙ্কর॥
কে তুমি ঠাকুরমহাশয় কিবা অর্থে।
আগমন করি কৃপা হৈল মোর মাথে॥
গোসাঞির নম্রতাসুমিষ্ট বাক্য শুনি।
দ্রবিল বিপ্রের চিত্ত চমৎকার গণি॥
বিপ্র কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র।
অর্থ লাগি বহুকাল ভজিলাম রুদ্র॥
কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা।
তোমার চরণে মোরে আসিতে কহিলা॥
বৃন্দাবনে সনাতন গোসাঞির স্থান।
যাইলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আন॥ *
গোসাঞি কহেন মুঞি অর্থ কোথা পাব।
মহাদেব মোর স্থানে কি হেতু পাঠাব॥
ভিক্ষাজীবী মুঞি মোর অর্থ কোথা হয়।
ইহা শুনি ব্রাহ্মণের বিদরে হৃদয়॥
হাহা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিলা।
কিংবা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিলা।
ব্রাহ্মণে কাতর দেখি বলেন গোসাঞি।
আকাশ পাতাল ভাবি কূল নাহি পাই॥
দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত।
আশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণেরে কহে শান্ত॥
হয় হয় ঠাকুর মোর স্মরণ হইল।
মিথ্যা নহে শ্রীমহাদেব যে কহিল॥
স্পর্শমণি লবে চল দেখাইয়া দিই।
বিস্মিত হইনু তে কারণে কহি নাই॥

---

* পাঠান্তরে—"তীব্র তপ করি।"
† "পাঠান্তরে—আহা কিবা দয়াময় দেব মহেশ্বর।"

* পাঠান্তরে—"পরম রতন।"

ব্রাহ্মণেরে লঞা যমুনার তীরে গিয়া।
বামহস্ত-তর্জ্জনী-অঙ্গুলি হেলাইয়া॥
কহে এইখানে দেখ মৃত্তিকা খুঁদিয়া।
ব্রাহ্মণ খুদিয়া বুলে না পাই খুঁজিয়া॥
গোসাঞিরে কহে কোথা দেহ উঠাইয়া।
তেঁহ কহে না স্পর্শিব সিনান করিয়া॥
পুন তল্লাসিতে বিপ্র মণি যে পাইল।
গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করিয়া চলিল॥
পথে চলি যায় বিপ্র ভাবে মনে মনে।
এ হেন পদার্থ গোসাঞি দিলা কি কারণে॥
রাখিবার কায থাকুক স্পর্শ নাহি করে।
স্পর্শের থাকুক কায ঘৃণায় না হেরে॥
আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি।
তপ করি ঈশ্বরসেবনে অনুরাগী॥
ছি ছি মোরে ধিক্ ধিক্ হেন তুচ্ছ বস্তু।
যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ॥
অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া।
গোসাঞির চরণে শরণ লব গিয়া॥
তেঁহ যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল॥
তাঁহার চরণে গিয়া শরণ লইব।
বিনিমূলে তাঁর পায় বিক্রীত হইব॥
এতেক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া।
বটেশ্বর-গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া॥
গোসাঞির পদে গিয়া পড়ি বিপ্রবর।
নিজ অভিলাষ যাহা কহিলা বিস্তর॥
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম।
কৃপা করি প্রভু মোরে কর আত্মসম॥
শরণ লইনু তব অভয় চরণে।
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে॥
গোসাঞি কহেন তুমি তাহা না পারিবে।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণ ভজ সংসার তরিবে॥
তেঁহ কহে নাহি যাব তোমার চরণে।
শরণ লইনু কৃপা কর মূঢ়জনে॥
গোসাঞি কহেন তবে পার যোগ্য হৈতে।
স্পর্শমণি যদি শক্ত হও তেয়াগিতে॥
এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি লৈয়া করে।
টান মারি ফেলি দিল যমুনামাঝারে॥

গোসাঞি দেখিয়া তবে আনন্দিত হৈলা।
ব্রাহ্মণেরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা দিয়া।
কৃতার্থ করিলা কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিয়া॥
অতএব শ্রীমান্ সনাতন স্পর্শমণি।
যার পদ দৃষ্ট-স্পর্শ-মাত্র হৈল ধনি॥
প্রাকৃতিক তুচ্ছ ধনে বিরক্তি হইল।
পরমরতন কৃষ্ণপ্রেমধন পাইল॥
সর্ব্বদুঃখ দূরে গেল ধনাঢ্য হইল।
ত্রিজগতে ধন্য মান্য পূজ্যতম ভেল॥
তাঁহার নন্দন শ্রীল ভাগবত নামে।
তাঁহার সন্তান কাঁটামাড়গাঁয়ে গ্রামে॥
অদ্যাপিহ আছেন গোসাঞি বলি খ্যাত।
পূর্ব্ব মানকর এবে মাড়গাঁ বসত॥
বিপ্র যবে স্পর্শমণি যমুনায় ডারিল।
একবর পাৎসা পরম্পরায় শুনিল॥
মণি উঠাইতে বহু যতন করিল।
হস্তিপদে জিঞ্জির বান্ধিয়া নাম্বাইল॥
যমুনার জলে ইতি-উতি ফিরাইতে।
শিকল সুবর্ণ হৈল ঠেকিয়া মণিতে॥
মণি না পাইল নানা উপায় সৃজিয়া।
ঈশ্বরের কৃপা বিনে কে পায় খুঁজিয়া॥
গোস্বামীর লীলা হয় অনন্ত অপার।
পরমপবিত্র পদে পদে চমৎকার॥
সব কে কহিতে পারে কিঞ্চিৎ কহিল।
আরো কিছু কহিবারে উৎসাহ বাড়িল॥
মন-মোহনিয়া শ্রীমদ্ মদনমোহন।
শ্রীমতী কুবুজা মহিষীর প্রকাশন॥
মথুরাচৌবের নারী করেন সেবন।
নিতি মাধুকরি হেতু যান সনাতন॥
ঠাকুরের মাধুরী দেখিয়া প্রেম হয়।
কিন্তু অনাচারে সেবে দেখি দুঃখ পায়॥
আচার করিয়া সেবিবারে সনাতন।
ক্রমমত কহি দিলা করিয়া যতন॥
চৌবের ঘরণী তাহা নাহি সমুঝিলা।
নিজমত প্রেমভাবে সেবিতে লাগিলা॥
আর দিন সনাতন দেখিতে ইচ্ছিল।
চৌবের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হৈল॥

চৌবের বালক সহ মদনমোহন।
একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন॥
আচার বিচার কিছু না করে গণন।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
গোসাঞি দেখিয়া তাহা প্রেমে মূর্চ্ছা হয়।
চৌবের ঘরণী প্রতি স্তবন করয়॥
গোসাঞি যে আপনারে অপরাধী মানি।
বিনয় করয়ে তাঁরে করি যোড় পানি॥
মাতা তুমি যেমত আচারে কর সেবা।
সেইমত সেব অন্যমত না করিবা॥
তেঁহ কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
দিন চলি যায় আচার করিতে নারিব॥
গোসাঞি কহেন মাতা নিবেদন করি।
আজি যদি মোরে কিছু দেহ মাধুকুরি॥
তোমার শিশুর এই পাত্র-অবশেষ।
যাহা থাকে তাহা দেহ করি কৃপালেশ॥
তাহি উঠাইয়া মাতা গোসাঞিরে দিলা।
গোসাঞি পাইয়া কৃতকৃতার্থ মানিলা॥
সাক্ষাতে দেখিলা মদনমোহনে খাইতে।
মদনমোহন দেখাইলা তারে জানাইতে॥
প্রসাদ পাইয়া সাধু আনন্দে বিহ্বোল।
মদনটেরেতে বাস যথা অর্কলোল॥
রাত্রিকালে স্বপনে শ্রীমদনমোহন।
শ্রীমান্ সনাতনগোস্বামীরে কহেন॥
তুমি মোরে চৌবের ভবন হৈতে আনি।
সেবা কর দিয়া মাত্র তুলসী আর পানি॥
হেথা চৌবে ঠাকুরাণী প্রতি কহে হরি।
সনাতনে দেহ মোরে সমর্পণ করি॥
প্রাতে সনাতন হর্ষভরে তথা গিয়া।
ঠাকুরাণী প্রতি কহে বিনয় করিয়া॥
মদনমোহন আজ্ঞা করিল আমারে।
মনে সাধ হৈল বনে বাস করিবারে॥
ঠাকুরাণী কহে হবে সত্য হয় বটে।
শঠের বিদ্যায় পারগ বটে ঘটে॥
আমারেও কহিল যাইব অন্যন্তরে।
পূর্ব্বের স্বভাব যে তা ছাড়িতে না পারে॥
টিয়া পক্ষী যথা প্রতিপালন করয়।
শিকল কাটিয়া পাখ উড়িয়া পলায়॥

শ্রীনতী যশোদা প্রাণপণেতে পালিল।
ক্ষণমাত্র বুকে শেল হানি পলাইলা॥
যার যে স্বভাব হয় তাহা কোথা যাবে।
যায় যাউক আমার তাহাতে কিবা হবে॥
যদ্যপি অন্তরে দুঃখ সহিতে না পারি।
বরঞ্চ মরিব দেহ যমুনায় ডারি॥
মাতার মাধুর্য্য গাঢ় প্রেমের কথন।
শুদ্ধবাৎসল্য তাহে প্রেমের ভর্ৎসন॥
শুনিঞা শ্রীসনাতন প্রেমের সাগরে।
ভাসিয়া আনন্দধারা বহে গলদ্ধারে॥
মাতা আর্ত্তনাদ ক'র শ্রীলসনাতনে।
মদনমোহন দিয়া পড়ে অচেতনে॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে মাতা ভূমে গড়ি যায়।
যশোদা মাতার দশা যথা পূর্ব্বে হয়॥
সনাতন মদনমোহন যে পাইয়া।
আপন আশ্রমে আনে অতিহৃষ্ট হিয়া॥
দারিদ্র যেমন নিধি পাইয়া আহ্লাদ।
হস্তেতে পাইলা যথা আকাশের চাঁদ॥
সূর্য্যঘাট নিকটে সুরম্য টিলাপরি।
ঝোপড়া বান্ধিলা এক তৃণ জড় করি॥
চুটকি মাগিয়া আনি আঙা কাড় করি।
হরিষবিষাদে সুকুমার-আগে ধরি॥
মদনমোহন কহে লবণবিহনে।
খাইতে না পারি মোর না রুচে বদনে॥
সনাতন কহে যদি খাইতে নারিব।
লবণ নিতানি তবে মুঞি কোথা পাব॥
আর দিন লবণ মাগিয়া আনি দিল।
পুন কহে রুখ আঙা খাইতে নারিল॥
তেঁহ কহে ঘৃত শর্করা কোথা পাব।
বিষয়ীর স্থানে মুঞি মাগিতে নারিব॥
ক্রমে ক্রমে তুমি নানা বাহেনা করহ।
আমা হৈতে নাহি লবে চাহ করি লহ॥
দৈবযোগে এক মহাজন দ্রব্য লৈয়া।
মথুরায় যায় সেই জাহাজে চড়িয়া॥
আটকিয়া গেল তরি চড়ায় লাগিয়া।
মহাজন সর্ব্বনাশ হইল গণিয়া॥
হাহাকার করি নানা উপায় চিন্তয়।
রাত্রিযোগে দেখে তীরে এক মহাশয়॥

গদগদভাবে কৃষ্ণনাম বসি জপে।
এক শ্রীবিগ্রহ তথা তেজে বন ব্যাপে॥
অতি আর্ত্ত হই মহাজন কান্দি কহে।
শরণ লইনু প্রভু রক্ষা কর মোহে॥
কৃপা করি সঙ্কটে এবার কর রক্ষে।
প্রতিজ্ঞা করিনু মুঞি কায়মনোবাক্যে॥
এবার বাণিজ্যে যত উপস্বত্ব হব।
সমুদায় শ্রীচরণপদ্মে সমর্পিব॥
মন্দিরনির্ম্মাণ করি সেবার শৃঙ্খলা।
করি দিয়া পশ্চাত করিব গৃহে মেলা॥
এতেক প্রার্থনা করি মহাজন গিয়া।
জাহাজে চড়িবামাত্র চলিল ধাইয়া॥
মথুরা যাইয়া হৈল বাণিজ্য দ্বিগুণ।
জানিল করিল ইহা মদনমোহন॥
যত লাভ হৈল তেজি অন্তরসঙ্কোচ।
মদনমোহন-অর্থে করিলা খরচ॥
বৃহত মন্দির আর নাটশালা আদি।
বিহারের স্থান নানা আর রত্নবেদী॥
সেবার শৃঙ্খলা নানা জাতি ভোগরাগ।
বন্দোবস্ত করি দিয়া অনুরাগ॥
শ্রীলসনাতন তাহে অতিহৃষ্টমন।
বসাইয়া সেবে তাহে মদনমোহন॥
অদ্যাপিহ সেই যে মন্দির বর্ত্তমান।
গোস্বামিপাদের সেই বসিবার স্থান॥
কৃষ্ণদাস অভাগিয়া তাঁহার চরণ।
পরম উপায় জানি লইল শরণ॥

শ্রীমদ্রূপগোস্বামীর অপার মহিমা
যথা সনাতন তথা মহিমার সীমা॥
রূপ-সনাতন বলি জগতবিখ্যাত।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়তম গৌর যার নাথ॥
অতএব রূপগোস্বামীর কিছু গুণ।
গাইব আপন মতি শোধন কারণ॥
অনন্ত অপার লীলা শ্রীরূপের হয়।
কিঞ্চিৎ কহিব সব কহা নাহি যায়॥
একদিন ব্রহ্মকুণ্ডতীরেতে বসিয়া।
অনাহারে রহে কৃষ্ণে মানস করিয়া॥
অনাহার জানি কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
গ্রাম্যবালকের রূপ ধারণ করিয়া॥
একভাণ্ড দুগ্ধ আনি খাইবারে দিল।
দুগ্ধ দিয়া বালক চলিয়া পুন গেল॥
শ্রীরূপ ভাবিয়া স্থির করিতে নারিলা।
দুগ্ধ লইয়া পান করিতে লাগিলা॥
দুগ্ধের আস্বাদ নহে অলৌকিক স্বাদ।
কোটি কোটি অমৃতের স্বাদ মাত্র বাদ॥
খাইতে খাইতে উথলিল প্রেমভাব।
অপ্রাকৃত বস্তু তার এমতি স্বভাব॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড রাখিতেই মাত্র।
আপনি চলিয়া গেলা অপ্রাকৃত পাত্র॥
শ্রীমৎসনাতন শুনি এসব বারতা।
চলিয়া আইল দ্রুত রূপ বসি যথা॥
অনুযোগ কৈল বহু আর্ত্তনাদ করি।
কৃষ্ণে দুঃখ দেহ কেনে অনশন করি॥
মাধুকরি ভিক্ষা করি উদর ভরহ।
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে দুঃখ নাহি দেহ॥
আর অপরূপ শুন গোবিন্দ প্রকটে।
হইলা যেমতে বৃন্দাবনে যোগপীঠে॥
শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা শ্রীমদ্রূপেরে।
যোগপীঠে হই মুঞি মৃত্তিকাভিতরে॥
এক গাভী নিতি আসি দাণ্ডায় যথায়।
স্তন হৈতে দুগ্ধ ক্ষরে আমার মাথায়॥
মোরে লক্ষ্য করি সেই স্থান যে খুদিয়া।
উঠাও আমারে সেব তথাই স্থাপিয়া॥
এত শুনি শ্রীরূপগোসাঞি হৃষ্টমনে।
উঠাইয়া গোবিন্দ স্থাপিলা সিংহাসনে॥
অভিষেক আদি করি আনন্দকৌতুকে।
সেবন করয়ে সদা থাকে প্রেমসুখে॥
হে শ্রীমদ্রূপগোস্বামী কর দয়া।
কৃষ্ণদাস-শিরে ধরো শ্রীচরণছায়া॥

শ্রীজীবগোস্বামী হন গুরুতুল্য মহান্ত।
প্রেমে পরাকাষ্ঠা যে গুণের নাহি অন্ত॥
ক্রমসন্দর্ভ আর ষট্‌সন্দর্ভ আদি।
নানাগ্রন্থে ভক্তি স্থাপি নিরাসিলা বাদী॥

শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র মন্ত্রশিষ্য হন।
শ্রীচৈতন্যকৃপাপাত্র পার্ষদ-প্রধান॥
তাঁহার চরিত্রলীলা কহা নাহি যায়।
কিছু গুণগান করি পবিত্র আশয়॥
ষট্‌সন্দর্ভ প্রকাশি জীবের হিত কৈলা।
অতি চমৎকার বড় সিদ্ধান্ত স্থাপিলা॥
সন্দেহভঞ্জন হেন নাহি ক্ষিতিতলে।
যত শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ লোকে জল্পি বুলে॥ *
পণ্ডিত-অভিমানী যত কুব্যাখ্যা করিয়া।
অজ্ঞের সভায় কহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া॥
ষট্‌সন্দর্ভ একবার যে করে শ্রবণ।
অন্য কলকলে তার নাহি ফিরে মন॥
যেই জন ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ না দেখিল।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সেই কভু না জানিল॥
পণ্ডিত গম্ভীর জীবগোসাঞির বিনে।
হেন বুঝি আর নাহি এ তিন ভুবনে॥
দিগ্‌বিজয়ী এক সর্ব্বত্র জিনিয়া।
ব্রজে রূপ-সনাতন পণ্ডিত জানিয়া॥
বিচার করিতে আইল গোসাঞির স্থানে।
নির্ম্মৎসর অহঙ্কারশূন্য দুই জনে॥
বিচার না করি জয়পত্র লিখি দিলা।
পুনশ্চ শ্রীজীবগোসাঞির স্থানে গেলা॥
যমুনায় শ্রীজীবগোসাঞি স্নান করে।
হস্তী অশ্ব সহ দিগ্‌বিজয়ী গিয়া তীরে॥
কহে রূপ-সনাতন বিচারের ডরে।
জয়পত্র লিখি দোঁহে দিলা যে আমারে॥
তুমিহ বিচার কর নহে লিখি দেহ।
গোসাঞি শুনিঞা কিছু হইলা অসহ॥
মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানী।
রূপ-সনাতনের মহিমা নাহি জানি॥
পরাভব হৈল বলি করিয়াছে গর্ব্ব।
তাহার উচিত আজি করিব যে খর্ব্ব॥
ইহা ভাবি কহে তুমি রূপ-সনাতনে।
বিনে শাস্ত্রপ্রসঙ্গেতে জিনিলে কেমনে॥
সে যা হউ তাঁহা সবা সহিত বিচারে।
তুমি ত না হও যোগ্য তেঁহ থাকু দূরে॥

আমি তাঁহা সবার ক্ষুদ্র শিষ্য-অভিমানী।
মোরে পরাভব কর তবে তোমা জানি॥
এত কহি বিচার তাহার সনে কৈল।
দিগ্‌বিজয়ী বিচারে হারি দর্প খর্ব্ব হৈল॥
এ কথা শুনিঞা রূপগোসাঞি কুপিয়া।
জীবগোসাঞিরে কহে ভর্ৎসন করিয়া॥
তুমি ত বৈরাগী হারি-জিত তেজি হৈলে।
তবে কেনে জিতিবারে আগ্রহ করিলে॥
সেই ব্যক্তি হারি-জিত অভিমানময়।
তাহার হৃদয়ে হয় জয়পরাজয়॥
তুমি কেনে পরাভব আপনি হইয়া।
না দিলে তাহার মান দীনতা করিয়া?
তেঁহ কহে কৈল মোর গুরুর নিন্দন।
বিধি অনুসারে তার করিল শাসন॥
জীবগোসাঞির কভু অভিমান নাই।
তাহাও বুঝিয়াছেন শ্রীরূপগোসাঞি॥
তথাপিহ শাসন করয়ে ভঙ্গি করি।
লোক শিখ বার * হেতু তাঁহার উপরি॥
কহে আজি হৈতে তব না হেরিব মুখ।
বজ্রতুল্য বাক্য শুনি কাঁপি গেল বুক॥
কাতর হইয়া বহু স্তুতি নতি কৈলা।
যদ্যপি গোসাঞি তাহে প্রসন্ন না হৈলা॥
অন্নজল তেয়াগিয়া যমুনার তীরে।
গোসাঞির পদমাত্র ধেয়ান অন্তরে॥
পড়িয়া রহিলা দুনয়নে ধারা বহে।
বিশীর্ণ হইল দেহ প্রাণ মাত্র রহে॥ †
কথোক দিবস ব্যাজে বিশেষ কথন।
শুনিঞা খেদিত হৈলা শ্রীলসনাতন॥
শ্রীরূপের নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে।
বাক্যছল করি তাঁরে এক প্রশ্ন করে॥
সদাচার যতেক তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
কিবা স্থির করিয়াছ সকলের ইষ্ট॥
শ্রীরূপ কহেন প্রভু মোর বিবেচনে।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে॥
গোসাঞি কহেন তবে কেনে নাহি হয়।
বাক্যের শ্লেষেতে তেঁহ বুঝিলা হৃদয়॥

* পাঠান্তরে—"জল্পি বোলে।"

* পাঠান্তরে—"লোকসংগ্রহের।"
† পাঠান্তরে—"শীর্ণ হইল প্রাণ দেহে নাহি রহে।"

যে আজ্ঞা বলিয়া জীবগোসাঞিরে ডাকি।
আলিঙ্গন করি মিলে ছলছল আঁখি॥
শ্রীজীবগোসাঞি কৃতকৃতার্থ মানিয়া।
শতেক প্রণাম করে চরণে পড়িয়া॥
তাঁহার স্বভাব গুণ গাম্ভীর্য্যপ্রভাব। *
কহিবারে পারে যেই সেই অনুভাব॥
মুঞি মূর্খ নির্ব্বোধ অধম দুরাচার।
সে সব কথনে মোর নাহি অধিকার॥
তবে যে করিতে চাহ তাহার বর্ণন।
অন্ধ যেন শিল্পরচনায় করে মন॥
অতএব মোটামোটি ছাছাবাছা করি।
কোন মতে সে অভয় শ্রীচরণ স্মরি॥

চরিত্র শ্রীগোপাল ভট্টের।

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

শ্রীবৃন্দাবনকী মাধুরী ইনমিলি আস্বাদন কিয়ো।
সর্ব্বস্ব রাধারমণ ভট্টগোপাল উজাগর॥

শ্রীমান্ গোপালভট্ট অদ্ভুতচরিত্র।
ভুবনমঙ্গল কথা পরমমহত্ত্ব॥
শ্রবণমঙ্গল ভববন্ধবিমোচন।
কৃষ্ণপ্রেমরসময় ভক্তির জনন॥
ভট্ট-গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র।
প্রীত হইয়া দিলা হরিনাম মন্ত্র॥
যার প্রেম-অনুরোধে শ্রীরাধারমণ।
শালগ্রাম হইতে হৈলা মুরলীবদন।
তাঁহার গুণের কথা কে কহিতে পারে।
কিছু গান করি মতিশোধনের তরে॥
তেঁহ মোর প্রভু তাঁর চরণেতে রতি।
জন্মে জন্মে রহে যেন এই মোর গতি॥
শ্রীমন্মহাপ্রভু যবে তীর্থ ভ্রমে গেলা।
ভট্টমারি-গ্রামে চাতুর্ম্মাস্য স্থিতি কৈলা॥
শ্রীমান্-বেঙ্কট-ভট্ট নামে মহাশয়।
তাঁহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয়॥
তাঁহার নন্দন শ্রীগোপালভট্ট নাম।
সদাই করয়ে যে প্রভুর সেবাকাম॥
প্রভু তাঁরে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিলা।
হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা॥
রাধাকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শুদ্ধ প্রেমভক্তি দিলা।
কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-আদি জানাইলা॥
বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিলা।
শ্রীরাধা রমণরূপে বড় কৃপা কৈলা॥
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার।
কোন যুগে কোথায় উপমা নাহি আর॥
এক শালগ্রাম সেবা করেন গোসাঞি।
প্রেমরসে * মগ্ন দিবা নিশি জানে নাঞি॥
অন্য অন্য মহান্তের বিগ্রহসেবন।
এক ধনী আসি সব করি দরশন॥
শ্রদ্ধাক্রমে সর্ব্ববিগ্রহের সেবাযোগ্য।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার আর নানা ভোগ্য॥
সামগ্রী আনিয়া দিলা প্রত্যেকে প্রত্যেকে।
সেইমত দিলা শালগ্রামের সম্মুখে॥
অপূর্ব্ব গহনা বস্ত্র দেখিয়া গোসাঞি।
উদ্দীপন হইয়া পড়িলা মুরছাই॥
পুন উঠি ভাবে মনে হেন পরিচ্ছদ।
ঠাকুরে পরান'-হেতু মনে হয় খেদ॥
শালগ্রাম আমার যে যদ্যপি ইহাঁর।
প্রকাশ হইত অবয়ব পদ-কর॥
তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত।
কি শোভা হইত তবে কি আনন্দ হৈত॥
মনোরথ করি গোসাঞি নিশি পোহাইলা।
রাত্রিমধ্যে শালগ্রাম রূপ প্রকাশিলা॥
ভক্তাধীন নিজ প্রিয়ভক্তের ইচ্ছায়।
নানারূপ হৈল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ যে হয়॥
তাহে নিজ-স্বরূপ-ধারণে কি আশ্চর্য্য।
যাতে শ্রীগোপালভট্ট ভক্তমধ্যে আর্য্য।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা রূপ মুরলীবদন।
সুচিক্কণ অঙ্গ রূপে ভুবনমোহন॥
গোসাঞি হেরিয়া শুভ আনন্দে ভাসিল।
দরিদ্র যেমন মহানিধি প্রাপ্ত হৈল॥
শ্রীরাধারমণ নাম বলিয়া রাখিল।
ঐকান্তিক মনোরথ সফল হইল॥

* পাঠান্তরে—"তাঁহা সবার গুণ আর গাম্ভীর্য্য-স্বভাব।"

* "পাঠান্তরে—প্রেমানন্দে।"

নিজশিষ্য শ্রীল-ভক্তদাস পূজারিরে ॥
সেবা সমর্পিয়া প্রভু গেলা নিজপুরে ॥
তাঁহার সন্তান তাঁর দৌহিত্র সন্তান।
অদ্যাপি করেন সেবা শ্রীরাধারমণ ॥
অদ্যাবধি সেই রাধারমণ বিরাজে।
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনমাঝে ॥
ননীর পুতলী যেন দেখিতে কোমল।
সৎ-চিৎ-আনন্দ-ময় অঙ্গ ঝলমল ॥
বিচার করিয়া দেখ আশ্চর্য্য কথন।
রাধারমণের দেহ কিসেতে গঠন ॥
অন্য যে বিগ্রহ পূর্ব্ব পাষাণে নির্ম্মাণ।
নির্ম্মাণ হইলে তেঁহ অপ্রাকৃত হন ॥
শ্রীরাধারমণ পূর্ব্বে না শিলা মণি।
অতএব পূর্ব্ব হইতে চিদানন্দ মানি ॥
গোপীগণ সহ নিজ প্রকাশ-স্বরূপ।
শ্রীরাসমণ্ডলে যৈছে হৈলা বহুরূপ ॥
ভট্টগোসাঞির গুণ কত কহা যায়।
প্রেমভক্তি পাণ্ডিত্যাদি তুলনা না হয় ॥
লোকের হিতের লাগি অপূর্ব্ব সংগ্রহ।
হরিভক্তিবিলাস করিলা শুভবহ ॥
হরিপরিকর নিত্য ব্রজপুর হৈতে।
প্রভুসহ আইলা যেঁহ লোক নিস্তারিতে।
পরম-আশ্চর্য্য-রূপে উপদেশ দিল ॥
শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগত ছাইল ॥
জগত-উদ্ধার ধ্যান-ধারণা করিলা।
ইহা শুনি কৃষ্ণদাস শরণ লইলা ॥

চরিত্র শ্রীমধুপণ্ডিত ঠাকুরের।

শ্রীলোকনাথ ভূগর্ভ গোসাঞি কৃষ্ণদাস।
আদি করি নাভাজাউ বর্ণে সবা-যশ ॥
প্রত্যেকে সভার গুণ বর্ণিতে নারিল।
কহি কিছু যাতে গোপীনাথ প্রকটিল ॥
শ্রীলমধুপণ্ডিত ঠাকুর মহাপ্রেমী।
বৃন্দাবন গমন করিলা ভ্রমি ভ্রমি ॥
বৃন্দাবন যাইয়া চৌদিগে নেহারয়।
কৃষ্ণ-অন্বেষণ করে দেখিতে না পায় ॥
ফুৎকার করয়ে ধারা বহে দুনয়নে।
দরশন না পাইয়া উৎকণ্ঠিত মনে ॥
প্রতি বনে বনে লতাকুঞ্জেকুঞ্জে ঢুঁড়ে।
বিরহে কাতর কভু ভূমিতলে পড়ে ॥
যমুনার তীরে বংশীবটের তলায়।
অনাহার ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহয় ॥
হেনকালে শ্রীমদ্বংশীবটের সমীপে।
দেখে নবঘন জিনি ত্রিভঙ্গিম রূপে ॥
গোপীনাথ স্বয়ং আসি প্রতিমারূপেতে।
দরশন দিলা প্রিয়ভক্তের পিরীতে ॥
পণ্ডিত চমকি উঠি দ্রুততর গিয়া।
উঠাইয়া লইলা যে পাথালি করিয়া ॥
ছুটিয়া পলায় যথা তস্করের প্রায়।
রতন পাইয়া যেন বিঘ্ন-আশঙ্কায় ॥
রাখিবার স্থান ঢুঁড়ি ইথি উথি ধায়।
মহানিধি কেহ যেন পাছে কাড়ি লয় ॥
যমুনার তীরে কেশীঘাটের নিকটে।
সেবার শৃঙ্খলা কৈলা প্রেমের সম্পুটে ॥
কালে কোন ভাগ্যবান্ পুরী-শ্রীমন্দির।
নির্ম্মাণ করিয়া দিলা পরম সুধীর ॥
অতএব শ্রীমধুপণ্ডিত মহাশয়।
তাঁহার মহিমা গুণ কহা নাহি যায় ॥
তাঁহার চরণে মতি রহুক আমার।
মোসম দুর্ভাগ্য আর যতেক সবার ॥
তবে সবে মেলি তরি এ দুঃখ-সংসারে।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ভাসি সুখের সাগরে ॥
যতেক প্রভুর গণ সবে নিত্যসিদ্ধ।
আগে তার কহিব বিস্তার যে প্রসিদ্ধ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে চৈতন্যপার্ষদগুণবর্ণনং
দ্বিতীয় মালা। ২।

তৃতীয় মালা।

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
ত সাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥ ১

সেই সচ্চিদানন্দ ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ—যিনি
পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনধামে তুল্যরূপশালিনী গৌরাঙ্গী

নমস্যামোহস্তৈস্য প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘোঘক্ষয়কৃতঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ
স্বরূপাদ্যা যেহমী সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ॥ ২॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥"৩

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমান্ দয়াল গৌরাঙ্গ।
জীবের নিস্তার লাগি কৈলা লীলারঙ্গ॥
কিবা অপরূপ কিবা চমৎকার লীলা।
স্বয়ং যে দুর্লভ তাহা লোকে দেখাইলা॥
দুর্লভ যে প্রেমরত্ন সাধারণলোকে।
বিলাইয়া নীচ উচ্চ বৃদ্ধাদি বালকে॥
হরিনাম মহামন্ত্র প্রকাশ করিয়া।
যারে তারে দিয়া নাচে আনন্দিত হিয়া॥
পঞ্চতত্ত্বে মেলি পঞ্চতত্ত্ব বিলাইয়া।
পঞ্চতত্ত্বে নাচে পঞ্চতত্ত্ব আস্বাদিয়া॥
পঞ্চতত্ত্বের অর্থ শুনহ চমৎকার।
পরাৎপর বস্তু যাহা লোকবেদসার॥
ভক্তরূপ গৌরচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন।
শ্রীভক্তস্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দ রাম॥
ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্য।
মহাবিষ্ণু যেঁহ যাঁতে শিবের সাযুজ্য॥
ভক্তাখ্য শ্রীশ্রীনিবাস-আদি ভক্তরূপ।
শ্রীল-গদাধরপণ্ডিত ভক্তশক্তি যে অনুপ॥
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈত শ্রীমান্ নিত্যানন্দ।
তিন প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসুখানন্দ॥
তার মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দুই প্রভুর প্রেমাস্পদ যেঁহ অগ্রগণ্য॥
পার্ষদ যতেক প্রভুর সকল মহান্ত।
নিত্যসিদ্ধ সকলি যে মহিমা অনন্ত॥
তার মধ্যে ব্যূহ যেই প্রভুর অংশাংশ।
অনেক হয়েন অন্য ভক্ত অবতংস॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দগণ যতেক গোপাল।
ব্রজে গোপ শিশু সখা যত পশুপাল॥
তৎসম্বন্ধে অন্য উপগোপাল সত্তম।
নীলাচল-আদ্যে মহত্তর এহ নাম॥
দক্ষিণদেশীয়-আদি যতেক মহান্ত।
প্রভুর দর্শনে হৈল সযোগ্য তাবন্ত॥
যতেক মহান্ত সবে নিজ নিজ মতে।
শ্রীমন্নবদ্বীপধামে কহে নানারীতে॥
কেহ কহে সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনধাম।
কেহ কহে শ্রীমান্ গোলক অভিরাম॥
কেহ কহে শ্বেতদ্বীপ কেহ পরব্যোম।
কেহ অযোধ্যাদি কহে নিজভাবসম॥
অতএব জয় জয় শ্রীমন্নবদ্বীপ।
আশ্চর্য্য মহিমা সর্ব্বধামের অধিপ॥
সকল সম্ভবে যাতে শুন তার কথা।
সর্ব্বরূপ প্রভুদেহে কৃষ্ণদেহে যথা॥
তথাই যে সর্ব্বধাম নবদ্বীপে স্থিতি।
বৈসয়ে যে নিজ-নিজ-নায়ক সংহতি॥
শ্রীমান্ মহাপ্রভু হন সর্ব্ব-অবতার।
শ্রীলনবদ্বীপ সর্ব্বধামময় সার॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীচৈতন্যপ্রভু।
শ্রীমন্নবদ্বীপ ব্রহ্ম সনাতন বিভু॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ লীলাচেষ্টারসে।
সর্ব্বপারিষদগ আসিয়া প্রকাশে॥

গোপাঙ্গনাগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন; তিনিই কি, নিয়ত সেই গৌরাঙ্গীগণের দৃঢ়তর আলিঙ্গন-সম্মিলন-জন্য গৌরকান্তি প্রাপ্ত হইয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া, জয়-যুক্ত হইয়াছেন? । ১।

সেই জগৎ-পাপ-ক্ষয়কারী, বৎসলপ্রাণ, প্রভুর প্রিয় পরিজন, অদ্বৈতাদি প্রভুগণকেও নমস্কার করি; আর সেই সমানপ্রেমপূর্ণ, সমানগুণগণসম্পন্ন, তুল্যকরুণাপরায়ণ, সরস-মধুরহৃদয় শ্রীস্বরূপ-আদিকেও প্রণতি করি। ২।

সেই ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তনামধেয়, ভক্তশক্তিকারক, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণতি করি। (শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাসাদি ও শ্রীগদাধরাদি পর্য্যায়ক্রমে ভক্ত, ভক্তস্বরূপ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বাত্মক-রূপে কথিত হন)। ৩।

তাহা সবার পূর্ব্বাপর নাম রূপ লীলা।
কহিব বিশেষ যেঁহ যেরূপ হইলা॥
শ্রীচৈতন্য-অবতারে অপরূপ লীলা।
প্রেম প্রচারিয়া চমৎকার দেখাইলা॥
চারি যুগে চারি যুগ-অবতার হয়।
সত্যে শুক্লবর্ণ শুক্ল নামেতে উদয়।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ পৃশ্নিগর্ভ নাম।
দ্বাপরে বরণ শ্যাম নাম হয় শ্যাম॥
কলিযুগে কৃষ্ণ-বর্ণ-নাম-অবতার।
পূর্ব্ব কলিযুগে চাষপক্ষ বর্ণধর॥
কলিযুগে হরিনাম একমাত্র ধর্ম্ম।
যেই নাম সেই হরি ইথে বুঝ মর্ম্ম॥

পাদ্মে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥১

কলি আর দ্বাপরের যুগ-অবতার।
কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ যবে হয়েন প্রচার॥
দোঁহা-রূপে দোঁহা-রূপ একত্রে মিলিয়া।
গূঢ়রূপে যুগধর্ম্ম সাধে প্রকটিয়া॥
সর্ব্ব-অবতার-রূপ সর্ব্ব-অবতারী।
দয়াল চৈতন্যপ্রভু ক্ষিতি অবতরি॥
নাম প্রেম ভক্তি দিয়া জীব নিস্তারিলা।
পরমরহস্য ভক্তিপথ দেখাইলা॥
অতএব কলিযুগে চৈতন্যগোসাই।
পরম উপায় হেন আর কেহ নাই॥
মাধ্বী-সম্প্রদায় আদি সর্ব্বশিরোমণি।
এবে সম্প্রদায়শিষ্য হইলা আপনি॥
লোকে ধর্ম্ম প্রচারিতে ভক্তরূপ ধরি।
করিলা অপূর্ব্ব লীলা আশ্চর্য্য-মাধুরী॥
রাধাভাব-মধুপান মূল যে কারণ।
গন্ধর্ব্বনর্ত্তনে তার স্পষ্ট বিবরণ॥
সম্প্রদাপ্রমাণ পদ্মপুরাণে বিদিত।
জগতে প্রসিদ্ধ চারি সম্প্রদা উদিত॥

শ্রীহরির নাম—চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত; নাম ও নামী অভিন্ন। (অর্থাৎ ভগবানে ও তাঁহার নামে কোনই ভেদ নাই।) ১।

তথাহি পাদ্মে—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ ১

মাধ্বী সম্প্রদায় গুরুপ্রণালী পাবন।
প্রসঙ্গে তাহার কিছু করিব কীর্ত্তন॥

যথা—

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীৎ শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপি শিষ্যতাম্॥
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ॥২
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীম্।
নির্গুণাৎ ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া॥ ৩
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ॥ ৪
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।

অতএব কলিযুগে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম ও সনক নামক ধরণীর পবিত্রতা-সাধক চারিটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে। ১।

জগৎপতি ব্রহ্মা পরব্যোমেশ্বর নারায়ণের শিষ্য ছিলেন। ব্রহ্মার শিষ্যত্ব নারদ, নারদের শিষ্যত্ব ব্যাসদেব গ্রহণ করিয়াছিলেন।১।

ব্যাসদেবের জ্ঞান অবরোধহেতু, শুকদেব তাঁহার শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং পৃথিবীতে তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য আছেন। ২।

মহাযশশালী মধ্বাচার্য্য, ব্যাসদেবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করেন; শতদূষণী সংহিতা প্রণয়নে তিনি বেদসমূহকে বিভাগ করিয়াছেন, এবং তাহাতে নির্গুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। ৩।

মহামনা পদ্মনাভাচার্য্য, মধ্বাচার্য্যের শিষ্য হন। পদ্মনাভাচার্য্যের শিষ্য নরহরি, এবং নরহরির শিষ্য দ্বিজমাধব। মাধবের শিষ্য অক্ষোভ, এবং অক্ষোভের শিষ্য জয়তীর্থক। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু এবং জ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য মহানিধি। ৪।

মহানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি, এবং বিদ্যা-

তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥৫
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবক ।
জয়ধর্ম্মমুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ ॥ ৬
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূৎ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্ ॥৭
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ ॥৮
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
প্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ ॥৯
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমান্ ঈশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ ॥ ১০
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে।
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হ্যেষ বাৎসল্যে যঃ সমাশ্রিতঃ ॥
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥ ১২

নিধির সেবক রাজেন্দ্র। রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম্ম মুনি। জয়ধর্ম্মের শিষ্য ভক্তিরত্নাবলি-প্রণেতা শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী এবং ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম ; পুরুষোত্তমের শিষ্য বিষ্ণুসংহিতা-প্রণেতা ব্যাসতীর্থ। ৫ —৭ ।

ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসাশ্রয়ী শ্রীমৎ লক্ষ্মীপতি ; এবং লক্ষ্মীপতির শিষ্য এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। ৮।

ব্রজধামে যে প্রীতি-প্রেয়-বৎসল-উজ্জ্বল-আখ্যা-ধারী ফল-সমন্বিত কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান আছে, তিনি (মাধবেন্দ্র পুরী) তাহারই অবতার। ৯।

যতি শ্রীমৎ ঈশ্বর পুরী, উক্ত মাধবেন্দ্রের শিষ্য। শৃঙ্গারফলাত্মক কল্পবৃক্ষের শৃঙ্গার-রসের তিনি প্রাধান্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ১০।

অদ্বৈত গোস্বামী দাস্য সখ্য দ্বিবিধ ফলের প্রাধান্য বিস্তার করেন ; বাৎসল্যের সমাশ্রয়ে শ্রীমৎ রঙ্গপুরী প্রসিদ্ধ। ১১।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব গৌরবের সহিত ঈশ্বর-পুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মক

স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্বসুদুষ্করে।
অন্তর্বহী-রসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দ-নন্দনোঽপি সন্ ॥১৩
আদ্যব্যূহোঽপি চৈতন্যমবিশদ্‌যঃ পুরে পুরা।
বিচুক্ষোভ মনো যস্য দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বনর্ত্তনম্ ॥ ১৪
দ্বারকাস্থোঽপি ভগবানাবিশৎ শ্রীশচীসুতম্।
নানাবতারঃ সুতরামেককালপ্রভাবতঃ ॥ ১৫
যথা শ্যামোঽবিশৎ কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ম্।
যোগমায়াবশাদেতে তিষ্ঠন্তোঽন্যত্র যদ্যপি।
তথাপি প্রাবিশন্ গৌরেঽচিন্ত্যলক্ষণলক্ষিতাঃ ॥১৬

যথোক্তং প্রভাসখণ্ডে—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ
ইতি ॥ ১

রঘুনাথং প্রবিশ্যাপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ।
এবং শ্রীনারদমুখাস্তিষ্ঠন্ত্যন্যেষু ধামসু।

এই জগৎকে (শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবন্যায়) প্লাবিত করিয়াছেন। ১২।

ইনিই সেই অন্তর্বাহ্য রসসমুদ্রময় শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বের সুদুষ্কর শ্রীরাধার ভাব-কান্তি এক্ষণে স্বীকার করিয়াছেন। ১৩।

সেই আদ্যব্যূহ নারায়ণ,—পূর্ব্বে যিনি গন্ধর্ব্বগণের নৃত্যদর্শনে বিক্ষুব্ধচিত্তে পুরমধ্যে অবস্থান করেন,—তিনিও এই শ্রীচৈতন্যদেহে প্রবেশ করিয়াছেন। ১৪।

সেই দ্বারকানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই শচীদুলাল শ্রীগৌরাঙ্গের শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং সর্ব্বদেবতার প্রভাব বিদ্যমান-হেতু শ্রীচৈতন্যদেব নানা অবতারের স্বরূপ। ১৫।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ শ্যাম (রাম) অবতার অবস্থিতি ছিলেন, এবং যোগমায়া শক্তিপ্রভাবে যদিও অন্যান্য অবতারগণ অন্যত্র অবস্থিত, তথাপি অচিন্ত্য লক্ষণান্বিত শ্রীগৌরাঙ্গেও তাঁহারা (সেই নানা অবতার) সমাবিষ্ট। ১৬।

প্রভাসখণ্ডেও এইরূপ উক্ত আছে যে :—

যাহা অচিন্ত্য তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে কদাচ তর্কের যোজনা করিও না। ১।

তথৈব প্রভুণা সার্দ্ধং দীব্যন্তি শ্রুতিদেহবৎ ॥ ২
কিন্তু যদ্‌যদ্ভক্তগণা যদ্‌যদ্ভাববিলাসিনঃ।
তত্তদ্ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্গতিঃ ॥ ৩

গৌরচন্দ্রোদয়েঽদ্বৈতং প্রতি গৌরবচো; যথা—
দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ক এবোভয়ে
রাধামাধবনৈষ্ঠিকাঃ কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদঃ খিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ॥১

প্রণালীর মূলশ্লোক ইহাতে জানিবে।
তার মধ্যে প্রভু শিষ্য হৈলা প্রেমভাবে ॥ *
নারদের শিষ্য এক কোন যে গন্ধর্ব্ব।
গন্ধর্ব্বিণী সহ করে কৃষ্ণলীলাপর্ব্ব ॥
নারদের কৃপাশক্তি-সঞ্চার-প্রভাবে। †
যথা-অনুকরণ করয়ে সেইভাবে ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণের সমীপে।
আইলা ধরিয়া তারা রাধাকৃষ্ণরূপে ॥

ভার্গা যেরূপ শ্রীরামচন্দ্র-মধ্যেও প্রবেশ করিয়া অবস্থিত, এবং শ্রীনারদ প্রভৃতি যেমন অন্যান্য ধামেও অবস্থান করেন, সেইরূপ শ্রুতি বা বেদ প্রভুর সহিত দেহবৎ বিরাজিত। ২।

যে যে ভক্তগণ যে যে ভাবের বিলাসী, সেই সেই ভাবানুসারেই ব্রজধামে তাহারা গতি লাভ করে। ৩।

এতদ্বিষয়ে গৌরচন্দ্রোদয়ে অদ্বৈত প্রতি গৌরাঙ্গের বাক্য। যথা—

কেহ দাস্যভাবে, কেহ সখ্যভাবে, কেহ বা এই উভয়ভাবে আসক্ত; কাহারও বা রাধা মাধবের প্রতি, কতকের বা দ্বারকাপতির প্রতি নিষ্ঠা; কাহারও বা (বৃন্দাবনাধিপতি ও দ্বারকাধিপতি) উভয়ের প্রতি প্রীতি, কেহ বা আমার অন্যান্য অবতারে রতিযুক্ত; আমি অখিলের সকলের মন একত্র করিয়া আমাতে আবদ্ধ করিব, এবং বৃন্দাবনাসক্তির ভাব সকলকেই বিতরণ করিব। ১।

* পাঠান্তরে—"ভক্তভাবে।"
† পাঠান্তরে—"নারদের কৃপাশক্তি কৃষ্ণের প্রভাবে।"

অতিচমৎকার যথা অভেদ-স্বরূপ।
নৃত্য হাস্য কৌতুক রসের অনুরূপ ॥
নিজ লীলা অভেদ দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র।
মোহিত হইয়া প্রকাশিলা প্রেমানন্দ ॥
আপনি আপন রূপ দেখি চমকিত।
মনে কিছু অভিলাষ হইল উদিত ॥
হেন রূপরস আস্বাদয়ে শ্রীরাধিকা।
না জানি কেমন রস কি রসে রসিকা ॥
রাধিকা-উচিত প্রেমরস আস্বাদিব।
আনুষঙ্গ কলির জীব নিস্তার করিব ॥ *
এত ভাবি রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি।
নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরি ॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সহ।
চমৎকার লীলা করে ধরি গৌরদেহ ॥
শ্রীদাস-কবিকর্ণপূর রূপ সনাতন।
আদি করি অনন্ত যে পারিষদগণ ॥
তাঁহা সবার একেক শক্তিতে বুঝহ।
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ তেজঃপুঞ্জ-দেহ ॥
মহাপ্রেম ভাব অলৌকিক ব্যবহার।
যাঁহা সবার বাক্য হয় বেদবিধিসার ॥
তেঁহ সব সাক্ষাৎ দেখিয়া যে কহিল।
সেই বাক্য সপ্রামাণ শতবেদতুল্য ॥

তথাহি শ্লোকঃ—
যে ত্যক্তসর্ব্ববিষয়াঃ সুধিয়ো মহান্তঃ
শাস্ত্রানুগাঃ পরহিতায় কৃতপ্রবন্ধাঃ।
তেষাং বচো যদি ন সংশয়হারি তৎ তে
দুর্ভাগমত্র বদ কেন বিমোচনীয়ম্ ॥ ১
তাহাতে প্রতীতি যেই মূঢ়ে না জন্ময়।
তার ভ্রান্তি দূর করিবারে কে পারয় ॥

যাঁহারা সর্ব্ববিষয়-পরিত্যক্ত, শাস্ত্রানুগামী, সুধী ও মহান্ত, যাঁহারা জগতের হিতের জন্য প্রবন্ধ (শাস্ত্রগ্রন্থ) রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বাক্যেও যদি তোমার সংশয় দূর না হয়, তবে আর তোমার ভ্রান্ত ধারণা কে দূর করিবে? ১।

* পাঠান্তরে—"আনুষঙ্গ করি জীব নিস্তার করিব।"

অচিন্ত্য ঈশ্বরচেষ্টা দুরূহ দুর্গম।
তর্কেতে যোজনা নাহি করে শিষ্টতম॥
ব্রজপরিকর আর অন্য অন্য ধামে।
যতেক পার্ষদ সহ অবতীর্ণ ভূমে॥
সেই সেই ধামে পরিকর সেই রূপে।
থাকিয়া প্রকাশরূপে আইলা নবদ্বীপে॥
ভার্গবপ্রবেশ যথা দেহে রঘুনাথ।
শ্রুতিগণ যথা ব্রজে গোপীদেহে রত॥
অদ্বৈত প্রভুরে স্বয়ংপ্রভু যে কহিলা।
যাহা শুনি ভক্তসবে আনন্দিত হৈলা॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবেতে।
অন্য-অবতার-ভক্ত কি বা দ্বারকাতে॥
মোরে যে ভজয়ে মোতে প্রপন্ন হইয়া।
তার সনে লীলা করি ব্রজে বাস দিয়া॥
কোন্ পারিষদ কোন রূপে অবতার।
কোন মহাশয় কোন্ রসে অধিকার॥
এবে কিছু বর্ণিব যে আনন্দিত হিয়া। *
শ্রীল-কবিকর্ণপুর স্মরণ করিয়া॥
শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
কল্পবৃক্ষসম সর্ব্বরস প্রযোজক॥
তাঁর শিষ্য শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরী যতি।
মধুররসাশ্রয় সেই প্রেমানন্দমতি॥
শ্রীমান্ মাধবশিষ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।
দাস্যসখ্যরসপ্রযোজক মহাবিভু॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ সকলে সমর্থ।
তথাপিহ দাস্যসখ্যে কিছু বিশেষত্ব॥
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হন বাৎসল্য-আশ্রিত।
শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীতে অধিকৃত॥ †
শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করি।
জগত প্লাবিতে কৈলা প্রেমের লহরী॥ ‡
আদ্যব্যূহ শ্রীচৈতন্য শ্রীনন্দ-নন্দন।
সর্ব্বধামনায়ক সর্ব্ব-অবতার হন॥
সর্ব্বরূপে যে যে মাতা পিতা আদিগণ।
গৌরাঙ্গলীলায় হয় সবার গমন॥

পর্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণ-পিতামহ।
শ্রীহট্টে জন্মিলা আসি পঞ্চপুত্র সহ॥
তাঁহার মহিষী গোপী নামে বরীয়সী।
কৃষ্ণ-পিতামহী হন গুণেতে সরসী॥
শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতী নাম।
পঞ্চপুত্রমধ্যে জগন্নাথ গুণধাম॥
নবদ্বীপে আসি তেঁহ করিলেন বাস।
অন্য নাম পুরন্দর লোকে মহাযশঃ॥
তাঁর পত্নী জগন্মাতা শচী ঠাকুরাণী।
জগন্নাথ শ্রীল নন্দ শচী নন্দরাণী॥
সবে কহে নিজ নিজ উপাসনা-মত।
অদিতি-কশ্যপ আর কৌশল্যা দশরথ॥
কেহ কহে বসুদেব- দেবকী রোহিণী।
নহিলে কেমনে বিশ্বরূপের জননী॥
শ্রীল বিশ্বরূপ বলদেব অবতার।
পুন গিয়া হইলা পদ্মাবতীর কোঙর॥
ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয়।
যথা দেবকীতে হৈতে রোহিণীতে যায়॥
অতএব সর্ব্বমাতা শচী ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব অবতার পিতা মিশ্র দ্বিজমণি॥
সর্ব্ব অবতার যথা শ্রীচৈতন্য বর্ত্তে।
মাতা পিতা তথা শচীমাতা জগন্নাথে॥
অতএব পুরন্দরমিশ্র শচীমাতা।
ত্রিলোকের পরম আরাধ্য একত্রাতা॥
তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ যে লও।
সর্ব্ব-অভিলাষ ত্যেজি ঐকান্তিক হও॥
শ্রীমান্ বলরাম স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ।
তাঁহার মহিমা আগে কহিব প্রবন্ধ॥
তাঁর মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ।
রাঢ়ে স্থিতি যাঁহার গৃহেতে পূর্ণচন্দ্র॥
অন্যনাম হাড়াই পণ্ডিত লোকে খ্যাত।
শুদ্ধ যে লৌকিক ভাব সামান্যের মত॥
শ্রীসুমিত্রা দশরথ অবতার দোঁহে।
শ্রীমান্ লক্ষ্মণের ভাব নিত্যানন্দে রহে॥
পৌর্ণমাসী ব্রজে যাঁর কৃষ্ণসুখে প্রীত।
তেঁহ শ্রীগোবিন্দাচার্য্য গায়ক পণ্ডিত॥
অম্বিকা নামেতে পূর্ব্ব ধাত্রী যে জননী।
যে শ্রীমালিনী নাম শ্রীবাসগৃহিণী॥

---

* পাঠান্তরে—"আনন্দিত হৈয়া।"
† পাঠান্তরে—"অঙ্গীকৃত।"
‡ পাঠান্তরে—"জগৎ তারিতে।"

অম্বিকা মাতার ভগ্নী শ্রীলকিলিম্বিকা।
নারায়ণী নাম যাঁর গুণেতে অধিকা॥
কৃষ্ণাধরামৃতপানে যেঁহ মত্ত হৈলা।
যার প্রেমাবেশ দেখি প্রভু প্রশংসিলা॥
মিথিলার পতি শ্রীমান্ জনক রাজন।
তেঁহ শ্রীবল্লভাচার্য্য বিপ্র তপোধন॥
ভীষ্মক রাজন হন কাহার সম্মত।
শ্রীজানকী শ্রীরুক্মিণী দোঁহাতে মিলিত॥
লক্ষ্মীনামে সুতা সেই বল্লভাচার্য্যের।
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী হর্ত্তা কর্ত্তা জগতের॥
একদিন সখীসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান।
প্রভুদৃষ্টিপাতমাত্রে পড়ি গেল মন॥
সনাতন মিশ্র যেহ সত্রাজিত-রাজা।
জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া যাঁহার আত্মজা॥
পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সত্যভামা হন।
পৃথিবী যাঁহার অংশ বেদে করে গান॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া মহিষী।
পরমবিদগ্ধা সর্ব্বগুণে গরীয়সী॥
শ্রীরামের বিবাহে ঘটক বিশ্বামিত্র।
সনন্দব্রাহ্মণ যেঁহ রুক্মিণীপ্রেরিত॥
তেঁহ দুহুঁ মিলি এবে বনমালী আচার্য্য।
প্রভুর বিবাহে যেঁহ ঘটক সুচর্য্য॥
সত্রাজিতপ্রেরিত ঘটক বিপ্র যেঁহ।
এবে কাশীনাথ ঘটক বিপ্রবর তেঁহ॥
যেঁহ কহে তেঁহ পূর্ব্বে রুক্মিণীপ্রেরিতা।
তন্মতে রুক্মিণীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা॥
কোন অবান্তর মতে কহে সাধুজন।
নতুবা যে একতত্ত্ব একবস্তু হন॥
রূপান্তরে শ্রীমতী সত্যভামার প্রকাশ।
শ্রীমান্ জগদানন্দ পণ্ডিত সুযশঃ॥
মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র দিলা যেঁহ।
অবন্তীতে বাস সান্দীপনি মুনি তেঁহ॥
কেশব ভারতী যেঁহ গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসী।
করিয়া লইয়া গেলা নবদ্বীপশশী॥
রামচন্দ্রগুরু শ্রীবশিষ্ঠ তপোধন।
তাঁহার প্রকাশ গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
তাঁহা দোঁহা স্থানে প্রভুর বিদ্যাভ্যাস লীলা।
অনেক চাঞ্চল্য প্রভু তাহাতে করিলা॥

বৃকভানু মহারাজ ব্রজপুরধাম।
তেঁহ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি নাম।
স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
বিদ্যানিধি বাপ বলি কান্দিলা ফুকরি।
প্রেমপরাকাষ্ঠা দেখি প্রেমনিধি * নাম।
রাখিলা আনন্দে প্রভু গৌর গুণধাম॥
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য গৌরবের পাত্র।
তাঁহার প্রকাশ হন শ্রীমাধব মিশ্র॥
রত্নাবলী নাম তাঁর পত্নী শ্রীকীর্ত্তিদা।
লীলা অনুসারে সবে নাম ধরে দ্বিধা॥
আদ্যব্যূহ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গৌরদেহ।
বলদেব বিশ্বরূপ দ্বিতীয় যে ব্যূহ॥
নিত্যানন্দ অবধূত তাঁহার প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের প্রেমে তেঁহ সদাই উল্লাস॥
কলি ধর্ম্মরাজ প্রতি গৌরাঙ্গের লীলা।
গূঢ়ভাবে সর্ব্ব হর্ষ বিষাদে কহিলা॥
গৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ যতি।
দারপরিগ্রহ নাহি কৈলা হৈলা যতি॥
শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীতে রাখি নিজশক্তি।
অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥
নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি প্রকাশিলা।
ভক্তগণমধ্যে তেজঃপুঞ্জরূপ হৈলা॥
সহস্রসূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা॥
যার অংশ শেষ যেঁহ সাঙ্কর্ষণকতি।
কৃষ্ণ ধাম বাস ভূষা সর্ব্বরূপে স্থিতি॥
বারুণী রেবতী দোঁহে বসুধা জাহ্নবা।
নিত্যানন্দপ্রিয়া দোঁহে অতুলনা প্রভা॥
সূর্য্যসম তেজঃ শ্রীলসূর্য্যদাস যেঁহ।
পূর্ব্ব যে ককুদ্মী নাম মহারাজা তেঁহ॥
রেবতীর পিতা এবে প্রভুর পার্ষদ।
করিতে আইলা লীলা অপূর্ব্ব বিনোদ॥
বসুধা জাহ্নবা কন্যা জগলক্ষ্মীময়ী।
ভাগ্যের নাহিক সীমা সৌভাগ্যবিজয়ী॥
কেহ কহে বসুধাজী সরস্বতীরূপ।
অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহ্নবাস্বরূপ॥

* পাঠান্তরে—"প্রেমবোধ।"

দুই যে স্বরূপ হয় পূর্ব্বশাস্ত্রমতে।
ইহাতে সন্দেহ নাহি সাধুর সম্মতে॥
তাঁহাদিগের মহিমা যে অপারসাগর।
কে কহিতে পারে বেদবিধি-অগোচর॥
সাক্ষাতে দেখহ শ্রীল গোপীনাথ-পার্শ্বে।
শ্রীজাহ্নবাজী অদ্যাপি বিরাজ করে হর্ষে॥
তাহার বৃত্তান্ত কিছু সংক্ষেপে কহিব।
যাহা শুনি ভক্তগণে আনন্দ হইব॥
অপ্রকটকালেতে জাহ্নবা ঠাকুরাণী। *
আপনা-প্রতিমা এক প্রকাশি আপনি॥
তাহে আবির্ভাব করি কহে বৃন্দাবনে।
বসাও লইয়া গোপীনাথের আসনে॥
আজ্ঞার প্রমাণে বৃন্দাবন লঞা গেলা।
পূজারী প্রভৃতি সবে বৃত্তান্ত শুনিলা॥
সঙ্কোচ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে নারে।
গোপীনাথ আদেশ করিলা সবাকারে॥
অনঙ্গমঞ্জরী ইহ আমার প্রেয়সী।
বামেতে বসাও মনে সঙ্কোচ না বাসি॥
প্যারীজীকে ডাহিনে বসাও তাঁরে বামে।
বসাইলা সবে গোপীনাথ আজ্ঞাক্রমে॥
তাহাতে হইল মান প্যারীজীর মনে।
আদেশ করিলা কোন নিজপক্ষ জনে॥
কোথাকারে কাঙ্গালিনী আসিয়া বসিলা।
বামে হৈতে মোরে উঠাইয়া আসি দিলা॥
পুন যদি বামদিগে বসিতে না পাই।
অন্নজল নাহি খাব দঢ়াইলুঁ এই॥
এত শুনি চমক পড়িল সবা মনে।
ইহার বিহিত কিবা কর্ত্তব্য এখনে॥
দুজনার দুই মত ইহার কি হবে।
পাথারে পড়িয়া সবে পরস্পর ভাবে॥
জয়পুরের রাজা শুনি আইলা ত্বরিতে।
সাধুবর্গ লইয়া বিচারে নানামতে॥
শ্রীমতীর পক্ষ প্রায় সকল ভকত।
কিন্তু যে জাহ্নবাজীর বড় উপরোধ॥
তথাচ শ্রীপ্যারীজীর প্রেম-অনুরোধে।
পক্ষপাত করি গোপীনাথের বিরোধে॥

বামভাগে বসাইলা শ্রীমতীরে লঞা।
দক্ষিণে বসিলা শ্রীজাহ্নবাজী গিয়া॥
গোপীনাথ তাহে আনন্দিত-মন হৈলা।
প্যারীজীর মান দেখিবারে ভঙ্গি কৈলা॥
শ্রীমতীর ছোটভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী।
স্নেহপাত্র আর তাহে কৃষ্ণপ্রেমে ভোরি॥
তথাচ বাহেতে এক ভঙ্গি উঠাইলা।
প্রিয়সুখহেতু নিজ মান প্রকাশিলা॥
গোপীনাথমনে আর কারণ আছিল।
ছলে শ্রীজাহ্নবাজীর তত্ত্ব জানাইল॥
পরেতে শ্রীমতীজীর অনুমতিক্রমে।
জাহ্নবাজী বসিলেন গোপীনাথবামে॥
পরিবর্ত্ত হৈল সম্মতিতে দোঁহাকার।
আজ্ঞা হৈল যবে তবে নাহিক বিচার॥
সঙ্কর্ষণের ব্যূহ শ্রীপয়োহব্ধিশায়ী।
চৈতন্য-অভিন্ন বীরচন্দ্র যে গোসাঞি॥
কোন কার্য্য অনুরোধে তাঁহাতে আবেশ।
নিশঠ উন্মুখ * দুই আভীরবিশেষ॥
মীনকেতন রামদাস সঙ্কর্ষণব্যূহ।
নিত্যানন্দসুতা গঙ্গা গঙ্গানাম সহ॥
শান্তনু রাজন শ্রীমান মাধব আচার্য্য।
পতিভাবে তাহে কৈল যেঁহো সর্ব্ব আর্য্য॥ †
ব্যূহ তৃতীয় প্রদ্যুম্ন যেঁহ বৃন্দাবনে।
প্রিয়নর্ম্মসখা নিত্য উজ্জ্বল-আখ্যানে॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত-তনুর সমান।
তেঁহ প্রিয় পারিষদ শ্রীরঘুনন্দন॥
ব্যূহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তিশক্তিমান্।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত যেঁহো প্রেমের নিধান॥
কৃষ্ণাবেশে নৃত্য প্রভুসুখ লাগি মাগে।
সহস্র গায়ক নিজ দেহ অনুরাগে॥ ‡
প্রকাশভেদেতে তেঁহ শশিরেখা সখী।
দুইরূপে একদেহ গৌরসুখে সুখী॥

---

* পাঠান্তরে—"প্রকটকালেতে শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী।"

* পাঠান্তরে—"উল্মুক।"

† পাঠান্তরে—"প্রতিভার যেঁহ কৈলা সর্ব্ব কার্য্যে আর্য্য।"

‡ পাঠান্তরে—'কৃষ্ণাবেশে নিত্যসুখ লাগি প্রভু মাগে সহস্র গায়ক সহ দেহ অনুরাগে।

গৌরাঙ্গের আবেশে নকুল ব্রহ্মচারী।
শিখা প্রদ্যুম্নমিশ্র সমান তাহারি॥
গৌরাঙ্গের কলা খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্য।
গোপীনাথাচার্য্য ব্রহ্মা ত্রিজগত-আর্য্য॥
চতুর্ব্যূহে সদাশিব ব্রজ-আবরণ।
যেঁহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য-অভিন্ন॥
যেঁহ গোপেশ্বর বৃন্দাবনে গোপবেশে।
নৃত্য কৈলা কৃষ্ণ আগে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে॥
শিবাতন্ত্রে কহে শুন ইহার প্রমাণ।
ভৈরব প্রিয়ার সনে কহিলা যেমন॥
একে কার্ত্তিকেয়-দীপযাত্রা মহোৎসবে।
রামকৃষ্ণ সখাসনে নৃত্য করে যবে॥ *
আমার গুরু মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে।
হেরিয়া উন্মত্ত হৈলা প্রেমানন্দমদে॥
গোপশিশুরূপ ধরি গোপালসহিতে।
চক্রভ্রমণ যথা লাগিলা নাচিতে॥
কুবের গুহ্যকেশ্বর মহাদেবমিত্র।
তুষিলা শ্রীদেবদেবে জপি সিদ্ধমন্ত্র॥
প্রসন্ন হইয়া কহে কি বর মাগহ।
তেঁহ কহে তুমি মোর পুত্রজন্ম লহ॥
তথাস্তু বলিয়া শিব অঙ্গীকার কৈলা।
কোনোকালে তব পুত্র হব বর দিলা॥
সেই কালে প্রতীক্ষা করিয়া যক্ষরাজ।
কষ্টেতে যাপন সেই কাল করে ব্যাজ॥
প্রভুর পার্ষদে আসি তেঁহো জনমিলা।
সে রূপেও কুবের তাঁহার নাম হৈলা॥
তাঁহার নন্দন শ্রীল-অদ্বৈত গোসাঞি।
তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রী-নামনী দুই॥
দুই ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ।
মহাপ্রভুপ্রতি যাঁর স্নেহের বিলাস॥
সীতাঠাকুরাণীপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
কার্ত্তিকেয় রূপে পূর্ব্বে যেঁহ জিনি চন্দ্র॥
অচ্যুতানামেতে পূর্ব্বগোপী কেহ কহে।
দুই রূপ মিলি প্রকাশয়ে এক দেহে॥
কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার অনুজ বিচক্ষণ।
তাঁহারেও কার্ত্তিকেয় কহে সাধুজন॥

নন্দিনী জঙ্গলী দুই সীতাসহচরী।
পূর্ব্বে যেঁহ শ্রীজয়া বিজয়া অনুচরী॥
যোগমায়া-প্রতিবিম্ব উমা মায়াশক্তি।
অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া উক্তি॥
শ্রীরামপণ্ডিত ধীমান্ নারদ আসিত।
শ্রীমান্ পর্ব্বতমুনি শ্রীরামপণ্ডিত॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত হনুমান কপিবর।
শ্রীঅঙ্গদ শ্রীমান্ পণ্ডিত পুরন্দর॥
শ্রীসুগ্রীব কপিরাজ শ্রীগোবিন্দানন্দ।
বিভীষণ মহারাজ পুরী রামচন্দ্র॥
জটিলা রাধিকাশ্বশ্রূ তাহাতে মিলিত।
যে হেতুক প্রভু ভিক্ষাসঙ্কোচনে ব্রত॥
ঋচিক মুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেহ।
প্রহ্লাদ তাহার সহ মিশ্র একদেহ॥
হরিদাসরূপ যেঁহ নামের মহিমা।
বাহু তুলি কহিলেন করিয়া গরিমা॥
তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কথন।
প্রভু নৃত্য কৈলা যাঁরে করি আলিঙ্গন॥
যবনের কুলে জন্ম হৈল যে কারণ।
পিতৃ-অভিশাপ শুন তার বিবরণ॥
পিতা শ্রীঋচিক মুনি তাঁহার আজ্ঞাতে।
তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে॥
একদিন অধৌত তুলসী আনি দিলা।
বালুকা আছিল দেখি শাপান্ত করিলা॥
কৃষ্ণভক্ত হন যে যবন কি ব্রাহ্মণ।
হানিলাভ কিসে তার সকলি সমান॥
বৃন্দাবনে অষ্টসিদ্ধি অণিমা-আদিক।
অষ্ট-ভক্তরূপ প্রভুপদে প্রেমাধিক॥
অনন্ত গোবিন্দ রঘুনাথ সুখানন্দ।
দামোদর কেশব রাঘব কৃষ্ণানন্দ॥
ব্রহ্মপুত্র উর্দ্ধরেতা সমদর্শী সাধু।
নব ভাগবত জন্মে যথা নব বিধু॥
গৃহ মাতা পিতা তেজি সন্ন্যাস করিলা।
প্রভুসঙ্গে সদা থাকি তোষ জন্মাইলা॥
নৃসিংহানন্দ-তীর্থ ভারতী-সত্যানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ জগন্নাথ তীর্থ চিদানন্দ॥
বাসুদেব-তীর্থ আর শ্রীপুরুষোত্তম।
গরুড়-অবধূত আর গোপেন্দ্র শ্রীরাম॥

---

* পাঠান্তরে—"রামকৃষ্ণ সখাসনে রহিলা এ ভাবে।"

শঙ্খনিধি পদ্মনিধি আদি নবনিধি।
নিধি রত্ন শব্দ নাম গর্ভে নব সুধী॥
পদ্মনিধি শঙ্খনিধি আর শ্রীশ্রীনিধি।
শ্রীগর্ভ শ্রীকবিরত্ন আর সুধানিধি॥
রত্নবাহু বিদ্যানিধি আর গুণনিধি।
প্রভুপ্রিয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভক্তিনম্র সুধী॥
সুমুখ নামেতে গোপ শ্রীযশোদা-পিতা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী পিতা শচীমাতা॥
গর্গমুনি সহ তেঁহ হয় একদেহ।
কহিলা প্রভুর ভাবি জন্মকথা যেঁহ॥
যশোদা মাতার মাতা পাটলা-নামিনী।
শচীমাতার মাতা নীলাম্বরের ঘরণী॥
পুরাণপাঠক দেবানন্দ যে পণ্ডিত।
শ্রীভাগুরী মুনি পূর্ব্ব ব্রজে পুরোহিত॥
সনকাদি চতুঃসন চারি নামে খ্যাত।
কাশীনাথ রমানাথ শ্রীনাথ লোকনাথ॥
শ্রীলবেদব্যাস শ্রীমান্ দাস-বৃন্দাবন।
সখা শ্রীকুসুমাপীড় তাঁহাতে মিলন॥
শ্রীশুকদেব মহামহিমা অপার। ১৫০।৪৪
তেঁহ শ্রীবল্লভভট্ট প্রভু প্রাণ যাঁর॥
শ্রীমান্ গঙ্গাদাস আর জগন্নাথাচার্য্য।
দুইরূপ হয়েন দুর্ব্বাসা মুনিবর্য্য॥
শ্রীচন্দ্রশেখর আর শ্রীউদ্ধবদাস।
চন্দ্রের আবেশে দোঁহে করেন প্রকাশ॥
নিশাপতি বলি প্রভু ডাকিলা যাঁহারে।
বিশ্বেশ্বর আচার্য্য যে হন দিবাকরে॥
ভাস্কর ঠাকুর পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা হন।
ভিক্ষুক বনমালী যেঁহ সুদামা ব্রাহ্মণ॥
প্রভুসঙ্গধন প্রাপ্তে দুঃখভ্রম গেল।
প্রেমভক্তিনিধি মিলি মহা-আঢ্য হৈল॥
শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারপাল শ্রীজয়-বিজয়।
গোবিন্দ গরুড় দোঁহে প্রভুপ্রিয় হয়॥
এবে শ্রীগরুড় পণ্ডিত হয় যেঁহ।
অক্রূর হয়েন যেঁহ গোপীনাথসিংহ॥
কেহ কহে অক্রূর যে কেশবভারতী।
পুরী শ্রীপরমানন্দ উদ্ধবের মূর্ত্তি॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীমান্ রাজা প্রতাপরুদ্র।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য দেবগুরু ভদ্র॥

প্রিয়নর্ম্মসখার্জ্জুন পাণ্ডব অর্জ্জুন।
মিলি রায় রামানন্দ প্রভুর স্বজন॥
কেহ কহে অর্জ্জুনীয়া নামে গোপী সহ।
পাদ্মোত্তরখণ্ড সহ বিচার করহ॥
পাণ্ডব অর্জ্জুন ব্রজে গোপীদেহ হৈল।
অর্জ্জুনীয়া বলি নাম তাঁহার হইল॥
আরো যে প্রমাণ প্রভুবাক্য বলবন্ত।
ভবানন্দ প্রতি প্রভু কহিলা যে তত্ত্ব॥
তুমি পাণ্ডু হও তব পাঁচ যে নন্দন।
পাণ্ডব হয়েন পঞ্চ গুণে অগণন॥
ইহাতে অর্জ্জুন তার নাহিক সন্দেহ।
অতএব তিনরূপে হন একদেহ॥
প্রভুর অধিক প্রিয় সদাই আসঙ্গ।
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে মেলি কৃষ্ণকথারঙ্গ॥
গৌরাঙ্গ ভকত যত ব্রজপরিকর।
সংক্ষেপে কহিব কিছু বর্ণন তাহার॥
শ্রীমান্ শ্রীদাম শ্রীল-অভিরাম ভেল।
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহ বংশী বাজাইল॥
সুন্দর ঠাকুর যেঁহ পূর্ব্বে শ্রীসুদাম।
পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেঁহ বসুদাম॥
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস সুবল।
কমলাকর পিপিলাই যেঁহ মহাবল॥
সুবাহু গোপাল যেঁহ উদ্ধারণদত্ত।
মহাবাহু সখা শ্রীমান্ মহেশপণ্ডিত॥
স্তোককৃষ্ণ যেঁহ তেঁহ দাস পুরুষোত্তম।
নাগর পুরুষোত্তম যেঁহ পূর্ব্বে ব্রজে ধাম॥ *
অর্জ্জুন নামেতে সখা পরমেশ্বরদাস।
লবঙ্গ নামেতে সখা কালা-কৃষ্ণদাস॥
খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত যে ব্রাহ্মণে।
খোলা কাড়াকাড়ি প্রভু কৈলা যার সনে॥
তেঁহ যেঁহ হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল।
হলায়ুধ ঠাকুর হন পূরবে প্রবল॥
বলদেবসখা তেঁহ নাম যে প্রবল।
গুণেতে সমান প্রায় সমান যে বল॥
স্বরূপেতে † কৃষ্ণসখা শ্রীরুদ্রপণ্ডিত।
গন্ধর্ব্ব-আখ্যান কুমুদানন্দপণ্ডিত॥

* পাঠান্তরে—"তেঁহ পূর্ব্ব ব্রজে দাম॥"
† পাঠান্তরে—"বরূথপ॥"

র্ব্বে যেঁহ ব্রজে চেট ভৃঙ্গার ভঙ্গুর।
ভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ কাশীশ্বর॥
জে পূর্ব্ব দাস প্রিয় রক্তক পত্রক।
ব্দ্য হরিদাস আদি অন্য যে সেবক॥
রসংস্কারী পূর্ব্বে পয়োদ বারিদ।
মাই নন্দাই ভৃত্য প্রভুমনবেদ্য॥
জের গায়ক মধুকণ্ঠ মধুব্রত।
ন্দ শ্রীবাসুদেব নায়ক বিদিত॥
ট চন্দ্রমুখ এবে মকরধ্বজ-কর।
ভুসুখে সুখী যেঁহ গুণের সাগর॥
জে যেঁহ মৃদঙ্গবাদ্যেন সুধাকর।
ক্ষবাদ্যে বিজ্ঞ তেঁহ ঘোষ শ্রীশঙ্কর॥
হাস নৃত্যরসে গুণের অবধি।
ণ্ডিত শ্রীজগদীশ নর্ত্তনবিনোদী॥
ষ্ণের মুরলী মাল্য রাখে মালাধর।
বে তেঁহ বনমালী পণ্ডিত সুন্দর॥
দাবনে শারী শুয়া দক্ষ বিচক্ষণ।
বানন্দপুত্রমধ্যে দুই ভ্রাতা হন॥
বিকর্ণপুরের অগ্রজ গুণধাম
চৈতন্যদাস রাম দাস দোঁহানাম॥
তঃপর বল্লবীগণের যে প্রকাশ।
হিব কিঞ্চিত যে যে চৈতন্যে বিলাস॥
প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।
তেঁহ শ্রীমদ্গদাধরপণ্ডিতরূপধারী॥
দাবনলক্ষ্মী শ্যামসুন্দরবল্লভা।
রপ্রেমলক্ষ্মী গোরা-অঙ্গ কান্তি-প্রভা॥
ধাকৃষ্ণ দুই তনু মিলিয়া গৌরাঙ্গ।
াধর শ্রীরাধা দ্বিধারূপে রসরঙ্গ॥
রাধার প্রাণসমা ললিতাসুন্দরী।
জনামতুল্য নাম অনুরাধা করি॥
তেঁহ শ্রীরাধার রূপ গদাধরদেহে।
চৈতন্যে শ্রীরাধা যথা তথা মিলি রহে॥
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে।
ব শ্রীস্বরূপগোস্বামীর বর্ণনাতে॥
রাধা শ্রীগদাধর নাহিক সন্দেহ।
ক্মিণীদেবীর সহ মিলি কহে কেহ॥
হ সত্য যেঁহ লক্ষ্মী রাধিকার অংশ।
লক্ষ্মীময়ী রাধা সর্ব্ব-অবতংস॥

মহাপ্রভু নৃত্য কৈলা ধরি রাধা-বেশ।
গদাধর হৈলা তবে ললিতা-আবেশ॥
ইহাতে নাটকমতে প্রমাণ যে হয়।
সকল সম্ভব অলৌকিক যে বিষয়॥
গদাধরপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ধ্রুবানন্দ।
ললিতার রূপ করি কহে ভক্তবৃন্দ॥
প্রভুদেহে শ্রীরাধাশ্রীললিতাবিলাস।
ললিতার অংশে কিবা দ্বিতীয় প্রকাশ॥
শ্রীরাধাবিভূতি চন্দ্রকান্তি পূর্ব্বে ব্রজে।
তেঁহ এবে গদাধরদাসরূপে রাজে॥
পূর্ণানন্দা গোপী যেঁহ বলদেব-প্রিয়া।
বিরাজয় অন্য গদাধর প্রকাশিয়া॥
চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়াবলীর প্রধানা॥ *
কবিরাজ-সদাশিব-প্রকাশ অধুনা॥
পূর্ব্বে ভদ্রাসখী এবে শঙ্কর পণ্ডিত।
যেঁহ তাঁকা পালি দোঁহ ব্রজে অবস্থিত॥
এবে জগন্নাথ শ্রীগোপাল দোঁহরূপে।
দামোদর পণ্ডিত চণ্ডীসখীর স্বরূপে॥
কার্য্যবিশেষেতে সরস্বতীর আবেশ।
প্রভুর যে প্রিয় গুণ নাহি যার শেষ॥
স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী।
চৈতন্যের প্রিয় চৈতন্যেতে মহাপ্রেমী॥
রাধাকৃষ্ণগুণলীলা কেহ যদি বর্ণে।
রসাভাস হৈলে প্রভু নাহি শুনে কর্ণে॥
প্রথমে শ্রীস্বরূপগোসাঞি পরখেন।
তবে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন॥
কেহ কহে বিশাখারূপ তেঁহ হন।
শ্রীরাধারে যেঁহ কলাবিলাস শিখান
বেশরচনায় পটু যেঁহ চিত্রাসখী।
বনমালী কবিরাজ প্রভুসুখে সুখী॥
চম্পকলতিকা রাধাসুখের বিলাসী
রাঘবপণ্ডিত তেঁহ গোবর্দ্ধনবাসী॥
ভক্তিরত্নপ্রকাশ নাম গ্রন্থ চমৎকার।
বর্ণিয়া কারলা যেঁহ ভক্তির প্রচার॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তুঙ্গবিদ্যা রসবতী।
তেঁহ শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী যতি॥

* "চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়া বলি প্রধানা।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত আদি কর্ণপেয়।
বর্ণিলেন গ্রন্থ সুধাধিক উপাদেয়॥
ইন্দুলেখা সখী চন্দ্রমুখী রাধাপ্রিয়।
শ্রীযুত কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী-নামধেয়॥
রঙ্গদেবী সুরঙ্গিণী ভট্ট গদাধর।
সুদেবী অনন্তাচার্য্য গৌরাঙ্গকিঙ্কর॥
কাশীশ্বরগোস্বামী শশিরেখা যেঁহ পূর্ব্বে।
ধনিষ্ঠা শ্রীরাঘবপণ্ডিত যেঁহ এবে॥
ব্রজে কৃষ্ণে বনে খাদ্যবস্তু লঞা দেন।
হেথা প্রভুহেতু ঝালি সাজাইয়া যান॥
গুণমাল তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী।
কিবা স্নেহময় তাঁর গৌরাঙ্গে পিরীতি॥
রত্নলেখা কৃষ্ণদাস কৃষ্ণানন্দ যেঁহ।
ব্রজে পূর্ব্বে সখী কলাবতী নাম তেঁহ॥
শৌরসেনী এবে নারায়ণবাচস্পতি।
পীতাম্বর যেঁহ তেঁহ কাবেরী সুমতি॥
সুকেশী মকরধ্বজ মাধবী যে গোপী।
মাধব আচার্য্য যশ যাঁর পৃথ্বীব্যাপি॥
ইন্দিরা রূপসী যেঁহ শ্রীজীবপণ্ডিত।
সুমধুরা নামে তুঙ্গবিদ্যাসহ প্রীত॥
তেঁহ বিদ্যাবাচস্পতি ওড্রদেশীয়।
সুবিজ্ঞ পরমধীর গৌরাঙ্গের প্রিয়॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমধুরেক্ষণা।
চিত্রাঙ্গী শ্রীনাথমিশ্র শিষ্ট মহামনা॥
কবিচন্দ্র যেঁহ তেঁহ মনোহরা-সখী।
সারঙ্গ ঠাকুর তেঁহ যেঁহ নান্দীমুখী॥
প্রহ্লাদের আবেশ তাঁহাতে কেহ কহে।
শিবানন্দসেন যে মহান্তমতে নহে॥
কলকণ্ঠী সুকণ্ঠী যে গন্ধর্ব্বী-আখ্যান।
বসু-রামানন্দ আর সত্যরাজ-খান॥
কাত্যায়নী নামেতে গোপী শ্রীকান্ত-সেন।
বৃন্দাবনে বনদেবী বৃন্দা যে আখ্যান॥
তেঁহ শ্রীমুকুন্দদাস খণ্ডবাসী হন।
বীরা নামে দূতী তেঁহ শিবানন্দ সেন॥
সর্ব্বগোপীদূতী যেঁহ সর্ব্বসমঞ্জস।
কৃষ্ণসুখে সদা সুখী কৃষ্ণে রসোল্লাস॥ *

ব্রজে বিন্দুমতী যেঁহ তাঁহার ঘরণী।
কবি শ্রীমান্ কবিকর্ণপুরের জননী॥
পূর্ব্বে মধুমতী ব্রজে এবে যে প্রভুর।
প্রিয়তম নরহরি সরকার ঠাকুর॥
ব্রজে প্রাণসখী যাঁর নাম রত্নাবতী।
এবে তেঁহ গোপীনাথাচার্য্য মহামতি॥
কৃষ্ণপ্রিয় বংশী বংশীদাস সে ঠাকুর।
শ্রীরূপমঞ্জরী রূপে গুণেতে প্রচুর॥
তেঁহ শ্রীমান্ রূপ-নাম গোস্বামী প্রসিদ্ধ।
সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বজগত আরাধ্য॥
গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় যে কলেবর হয়।
যেঁহ বিনে কলিজীবের কি হৈত উপায়॥
শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রেষ্ঠা শ্রীরতিমঞ্জরী।
তাঁর নামভেদ হয় লবঙ্গ-মঞ্জরী॥
তেঁহ শ্রীমান্ সনাতন গুণের সাগর।
শ্রীচৈতন্য অভিন্ন তাঁহার কলেবর॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য অমূল্যরতন।
তাঁহাতে প্রবেশ চতুঃসন-সনাতন॥
জগতে আচার্য্যরূপে উপদেশ দিলা।
দুর্ল্লভ মাধুর্য্য ভক্তিরস প্রচারিলা॥
শ্রীমান্লবঙ্গমঞ্জরীর যে প্রকাশ।
শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনে বাস॥
পতিতপাবন শ্রীগোপালভট্ট যেঁহ।
শ্রীগুণমঞ্জরী রাধাকৃষ্ণপ্রিয় সেঁহ॥
সমুদ্র গম্ভীর যাঁর আশয় অগম্য।
নিদ্রাহার বিহারাদি দেহধর্ম্ম সাম্য॥
কৃষ্ণপ্রেমপরাকাষ্ঠা যে প্রেমের রসে।
শালগ্রামরূপ তেজি ত্রিভঙ্গ প্রকাশে॥
অনঙ্গমঞ্জরী সখী তাঁহাতে প্রবেশ।
সাধুগণ কহে যেঁহ জানয়ে বিশেষ॥
শ্রীমান্ রঘুনাথ-ভট্ট গোস্বামী মহান্।
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব যাঁর গৌরাঙ্গ-পরাণ॥
পণ্ডিত সুশান্ত মহাগম্ভীর স্বভাব।
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে ঐকান্তিক ভাব॥
ব্রজে তেঁহ শ্রীরতিমঞ্জরী আর রাগ।
দুই রূপে এক দেহ সর্ব্বত্র বিরাগ॥
শ্রীমান্ দাস-রঘুনাথ ব্রজে শ্রীরসমঞ্জরী।
চৈতন্যকৃপায় পুন বাস ব্রজপুরী॥

---

* পাঠান্তরে—'সর্ব্বসমঞ্জয়' এবং 'রসোদয়।'

ক্ত উদার মহা মহাপ্রেমবান্।
র দুঃখ জানি নিজ কুটীর বানান॥
কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হৈতে রক্ষার কারণে।
ডহস্তেতে ফিরে শ্রীকুঞ্জের বনে॥
াত্রে জানিয়া ঘর বান্ধিয়া রহিলা।
র ব্যামহ জানি সহিতে নারিলা॥
তিমঞ্জরী কেহ তাঁহারে কহেন।
ভেদে ভানুমতী যাঁহার আখ্যান॥
ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী।
সমঞ্জরী যেঁহ ব্রজে পূর্ব্বনামী॥
মুখ হৈলে তাঁর গুণ কহা যায়।
বিজ্ঞে পারে মো-সবার সাধ্য নয়॥
ছয় গোস্বামীর মঞ্জরী-আখ্যান।
াম সাধুজনার যেমত বর্ণন॥
ঠাকুর তেঁহ শ্রীপ্রেমমঞ্জরী।
নাথ গোস্বামী শ্রীলীলা যে মঞ্জরী॥
মতী রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা-ব্রজে।
শাখাকুণ্ডগীতে রাধাকৃষ্ণ পূজে॥
সবার প্রকাশ যে গুণেতে জানিহ।
ন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব যেঁহ॥
খা কলাকেলি রাধাদাসী দুঁহ।
খিমাহাতি মাধবী-ভগ্নী সেহ॥
তনয়া মল্লা কালিদাস এবে।
র ব্রহ্মচারী যজ্ঞপত্নী পূর্ব্বে॥
ানে মহাপ্রভু অন্ন মাগি খান।
কহে ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥
জ্ঞপত্নী যেঁহ জগদীশ হিরণ্য।
শী দিনে প্রভু মাগি খাইলা অন্ন॥
য় কৃষ্ণপ্রিয়া সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী।
কাশীমিশ্র বাস নীলাচল পুরী॥
ী শ্রীচন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা আদি।
ন্দ শ্রীধরাদি নাহিক অবধি॥
সহস্র গোপী চৈতন্যপার্ষদ।
রূপেতে করে প্রেমের আস্বাদ॥
লীলা করে নানাদেশে অবতরি।
কের ন্যায় রূপ স্বভাব আচরি॥
খ্য গণন কহিবারে না পারিয়া।
ৎ কহিল নিজ পবিত্র লাগিয়া॥

মহান্ত যে কেহ কেহ উপ যে মহান্ত।
সকলেই গুণসিন্ধু সকলেই শান্ত॥
খণ্ডবাসী নরহরি আদি আর যত।
গৌরাঙ্গপার্ষদগণ কত শত শত॥
সকল কহিতে নাহি পারয়ে অনন্ত।
কিঞ্চিত কহিল যাহা প্রকাশে মহান্ত॥
শ্রীমান্ কবিকর্ণপুর শিবানন্দসুত।
তাঁহার মহিমা কিছু শুনিতে অদ্ভুত॥
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পূর্ণকৃপা কৈলা।
শিশুকালে যাঁর মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা॥
পাদাঙ্গুষ্ঠদান-ছলে ভক্তি সঞ্চারিলা।
গর্ভে যবে তবে পুরীদাস নাম দিলা॥
মহাকবি যেঁহ মহাকাব্য প্রকাশিলা।
শ্রীআনন্দবৃন্দাবন চম্পূ যে বর্ণিলা॥
নিজ নিত্যসিদ্ধ নাম দৈন্যেতে না কহে।
গুরুনাম নাহি বহে অপ্রকাশ্য যাহে॥
শঠ মীমাংসক আর তার্কিকের স্থানে।
গোপন করিবে সদা কদাচ না শুনে॥
ইতি গৌরগণোদ্দেশ কহিল সংক্ষেপে।
বৈষ্ণবের নামগুণ পাহি কোনরূপে॥
শ্রীনাভাজীর মনের আশয় জানিয়া।
গৌরগুণ কহিনু কিছু বিস্তার করিয়া॥

গৌরাঙ্গভকতগণ, গুণসাগরের কণ,
ব্রহ্মা শিব না পারে কহিতে।
অন্যের শকতি কোথা, পঙ্গুর পর্ব্বত যথা,
অসম্ভব লঙ্ঘন করিতে॥
কি আশ্চর্য্য গৌরাঙ্গপার্ষদে।
ত্রিজগতে সুদুর্লভ, প্রেমানন্দ অনুভব,
হেন প্রেম দীপ্ত পদে পদে॥
কিবা নৃত্য কিবা গীত, কিবা নিষ্কপট রীত,
নির্ম্মৎসর দয়ার সাগর।
অনন্য শুদ্ধ ভকতি, মাধুর্য্য পিরীতি রীতি,
স্বাভাবিক যুগলে সবার॥
গৌরাঙ্গে পিরীতি-ভাব, অলৌকিক অসম্ভব,
কোটি প্রাণ হৈতে অতিশয়।
গৌরাঙ্গভকত যত, গৌরাঙ্গের অভিমত,
ত্রিজগতে তুলনা না হয়॥

মহাপ্রেম মহাভাব, মহাসঙ্কীর্ত্তন-রব,
মহানৃত্য গীত-বাদ্য আদি।
মহারসের উল্লাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
অশ্রুজলে বহি যায় নদী ॥
প্রভুর স্বরূপশক্তি, যতেক ভকতপংক্তি,
চিদানন্দসন্ধিনী শকতি।
আহার-বিহার যত, সকাল ত্রিগুণাতীত,
সৎ-চিৎ-আনন্দ মুরতি ॥
প্রভুর ভকত বিনে, তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে,
প্রাকৃত বলিয়া অজ্ঞে কহে।
শ্রীমূর্ত্তি তার্কিক জনে, যেমন প্রাকৃত মানে,
তথা মূঢ়জনে দেখে তাহে ॥
গৌরাঙ্গভকতপদে, যে জন বিষয়মদে,
শরণ না লৈল মূঢ়মতি।
তার জন্ম বৃথা হৈল, পশুবত জনমিল,
ফল মাত্র তাহার দুর্গতি ॥
সাধুবাক্য না শুনিঞা, শাস্ত্রে নাহি প্রবেশিয়া,
দম্ভে নানামত আরোপিয়া।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
হেরি কঁপে কৃষ্ণদাস হিয়া ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদস্বরূপ-
বর্ণনং তৃতীয় মালা ॥

চতুর্থ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
দ্বাদশ মহান্ত ভাগবত আদি কথা।
শুনহ আশ্চর্য্য তার বিবরণ যথা ॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

বিধি নারদ শঙ্কর সনকাদিক কপিল দেব মনভূপ
নরহরিদাস জনক ভীষম বলি শুকমুনিধর্ম্মস্বরূপ॥
অন্তরঙ্গ অনুচর হরিজুকে জো ইন্‌কো যশ গাটে
আদি অন্তলো মঙ্গল তিনকে শ্রোতা বক্তা পাটে
অজামীল পরসঙ্গ য়হ নির্ণৈ পরম ধর্ম্মকো জান
ইন্‌কি কৃপা ঔর পুনি সমুঝে দ্বাদশ ভক্তপ্রধান।

(টীকা হিন্দী)

দ্বাদশ প্রসিদ্ধ ভক্ত রাজকথা ভাগবত
অতি সুখদাই নানাবিধি করি গায়ে হৈ।
শিবজীকি বাত এক বহুধা ন জানে কোউ
শুনি সরসানে হিয়ে ভাব উর ঝায়ে হৈ ॥
সীতাকে বিয়োগ রাম বিকল বিপিন দেখি
শঙ্কর নিপুণ সতীবচন শুনায়ে হৈ।
কৈসে য়ে প্রবীণ ঈশ কৌতুকো নবীন দেখো
মনেউ করত অঙ্গ বৈসেহি বনায়ে হৈ ॥
সীতাকো স্বরূপ দেশ লেশহু ন ফেরফার
রামজু নিহারি নেকু মনমে ন আই হৈ।
তব ফিরি আয়কৈ শুনায় দই শঙ্করকো
অতি দুখ পায় বহুবিধি সমুঝাই হৈ॥
ইষ্টকো স্বরূপ ধরো তাতে তন পরহরো
পরো বড়ে শোচ মতি অতিতরমাই হৈ।
ঐসে প্রভুভাবপগে পোথিনমে জগমগে
লগে মোকো প্যারে য়হ বাত রিঝি গাই হৈ।
চলে মগ জাত উভে খরে শিব দীঠি পরে
করে পরণাম হিয়ে ভক্তি লাগি প্যারী হৈ।
পারবতী পুছে কিয়ে কৌন্‌কো জু কহো মো
দিশউ ন জন কোউ তবলো উচার হৈ ॥
বরষ হজার দশ বিতে তহঁা ভক্ত ভয়ো
নয়ো ঔর হৈবেহৈ দূজে ঠোর রীতে ধারী হৈ
শুনিকে প্রভাব হরিদাসনসো ভাব বঢ়ো
রহো কৈসে জাত চঢ়ো রঙ্গ অতি ভারী হৈ।

অস্যার্থঃ—

দ্বাদশ ভক্তরাজকথা ভাগবতে গায়।
তাহে শিবজীর এক কথা গুহ্য হয় ॥
ভক্তিপ্রবীণতাচার্য্য শ্রীশঙ্কর হয়ে।
যাহা শুনি বৈষ্ণবের আনন্দ বাড়য়ে ॥
বনমধ্যে রামচন্দ্র সীতার বিয়োগে।
বিকল দেখিয়া শিব ব্যক্ত সতী-আগে ॥

তুকে পার্ব্বতী সীতারূপ ধরি আইলা।
রামচন্দ্র তার পানে ফিরি না চাহিলা ॥
রি আসি মহাদেবে হাসিয়া কহিলা।
হা শুনি দেবদেব মনে দুঃখ পাইলা ॥
হত্যাগ করি পুনঃ দেহান্তর ধর।
া শুনি সতী মনে কিবা যুক্তি কর ॥
প্রসঙ্গ হয়ে কোন শাস্ত্র-অভিমতে।
হেতুক দেহত্যাগ দক্ষের যজ্ঞেতে ॥
গ্রামস্থান দেখে আকাশে চলিতে।
খি মাত্র ক্ষণেক স্তম্ভিত হৈল চিতে ॥
মিয়া প্রণাম করে গদগদ ভাবে।
ী কহে শূন্যস্থানে প্রণমহ কিবে ॥
হ কহে বৈকুণ্ঠাদিতুল্য এইস্থান।
ুতে বৎসর পূর্ব্বে ছিল এক মহান্ ॥
র এক বৈষ্ণবস্থিতি ভবিষ্যৎস্থানে।
াম করিলা বহুসহস্র নমনে ॥
দাসের প্রভাব শুনি গিরিশনন্দিনী।
চড়ি গেল চিত্তে অদ্ভুত কাহিনী ॥

চরিত্র শ্রীঅজামিলজীউর।

(টীকা হিন্দী।)

া পিতু মাতৃ নাম অজামীল সাচো ভয়ো
য়ো অজামীল ছোটী তিয়া শূদ্রজাতকী।
য়ো মদ্যপান সো শয়ন গহি দূরি ডাডো
য়া তন বাহি সো জুকীনো লেকে পাতকী ॥
 পরিহাস কাহু দুষ্টনে পাঠায়ো সাধু
 গৃহ দেখি বুদ্ধি আয় গই সাতকী।
া করি সাবধান সন্তনি রিঝায় লিয়ো
ায়ণ নাম ধরো গর্ভবাল বাতকী ॥
য় গহো কাল মোহজালমে লপটি রহো
াবিকরাল যমদূতহু দিখাইয়ে।
 সুত নারায়ণ নাম জো কৃপাকৈ দিয়ো
য়ো সো পুকারি সুর আরতি শুনাইয়ে ॥
নতহি পারষদ আয়ে বাহি ঠৌর দৌরি
ারি ডারে পাশ কহো ধর্ম্ম সমুঝাইয়ে।
রলো বিচারে আর পতিপৈ পুকারে কহি
না বজমারে মতি জালো হরি গাইয়ে ॥

অস্যার্থঃ—
অজামিল নাম এক ব্রাহ্মণ কুমার।
সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত অধর্ম্ম অপার ॥
গোব্রাহ্মণসংসহা মদ্যপ মাংসাশী।
ব্যাধের আচার করে হত্যা রাশি রাশি ॥
গৃহ-স্ত্রী-ত্যাগী বেশ্যা-সনে বনে বাস।
তাহে চারি পুত্র এক গর্ভেতে নিবাস ॥
দৈবযোগে এক সাধু অতিথি আইলা।
অজামিল আতিথেয় দুষ্টে কহি দিলা ॥
অহো অজামিলের ত্রাণ উন্মুখ হইল।
ভাগ্যবশে সাধুর পাদস্পর্শ গৃহে হৈল ॥
পত্নী তাঁর ভক্তিভাবে আতিথ্য করিল।
সাধু তবে তাহাদিগের বৃত্তান্ত জানিল ॥
সাধু পরদুঃখে দুঃখী দয়া উপজিল।
তাহার মঙ্গল কিছু মনে বিচারিল ॥
কৃষ্ণনাম উপদেশ ইহারা না লবে।
কেমতে এহেন পাপী উদ্ধার হইবে ॥
ইহা ভাবি মনে এক উপায় চিন্তিলা।
বিনয়ে বেশ্যার স্থানে কহিতে লাগিলা ॥
ভোজন করাঞা মোরে তুষ্ট কৈলে যেবা।
তেমতি আমার এক নেহোরা রাখিবা ॥
তোমার গর্ভেতে এবার যে পুত্র জন্মিবে।
নারায়ণ বলি তার নামটি রাখিবে ॥
বেশ্যা হাসি হাস্য কহে ইথে কি লাগিব।
ভাল ভাল ওই নাম অবশ্য রাখিব ॥
হাস্যরূপে সেদিন হৈতে ঐ নাম চলিল। *
সাধুদরশনসুধা বিধাতা লিখিল ॥
কথোদিনে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।
পিতার প্রিয়তমদেহ পীড়িত আছিল ॥
নারাযুক্ত হেতু পুন নারায়ণ নাম।
দুই করে লয়ে পুত্রে রাখে অবিরাম ॥
মৃত্যুকালে যমদূত দণ্ডপাশ লঞা।
ঘেরিল আসিয়া সব পাপিষ্ঠ জানিয়া ॥
ভয়ে নিজপুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ।
সর্ব্বপাপ ছুটি হৈল সংসারমোচন ॥

---

* পাঠান্তরে—"হাস্যরূপে সেদিন হইতে সেই নাম দিল।"

শ্যামলসুন্দর দুই বৈকুণ্ঠের দূত।
হাহা হরি-ভক্তে দণ্ডে একি অদ্ভূত॥
বলিতে বলিতে আসি যমদূতগণে।
গদার প্রহার আর তাড়নভৎর্সনে॥
অস্থ দন্ত কার কার হস্ত পাদ ভাঙ্গি।
কহিতে লাগিলা অরে মূঢ়মতি চঙ্গি॥
নিষ্পাপ নির্গুণ অজামিল মহামতি।
এহেন জনেরে দণ্ড কি তোর শকতি॥
ধর্ম্মরাজদূত মোরা তোমরা কে হও।
অপমান কর আর পাপীরে ছুটাও॥
তেঁহ কহে তোর ধর্ম্মরাজ কি এমতি।
ধর্ম্ম তো সে নাহি জানে অহঙ্কারমতি॥
জন্মিয়া যে একবার ডাকে নারায়ণে।
তারে পাপী কহে তবে কি ধর্ম্ম সে জানে॥
ইহা শুনি দূতগণ যমালয়ে গিয়া।
কান্দিয়া কহয়ে দণ্ডপাশ আছাড়িয়া॥
কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার।
ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর॥
ধর্ম্মরাজ কহে দূত কি অন্যায় হৈল।
দূত বলে আমাদের নাক কাটা গেল॥
অজামিল মহাপাপী নাহি পুণ্যলেশ।
তোমা লঙ্ঘি তারে লঞা গেল কোন দেশ॥
কি জানি কাহার নাম নারায়ণ হয়।
পুত্রেকে ডাকিল সেই নাম অনুযায়॥
হেন কালে দুই মহাপুরুষরতন।
নবঘন জিনি রুচি কমলনয়ন॥
আসি মাত্র কৈল তার বন্ধন-মোচন।
মো-সবার গতি এই দেখ বিদ্যমান॥
ইহা শুনি ধর্ম্মরাজ হর্ষভয় পাইল।
ক্ষণ কাল মৌনে স্তব্ধ হইয়া রহিল॥
কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ্য স্বরভেদ।
প্রেমের বিকার হৈল নানামত ভেদ॥
ধৈর্য্য হয়্যা কহে রাজা গিয়াছিলা কোথা। *
কি কার্য্য করিলে বাপু খাঞা মোর মাথা॥

হের আইস শুন কহি অতিগুহ্য কথা।
প্রভুর নাম লৈল কেনে গিয়াছিলি তথা॥
ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগতনিবাস।
তাঁর নাম লৈল সেই মুঞি যাঁর দাস॥
কোটি কোটি মহাপাপ অতিপাপ হয়।
আগ্নকণে * তুলারাশি যৈছে ভস্ম হয়॥
ইহা শুনি দূতগণ চমৎকারচিত্ত।
অনিমিখে রহে যেন পুত্তলিকা চিত্ত॥
ধীরে ধীরে কহে তবে ধর্ম্মরাজ-আগে।
হেন যদি তবে কেনে না কহিলে আগে॥
তোমার প্রভুর জনে কিবা রীতি হয়।
তবে কেহ আর মোরা না যাব তথায়॥
হরিনামগুণকথা যথায় শুনিবে।
তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে॥
নমস্কার করি তথা দূরপথে যাবে।
মুঞি তাঁরে নমস্কারি কায়মন-রবে॥
মোর বাক্য না শুনিলে পাবে অনুতাপ।
দূত কহে বুঝিলাম আর না রে বাপ॥
শ্রীল নাভাজীর এই তাৎপর্য্য-অর্থ।
কৃষ্ণদাস কহে যাঁর পদরজস্বার্থ॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

মো চিত্তবৃত্তি নিত তহাঁ রহো
যহাঁ নারায়ণপারষদ॥
বিষ্বক্সেন জয় বিজয় প্রবল বল মঙ্গলকারী।
নন্দ সুনন্দ সুভদ্র ভদ্র জগ-আময়-হারী॥
চণ্ড প্রচণ্ড বিনীত কুমুদ কুমুদাক্ষ করুণালয়।
শীল সুশীল সুষেন ভাবভক্তন প্রতিপালয়॥
লক্ষ্মীপতি-প্রীণন প্রবীণমহ
ভজনানন্দ ভক্তনি হৃদ।
মে চিত্তবৃত্তি নিত তঁহা রহো
যহাঁ নারায়ণপারষদ॥

অস্যার্থঃ—

বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পারিষদগণ।
তাঁহাদের শ্রীচরণে রহু চিত্তমন॥
বিষ্বক্সেন জয় বিজয় প্রবল আর বল।
নন্দ সুনন্দ ভদ্র সুভদ্র মঙ্গল॥

* পাঠান্তরে—"ধর্ম্মরাজ কহে তোরা গিয়াছিলি কোথা।"

* পাঠান্তরে—"অগ্নিযোগে।"

ও প্রচণ্ড শুভ করুণান্বিত।
মুদ কুমুদাক্ষ প্রভু বিনীত পুনীত ॥
াল সুশীল ভক্তপালক সুসেন।
শ্রীপতি প্রেমানন্দে সেবানন্দে মন ॥
াক্ষপারিষদ প্রভুর মহা অনুভব।
নকাদি প্রেরি কৈল অজ পুনর্ভব ॥
ায় বিজয়ের প্রতি প্রতিকূলভাব।
ক্তরস নহে বিনে সমান বৈভব ॥
ঙ্গ-পারিষদ-সনে সরস কৌতুক।
াঙ্গছায়াসনে যেন খেলয়ে বালক ॥
ভনজন্মপরে নিজ আলয়ে আনিয়া।
নত্য প্রেমানন্দরসে রাখে ডুবাইয়া ॥

(দোহা—মূল হিন্দী।)

হরিবল্লভ সব প্রারথো
যিন পদরজ-আশা ধরি ॥
কমলা গরুড় সুনন্দ আদি
যে ড়শ প্রভুপদরতি।
হনুমন্ত জাম্বুবন্ত সুগ্রীব
বিভীষণ শবরী খগপতি ॥
ধ্রুব উদ্ধব অম্বরীষ বিদুর অক্রুর সুদামা।
চন্দ্রহাস চিত্রকেতু গ্রাহ গজ পাণ্ডবনামা ॥
কৌষারব কুন্তীবধূ পট ঐক্কত লজ্জা হরি।
হরিবল্লভ সব প্রারথো যিন পদরজ-আশা ধরি ॥

(টীকা হিন্দী)

হরিকে যে বল্লভ হৈ দুর্লভ ভুবনমাঝ
তিনহিকি পদরেণু-আশা জিয় করি হৈ।
যোগী যতি তপা তাসো মেরো কছু কাজ নাহি
প্রীতিপরতীতি রীতি মেরী মতি হ'র হৈ ॥
কমলা গরুড় জাম্ববান সুগ্রীবাদি সবৈ
নামরূপ কথা জাকি পোথিনমে ধরি হৈ।
প্রভুসো সচাই জগ কীরতি চলাই অতি
মেরে মন ভাই সুখদাই রসভরী হৈ ॥

অস্যার্থ—

হরির বল্লভ যেই জগতদুর্লভ।
যাহার চরণরজে সর্ব্বার্থ সুলভ ॥
সেই রজ-আশা-মাত্র করি অবিরাম।
যোগী যতি তপী সনে নাহি কিছু কাম ॥

ভক্তপদরজমাত্র অর্থ করি মানি।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থে না বাখানি ॥
কমলা গরুড় জাম্বব'ন সুনন্দাদি।
ষোল মহাভাগবত প্রভুপদে রতি ॥
হনুমান্ সুগ্রীব বিভীষণ অম্বরীষ।
খগপতি শবরী ধ্রুব গ্রাহ গজ-ঈশ ॥
উদ্ধব বিদুর অক্রুর চন্দ্রহাস।
সুদামা চিত্রকেতু যার হৃদে হরিবাস ॥
পাণ্ডব কুন্তীবধূ গ্রাহ কৌষারব-নামী।
যা-সবার শ্রীচরণ অগতির স্বামী ॥
বেদে গায় যার কীর্ত্তি করিয়া বাখান।
ভুবনপাবন হয় যার গুণগান ॥

চরিত্র শ্রীহনুমান্‌জীর।

(টীকা হিন্দী।)

রতন অপার সার সাগর উধার কিয়ে
লিয়ে হিত চায়কে বনায় মালা করি হৈ।
সব সুখসাজ রঘুনাথ মহারাজজুকো
ভক্তসো বিভীষণজু আনি ভেট ধরি হৈ ॥
সভাহিকি চাহ অবগাহ হনুমান গরে
ডারি দই সুধি ভই মতি অরবরী হৈ।
রাম বিনু কাম কৌন ফোরি মণি দীনে ডারি
খোলি ত্বচা নামহি দিখায়ো বুদ্ধি হরি হৈ ॥

অস্যার্থঃ—

হনুমান কপিপতি, ভক্তরাজ মহামতি,
পরম উদার মহাশয়।
জগতের পূজ্যতম, যার যেই মনস্কাম,
যার নামে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ॥
রামচন্দ্রপ্রিয়তম, জগতের অভিরাম,
উদারমহত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
যত পারিষদগণ, লক্ষ কোটি অগণন,
শ্রেষ্ঠমধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ।
শুদ্ধ-প্রেমানন্দধাম, অদ্ভুত যাহার কাম,
তার মধ্যে শুন এক কথা।
ত্রিভুবনে সবে জানে, প্রসিদ্ধ শ্রীরামায়ণে,
দেব-নর গায় যেই গাথা ॥

বিভীষণ মহারাজা, রত্নাকর যাঁর প্রজা,
তার স্থানে লয়্যা সারমণি।
অনুরাগে হার গাঁথি, রামচন্দ্র প্রাণপতি,
গলে লয়্যা দিলা ধন্য মানি॥
রামচন্দ্র হার লয়্যা, চাঁদপানে দেখে চায়্যা,
ভাবে কোথা মোর হনুমান।
সুগ্রীবাদি যত জন, সবে ভাবে মনে মন,
না জানি কে প্রসাদভাজন॥
তবে হনুমান-গলে, অমূল্য রতনমালে,
পরাইয়া হরিষে নিরখে।
হার পায়্যা মহাশয়, আনন্দে মগন হয়,
ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে॥
রামনাম নাহি দেখি, মনে হেলা মহাদুঃখী,
প্রভু মোরে একি বিড়ম্বিলা।
পুনঃ ভাবে বুঝিলাম, ইহার অন্তরে নাম,
একটি মণি দশনে ভাঙ্গিলা॥
ভাঙ্গিয়া নিরখে পুনঃ, না দেখিয়া রামগুণ,
পুনঃ ভাঙ্গে পুনঃ না দেখয়ে।
এইমত কটমটে, ভাঙ্গি ডারে ক্ষিতিতটে,
প্রভু দেখি মুচকি হাসয়ে॥
অরে বৎস হনুমান, কি তোমার বিবেচন,
হেন দ্রব্য হেলায় ডারিলে।
হনু কহে কিবা দ্রব্য, কিবা গুণ কিবা লভ্য,
রামনামবিহীন বিফলে॥
পুনঃ চন্দ্রমুখ কয়, দেহ ত তোমার হয়,
অস্থিচর্ম্মমাংসময় মাত্র।
তাহে রামনাম কোথা, তবে কেনে ধর বৃথা,
কি বিচারে কর নাম মিত্র॥ *
ইহা শুনি কপিরাজ, উঠে সেই সভামাঝ,
নখে ধরি ফাড়ে বক্ষঃস্থল।
তারকব্রহ্ম রামনাম, চমৎকার অভিরাম,
অস্থি-সন্ধি অঙ্কিত সকল॥
জনকনন্দিনী সীতা, স্নেহানন্দে পুলকিতা,
রঘুমণিমুখপানে চাহে।
হর্ষ শোক স্নেহ মোহ, ক্রোধ মান হর্ষ সহ,
দুনয়নে জলধারা বহে॥
হনুগুণ আদ্যোপান্ত, সঙরিয়া স্নেহবন্ত,
শোকে মোহে অকৃত্রিম জ্ঞানী।
প্রিয় প্রতি ক্রোধ মান, হনুমানে কিবা দান,
প্রত্যুপকার কি করিলে জানি॥
তবে দয়াময় সুখে, আলিঙ্গিয়া হনুদেহে,
প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন।
সুগ্রীবাদি বিভীষণ, দেবতা গন্ধর্বগণ,
জয় জয় করে ঘনে ঘন॥
হনুমতে যোড়করে, হর্ষে স্তুতি নতি করে,
ধন্য ধন্য করয়ে জগতে।
মুঞি দীনহীন অতি, ভকতি বঞ্চিত মতি,
পদযুগ ধর মোর মাথে॥

চরিত্র শ্রীবিভীষণজীর।

(টীকা হিন্দী।)

ভক্তি জো বিভীষণকি কহে ঐশে কোন জন
ঐশে কছু কহি জাত শুনো চিত লায়কে।
চলত জহাজ প'র অটক বিচার কিয়ো
কোউ অঙ্গহীন নর দিয়ো লে বহায়কে॥
যায় লগো টাপু তাহি রাক্ষসনি গোদ লিয়ে
মোদভরি রাজাপাস গয়ে কিলকায়কে।
দেখত সিংহাসনতে কুদি পরে নৈন ভরি
য়াহিকে অকার রাম দেখে ভাগ পায়কে॥
রচি সো সিংহাসনপৈ লে বৈঠায়ে তাহি ছিন
রাক্ষসনি রিঝ দেত মানি শুভ ঘরী হৈ।
চাহত মুখারবিন্দ অতিহি আনন্দভরি
ঢরকত হৈ নৈন নীর টেক ঠাঢ়ো ছড়ি হৈ॥
তউ ন প্রসন্ন হোত ছিন ছিন ছিন জোতি
ছুজিয়ে কৃপাল কহো মোর মতি ডরি হৈ।
করো সিন্ধুপার মেরে য়হি সুখসার দিয়ে
রতন অপার লাএ বাহি ঠৌর ফিরি হৈ॥
রামনাম লিখি শীষমধ্য ধরি দিয়ো বাকে
য়হি জলপার করে ভাব সাচো পায়ো হৈ।
তাহি ঠৌর বৈঠো মানো নয়ো ঔর রূপ ভয়ো
গয়ো সো জহাজ সোই ফিরি করি আয়ো হৈ।

---

* পাঠান্তরে—"কি কি বিচারে করি মান মিত্র।"

লয়ো পহিচানি পুছো সবনো বখান কিয়ো
হিয়ো হুলসায়ে শুনি বিনৈকে চঢ়ায়ো হৈ।
রো নীর কুদি নেকু পাপ ন পরশ করো
রো মন দেখি রঘুনাথনাম ভায়ো হৈ॥

অস্যার্থঃ—

বিভীষণ মহারাজ, অতুলনা ভক্তমাঝ,
মহিমার বর্ণন না হয়।
াই বন্ধু রাজ্যভোগ, অনায়াসে করি ত্যাগ,
শ্রীচরণ করিলা আশ্রয়॥
স্ত্রীপুরুষ দুইজন, সেবে রাঙ্গা শ্রীচরণ,
ভাসিয়া যে আনন্দসাগরে।
সরমা শরণভাবে, * ঠাকুরাণীপদ সেবে,
আপনি সেবয়ে ঠাকুরেরে॥
ারে মৈত্রভাব করি, আলিঙ্গন করে হরি,
নিজহস্তে রাজ-অভিষেক।
শ্রীহস্ত বুলায়ে অঙ্গে, পিরীতকৌতুকরঙ্গে,
বরদান করিলা অনেক॥
চকতির চমৎকার, নাহি যার পারাবার,
তাহে এক অপরূপ শুন।
এক সদাগর হয়, জাহাজ লইয়া যায়,
চরে লাগি আটকিল পুন॥
জাহাজ-উপরে কেহ, আছে হীন-অঙ্গ দেহ,
সিন্ধুজলে তারে ডারি দিল।
অল্পবুদ্ধি সদাগর, শ্রেয় হেতু ডারে নর,
ভাসি ভাসি লঙ্কায় লাগিল॥
দেখিয়া রাক্ষসগণে, একি জন্তু সবে ভণে,
খিলি খিলি হাসয়ে সবাই।
কৌতুকেতে সবে তারে, উঠাইয়া লয়্যা করে,
রাজা-আগে রাখে লয়্যা যাই॥
রাজা চমকিতমন, যেন দরিদ্রের ধন,
লম্ফ দিয়া উঠাইয়া লৈল।
রামচন্দ্র নরাকৃতি, উদ্দীপন হৈল মতি,
দেহ অশ্রু-পুলকে ভরিল॥
স্বর্ণসিংহাসন আনি, বসাইয়া নিজ পাণি,
জলে করে চরণসেবন।

নানা বস্ত্র অলঙ্কারে, সাদরে পূজয়ে তারে,
চমকিত নিশাচরগণ॥
স্বর্ণ-আশা করে লয়্যা, চিবুকে ঠেকনা দিয়া,
দূরে দাণ্ডাইয়া মুখ হেরে।
নর-চিতে ভীত অতি, প্রসন্ন না হয় মতি,
কান্দিয়া কহয়ে উচ্চৈঃস্বরে॥
কৃপালু হইয়া মোরে, দেহ লয়্যা সিন্ধুপারে,
সেই বহু রত্নলাভ মোর।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়্যা রাজা, পাইয়া ঈষৎ লজ্জা,
ভৃত্যে কহে দেহ করি পার॥
রামনাম লিখি শিরে, ফেলে সমুদ্রের নীরে,
যে নৌকায় ভব হয় পার।
হেনই সময়ে পুনঃ, রামনামের কিবা গুণ,
আইল সেই নৌকা পুনর্ব্বার॥
সদাগর প্রেমে ভরি, ঝরয়ে নয়নে বারি,
উঠাইয়া পুছে সমাচার।
ভক্তরাজ-গুণকথা, নামের মহিমা তথা,
প্রেমানন্দে কহে তবে নর॥
অহো সাধুসঙ্গগুণ, সাক্ষাৎ দেখহ পুনঃ,
তৎক্ষণাৎ ভক্তিরত্ন লাভ।
পশুসম যে আছিল, ক্ষণমাত্র সঙ্গ হৈল,
(আপনি) তারল আর তরাইল সব॥
অতএব শ্রুতি স্মৃতি, আগম পুরাণ আদি,
ফুকারিয়া পুনঃপুনঃ কহে।
বৈষ্ণবের সঙ্গ কর, হরি-অনুরাগ ধর,
ইহা বিনু আর কিছু নহে॥
নাভাজীর শ্রীচরণ, ধূলি শিরে বিভূষণ,
করি এই অভিলাষ মনে।
বৈষ্ণবের গুণগান, করিব অমৃতপান,
জন্মে জন্মে প্রেমদেবী সনে।

চরিত্র শ্রীশবরীজীর।

(টীকা হিন্দী।)

বনমে রহত নাব শবরী কহত সব
চহতি টহল সাধু তন ন্যূনতাই হৈ।
রজনীকে শেষ ঋষি আশ্রম প্রবেশ করি
লকরীন বোঝ ধরি আবে মন ভাই হৈ॥

---

* পাঠান্তরে—"সরমা শরণ ভাবে।"

হুইবেকো মগ ঝারি কাঁকরিন বিনি ডারি
বেগি উঠি যাই নেকু জাতি ন লখাই হৈ।
উঠত সবার কহে কৌন ধোঁ বুহারি গয়ো
ভয়ো হিয়ে শোচ কোউ বড়ো সুখদাই হৈ॥

অস্যার্থঃ—

পঞ্চটীবনে এক চণ্ডালের কন্যা।
মহাভাগাবতী তেঁহ ত্রিজগতে ধন্যা॥
শ্রীরামচরণে যার দৃঢ়ভক্তিমতি।
অতএব সাধু মহাপুণ্য মহাব্রতী॥
অপূর্ব্ব তাহার কথা শুন দিয়া মন।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বপাপবিমোচন॥
বনমধ্যে কৃষ্ণভক্ত সাধু মুনিগণ।
তাঁহাদিগের সেবা শবরীর হৈল মন॥
বনে হৈতে শুষ্ককাষ্ঠ বোঝা বান্ধি আনে।
আশ্রমে রাখয়ে রাত্রে কেহ নাহি জানে॥
নদী যাইবার পথ বোহারি করয়।
কাঁটা কুটা কাঁকর সব দূরেতে ডারয়॥
প্রতিদিন বরে ঋষিগণ ভাবে মনে।
কেবা পথ ঝাঁটি দেয় কেবা কাষ্ঠ আনে॥
একদিন শিষ্যগণ জাগিয়া রহিল।
দেখে রাত্রে কাষ্ঠ লয়্যা শবরী আইল॥
ধরিয়া তাহারে সবে চৌদিকে বেড়িল।
ত্রাসে মুখ হেঁট করি কাঁদিতে লাগিল॥
ঋষিগণমধ্যে কেহ হরিভক্ত ধীর।
ভক্তমর্ম্ম জানে মহাপণ্ডিত গম্ভীর॥
সাধুসেবামতি দেখি আর্দ্র হৈল চিত।
রামনাম দীক্ষা দিলা করিয়া পিরীত॥
যত যত ছিল তথা বহির্ম্মুখগণ।
জাতিপংক্তি হৈতে তারে করিল বর্জ্জন॥
তেঁহ কহে অজ্ঞ যে তোমরা নাহি জান।
বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করি শ্রেষ্ঠ মান॥
তথাচ না বুঝি তাঁরে অসংগ্রহ কৈল।
মুনি বিজ্ঞতম তাহে কাতর না হৈল॥
শবরীরে কহে মোর কাল পূর্ণ হৈল।
শ্রীরামচন্দ্রের লীলা দেখিতে না পাইল॥
তুমি ভাগ্যবতী শীঘ্র দেখিবে নয়নে।
মোরে পরলোক যাইতে হইল এখনে॥
রামচন্দ্রের আগমন আদ্যোপান্ত লীলা।
উপদেশ দিয়া মুনি তত্ত্ব জানাইলা॥
দেহত্যাগ করি তবে বৈকুণ্ঠে চলিলা।
শবরী গুরুর শোকে কাতর হইলা॥
একদিন মুনিগণ নদীতে প্রত্যুষে।
স্নানকালে শবরীও গেলা এক পাশে॥
মো-দিগের * ঘাটে স্নান করে চণ্ডালিনী।
ইহা বলি ভর্ৎসন করিল কটুবাণী॥
ভক্ত অপরাধ পূর্ব্বে হৈতে এবে দেখ।
ক্রমে নানা ভিন্ন মতি হৈল নানা দুঃখ॥
তৎক্ষণাৎ নদীর জল হৈল রক্তপ্রায়।
কৃমি কীট হৈল দেখি উঠিয়া পলায়॥
তথাচ না বুঝে সব ব্রাহ্মণের গণ।
বলে হায় জল কেনে হইল এমন॥
পত্রের কুটীর এক ঝোপড়া বান্ধিয়া।
শবরী রহেন রামচন্দ্র পথ চায়্যা॥
তৃষিত চাতকী যেন মেঘ-আগমন।
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন॥
বনমধ্যে ফলমূল আনে বহু দুঃখে।
মিষ্ট হৈলে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে॥
চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাগে।
যতনে রাখয়ে তাহা অতি অনুরাগে॥
শবরীর আশাবৃক্ষ সফল হইল।
কথোদিন পরে প্রভু আগমন কৈল॥
দয়ার সাগর রাম বনে প্রবেশিয়া।
প্রথমেই ডাকে মোর শবরী বলিয়া॥

অমৃতনিন্দিত বাণী, ভুবনমোহন ধ্বনি,
আর তাহে স্নেহের সহিত।
শবরীর কর্ণে আসি, প্রবেশিল সুধারাশি,
কর্ণ পাতি রহে চমকিত॥
চারিদিক পানে চায়, উন্মত্ত পাগলী প্রায়,
স্তম্ভ যেন দাণ্ডায়্যা রহিল।
হেনকালে দয়াময়, স্নেহে নেত্রে ধারা বয়,
তথা আসি উপনীত হৈল॥

* পাঠান্তরে—"মুনিদিগের।"

চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়, অনিমিখ নয়নে চায়,
রামরূপে * ডুবিল হৃদয়।
ক্রমে উঠি নানা ভাব, সুধা জিনি প্রেমার্ণব,
রোমাঞ্চাদি দেহেতে ব্যাপয়॥
প্রভু-ভৃত্যে দোঁহে কান্দে, দোঁহাপ্রেমে দোঁহা বান্ধে
দুহুঁ জনে স্থির নাহি বান্ধে।
শ্রীলক্ষ্মণ সুকুমার, প্রেম দেখি দোঁহাকার,
তেঁহ পুন ফুলি ফুলি কান্দে॥
তবে স্থির বান্ধি মনে, সেই ফলমূল আনে
আনন্দের আজু সীমা নাই।
উচ্ছিষ্ট শুকনা ফল, ভাঙ্গা মৃত-পাত্রে জল,
পত্রাসন রচিল তথাই॥
য়াল শ্রীরামচন্দ্র, সহিত অনুজানন্দ,
বৈসে সেই কুটীরদুয়ারে।
অমৃতের স্বাদুপ্রায়, † সেই ফল জল খায়,
কিবা ভক্তবৎসল ঠাকুরে॥
আকাশে অপ্সরা নাচে, দুন্দুভিবাজন বাজে,
পুষ্পবৃষ্টি ঘন বরিষয়।
অহো কি দয়াল হরি, ধন্য প্রেম সুমাধুরী,
ধন্য ধন্য শবরী যে হয়॥
ব্রাহ্মণসমূহগণ, দেখি প্রভুর আচরণ,
কেহ তুষ্ট কেহ ত বিমন।
কর্ম্মী জ্ঞানী নানা জন, নাহি ভক্তিরসজ্ঞান, ‡
তারা কহে একি বিবরণ॥
তার মধ্যে ভক্তিমর্ম্ম, যে জানে পরম ধর্ম্ম
তার মন উল্লাসিত হৈল।
জাতিপাঁতি পাণ্ডিত্যাদি, ধিক্ ব্রহ্মসতকৃতি,
ইহা বলি নাচিতে লাগিল॥

নদীতটে গিয়া প্রভু পুছয়ে ব্রাহ্মণে।
জল রক্ত কৃমি হৈল কিসের কারণে॥
মুনিগণ বলে প্রভু কারণ না জানি।
আচম্বিতে একদিন হইল অমনি॥

সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি পরম ঈশ্বর।
শবরীহেলায় হৈল কহে পূর্ব্বাপর॥
তখন বুঝিলা সব ব্রাহ্মণের গণ।
শবরীরে স্তুতি নতি করয়ে বাখান॥
রামচন্দ্র কহে শবরীর পদতল।
জলে স্পর্শ কৈলে জল হইবে নির্ম্মল॥
তবে মুনিগণ সবে শবরীরে লয়্যা।
জলে নামাইয়া দিল যতন করিয়া॥
তৎক্ষণে নদীর জল নির্ম্মল হইল।
মহাতীর্থ হৈল মহামহিমা বাড়িল॥
প্রভু ছলে নিজভক্ত মহিমা দেখাইল।
শবরীরে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পাঠাইল॥
অতএব বেদের যে সিদ্ধান্তযুকতি।
যবন চণ্ডাল কৃষ্ণভক্তে করে নতি॥
কৃষ্ণভক্ত সেবে যেই নিষ্কপট মন।
কৃষ্ণদাস মাগে তার চরণে শরণ॥

খগপতি জটায়ুর চরিত্র।

(টীকা হিন্দী।)

জানকী হরণ কিয়ে রাবণ মরণকাজ
শুনি সীতাবাণী খগরাজ দৌড়ি আয়ো হৈ
বড়িয়ে লড়াই লীন দেহ বারি ফোরি দীন
রাখে প্রাণ রামমুখ দেখবো সুহায়ো হৈ॥
আএ আপ গোদ সীস ধারি দৃগধার সীঁচো
দেই সুধি দেই গতি তনহু জরায়ো হৈ।
দশরথতাত মানি কিয়ো জলদান যহ
অতি সনমান নিজরূপ ধাম পায়ো হৈ॥

অস্যার্থঃ—

শ্রীজানকী জগন্মাতা দুষ্টাত্মা রাবণ।
হরি লয়্যা যায় করি রথ আরোহণ॥
রাম রাম বলি মাত কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
খগরাজ মহামতি দেখে হৈতে দূরে॥
রামচন্দ্রমহিষী ত্রিজগতের মাতা।
রাক্ষসে লইয়া যায় মনে পায়্যা ব্যথা॥
ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু অঙ্গ ফুলাইয়া।
প্রচণ্ড বেগেতে যায় হুঙ্কার করিয়া॥

---

* পাঠান্তরে—“শ্যামরূপে।”
† পাঠান্তরে—“স্বাদু পায়।”
‡ পাঠান্তরে—“কর্ম্মীজ্ঞানী নানাজনে, নাইক ভক্তি সন্ধানে।”

কেরে দুষ্ট থাক্ থাক্ এতেক যোগ্যতা।
মুঞি বর্ত্তমানে মোর লয়্যা যায় মাতা॥
আজি তোরে যমালয় পাঠাব নিশ্চয়।
ইহা বলি এক পক্ষ আঘাত করয়॥
শ্রীরামভকত তারে কে জিনিতে পারে।
কিন্তু তার বধা নহে সেহেতু না মরে॥
পাখাঘাতে বেদনা পাইয়া নিশাচর।
দ্রুতগতি যায় পুনঃ হইয়া সোসর॥
পুনর্ব্বার খগরাজ রথের সহিতে।
ওষ্ঠ বিস্তারিয়া গেলা প্রচণ্ড কোপেতে॥
গিলিয়া ভাবয়ে মনে কি কৈনু প্রমাদ।
গিলিনু জানকী সহ বড় বিসম্বাদ॥
ইহা ভাবি কণ্ঠ হৈতে উগারিয়া ডারে।
নানা অস্ত্র শেল শূল রাবণিয়া মারে॥
এই মতে মহাযুদ্ধ হৈল দুই জনে।
জটায়ুর পক্ষ কাটি চলিল সদনে॥
শ্বাসমাত্র আছে খগরাজের শরীরে।
শ্রীমুখ হেরিয়া আশা প্রাণ তেজিবারে।
প্রাণ যাউক তাহে দুঃখ নাহি জটায়ুর।
এ দুঃখ সিংহের ভার হরয়ে কুক্কুর॥
কথোক্ষণে শ্রীরামের দেখি শ্রীবদন।
কহিতে নারিলা সব ত্যজিলা জীবন॥
পক্ষরাজ মহামতি দশরথের সখা।
পিতার বিয়োগ শোক মনে দিল দেখা॥
কান্দেন শ্রীরাম জটায়ুরে কোলে করি।
বিলাপ করিলা কত ফুকরি ফুকরি॥
পিতৃকর্ম্ম ন্যায় ক্রিয়া লৌকিক করিলা।
ভক্তরাজ ভাগ্যবান বৈকুণ্ঠ চলিলা।
তাঁর পদরজে মুঞি লুটি বারে বার।
এ জন মাগয়ে মাত্র সেই ধন সার॥

চরিত্র শ্রীঅম্বরীষ মহারাজার।

(টীকা হিন্দী।)

অম্বরীষ ভক্তকি জু রস কেউ কৈরে ঔর
বড়ো মতিধির চোহ ত নাহি তা ষয়ে।
দুরবাসা ঋষি সাধ শুনি নাহি কাহু সাধু
মানি অপরাধ শির জটা খেচি নাখিয়ে॥
সেই উপজাই কালকৃত্যা বিকরালরূপ
ভূপ মহাধীর রহে ঠাঢ়ো অভিলাষিয়ে।
চক্রদুঃখ মানিকৈ কৃশানুতেজ রাখ করি।
পরো ভীর ব্রাহ্মনকো ভাগবত সাখিয়ে॥

অস্যার্থঃ।—

অম্বরীষ মহারাজার সম্যক্ প্রকারে।
গুণযশ মহিমা যে চাহে কহিবারে॥
উন্মাদ বাউল সেই বাওন হইয়া।
চান্দ ধরিবারে চাহে হাত বাড়াইয়া॥
আপন পবিত্র হেতু কিঞ্চিৎ মহিমা।
গাঢ় বাঞ্ছা করি তেজি অন্তর গরিমা॥
কৃষ্ণভক্তজনের দেখ মহিমা প্রচণ্ড।
দুর্ব্বাসা অপরাধী হয়্যা ভ্রমিলা ব্রহ্মাণ্ড॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেহ নারিলা রাখিতে।
রক্ষা হৈল সেই ভক্ত শরণ লইতে॥
অতেব বৃত্তান্ত তাঁর শুন মন দিয়া।
বিশেষ কথন কিছু কহি বিবরিয়া॥
মহান্ তপস্বী ঋষি দুর্ব্বাসা মহর্ষি।
দ্বাদশীর প্রত্যুষে আতিথি হৈলা আসি॥
মহারাজ অম্বরীষ সম্মান করিলা।
শিষ্যসহ মুনিবর স্নান হেই গেলা॥
দ্বাদশীর অল্পক্ষণ পারণের কাল।
অভুক্ত অতিথি গৃহে ভাবে মহীপাল॥
বিচার করিয়া মনে জলবিন্দু খাইলা।
হেনকালে ঋষি আসি বৃত্তান্ত জানিলা॥
ক্রোধে মহাচণ্ড মুনি কহয়ে রাজারে।
জলপান কৈল আগে উপেক্ষিয়া মোরে॥
ইহা কহি এক জটা ছিণ্ডিয়া ফেলিলা।
দীপ্ত এক অগ্নিকৃত্যা তাহাতে জন্মিলা॥
মহাবিকরাল সেই রাজারে ধাইলা।
নির্ভয়েতে মহারাজা দাণ্ডায়্যা রহিলা॥
সর্ব্বতেজের আত্মা মহাতেজ চূড়ামণি।
ভক্তরক্ষাহেতু সদা ফিরয়ে আপনি॥
তাঁর তেজঃপাতে নিমিষ মধ্যেতে।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে হয় ভস্মসাতে॥
সেই প্রভুচক্র সুদর্শন উপনীত।
দেখে কৃত্যা ভক্তদ্রোহ করিতে উদ্যত॥

খিয়া ক্রোধেতে হৈলা প্রলয় অনল। *
ত্যা অগ্নি নাশ † কৈলা যেন বিন্দুজল॥
বে দুর্ব্বাসারে ভস্ম করিতে ধাইলা।
াসে মুনি পলায়নপরায়ণ হৈলা॥
নিরাজ পিছে চক্ররাজ ধাবমান।
য়ে কম্পান্বিত মুনি সংশয় জীবন॥
হ্মাণ্ড ভ্রমিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত।
ক্ষ রক্ষ বলি ব্রহ্মার চরণে পতিত॥
ান্ত শুনিয়া ব্রহ্মা কর্ণে হাত দিল।
খিতে নারিব শীঘ্র হেথা হৈতে চল॥
ৃষ্ণাপরাধী তার না করি সন্তোষ।
ঘ্র যাও মোরে কেনে করহ বিনাশ॥
রাশ হইয়া পুনঃ শিবলোকে গেলা।
খানেও অইমত বচন শুনিলা॥
কুণ্ঠেতে গেলা যথা স্বয়ং লক্ষ্মীপতি।
াক্ত শরীর কম্পান্বিত ত্রাস মতি॥
চ্চৈঃস্বরে কহে রক্ষ রক্ষ জগন্নাথ।
র্শন আসি মোরে করয়ে নিপাত॥
াপর অন্তর্যামী শুনি তাঁর স্থানে।
ন্তরে জন্মিলে ক্রোধ চাহে মুনি পানে॥
মৃদু স্বরে কিছু কহিতে লাগিলা।
া শুনি মুনিচিত্তে চমৎকার হৈলা॥
ু মোর প্রাণ মুঞি ভক্তের অধীন।
ঞ ভক্তহৃদে বসি আমাতে অভিন॥
দেহ বিক্রীত মোর ভকতের স্থানে।
ন ভক্তদ্রোহ তুমি কৈলে কি কারণে॥
ুত বেদজ্ঞ গূঢ় অভিমান দড়।
বিচার করি অম্বরীষে দণ্ড কর॥
গাগতের রক্ষা এ মোর প্রতিজ্ঞে।
ু বিন মোর ভক্তদ্রোহিজন অজ্ঞে॥ ‡
াচ উপায় কহি শুন সাবধানে।
র্শনি হৈতে যদি বাঁচিবে পরাণে॥

শীঘ্র অম্বরীষের শরণ লও গিয়া।
তাঁ বিনে কোথাও রক্ষা না পাবে ভ্রমিয়া॥
এত শুনি মুনি ভয়ে লজ্জা পাঞা মনে।
বায়ুগতি চলিলা প্রণমি শ্রীচরণে॥
হেথা মহারাজা সেই দিবস হইতে।
অনাহারে সেই স্থানে আছে বর্ষ হৈতে॥
নিজ বিঘ্ন না গণয় সাধু মহাশয়।
বিপ্রাকুল এই পাছে ব্রহ্মহিংসা হয়॥
হেনকালে ঋষি গিয়া চরণে পড়িয়া।
বহুস্তুতি কৈলা ভক্ত মহিমা জানিয়া॥
সুদর্শন দগ্ধ করুক তাহে নাহি ভয়।
কৃষ্ণভক্তদ্রোহী হৈনু এ বড় সংশয়॥
আগে নাহি জানি তোমা সবার মহিমা।
এবে জানিলাম মহামহিমার সীমা॥
তপ যোগ সাধি মোরা করি অভিমান।
তোমা সবার ভক্তিসিন্ধুর নহে এক কণ॥
যুগে যুগে সাধি মোরা কি ফল পাইনু।
তুমি সব ধন্য মুঞি প্রত্যক্ষে দেখিনু॥
ব্রাহ্মণের কাকুবাদ স্তুতি শুনি রাজা।
মহাকুণ্ঠ হৈলা যেন রাজদণ্ডী প্রজা॥
সুদর্শনে বহু স্তুতি করে করযোড়ে।
ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
তবে চক্ররাজ অপরাধ ক্ষমা কৈলা।
দুর্ব্বাসা মহর্ষি তবে স্বস্থানে চলিলা॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
কৃষ্ণে দৃঢ়মতি উপজয়ে যাহা শুনি॥
দেশান্তরে এক রাজকন্যা ভাগ্যবতী।
অম্বরীষ কৃষ্ণভক্ত শুনে মহামতি॥
বিধি হেন পতি দেয় এই বাঞ্ছা হৈল।
লজ্জা ত্যাগ করি মাতা-পিতারে কহিল॥
অম্বরীষ রাজা যদি স্বামী মোর হয়।
নতুবা ত্যজিব প্রাণ কহিনু নিশ্চয়॥
এত শুনি রাজা তথা পত্র পাঠাইলা।
অম্বরীষ রাজা তাহা উপেক্ষা করিলা॥
পুনশ্চ বৃত্তান্ত কহি দ্বিজ পাঠাইলা।
শুনি অঙ্গীকার করি খড়্গা তারে দিলা॥
হর্ষ হইয়া বিপ্র সেই খড়্গা আনিল।
শুভলগ্নে খড়্গাসহ বিবাহ হইল॥

---

* পাঠান্তরে—"অনল।"
† পাঠান্তরে—"গ্রাস।"
‡ পাঠান্তরে—'প্রতিজ্ঞে" স্থলে "প্রতিজ্ঞা" এবং
জ্ঞে" স্থলে "আজ্ঞা"।

পতিগৃহে আইল তবে কৌতুকবিধানে।
রহে রাজ্ঞী যোগ্যস্থানে আসনে ভূষণে॥
প্রাতঃকালাবধি রাজা কৃষ্ণসেবা করে।
গৃহমার্জ্জনাদি ইহা বিদিত সংসারে॥
রাণী ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠি সব সমাধয়ে।
রাজা আসি দেখে মোর কর্ম্ম কে করয়ে॥
এক দিন দেখে রাজা সন্ধান করিয়া।
সেবাকর্ম্ম নই-রাণী করিছে আসিয়া॥
রাজা মনে তুষ্ট কিন্তু রুষ্টভাবে কহে।
মোরে বঞ্চ তুমি হেন উপযুক্ত নহে॥
হেন শ্রদ্ধা যদি হয় বিগ্রহরূপধারী।
সেবন করহ তবে নিজ মাথে ধরি॥
রাজার আজ্ঞাতে রাণী বিগ্রহ স্থাপিলা।
সেবানন্দে দিবানিশি মগ্ন হৈল হিয়া॥
রাণীর চরিত্র রাজা শুনিয়া আনন্দ।
ভাবভক্তি দেখিবারে অন্তরে প্রবন্ধ॥
একদিন রাত্রিযোগে করিয়া গোপন।
রাণীর মহলে গেলা আনন্দিত মন॥
প্রকাশিতে দাসীগণে নিবারণ করি।
সন্ধিস্থানে দাণ্ডাইয়া দেখে উঁকি মারি॥
বীনা বাজাইয়া রাণী গায় প্রভু-আগে।
অশ্রু-পুলক-তনু প্রেমে ডগমগে॥
দেখিয়া পুলক রাজা সন্নিকটে গেলা।
সেবার শৃঙ্খলা দেখি চমকিত হৈলা॥
অন্য অন্য রাণীগণ সম্ভ্রমে উঠিল।
নই-রাণী প্রেমে মগ্ন স্ফূর্ত্তি না হইল॥
দাসীগণ আস্তেব্যস্তে চেতাইতে চাহে।
রাজা হাত তুলি পুন মানা করে তাহে॥
দণ্ডেক বিলম্বে রাণীর বাহস্ফূর্ত্তি হৈল।
রাজা দেখি চমকিয়া সম্ভ্রমে উঠিল॥
গদগদ ভাবে রাজা বহু প্রশংসিলা।
শ্লাঘ্যতম মানি পুন নিজস্থানে গেলা॥
নই-রাণী-সঙ্গে লক্ষ রাণী ভক্ত হৈলা।
কৃষ্ণপ্রেমরত্নে পুরে হাট বসাইলা॥
কোটি কোটি জনমের পুণ্যপুঞ্জ দিয়া।
যতনে রতন কেনে সেই হাটে গিয়া॥
সে মূল্যে যদি না মিলে মূল্য আছে আর।
সাধুসঙ্গে লোভমাত্র উপায় তাহার॥

তথাহি—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥ ১॥

সেই মহারাজা আর রাণীর চরণ।
কৃষ্ণদাসের কবে হবে মস্তকে ভূষণ॥

চরিত্র শ্রীবিদুরজীর।

(টীকা হিন্দী।)

ন্হাতহি বিদুরনারী অঙ্গনি প্রক্ষাল করি
আয় গণ দ্বার কৃষ্ণ বোলিকৈ শুনায়ো হৈ।
শুনতহি সুরসুধি ডারি লৈ নিডরী মানো
রাখো মদ ভরি দৌরি আনিকৈ চিতায়ো হৈ॥
ডারি দিয়ো পীত পট কটি লপটাই লিয়ো
হিয়ো সকুচায়ো বেশ বেগহি বনায়ো হৈ।
বৈঠি ঢিগ আই কেরা ছিলি ছিলকা খয়াই
আয়ো পতি খীজো দুঃখ কোটি গুণো-পায়ো হৈ

অন্বয়ার্থঃ—

বিদুরের নারী স্নান করে বস্ত্র রাখি।
হেনকালে আইলা কৃষ্ণ বাহির-খিড়কি॥
ডাকেন মধুরস্বরে বিদুর বলিয়া।
জানিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারে দাণ্ডাইয়া॥
স্বরমাত্র শুনি প্রেমে উন্মত্ত হইলা।
বাহ্য ভুলি ঐমনি বিবস্ত্রে চলি গেলা॥
ভাব বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পীতাম্বর।
উত্তরীয় বস্ত্র ডারি দিলা অঙ্গোপর॥
বস্ত্র অঙ্গে জড়াইতে উঠিতে পাড়তে।
কৃষ্ণকর ধরি লয়্যা আইল। গৃহেতে॥
আনন্দে বিহ্বল কি করিবে নাহি আইসে।
পাদ ধোয়াইতে মাল্য পরাইতে বৈসে॥

কৃষ্ণভক্তিরসপূর্ণ মন, যদি কোন স্থা[নে]
প্রাপ্ত হও, তাহা ক্রয় কর। কোটি জন্মার্জ্জি[ত]
সুকৃতিতে তাহা পাওয়া যায় না; এক মা[ত্র]
তাহার মূল্য—উৎপ্রতি আসক্তি। ১।

মলঙ্কার খুঁজি খেমি ঝাঁপি পাড়ে।
তে না সহে ব্যাজ দুড় দুড় ডারে॥
ই নাহিক ঘরে নহিল পূরণ।
সামগ্রী মাত্র আছে বর্ত্তমান॥ *
রিদ্র দশা মোর বিধাতা করিলা।
চিন্তি খেদে অতি বিকল হইলা॥
সিত জল আর বর্ত্তমান রম্ভা।
খাওয়াইতে মনে হইল অতি আস্থা॥
খে হেরি হেরি বিহ্বল হিয়ায়।
ট বসিয়া স্নেহে কদলী খাওয়ায়॥
কা ফেলিয়া রম্ভা শ্রীহস্তেতে দেয়।
বা শস্য ফেলি ছিলিকা খাওয়ায়॥
থ ভক্তাধীন অমৃতে অমৃত।
কলা দুই খান সুধাপরিমিত॥
ালে শ্রীমদ্‌বিদুর মহাশয়।
লন রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায়॥
ব্যস্তে উঠিয়া চলিলা নিজগৃহে।
দেখয়ে পূর্ণচন্দ্রে সুধা বহে॥
বদন তাহে সুধা মৃদুহাসি।
া নাচয়ে সাধু প্রেমসিন্ধু ভাসি॥
মোর ধন্য জন্ম ধন্য মোর গৃহ।
হইল মোর এ মানব দেহ॥
বলি মুখচন্দ্র হেরে বারবার।
কলার ছোবা শ্রীহস্ত-উপর॥
র ভৎর্সয়ে হারে দুর্ভাগা পামরী।
স্ত তুলিয়া দেহ ছোবা শস্য ডারি॥
শুনি ভাগ্যবতী উঠে চমকিয়া।
হইতে ছোবা লইল কাড়িয়া॥
র্তি হৈয়া বহু আর্ত্তনাদ কৈল।
মুঞি প্রিয়তমে ছোবা খাওয়াইল॥
দুই নারী আর পুরুষ চরণে।
ক্ষ পরণাম মোর কায়মনে॥

পাঠান্তরে—"খাদ্য সামগ্রী পাত্র আছে
।"

চরিত্র শ্রীসুদামা জীর।

(টীকা হিন্দী।)

বড়ে নিহকাম সের চুনহু ন ধামচিগ
আই নিজ ভাম প্রীতি হরিসো জনাই হৈ।
শুনি সোচ পরো হিয়ো খরো অরবরো মন
গাবো লেকে করো বেলো ইঁজু সরসাই হৈ॥
জাবো একবার বহ বদন নিহারি আবো
জোপৈ কছু পাবো লাবো মোকো সুখদাই হৈ।
কহি ভলি বাত সাত লোক মৈ কলঙ্ক হ্বৈহৈ
জানিয়ত যাহি লিয়ে কাহু মিত্রতাই হৈ॥

অস্যার্থঃ—

সুদামা বিপ্রের কথা অপূর্ব্ব কথন।
যাহার তণ্ডুলকণা খাইলা ভগবান্‌॥
অতিশয় নিষ্কাম যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
নের অন্ন নাহি ঘরে করিতে ভক্ষণ॥
ভিক্ষা-উপজীবী কষ্টে দিবসযাপন।
কভু বা আহার মিলে কভু অনশন॥
একদিন তাঁহার ঘরণী শান্তমতি।
পুরাতনী বার্ত্তা কহে স্বামীর সংহতি॥
কৃষ্ণ যে তোমার সখা দ্বারকার নাথ।
দারিদ্রভঞ্জন প্রভু জগতের তাত॥
তাঁর স্থানে গেলে সর্ব্বদুঃখ হবে নাশ।
তাহা শুনি ব্রাহ্মণের হইল উল্লাস॥
সত্য বটে মোর সখা দ্বারকার পতি।
কি দ্রব্য লইয়া যাব তাহার সংহতি॥
তণ্ডুলের কণাগুলি আছিল গৃহেতে।
পুঁটলি বান্ধিয়া লৈল ভেটের নিমিত্তে॥
চলিলা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ পথ নাহি দেখে।
খুদের পুঁটলি কাঁখে কৃষ্ণ বলি ডাকে॥
কথোদিনে দ্বারকায় উপনীত হয়ে।
পুরীর সৌষ্ঠব দেখি মনে বিচারয়ে॥
মোর সখা কৃষ্ণের কি এতেক ঐশ্বর্য্য।
কিংবা কোন ধনী হয় কিংবা রাজবর্য্য॥
এত ভাব ধীরে ধীরে চলে পুরীদ্বারে।
অহে কৃষ্ণ অহে সখা বলিয়া ফুকারে॥
ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার সবে জানে।
লয়্যা গেলা ব্রাহ্মণেরে অন্তঃপুর-স্থানে॥

চারিপার্শ্বে চাহি দেখে মণিমুক্তাময়।
ধীরে ধীরে খুদ-পুঁটলি বগলে লুকায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মীসনে রত্নসিংহাসন।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়্যা পড়িলা ব্রাহ্মণ॥
কৃষ্ণ আসি আগুসরি উঠাইয়া লৈলা।
আইস আইস সখা বলি আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রিয় বাক্যে তুষি বহু পাদ ধোয়াইয়া।
পুছেন মঙ্গলবার্ত্তা গৃহে বসাইয়া॥
পুরাতনী গুরুগৃহে পাঠের বারতা।
চরচা পড়িল কাষ্ঠ আনিবার কথা॥
কৃষ্ণ কহে সখা তোমার কক্ষে কিবা হয়।
সুদামা কহেন সখা না না কিছু নয়॥
ইহা বলি লজ্জা পাই খুদের পুঁটলি।
ইথি-উথি চাহে আর দাবে কাঁখ-তালি॥
টানিয়া লইয়া কৃষ্ণ একমুষ্টি খাইলা।
লক্ষ্মীদেবী কর পাতি একমুষ্টি লইলা॥
পুনা একমুষ্টি কৃষ্ণ লইয়া খাইতে।
ঝাঁপিয়া ধরিয়া হাত তুলি ধরে মাথে॥
মোর দিব্য যদি সখা পুন আর খাও।
তোমার অযোগ্য ইহা তুমি যোগ্য নও॥
কথোক দিবস বিপ্র তথায় থাকিয়া।
বিদায় হইয়া মনে ভাবে পথে যায়্যা॥
সখা মোর অতিশয় সম্মান করিলা।
কিন্তু অর্থসম্বল মোরে কিছু নাহি দিলা॥
পুনঃ ভাবে না দিলা যে সেই বহু দিলা।
অর্থে রজতমবুদ্ধি ইহা বিচারিলা॥
অতএব নিজপদে মতির স্থাপন।
ধন নাহি দিলা মোরে ইহার কারণ॥
পুনঃ ভাবে ঘরে কিছু নাহিক সম্বল।
গৃহে যাই ব্রাহ্মণীরে বলিব কি বোল॥
ভাবিতে ভাবিতে নিজগ্রামে উপনীত।
নিজগৃহ নাহি দেখে হৈলা চমকিত॥
কোন ধনী ইঁহা আসি কৈল রত্নাগার।
মহা ঠাটবাট দেখি দাসী অনুচর॥
ব্রাহ্মণী কোথায় মোর কি করি উপায়।
হেনকালে বিপ্র দূরে হৈতে সে দেখয়॥
এক নারী শত শত দাসীগণ সনে।
নানা মণিমুক্তায় ভূষিত আভরণে॥
নিকটে আসিয়া ডাকে সমাদর করি।
বিপ্র কহে কে তুমি ডাকহ কার নারী॥
হাসিয়া কহয়ে মুঞি তোমার ঘরণী।
লক্ষ্মীনারায়ণ কৃপা কৈল ভক্ত জানি॥
তাঁহার আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা আসি কৈল।
এ ঘরদুয়ার ধনধান্য বহু দিল॥
তখন বুঝিলা বিপ্র সখার এ কর্ম্ম।
আসিতে কিছু না দিল এই তার মর্ম্ম॥
নবযুবারূপে দোঁহে ভুঞ্জে নানাভোগ।
যাঁর শ্রীচরণরজে খণ্ডে ভবরোগ॥
জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক গেল দূরে
ডুবিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অমৃতসাগরে॥

চরিত্র শ্রীচন্দ্রহাস রাজার।

(টীকা হিন্দী।

হুতো নৃপ এক তাকো সুত চন্দ্রহাস ভয়ো
পরি য়ো বিপত্তি ধাই লাই ঔর পুর হৈ।
রাজাকো দিবান তাকে রহি ঘর আনি বাল
আপনে সমান সঙ্গ খেলৈ রস দূর হৈ॥
ভয়ো ব্রহ্মভোজ কোউ ঐসোই সংযোগ বনে
আয়ে বে কুমার যাঁগ বিপ্রনকো সুর হৈ।
বোলি উঠে সবৈ হেরি সুতাকো জুপতি যহৈ
হুবো চাহে জানি শুনি গয়ো লাজ ঘুর হৈ॥

অস্যার্থঃ—

এক রাজপুত্র তার চন্দ্রহাস নাম।
বিপদকালেতে লয়্যা রাখে অন্য ধাম॥
অন্য সেই দেশাধিপ রাজার দেওয়ান।
শিশু লয়্যা ভেট দিলা নৃপতির স্থান॥
পালন করিয়া রাজা রাখে নিজঘরে।
দাসীপুত্র ন্যায় থাকে নাহি সমাদরে॥
একদিন রাজপুরে ব্রাহ্মণভোজন।
সেইখানে গেলা শিশু সঙ্গে শিশুগণ॥
সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দেখি শিশুবর।
রাজার জামাতা হবে কহে পরস্পর॥
রাজা তাহা শুনিয়া ক্ষোভিত হৈলা মন।
মোর কন্যাযোগ্য এই দাসীর নন্দন॥

ভাবি বিচারিল বালকে মারিতে।
দেরে আজ্ঞা দিলা মশানে লইতে॥
ভাবিক বালকের কৃষ্ণপদে রতি।
ছেদ্য অভেদ্য হয় বেদের সম্মতি॥
রে লইয়া গেল কাটিতে মশানে।
যার মতি তার কি করিবে আনে॥
হাস কহে মোরে হইবে মরিতে।
এক কথা মোর নেহোরা রাখিতে॥
খ মুদি মুহূর্ত্তেক বসিয়া থাকিব।
হেলাইব যবে খড়্গা হানিব॥
বলি কৃষ্ণপদে মন নিয়োজিল।
হেলাইয়া খড়্গা হানিতে কহিল॥
করুণায় মহাদয়বান হয়।
হল সেই নীচগণের হৃদয়॥
বলে ছাড়ি দেহ যাক অন্তরে।
মু বলিয়া ছলে কহিব রাজারে॥
বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে।
লি কাটিয়া লহ প্রতীত হইতে॥
কের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলি ছিল।
দুই অঙ্গুলির এক কাটি নিল॥
রের কৃপা দেখ হয় গূঢ়তর।
যোগ্য নাহি হয় ছয়-অঙ্গুলি নর॥
হেতু তার এক অঙ্গুলি কাটিল।
নৃপাসনযোগ্য ছলে করাইল॥
গণ লইয়া অঙ্গুলি দেখাইল।
হাস যাইয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
রাজার প্রতিযোগী কোন রাজা অন্য।
া করিতে গিয়া বেরিল অরণ্য॥
মধ্যে দেখে এক অপূর্ব্ব বালক।
নিয়া রাখিল ঘরে বৎসর কথোক॥
ঃ সেই রাজা স্থানে ঐ যে বালক।
র যত দাস-দাসী ধনাদি যতেক॥
পনেতে ভেট দিল বিনয়পূর্ব্বক।
কিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুখ॥
া বালকেরে পূর্ব্বে কাটে মোর দূত।
কোথা হৈতে আইল একি অদভুত॥
জা বুদ্ধিমান্ মনে বিচার করিলা।
গণ ছাড়ি মোরে প্রবঞ্চনা কৈলা॥

বালক কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ॥
পুন মারিবারে চেষ্টা করয়ে নৃপতি।
কিছুদূরে উপবনে পুত্র আছে তথি॥
ভ্রাতা-অনুগত রাজকন্যা নাম বিখে।
ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে॥
বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রহাসে মারিবারে।
উপায় চিন্তিলা উপবনে পুত্রদ্বারে॥
পত্র লেখে পুত্রে ইহঁ যে দণ্ডে যাইবে।
সেই ক্ষণে বালকেরে বিখ * সমর্পিবে॥
পত্র চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি।
উপবনে পুত্র স্থানে যাহ শীঘ্রগতি॥
পত্র লয়্যা শীঘ্র দিলা রাজপুত্র-স্থানে।
পত্র পড়ি বালক দেখিয়া হর্ষমনে॥
সুন্দর কুমার দেখি বিচারয়ে মনে।
রাজা পাঠাইলা বিখে কন্যার কারণে॥
ইহা বুঝি রাজপুত্র সেইক্ষণ মাত্রে।
ভগিনীর বিবাহ দিলেক সেই পাত্রে॥
হরিভক্তি মহিমার মর্ম্ম কে জানয়।
বিখ দিতে বিখে দিলে এ বড় বিস্ময়॥ †
বর-কন্যা ঘরে আইলা মঙ্গলাচরণে।
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা নিন্দয়ে আপনে॥
ছিছি ধিক্ ধিক্ মোর এ ছার জীবনে।
এত অপমান মোর না সহে পরাণে॥
মোর কন্যা হেন বরে বিধি ঘটাইল।
গর্ভবাসে মোর কেনে মৃত্যু না হইল॥
শিশু কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ॥
পুনঃ মারিবার তবু উপায় চিন্তয়।
কন্যা রাঁড় হয় শোক স্বীকার করয়॥
বিবাহের পরে দেবীপূজা কুলকর্ম্ম।
করিবারে গেলা বর লয়্যা শুভকর্ম্ম॥
রাণীগণ রাজপুত্রগণ সবে গেলা।
চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইলা॥

* পাঠান্তরে—"বিষে," "বিষ।"
† পাঠান্তরে—"বিষ দিতে বিষে দিলে এ বড় বিস্ময়।"

ভালমন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে।
মনবুদ্ধি সদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে॥
দেবীরে প্রণাম যে করিতে সবে কহে।
সেইতর্কে দূতগণ খড়্গহস্তে রহে॥
কৃষ্ণভক্ত হিংসা দেবী সহিতে নারয়।
প্রতিমা ফাটিয়া উগ্রমূর্ত্তি বাহিরায়॥
খড়্গাঘাতে রাজপুত্র-আদি নীচগণে।
মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক-ক্রীড়নে॥
রাজা শোকাকুলি হয়্যা যায় দেবী আগে।
আত্মঘাত করি নিজ পরাণ তেয়াগে॥ *
কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অব্যর্থ সন্ধান।
চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসন॥
অতেব বিঘ্নের বিঘ্ন হরির ভকত।
তাঁর পদে যার মতি সেই এই-মত॥
চন্দ্রহাস রাজসিংহাসনেতে বসিয়া।
শাসন করিলা রাজ্য কৃষ্ণভক্তি দিয়া॥
এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই।
সেই রাজ্যে প্রজা হয়্যা যেন জন্ম লই॥

ইতি শ্রীভক্তমালে দ্বাদশ-মহাভাগবত-আদি-
চরিত্র-বর্ণনং চতুর্থমালা॥

পঞ্চম-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীকুন্তীজীর।

(টীকা হিন্দী)

কুন্তী করতুতি কৈসে কহৈ কৌন ভূত প্রাণী
মাগত বিপত্তি যাসো ভাজে সব জন হৈ।
দেখো মুখ চাহো লাল দেখে বিন হিয়ে সাল
হুজিয়ে কৃপালু নহি দিজৈ বাস বন হৈ॥
দেখি বিকুলাই প্রভু আঁখি ভরি আই ফিরি
ঘরহিকো লাই কৃষ্ণ প্রাণ তন ধন হৈ।
শ্রবণ বিয়োগ শুনি তনক রহো গয়ো
ভয়ো বপু নারো অহো এহি সাচোপন হৈ॥

অস্যার্থঃ—

ভাগ্যবতী কুন্তীজীর মহিমা অপার
কিঞ্চিৎ শকতি কারো নহে কহিবার॥
অলঙ্ঘ্য অগম্য গুহ্যতমাধিকগুহ্য।
অসম্ভব অলৌকিক মহিমাপ্রাচুর্য্য॥
কৃষ্ণকৃপা-অমৃতের রতনভাজন।
যাঁর কৃপা শুভদৃষ্টি মাগে জগজন॥
তাঁহার চরিত্রকথা বর্ণন না হয়।
যেন সিন্ধুজল সেঁচি শেষ নাহি পায়॥
যাঁর সর্ব্বৈশ্বর্য্যপদে মন না যাইল।
বিপদ-ঐশ্বর্য্য পুনঃ প্রার্থনা করিল॥
কৃষ্ণপ্রেম-মকরন্দ আস্বাদের মর্ম্ম।
যারে বেদ্য হয় সেই ভুলে দেহধর্ম্ম॥
অতএব কুন্তীজীর মহিমা অপার।
পার না পাইয়া করি সংক্ষেপ বিচার॥
তার কণাভিক্ষা-আশে হৃদয় পসারি।
দরিদ্র আমরা আছি নিরীক্ষণ করি॥
হে দেবি কৃপায় কর দারিদ্র্যভঞ্জন।
শূন্য মোর চিত্তগৃহ দেহ প্রেমধন॥

চরিত্র শ্রীদ্রৌপদীজীর।

(টীকা হিন্দী।)

দ্রৌপদী-সতী কি বাত কহৈ ঐসা কৌন পটু
খেঁচতহি পট পট কোটিগুণে ভএ হৈ।
দ্বারিকাকে নাথ কহি বোলি যব সাথ লভে
দ্বারিকাসো ফিরি আএ ভক্ত বানি নএ হৈ॥

অস্যার্থঃ—

দ্রৌপদীসতীর অসাধারণ মহিমা।
গুণের সাগর যার নাহি হয় সীমা॥
যাঁর গুণ গাইতে ভারত-ইতিহাস।
উল্লাসে উপরি ঘন ঝুপরি বহে শ্বাস॥
সভামধ্যে লইয়া দুর্ম্মতি দুঃশাসন।
বিবস্ত্রা করিতে করে বস্ত্র আকর্ষণ॥

* পাঠান্তরে—"দেবীভাগে" স্থলে "দেবী স্থানে" এবং "নিজ পরাণ তেয়াগে" স্থলে "তেয়াগে নিজ প্রাণ।"

কৃষ্ণ হে বলিয়া সতী ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
উৎকণ্ঠা হইয়া আসি বস্ত্ররূপ ধরে ॥
বিপক্ষ যতেক বস্ত্র টানিয়া খসায়।
ততই আইসে তার শেষ নাহি হয় ॥
নানাচিত্রবিচিত্রিত অমূল্য বসন।
রাশি রাশি হৈল কত না যায় গণন ॥
সভাসদ দেখি সবে চমৎকার হৈল।
বিপক্ষ ভাবিয়া কিছু পার না পাইল ॥
মহারাজগণ সবে বুঝিলেন মর্ম্ম।
অনুভাবে পাণ্ডবনাথের এই কর্ম্ম ॥
একদিন বনবাসে পাণ্ডবের স্থানে।
বিপক্ষপ্রার্থিতে সে দুর্ব্বাসা শিষ্যসনে ॥
ভোজনের পরে দিবা-অবসান-সময়ে।
দশ হাজার শিষ্য সনে আইলা আশ্রমে ॥
ভক্ষ্যসামগ্রী কিছু নাহিক কুটীরে।
উদ্বিগ্ন হইলা অতি কম্পিত অন্তরে ॥
সূর্য্যদত্ত পাকস্থলী পাক কৈলে তায়।
লক্ষ লোক খাওয়াইলে নাহিক ফুরায় ॥
কিন্তু সে দ্রৌপদী যে পর্য্যন্ত না'হ খায়।
খাইলে স্থালীর অন্ন তৎক্ষণে ফুরায় ॥
একেতে অতিথি তাহে দুর্ব্বাসা তেজস্বী।
করিবে এখনি কটাক্ষেতে ভস্মরাশি ॥
সন্ধ্যা করিবারে মুনি গেলা নদীতীর।
দ্রৌপদীসহিত সবে ভাবিয়া অস্থির ॥
দ্রুপদনন্দিনী সতী ভাবিলা যুকতি।
পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি ॥
হে কৃষ্ণ হে সখে অহে শ্রীমধুসূদন।
এইবার রক্ষা কর লইনু শরণ ॥
তোমার পাণ্ডবকুল আজি যে হইতে।
বিনাশ হইল রাখ এই সঙ্কটেতে ॥
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা।
সেইকালে শীঘ্র কৃষ্ণ উপনীত হৈলা ॥
কৃষ্ণ কহে কেনে সখি কান্দ কি কারণ।
থাকিয়া উঠি হর্ষে কহে বিবরণ ॥
কৃষ্ণ কহে যে হয় সে পশ্চাতে করিহ।
সম্প্রতি আমার ক্ষুধা খাইতে কিছু দেহ ॥
শুনি ভুলিয়া স্নেহে চমকিত হৈল।
শ্রীমুখ শুষ্ক দেখি অন্তর বিকল ॥

তাহা ঘরে কিছু নাহি কি দিব খাইতে।
কৃষ্ণ কহে কিছু দ্রব্য আছে পাকপাত্রে ॥
দ্রৌপদী কহেন পাত্র রেখেছি ধুইয়া।
কৃষ্ণ কহে আছে দেখ আশপাশ চাএয়া ॥
দেখয়ে অন্বয়ে মাত্র এক শাককণা।
কৃষ্ণ জোরাবরি দিলা বদনে আপনা ॥
বিশ্বম্ভর সেই কণায় তৃপ্ত যদি হৈলা।
জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূরে গেলা ॥
হেথা ঋষি দশহাজার শিষ্যের সহিতে।
উদরস্পন্দন কেহ না পারে চলিতে ॥
নানা মিষ্টসামগ্রীর উদ্গার উঠয়ে।
হেউ হেউ করি পেটে স্বহস্ত বুলয়ে ॥ *
পরস্পর সবে সবার মুখপানে চাহে।
উদর ফাটিয়া উঠে সবে সবায় কহে ॥
রাজা-স্থানে না যাইয়া কারে না কহিয়া।
অমনি শিষ্যের সহ গেলা পলাইয়া ॥
কৃষ্ণ যারে রক্ষা করে ত্রৈলোক্যের মাঝে।
কোথা পরাভব তার কেবা তারে ব্যাজে ॥
অতএব কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ দ্রৌপদীতে।
লজ্জা নিবারিলা পুনঃ রাখে ঋষি হৈতে ॥
অনেক প্রকারে কৃপা যায় কৈলা কৃষ্ণচন্দ্র ॥
অতএব সৌভাগ্যের নাহি যার অন্ত ॥
তাঁহার চরণরজঃ ধরি মস্তকেতে।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিনিধি লভ্য যার হৈতে ॥

চরিত্র শ্রীশ্রুতদেবের।

যোগেশ্বর-আদি হরিরসে সুপ্রবীণ।
তার মধ্যে শ্রুতদেব কহি প্রেম চিন ॥
হরি গৃহে আইলা দেখি প্রেমে ভরি গেলা।
বস্ত্র উড়াইয়া ঘুরি নাচিতে লাগিলা ॥
ঊর্দ্ধবাহু হয়্যা ঘুরি নাচিয়া বেড়ায়।
'ধন্যোঽহং' 'ধন্যোঽহং' বুলি বলে উচ্চরায় ॥
উন্মত্ত পাগল যেন ক্ষণে উঠে পড়ে।
কম্প অশ্রু কণ্ঠরোধ বাক্য গড়েবড়ে ॥

---

* পাঠান্তরে—"উদর ফাটিয়া উঠে সবে এই কয়ে।"

যত সাধুসেবা-সঙ্গ বিনয়-প্রসঙ্গ।
করিলা যে শ্রুতদেব তাহারি এ রঙ্গ॥
অতএব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ।
দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ॥
বৈষ্ণবের পাদরজ শিরের ভূষণ।
করিয়া এড়াও ভাই সংসার বন্ধন॥
কৃষ্ণপ্রেম-সুধা-সুখসার-মহার্ণবে।
অবগাহিবারে কেহ বুদ্ধিমান হবে॥
একান্ত নিশ্চয় তবে এই সুসিদ্ধান্ত।
বৈষ্ণবচরণে লও শরণ একান্ত॥
কুতর্ক না কর ইথে তর্কে বহুদূর।
অতিদূরে তেজ' সঙ্গ তার্কিক অসুর॥
সাধুশাস্ত্রমতে সৎ-সম্প্রদানুক্রমে।
মজ যদি আশা কর রত্ন কৃষ্ণপ্রেমে॥ *
প্রবেশ করিয়া মতি অন্তরে বিচার।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-রস আস্বাদন কর॥

চরিত্র শ্রীপ্রাচীন বর্হি রাজার।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

অংঘ্রী-অম্বুজ-পাংসুকো জনম জনমহো যাঁচিহো
প্রাচীন বর্হি সত্যব্রত রহুগণ সগর ভগীরথ।
বাল্মীকি মিথিলেশ গএ জে জে গোবিন্দপথ॥
রুক্মাঙ্গদ হরিচন্দ ভরত দধীচি উদারা।
সুরথ সুধন্বা শিবরি সুমতি অতি বলিকি দারা॥
নীল মোরধ্বজ তাম্রধ্বজ অলর্ক কীরতিরাচিহো
অংঘ্রী-অম্বুজ-পাংসুকো জনম জনমহো যাচিহো

অন্বয়ার্থঃ—

সত্যব্রত রহুগণ সগর ভগীরথ।
প্রাচীন বর্হি রুক্মাঙ্গদ বাল্মীকি ভরত॥
মিথিলেশ হরিশ্চন্দ্র দধীচ উদার।
সুরথ সুধন্বা শিবি ভবনধিপার॥
তাম্রধ্বজ অলর্ক আর নীল মোরধ্বজ।
ব সুমতি অতি বলিদারা পাদরজ॥
জনমে জনমে করি মস্তকে ভূষণ।
ইহা বিনু নাহি মাঙ্গো আর কিছু ধন॥

(টীকা হিন্দী।)

জনম জনমকো ন মেরে কছু শোচয়হো
সন্তপদকঞ্জরেণু শীষপর ধারিয়ে।
প্রাচীনবর্হিকে আদি কথা পরসিদ্ধ জগ
উভৈ বাল্মীক বাত চিত্ততে ন টারিয়ে॥
ভএ ভীল সঙ্গ ভীল ঋষিসঙ্গ ঋষি ভএ
রামদর্শন পায় লীলা বিসতারিয়ে।
জিন্হৈ জগ গাই ক্যোহু শকৈ ন অঘাই চাই
ভাই ভরি হিয়ো ভরি নৈন ভরি ডারিয়ে॥

অন্বয়ার্থঃ—

প্রাচীনবর্হি আদি করি প্রসিদ্ধ যে হয়।
যেন রবি শশী পরিচয় না যুয়ায়॥
তথাপিহ তার মধ্যে কিঞ্চিৎ কহিয়ে।
বিবরণ মাত্র নিজ পবিত্র লাগিয়ে॥
আর কিছু শোক মোর নাহিক অন্তরে
বৈষ্ণবের পাদরেণু মাত্র ধরি শিরে॥
প্রাচীন বরহি আর দুই যে বাল্মীক।
এক ভীলকুলে জন্মি হইলা অধিক॥
আরে বিপ্রকুলে জন্মি ভীলসঙ্গ হৈল।
পশ্চাৎ সৎসঙ্গ হৈতে ত্রৈলোক্য তারিল॥
তাহা দোঁহার মহিমা যে পশ্চাৎ কহিব।
প্রাচীন বর্হির কথা কিঞ্চিত বর্ণিব॥
প্রাচীন বর্হি রাজা পূর্ব্বাবস্থায় কর্ম্মী হয়।
নারদ দেবর্ষি যাঁর ঘুচাইলা সংশয়॥
প্রাদেশ প্রমাণ কুশা পাতি যজ্ঞ করে।
দ্বিতীয় যজ্ঞের দীক্ষা সেই কুশা-অগ্রে॥
পশ্চিম সাগর হৈতে পূর্ব্ব জলনিধি।
সঙ্কল্প করিলা যজ্ঞ নাহিক অবধি॥
দয়ালু নারদ ঋষি থাকিয়া আকাশে।
দেখিয়া ভাবেন মূর্খ না জানে বিশেষে॥
কর্ম্মরজোরজে ইহার চক্ষু অন্ধ হয়ে।
অন্ধজনে সূর্য্যের কিরণ না দেখয়ে॥
অতেব হঠাৎ ভক্তিযোগ না কহিব।
প্রথমেতে এক ইতিহাসেতে বুঝাব॥
ইহা চিন্তি দেবঋষি তথাতে আইলা।
বুঝি বহুকালে নৃপের ভাগ্য প্রকাশিলা॥

---

* পাঠান্তরে—"ভজ যদি আশা কর বস্তু কৃষ্ণ-প্রেমে।"

* কোনও কোনও গ্রন্থে "বসুমতী" পাঠ দৃ[ষ্ট]
হয়; কিন্তু মূলে 'সুমতি' আছে। সুতরাং এস্থ[লে]
'ব'অর্থ এবং স্থির করিয়া অর্থসঙ্গতি দেখিতে পাই।

হ সমাদর করি আসন অর্পিলা।
াদ্য অর্ঘ্য দিয়া দণ্ডবৎ স্তুতি কৈলা॥
ষি কহে কিছু বার্ত্তা চাহি কহিবারে।
নোযোগ কর যদি সুস্থির অন্তরে॥
াসাঞি দয়ার নিধি অপূর্ব্ব কহিনী।
হেন শুনয়ে রাজা করি যোড়পাণি॥
রঞ্জন পুরঞ্জনী নামেতে মিথুন।
পূর্ব্ব পুরীতে বৈসে রতনে জটন॥
রী নবদ্বার নবদিকেতে বিহরে।
প-রস-শব্দ আদি ভোগ দ্বারে দ্বারে॥
র্ব্বোপর ভূত ভবিষ্যৎ দিবানিশি।
ছু নাহি জানে মাত্র মগ্নসুখরাশি॥
ঞ্চনীর সর্প তাহে পুরী রক্ষা করে।
স্ত-অহঙ্কার-বশে আপনা পাসরে॥
ছুকাল এইরূপ করয়ে যাপন।
ালকন্যা রাক্ষসী জরা করিয়া আখ্যান॥
রলোক্যবিজয়ী সেই আসিয়া পশিল।
রী ভাঙ্গিবারে তথা উদ্‌যোগ করিল॥
ঞ্চনীরষা যে সর্প রক্ষক সহিতে।
গ্রহ করিয়া তারে হানে পদাঘাতে॥
রাভব করি তার কপাট ভাঙ্গিয়া।
মে ক্রমে গৃহ ভাঙ্গে পুরী প্রবেশিয়া॥
াঙ্গিয়া চূর্ণিত করি দেয় খেদাড়িয়া।
নঃ বৈসে অন্য পুরী নির্ম্মাণ করিয়া॥
নঃ যাই জরা পুনঃ পুরী ভাঙ্গি ডারে।
দাড়িয়া দেয় আর পদাঘাত করে॥
ই মত কোটি কোটি পুরীতে বসয়।
কলি ভাঙ্গয়ে আর নিগ্রহ করয়॥
খের অবধি নাহি চিন্তয়ে উপায়।
হার শরণ লব কেবা নিস্তারয়॥
াকর্ত্তা জ্ঞানে সর্ব্বদেব পিতৃযোগ্য। *
ার শরণ ক্রমে লইলেন অজ্ঞ॥
হ রক্ষা করিবারে না হইল শক্ত।
শের অবধি নাই ভাবে দিবানক্ত॥ †

পুরঞ্জনী কহে প্রিয় কি করি উপায়।
আমি ত সহিতে আর নারি দুঃখচয়॥
ত্রৈলোক্যে সবার ক্রমে লইনু শরণ।
কেহ ত নহিল দুঃখে রক্ষার কারণ॥
এক কথা মনে মোর পড়িল হঠাৎ।
তব পুরাতন সখা সবাকার নাথ॥
আছয়ে ভাবিয়ে দেখ পড়ে কিনা মনে।
পুরঞ্জন কহে এই হইল স্মরণে॥
তাঁহার শরণ তবে যাইয়া লইল।
আর কোন ভয় নাহি নির্ব্বিঘ্ন হইল॥
রাজা কহে গোসাঞি মুঞি বুঝিতে নারিনু।
অল্পবুদ্ধি মোর নাহি বুঝি স্পষ্ট বিনু॥
পুন বিবরিয়া মুনি কহে স্পষ্ট অর্থ।
যাহাতে বুঝয়ে রাজা অর্থের যাথার্থ্য॥
যে কহিনু পুরঞ্জন পুরঞ্জনা নাম।
জীব আর বুদ্ধি হয় মিথুন অনুক্রম॥
পুরী সম দেহ নব-দ্বার নব রন্ধ্র।
যাহার দ্বারায় সুখ ভুঞ্জে মাত্র ধন্ধ॥
পঞ্চনীরষা সর্প পঞ্চ প্রাণবাত।
যাহা বিনে দেহেন্দ্রিয় তৎক্ষণে নিপাত॥
কালকন্যা জরা যেই কহিনু রাক্ষসী।
কালক্রমে ক্ষয় করে জরা দেহে পশি॥
পঞ্চনীরষা সনে যুদ্ধ যে কহিনু।
জরা ভাঙ্গিবারে চাহে প্রাণ রাখে তনু॥
জরা-স্থানে পরাভবে রাখিতে নারিলা।
কপাট দশন ভাঙ্গি দেহে প্রবেশিলা॥
দেহরূপ পুরী সেই ক্রমে ক্রমে নাশে।
কাশশ্বাস-আদি জন্মে * বিনাশয়ে শেষে॥
এইমত কোটি কোটি শরীর জন্ময়।
একবার হয় আরবার যায় ক্ষয়॥
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে কভু বা নরকে।
কভু দ্বীপান্তরে জন্মে কভু নাগলোকে॥
শৃগাল কুক্কুর কীট পতঙ্গ পাদপ।
নদ নদী গিরি প্রেত ভূত নিল ভূপ॥

---

* পাঠান্তরে—"সর্ব্বদেব পিতৃযজ্ঞ।"
† পাঠান্তরে—'শক্ত' স্থলে 'শক্তি' এবং তৎপরে
ার নাহিক সীমা ভাবে দিবা রাত্রি।"

* পাঠান্তরে—"কাল শ্বাস আসি জন্মে।"

নানাযোনি নানাবস্থা * হয় অগণন।
মুক্তিহেতু করে নানাদেব আরাধন॥
নানাযজ্ঞ নানাবিধি করি শ্লাঘ্য মানে।
কাহার শকতি নাহি সংসারের ত্রাণে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে সাধুকৃপা হয়।
পুরাতন সখা তবে মনেতে পড়য়॥
কর্ম্মের বাসনা যায় বুঝে ভক্তিমর্ম্ম।
সাধুসঙ্গে যজে তবে পরমার্থ ধর্ম্ম॥
পুরাতন সখা পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র।
তাঁহার শরণ তবে লইয়া আনন্দ॥
সংসারমোচনহেতু প্রধান কারণ।
উত্তম প্রেমভক্তি যেইহেতু সনাতন॥
মুক্তি যাতে তুচ্ছ ফল করিয়া মানয়।
যার দেহে শুদ্ধভক্তিদেবীর আলয়॥
এত শুনি প্রাচীন বরহি মহারাজা।
বুঝিয়া আপন বিবরণ পায় লজ্জা॥
অপূর্ব্ব প্রহেলি শুনি চমৎকার হয়।
আপনা ধিক্কার করি ঋষিরে কহয়॥
আপনি কহিলে যেই সেই সত্য হয়।
ইহাতে আচার্য্যগণ মোরে না জানায়॥
মুনি কহে বিপ্রগণ অর্থ-আকাঙ্ক্ষিত।
যেই জানে সেই নাহি কহয়ে উচিত॥
তৎক্ষণাৎ যজ্ঞে রাজা হইয়া বিরতি।
কুশাঙ্গুরি খুলিয়া ডারিয়া দিল ক্ষিতি॥
গোসাঞির শ্রীচরণে পড়িয়া কান্দয়।
শরণ লইনু কহ আমার উপায়॥
মুনি কহে শ্রীকৃষ্ণচরণে সঁপি মন।
এখনি চলহ বনে ছাড়ি রাজ্য ধন॥
রাজা কহে পুত্রে করি রাজ্যসমর্পণ।
মুনি কহে তাহা নহে এখনি গমন॥
মুনিস্থানে দীক্ষা শিক্ষা করিয়া রাজন।
অমনি গমন কৈল কৃষ্ণে ধরি মন॥
অতএব সাধুসঙ্গের দেখহ মহিমা।
ক্ষণমাত্র মহিমার নাহি যার সীমা॥
বিশেষ শ্রীনারদ মুনি হন দয়াময়।
জীবের নিস্তার হেতু কাতর আশয়॥

হেন যে গোস্বামিপদে রহু মোর মতি।
জন্মে জন্মে এই মোর একান্ত কাকুতি॥

চরিত্র শ্রীবাল্মীকিজীর।

দুই বাল্মীকির মধ্যে একের চরিত্র।
পশ্চাতে বর্ণিব তাঁর মহিমা পবিত্র॥
আর বাল্মীকি যেঁহ শ্রীল রামায়ণ।
প্রকাশ করিয়া কৈলা ত্রৈলোক্য পাবন॥
লোকে প্রকাশিয়া রামলীলাগুণকথা।
ত্রিভুবন উদ্ধারিলা ভগীরথ যথা॥
পূর্ব্বাবস্থা অসৎসঙ্গে দস্যুবৃত্তি কৈলা।
সৎসঙ্গগুণে * 'মরা মরা' যে জপিলা॥
বাল্মীকের মৃত্তিকাতে দেহ আচ্ছ দিল।
তে কারণে বাল্মীকি ঋষি নাম প্রকাশিল॥
সেই বাল্মীকিরে মহাভাগবত বলি।
শ্রুতি স্মৃতি যাঁর গুণ গায় বাহু তুলি॥
তাঁর নামগুণগান যেই নর করে।
সেই ধন্য ধন্য হয় জগতসংসারে॥
তাঁর পাদরজ-ধারণের অধিকাই।
সেই ভাগ্য বুঝি মুঞি কভু করি নাই॥
জনমে জনমে আর কিছু নাহি আশ।
আশা এইমাত্র হই বৈষ্ণবের দাস॥

চরিত্র দ্বিতীয় শ্রীবাল্মীকিজীর।

মহাভারতের রাজসূয়ের আখ্যানে।
যজ্ঞপূর্ণ হৈল রাজার যাঁর আগমনে॥
বাল্মীকি তাঁহার নাম শ্বপচ জাত্যংশে।
ভুবনপাবন তাঁর পরীক্ষা যজ্ঞাংশে।
তাঁর বিবরণ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিব।
দিগদরশন মাত্র স্থূলার্থ কহিব॥
মহারাজ পাণ্ডব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
শুদ্ধ অনুষ্ঠানে রাজসূয় কৈলা ধীর॥
ব্রাহ্মণভোজন বহু লক্ষ লক্ষ হয়।
ক্রম করিয়া ঘণ্টা শঙ্খ যে বাজয়॥

---

* পাঠান্তরে—"নানা বর্ণ।"

* পাঠান্তরে—"সৎসঙ্গে প্রথমে।"

কালে নাহি বাজে বিস্ময় হইয়া।
া জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণে চমকিত হিয়া॥
ঘণ্টা না বাজিল কি ছিদ্র হইল।
কহে মহৎ ছিদ্র বৈষ্ণবে না খাইল॥
হেতু অপূর্ণ তার শঙ্খ না বাজিল।
স্মৃতি প্রমাণেতে বিধিহীন হৈল॥
া কহে লক্ষ লক্ষ লোক যে খাইল।
র মধ্যে কি কেহ বৈষ্ণব না ছিল॥
কহে নাহি নাহি শুদ্ধভক্ত যাঁরা।
তে আসিয়া কেনে খাইবেক তাঁরা॥
লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনে যেই ফল।
ভাগবতভোজনের নহে বল॥
এব যজ্ঞ পূর্ণ না হয় তোমার।
। কহে কহ তবে উপায় ইহার॥
কহে তব এই নগরের মধ্যে।
কি নামেতে রুইদাস সৎ-বুদ্ধে॥
বত রসবন্ত অতি সে সুপাত্র।
বুদ্ধি নাহি করো পরম পবিত্র॥
যে কহিনু ইহা প্রকাশ না হয়।
লে করিবে রোষ মোরে অতিশয়॥
। ভক্তগণ নিজ প্রকাশ না করে।
রণ যেন বাঘে ভকতি অন্তরে॥
শুনি রাজা চমকিত ভাবভরে।
তে পাঠান ভীমার্জ্জুন দোঁহাকারে॥
কি কৃষ্ণসেবানন্দেতে মগন।
র স্বভাব অতি উদার মন॥
তে ঢুঁড়িতে দোঁহে তথা উপনীত।
কি দেখিয়া হৈল অতি চমকিত॥
র কাঁপে সাধু সভয় অন্তরে।
। নীচ রাজা কেন আমার দুয়ারে।
ৎ করি দোঁহে করে বহু স্তব।
কি কহে ছি ছি একি অসম্ভব॥
সাধু দোঁহা আগে অষ্টাঙ্গে পড়িলা।
ইয়া দোঁহে তাঁরে হৃদয়ে লইলা॥
। করিয়া কহে মোদের সদনে।
ীত আদি আর উচ্ছিষ্ট অর্পণে॥
ত হইবে কৃপা করি একবার।
কহে একি একি কচালিয়া ক

আমি নীচজাতি ক্ষুদ্র অস্পৃশ্য পামর।
আমি কিসে যোগ্য যাইবারে রাজদ্বার॥
তবে যদি যাই আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
মো-সমান-যোগ্য কর্ম্ম করিবারে পারি।
উচ্ছিষ্ট ডারিব আর ঝাড়ু বাড়ু দিব।
পদ ধোয়াইতে মুক্তি যোগ্য না হইব॥
কৃপা করি এই আজ্ঞা মোরে যদি হয়।
সেহ-যোগ্য নাহ পুরীস্পর্শ না যুয়ায়॥
পাথালি করিয়া শ্রীল ভীম মহাশয়।
লইয়া আসিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে বসায়॥
মঙ্গলাচরয়ে দ্বারে দ্বারে পাতি ঘট।
কদলীর বৃক্ষ রোপে নাচে নটী নট॥
হুলু হুলু ধ্বনি শঙ্খবাদ্য কোলাহল।
পরস্পর দেয় দধিহরিদ্রার জল॥
মহামহোৎসব হৈল রাজার সদনে।
নানা বাদ্য বাজে স্তুতি করে বন্দিগণে॥
কৃষ্ণচন্দ্র বিরলে ডাকিয়া দ্রৌপদীরে।
নানা পরিপাটী পাকসামগ্রী বিচারে॥
সুন্দর শাল্যন্ন আর ব্যঞ্জন রসালা।
নানামত অমৃত-আস্বাদ পাক কৈলা॥
স্বর্ণপাত্রে সাজাইয়া সুন্দরপ্রকারে।
বাল্মীকিরে ডাকে রাজা সন্তোষ অন্তরে॥
বাল্মীকি কহেন মোরে বাহির অঙ্গনে॥
একমুষ্টি দেশ যাই করিয়া ভোজনে॥
রাজা পাকশালা-গৃহে লয়্যা বসাইলা।
সামগ্রী দেখিয়া সাধু আনন্দিত হৈলা॥
শাক সূপ রসালাদি অগণ্য গণনে। *
কিছু কিছু সব দ্রব্য করে আস্বাদনে॥
ভোজনের তাৎপর্য্য না হয় সাধুর।
কৃষ্ণ কৈছে আস্বাদিলা কোন সে মধুর॥
এইমাত্র অনুভবে আনন্দ হৃদয়।
দ্রৌপদীর মনে কিছু অবজ্ঞা জন্ময়॥
হেন পরিপাটিরূপে রন্ধন করিল।
নীচকুলে জন্ম খাবার ক্রম না জানিল॥
পূর্ণ শঙ্খ না বাজিল রাজা জিজ্ঞাসয়।
বেত্রাঘাত করি কৃষ্ণ শঙ্খেরে কহয়।

* পাঠান্তরে—"ক্রম নাহি গণে।"

হাঁরে মূঢ়মতি তুমি ধর্ম্ম নাহি জানো।
বৈষ্ণবের গ্রাসে গ্রাসে নাহি বাজো কেনো॥
শঙ্খ কহে অবিচারে রোষ আমা প্রতি।
বৈষ্ণবেরে জাতিবুদ্ধি করিলা দ্রৌপদী॥
ইহা শুনি রাজা বহু অনুযোগ কৈলা।
পরিহার করি সতী লজ্জিতা হইলা॥
তখন বাজয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বারবার।
গ্রাসে গ্রাসে শ্বাসে শ্বাসে ঘোর চমৎকার॥
অতএব বৈষ্ণবের মহিমা অপার।
অপেক্ষা না করে জাতি কুলের বিচার॥
পরমপবিত্র হয় ভুবনপাবন।
জাতিবুদ্ধি করিলেই নরকে গমন॥
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদরজ পাদোদক। *
ধারণ সেবন সর্ব্ব-অনর্থ-নাশক॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কার্য্যকারণ নিশ্চয়।
দাম্ভিক জনার ইহা প্রতীত না হয়॥
কৃষ্ণভক্তি অঙ্গমধ্যে বৈষ্ণবসেবন।
প্রধানাঙ্গ হয় নাই জানে মূঢ়জন॥
বৈষ্ণবে ছাড়িয়া মাত্র কৃষ্ণেরে ভজয়।
ভক্তমধ্যে নহে সেই জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণে যদি নাহি ভজে বৈষ্ণব সেবয়।
তথাপিহ শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণপ্রিয় হয়॥
অর্জ্জুনে কহিলা ইহা কৃষ্ণ ভগবান।
"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ!" প্রমাণ॥

তথাহি,—

সাধুশাস্ত্র লোকব্যবহার যুক্তিমতে।
সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত হয় বৈষ্ণব সেবাতে॥
নিত্যত্ব কাম্যত্ব আর নৈমিত্ব বিধানে।
বৈষ্ণব সেবিতে শাস্ত্রে কহে লক্ষ স্থানে॥
শাস্ত্র আর সাধুমার্গ একই সমান।
সাধুমার্গে কালিদাস আদি প্রমাণ॥
তার মধ্যে মাধব আচার্য্য মহাধীর।
নির্ম্মৎসর সাধু অতি পণ্ডিত গম্ভীর॥
তেঁহ সে কহিলা ভাষা-ছন্দে উঘাড়িয়া।
তাহা কিছু কহি শুন প্রতীত লাগিয়া॥

* পাঠান্তরে—"বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পদরজ-পাদোদক।"

কৃষ্ণের ভকত যদি চণ্ডালেতে হয়।
বিকাইলাম তাঁর পায় আর নাহি দায়॥
কৃষ্ণের ভকত যদি হয় ত যবন।
জন্মে জন্মে হই তার দাসের নন্দন॥
শাস্ত্রের প্রমাণ বহু পরে যে লিখিল।
ঐক্য করি দেখ তাহে সাধু যে কহিল॥
যুক্তি এক প্রমাণ হয় পণ্ডিতের মতে।
তাহার সিদ্ধান্ত কিছু কহি সংক্ষেপেতে॥
কৃষ্ণ সবাকার নাথ জগতের প্রাণ।
তাঁর প্রিয়তম সেই সেই পূজ্যমান॥ *
গঙ্গা যেই শ্রীচরণে ঠেকি একবার।
ত্রিলোকপাবনী যেঁহ মহিমা অপার॥
শ্রীল-মহাদেব দেবদেবের জটায়।
যে স্পর্শগৌরবে বাস অদ্যাপি করয়॥
সেই শ্রীচরণ যেই হৃদে দিবানিশি।
ধরে তাঁর কি কহিব মহিমার রাশি॥

তথাহি,—

আরূঢ়া হরমূর্দ্ধানং যৎ পাদস্পর্শগৌরবাৎ।
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা কিং তদ্ভক্তমহিমোচ্যতে॥১

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পূর্ব্বাপর।
বৈষ্ণবসেবন মাত্র ব্রত সবাকার॥
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদোদক পাদরজ।
উল্লাস করিয়া সেবে তেজি ঘৃণালাজ॥
যাহার মহিমাবলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত।
প্রত্যক্ষ দেখহ তাঁর প্রভাব মহত্ত্ব॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত যেই নাহি খায়।
কৃষ্ণপ্রেম দূরে রহু সংসার না যায়॥
কর্ম্মি-জ্ঞানি-মতে আর সকাম-বিধানে।
ফিরয়ে অশুদ্ধবুদ্ধি মর্ম্ম নাহি জানে॥
লোকাচারে দেখ নারী বালবৃদ্ধযুবা।
বৈষ্ণবের স্থানে কুণ্ঠ কিবা দেবী দেবা॥

যাঁহার পাদস্পর্শগৌরবহেতু ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা মহাদেবের মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন তাঁহার মহিমা আবার কি বর্ণনা করিব ? ১।

* পাঠান্তরে—"সেই পুণ্যবান।"

পূজা সেবা স্থলে সবার বচন।
বেরে কর বলি সবার রটন॥
দেখ বৃদ্ধবেশ্যা উদরজ্বালায়।
বের ভেক মাত্র করিয়া বেড়ায়॥
পিহ তার পূর্ব্বাবস্থা সবে জানে।
পিহ নমস্করি ঠাকুরাণী ভণে॥
ব বৈষ্ণব হয় সবার উপরি।
আরাধ্য ভজ সাদর আচরি॥
বল বাদী বিনে কে ন এত জল্প।
মূঢ়গনে মাত্র বুঝাবার কল্প॥
বলে হিহি দেহ নারদ প্রহ্লাদ।
ভক্তে করি হেলা করে নানা বাদ॥
জানে আপন হিত বিচার শাস্ত্রের।
মূর্খ মর্ম্ম নাহি জানে সাধকের॥ *
ম মধ্যম আর কনিষ্ঠ ত্রিবিধা।
াকৃত তিন ইথে কভু নাহি দ্বিধা॥
াগ্য ভকতিমার্গের নহে এ অঙ্গ।
াশ্রয়ে মাত্র সদ্গুরুপদসঙ্গ॥ †
জ্ঞান-মিছিলাতে ব্যভিচার হয়।
ভক্ত নহে সেই কৃষ্ণ নাহি পায়॥
এব শুদ্ধভক্ত কনিষ্ঠ মধ্যম।
তম হয় তাতে সুতরাং উত্তম॥
তে ত্রিবিধ ভক্ত হয় মহারাধ্য।
দানন্দঘনমূর্ত্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ॥
জ্ঞান বিনা কভু চারি সম্প্রদায়।
চিত না হয় কুঞ্জরশৌচপ্রায়॥
দাবিহীন গুরু আশ্রয় যে করে।
ল তাহার সব ভক্ত নাহি স্ফুরে॥

। তথা গৌতমীয়ে তথ নারদপঞ্চরাত্রে—

দায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ।
নাদৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥ ১

সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র নিস্ফল; কোটী কল্প-সাধন করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না। ১।

* পাঠান্তরে—"অজ্ঞ মূর্খ ধর্ম্ম নাহি বুঝে কয়।"
† পাঠান্তরে—"সদ্গুরুপদ লয়।"

আপনার হিত যদি বাঞ্ছ ভাই কেহ।
ভাগবত আদি শাস্ত্র বিচার করহ॥
না পড় কুতর্কগর্ত্তে দম্ভ দূর করি। *
পূর্ব্বাপর নিজ দশা অন্তরে বিচারি॥
কিসে বা কল্যাণ কিসে অকল্যাণ হয়।
অনুভব করিতেই হইবে উদয়॥
সদ্গুরুচরণ কৃষ্ণ বৈষ্ণব আশ্রয়।
বিচার করিতে মাত্র এই দৃঢ় হয়॥
অতএব বৈষ্ণবচরণে লও মতি।
ইহা বিনে সেই কৃষ্ণপদে নহে রতি॥
লবণ বিহীনে যেন ব্যঞ্জনের স্বাদ।
তেন-মত ভক্ত বিনে ভক্তি পড়ে বাদ॥
ভজ ভজ ভজ ভাই বৈষ্ণবচরণ।
মদ মোহ ছাড়ি লও একান্ত শরণ।
অভাগিয়া সেই নাহি জানে এ সন্ধান।
কৃষ্ণভক্তিপথে সেই বড়ই অজ্ঞান।
কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে।
তপ জপ করি আপনারে সাধু মানে॥
সাধুমার্গ অনুসার শাস্ত্র মত যজ্ঞ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-স্বরূপ বৈষ্ণব পদ ভজ॥
দন্তে তৃণ করি মুঞি করি নিবেদন।
বৈষ্ণব গোঁসাই দেহ চরণে শরণ॥

চরিত্র শ্রীরুক্মাঙ্গদ রাজার।

রুক্মাঙ্গদ মহারাজ মহাভাগ্যবান।
ছলে একাদশীব্রতে হৈলা কৃপাবান॥
অপূর্ব্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের নিকটে।
নানামত সৌগন্ধ আছয়ে ফুল ফুটে॥
কৌতুকে দেবতাঙ্গনা পুষ্পের চয়নে।
নিতি নিতি আইসে যায় দৈবে এক দিনে॥
বেগুণের † কাঁটা এক ফুটল চরণে।
গতিরোধ হৈল তার স্বর্গের গমনে॥
মালিগণ শীঘ্র যাই কহে রাজা স্থানে।
রাজা আসি শুনে গতি-রোধ-বিবরণে॥

* পাঠান্তরে—"পরিহরি।"
† পাঠান্তরে—"বাগানের।"

জিজ্ঞাসয় ইহার উপায় কি করিবে।
দেবকন্যা কহে তাহা তোমা হৈতে হবে॥
অনুগ্রহ করি মোরে অনুকূল হও।
বিহিত করিয়া মোরে স্বর্গেতে পাঠাও॥
একাদশী ব্রত তব গ্রামে কেহ করে।
তার কিছু ফলাভাস দেহ যদি মোরে॥
তবে যে বিপদ হৈতে আমি ত্রাণ হই।
তোমারে আশীষ করি স্বর্গে চলি যাই॥
রাজা বলে একাদশী ব্রত সে কেমন।
দেবকন্যা কহয়ে মহিমা অনুষ্ঠান॥
রাজার আজ্ঞাতে লোক গ্রামেতে যাইয়া।
অনুষ্ঠানমতে নাহি পায় তলাসিয়া॥
এক বণিকের দাসী কলহ করিয়া।
উপবাসী আছে ক্রোধে অন্ন না খাইয়া॥ *
সে দিনে যে একাদশী সেহ নাহি জানে॥
উপবাস করি রহে কলহকারণে॥
তাহারে আনিয়া রাজা দেবী আগে দিলা।
দেবী কহে তুমি একাদশী যে করিলা॥
তাহার কিঞ্চিত ফল মোরে যদি দেহ।
বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহ॥
দাসী বলে সে কি আমি কভু করি নাই!
হাসি হাসি দেবী কহে তোমারে বুঝাই॥
হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়া।
উপবাসী রহ সর্ব্বরজনী জাগিয়া॥
তাহার কিঞ্চিৎ ফল প্রদান করহ।
তুমিহ বৈকুণ্ঠ চলে যাবে বন্ধুসহ॥
ইহা শুনি তাঁরে কিছু ফল সমর্পিলা।
তৎক্ষণাতে দেবী নিজস্থানে চলি গেলা।
রাজা বিবরণ সব দেখিয়া শুনিয়া।
চমৎকার হৈল ব্রতের মহিমা জানিয়া॥
সেইদিন হৈতে রাজ্যে ঢেড়া ফিরাইল।
রাজার শাসনে একাদশী সবে কৈল॥
নিজ পরিবার প্রজা হস্তী অশ্ব আদি।
বাল বৃদ্ধ পশু পক্ষী যুবক যুবতী॥
অন্ন জল ফল মূল গোরস যবস।
কেহ নাহি খায় হরি-বাসর দিবস॥

* পাঠান্তরে—"রজনী জাগিয়া।"

রাজার তনয় অন্যদেশে গিয়াছিল।
গৃহেতে আসিতে দৈবযোগে না খাইল॥
দুই দিন উপবাসী রাত্রে গৃহে পৌঁছে।
একাদশী বৃত্তান্ত না জানে তেঁহ তৈছে॥
খাইবারে চাহে স্ত্রী-আদি পরিবার।
কেহ নাহি দেয় খাইতে শাসন রাজার॥
রাজার তনয় সুকুমারদেহ হয়।
রজনী প্রভাতকালে পরাণ তেজয়॥
আনুষঙ্গ্য একাদশী মহিমা দেখহ॥
বৈকুণ্ঠগমন কৈল ধরি দিব্যদেহ॥
মহারাজা রুক্মাঙ্গদ একাদশী মাত্র।
সেবিয়া হইলা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পাত্র॥
ভাগবত বলি যাঁরে শাস্ত্রেতে বখানে।
যাঁর গুণকীর্ত্তন করয়ে ত্রিভুবনে॥
শ্রীমদ্ভাগবত গীতাশাস্ত্রেতে শ্রীহরি।
একাদশী সর্ব্বধর্ম্মব্রতের উপরি॥
কহিলা সাক্ষাতে আমি সর্ব্বব্রতমধ্যে।
অতএব সার সর্ব্বশাস্ত্র গদ্যপদ্যে॥
অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত তপস্যা সগুণ।
কৃষ্ণভক্তি অঙ্গ হরিবাসর নির্গুণ॥
অতএব রুক্মাঙ্গদ হরিবাসর সেবিলা।
জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত হৈলা॥
তাঁহার চরণে মোর নিবেদন হয়।
একাদশীব্রত যেন মোরে স্পর্শ রয়॥
মুঞি পাপী অধম অধৈর্য্য কলেবর।
জন্মাবধি হেন ব্রতের না হৈনু গোচর॥
ছিছি ধিক্ ধিক্ মুঞি হেন জন্ম পাঞা।
আঁচলেতে গ্রন্থি দিনু কনক ডাকিয়া॥

চরিত্র শ্রীহরিশ্চন্দ্ররাজা-আদির।

হরিশ্চন্দ্র রাজা আর সুরথ সুধন্বা।
ভরত দধীচি আদি ভকতে গণনা॥
ভগবান্ যারে পরখিলা ছল করি।
অকাতরে দিলা দেহ পুত্র ধন স্ত্রী॥
হরিশ্চন্দ্র-শিবি-আদি-চরিত্র প্রসিদ্ধ।
সঙ্ক্ষেপে কহিল আছে সবাকার বেদ্য॥ ৪১।

চরিত্র শ্রীবিন্ধ্যাবলীজীর।

মহারাজার স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যাবলী।
সুশীলা স্নিগ্ধা সর্ব্বগুণাবলী
বামনদেব যবে অবতার * হৈলা।
ত্রিভূমের ছলে বলিরে বান্ধিলা॥
কালে ব্রহ্মা আদি স্তবন করয়ে।
কালে বিন্ধ্যা কিছু প্রভুরে কহয়ে।
র্ব অমৃত বিন্ধ্যাবলীর বচন।
চ হইলা ব্রহ্মা করিতে স্তবন॥
কহে প্রভু বলি রাজারে বান্ধিলে।
ক্ত বটে ভাল বিচার করিলে॥
করিয়া দণ্ড উহায় যুকতি।
ান কারে দেয় দাম্ভিক কুমতি।
র ক্রীড়ার ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভুবন।
ারে পুনশ্চ তোমারে করে দান॥
ব দণ্ড-অর্হ্য রাজা বলি হয়। †
তোমার ভক্ত ক্ষমিতে যুয়ায়॥
অনুরাগে গুরু আজ্ঞা তেয়াগিলা।
অভিশাপ যে অঞ্জলি করি লৈলা॥
। ত্রৈলোক্যরাজ্য অনাসে তেজিল।
ক্র পক্ষ জয় দৃক্‌পাত না কৈল॥
ার শ্রীমুখশশী হেরিয়া ভুলিলা।
দুর্লভ শ্রীচরণ ধোয়াইলা॥
ত পরাণ দিতে উদ্যত হইল।
যে কৈলে পুরস্কার মানি লৈল॥
ব শীঘ্র প্রভু বন্ধন ঘুচাও।
তোমার ভৃত্য কৃপাদৃষ্টে চাও॥
লাগি মোর কিছু দুঃখ নাহি মনে।
ার কলঙ্ক পাছে ঘোষে ত্রিভুবনে॥
র যে মধুর বচন জগন্নাথ।
া পুলক যে নয়নে অশ্রুপাত॥
বিন্ধ্যাবলীর শ্রীচরণ ধরি শিরে।
সেই দুর্লভ চরণে মন হরে॥

পাঠান্তরে—"অবামন"।
†পাঠান্তরে—"রাজার না হয়।"

পাষাণ হৃদয় মোর কুসঙ্গ আতপে।
তাপিত * শীতল করু কৃপাচন্দ্রাতপে॥

চরিত্র শ্রীমৌরধ্বজ রাজার।

অর্জ্জুনের ভক্ত অভিমানে কিছু গর্ব্ব।
জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ করিবারে চাহে খর্ব্ব॥
ছল করি মৌরধ্বজ রাজার নিকটে।
লইয়া গেলেন তথা হইয়া কপটে।
আপনি হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ।
অর্জ্জুনে করিলা মুগ্ধ বালক স্বরূপ॥
যাইয়া রাজার গৃহে কহে ভৃত্যগণে।
সমাচার কহ নৃপে অতিথি ভবনে॥
লোক গিয়া অন্তঃপুরে কহে সমাচার।
কৃষ্ণসেবা কার্য্যে রাজা উৎকণ্ঠা অপার॥
সম্মানপূর্ব্বক বসাইতে কহি দিলা।
আমিহ পশ্চাৎ শীঘ্র যাইব কহিলা॥
লোকমুখে সমাচার শুনিয়া ব্রাহ্মণ।
রাজা উপেক্ষিলা বলি করয়ে গমন॥
শীঘ্র আসি রাজা বিপ্রচরণে পড়িয়া।
কাকুবাদ বহু করে কাতর হইয়া †॥
বিপ্র কহে মোর কিছু যাচিঞা আছয়।
পুরাও যদ্যপি নহে কি কায কহায়॥
রাজা কহে যাহা চাহ তাহা মুঞি দিব।
প্রতিজ্ঞা করিনু মোরে পরসন্ন ভব॥ ‡
প্রসন্ন বদনে বিপ্র হইয়া পূজিত।
কহিতে লাগিলা তবে নিজ মনোনীত॥
বনপথে আসিতেই সিংহ এক রহে।
মোর এই শিশু সেই খাইবারে চাহে॥
তাহারে কাহিনু মোর শিশু না খাইহ।
প্রতিজ্ঞা করিনু দিব আর যাহা চাহ।
সিংহ বলে তবে তোর বালক না খাব।
রাজার অর্দ্ধাঙ্গ কাটি ** মাংস যদি দিব॥

* পাঠান্তরে—তাপিল।
† পাঠান্তরে—"মিনতি করিয়া।"
‡ পাঠান্তরে—"সুপ্রসন্ন ভাব।"
** পাঠান্তরে—"কাড়ি।"

অতএব অকাতরে যদি ইহা দেহ।
তবে মোরে সত্য হৈতে রক্ষা যে করহ ॥
রাজা বলে এই দেহ অসার অনিত্য।
পর উপকারে যেহ লাগে সেই সত্য।
ইহা বিনু ভাগ্য মোর কিবা আছে আর।
ভস্ম না হইয়া হবে পর উপকার ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে তোমার স্ত্রী এক ভাগে।
করাত টানিবে আর পুত্র অন্যদিগে ॥
রাজার আজ্ঞায় দুই গৃহিণী তনয়।
দুই জনে দুই দিগে করাত টানয় ॥
নাসা-ত্বক কাটি যবে করাত আইল।
চক্ষু হৈতে তবে জলবিন্দু পাত হৈল ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তবে ক্রোধে জ্বলি গেলা।
কহে হাঁরে দুষ্টমতি কাতর হইলা ॥
রাজা বলে ঠাকুর মুঞি তাহে না কাতর।
অর্দ্ধ অঙ্গ বৃথা হৈল এ হেতু ফাঁফর ॥
তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া।
দেখা দিলা নিজরূপ প্রকাশ করিয়া ॥
শুভদৃষ্টে নৃপদেহ পূর্ব্বমত হৈল।
চমৎকার হইয়া শ্রীচরণে পড়িল ॥
কৃষ্ণ কহে রাজা তব চরিত্র দেখিতে।
কৌতুকে আইনু মুঞি পরীক্ষা করিতে ॥
রাজা কহে প্রভু মোরে এক বর দিবে।
এতাদৃশ পরীক্ষণ কারে না করিবে ॥ *
অতএব হরির ভকত যেই হয়।
তাঁহার চরিত্রমুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
তাঁহার দাসের দাস যেই জন হয়।
তাঁহার আশয় পণ্ডিতের বেদ্য নয় ॥
কেহ কহে মোরধ্বজ দানশীল হয়।
কেহ কহে জ্ঞানী কেহ তপস্বী কহয় ॥
অতএব যেবা যেই অধিকারী হয়। †
যথার্থ না জানি নিজমত সেই লয় ॥
মোরধ্বজ কৃষ্ণভক্ত জানিহ নিতান্ত।
পর উপকারে যথা দধীচি মহান্ত ॥

* পাঠান্তরে—"ঈদৃশ পরীক্ষা আর কভু না করিবে।"
† পাঠান্তর—"যার যতদূর দৌড় হয়।"

চরিত্র অলর্কজীর।

এক রাজা হয় তার স্ত্রী মন্দালসা।
ভাগবত তেঁহ যাঁর সঙ্গ ভবনাশা ॥
পর-উপকার মাত্র প্রতিজ্ঞা যাঁহার।
পরায় সবার গলে কৃষ্ণভক্তিহার ॥
ক্রমে ক্রমে চারি পুত্র জন্মিলা উদরে।
কৃষ্ণভক্তি দীক্ষা শিক্ষা দিয়া সবে তারে ॥
মন্দালসা সতীগর্ভ যে করে ভজনা।
পুনর্ব্বার নাহি হয় গর্ভের যন্ত্রণা ॥ *
রাজা নাহি জানে অন্তঃপুরে † পুত্রগণে।
শ্রীকৃষ্ণভজনে পাঠাইয়া দেয় বনে ॥
রাণীর যুক্তিতে যায় রাজা নাহি জানে।
পুত্রশোকে মগ্ন রাজা স্থির নহে মনে ॥
পুনরায় আর এক পুত্র জনমিল।
অন্নপ্রাশনে রাজা বহ্বারম্ভ কৈল ॥
নামকরণের কালে রাণীরে জিজ্ঞাসে।
ধনী বড় হবে পুত্র জন্মলগ্নবশে ॥
অতএব ধনেশ বলিয়া নাম রাখি।
রাণী বলে এ ত বড় মোহ অন্ধ দেখি ॥
মনে ক্ষুব্ধ হৈয়া কিছু কহে মন্দালসা।
পুত্রের ঐশ্বর্য্যে তোমার বড় দেখি আশা ॥
পুত্র আর রাজ্য মান ধনে কি করিবে।
অভিমানফলমাত্র পরিণাম যাবে ॥
অতএব কৃষ্ণে ভক্তিধন আশা করি।
পুত্রে হরিদাস নাম রাখহ বিচারি ॥
রাণীর বচনে রাজা চমকিত চিত্ত।
বাহির করিল মোর প্রিয়ো চারি পুত্র ॥
ভাবিয়া ক্ষণেক রাজা স্তব্ধপ্রায় রহে।
শোকাকুল হইয়া রাণীরে কিছু কহে ॥
বুঝিলাম তোমার এমত ব্যবহার।
তুমি চারি পুত্র বনে পাঠাইলা আমার ॥
যে কৈলে সে কৈলে এবে মোর মুখ চাহ।
এবার মিনতি মোর এ পুত্রে রাখহ ॥
রাজা হইবারে এক চাহি ত অবশ্য।
রাজা বিনে ধর্ম্মনাশ লোকে হয় দস্য ॥

* পাঠান্তরে—"বাসনা।"
† পাঠান্তরে—"অন্তঃপুরে।"

ার কথায় মন প্রসন্ন না হয়।
পি স্বামীর মুখ চাহিয়া কহয় ॥
া ভাল এ সন্তান রাজ্যে রাজা হবে।
ার কোলেতে রাখ প্রীতি জন্মাইবে॥
। নাম রাখিলেন অলর্ক বলিয়া।
গ্য হইল বলি দুঃখিত হইয়া॥
াক দিবসে কিছু জ্ঞানবান্ হইতে।
দূরে রাখয়ে মায়ের স্থান হৈতে॥
। মনে ভাবে মোর পাঁচটী সন্ততি।
ত উদ্ধার হৈল এ কের কি গতি॥
য়া অন্তরে কিছু উপায় সৃজিল।
ভক্তিতত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল॥
ার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া।
বন্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া॥
স্থানে দিলা সেই সম্পুটরতন।
লা রাখিবে অতি করিয়া যতন॥
। তোমার ঘোর বিপদ পড়িবে।
নি বিরলে ইহা খুলিয়া দেখিবে॥
বিপদ হৈতে উদ্ধার হইবে।
সময় না খুলিবে পূজাদি করিবে॥
র অন্তরে কিছু নিগূঢ় আশয়।
মতি নহে বিনে দুঃখের সময়॥
কারনে আপদ সময় খুলিবারে।
। করিয়া রাণী কহি দিলা তারে॥
র্ক পাইয়া তারে অতি যত্ন করি।
ঢ় স্থানেতে রাখে চিত্তে হর্ষ ভরি॥
ার অন্তরে কিছু উৎকণ্ঠা আছয়।
হ বালকেরে রাণী কোন যুক্তি দেয়॥
ক্ষাতে * রাজা পুত্রে কথোদিন বাদ।
। লয়্যা রাখে যথা কর্ম্মি-মায়াবাদ॥
া রাজা রাণী দোঁহার বিয়োগ হইল।
র্ক যে রাজসিংহাসনেতে বসিল॥
র চারি ভাই যাঁরা বৈরাগ্য করিলা।
ারা শুনিলা ছোট ভাই রাজা হইলা॥
জনে মিলি দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে।
ষ্ঠ ভ্রাতার ত্রাণ উপায় বিচারে॥

মাতা আমাদিগের ত্রাণ কৃপা করি কৈল।
ছোট ভাইটিরে অন্ধকূপে ডারি গেল॥
এত চিন্তি তবে এক উপায় সৃজিল।
তার প্রতিযোগি-রাজা-সহিত মিলিল॥
রাজবেশ করি সবে যাইয়া তথায়।
মোরা তব প্রতিযোগি রাজার তনয়॥
শিশুকাল হৈতে তীর্থভ্রমণ মোরা করি।
কনিষ্ঠ হেথায় হৈল রাজ্যে অধিকারী॥
পৈতৃক রাজ্যেতে জ্যেষ্ঠ দায়াদ * থাকিতে।
কনিষ্ঠ না হয় রাজা বিচারসম্মতে॥
অতএব তুমি মোর পক্ষপাত কর।
তোমার শরণ লৈনু যে হয় বিচার॥
এত শুনি রাজা বহু আশ্বাস করিলা।
অলর্ক স্থানেতে তবে কহি পাঠাইলা॥
অলর্ক রাজ্য করে সুখে আসক্ত হইয়া।
কহে 'কোথাকার ভাই' উপেক্ষা করিয়া॥
তবে যুদ্ধ করিবারে প্রবৃত্ত হইলা।
অলর্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িলা॥
সেইকালে মাতাদত্ত সোণার পুটিকা।
মনে পড়ি গেলা সেই বিপদনাশিকা॥
মাতা মোরে কহে যবে বিপদে পড়িবে।
খুলিয়া দেখিবে অন্য সময় না দেখিবে॥
অতএব এই ঘোর বিপদ সময়।
এইকালে সেই কৌটা খুলিতে যুয়ায়॥
ইহা চিন্তি সেই রত্নপুটিকা খুলিলা।
দারিদ্র ভঞ্জন বিধি নিধি পাঠাইলা॥
সাগর-পতিতে বুঝি তরি আসি মিলে।
অন্ধকূপ হৈতে বন্ধুলোক যেন তোলে॥
অতএব শুভনিশি প্রভাত হইল।
খুলিয়া পরমতত্ত্ব পত্রী পাঠ কৈল॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি যাতে আছে তাৎপর্য্যার্থ।
ত্রৈলোক্যের রাজ্য আর মুক্তি তর্ক ব্যর্থ।
পড়িতে পড়িতে হৈল বিবেক উদয়।
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে মতি উপজয়॥
ভ্রাতাগণে কহিয়া পাঠায় মহামতি।
তোমরা আসিয়া লহ এ ঘরবসতি॥

* পাঠান্তরে—"আশঙ্কাতে।"

* পাঠান্তরে—"আতায়ি।"

মাতা মোরে বকি রত্ন পুটিকাতে ভরি।
মহাসম্পদ রাজ্য রাখি ভস্মে দিল ডারি॥
পুনশ্চ তাঁহার কৃপাপুটিকা খুলিয়া।
অর্থ প্রাপ্ত হৈল এবে চলিনু লইয়া॥
ইহা কহি একমাত্র কৌপীন পরিয়া।
শ্রীকৃষ্ণভজনে গেলা সব তেয়াগিয়া॥
ভ্রাতাগণ জানিলা অলর্ক বনে গেলা।
প্রতিযোগী রাজা স্থানে খুলিয়া কহিলা॥
আমাদিগের রাজ্য-হেতু তাৎপর্য্য নহে।
ভ্রাতা অলর্ক মহা অন্ধকূপে রহে॥
তাহার উদ্ধার হেতু ভূমিকা করিনু।
কার্য্যসিদ্ধ হৈল মোরা বিদায় হইনু॥
প্রয়াস পাইয়া তুমি রাজ্য যে জিনিলা।
তুমি ভোগ করহ সে তোমার হইলা॥
ইহা বলি ভেক যে কৌপীন কমুণ্ডল।
লইয়া চলিলা হর্ষে অন্তর নির্ম্মল॥
যাইয়া মিলিলা যথা আছে অলর্ক ভাই।
পরস্পর বলাবলি গলাগলি যাই॥
অতএব কৃষ্ণভক্তি আর ভক্তরীত।
অপার অগাধ বিজ্ঞে না হয় বিদিত॥
আমা সবা মূঢ়ে হেন আশা বড় চিত্র।
অতেব চরণে তাঁর চিত্ত রহু মাত্র॥

চরিত্র শ্রীরন্তিদেবের।

রন্তিদেব রাজা মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণে দৃঢ়মতি যাঁর অনন্য ভকতি॥
মহারাজ ভোগ-সুখ দুঃখ করি মানে।
সমস্ত অর্পণ কৈলা শ্রীকৃষ্ণচরণে॥
রাজ্য ধন দারা পুত্র কৃষ্ণার্থে অর্পিয়া।
অযাচকবৃত্তি মাত্র শরীর লাগিয়া॥
অযাচিত অন্ন আদি কেহ যা আনয়।
তাহাই ভোজন বিনে কভু না যাচয়॥
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন দিবস যাপন।
কিছুকাল ব্যাজে আর শুন বিবরণ॥
চল্লিশ আর আট দিন কিছু নাহি গিলে।
উপবাসী রহে রাজা না চাহে না বলে॥
দৈবাত্ত যে কেহ অন্ন পায়স আনিলা।
পরদিবে কৃষ্ণ সেইকালে ছল কৈলা॥
এক শূদ্ররূপে এক কুক্কুর সহিতে।
অতিথি হইলা রন্তিদেবের গৃহেতে॥
অভুক্ত জানিয়া রাজা সেই অন্ন জল।
বাঁটিয়া দিলেন দুই জনারে সকল॥
খাইয়া তাহারা কহে না পূরে উদর।
আর কিছু নাহি রাজা কহে যুড়ি কর।
করুণাসাগর কৃষ্ণ দয়া উপজিল॥
রাজ্যভোগ সুখ সব আমারে সঁপিল।
আমার লাগিয়া মহা উৎকণ্ঠা অপার।
অযাচকবৃত্তি করি রহে অনাহার॥
এতভাবি দয়ানিধি অন্তরে দ্রবিল।
ভুবনমোহন নিজরূপ প্রকাশিল॥
নবঘনশ্যাম বনমালা পীতবাস।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মনোহর মৃদুহাস॥
অসংখ্য জন্মের সীমা রাজার এবার।
সর্ব্বমঙ্গলের সুফলের পারাবার॥
রূপ দেখি রাজা মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
অষ্ট সাত্ত্বিক দেহে বিকার হইল॥
স্তব স্তুতি করি বল গৃহে বসাইয়া।
সেবন করয়ে সুখসাগরে ডুবিয়া॥
দারিদ্র যেমন রত্নকলস পাইয়া।
রাখিবার স্থান যেন না পায় খুঁজিয়া॥
তেন-মত রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া।
কি করিতে কি না করে সংজ্ঞা না পাইয়া॥
অঞ্জলি মস্তকে করি দন্তে তৃণ ধরি।
তাঁহার চরণে মুঞি নিবেদন করি॥
সেই প্রেমামৃত-সিন্ধু কল্লোলের ফেনা।
তার এক কণা পাই মনের বাসনা॥

ইতি শ্রীভক্তমালে কুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা কথনং পঞ্চম-মালা।

ষষ্ঠ-মালা।

য় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
য়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
য় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
।জীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

পুরু-ইক্ষাকু আদি নাম সঙ্কীর্ত্তন।

ঢ় ইক্ষাকু আর ঐল গাধিবেগ।
চি শতধন্বা রঘু সাধু পরত্তেক॥
ঙ্গ পিপপল ভূরি ঋভু অম্বুরতি।
।দ্বাজ বৈবস্বত সতী অরুন্ধতী॥
য় যযাতি যদু গুহ মানধাতা। *
। দক্ষ শরভঙ্গ সঞ্জয় সংবাতা॥
দীপ শমীক যাজ্ঞবল্ক্য নিমি শুচি।
।ল উত্তানপাদ আদি আর রুচি॥
:নন প্রভৃতি এ সব সাধুগণ।
।মায়াতীত ত্রিভুবনের ভূষণ॥
সরার পাদরজ ভূরি রত্ননিধি।
।কে ভূষণ করি যত্নে নিরবধি॥

চরিত্র শ্রীগুহরাজার।

: নাম ভীলরাজ ভুবনপাবন।
।র স্মরণে তাপত্রয়বিমোচন॥
আনুষঙ্গ্য ফল ভক্তি যে দুর্লভ।
।! প্রাপ্তি প্রতি এক কারণ সুলভ॥
ত্র বলিয়া রামচন্দ্র সে যাঁহারে।
আলিঙ্গন কৈলা পুলক অন্তরে॥
ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের প্রেষ্ঠ।
।এব জগতের ইষ্টমধ্যে জ্যেষ্ঠ॥
।র চরিত্র কিছু শুন মন দিয়া।
ন হইবে জন্ম হর্ষ হবে হিয়া॥
চন্দ্র সীতা সহ অনুজ লক্ষ্মণ।
গেলা যবে পিতৃসত্যের কারণ॥

হেরিয়া গুণের নিধি রূপের অবধি।
ভাসিলা শ্রীগুহরাজ আনন্দসুধাব্ধি॥
নয়নে বহয়ে ধারা মনে উতরোল।
চমকি চাহিয়া রহে নাহি আসে বোল॥
নিমিখ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল।
কাষ্ঠের পুত্তলিপ্রায় অস্পন্দ হইল॥
একি চমৎকার একি অপরূপ দেখি।
হেন রূপ হেন গতি কভু না নিরখি॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে প্রেম উথলিল।
স্বাভাবিক রতি গুহরাজের হইল॥
ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া সাধু কহে।
তোমার বালাই যাই আইস মোর গৃহে॥
প্রভু তারে লয়্যা দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা।
মৈত্র বলিয়া তবে সম্ভাষ করিলা॥
গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে।
তোমাতে সঁপিনু দেহ পরাণসহিতে॥
তুমি মোর সরবস প্রাণধন রাজ্য।
তুমি মোর ভুক্তি মুক্তি তুমি শুভকার্য্য॥
আমি মরে যাই তব বালাইের সনে।
দেহ সমর্পিণু মিতা তোমার চরণে॥
পরিবার দেহ গেহ রাজ্য আর ধন। *
কায়মনবাক্যে কৈনু সব সমর্পণ॥
বনফল মিষ্ট আর দধি দুগ্ধ ঘৃত।
নানাদ্রব্য আয়োজন করি নানামত॥
খাওয়াইতে যত্ন কৈল প্রণয়-অন্তরে।
তেঁহ কহে মিতা ইহা নাহি কহ মোরে॥
চৌদ্দ বৎসর মুঞি প্রতিজ্ঞা করিনু॥
অন্য দ্রব্য নাহি খাব ফলমূল বিনু॥
তাহা শুনি সাধু তবে মিষ্ট নানাফল।
খাওয়াইলা প্রেমানন্দে হইয়া বিহ্বল॥
তবে জিজ্ঞাসয়ে মিতা কহ বিবরণ।
জটা-বল্ক ধরি বনে যাও কি কারণ॥
হেন সুকুমার দেহ সুকুমারী সহ।
অনুজ লক্ষ্মণ তাহে সুকুমার দেহ॥
কণ্টকিত বন তাহে নিশাচরগণ।
ব্যাঘ্র ভল্লুক তাহে পশু অগণন॥

---

* পাঠান্তরে—"গুহ ও মান্ধাতা।

* পাঠান্তরে—"পরিবার লহ।"

শীত বাত বৃষ্টি তাহে অতি সে দুঃসহ।
কেমতে বেড়াবে বনে কমলিনী সহ॥
এ হেন কমলপদে * কণ্টক বিন্ধিবে।
আহা মরি মরি তাহে কত দুঃখ পাবে॥
ভাবিতে আমার প্রাণ ফাটিয়া উঠয়।
নাহি যাও বনে মিতা রহ এই ঠাঁয়॥
মোর এই রাজ্য ধন সমুদায় লহ।
লক্ষ্মণ সীতার সহ এইখানে রহ॥
রামচন্দ্র কহে মিতা ও কথা না কবে।
মোর ধর্ম্ম যাতে রহে তাহাই করিবে॥
পিতৃসত্যপালনে যে চৌদ্দ বৎসর।
বনে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা আমার॥
গৃহমধ্যে নাহি যাব রাজ্য না করিব।
চৌদ্দ বৎসর মাত্র বনেতে রহিব॥
কেকয়ীমাতার বাক্য ভরতেরে রাজ্য।
বনে পাঠাইয়া পিতা হইল অধৈর্য্য॥
ক্রমে ক্রমে আদ্যোপান্ত সকলি কহিলা।
বনগমনের কথা বৃত্তান্ত জানিলা।
শুনিতে শুনিতে গুহরাজের শরীরে।
আগুণের কণা প্রতি লোমকূপে ঝরে॥
ক্রোধে কম্পান্বিত দেহ আরক্ত লোচন।
সাজ সাজ বলি এক দিলেক লম্ফন॥
রামচন্দ্রে বঞ্চি রাজ্য ভরত লইবা।
বাকল পরায়্যা দিল বনে পাঠাইয়া॥
চল আজি যুদ্ধে তারে পরাভব করি।
করিব আমার মৈত্রে রাজ্য অধিকারী॥
এত কহি চতুরঙ্গ সৈন্য সে সাজিয়া।
অযোধ্যাভিমুখে চলে বিক্রম করিয়া॥
রামচন্দ্র তাহা দেখি ওটস্থ হইলা।
বারণ করিতে লক্ষ্মণেরে পাঠাইলা॥
তেঁহ যাই সান্ত্বনা করিয়া গুহরাজে।
ডাকিয়া আনিলা যথা শ্রীরাম বিরাজে॥
গুহের হস্ত ধরি প্রভু অনেক বুঝান।
ভরত আমার প্রিয় আমি তার প্রাণ॥
তার কিবা পিতা মাতা কারু দোষ নাই।
দৈবের ঘটনা মাত্র যত দেখ তাই॥

* পাঠান্তরে—"এ হেন কোমল পদে।"

অতএব শান্ত হও চিন্তা না করহ।
পুনর্ব্বার রাজা হব নয়নে দেখিহ॥
এত কহি রামচন্দ্র বিদায় হইলা।
গুহরাজ অচেতনে ভূমেতে পড়িলা॥
পরিবার রাজ্য সহ ক্রন্দনের ধ্বনি।
মহাকোলাহল শব্দে কম্পিত মেদিনী॥
বুকে কর হানে কেহ ভূমে গড়ি যায়।
হাহাকার করিবা লুণ্ঠয় গুহরায়॥
হাহা কিবা অনুরাগ চণ্ডালের গণে।
তা সবার দাস হৈয়া জন্ম নৈল কেনে॥
লোকাচারে সঙ্কেত চণ্ডাল নামমাত্র।
দেবতাগণের পূজ্য হয় মহাপাত্র॥
শ্রীরামবিচ্ছেদে গুহরাজ মহাশয়।
গৃহে নাহি গেলা ভূমে পড়িয়া রহয়॥
আসন ভূষণ শয্যা আহার বিহার।
সব তেজি কৈলমাত্র রামনাম সার॥
পুনরায় কবে রামচন্দ্র-আগমন।
হইবেক এইমাত্র দিবসগণন॥
চৌদ্দবৎসর চৌদ্দ কল্প করি মানে। *
নিরন্তর জলধারা বহয়ে নয়নে॥
দুর্ব্বাদলশ্যামরূপময় চারিদিগে।
যে দিগে নেহারে সাধু দেখে সেই দিগে॥
রাম রাম মৈত্র হে সখা হে কোথায়।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ নহে বাহিরায়॥
রাম রাম বলি উচ্চৈঃস্বরে গুহ কান্দে।
শ্রবণসুখদ যেন সুধা বহে চান্দে॥
এইমত চৌদ্দ বৎসর গুহরাজ।
বিরহে বিহ্বল সদা লুণ্ঠে ভূমিমাঝ॥ †
চৌদ্দবর্ষপূর্ণদিনে অপরাহ্নকালে।
না আইলা রামচন্দ্র অন্তর বিকলে॥
কহে যদি মোর প্রাণ না আইলা রাম।
এই শুধু দেহ ‡ তবে রাখিয়া কি কাম॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ছাড়ি নিজ দেহ।
আর নাহি সহে রাম বিচ্ছেদ বিরহ॥

* পাঠান্তরে—"রহে দুঃখ মনে।"
† পাঠান্তরে—"লুটে ক্ষিতিমাঝ।"
‡ পাঠান্তরে—"এই ছার দেহ।"

অগ্নিকুণ্ড জ্বালি প্রবেশ-উন্মুখ।
তেই শুভবার্ত্তা হইল সম্মুখ॥
মঙ্গল ধ্বনি রামনামবাণী।
াশ হইতে চমকিত সবে শুনি॥
রাজ কহে সব অমাত্য সহিতে।
ত মধুরধ্বনি আসে কোথা হৈতে॥
মোর মৃতদেহে পরাণ স্থাপিল। *
তের বৃষ্টি করি অভিষেক কৈল॥
া মোরে সাগর পাথারে উদ্ধারিল।
ভ্রজনেরে ধন যাচি সমর্পিল॥
দিগে ধাইল সব অনুচরগণে।
াশ নিরখে কেহ কেহ ধায় বনে॥
ক পড়িল সবে চকিত নয়নে।
য়া রহিল অন্য স্মৃতি † নাহি মনে॥
কালে সুমধুর গভীর উচ্চধ্বনি।
সুধাসিন্ধু উথলিয়া আইসে জানি॥
াম জয়রাম জয়রাম রাম-গান।
চ্চৈঃস্বর করিয়া আইসে হনূমান্॥
ন বুঝি হনূমান্ জগতে আশ্বাসে।
র ভয় নাই ভাই রাম আইল দেশে॥
জগণের বিরহ অনল নিভাইতে।
ম-আগমন-বাণী-অমৃত সিঞ্চিতে॥
হরাজ প্রেমানন্দসাগরে ভাসিয়া।
খ নাহি আসে বাণী দুরু দুরু হিয়া॥
পক সম্ভাসি ‡ কহে কি দেখি আকাশে।
ভুর আকৃতি কিন্তু প্রকৃতি সরসে॥
প্রেমে ডগমগ ধীর চূড়ামণি।
সাধু ধন্য ধন্য ইহার জননী॥
হা আহা ইহার বালাই লয়্যা মরি।
ঝি মোর শ্রীরামের দূত অনুসারি॥
ক কহি গুহরাজ উর্দ্ধমুখ হয়্যা।
চ্চৈঃস্বরে ডাকে তাকে কান্দিবা কান্দিয়া॥

তুমি হে ওহে বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
ভুবনপাবন শিরোমণি।
ওহে ভাই ওহে পিতা, ওহে নাথ ওহে ত্রাতা,
ওহে রামচন্দ্র প্রেমধনি॥
কে তুমি হে ওহে ভাই, তোমার নিছনি যাই,
বালাই লইয়ে আমি মরি।
হের আইস তোমায় দেখি, হৃদয় মাঝারে রাখি,
পরাণ যথায় তথা চিরি॥
রাম নাম কি শুনাইলে, কি সুধা কর্ণে ঢালিলে,*
জুড়াইল প্রাণ মন দেহ।
জন্মে জন্মে একেবারে, কিনিয়া লইলে মোরে,
তনু মন জীবনের সহ॥
আইস আইস ভাই, হৃদয় বিছায়্যা দেই,
বৈস তাহে চরণ অর্পিয়া।
কোটি জন্মের পুণ্য বারি, অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
তাহে দেই পাদ ধোয়াইয়া॥
হনূমান্ মহামতি, হেরিয়া তাহার গতি,
চমৎকারে চাহিয়া রহয়।
কেবা এই মহাশয়, কিবা মতি সদাশয়,
কিবা প্রেম ভাবের উদয়॥
এই যে পুরুষবর, রামচন্দ্র অনুচর,
প্রিয়তম ভক্তের উত্তম।
মোদের যে অভিমান, ভকত বলিয়া জ্ঞান,
বৃথা করি আজি বুঝিলাম॥
হৃদয়মাঝারে ধরি, বালাই লইয়া মরি,
ইঁহার গুণের বলিহারি।
এই যে মহান্ মতি, প্রভুর ইঁহার প্রতি,
যথেষ্ট করুণা অনুসারি॥
আসিবার কালে মোরে, প্রভু গদগদ স্বরে,
কহিয়ে দিলেন যত্ন করি।
গুহনামে ভীলরাজ, যাইতে অরণ্যমাঝ,
সম্ভাষিয়া যাবে অজপুরী॥
শীঘ্র যাই তারসনে, নিলিবে আনন্দ-মনে,
আমি শীঘ্র আসিতেছি ক'বে।
সেই এই মহামতি, বুঝিনু প্রকৃতি প্রতি,
প্রভুর সে প্রিয়তম হবে॥
ইহা ভাবি শীঘ্রগতি, নভ হৈতে নাম্বি ক্ষিতি
প্রেমভাবে পুলকিত হয়্যা।

---

* পাঠান্তরে—"পরাণ সঁপিল।"
† পাঠান্তরে—"আত্মস্মৃতি।"
‡ পাঠান্তরে—"সাত্তালি" ও "সাত্তালি।"

* পাঠান্তরে—"কর্ণে ঢারিলে।"

দুই বাহু পসারিয়া, ধাইয়া তাহারে গিয়া,
আলিঙ্গিল বাহু পসারিয়া॥
দোঁহে দোঁহা হৃদে ধরি, গাঢ় আলিঙ্গন করি,
মুরছিত হইয়া পড়িলা।
ক্ষণেক বিলম্বে দোঁহে, ধৈর্য্য ধরি গুহ কহে,
কহ মোর রাম কোথা রৈলা॥
হনুমান কহে ভাই, আর তব দুঃখ নাই,
তোমার পরাণ রামচন্দ্র।
জনকনন্দিনী সীতা, বামপার্শ্বে শোভান্বিতা,
সহিত লক্ষ্মণ ভক্তবৃন্দ॥
পুষ্পক-বিমানোপরি, আকাশ পথেতে হরি,
আসিতেছে এখনি পাইবে।
মনে কর যে আশ্বাস, এখনি পুরিবে আশ,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে যে দেখিবে॥
এত শুনি গুহবরে, আনন্দ না দেহে ধরে,
পরিবার সহিত মাতিল।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ ভূমে গড়ি যায়,
প্রেমানন্দ উৎসব হইল॥
নানামত বাদ্য বাজে, বাহু তুলি গুহরাজে,
উদ্দণ্ড নাচয়ে কুতুহলে।
উঠে পড়ে গড়ি যায়, ক্ষণে স্তব্ধ হয়্যা রয়,
জয়রাম শ্রীরাম ক্ষণে বলে॥
কেহ মঙ্গলাচার করে, ঘট পাতে দ্বারে দ্বারে,
কদলীর বৃক্ষ থরে থরে।
চন্দ্রাতপ শত শত, পতাকা উড়য়ে কত,
মাল্যবন্ধন মুক্তাহারে॥
দীপমালা সারি সারি, চন্দনাভিষিক্ত পুরী,
ক্ষালন-লেপন-নমস্কারে।
এইমত সুমঙ্গল, করি সব কোলাহল,
আনন্দেতে আপনা পাসরে॥
যে পথে আসিবে রাম, বাঞ্ছিত মনের কাম,
সেই দিকে নয়ন অর্পিয়া।
যেমন চাতকগণে জলধর-আগমনে,
রহে সবে তেমতি চাহিয়া॥
হেনকালে অতিদূরে, পুষ্পক বিমানোপরে,
ধ্বজার আভাস দৃষ্ট হৈল।
কেহ বলে দেখ অই, কেহ বলে কই কই,
কেহ বলে দেখিতে না পাইল।

কেহ বলে অই অই, ধ্বজা দেখিয়াছি মুঞি
কেহ বলে অই কই বল।
কিবা বালবৃদ্ধ সবে, ধাওয়াধাই মহোৎসবে
কোলাহল নগরে পড়িল॥
হেনকালে চন্দ্রানন, সঙ্গে পারিষদগণ
গুহরাজপুরীগিরিমাঝে।
উদয় হইলা আসি, করুণাকিরণরাশি,
রঘুবীর ভকতসমাজে॥
গগনচন্দ্রিমাকরে, বাহ্য অন্ধকার হরে,
রামচন্দ্র হৃদয়তিমিরে।
প্রেমানন্দজ্যোৎস্নাকর, বিস্তারিয়া শশধর
আমূলসহিত দূর করে॥
সহাস্যকটাক্ষসুধা, জগতজনকমুদা
বৃষ্টি করে ভীল্লরাজোপরি।
বিচ্ছেদবাড়বানলে, প্রেমানন্দসিন্ধুজলে
নিভাইলা করুণা বিস্তারি॥
হৃদয়সাগরখাতে, প্রেমময় বারি তাতে
সাত্ত্বিকাদি-ভাব-ঝঞ্ঝাবাতে।
উছলি তরঙ্গ বহে, ধৈর্য্যবেলা লজ্ঘি তাহে,
ব্যভিচারি-ফেনা উঠে তাতে॥
দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র
ভকতবৎসল গুণধাম।
প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়া পুলকদেহ
হৃদয়ে লইয়া প্রিয়তম॥
গাঢ় আলিঙ্গনে দোঁহে, প্রভু ভৃত্যে লাগি রহে
অশ্রুজলে দোঁহা-অঙ্গ ভিজে।
ধন্য গুহ মহাশয়, চারিদিগে জয় জয়
কোলাহল হৈল ক্ষিতিমাঝে॥
স্বর্গ হইতে দেবগণ, করে পুষ্পবরিষণ
চমকিতচিত্তে ঘনে ঘনে।
কহে অহো কিবা ভাগ্য, কিবা যোগ্য কিসৌভাগ্য
এই প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে॥
দুন্দুভিবাজন বাজে, আনন্দে অপ্সরা নাচে
প্রশংসয় ত্রিভুবনলোক।
রাম অনুকূল যারে, কেবা নাহি পুজে তারে
সেই করে ত্রৈলোক্য আলোক॥
কি অলভ্য তার আছে, চতুর্ব্বর্গ তার পাছে
ফিরে সেই না করে দৃক্‌পাত।

...ধন অভাব তার, ত্রৈলোক্যের ধন সার,
প্রাপ্ত সেই রাম যার নাথ ॥
...প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ, সূর্য্য-আগে দিবাচন্দ্র,
চন্দ্র-আগে যেমন খদ্যোত।
...-নদী-আগে যেন, পুষ্করিণীর খাত হেন,
সাগরের আগে নদীস্রোত ॥
...তএব গুহরাজ, হেন প্রেমানন্দ-মাঝ,
ডুবিয়া পাথার নাহি পায়।
...মূল্য রতননিধি, দুর্লভ রত্নাবধি,
রাম ধন পাইয়া আলয় ॥
...নন্দে মগন হিয়া, কেহ আইসে জল লৈয়া,
কেহ শ্রীচরণ পাখালয়।
...হ রাজসিংহাসন, তাহাতে কমলাসন,
পাতি তাহে প্রভুরে বসায় ॥
...হ মালাচন্দন, নানা বস্ত্র আভরণ,
কেহ মুখচন্দ্র নিরখয়।
...না দ্রব্য মিষ্ট অন্ন, গব্য ফল বনোৎপন্ন,
নানামত সংস্কার করয় ॥
...রিষদগণ সহ, সমান পিরীতি-স্নেহ,
সমান ভকতি সহ সবে।
...জন ভূষণ বাণে, করি বহু পরিতোষে,
আনন্দসাগরে ভাসি সেবে ॥
...াবাদি কপিগণ, বিভীষণ জাম্বুবান,
যত পারিষদগণচয়।
...রাজের প্রেম দেখি, অবিরাম ঝুরে আঁখি,
পরস্পর বহু প্রশংসয় ॥
ধন্য মহাশয়, হেন প্রেম যার হয়,
জনম জীবন ধন্য ধন্য।
...চন্দ্রে এত প্রীত, সুশীল সমতারীত,
সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বমান্য ॥
...র যতেক ভক্ত, সর্ব্বমধ্যে অতিরিক্ত,
এই জন প্রিয়তম হবে।
...হার যে গুণ দেখি, জুড়ায় হৃদয় আঁখি,
যে হেতুক রামচন্দ্র লভে ॥
...গুহ মহারাজ, চৌদ্দভুবনমাঝ,
পূজ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
...র তুলনা নাই, বেদে ত তাৎপর্য্য এই,
যার প্রিয় রামচন্দ্র ইষ্ট ॥

বিধি ভব পুরন্দর, আদি দেব দেবী নর,
পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে।
সবেই আনন্দ পায়, নিরন্তর গুণ গায়,
জয় জয় ধন্য ধন্য করে ॥
জাতি কুল বিদ্যা তপ, কর্ম্ম জ্ঞান ব্রত জপ,
কিছুর অপেক্ষা নাহি করে।
শ্রীচরণ আশ্রয়, কোনমতে কেহ লয়,
সেই ত্রিপাবন শক্তি ধরে।
তার পাদরজস্পর্শে, কোটি মহাপাপ ধ্বংসে,
ভুক্তি মুক্তি সেহ থাকু দূরে।
দুর্লভ যে হরিভক্তি, ক্ষণমাত্রে দিতে শক্তি,
তাহা কিবা মহিমা অপারে ॥
হরিজনের জাতি কুল, বিচারয়ে যেই মূঢ়,
ভক্ত যে যবন শ্রেষ্ঠতম।
তার সাক্ষী গুহরাজ, পাবন ভুবনমাঝ,
নহে বৃথা ব্রাহ্মণজনম ॥

মহাভারতে—

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যং—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং
পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ২ ॥

অথ গারুড়ে,—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।

হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও মুনিশ্রেষ্ঠ হয়, এবং হরিভক্তিবিহীন দ্বিজও চণ্ডালাধম হয়।১।

দ্বাদশগুণযুক্ত (শম, দয়া, ক্ষমা, শৌচ প্রভৃতি) অথচ পদ্মনাভ শ্রীহরির পাদারবিন্দে বিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ,—যে চণ্ডাল আপন বাক্য-অর্থ-কায়মনোপ্রাণ ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে। সেই চণ্ডালই আপনার কুল পবিত্র করিয়া থাকে; কিন্তু গর্ব্বান্বিত বিপ্র পারেন না। ২।

অষ্টবিধা ভক্তি (শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন সহ প্রেমাশ্রু ত্যাগ প্রভৃতি) যে ম্লেচ্ছে বিদ্যমান

স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথা হরি॥ ৩॥

অতএব হরিভক্তে নীচ নাহি মানো।
পরমপাবন নিজ ইষ্ট করি জানো॥
বৈষ্ণবের মহিমার সীমা নাহি হয়।
বেদবিধি সর্ব্বশাস্ত্র ফুকরিয়া কয়॥
হরিভক্তিময়ী যদি আরাধন বিধি।
সহস্র প্রমাণ যার নাহিক অবধি॥
একেক অঙ্গের হয় শতেক প্রমাণ।*
এক এক শ্লোকে করি দিগ্দরশন॥
শ্রীল-সনাতন কলিত্রাণের আচার্য্য।
হরিভক্তিবিলাস বর্ণিলা গ্রন্থ আর্য্য॥
তাহার প্রমাণে কহি কিঞ্চিত আভাস।
বিশেষ কহিনু ইহা লাগিয়া বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি যেই জন করে।
সে জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে॥
বৈষ্ণবেরে নীচজাতি করিয়া মানয়।
নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয়॥ †

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥৪

পদ্যাবল্যাম্—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে
জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্য-
বুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা
নারকী সঃ॥ ৫॥

হরিভক্তি বর্ত্তে যদি ম্লেচ্ছে বা চণ্ডালে।
দান গ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে॥
হরিবৎ পূজিব তারে ভকতিপূর্ব্বকে।
গারুড়াদি প্রমাণ স্বয়ং কহয়ে শ্রীমুখে॥

গারুড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান স যতিঃ স চ পণ্ডিত
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্

আছে, সে ম্লেচ্ছও বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনি ও শ্রীসম্পন্ন; সে যতি এবং সে পণ্ডিত। যাহা (শ্রীহরিকে) দেয় (পূজা), তাহা সেই ম্লেচ্ছকে দিবে; এবং যাহা (শ্রীহরির নিকট হইতে) গ্রহণীয় (জ্ঞান), তাহা সেই ম্লেচ্ছের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। সেই ম্লেচ্ছও শ্রীহরির ন্যায় পূজনীয়। ৩।

ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিকে যদি কেহ শূদ্র, ব্যাধ কিম্বা চণ্ডাল প্রভৃতি সামান্য জাতির ন্যায় দর্শন করে, সে নিশ্চয় নিরয়গামী হয়। ৪।

পূজনীয় বিষ্ণুমূর্ত্তিকে শিলা, গুরুদেবকে মনুষ্য, এবং বৈষ্ণবকে জাতি বলিয়া যে ব্যক্তি মনে করে; বিষ্ণুর বা বৈষ্ণবের সেই কলি কলুষনাশক পাদোদককে যে ব্যক্তি সামান্য জল বলিয়া জ্ঞান করে; সকলপাপহারী শ্রীবিষ্ণুর নাম ও মন্ত্রকে যে ব্যক্তি সামান্য শব্দ মাত্র বোধ করে; কিম্বা যে ব্যক্তি সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সহিত তদিতরগণের সমতা-বুদ্ধি-যুক্ত সে ব্যক্তি নারকী। ৫।

অষ্টবিধা ভক্তি (শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন স প্রেমাশ্রু ত্যাগ প্রভৃতি) যে ম্লেচ্ছে বিদ্যমা আছে, সে ম্লেচ্ছ বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনি ও শ্রীসম্পন্ন সেও যতি, সেও পণ্ডিত। যাহা (শ্রীহরিকে দেয় (পূজা), তাহা সেই ম্লেচ্ছকে দিবে এবং যাহা (শ্রীহরির নিকট হইতে) গ্রহণী (জ্ঞান), তাহা সেই ম্লেচ্ছের নিকট হই গ্রহণ করিবে; সেই ম্লেচ্ছও শ্রীহরির ন্যা পূজনীয়॥ ৬॥

চতুর্ব্বেদ-পারদর্শী ব্যক্তিও আমার প্রি নয়; আবার আমার ভক্ত চণ্ডালও আমা প্রিয়। আমার ন্যায় সেও পূজ্য; আমাকে

---

* পাঠান্তরে—"এক এক অঙ্গের সহস্র প্রমাণ।"
† পাঠান্তরে—"সেই জন নরকে মজয়।"

ভক্তে ভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্তমধ্যে নহে।
স্বয়ং শ্রীমুখেতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে কহে॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যং—
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥৮

সাধুমার্গে শাস্ত্রমতে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়।
বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ভজ করি দৃঢ়॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ-সংবাদে—
বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতা।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবানিদং জগৎ॥৯
মদ্ভক্তো দুর্লভো যস্য স এব মম দুর্লভঃ।
তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়ঃ॥১০

অজশক্রতুল্য নাহি করি কৃষ্ণভক্ত।
বিচার করহ গূঢ় পরমার্থতত্ত্ব॥

পাদ্মে—
বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃশক্রো ভবেদ্‌যদি।
নকোঽপি সমতাং যান্তি কৃষ্ণভক্ত নারদ॥ ১১॥

বৈষ্ণবের পাদোদক পরমপাবন।
পান করি পুন শুচি হৈতে করে মন॥
সেই অপরাধী ব্রহ্মহত্যার পাতকী।
তাহার প্রমাণশাস্ত্র সৌপর্ণে নিরখি॥

গারুড়ে—
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচমতি সম্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥১২

যথা—
বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরমনির্ব্বাণহেতুনা।
পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্॥১৩

শ্রীভাগবতে—
উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ॥ ১৪॥

হরির প্রতিমা হন বৈষ্ণবঠাকুর।
দর্শন স্পর্শন পূজা কর্ত্তব্য প্রচুর॥
বহু ভাগ্যেতে যার শ্রদ্ধা জনময়।
সুকৃতি বলিয়া তারে শ্রুতিগণ গায়॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—
স্বদর্শন-স্পর্শন-পূজনৈঃ কৃতী
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।
ধুন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যস্য তৎ
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ॥ ১৫॥

যাহা দেয় (পূজা ভক্তি) তাহাকে দিবে; এবং আমার নিকট হইতে যাহা গ্রহণীয় (জ্ঞানাদি,) তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। ৭।

যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত, হে পার্থ, তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহেন; যাঁহারা আমার ভক্তজনের ভক্ত, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে অভিহিত। ৮।

হে কুন্তীনন্দন! তুমি বৈষ্ণবদিগের ভজনা কর, অন্য দেবতাদিগের ভজনা করিও না। বৈষ্ণবগণই সর্ব্বদেবতাকে এবং এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন। ৯।

আমার ভক্ত যাঁহার নিকট দুর্লভ (বলিয়া সমাদৃত), তিনিও আমার নিকট দুর্লভ। হে ধনঞ্জয়! সত্যসত্যই তাঁহার অপেক্ষা দুর্লভ আমার আর নাই। ১০।

হে নারদ! সমগ্র দেবগণের কথা বলিব কি, স্বয়ং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রও যদি পুনরায় আবির্ভূত হন; কৃষ্ণভক্তের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ১১।

বিষ্ণুপাদোদক ও ভক্তপাদোদক পান করিয়া (শুচিলাভাশায়) যে ব্যক্তি আচমন করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কথিত হয়। ১২।

বৈষ্ণবকে কন্যাদান নির্ব্বাণের হেতু, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনও নির্ব্বাণের হেতু। ১৩।

দ্বিজগণের অনুমোদন-ক্রমে তাঁহাদের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনে আমার সমস্ত পাপ দূরীভূত হইল। ১৪।

কৃতী বৈষ্ণব, বিষ্ণু-প্রতিমার ন্যায়, নিজের দর্শন, স্পর্শন ও পূজার দ্বারা লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া সংসারে বাস করেন। তাহাতে তাঁহাদের নিজের স্বার্থ কিছুই নাই; সংসারের হিতের জন্য তাঁহারা দীপবৎ বিরাজমান থাকেন। ১৫।

পাদ্মে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥১॥

বৈষ্ণবস্মরণ যদি গৃহে বসি করে।
সদ্য সে জীবনমুক্ত সেবা রহু দূরে ॥

শ্রীভাগবতে—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ
শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ২ ।

বৈষ্ণবেরে নমস্কার অষ্টাঙ্গ হইয়া।
যেই করে সেই ধন্য শরীর ধরিয়া ॥
দুর্বৃত্তো বা সুবৃত্তো বা বৈষ্ণব যে জন।
অবশ্য নমস্য সেই স্মৃতের বচন ॥

স্মৃতিবাক্যং—

হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ।
নমস্কুর্য্যামহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ ॥৩
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ ॥
দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥৪

বৈষ্ণবের নামে সর্ব্বপাতক নাশয়।
কৃষ্ণভক্তি জন্মে ভাগবতে বহু গায় ॥
প্রাতঃকালে উঠি যেই করয়ে কীর্ত্তন।
ভারতের এক শ্লোক শুনহ প্রমাণ ॥

যথা—

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্তনম্ ॥
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ॥৫

বৈষ্ণবসেবনে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।
চতুর্ব্বর্গ ফল ইহ না হয় আধিক্য ॥
মুখ্যফল হয় মাত্র কৃষ্ণে রতি মতি।
মুক্তি তুচ্ছফল ফল শ্রীকৃষ্ণে ভকতি ॥
তবে যে কহেন শ্রুতিগণ নানাফল।
বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির কারণ কেবল ॥
অনেক প্রমাণ তাহে পুস্তক বাড়য়ে।
দুই এক শ্লোক লিখি কিঞ্চিত আশয়ে ॥

ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে—

হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা।
শুশ্রূষুর্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥৬

তথাচ—

বহির্ম্মুখপ্রবৃত্ত্যৈ তৎ কিন্তু মুখ্যফলং রতিঃ ॥ ৭ ।

বৈষ্ণবদর্শনে মাত্র তৎক্ষণে পবিত্র।
মৃৎ-শিলাময়ী দেব-গঙ্গার অতিরিক্ত ॥
সেবাদিকরণে পূত করেন তাঁহারা।
বৈষ্ণবদর্শনমাত্র তখনি বিজ্বরা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৮ ॥

হে রাজন্! যাহারা স্বল্প পুণ্যবান্, মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে কিছুতেই তাহাদের বিশ্বাস হয় না। ১।

যাঁহাদিগের (বৈষ্ণবগণের) স্মরণ-মাত্রই জনগণের গৃহ সদ্যঃ পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদ-প্রক্ষালন ও আসনাদি দ্বারা যে কি (পবিত্রতা সাধিত) হয়, তাহার কি আর বক্তব্য আছে ? ২।

হরিভক্তি-রসাস্বাদে যে নরশ্রেষ্ঠগণ আনন্দিত, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি; কারণ, তাঁহাদের সঙ্গিগণও মুক্তি লাভ করে।৩

হরিভক্ত ও হরিনামপরায়ণ জনগণ, সুবৃত্ত বা দুর্বৃত্ত হউন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার করি। ৪।

প্রত্যহ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবের গুণানুকীর্ত্তন করেন, হে বলিরাজ, এই কলিযুগে তাঁহারাই ভাগবত ও কৃষ্ণতুল্য। ৫।

যিনি হরিকীর্ত্তনশীল, কিম্বা তাঁহার ভক্তগণের প্রিয় অথবা মহৎ ব্যক্তিগণের সেবাপরায়ণ, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং আমাদিগের বন্দনীয়। ৬।

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি সঞ্চারের নিমিত্ত রতিই কিন্তু প্রধান ফল। ৭।

সলিলাদি (গঙ্গাদি), তীর্থাদি এবং মৃৎ-শিলা-ময় দেবাদি বহু দিনে পবিত্র করেন; কিন্তু সাধুদিগের দর্শন মাত্রই পবিত্রতা সাধিত হয়। ৮।

বৈষ্ণবের পূজা সর্ব্বপূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ।
অন্য দেবা দূরে রহু কৃষ্ণ হৈতে ইষ্ট॥
একাদশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা ॥ ১॥
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ॥ ২॥
বিনা অভিষিক্ত বৈষ্ণবের পাদরজ।
কারু স্কন্ধে সিদ্ধ নহে কভু কোন কায॥
পঞ্চমস্কন্ধে—
রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্ বা।
ন-চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ ৩॥
বৈষ্ণবের সেবা করে দাস-অভিমানে।
পরম গতিকে পায় বৈকুণ্ঠভুবনে॥
তথাহি পদ্মে—
বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য! গতিং
যান্তি নিরাকুলাঃ॥ ৪॥
সর্ব্ব আরাধন-সার বিষ্ণু আরাধনা।
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উপাসনা॥
পাদ্মে উত্তরখণ্ডে—
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥৫

ইহাতে অন্যথাবুদ্ধি নাহি কেহ কর।
এই বাক্য হৃদয়ে কবচ করি পর॥
বৈষ্ণব তেজিয়া হরি একান্ত-ভজনে।
কৃষ্ণকৃপা নাহি হয় ভক্তে নাহি গণে॥
কৃষ্ণ না ভজি মাত্র বৈষ্ণবভজনে।
কৃষ্ণ পাই ভক্ত পাই শাস্ত্রেতে বাখানে॥
অতএব প্রযত্নেতে বৈষ্ণব পূজহ।
সর্ব্বদুঃখ পাপ-আদি হইতে তরহ॥
শ্রীগীতায়াং—
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতা॥৬॥
পাদ্মে—
অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥৮
বৈষ্ণব দেখিয়া মহা-আনন্দ করিব।
কাঙ্গালের বন্ধু যেন দেখি হৃষ্ট হব॥
যাঁর বক্ষে শুদ্ধভক্তি তাঁর এই রীত।
স্বভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত॥
একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যং—
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা॥ ৯॥

বৈষ্ণবগণকে আমার বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিবে। ১।

আমার ভক্ত অধিক পূজার্হ। ২।

হে রহূগণ! মহৎ ব্যক্তির পাদরজের অভিষেক ব্যতীত, তপস্যায় অন্নদানে, গৃহধর্ম্মে, উপকারে, বেদাভ্যাসে, কিম্বা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনায়, কেহই সিদ্ধলাভ করিতে পারে না। ৩।

যাঁহারা বিষ্ণুভক্তগণের দাস এবং বৈষ্ণবান্নভোজী, হে বৈশ্য, তাঁহারা অনায়াসে যজ্ঞভোক্তা দেবগণের গতি প্রাপ্ত হন। ৪।

সর্ব্ব আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু হে দেবি, যাঁহারা বিষ্ণুর (অর্থাৎ বৈষ্ণব), তাঁহাদিগের আরাধনা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৫।

হে পার্থ! যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত, তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহেন; যাঁহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে অভিহিত। ৬।

যে ব্যক্তি গোবিন্দের অর্চ্চনা করে, অথচ তাঁহার ভক্তের (বৈষ্ণবের) অর্চ্চনা করে না, সে ব্যক্তি ভাগবত নহেন; তাহাকে দাম্ভিক বলিয়া মনে করিবে। ৭।

এই হেতু সর্ব্বপ্রকার যত্নে সর্ব্বদা বৈষ্ণবের পূজা করিবে। মহাভাগবতগণের অর্চ্চনায় সর্ব্বদুঃখ হইতে ত্রাণ হয়। ৮।

বৈষ্ণবগণকে আমার বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিবে। ৯।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ॥ ১ ॥
বৈষ্ণব ভোজন যার গৃহেতে করয়।
তার সঙ্গে যার সঙ্গ নিষ্পাপ সে হয় ॥
কৃতান্তের অধিকার তাহাতে নাহিক।
যম নিজদূতে কহে করিয়া অধিক ॥

পাদ্মে—
বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুংক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃপরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ ॥২

ভক্তরসনায় কৃষ্ণ রস আস্বাদয়।
স্বীকৃত সামগ্রীতে তাদৃক্ তৃপ্ত নয় ॥

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং—
নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্টৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ! ॥ ৩ ॥

সর্ব্বত্র বৈষ্ণব পূজ্য স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতা মনুষ্য আদি যতেক অখিলে ॥

নারদীয়ে—
সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবরোগরক্ষসাম্ ॥ ৪।
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥৫

প্রাতঃকালে উঠি লয় বৈষ্ণবের নাম।
কৃষ্ণতুল্য হয় সেই সর্ব্বগুণধাম ॥

আমার ভক্ত অধিক পূজার্হ। ১।

যাঁহাদিগের গৃহে বৈষ্ণবের ভোজন হয়, যাঁহারা বৈষ্ণব-সঙ্গ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা তোমাদের (যমদূতের) পরিহার্য্য; বৈষ্ণব (সঙ্গ) প্রাপ্তি-হেতু তাঁহাদের সকল পাপ নষ্ট হইয়াছে। ২।

আমার দর্শনমাত্রেই সম্মুখস্থিত নৈবেদ্য আমার স্বীকৃত হয়; কিন্তু হে পদ্মজ! ভক্তের রসনাগ্রে আমি রসাস্বাদন করি। ৩।

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সর্ব্বত্র, দেব মানব পন্নগ রাক্ষস সকলেরই নিকট বৈষ্ণবগণ পূজ্য। ৪।

বৈষ্ণব মহাত্মগণের স্মরণমাত্রে লক্ষ শত পাপ বিদগ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ৫।

মহাভারতে রাজধর্ম্মে—
নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাস্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ॥৬

বৈষ্ণবপ্রসঙ্গ হৃৎকর্ণরসায়ন।
মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা অমৃতভাজন ॥
অপবর্গদ্বার আর শ্রদ্ধা রতি ভক্তি।
ক্রমিক জন্ময়ে হয় সুদৃঢ় আসক্তি ॥

শ্রীভাগবতে—
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৭।

বৈষ্ণবের পাদুকায় নতি পুনঃপুনঃ।
যে প্রভাবে * মিলে সাধ্য সাধন নির্গুণ ॥
কর্ম্মাবলম্বন কারো আলম্বন জ্ঞান।
মো সবার বৈষ্ণবের পাদুকালম্বন ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্যস্য—
ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া যিনি বৈষ্ণবের গুণানুকীর্ত্তন করেন, হে বলিরাজ! কলিকালে সেই ব্যক্তি ভাগবত ও কৃষ্ণতুল্য। ৬।

সাধুদিগের প্রসঙ্গ আমার বিক্রম-জ্ঞাপক, তাঁহাদিগের কথা আমার হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন স্বরূপ। তদ্দ্বারা আমার অপবর্গের পথে ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তির সমাবেশ হইবে। ৭।

যাঁহাদিগের সংসর্গলাভই জগতের মধ্যে উত্তম সাধন ও সাধ্য, সেই ভগবদ্ভক্তগণের চরণকমল-সংলগ্ন পাদুকাকেও আমার নমস্কার। ৮।

---

* পাঠান্তরে—"প্রসাদে।"

পদ্মাবল্যাং—

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥ ১॥

দর্শন স্পর্শন আদি করি সহবাসে।
ক্ষণমাত্র শুদ্ধ হয় যবন পুক্কশে॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্ত্যাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্॥২॥

হরিভক্ত পূজে যেই হরিভক্তি করি।
তারে তুষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ত্রিপুরারি॥

তত্রৈব—

হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ৩॥

ভক্ত ভগবান্ স্বয়ং লোকরক্ষাহেতু।
ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ প্রাকৃতিক ন তু॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥ ৪॥

হরিভক্তসঙ্গিসঙ্গ ক্ষণমাত্র হয়।
সর্ব্বমহাপাতকাদি তৎক্ষণেতে যায়॥

বৃহন্নারদীয়ে—

হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥ ৫॥

বৈষ্ণবের আরাধনা অসংখ্য গণন।
পুস্তকে বাড়য়ে কত করিব বর্ণন॥
কিঞ্চিত কহিল মাত্র দিগদরশন।
যেন তেন মতে করি বৈষ্ণবের গান॥
বৈষ্ণবের মহিমা কি কহিব অধিক।
বিনা বৈষ্ণবের পূজা সকলি অলীক॥
গোবিন্দ ভজয়ে যে নাহি ভজয়ে বৈষ্ণবে।
ভক্তমধ্যে নহে সেই দাম্ভিক জানিবে॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥৬
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥ ৭॥

বৈষ্ণব সন্তান যার সেই ভাগ্যবান্।
পুত্রবতী সেই নারী পিতা পুত্রবান্॥

সৌপর্ণে—

কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণাঞ্চ ধুরন্ধরঃ॥ ৮॥

দুর্লভ ভাগবত নাম কলিতে যাঁহার।
ব্রহ্মরুদ্রপদ হৈতে উৎকৃষ্ট তাঁহার॥

তত্রৈব—

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥ ৯।

কেহ জ্ঞান অবলম্বনকারী, কেহ কর্ম্ম অবলম্বনকারী; কিন্তু আমরা হরিদাসগণের পাদত্রাণ অবলম্বনকারী। ১।

দর্শন, স্পর্শন, আলাপ এবং সহবাসাদির দ্বারা সাক্ষাৎ পুক্কশকেও (যবনকেও) কৃষ্ণভক্তগণ ক্ষণমাত্রে পবিত্র করেন। ২।

হরিভক্তগণকে যিনি হরিজ্ঞানে পূজা করেন, হে বিপ্রেন্দ্রগণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হন। ৩।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রচ্ছন্ন বিগ্রহভাবে ভগবৎভক্তরূপে আমিই সর্ব্বদা লোকদিগকে রক্ষা করিতেছি। ৪।

হরিভক্তি পরায়ণগণের সঙ্গীদিগের সঙ্গমাত্র লাভে মহাপাতকদিগের সর্ব্ব পাপ মোচন হয়। ৫।

যে ব্যক্তি গোবিন্দের অর্চ্চনা করে, অথচ তাঁহার ভক্তের (বৈষ্ণবের) অর্চ্চনা করে না, সে ব্যক্তি ভাগবত নহে; তাহাকে দাম্ভিক বলিয়া জানিবে। ৬।

এই হেতু সর্ব্বপ্রকার যত্নে সর্ব্বদা বৈষ্ণবের পূজা করিবে মহাভাগবতগণের অর্চ্চনায় মনুষ্য সর্ব্বদুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। ৭।

যে পুরুষ এই কলিকালে ভাগবত বৈষ্ণব নামে অভিহিত, সেই পুরুষ পিতৃগণের ধুরন্ধর এবং তাহার জননীই প্রকৃত পুত্রবতী। ৮।

আমার গুরুদেব কহিয়াছেন যে, কলিতে

বৈষ্ণবের চিহ্ন যাঁর শরীরে দেখিবে।
নিঃসন্দেহ কলিতে সে দেবতা জানিবে॥

তত্রৈব—

যস্য ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরের্মুনে!।
গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে ন হি সংশয়ঃ॥

চণ্ডাল যে হরিভক্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ
হরিভক্তি শূন্য চ নহে তত অপকৃষ্ট॥ *

নারদীয়ে—

শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥১১॥

ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মা সেই সে হইল।
চণ্ডাল হরির তোষ যেই জন্মাইল॥

স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥১২

সেই সর্ব্বধর্ম্মকর্ত্তা হরিভক্তিকতি।
সর্ব্বপাপকর্ত্তা যেই অভক্ত দুর্ম্মতি॥

তত্রৈব—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব!।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত!॥১৩

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃকৃতো হরে॥

সর্ব্বধর্ম্ম করি সেহ নরকেতে যায়।
হরির অভক্ত যেই জন দুরাশয়॥
সদা ব্রহ্মহত্যা যদি ভক্তেরে ঘটয়।
তবু শুদ্ধ থকে তারা বাধা না জন্ময়॥ *

তত্রৈব—

নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে!
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতি॥ ১৫।

তাবৎ সংসার ভ্রমে পিণ্ডাকাঙ্ক্ষ হয়॥
যাবৎ কুলে হরিভক্ত পুত্র না জন্ময়॥

তত্রৈব—

তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে॥১৬

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চণ্ডাল যবন।
হরিভক্ত যেই সেই সর্ব্বোত্তমোত্তম॥

তত্রৈব—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥১৭

ভাগবত নাম দুর্লভ; উহা লাভ করা দুরূহ; ব্রহ্মা ও রুদ্রের পদ অপেক্ষা উহা উৎকৃষ্ট। ৯।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহার দেহে ভাগবত-চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং যাহারা হরিগুণগান করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবে; তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।১০।

হে মহীপতে! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল ও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং বিষ্ণুভক্তিবিহীন দ্বিজ চণ্ডাল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। ১১।

হে কেশব। আপনার যখন তুষ্টি হয়, তখন আপনার ইন্দ্রত্ব শিবত্ব ব্রহ্মত্ব ও পরব্রহ্মত্ব চণ্ডালও প্রাপ্ত হয়। ১২।

যে আপনার ভক্ত, হে কেশব, সে সকল ধর্ম্মের পালনকর্ত্তা; আর যে আপনার ভক্ত নহে হে অচ্যুত, সে সর্ব্বপাপের আচরণ কর্ত্তা। ১৩।

হে অচ্যুত! আপনার ভক্তের কৃত অধর্ম্মও ধর্ম্ম, এবং আপনার অভক্তের কৃত ধর্ম্মও অধর্ম্ম। ১৪।

হে হরি! আপনার অভক্তজন নিঃশেষে ধর্ম্মাচরণ করিয়াও নিরয়গামী হয়, এবং আপনার ভক্তজন ব্রহ্মহত্যাকারী হইয়াও বিশুদ্ধ হয়। ১৫।

যে পর্য্যন্ত কুলে হরিভক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ না করে, সে পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডপ্রার্থী হইয়া সংসারে ভ্রমণ করেন। ১৬।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা তদপেক্ষা কোনও ইতর জাতি যদি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হন, তিনিই সর্ব্বোত্তমোত্তম জানিবে। ১৭।

---

* পাঠান্তরে—"হরিভক্তিহীন যতি শ্বপচাপকৃষ্ট॥"

* পাঠান্তরে—"তার ব্যত্যয় না হয়।"

হরিনাম মহাপূত যেই নীচ জাতি।
জপে সেই পবিত্র পাবন মহামতি॥
কৃষ্ণের পিরীতি সেই সাধু জন্মাইল।
বেদবেত্তা-ব্রাহ্মণ জনমে কি হইল॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যং—

নামযুক্তজনাঃ কেচিৎ জাত্যান্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা দেবপারগাঃ॥১

হরিভক্তিহীন যেই সেই সে চণ্ডাল।
হরিভক্ত চণ্ডাল যে ভুবনমঙ্গল॥

তত্রৈব—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥ ২॥

বৈষ্ণব বর্ণের বাহ্য ত্রৈলোক্যপাবন।
শ্বপচসমান অবৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ॥

তত্রৈব—

শ্বপচমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত পাপযোনি হয়।
স্ত্রী-শূদ্র-বৈশ্য আদি যে কেহ ভজয়॥
পরমপবিত্র সেই দুর্লভ যে গতি।
অনায়াসে পায় করে বৈকুণ্ঠে বসতি॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি
স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি
পরাং গতিম্॥ ৪॥

সর্ব্বযজ্ঞ-সর্ব্ববেদ-পারগ ব্রাহ্মণ।
হেন কোটি কোটি নহে বৈষ্ণবসমান॥
এহেন সহস্র ভক্ত করিয়া সমানে।
ঐকান্তিক এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

গারুড়ে—

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্তেকো বিশিষ্যতে॥৫

সদাচার-হীন দুরাচার যদি হয়।
অনন্যভাবেতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥
সাধু সেই মান্য সেই সর্ব্বসারকৃত।
তাৎপর্য্য যে ব্যবসায়নিপুণ চরিত॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥৬

শালগ্রামপূজা বৈষ্ণবের আবশ্যক।
স্ত্রী কিংবা শূদ্র ইহা শাস্ত্র নিয়ামক॥

পাদ্মে—

শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥ ৭॥

বেদপরায়ণ বিপ্রগণও আমার তদ্রূপ প্রীতিসম্পাদনে সমর্থ নহেন, আমার নামযুক্ত জাত্যন্তরসমন্বিত জন (হরিনামপর নীচ-জাতীয় ব্যক্তিগণও) আমার যেরূপ প্রীতি সাধন করেন ১।

বিষ্ণুভক্তিবিহীন জন চণ্ডাল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়, এবং হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ হয়। ২।

অবৈষ্ণব বিপ্রকে লোকে চণ্ডাল-তুল্যও দর্শন করিবে না; কিন্তু নীচবর্ণজ বৈষ্ণবও ত্রিভুবন পবিত্র করেন। ৩।

হে পার্থ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, কিম্বা কেনও পাপযোনিজ ব্যক্তিও আমাকে আশ্রয় করিলে, পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৪।

সহস্র সত্রযাজি অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তবিৎ এবং কোটি সর্ব্ববেদান্তবিৎ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব বিশিষ্ট; আবার একান্ত-বিষ্ণুভক্ত একজন, সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হইতে বিশিষ্ট। ৫।

যে ব্যক্তি অনন্যমনে আমার ভজনা করে, সুদুরাচার হইলেও, তাকে সাধু বলিয়া জানিবে, যে হেতু সে সম্যক প্রকারে মৎপ্রতি একান্তচিত্ত হইয়াছে। ৬।

শালগ্রামশিলার পূজা বিনা যে ব্যক্তি কিছু ভোজন করে, চণ্ডালের বিষ্ঠার কৃমি হইয়া কল্পকাল জন্মগ্রহণ করে। ৭।

স্কান্দে চ—

গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥ ১॥

এই দুই শ্লোক সাধারণ-ভক্তপর।
বিশেষ স্ত্রীশূদ্রভক্তপর শুন আর॥

যথা তত্রৈব—

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃস্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ সম্পূজ্যো। ভগবৎপরৈঃ॥২

তথা স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে শালগ্রামশিলার্চ্চাপ্রসঙ্গে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥৩

তত্রৈবান্যত্র—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥৪॥

সচ্ছূদ্রপদে শূদ্রবংশে যে বৈষ্ণব।
শালগ্রামে অধিকারী ইতরে দুর্লভ॥
তবে যে নিষেধমতে বচন যে শুন।
অবৈষ্ণবপর নহে বৈষ্ণবে কখন॥

তত্র বচনং যথা—

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥ ৫

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতামিয়াৎ॥ ৬॥

অতএব এ বচন সামান্য উপর।
নিষেধ যে হয় তত্র বৈষ্ণব ইতর॥
কিংবা কেহ দম্ভক্রমে বচন গড়িল।
গোস্বামী আচার্য্য ইহা আশঙ্কা করিল॥
হরিভক্তিবিলাসেতে শ্রীপাদ কহয়।
নতুবা বিরোধ শাস্ত্রান্ত মতে হয়॥
আর কহি শুন হরিভক্তিবিলাসেতে।
গোস্বামী শ্রীসনাতন যে কহে টিকাতে॥
'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং' ইহার মধ্যেতে॥
এব-কার হয় এব-কারের অর্থেতে॥
অন্যব্যবচ্ছেদ হয় এই ত নির্ণয়।
অথচ দেখিয়ে বহুশাস্ত্রেতে কহয়॥
স্ত্রী-শূদ্র শালগ্রামপূজা-অধিকারী। *
ইহাতেই এ বচন কৃত্রিম বিচারি॥
এ বচন যদ্যপি প্রমাণ্য হইত। †
অন্য শাস্ত্রমতে তবে বিধি না থাকিত॥
বিচার করিবে ইথে পণ্ডিত যে হবে।
দম্ভ-ঈর্ষা-মতে নিজ মত না স্থাপিবে॥
পুনর্ব্বার আর শুন শাস্ত্রেতে প্রমাণে।
বৈষ্ণব-স্ত্রী-শূদ্র অধিকারী শালগ্রামে॥

বায়ুপুরাণে—

অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥ ৭॥
সন্ধ্যার্যা বঞ্চবৈর্ষত্রাচ্ছালগ্রামশিলাঽম্বুবৎ।
না র্চ্চ্যা দ্বারকাচক্রাঙ্কিতে পোতৈব সর্ব্বদা॥৮

যাহার মন শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনায় না যায়, তাহার দেহ গৌরবোন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গাগ্রে বিদারিত হয়। ১।

শ্রীভগবান শালগ্রামশিলাত্মক; অতএব, ভগবৎপর দ্বিজ স্ত্রী ও শূদ্র সকলেরই (শাল-গ্রাম) সম্যক্ পূজনীয়। ২।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সৎশূদ্রগণের শালগ্রাম-পূজার অধিকার আছে; অপরের কদাপি নাই। ৩।

শিলাচক্রের পূজা করিয়া, স্ত্রী, বা শূদ্র, বা ব্রাহ্মণ, বা ক্ষত্রিয়াদি, শাশ্বত-পদ লাভ করেন। ৪

ব্রাহ্মণ, শুচি বা অশুচি হউন, আমি তাঁহা-রই পূজ্য; স্ত্রী ও শূদ্রের করস্পর্শ বজ্র.ধিক আমার অসহনীয়। ৫।

প্রণবোচ্চারণ, শালগ্রাম শিলাপূজা বা ব্রাহ্মণী-গমন দ্বারা শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬।

অযাজক অথচ দানশীল হইয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এবং প্রত্যহ পুরাণ শ্রবণ ও শালগ্রাম-পূজা করিবে। ৭।

বৈষ্ণবগণ প্রাণপণ যত্নে শালগ্রাম শিলা

---

* পাঠান্তরে—"স্ত্রীশূদ্র সবে হয় পূজা অধি-কারী।"

† পাঠান্তরে—"এ বচন প্রমাণ যে যদ্যপি হইত।"

এতেক প্রমাণশাস্ত্র বিরোধী যে বাক্য।
গ্রাহ্য নাহি হয় বহুশাস্ত্রেতে অনৈক্য॥
'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং ইত্যাদি বচন।'
কেহ কহে শাস্ত্রের নহে দ্বান্তিকবচন॥
তস্মাৎ যে অন্য বহু শাস্ত্রের বিরোধী।
অতএব সাধুজন ইহাতে বিবাদী॥
যদি বল স্ত্রী শূদ্র বৈষ্ণব কিমাকার।
গৃহাত যে বিষ্ণুদীক্ষা বিষ্ণুপূজাপর॥
ইহার ইতর সেই অবৈষ্ণবগণে।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই পণ্ডিতে বাখানে॥

প্রমাণং হরিভক্তিবিলাসে—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥৯
শূদ্র-আদি অন্ত্যজ সে বৈষ্ণব যদি হয়।
শূদ্র নীচ নহে সেই পূজ্যের আলয়॥
হরিভক্তিহীন শুদ্ধ যতি * কেনে নয়।
শ্বপচ অধিক সেই নীচ দুরাশয়॥

তথা নারদীয়ে—

শ্বপচোঽপি মহীপাল। বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥ ১০
নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে॥
নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥১১

ভগবদ্ভক্ত যেই, সেই শূদ্র কভু নহে।
অভক্ত ব্রাহ্মণাদিক শূদ্র শাস্ত্রে কহে॥

পাদ্মে চ—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমা।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥১২॥
দ্রব্যের সংযোগে কাঁসা সোণা হয় যথা।
কৃষ্ণ দীক্ষা মাত্র নর দ্বিজ হয় তথা॥

তথাচ তত্রৈব—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ ১৩
পিতৃগোত্রে যথা কন্যা অবিবাহে থাকে।
বিবাহ হইলে স্বামিগোত্রে প্রবর্ত্তকে॥
তথা বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষামাত্রে শ্রেষ্ঠ হয়।
নীচত্ব শূদ্রত্ব তেজি দ্বিজত্বকে পায়॥

যথা—

পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ ১৪

অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতিবাক্যং—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ১৫॥

ধারণ করিবেন, এবং সর্ব্বদা দ্বারকা-চক্রাঙ্কিত শিলার অর্চ্চনা করিবেন ৮।

বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণকারী, বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তিই বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; তদিতর ব্যক্তিগণ অবৈষ্ণব। ৯।

হে মহীপতি!—বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল, দ্বিজের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এবং হরিভক্তিহীন ব্যক্তি; চণ্ডাল হইতেও নীচ। ১০।

ভগবদ্ভক্ত শূদ্র ব্যাধ বা চণ্ডালকে যাহারা সামান্য জাতি বলিয়া মনে করে, তাহারা নিশ্চয় নীরয়গামী হয়। ১১।

ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন; তাঁহারাই ভাগবত শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি জনার্দ্দনের ভক্ত নহে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্ববর্ণের মধ্যে শূদ্র। ১২।

রস-বিধান-হেতু দ্রব্য-সংযোগে কাংস্য যেমন কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ নরগণ দীক্ষা-বিধান দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করেন। ১৩।

কন্যা যেরূপ পিতৃগোত্র হইতে স্বামিগোত্র প্রাপ্ত হয় দীক্ষাপ্রভাবে নরগণেও তদ্রূপ দ্বিজত্ব হইয়া থাকে। ১৪।

ক্বচিৎ যাঁহাকে প্রণাম ও স্মরণ করিলে এবং যাহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে চণ্ডালও সাক্ষাৎ সোমযজ্ঞকারী বলিয়া কল্পিত হয়; তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে যে কি পর্য্যন্ত পবিত্রতা লাভ হয়, তাহা কি আর বলিতে হয়। ১৫।

---

* পাঠান্তরে—"যদি যতি।"

বিষ্ণুর নাম আদি যদি চণ্ডালে করয়।
যজ্ঞযজনের যোগ্য পবিত্র সে হয়॥
অশ্বত্থ গো-দ্বিজ-আদি ভগবানের ভক্ত।
নিজতনু হয় স্বয়ং মুখে করে ব্যক্ত॥
তথাচ হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্-
ব্রহ্মসংবাদে—
তীর্থাশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ম্।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥ ১
পৃথু মহারাজ শক্ত্যাবেশ-অবতার।
শ্রীমুখে কহিলা শুন রহস্য তাহার॥
সর্ব্বত্র শাসনে মুঞি হই দণ্ডধৃক্।
বিনে যে অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণব সর্ব্বাধিক॥
অতএব হরিভক্ত বর্ণবাহ্য হয়।
নীচ উচ্চ জাতি সব কৃষ্ণতনুময়॥
যথা চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে—
সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥ ২॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-স্থানে সাবধান হৈতে।
পূর্ব্বাপর কহে শাস্ত্রে দুই স্বতন্ত্রেতে॥ *
বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে।
ইহাতে বুঝহ অন্যবর্ণ যে বৈষ্ণবে॥
পণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝহ বিচারি।
মূর্খ কুতার্কিক জন নহে অধিকারী॥
অবৈষ্ণব বিপ্র হৈতে দুর্জ্জাতি বৈষ্ণব।
শ্রেষ্ঠতম হয় শাস্ত্রে কর অনুভব॥
শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং
পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমান॥ ৩॥
দক্ষিণাদি ভগবত-সম্বন্ধে যে দ্রব্য।
বৈষ্ণবেরে দিব ভূষা-আদি হব্য কব্য॥
তাহার অর্দ্ধেক বিপ্রে করিব প্রদান।
অতেব ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বপূজ্যবান্॥
অতএবোক্তং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবতা
শ্রীহয়গ্রীবেণ পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠান্তে—
মূর্ত্তিপানান্তু দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা।
তদর্দ্ধং বৈষ্ণবানান্তু তদর্দ্ধন্তু দ্বিজন্মনাম্॥ ৪॥
ব্যাধ কৃষ্ণভক্ত শালগ্রামপূজা কৈলা।
ধর্ম্ম মহামুনি যাতে উপদেশ দিলা॥
অতএব ইহাতে যে অবোধ নিন্দয়।
না জানিয়া কহে কিংবা দম্ভের আশয়॥
তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পতিব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধ-
স্থাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তং—
ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মব্যাধস্য তদ্বচঃ
তস্মৌ স চ সমানীয় দর্শয়ামাস তাবুভৌ॥ ৫॥
নির্ণিক্তশসনৌ বৃদ্ধাবাসনস্থৌ নিত্যৌ গুরূ।
শালগ্রামশিলাঞ্চৈব তৎসমীপে সুপূজিতাম্॥ ৬॥
এ বিধান কৈল গৌড়রাজ্যে আচ্ছাদন।
নতুবা সকল দেশে করয়ে যাজন॥

তীর্থসমূহকে, অশ্বত্থ-তরু-সকলকে, গো-বিপ্রগণকে এবং আমার ভক্তগণকে, এই পাঁচটিকে আমার নিজের দেহ বলিয়া জানিবে। ১।

ব্রাহ্মণকুল এবং অচ্যুত গোত্রজ বৈষ্ণবগণ ভিন্ন তাঁহার আদেশ সর্ব্বত্র অব্যাহত, তিনি সপ্তদ্বীপের একমাত্র দণ্ডধর। ২।

দ্বাদশগুণযুক্ত (শম, দম, ক্ষমা, শৌচ প্রভৃতি) অথচ পদ্মনাভ শ্রীহরির পাদারবিন্দে বিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ,—যে চণ্ডাল আপন বাক্য-অর্থ-কায়মনো প্রাণ ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে। সেই চণ্ডালই আপনার কুল পবিত্র করিয়া থাকে; কিন্তু গর্ব্বান্বিত বিপ্র পারেন না। ৩।

দেশিকগণের (আচার্য্যগণের) দক্ষিণার অর্দ্ধেক মূর্ত্তিপগণকে, তাহার অর্দ্ধেক বৈষ্ণবগণকে এবং তাহার অর্দ্ধেক দ্বিজগণকে দেয়। ৪।

ধর্ম্মব্যাধের সেই কথা শুনিয়া অতঃপর তিনি বিস্মিত হইলেন। আর্দ্রবসনে আসনোপার অবস্থিত ধর্ম্মব্যাধের নিকট, তাঁহার গুরুদ্বয়কে এবং সেই পূজিত শালগ্রাম শিলাকে আনয়ন করিয়া দেখান হইল॥ ৫—৬॥

---

* পাঠান্তরে—"দুই মত তন্ত্রে।"

মধ্যদেশ দক্ষিণ দেশের দেখ রীত।
সর্ব্ববৈষ্ণবেতে শালগ্রাম সুপূজিত ॥
সদাচারে দেখ ইহা হয় পূর্ব্বাপর।
অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্র অনুসার ॥
অবশ্যকর্ত্তব্য বৈষ্ণবের শিলাপূজা।
পরম সিদ্ধান্ত এই ইথে নাহি দুজা ॥
কলিভবত্রাতা শ্রীলমহান আচার্য্য।
নিরপেক্ষ শুদ্ধশীল * সকলের আর্য্য ॥
সনাতন সনাতনধর্ম্ম সিদ্ধ প্রসিদ্ধ †
রূপ রসরাশি পরমার্থপথে বৃদ্ধ ॥
বিচার করিয়া নিরূপিলা শুদ্ধ মত।
পরমার্থতত্ত্ব যাহা নিগমগোপত ॥
প্রচার করিয়া কৈলা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত।
তাহার অন্যথা কহে যে না জানে অন্ত ॥
এবং শ্রীমদ্ভাগবত-আদির পঠন।
বৈষ্ণব উপরে নাহি নিষেধবচন ॥
স্বধর্ম্মযাজন বিধিনিষেধ শতেক।
বৈষ্ণব-ইতর পর অন্যান্য যতেক ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ॥ ১ ॥

কর্ম্মপরিত্যাগে বৈষ্ণবের নাহি দোষ।
কর্ম্মে অধিকার নাহি যাতে হরিতোষ ॥

তত্রৈব—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২ ॥

হে নৃপ! দেবতা, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, নর, কিঙ্কর, কিংবা পিতৃগণ, কাহারও নিকট ইনি ঋণী নহেন। ১।

যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ ভাব উপস্থিত না হয়, কিংবা যে পর্য্যন্ত আমার কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মাদি করিবে। ২।

---

* পাঠান্তরে—"নিরপেক্ষ সদগুণশীল।"
† পাঠান্তরে—"সনাতন সনাতন সিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।"

করণেও বিরুদ্ধ ব্যভিচার দোষ হয়।
অনন্যভক্তিহানি শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

শ্রীগীতায়াম্—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩ ॥

ইত্যাদি অনেক বিধি প্রমাণ আছয়।
কতেক লিখিতে পারি পুস্তক বাঢ়য় ॥
অতেব শ্বপচ শূদ্রকুলে যে বৈষ্ণব।
নীচ শূদ্র নহে সেই পরম দুর্লভ ॥
সদ্গুরু আশ্রয় বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা মাত্র।
যেই কেহ নয় কেনে পরমপবিত্র ॥ *

যথা—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরংব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব ॥ ৪ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ ॥ ৫ ॥
সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ ৬ ॥
স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥ ৭ ॥

যে জন একান্তে আমার ভজনা করে, অতি দুরাচার হইলেও,তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; যেহেতু সে সম্যক্প্রকারে মৎপ্রতি চিত্ত-সমর্পণ করিয়াছে। ৩।

হে কেশব! আপনার তুষ্টিতে ইন্দ্র, মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও পরব্রহ্মের পদ চণ্ডালও প্রাপ্ত হয়। ৪।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা তদিতর জাতিও যদি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়, তাহাকে সর্ব্বোত্তমোত্তম বলিয়া জানিবে। ৫।

শ্রীমধুসূদনের ভক্ত হইলে, নীচযোনিজ ব্যক্তিও পবিত্র হয়; আবার জনার্দ্দনের ভক্ত না হইলে, কুলীনও ম্লেচ্ছ তুল্য হয়। ৬।

হে কেশব! যিনি আপনার ভক্ত, তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানকারী। হে অচ্যুত! যিনি আপনার ভক্ত নহেন, তিনি সর্ব্বপাপকারী। ৭।

---

* পাঠান্তরে—"বৈষ্ণবপ্রসাদে হয় পরম পবিত্র।"

অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিসুর-বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘম্ ॥ ৮॥
সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবাঃ
খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥৯

পূজার আধার হয় বৈষ্ণবঠাকুর।
নীচ-উচ্চ বিচার সে রহু বহুদূর ॥
শালগ্রাম পূজা আদি তাহে কি বিচার।
যাঁহার চরণ স্পর্শে সংসার নিবার ॥
অকারণে প্রত্যবায় অধিক ত আর।
আচার্য্য সিদ্ধান্ত কৈলা করিয়া বিচার ॥
শ্রীরূপ সনাতন জগত-আচার্য্য।
এবং সর্ব্বাচার্য্য আর সর্ব্ব সাধুবর্য ॥
সবার সম্মত শাস্ত্র বেদ অনুসারে।
লোকনিস্তারের হেতু করিলা বিস্তারে * ॥
অতএব দৃঢ় হৈল সিদ্ধান্ত বিচারে।
বুঝিবে সুবোধ নাহি বুঝিবে ইতরে ॥
ইথে যেই অজ্ঞ গিয়া বৈষ্ণব নিন্দয়।
নীচ জ্ঞান করি জাতি কুল বিচারয় ॥
এ সব সিদ্ধান্তে যেই হেয়বুদ্ধি করে।
বৈষ্ণবচরণরজ নাহি ধরে শিরে।
বৈষ্ণব চরণে দাসবুদ্ধি না করিল।
তবে বজ্রাঘাত তার শিরেতে পড়িল ॥
শ্রীল নাভাজীর মনপ্রীতের লাগিয়া।
তাঁহার অন্তরগূঢ় আশয় বুঝিয়া ॥
বৈষ্ণবমহিমা কিছু বাহুল্য লাগিয়া।
কথোগুলি শ্লোক লিখিল সুপ্রমাণ দিয়া ॥
ইহাতে যে ভালমন্দ বিচারিতে নারি।
অপরাধ না লবেন দাস অঙ্গীকরি ॥

অশ্বত্থ, তুলসী, ধাত্রী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের পূজা, প্রণাম ও ধ্যান করিলে, তাঁহারা মনুষ্যের পাপক্ষয় করেন। ৮।

হে ভদ্র! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, মরুৎ জল, পৃথিবী, আত্মা, এবং সর্ব্বপ্রাণী—আমার অধিষ্ঠানভূত পূজাপাত্র। ৯।

---

* পাঠান্তর—বিচারে।

হে হে শ্রীল নাভাজীউ কটাক্ষ করহ।
শ্রীচরণ কৃষ্ণদাস-মস্তকে ধরহ ॥

বৈষ্ণব-মহিমা।

বৈষ্ণবমহিমামৃত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
লক্ষ লক্ষ কহিবারে কার শক্তি হয় ॥
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা কহিয়া কি ফল।
তথাপিহ প্রয়োজন আছয়ে প্রবল ॥
দাম্ভিক অবোধ কুতার্কিক দুরাশয়ে।
নিন্দুক পাষণ্ডী জনার চিতের লাগিয়ে ॥
দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণবের গুণগান।
কোন ছলে করি যদি পদে দেন স্থান ॥
সাধুকৃপা সুকৃতি যে বিনা কোনমতে।
কখন বিশ্বাস নহে হরির ভকতে ॥

পাদ্মে—
মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্! বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥১০

হরিভক্তি-অঙ্গ যে অন্বয়-ব্যতিরেক।
চৌষট্টিপ্রকার যে প্রসিদ্ধ সর্ব্বলোক ॥
বৈষ্ণবের আরাধনা সেইমত হয়।
তার মধ্যে যে যে অঙ্গ সম্ভাবনা লয় ॥
তাহার প্রমাণ আর বৈষ্ণবমহিমা।
রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থ সিদ্ধান্তের সীমা ॥
আরাধনবিধি পূর্ব্বে প্রমাণ কহিল।
দিগদরশনমাত্র সীমা না পাইল ॥
কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণভক্তে অধিক পূজিব।
তাৎপর্য্য অর্থ ইথে ক্রুটি না করিব ॥
বৈষ্ণবের মহিমা কে কহিবারে পারে।
শ্রীল-শঙ্কর বিনা ইহা অন্য-অগোচরে ॥
ইহাতে সন্দেহ কিবা দেখহ বিচারি।
ভক্তিমিশ্র বিনা জ্ঞানি-কর্ম্মি-আদি করি ॥
ফল নাহি পায় যথা স্থূল তুষ কুটে।
ভক্তিমিশ্র লৈলে মুক্তি-আদি করপুটে ॥

হে রাজন্! স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিদের, মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে, এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস জন্মে না। ১০।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে—
শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে।
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ১॥

প্রার্থনা করিয়া সুর-মুনি যাহা কহে।
দিলেও সে হরিভক্ত নাহি ফিরে চাহে॥

তত্রৈব—
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥২॥

হেন যে ভকতি যার দেবতার পূজ্য।
যোগি-যতি-তপি-আদি সকলের আর্য্য॥
সেহ দূরে থাকুক যেই ভক্তিতে প্রবর্ত্ত।
কিঞ্চিত ভকতি কিন্তু কর্ম্মেতে নিবর্ত্ত॥
জ্ঞানের যে পরিপাকে কর্ম্ম যায় ক্ষয়।
সে জন জীবন্মুক্ত প্রবর্ত্তেই হয়॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং—
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥৩॥

অতএব প্রবর্ত্ত সাধক ভক্ত যেঁহ।
সকলের পূজ্য তেঁহ ইথে কি সন্দেহ॥

হে প্রভো! আপনার ভক্তিপথে মঙ্গল-স্রোত প্রবাহিত; (তৎপথ পরিত্যাগে) কেবল জ্ঞান-লাভের জন্য মানুষ কষ্টই পাইয়া থাকে। (তৎপক্ষে) তাহারা যে ক্লেশ-স্বীকার করে, তাহা স্থূলতুষাবঘাতীদের ক্লেশের ন্যায় (অর্থাৎ তাহারা যেন শস্যপূর্ণ ধান্য পরিত্যাগে তদপেক্ষা বৃহত্তর দর্শনে ·ষ বা অ· ড়ায় অবঘাত করিয়া নিষ্ফল হয়)। ১।

সমলোকে বাস, সমান ঐশর্য্য, সমীপাবস্থান, সমান রূপ এবং সর্ব্ববিষয়ে ·মত্ব প্রদান করিলেও, আমার ভক্তগণ, আমার সেবা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না। ২।

যে ব্যক্তি একমনে আমার ভজনা করে, অতি দুরাচার হইলেও, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; যেহেতু, সে মৎপ্রতি একান্তচিত্ত। ৩।

তাহাও থাকুক দূরে শুনহ রহস্য।
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা গান করে বিশ্ব॥
বৈষ্ণব যাহার কুলে গর্ভে জনময়।
তার পিতৃলোক যদি নরকে থাকয়॥
নরকে হইতে উঠি আস্ফোটন করে।
মোর বংশে বৈষ্ণব জন্মিবে অতঃপরে॥
সংসারের দুঃখ আর নাহিক ভুঞ্জিব।
বালক জন্মিবামাত্র সবে মুক্ত হব॥

অথ সম্প্রদায়প্রকরণ।

সম্প্রদায়ী সদ্‌গুরুর চরণ-আশ্রয়।
লবামাত্র কর্ম্ম ছুটে পবিত্র সে হয়॥
শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কাম-প্রেমভক্তি উপজায়।
ইহার প্রমাণ শত কত কহা যায়॥
কিঞ্চিৎ কহিব মাত্র দিগ্‌দরশন।
সাধুমার্গ শাস্ত্রমতে দিয়া যে প্রমাণ॥
সম্প্রদায়বিহীন যেই বৈষ্ণবাভিমানী।
শাস্ত্রের প্রমাণে তারে বৈষ্ণবে না গণি॥
কোটিকল্পে তার সিদ্ধ কভু নাহি হয়।
সেই মন্ত্র নিষ্ফল যে জানিহ নিশ্চয়॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়তন্ত্রে তথা স্থানান্তরে—
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥৪॥

বৈষ্ণবসম্প্রদা চারি প্রসিদ্ধ ভুবনে।
শ্রী মাধ্বী রুদ্র আর সনক বিধানে॥

পাদ্মে—
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-মাধ্বী রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবা ভুবি পাবনাঃ॥৫॥

অবৈষ্ণবস্থানে যদি বিষ্ণুমন্ত্র লয়।
নরকগমন সেই পশ্চাতে করয়॥

সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র নিষ্ফল বলিয়া জানিবে; কোটি কল্প কাল সাধন করিলেও সে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ৪।

শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র, সনক—পৃথিবীর পবিত্রতা-সাধক এই চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কলিকালে নিশ্চয় আবির্ভূত হইবে। ৫।

ভ্রমে যদি করে পুনঃ বৈষ্ণব-গুরুতে।
দীক্ষা করিবেক সেই শাস্ত্রবিধিমতে॥

নারদপঞ্চরাত্রে তথা যামলে হরিভক্তি-
বিলাস-গ্রন্থ প্রসিদ্ধ—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥১

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—মহাদেব উবাচ।

ন্যাসে বাপ্যর্চ্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তমাশ্রয়েৎ।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরা গতিঃ॥ ২॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টং চেৎ পূর্ব্বমন্ত্রবরদ্বয়ম্।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্‌গ্রাহয়েন্মনুম্॥ ৩

মহাকুলোদ্ভব সর্ব্বযজ্ঞেতে দীক্ষিত।
নিগমসহস্রশাখা যদ্যপি পঠিত॥
হেন যে ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হন।
গুরু নাহি হন তাঁরা করিলে বরণ॥

তত্রৈব—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ ৪।

পুনশ্চ পাদ্মে—

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
কুলে মহতি জাতোঽপি ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥৫

যস্তু মন্ত্রদ্বয়ং সম্যগধ্যাপয়তি বৈষ্ণবঃ।
স আচার্য্যস্তু বিজ্ঞেয়ো ভববন্ধবিদারকঃ॥ ৬॥

অবৈষ্ণবে বিষ্ণু মন্ত্র লৈলে কি হইবে।
ভক্তি যে ধর্ম্ম বিষ্ণু নহে যাহাতে তরিবে॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

গৃহ্ণাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাৎ গৃহীত্বা চ হরিভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥ ৭॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥

শৈব-সৌর-শাক্ত-আদি বর্জ্জন করিয়া।
বিষ্ণুমন্ত্র লইবেক বৈষ্ণব জানিয়া॥

কালীতন্ত্রে—

ন চ শাক্তাৎ ন শৈবাচ্চ গৃহ্ণীয়াদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌দ্বিজাৎ
শাক্তাৎ শৈবাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন জায়তে

দেবীপুরাণে—

শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাঙ্কর এব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্॥ ১০॥

বিপর্য্যয়-পথ যদি গুরু-শিষ্যে হয়।
কোথা আরাধনা তার ভক্তির উদয়॥

অবৈষ্ণবের নিকট উপদেশ-প্রাপ্ত মন্ত্রের দ্বারা নিরয়গামী হইতে হয়। সেই হেতু, বৈষ্ণব গুরুর নিকট সম্যক বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র-গ্রহণ করিবে। ১।

ন্যাস-ক্রিয়া বা অর্চ্চনা দ্বারা একান্ত-মনে মন্ত্র গ্রহণ করিবে; অবৈষ্ণবের নিকট গৃহীত মন্ত্রে পরমা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ২।

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট পূর্ব্বমন্ত্রবরদ্বয় (বিষ্ণুমন্ত্র ও লক্ষ্মীমন্ত্র) পুনর্ব্বার সম্যক্ বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণবের নিকট গ্রহণ করিবে। ৩।

অবৈষ্ণব ব্যক্তি, মহাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াও, এবং সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াও, গুরুযোগ্য নহেন। ৪।

সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াও, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াও, এবং মহৎকুলে জন্ম করিয়াও, অবৈষ্ণব ব্যক্তি গুরু-যোগ্য নহেন। ৫।

যে ব্যক্তি বিষ্ণু-মন্ত্রদ্বয় সম্যক্ ধারণ করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব, আচার্য্য ও ভব-বন্ধন-মোচনকারী বলিয়া অভিহিত। ৬।

ভক্তজন বৈষ্ণবের নিকট হইতে ভক্তিসহ কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন; অবৈষ্ণবের নিকট হইতে গৃহীত মন্ত্রে হরিভক্তি বৃদ্ধি হয় না।৭।

বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তির নিকট মন্ত্র-গ্রহণে মানুষ ভক্তিহীন হয় এবং শৈব ও শাক্তের নিকট গৃহীত মন্ত্রে কাহারও হরিভক্তি বৃদ্ধি হয় না। ৮।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে; শাক্তের ও শৈবের নিকট নহে। শাক্ত ও শৈবের নকট মন্ত্র গ্রহণে হরিভক্তি জন্মে না। ৯।

নাস্তিক,—সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, শৈব, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শাঙ্কর, সকলেই প্রযত্নসহকারে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। ১০।

পাদ্মে—
[প]র্য্যয়ে চ বক্ষ্যে চ গুরুশিষ্যো যদি ক্বচিৎ।
[ধ]র্ম্ম আরাধ্যতে ইষ্টং কথং তদ্ভক্তিসুস্থিরম্ ॥১

প্রমাণ বহু হয় কতেক লিখিব।
[কৃ]ষ্ণভক্তি ইচ্ছু যেই বিচার করিব ॥
[স]দ্‌গুরু-শব্দেতে সম্প্রদায়ীকে বুঝায়।
[স]ৎ-শব্দে নিত্য ইহা অভিধান হয় ॥
[স]ম্প্রদায় গুরুপরম্পরা যে প্রণালী।
[নি]ত্য তার ধ্বংস নাহি আসিতেছে চলি ॥
[সে]ই প্রণালীতে গুরু যেই জন হন।
[স]দ্‌গুরু বলিয়া হয় তাঁহার আখ্যান ॥
[পূ]র্ব্বে যে কহিল সম্প্রদায়-উপদেশ।
[বি]না যে নিষ্ফল তার ধর্ম্মের নাহি লেশ ॥
[তা]হা বিনে বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ যে নহিল।
যে যে বৈষ্ণব বলি যতেক কহিল ॥
[ত]াহাতে জানিবে সম্প্রদায়ী হন তেঁহ।
[অ]ন্যথা বিরোধ হয় পূর্ব্বাপর সহ ॥
[অ]তএব যেঁহ সম্প্রদোপদিষ্ট হন।
[বৈ]ষ্ণব-শব্দেতে শাস্ত্রে তাঁহারে কহেন ॥
[স]র্ব্ব যে লক্ষণে হীন আচার্য্য হয়েন।
[য]দি বিষ্ণুপরায়ণ ভকতি বহেন ॥
[সে]ই সে দুর্লভ তেঁহ সদ্‌গুরু হয়েন।
[স]ত্য সত্য করি পুনঃ শাস্ত্রেতে কহেন ॥
দেবীপুরাণে—
[স]র্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
[য]স্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
[স] এব সদ্‌গুরুর্জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্বদামি তে ॥২

চারি সম্প্রদায় ক্রম হয় শাস্ত্রসিদ্ধ।
অনাদি-ব্যবহারে দেখ লোকেতে প্রসিদ্ধ ॥
আর দেখ চমৎকার সম্প্রদোপদিষ্ট
অনন্যভাবেতে হয় * ইষ্টভক্তিনিষ্ঠ ॥
অসম্প্রদায়ী জন যেই কৃষ্ণমন্ত্র যজে।
নিষ্ঠা দূরে রহু নাহি জানে কারে ভজে ॥
সর্ব্ব দেব † জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি সমান জানে।
নানাকর্ম্ম করি আপনারে সাধু মানে ॥
বিচার করিয়া দেখ পূর্ব্বাপর-ক্রমে।
সদ্‌গুরু-আশ্রয় বিনে পথান্তর ভ্রমে ॥
গুরু সকলের মূল সবার প্রকৃতি ॥
ভুক্তি-মুক্তি-দাতা আর কৃষ্ণে ভক্তি রতি।
যেমন আশ্রয় যার তেমতি সে হয়।
এক 'দোঁহা' তার দৃষ্ট মহাজনে কয় ॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী)

জল বরোবর মীন রহে জাতি বুঝকে বুদ্ধি।
জাকো যৈছে গুরু মিলে তাকো তৈছে সিদ্ধি।
অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্রমত যজ।
বৈষ্ণবের পথ লও সদ্‌গুরুকে ভজ ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক করি জানো।
আপনারে নীচ অপরাধী করি মানো ॥
তরুবৎ সহিষ্ণুতা আপনাতে করো।
অমানী আর মানদান সদাই বিচারো ॥
যথা—
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥
যে জনার হরিভক্তি অকিঞ্চনা হয়।
অসংখ্য মহিমা তাঁর কহা নাহি যায় ॥
সকল দেবতা সর্ব্বগুণের সহিত।
তাঁহার শরীরে বৈসে হৈয়া আনন্দিত ॥

গুরু ও শিষ্য উভয়ে যদি বিপরীত পথে [গ]মন করেন, তাহা হইলে কি প্রকারেই বা [ই]ষ্ট আরাধনা হইবে এবং কি প্রকারেই [সু]স্থিরা ভক্তি হইবে। ১।

সর্ব্বলক্ষণহীন হইলেও, বিষ্ণুর প্রতি যাঁহার [প]রমা ভক্তি এবং বিষ্ণু ও গুরুর প্রতি যিনি [তু]ল্য ভক্তিমান, তিনিই আচার্য্য হইবেন; [ত]িনিই সদ্‌গুরু জানিবে,—ইহা সত্য [ব]লিতেছি। ২।

তৃণের অপেক্ষা সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া নিজে অভিমানশূন্য অথচ অপরের সম্মানদাতা হইয়া, শ্রীহরির নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিবে। ৩।

---

* পাঠান্তরে—"অনন্য ভাবেতে হয়।"
† পাঠান্তরে—"সর্ব্ব বেদ।"

হরির অভক্ত জনে সদ্গুণ কোথায়।
ইন্দ্রিয়সুখের হেতু ইথি-উথি ধায়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ১॥

সামান্যত বৈষ্ণব-আকার কহি শুন।
পূর্ব্বে কহিয়াছি তথাপিহ কহি পুন॥

হরিভক্তিবিলাসে—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণবো দ্বিজ॥ ৩॥

সম্প্রদায়ী শব্দ যদি এ শ্লোকে না হয়।
তথাপি জানিবে সম্প্রদায়ীর আশ্রয়॥
পুথি দেখি মন্ত্র-উপাসনা নাহি হয়।
ইহাতে জানিবে তেঁহ সদ্গুরু-আশ্রয়॥
বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা করি ভক্ত্যঙ্গ যজয়।
সেই জন বৈষ্ণবেতে জানিহ নিশ্চয়॥
ইহার ইতর যত অবৈষ্ণবগণ।
কিন্তু সম্প্রদায়ী তেঁহ বৈষ্ণব না হন॥
যতেক কহিল এত অভিধন হয়।
বৈষ্ণব-অপরাধে কিন্তু সব নাশ যায়॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধে সর্ব্বনাশ হয়।
আয়ু শ্রী যশোধর্ম্ম লোকাশিষ ক্ষয়॥

ভগবানের প্রতি যাঁহার অকিঞ্চন ভক্তি আছে, দেবগণ সর্ব্বগুণসহ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হন আর যে শ্রীহরির অভক্তদিগের মনোরথ সর্ব্বদা বহির্ম্মুখে (ভক্তি হইতে দূরে) ধাবমান, তাহারা মহদ্গুণ কোথায় পাইবে।১।

বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণকারী বিষ্ণুপূজাপরায়ণ নর, অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন; তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণ অবৈষ্ণব। ২।

যিনি বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক, হে দ্বিজ, তিনিই বৈষ্ণব। ৩।

আর যত শ্রেয় কোটিজন্মের সঞ্চয়।
অধিক কি কব কৃষ্ণভক্তি দূরে যায়॥

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥৪।

বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই মূঢ়মতি।
পিতৃসহ রৌরবেতে ভুঞ্জয়ে দুর্গতি॥

স্কান্দে—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥৫।

বৈষ্ণব দেখিয়া যেই সম্মান না করে।
আসন হইতে উঠি প্রণয়-আদরে॥
দাম্ভিক সে জন যে নিন্দিত ভ্রষ্টমতি।
অচিরাতে হয় সেই নরকে অতিথি॥ *

পাদ্মে—

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র! স ভবেন্নরকাতিথিঃ॥ ৬।

সদ্গুরু-আশ্রয় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবন।
এই ধন্য নরদেহ করিয়া ধারণ॥
অন্বয়-ব্যতিরেক-মতে বৈষ্ণবমহিমা।
প্রসঙ্গে কহিল কিছু সিদ্ধান্তচন্দ্রিমা॥
সম্প্রদায় সৎ-প্রণালী আগে ত কহিব।
কৃষ্ণদাস পাদরজ মাঙ্গিয়া লইব॥

মহজ্জনের অতিক্রমকারী ব্যক্তির আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, দেবাদি লোক, বাঞ্ছনীয় দ্রব্য এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিনষ্ট হয়। ৪।

যে মূঢ়গণ বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণসহ মহারৌরব সংজ্ঞাযুক্ত নরকে পতিত হয়। ৫।

বৈষ্ণবকে দেখিয়া যে ব্যক্তি প্রণয়-সম্ভাষণে আসন হইতে গাত্রোত্থান না করে, সে ব্যক্তি নরকের অতিথি হয়। ৬।

---

* পাঠান্তরে—(চারি ছত্রের মধ্যে) "সম্মান করে" স্থলে "দয়া না করে", "প্রণয়" স্থলে "যত্নে না" এবং "যে নিন্দিত" স্থলে "নিন্দনীয়" ইত্যাদি।

চরিত্র শ্রীনব-যোগেশ্বর।

মি নব যোগেশ্বর যা-সবা পাতুকা।
রমশরণ্য যেই ভবাব্ধির নৌকা॥
বি হরি করভাজন আর অন্তরীক্ষ।
রস প্রবুদ্ধ আর পিপ্পল সুদক্ষ॥
মিলাদি জগজন-তাপবিমোচন।
বনে বিতরে কৃষ্ণভক্তি জ্ঞানাঞ্জন॥

ভক্তিমহিমাকথন।

বিধা ভক্তি যেই যাজন করয়।
ার শ্রীচরণরেণু পরম উপায়॥
ব অঙ্গ দূরে রহু এক অঙ্গ ভজে।
রম ধামকে পায় মায়াবন্ধ তেজে॥
বণে শ্রীপরীক্ষিত কীর্ত্তনে শ্রীশুক।
রণে প্রহ্লাদ অর্চ্চনে পৃথু রাজক॥
মলা চরণ সেবি বন্দনে অক্রূর।
দাস্যরস-অঙ্গে পায় কপীশ্বর॥
খ্যে পার্থ আত্মনিবেদনে বলিরাজ।
ক এক অঙ্গে ভজি সাধে নিজকাজ॥

যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্-
বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি-
র্দাস্যেহথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥ ১॥

পরীক্ষিত শ্রীহরির নাম শ্রবণে, ব্যাস-তনুজ শুকদেব তাঁহার নাম কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তাঁহার স্মরণে, লক্ষ্মী তাঁহার চরণসেবনে, পৃথু তাঁহার পূজনে, অক্রূর তাঁহার অভিবন্দনে, কপিপতি হনূমান তাঁহার দাস্যেতে, অর্জ্জুন তাঁহার সখ্যতায় এবং বলিরাজ সর্ব্বস্বদানে ও আত্মনিবেদনে, সেই পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১।

ভগবান্ যার বশ তার নামগুণে।
ত্রৈলোক্য পবিত্র সেই পূজ্য ত্রিভুবনে॥

ভক্তি-অঙ্গ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ২॥

চরিত্র শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ।

রাজা পরীক্ষিত, ভুবনে বিদিত,
মহিমা অপার যাঁর।
যাঁর যশ গুণ, করিয়া বাখান,
তরয়ে তিন সংসার॥
হেন অদ্ভুত, শুনি চমকিত,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে।
গর্ভের ভিতরে, শ্যামলসুন্দরে,
দেখা দিলা রক্ষা-ছলে॥
সেই হৈতে হিয়া, উচ্চাটন হৈয়া,
কি দেখিনু কিবা সেই।
তেমন না দেখি, সচঞ্চল আঁখি,
সবা-মুখ নেহারই॥
এই বা সে হয়, বিতর্ক করয়,
যার তার পানে চাহি।
সেই অভ্যাসেতে, যার যে মনেতে,
কহিতে শকতি নাহি॥
গুণের সাগর, কিবা চমৎকার,
কহিতে বিস্ময়ে মতি।
শ্রীল-শুকমুনি, সাধুশিরোমণি,
পূজিত ত্রৈলোক্যে অতি॥
অব্যাহত গতি, একস্থানে স্থিতি,
গোদোহনকাল নহে।
হেন সে যদ্যপি, স্বভাব তথাপি,
সুজ্ঞার গুণেতে মোহে॥

ভক্তির নয় অঙ্গ; বিষ্ণুর নামগুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ; তাঁহার চরণ-সেবন, পূজা, বন্দনা, দাস্য; তাঁহাতে সখ্য ও আত্মনিবেদন। ২

সপ্ত দিবানিশি, একাসনে বসি,
আনন্দে মগন হিয়া।
শ্রীল-ভাগবত, নৃপের সহিত,
আস্বাদেন বন্ধু পায়া॥
রাজা মহামতি, অই রসে মাতি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে॥
প্রেমানন্দামৃত, অন্তরে পূরিত,
কি করিব দ্বন্দ্ব বাদে॥
কর্ম্মী জ্ঞানী তপী, চারিদিকে ব্যাপি,
ভক্তিমর্ম্ম নাহি বুঝে।
তাহা নৃপবরে, বুঝিয়া অন্তরে,
তা-সবা বুঝাবা কাযে॥
নাহি বুঝিলাম, হেন করি ভাণ,
প্রশ্ন করে পুনঃপুনঃ।
পুনঃ সে গোসাঞি, ব্যক্ত করি তাই,
কহে বুঝে অন্য জন॥
রাজা পরীক্ষিত, ত্রিজগত-হিত,
করিলেন অনায়াসে।
যাঁহার আদরে, শুক মুনিবরে,
ভাগবত পরকাশে॥
তাঁহার চরিতে, কে পারে কহিতে,
তাহে মুঞি ছারমতি।
টীকার আভাস, নৃপগুণযশ,
কহি যে কিঞ্চিত রীতি॥
তাঁহার চরণে, যদ্যপি কখনে,
কোন সুকৃতের ফলে।
ভক্তি উপজায়, তবে সে জুয়ায়,
বর্ণিতে গুণ-সঙ্কুলে॥
কৃষ্ণদাস-চিতে, চরণ-অমৃতে,
কুমতি বিষ ঘুচাও।
প্রভু ভৃত্য দুহুঁ, কৃপা করি পহুঁ,
অন্তরে উদয় হও॥

চরিত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর।

শুকদেব মুনিবর, তুলনা নাহিক যাঁর,
ত্রিজগত চৌদ্দ ভুবনে।
পূজ্যবর্গে সাধুমার্গে, সমতা সদ্গুণ বিজ্ঞে
যাঁর সম না হয় বাখানে॥
কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি, বেদের মঙ্গলধ্বনি,
ফুকরিয়া গায় উচ্চনাদে।
যাহা শুনি সব লোকে, তরয়ে সংসারদুঃখে
দ্বন্দ্বধর্ম্ম না করে বিবাদে॥
যাঁর নাম গুণ যশ, পরমকৌতুকরস,
যারে বেদ্য সেই জানে স্বাদ।
ভুবনমঙ্গল ধ্বনি, পরানন্দবিস্তারিণী,
ইতর রসের করে বাদ॥
সেই সে রসেতে ভক্ত, তার প্রেমে অনুরক্ত,
গুণ কত কহনে না যায়।
কৃষ্ণপাদপদ্মমধু, মন মত্তভৃঙ্গ লুব্ধ,
দিবানিশি তাহাতে চরায়॥
নিশি-দিন স্ফূর্ত্তি নাহি, কিবা করি কিবা কহি,
কেবা মুঞি * নাহিক সন্ধান।
মদিরা-মদান্ধ যেন, নিজদেহে জ্ঞানহীন,
তেমতি প্রেমান্ধ মতিমান্॥
কিবা সে রহস্য কথা, গর্ভ হৈতে কেবা কোথা,
নাড়ী সহ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন, তৎক্ষণাৎ সুগমন,
পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া॥
চলিতে পথ নাহি হেরে, † নদী কিবা সরোবরে,
কিংবা বৃক্ষ পর্ব্বত সম্মুখে।
ঐমনি চলিয়া যায়, কেহ নাহি বাধে তায়,
হরিজনে কেহ নাহি রোখে॥
জল স্থলময় হয়, গিরি-বৃক্ষ-আদি-চয়,
দোফাল হইয়া পথ দেয়।
অনল শীতল হয়, বায়ু মৃদু মৃদু বয়
শীত বর্ষা স্বভাব তেজয়।
নবকঞ্জ-সুনয়ানে, ‡ ধারা বহে অবিরামে
নীলবরণ শুদ্ধ তনু।
যেন নব কাদম্বিনী, নির্ঝরে ঝরয়ে পানি
হুহুঙ্কার সুগর্জ্জন জনু॥

---

* পাঠান্তরে—"কেবা মুক্তি।"
† পাঠান্তরে—"চলিতে পদ না সরে।"
‡ পাঠান্তরে—"নবকঞ্জল দুনয়নে" এবং "নব কঞ্জ দুনয়নে।"

প্রলম্ব সুবাহুদ্বয়, আজানু দুলিয়া যায়,
করি-শুণ্ড যেন লকলকে।
অর্দ্ধ-উন্মীলিত আঁখি, প্রদোষে সুধাংশু দেখি,
পদ্ম যেন মুদিত উন্মুখে॥
নরধন চমৎকার, গুণের নাহিক পার,
রূপ-গুণে অতুল সংসারে।
ত্রিজগতে এক-ধন্য, এক শ্রেষ্ঠ এক মান্য,
পূজ্যের পূজ্যত্তমত্তমোত্তরে॥*
ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত জপ, জ্ঞান যজ্ঞ যোগ তপ,
আদি করি পুরুষার্থ যতেক।
ত্রিজগতে উচ্চগিরি, সবাই আশ্রয় করি,
সাধু করি মানে পরত্তেক॥
হরিভক্তি মহারাণী, তাঁর দাস দাসী মানি,
সেই উচ্চগিরি লোকে আর্য্য।
আপন সেবকগণে, শক্ত নহে ফল-দানে,
বিনা দেবী সকলি অগ্রাহ্য॥
ভক্তিদেবী মুখপানে, করি থাকে নিরীক্ষণে,
ঠাকুরাণী শুভদৃষ্টি কৈলে।
সেবকেরে ফল দিব, নহে সব ব্যর্থ হব,
গীতোপনিষদে ইহা বলে॥
অতএব হরিভক্ত, বিনা মিশ্র নহে শক্তি,
কোন সাধনের ফলদানে।
আপনি স্বতন্ত্র হন, সর্ব্বফলে শক্তিমান,
চিদঘনস্বরূপ বেদে ভণে॥
সেই দেবীর প্রিয়ধাম, শুকদেব অভিরাম,
সম্যক্প্রকারে যাতে স্থিতি।
অভিন্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি, তার ধাম তাঁর শক্তি,
শক্তি শক্তিমানে এক রীতি॥
অতএব ভক্ত ভক্তি, কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি,
শক্তি শক্তিমানেতে অভেদ।
যে হেতুক কৃষ্ণভক্ত, ভক্তে যেই† অনুরক্ত,
সেই কৃষ্ণ বিশেষে শুকদেব॥‡
কলিভবকারাগার, নাহি যাহে পারাবার,
ঘোর তিমির অগেয়ান।

তাহে বন্দী জীবগণ, হেরিয়া কাতর মন,
করিলা যে উপায় সৃজন॥
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, কলিজয় মহা-অস্ত্র,
প্রকাশিলা সদয় হৃদয়।
তাঁহা যে আশ্রয় করি, সিন্ধুমধ্যে যেন তরি,
পাইয়া উত্তরে দুঃখচয়॥
তাঁহার চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
স্মরণ ভজন নমস্কারে।
কৃষ্ণভক্তি বহু দূরে, সংসার নাহিক তরে,
ধর্ম্ম অর্থ সেহ না সঞ্চারে॥
কৃষ্ণদাস ধিক মতি, তাঁহার চরণে রতি,
হেন কৃষ্ণ-ভকতি-বিহীনে।
হেন দিন কবে হবে, তাঁহার করুণা লবে,
অনুরাগ হইবে সে ধনে॥*

ইতি শ্রীভক্তমালে পুরু ইক্ষাকু আদি গুণকথনং তথা ভক্তসেবা-অঙ্গ তথা ভক্তিদেবী-গুণকীর্ত্তনং ষষ্ঠ-মালা॥

সপ্তম-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীপ্রহ্লাদ ভক্তরাজের।

প্রহ্লাদের গুণগান পরম অদ্ভুত।
যাঁর গুণে বশীভূত প্রভু যে অচ্যুত॥
অহো কি আশ্চর্য্য কথা কিবা চমৎকার।
যার অনুরোধে প্রভু হৈলা অবতার॥

---

* পাঠান্তরে—"পূজ্যের পূজ্যতম তাবে।"
† পাঠান্তরে—"ভক্তি যাতে।"
‡ পাঠান্তরে—"অতএব কৃষ্ণ...

* পাঠান্তরে—
"লালদাস ধিকমাত, তাঁহার চরণে রতি,-
হীন কৃষ্ণভক্তিনিধি মাগে।
...দিন কবে হব, তাঁহার শরণ লব,
...নে হইব অনুরাগে।"

লক্ষ্মী-শিব-ব্রহ্মা-আদি ভয়ে পলাইল।
প্রহ্লাদের অঙ্গ স্নেহে চাটিতে লাগিল॥
অগ্নি জল বিষ আদি হৈতে রক্ষা কৈলা।
যার সঙ্গে শিশুগণ বৈষ্ণব হইলা॥
পরম অদ্ভুত কথা প্রহ্লাদচরিত্র।
শ্রবণসুখদ হয় পরম পবিত্র॥
বিস্তারি বর্ণিতে তাহা নাহিক শকতি।
কিঞ্চিত কহিব মাত্র যথাবুদ্ধিমতি॥
রচনার ভাল মন্দ না করো বিচার।
পবিত্র কথন বলি করো অঙ্গীকার॥
নাভাজীর বর্ণন আর প্রিয়াজীর টীকা।
সংক্ষেপে কহিলা কিন্তু অমৃত-অধিকা॥
কিঞ্চিত বিস্তার করি কহিবারে চাহি।
চান্দ ধরিবারে মতি কীটসম নহি॥
অতএব যথাশক্তি যথাবুদ্ধিমতি।
কহি যে পবিত্রহেতু আপন প্রকৃতি॥
হিরণ্যকশিপু অতি দুর্দ্দান্ত অসুর।
ভয়ে কম্পকম্পান্বিত হয় তিন পুর॥
আপনা ঈশ্বর মানে ভগবত-দ্বেষ্টা।
বিষ্ণুরে মারিব বলি করে মূঢ় চেষ্টা॥
তাহার বনিতা নাম কয়াধু সুশীলা।
তাহার সদ্‌গুণ ভাগবতে বাখানিলা॥
কৃষ্ণভক্তমধ্যে তেঁহ ভাগবত-শ্রেষ্ঠ।
সুশীলা সুধীরা সম শান্ত দান্ত শিষ্ট॥
ইন্দ্র যবে হরণ করিয়া লঞা গেলা।
নারদের বাক্যে দেবরাজ চমকিলা॥
কৃষ্ণভক্তা কয়াধু যে আরাধ্য স্বভাবে।
দ্বিতীয় পরমভাগবত ইঁহার গর্ভে॥
তাহা শুনি দেবরাজ সঙ্কোচিত হৈয়া।
পূজিলা তাহারে অতি ভকতি করিয়া॥
নমস্কার প্রদক্ষিণ স্তুতি নতি করি।
পাঠাইয়া দিলা তারে আপন নগরী॥
কয়াধুর গুণ কত না যায় বর্ণন।
যাঁর গর্ভে জন্মিলেন প্রহ্লাদ রতন॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি গোপনে রাখয়।
বহির্ম্মুখ স্বামী পাছে জানে দুরাশয়॥
তেঁহ রত্নগর্ভা তাঁর জঠরসাগরে।
দুর্লভ অমূল্য রত্ন জন্মিলা অন্তরে॥
প্রহ্লাদ মহানুভব পৃথিবীর রত্ন।
সেই আঢ্য যেই করে তাঁর পদে যত্ন॥
শ্রীল-শ্রীমন্নারদ গোস্বামী মহাশয়।
জগতের গুরু ভক্ত্যাবেশ দয়াময়॥
অন্তরে জানিলা কয়াধুর শুভগর্ভে।
লীলাহেতু নৃসিংহের অবতারপর্ব্বে॥
জন্মিল মহান্ এক পুরুষরতন।
যার বাধ্য ভগবান জগত-কারণ॥
জানিয়া আইলা ঋষি কয়াধুর স্থানে।
ভাগবত শাস্ত্র ইষ্টগোষ্ঠী অনুক্ষণে॥
গর্ভের ভিতরে থাকি শুনেন প্রহ্লাদ।
আনন্দে মগন সাধু প্রেমে অবসাদ॥
সময়েতে গর্ভ হৈতে ভূমিষ্ঠ হইলা।
রাহুগ্রস্ত হৈতে যেন চন্দ্র প্রকাশিলা॥
মঙ্গলসূচক দশদিগেতে ব্যাপিল।
ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল আজু দূরে গেল॥
প্রহ্লাদের স্বাভাবিক কৃষ্ণপদে রতি।
বাল্য হৈতে মহান্তের বিষয়ে বিরতি॥
অন্য অন্য বালক অন্য অন্য ক্রীড়া করে।
প্রহ্লাদ মৃন্মূর্ত্তি করি পূজয়ে কৃষ্ণেরে॥
ভোজনের কালে মাতা খাইতে ডাকয়।
না যাব এখন কহে সেবা নাহি হয়॥
অন্যান্য বালক নাচে ধূলি উড়াইয়া॥
প্রহ্লাদ নাচয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বলিয়া॥
হিরণ্যকশিপু রাজা ভগবত্-দ্বেষ্টা॥
প্রসিদ্ধ সবাই জানে তাহার কুচেষ্টা।
প্রহ্লাদের সুধারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি দেখি।
বিপর্য্যয় মানে রাজা কোপে রক্ত আঁখি॥
তাড়ন ভৎর্সন করে বালক-উপরে
হারে শিশু ও নাম শিখাইল কেবা তোরে
মারিবারে ধায় মহাতর্জ্জন করিয়া।
শিশু মৌনে রহে কৃষ্ণে মন সমর্পিয়া॥
কয়াধু সুমতি পুত্রে বিরলে লইয়া।
গোপনে বুঝান মুখচুম্বন করিয়া॥
তোমার বালাই যাই অরে মোর সুত।
তুমি হেন পুত্র মোর গর্ভ ধন্য ধন্য॥
পিতা তব মূঢ়মতি তাড়ন করয়।
তাহাতে কি ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায়॥

শ্রীকৃষ্ণচরণে দৃঢ়মতি যার রহে।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
অতএব আমার পরাণ পুত্তলিয়া।
কৃষ্ণ নাহি ভুল অ একান্ত করিয়া॥
গদগদ ভাবে মহা-আনন্দে প্রহ্লাদ।
কান্দয়ে ধরিয়া সাধু মাতার দুই পদ॥
ধন্য সে জননী তুমি যাতে কৃষ্ণভক্তো।
হেন উপদেশ দেয় সেই সত্য মাতা॥
বিধাতা সদয় মোরে কত ভাগ্য কৈনু।
কোটি জন্ম পুণ্যে তব গর্ভে জনমিনু॥
কথোক দিবসে রাজা পুত্রে পড়াইতে।
সঁপিলা পণ্ডিত-শণ্ডামর্ক গুরুহস্তে॥*
শণ্ডামর্ক প্রহ্লাদে লইয়া নিজালয়।
অন্যান্য বালক সহ যতনে পড়ায়॥
প্রহ্লাদ অনন্যচেতা তাহে নাহি মন।
কেবল চিন্তয়ে মাত্র কৃষ্ণের চরণ॥
গুরুর সমীপে ততক্ষণ মৌনে থাকে।
তেঁহ স্থানান্তর গেলে কৃষ্ণ বলি ডাকে॥
কথোদিন পরে রাজা পুত্রে বোলাইলা।
শণ্ডামর্ক শিশুসহ রাজ-স্থানে আইলা॥
প্রহ্লাদের সৌন্দর্য্য রাজা স্নেহে মগ্ন হৈয়া।
চুম্বন করয়ে মুখ ক্রোড়ে বসাইয়া॥
রাজা কহে বৎস কহ কি বিদ্যা পড়িলে
কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কিবা অভ্যাস করিলে॥
প্রহ্লাদ কহেন পিতা সকলি অনর্থ।
বিদ্যা তপ জ্ঞান সব কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ॥
সেই বিদ্যা য় সর্ব্ব দা সবো শ্রেষ্ঠ।
যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেই সে উৎকৃষ্ট॥
অতএব কৃষ্ণনাম বিদ্যা চূড়ামণি।
ইহা বই আর যত অর্থে ন বাখানি॥
তাহা শুনি রাজা কোপে অগ্নিসম জ্বলে।
কোলে হৈতে প্রহ্লাদেরে টান মারি ফেলে॥
জ্বলন্ত অনল যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
শণ্ডামর্ক পানে চাহে যেন কালানলে॥
কোপে কহে আরে বটু কি বিদ্যা পড়ালি।
আমার শত্রুর নাম বালকে শিখালি॥

কম্পিতহৃদয়ে শণ্ডামর্ক তবে কহে।
আমি নাহি শিখাই মহারাজ কভু নহে॥
কি জানি কাহার স্থানে শিখে দুষ্টমতি।
বৃথা মহারাজ রুষ্ট হও মোর প্রতি॥
অতঃপর সমুচিত করিব উহার।
ও নাম পুনশ্চ যেন না কহয়ে আর॥
এত বলি শণ্ডামর্ক পুনঃ লয়্যা গেলা।
গৃহে যাই প্রহ্লাদেরে অনেক ভৎ দিলা॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রহ্লাদের মন চরে।
তাহা নাহি শুনে যেন ঝিল্লী ডাকে দূরে॥
সমুত বালক সনে পড়াইতে বসাইলা।
কৃষ্ণকথাহীন যেই শাস্ত্র পাঠ দিলা॥
অক্ষর অক্ষরে শিশুর কৃষ্ণ পড়ে মনে।
উদ্দীপন হয় প্রেমধারা দুনয়নে॥
শণ্ডামর্ক উঠি যবে কার্য্যান্তরে যায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তবে উঠিয়া নাচয়॥
অন্যান্য বালকগণ চমৎকার চহে।
সবে মেলি প্রহ্লাদেরে ধীরে ধীরে কহে॥
প্রহ্লাদেরে ভাই কহ কান্দ কি লাগিয়া।
কি নাম করিয়া নাচ উন্মত্ত হইয়া॥
সদা অন্যমনা থাক কি ভাব অন্তরে।
কি স্মর কি জপ কহ আমা সবাকারে॥
অহো কি আশ্চর্য্য সাধুসঙ্গের মহিমা।
বেদে না কহিতে পারে মাহমার সীমা॥
ক্ষণমাত্র প্রহ্লাদের দর্শনপ্রভাবে
দ্রাবিল সবার মন ফিরি গেল ভাব॥
হেন বুঝি বিধি ভবসাগর রঙ্গে।
তরি আনি দিলা রঙ্গে প্রহ্লাদের সঙ্গে॥
প্রহ্লাদ কহেন ভাই শুন মন দিয়া।
যে ভাবি যে জপ তহ কহি বিবরিয়া॥
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি সুখের অবধি।
মোর চিত্ত ভাসে সেই সুখজলনিধি॥
পাথারে ভাসিয়া খুঁজে নাহি পাই পার।
ডুবিনু না জানি তাহে ধৈরয সাঁতার॥
ভুবনমোহন রূপে গুণে মন ঝুরে।
যার চিত্তে লাগে তার সব যায় দূরে॥
ধর্ম্ম কর্ম গৃহ বিত্ত স্বজন বান্ধব।
ছাড়িয়া করয়ে পান চরণ আসব॥

---

* পাঠান্তরে—"সঁপি দিল ষণ্ডামার্ক গুরুর হস্তেতে।"

তৃষিত চাতক মোর মন কৃষ্ণবারি।
ধারাপথে রহে আশাচক্ষু যে পসারি॥
বিদ্যা ধন মান গ্রাম্যসুখ রাজ্যাস্পদ॥
দূরে ত্যাগ কর ভাই বলবীর্য্যমদ॥
ভজ ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ সুখরাশি।
খসাও গলার দৃঢ় সংসারের ফাঁসি॥
প্রেমানন্দসুখ পাবে বন্ধন ছুটিবে।
বিষয় কদর্য্যসুখ বাসনা যাইবে॥
শিশুগণ কহে ভাই সংসারের সুখ।
জন্মে জন্মে ভুঞ্জিব যে কিবা তায় দুঃখ॥
নানা শুভকর্ম্ম করি স্বর্গাদি ভুঞ্জিব।
পুনর্জ্জন্ম হয় পুনঃ সৎকর্ম্ম করিব॥
ইথে কেনে নিন্দ মৃত্যু আর পুনর্ভব।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া ভাই কি ধন পাইব॥
প্রহ্লাদ কহেন ভাই এই যে কহিলে।
অতিনীচ বাক্য ইহা অগ্রাহ্য ভূতলে॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন মন দিয়া॥
অজ্ঞান যাইবে দূরে প্রকাশিবে হিয়া॥
ত্রিবিধা প্রকৃতি লোকসংসারেতে হয়।
তমঃ-রজ-সত্ত্ব-গুণে জগতে ভ্রময়॥
তমাধিক্য লোক পাপ শঠমতি হয়॥
রজাধিক্য কর্ম্মপরা সুখ-ইচ্ছাময়॥
সত্ত্বের প্রাধান্যে শম-দম-তপ-মতি।
কিন্তু কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি দুর্গতি॥
কৃষ্ণভক্তি নিগুর্ণ নিগুর্ণজনে হয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম তপে সে না দৃকপাত করয়॥
কর্ম্মী নানাকর্ম্ম করি শ্লাঘা যে করয়॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মূঢ় তত্ত্ব না জানয়॥
পরমার্থ নাহি জানে ফিরে দুরাশয়ে॥
কাহারে ভজয়ে মূঢ় কি ধন লাগিয়ে॥
সর্ব্বধনের ধন কৃষ্ণ ত্রিজগতে হয়।
কি ধন লাগিয়া মূঢ় অন্যেরে ভজয়॥
অন্য ধর্ম্মকর্ম্মে ভাই যে কাহলে সুখ।
সেই সুখ ব্যর্থ কেবল দুঃখের উন্মুখ॥
স্বর্গ আর নরক ভাই একই সমান।
যেই তত্ত্ব জানে নাহি করে বস্তুজ্ঞান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ১॥

সাযুজ্য সুখদ করি মানয়ে ইতরে।
ভক্তিবিপর্য্যয় ভক্ত করয়ে ধিক্কার॥
সংসারের ভয়ে মাত্র পলাইয়া বাঁচে।
ভক্তিরসে হীন মূঢ় পড়ে তার পাছে॥
পুনরায় ভক্ত প্রাপ্তি হইয় কচিৎ।
কৃষ্ণ পায় পূর্ব্বভক্তিমিশ্রফলোচিত॥
সেই য নির্ব্বাণ ে ই ভক্তিপন্থা বিনে।
না পায় জ্ঞানাদি যেন অজা-গলস্তনে॥

মহাজনস্য উক্তিঃ—

ভক্তি বিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজা-গলস্তন প্রায় অন্যান্য সাধন।
অতএব হরিভজে বুদ্ধিমান্ জন॥

শ্রীভাগবতে—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে॥২॥
স্বর্গের যে সুখ ভাই নরকসমান।
তাহার কারণ কহি শুন দিয়া কাণ॥
তথায় অপূর্ব্বভোগ অমৃতসমান।
অপূর্ব্বসুন্দর সঙ্গে রসের বিধান॥
গানবাদ্যশ্রবণে যে গন্ধ নানাজাতি।
নয়ন আনন্দ দেখি শোভা নানাভাতি॥
স্বর্ণ-অট্টালিকা সুকোমল শয্যা তায়।
সুখেতে শয়ন অভিমানেতে বৈসয়॥
দেখহ বিচারি ভাই ইথে যত সুখ।
শূকরদেহেতে হয় সকলি সম্মুখ॥
তথায় যতেক ভোগ* জিহ্বার আস্বাদে।
শূকরেতে বিষ্ঠা ভক্ষে সেই সুখ-স্বাদে॥†

তাঁহারা (ভগবৎ-পরায়ণ জনগণ) স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকের প্রতি তুল্যার্থদর্শী। ১।

হে বিভো! আপনার ভক্তি পথে মঙ্গল-স্রোত প্রবাহিত; (ভক্তিপথ পরিত্যাগে) যাহারা কেবল জ্ঞানলাভেচ্ছু, তাহারা ক্লেশ পাইয়া থাকে। ২।

*পাঠান্তরে—"স্বর্গেতে যে রসভোগ।"
†পাঠান্তরে—"শূকরের বিড়-ভক্ষ্যে তেন।"

যথা যে সুন্দরী সঙ্গে রস-আস্বাদন।
শূকর শূকরী সঙ্গে তেমতি গমন ॥
গানবাদ্য শ্রবণের সুখ তথা যথা।
শূকর নবীন বালকের রবে তথা॥
যথা যে সুগন্ধিসুখে মগন যে মতি।
শূকর অভোজ্যগন্ধে মাতয়ে সেমতি ॥
নয়ন-আনন্দ আর রত্নময় গৃহে।
যথা সেথায় খোঁড়াড়েতে শূকরীর সহে ॥
অতএব ভাই ইন্দ্রিয়সুখদুঃখ।
সামান্যে চরায়্যা বুলে সদা জীব মূর্খ ॥
স্বর্গেতে যে সুখ সেহ দুঃখেতে মিশ্রিত।
অন্যের উৎকর্ষ দেখি ঈর্ষায় তাপিত ॥
পুণ্যক্ষয় পতনের সময় জানয়।
তাহাতে উদ্বিগ্নচিত্ত আছয়ে সদায় ॥
অসুরের পরাক্রমে স্থানভ্রষ্ট হৈয়া।
দীনহীন প্রায় কভু বেড়ায় ফিরিয়া॥
নিশ্চয় জানিহ ভাই কৃষ্ণাশ্রয় বিনে।
কোথাও নিবৃত্তি নাহি এ তিন ভুবনে ॥
কৃষ্ণাশ্রয়মাত্র তাপত্রয় যায় ক্ষয়।
চিদানন্দ নিত্যদেহে প্রেম আস্বাদয় ॥
তথাচ স্বর্গাদিসুখ শ্রেষ্ঠ করি মানি।
যদ্যপি সে নিত্য হয় কথঞ্চিৎ গণি ॥
অনিত্য অগ্রাহ্য সেই সাধুর সমীপে।
পরমসম্পত্তি বলি ইতরেতে জপে ॥
অক্ষয় স্বর্গকামে যাগযজ্ঞ করে।
তাতে দৃঢ়ভক্তি কেহ বুঝাইতে নারে ॥*
স্বর্গ যে অক্ষয় নহে তাহা নাহি বুঝে।
শিষ্ট শান্ত সাধু করি আপনি সমুঝে॥
অতএব স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি ত্রিভুবনে।
বিভুর মায়ায় হিতাহিত নাহি জানে ॥
একবার মরে আর বার জনময়।
দুঃখের অবধি নাহি তার যাতনায় ॥
উর্দ্ধপদে হেটমাথে নাড়ীর বন্ধনে।
বিষ্ঠামূত্রক্লেদ তাহে দংশে কৃমিগণে ॥

শতেক জন্মের কথা তথা স্মৃতি হয়।
তখন ভাবিয়া জীব আকুলহৃদয় ॥
শোচনা করয়ে হাহা কি কর্ম্ম করিনু।
কি বিষ খাইনু কেনে কৃষ্ণ না ভজিনু ॥
ইন্দ্রিয়-স্বচ্ছ যে সুখ তাহার লাগিয়া।
বহু পাপকর্ম্ম * কৈনু মগধ হইয়া॥
পুনঃপুনঃ এইরূপ গর্ভেতে যাতনা।
ভুঞ্জিয়া বেড়াই হাহা এক কদর্থনা ॥
এবার জন্মিয়া কৃষ্ণচরণ ভজিব।
পুনঃপুন এ নরক আর না ভুঞ্জিব ॥
একান্তভাবেতে এই সুদৃঢ় করিনু।
কায়মনে কৃষ্ণপদে শরণ লইনু ॥
দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করয়ে দুঃখসমে।
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ভুলে মায়াভ্রমে ॥
জনময়ে একেলা দ্বিতীয় সঙ্গহীন।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমে চেষ্টা হয় দিন দিন ॥
বাল্যাবস্থাকালাবধি বাল্যরসে যায়।
পৌগণ্ডেতে বিদ্যার অভ্যাসে কালক্ষয় ॥
যৌবন-উদ্রেকে নারীসঙ্গে লোভ জন্মে।
বিবাহ করিয়া মহা-উৎসাহেতে রামে ॥ †
সন্তানকারণ মূঢ় আর্ত্তনাদ করি।
নানাযাগ করে পুত্রে পুত্রবতী নারী ॥
কালে পুত্র কন্যা দশ পাঁচ জনময়।
পৌত্র-দৌহিত্র আদি বহুজন হয় ॥
এক ছিলা বহু হৈলা বাড়ি গেলা লেঠা।
আসক্তি বাড়িল বহু বহু হৈল চেষ্টা ॥
লালন-পালন রক্ষা ভরণ-পোষণ।
সদা অই রসে মাতি হইলা মগন ॥
ধন উপার্জ্জন হেতু দেশদেশান্তর।
গমন করয়ে দুঃখে নাহি অবসর ॥
বাত বর্ষা রৌদ্র ভয় আর অপমানে।
নানা ক্লেশ নাহি গণে অর্থের সন্ধানে ॥
বন্ধুজন বিয়োগ বিচ্ছেদ অর্থনাশে।
অবিচ্ছিন্ন দুঃখশোক-সাগরেতে ভাসে ॥

---

* পাঠান্তরে—"তাতে মূঢ়বুদ্ধি কেহ বুঝিবারে নারে।"

* পাঠান্তরে—"পাপপুণ্য বহু।"
† পাঠান্তরে—"মহা-উৎসবেতে রমে।"

উষ্ট্র যেমন শমী-কণ্টক চিবায়।
জিহ্বা ওষ্ঠে ক্ষত হয় তবু না তেজয়॥
তেমাত জীবের গতি এত যে কেলেশ।
তবু না বুঝয়ে মূঢ়মতি লবলেশ॥
কালে জরা আসিয়া প্রবেশ কৈল দেহে।
বলবীর্য্য গেল গতি রতি স্মৃতি সহে॥
কাশ শ্বাস উদ্গার বাক্যজড়তা হইলা।
চক্ষু কর্ণ দন্ত কেশ পশ্চাৎ করিলা॥
স্ত্রী পুত্র পরিবার সে অবজ্ঞা করয়।
তাড়ন ভর্ৎসন কোপদৃষ্টিতে চাহয়॥
তথাপিহ তাহারি মঙ্গল ধ্যানে থাকে।
গৃহপিঁড়া লেপয়ে টুকরি করি কাঁখে॥
মৃত্যুকাল বৎসর ছয়মাস সম্ভাবনা।
তথাপি না ভজে কৃষ্ণ বিষয় উন্মনা॥
মৃত্যুকালাবধি অই * বিষয় ভাবিয়া।
মরিয়া নরক ভুঞ্জে যমালয়ে গিয়া॥
দুঃখের অবধি নাহি অশেষ যাতনা।
তখন ভাবয়ে হাহা খাইনু আপনা॥
কদর্য্য অনিত্য বিষ বিষয় পাইয়া।
বৃথা জন্ম গোঙাইনু কৃষ্ণ না ভজিয়া॥
হায় হায় কি করিব উপায় কি হবে।
এ দুঃখসাগর হৈতে কে ত্রাণ করিবে॥
এইমত আর্ত্তনাদ পুনঃপুনঃ করি।
শতযুগ ভুঞ্জে দুঃখ যমের নগরী॥
নরকান্তে পুনঃ নানাযোনিতে জন্ময়।
শৃগাল-কুকুর-আদি চৌরাশী ভ্রময়॥
তাহাতে অনন্ত দুঃখ নাহি পারাবার।
গৃহহীন শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কাতর॥
দাবাগ্নিতে দহে কভু বাণদণ্ডাঘাতে।
কভু অস্ত্রাঘাতে মরে নানা-যন্ত্রণাতে॥
বিড়-কীট পতঙ্গ পক্ষী জলজন্তু-আদি।
জন্মিয়া মরয়ে পুন নাহিক অবধি॥
মধ্যে মধ্যে চৌরাশীর অন্তে একবার।
মানবজনম হয় জনমের সার॥
কর্ম্মবশে সেহ অন্ধ আতুর ত্রিবঙ্ক।
নীচজাতি মূক অঙ্গাধিক অঙ্গভঙ্গ॥

* পাঠান্তরে—"মৃত্যু পর্য্যন্ত অই।"

কেহ বা সুন্দরদেহ বুদ্ধিমান হয়।
এ হেন দুর্লভ জন্ম পাই দুরাশয়॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যদি না কৈল আশ্রয়।
পুনর্ব্বার অই গতি জন্ম মৃত্যুচয়॥
বালক কহয়ে ভাই মায়ার প্রভাবে।
কৃষ্ণে না উপজে রতি উপায় কি হবে।
প্রহ্লাদ কহয়ে ভাই উপায় সুন্দর।
আছয়ে তাহার কথা রহস্য বিস্তর॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎমাত্র স্থূল কহি শুন।
পরম উপায় সুপবিত্র গুহ্যতম॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ আদি যত হয়।
ভক্তির বিরোধী মাত্র দিতে শক্ত নয়।
সংসারের ক্ষয়োন্মুখ কোন ভাগ্যবানে।
যবে হয় তবে মিলে সঙ্গ সাধুসনে॥
কৃষ্ণকৃপা সুকৃতির সাধুসঙ্গ হৈতে।
পাপ আর সংসার যায় আনুষঙ্গমতে॥
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন অমূল্য রতন।
পাইয়া পরমসুখী হয় সে তখন॥
পরম নিবৃত্তি হয় দুঃখ রহু দূর। *
শুদ্ধপ্রেমানন্দসুখে সদাই বিভোর॥
দেবগণ ধন্য ধন্য করয়ে ফুৎকার।
জগতের শ্রেষ্ঠ সেই ভব নধিপার॥
সেই পুণ্যতম সেই আরাধ্য জগতে।
তাঁর পাদরজস্পর্শ প্রশংসে বেদেতে॥ †
বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী মুক্তি করি মানে।
অহঙ্কারমাত্র সেই তথ্য নাহি জানে॥
কৃষ্ণের ভকতপাদরজ যে পর্য্যন্ত।
মস্তকে না ধরে বৃথা মরে সেই ভ্রান্ত॥
প্রেমভক্তিমান যেই সেহ থাকু দূরে।
অনন্যভকত সদাচার নাহি করে॥
হেন যে বৈষ্ণব সেহ ভুবনপাবন।
সাধুমধ্যে সেহ হয় শাস্ত্রে নিরূপণ॥

শ্রীগীতায়াম্—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

* পাঠান্তরে—"দুখ বহুতর"
† পাঠান্তরে—"পুণ্যতম" স্থলে "পূজ্যতম" এবং "বেদেতে" স্থলে "দেবেতে।"

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ ॥১॥
অতএব বৈষ্ণবের মহিমার সীমে।
মুঞি কি কহিব ভাই শ্রুতি যাতে ভ্রমে॥
সেহেতুক ভজ ভাই কৃষ্ণের চরণ।
সুদূরে তেয়াগি চতুর্ব্বর্গাদি শরণ॥
ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম যে স্বধর্ম্ম তেজিয়া।
অন্য দেবীদেবা জ্ঞান তপস্যা ছাড়িয়া॥
একমাত্র শরণ্য জগত-ঈশ হরি।
দৃঢ়নিষ্ঠা করি ভজ যথা সতী নারী॥
আর যত দেখিবে শুনিবে শ্রুতিগত।
সকলি অনর্থ ত্রিভুবনমধ্যে যত॥
একা কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি অসার।
ধিক্ ধিক্ সেই সব জনমবিকার॥
শিশুগণ কহে শুন প্রহ্লাদ রে ভাই।
এবে বুঝিলাম কৃষ্ণ বিনে আর নাই॥
যতেক কহিলা ইহা প্রত্যক্ষ সকলি।
বুঝিলাম তত্ত্ব মোরা দৃঢ় ভাল বলি॥
কিন্তু এক কথা বলি তার কি বিচার।
বিবরিয়া কহ ভাই কর্ত্তব্য তাহার॥
কৃষ্ণের ভজন যে সারোদ্ধার হৈল।
এখনি না না কৈল বৃদ্ধাবস্থায় করিল॥
তাহাতে বা হানি-লাভ কি দোষ আছয়।
প্রহ্লাদ কহয়ে এই বাক্য গ্রাহ্য নয়॥
দুর্লভ যে কৃষ্ণভক্তি সাধারণ নহে।
ক্বচিৎ বড় ভাগ্য যার ভাগ্যসিন্ধু বহে॥
অনেক যতনে তারে মিলে একবিন্দু।
জলচর-দেখে যেন সিন্ধুমধ্যে ইন্দু॥
হেন ধনে হেলা কি করিতে কেহ পারে।
উন্মত্ত পাগল বিনে সম্বরিতে নারে॥
স্পর্শমণি পাইয়া কি কহে কোনজন।
আজি নহে কালি লব থাকুক এখন॥
তবে যে কহয়ে সেই নির্ব্বোধ উন্মত্ত।
কালি মিলে কিনা মিলে নাহি বুঝে তত্ত্ব॥

যে ব্যক্তি অনন্যমনে আমার ভজনা করে. অতি দুরাচার হইলেও, সে সাধু বলিয়া অভিহিত হয়; যেহেতু, সে মৎপ্রতি একান্তচিত্ত। ১।

হরিভক্তিরত্ন ভাই দুর্লভ পদার্থ
পরাৎপর বস্তু আর নাশে সর্ব্বানর্থ॥
যাতে হেন ধন ভাই যখনি পাইব।
তখনি লইয়া হৃদিমাঝারে রাখিব॥
পরাণ চিরিয়া তার সারাংশ যথায়।
তারে সমাদর করি রাখহ তথায়॥
লোকালয় সঙ্গ ত্যজ দুর্জ্জনের ভয়।
পরমরতন পাছে ছেনাইয়া লয়॥
অতিসাবধানে ভাই যতনে রতন।
রক্ষা অর্থে সর্ব্বত্যাগী কর ভিক্ষাটন।
তাহার বর্দ্ধিষ্ঠ হেতু সৎসঙ্গে নিবাস।
করহ একান্ত ছাড় জীবনের আশ॥
যেই মূর্খ কহে কৃষ্ণ পশ্চাতে ভজিব।
এখনি কি হৈল কত দিবস বাঁচিব॥
সেই মূঢ় রজগুণস্বভাবে কহয়ে।
বায়ুগ্রস্ত লোক যেন প্রলাপ করয়ে॥
সেহ মুগ্ধ নাহি বুঝে স্বভাব আপন।
মনে করে মুঞি বড় সুবুদ্ধিভাজন॥
শরীর যে ক্ষণধ্বংসি কোন্ ক্ষণে যায়।
তাহার নিশ্চয় নাহি ভরসা কি তায়॥
পশ্চাৎ ভজিব বলি নিশ্চিন্ত রহিলে।
দেহপাত হইল যদি বঞ্চিত হইলে॥
কিংবা নানা বিঘ্ন হয় বিষয়কুসঙ্গ।
স্ত্রীসঙ্গেতে হয় মোহ যাতে সর্ব্ব ভঙ্গ।
অতএব কৃষ্ণভক্তি যখনি পাইবে।
তখনি ভজিবে ভাই গৌণ না করিবে॥
যদ্যপি তাহার রস অনুভব নাই।
তথাপিহ সাধুজনার ভঙ্গি দেখি ভাই॥
মনেতে চিন্তিয়া কর অনুভব সার।
ভক্তিরসে না জানি কেমত চমৎকার॥
সর্ব্বানর্থ বিষয় দুস্ত্যাজ্য নারীপুত্র।
তেজিলা সকলি মজিয়াছে যাতে মাত্র॥
হেন কৃষ্ণরূপ গুণলীলার মাধুরী।
না জানি কি মধু সেই কি গুণে আপরি॥
ইহা অনুভবি মনে আশা পাত্র স্থাপি।
সেই মধু উদ্দেশ কর আজনম ব্যাপি।
অবশ্য মিলিবে তার কণার আস্বাদ।
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হবে ঘুচিবে বিষাদ॥

চতুর্ব্বর্গ বাধা আশা সংসার বিবাদ।
মায়াগন্ধ যাবে পাবে পরম আহ্লাদ॥
আরো বলি শুন ভাই সুবিচারবাক্য।
হয় নয় বুঝহ মনেতে কর ঐক্য॥
বাল্যপৌগণ্ড সমে ভজনের কাল।
ইহার অধিকে দেখ অনেক জঞ্জাল॥
এই দুই সময়ে মতি স্বচ্ছন্দ অন্তর।
কোন চিন্তা নাহি নহে উদ্বেগকিঙ্কর॥
অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ ভজহ নিরুদ্বেগে।
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হয় বিঘ্ন নাহি লাগে॥
বাল্যাবস্থার সংস্কার পাষাণের দাগ।
কভু নাহি টুটে হয় দৃঢ় অনুরাগ॥
কৈশোর আদিতে হয় বিদ্যাদির চেষ্টা॥
যৌবন উদ্রেকে হয় নারীসঙ্গে তৃষ্ণা॥
ধনবান জয় পরাজয় সদা চিত্তে।
রাগ দ্বেষ ঈর্ষায় নিন্দয়ে যশমত্তে॥
বার্দ্ধক্য সময় ভাই বিঘ্নময় মাত্র।
কাশ শ্বাস জরা ব্যাধি লোলচর্ম্ম গাত্র॥
সমস্ত ইন্দ্রিয় অপাটব ক্রমে হয়।
সদাই অসুস্থ মন বুদ্ধি না স্ফুরয়॥
কৃষ্ণনাম লইতে যদ্যপি মনে করে।
কাশ শ্বাস উঠে লইবারে নাহি পারে॥
ভজন করিবে কিবা দেহ অপাটব।
জীবনে মরণতুল্য কোথা ধ্যান জপ॥
অতএব কৈশোরে যৌবনে বিঘ্ন করে।
বার্দ্ধক্যেতে জরাবিঘ্ন কৃষ্ণ নাহি স্ফুরে॥
সেহেতুক বাল্যাবস্থা ধন্য করি মানি।
নির্ব্বিঘ্নে ভজন হয় সংস্কারে বাখানি॥
সেই সংস্কারে দৃঢ়নিষ্ঠা স্থায়ী হয়।
মতবাদিমতে কভু মন না চলয়॥
এত শুনি শিশুগণ প্রহৃষ্টহৃদয়।
প্রহ্লাদেরে পুনঃপুনঃ প্রশংসা করয়॥
আলিঙ্গন করে সবে গদগদভাবে।
পাইনু দুর্লভ জ্ঞান তোমার প্রভাবে॥
পিতা মাতা বন্ধু ভাই গুরু জ্ঞানদাতা।
তুমি সে পরম ভবসাগরের ত্রাতা॥
বহু স্তুতি করয়ে নয়নে অশ্রু বহে।
নির্ম্মল হইল চিত্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে॥

হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া সবে নাচে।
আগুসারি প্রহ্লাদ বালকগণ পাছে॥
প্রহ্লাদ যে আনন্দের সাগরে ভাসিল।
হরিসঙ্কীর্ত্তনধ্বনি গগনে উঠিল॥
শণ্ডামর্ক দূরে হৈতে শুনি কলরবে।
ধাইয়া আইলা দ্বিজ অতিক্রোধভাবে॥
আসিয়া দেখয়ে করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
ক্রোধাবেশে করে দ্বিজ তাড়নভর্ৎসন॥
হাঁরে শিশুগণ এ কি বিপরীত কার্য্য।
পুনঃপুনঃ মানা করি তবু কর আর্য্য॥
প্রহ্লাদিয়া ছোঁড়া দেখ পাগল হইল।
পাড়ার বালকগণ সব বিগড়িল॥
ও নাম পালি রে কোথা কে রে শিখাইল।
বুঝিলাম তোর মৃত্যু নিকট হইল॥
মহারাজা দোরদণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড।
তাঁহার রিপুকে ভজ হারে মূঢ় ভণ্ড॥
পুত্র হইয়া কর প্রতিকূল-আচারে।
তোমারে বাঁধিবে আর বাঁধিবে আমারে॥
এত শুনি শিশুগণ মৌন হইলা।
মনে মনে কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলা॥
প্রহ্লাদ না শুনে তাহা কেবা কহে কাকে।
কর্ণে শব্দমাত্র যেন ঝিঁ ঝিঁপোকা ডাকে॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে মন অর্পণ করিয়া।
আঁখি মুদি রহে ধারা পড়য়ে বহিয়া॥
দ্বিজ মনে ভাবে বুঝি ভয়েতে প্রহ্লাদ।
কান্দয়ে নয়ন মুদি করিয়া বিষাদ॥
নিকট হইয়া কিছু তুষিয়া কহয়।
আইস পড়হ বাপু নাহি কিছু ভয়॥
হেন কর্ম্ম কভু বৎস আর না করিহ।
পিতৃপিতামহ যেই সেই ধর্ম্মে রহ॥
শণ্ডামর্ক শিষ্যে ভাল উপদেশ দিল।
ত্রিভুবনে লোক যাহা শুনিয়া হাসিল॥
কথোক দিবসে রাজা পুত্রে বোলাইল।
শণ্ডামর্ক প্রহ্লাদেরে লইয়া চলিল॥
শিখাইয়া বুঝাইয়া অনেক কহিল।
রাজা-আগে কৃষ্ণ-নাম কদাচ না বল॥
তবে দ্বিজ লয়্যা গেলা রাজার সভায়।
প্রহ্লাদ আইসে যেন চন্দ্রের উদয়॥

।বপু চিক্কণ শ্যামল পদ্মনেত্র।
মিণি-আভরণ * বসন বিচিত্র॥
নবক্ষে মণিহার আন্দোলায়মান।
র ধীরে পদন্যাস গজেন্দ্রগমন॥
দ পারিষদগণ সমান বয়েস।
ান চরিত্র সম শান্তরণ বেশ॥
রমন্ত্রিগণ অনুব্রজি সঙ্গে সঙ্গে।
খিবারে আইসে গ্রামের লোক রঙ্গে॥
। অপমান আর বসন ভূষণে।
ঞ্চিৎ নাহিক ক্ষোভ উপেক্ষায় মানে॥
চুমাত্র চেষ্টা নাহি অনন্যবাসনা।
র্ভাবে মাত্র কৃষ্ণচরণবন্দনা॥
র ধীরে সভামধ্যে আসি প্রবেশিলা।
দিগে সকল লোক চাহিয়া রহিলা॥
লাদের রূপ দেখি রাজার আনন্দ।
দরপূর্ব্বক কিছু † কহে মন্দ মন্দ॥
ইস আইস বৎস জীবন আমার।
চাকু পরাণ ক্রোড়ে করি একবার॥
হ পসারিয়া রাজা ক্রোড়ে বসাইলা।
ক-আঘ্রাণ মুখচুম্বন করিলা॥
জ্ঞাসয়ে কহ বাপু কি বিদ্যা পড়িলা।
ধা নীতি কিবা ধর্ম্ম সার কি বুঝিলা॥
জনীতি কি জানিলে ধনুর্বিদ্যা-আদি।
জার পালন যাতে বিজয় বিবাদী॥
যোড়ে প্রহ্লাদ কহয়ে ঋজুভাবে।
জ্ঞা যদি হয় মহারাজ কহি তবে॥

তি আর ধর্ম্ম যত, ধনুর্ব্বিদ্যা-আদি শত,
রাজ্য আর জয় পরাজয়।
লি কেবল ব্যর্থ, সংসারহেতু অনর্থ,
যাতে কৃষ্ণে মতি না জন্ময়॥
মহারাজ বিবেক ভজহ হৃদিমাঝ।
ই যে সংসার সুখ, পরিণামে দুঃখোন্মুখ,
হেন রাজ্যসুখে কিবা কায॥
ই সুখ রাজ্য-সম্পদ, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যমদ,
সেই বিদ্যা রিপুপরাজয়।

* পাঠান্তরে—"সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার।"
† পাঠান্তরে—"সগর্ব্বেতে নৃপবর।"

সম্পদের সার সেই, সেই তপ তীর্থ সেই,
যদি কৃষ্ণভক্তি উপজয়॥
নতুবা বিফল দেহ, সঙ্গে নাহি যাবে কেহ,
স্ত্রী পুত্র ধন মান গর্ব্বে।
একেলা উলঙ্গবেশে, আসিয়া সংসারবাসে,
অমনি গমন পুনঃ সর্ব্বে॥
আসিয়া দিনকথোকাল, মিথ্যা মহামোহ-আস্ফাল,
করিয়া ফিরয়ে মোর মুণ্ডে।
কলহ মেদিনী লয়ে, মিথ্যা জয় পরাজয়ে,
দু আঁখি মুদিলে কিছু নাই॥
অতএব মহারাজ, সাধু মানি জগমাঝ,
সেই যেই কৃষ্ণাশ্রয় করি।
বিঘ্নকরী সদা হিয়া, গৃহকূপ তেয়াগিয়া,
বনেতে গমন শান্তি ধরি॥
ছাড়িয়া অনিত্য রাজ্য, চিন্তহ আপন কার্য্য,
অন্য আশা দ্বেষ রাগ ছাড়ি।
ভজহ শ্রীকৃষ্ণপদ, দুর্লভ সে সুসম্পদ,
ঘুচিবে সংসার দৃঢ় বেড়ি॥ *
শুনিতে শুনিতে রাজা, ত্রি-বিজয়ী মহাতেজা,
ক্রোধে কালান্তক-যম-সম।
দুই নেত্র জ্বলে যেন, জ্বলন্ত অঙ্গার হেন,
অন্য ধাতু কম্পমান যম॥
সৈন্য-সামন্ত জন, অমাত্য-পার্ষদগণ,
সভাসদ আদি দেব-নর।
সবে কম্পকম্পান্বিত, ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি হত,
প্রহ্লাদের নাহি কিছু ডর॥
কৃষ্ণের কিঙ্কর যেই, ত্রৈলোক্যবিজয়ী সেই,
ভয় কোথা কাল নহে প্রভু।
স্বরকায় শক্ত নহে, মৃত্যুর কিঙ্কর তাহে,
সে কি পীড়া দিতে পারে কভু॥
তবে রাজা ক্রোধাবেশে, ঘন ঘন বহে শ্বাসে,
মার মার কহে বারবার।
ভয়ানক দূতগণে, উচ্চরবে দুর্ব্বচনে,
কহে শির ছেদহ ইহার॥
আমার শত্রুর গুণ, বহে দুষ্ট পুনঃপুনঃ,
আর মোরে ভজিবারে কহে।

* পাঠান্তরে—"ঘুচিবেক মায়া দৃঢ় বেড়ি।"

গুরুর সমান হৈয়া, কহে জ্ঞান শিখাইয়া,
এ দৌরাত্ম্য পরাণে কি সহে ॥
দূতগণ খড়্গ ধরে, যাইয়া আঘাত করে,
প্রহ্লাদের অঙ্গে নাহি বাধে।
উদ্যম বিফল সেই, শিশু যেন কোপে ধাই,
থুথু ক্ষেপণ করে চান্দে ॥
চান্দে সে লাগিবে কোথা, পড়ে নিজমুখ যথা,
তেমতি অসুরগণমতি।
প্রহ্লাদে হানয়ে দণ্ড, খায় আপনার মুণ্ড,
তেঁহ ত অক্ষয় নিশাপতি ॥
অস্ত্র নাহি পৈশে দেহে, হেরিয়া নৃপতি কহে,
কিবা মন্ত্র শিখিল কোথায়।
অস্ত্রাঘাতে না মরিবে, পর্ব্বত-উপরে তবে,
উচ্চ হৈতে ডারহ উহায় ॥
তবে দূতগণ লৈয়া, পর্ব্বত উপরে যায়্যা,
অতি উচ্চ হইতে ডারিলা।
পতনে মরণ কোথা, স্নেহেতে জননী যথা,
ক্রোড়ে হইতে ভূমে শোয়াইলা ॥
শুনি রাজা বিবরণ, চিন্তায় বিরস মন,
পুনঃ কহে অগ্নিতে ডারহ।
জাজ্বল্য অগ্নির মাঝে, ডারয়ে ভকতরাজে,
পোড়াবে কি দেবে যায়্যা সেহ ॥
পুনঃ সাগরের জলে, বুকেতে বান্ধিয়া শিলে,
ফেলে লয়্যা সুদূর গম্ভীরে।
কৃষ্ণের ভকত জানি, তীর্থগণশিরোমণি,
না ডুবায় ধরি রাখে শিরে ॥
তথা হৈতে আনি পুনঃ, এবার কৌতুক শুন,
করিপদতলে দিলা ডারি।
হস্তী পশু কিবা জানে, হরির ভজনগুণে,
পৃষ্ঠে বসাইলা শুণ্ডে ধরি ॥
মারিতে অনেক চেষ্টা, করে মূঢ় অতিদ্বেষ্টা,
কোনমতে না মৈল বালক।
তথাচ না বুঝে মন্দ, পুনঃ করে নানা ছন্দ,
উপায় কি ভাবে তিনলোক ॥
দণ্ড ত অনেক কৈল, তাহাতে নাহিক মৈল,
তবে সাম-দান-ভেদ-মতে।
বিবিধ উপায় করি, কোনমতে মোর বৈরী,
নাহি ভজে কেমনে যাহাতে ॥

এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠায় মায়ের স্থা
বুঝাইতে কহি পাঠাইলা।
কয়াধু সুমতি রাণী, ভুবনপাবনী ধ
প্রহ্লাদেরে কোলে করি লৈলা ॥
ঘন মুখে চুম্ব দেয়, মস্তক আঘ্রাণ ল
চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ।
আহা মরি বৎস মোর, নিরদয় সুকঠো
পিতা তব কত দিল দুঃখ ॥
বিরলে লইয়া রাণী, কহয়ে অমৃতবা
লোক-বেদ-সাধুর সম্মত।
আমার গুণের নিধি, কৃষ্ণ তোমা নিরব
কুলের প্রদীপ লোকজিত ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভকতি নিধি, রাখহ হৃদয়ে বা
দুষ্টের কথায় নাহি ভুল।
ভয় কি অসুর হৈতে, শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাে
বিঘ্নের সে বিঘ্ন অনুকূল ॥
দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবা
আমারে কহিয়া পাঠাইলা।
হাহা কি দুর্দ্দৈবগতি, কি দুষ্ট অশুভ ম
বিধি নিধি বঞ্চিত করিলা ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুধাধার, নাহি যার পারাবা
হেন সুখে বঞ্চিত হইলা।*
আর তাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষয়গরলে পু
হিতাহিত বুঝিতে নারিলা ॥
তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা দ্বেষে অনুর
ইহাতে মঙ্গল কভু নহে।
অচিরাতে হবে নাশ, হইবে নরকে বাস,
এ দৌরাত্ম্য ধর্ম্মে নাহি সহে ॥
তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখহ করিয়া প
হৃদয়মাঝারে দৃঢ় করি।
জনম জীবন মন, তাঁরে কর সম
সদা রক্ষা করিবেন হরি ॥
এতেক কয়াধু সতী, বুঝাইল পুত্র প্র
স্নপন ভোজন করাইয়া।
নানা মণি হার হীরা, বিচিত্র বসন চী
চন্দনাদি দিলা পরাইয়া ॥

* পাঠান্তরে—"মরণে হইবে নাশ।"

গাঁথি পুষ্পের মালা, কণ্ঠেতে করিল আলা,
ভালে দিল তিলক-মঞ্জরী।
মনমোহন রূপ, সুরূপগণের ভূপ,
কিবা হৈল অপূর্ব্ব মাধুরী॥
রাজা পুনঃ বোলাইলা, রাণী পাঠাইয়া দিলা,
সাজাইয়া সাধে রাজসভা।
দেখিয়া পুত্রের রূপ, আনন্দিত হৈলা ভূপ,
চিত্ত মন নয়নের লোভা॥

অন্তরে ভাবেন ভূপতি, প্রহ্লাদের সে কুমতি,
ঘুচি গেল মায়ের বাক্যেতে।
সুবুদ্ধি কয়াধু রাণী, বুঝাইয়া নীতবাণী,
পাঠাইয়া দিলেক সভাতে॥
তাকে দিয়া হাতছানি, পসারিয়া দুই পাণি,
আইস মোর পরাণ প্রহ্লাদ।
হৃদয় মাঝারে রাখি, তোমার বদন দেখি,
ঘুচুক যে মনের বিষাদ॥
এতেক আদর করি, প্রহ্লাদের করে ধরি,
বসাইলা আপন নিকট।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, কহে রাজা বুঝাইয়া,
মোর সনে না করিহ হট॥

শুন বৎস নীতবাণী, মুঞি যারে নাহি গণি,
মোর সুত হৈয়া তারে ভজ।
অতি অসুচিত হয়, কাপুরুষতার ন্যায়,
অতএব হেন বুদ্ধি তেজ॥
প্রহ্লাদ কহয়ে পুনঃ, মহারাজ কহি শুন,
যতেক কহিলে নীত-বাণী।
সকলি অনীত হয়, সৎমার্গে বিপর্য্যয়,
নিন্দিত অগ্রাহ্য দূষ্য মানি॥

যার সনে কর হট, সেই প্রাণেন্দ্রিয় পট,
তাহা বিনে পড়িয়া রহয়।
শৃগাল কুকুর ভক্ষ্য, এহ যে সুখের পক্ষ,
ক্ষণমাত্র উড়িয়া পলায়॥
মহারাজ হরিপদ অভয় শরণ।
কাপুরুষ সেই জন, না ভজয়ে শ্রীচরণ,
করে সেই নরক ভুঞ্জন॥
তাঁরে না শরণে যেই, জগতে নিন্দিত সেই,
নিশ্চয় বিধাতা তারে বাম।

সংসার বাঞ্ছা ভোগ, সদা সেবে শোক রোগ,
কদাচিত পূর্ণ নহে কাম॥
ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানে, দুঃখে সুখ করি মানে,
নাসিকায় মায়ারজ্জু বশে।
অবিদ্যা যাহার দাসী, পরাৎপর সুখরাশি,
না বুঝিয়া বঞ্চিত সে রসে॥
অতএব মহারাজা, অন্তরে ত্যজহ দুজা,
ভজ হরি অভয় চরণ।
বিষয় যে কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী,
সদা কর অনন্য শরণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা, অসুরাগ্র মহাতেজা,
ক্রোধে যেন প্রচণ্ড অনল।
প্রলয়ের বায়ু যেন, শ্বাস বহে ঘন ঘনে ঘন
রক্তবর্ণ নয়নযুগল॥
উচ্চৈঃস্বরে কহে ছার, অরে দুষ্ট কুলাঙ্গার,
তথাচ ঐ নাম পুনঃ লবি।
মস্তক ছেদিব তোর, না জান প্রতাপ মোর,
আজি তুঞি যমালয় যাবি॥
এত কহি কোষ হৈতে, খড়্গ লইল হাতে,
চোট মারিবারে মনে করে।
নাহি মরে খড়্গাঘাতে, সে কথা উদয়ে চিতে,
লজ্জায় না পারে মারিবারে॥
ধীরে ধীরে কহে পুনঃ, মোর এক বাক্য শুন,
এই যে এতেক লোক আছে।
কেহ বা না ভজে কেন, তুমি কেনে পুনঃপুনঃ,
ভজিবারে ধাও তার পাছে॥
জিজ্ঞাসি তোমার ঠাঞি, মিথ্যা যে কহিবে নাই,
আর কিছু নাহি চাই আমি।
বিষ্ণুর ভজন প্রতি, কে তোমারে হেন মতি,
দেয় কার ঠাঞি শিখ তুমি॥
তবে কহে শিশুবর, করি তবে যোড় কর,
মহারাজ করি নিবেদন।
এই যে যতেক জন, নাহি ভজে নারায়ণ,
হে কহিলে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণভক্তি মহাবিভু, বিনে সাধুকৃপা কভু,
নাহি হয় শাস্ত্রের প্রমাণ।
দুর্লভ যে শুভোদয়, সাধারণ কোথা হয়,
যার হয় সেই ভাগ্যবান॥

মহারাজ কৃষ্ণে মতি অতি যে দুর্লভ।
স্বত কি পরত নহে, গৃহকুটধর্ম্ম সহে,
মিথুনীক্রিয়াতে যার লোভ॥

কৃষ্ণে মতি কোথা তার, অনর্থে শরণ যার,
দিবসে বিষয় কর্ম্মে ফিরে।
নিশিতে করি শয়ন, পুনঃ সেই চিন্তন,
করে যেন গোধন জাগরে॥
রাজা শুনি পুনঃ কহে, কৃষ্ণ তোর কোথা রহে,
প্রহ্লাদ কহয়ে সর্ব্বন্তরে।
স্থাবর জঙ্গম কীট, পতঙ্গ পাবক ভীট,
চরাচর সবার অন্তরে॥
রাজা কহে যদি হয়, স্তম্ভ যে স্ফটিকময়,
ইহাতে আছয়ে তোর হরি।
পুনশ্চ প্রহ্লাদ কহে, সে কভু অন্যথা নহে,
শুনি কোপে উঠে খড়্গা ধরি॥
ধাইয়া অসুরবরে তাহাতে আঘাত করে,
স্তম্ভরাজ দুইখণ্ড হৈল।
শুনহ অদ্ভুত কথা, অপূর্ব্ব মঙ্গলগাথা,
তাহে এক বস্তু নিকষিল॥
যাহা লাগি যোগিগণ, একান্তে করয়ে ধ্যান,
ছাড়ি সর্ব্ব বিষয়-বাসনা।
শ্রুতিগণ নিরন্তর, যাঁর অন্বেষণপর,
বিচার-বিতণ্ডা করে নানা॥

যাঁর যশ গুণ কর্ম্ম, ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম,
সাধুগণ পুলক অন্তরে।
গায় শুনে করে ধ্যান, ছাড়ি রাজ্য অভিমান.
স্বজন বান্ধব করি দূরে॥
সর্ব্ব-আত্ম-অন্তর্য্যামী, সবার জীবনস্বামী,
এক বিভু ত্রৈলোক্য-অন্তরে।
সৃজন-পালন-কর্ত্তা, প্রলয়-আদি-সংহর্ত্তা,
ত্রিভুবন যাঁর গুণে ঝুরে॥
ত্রৈলোক্য যে বৈভব, সকলি বস্তু সুলভ,
সুদুর্লভ যাহা নাহি মিলে।
হেন বস্তু স্তম্ভ হৈতে, স্বভক্তের অভিমতে,
নিকষিলা প্রপঞ্চের মেলে॥
অহো কি লোকের ভাগ্য,কিবা মূঢ় কিবা প্রাজ্ঞ,
কিবা সুর অসুর রাক্ষস।

নয়নগোচর হৈল, ভবাগ্নি নির্ব্বাণ ভেল,
শেষ হৈল জঠর-নিবাস॥
যবে স্তম্ভে নিকষিল, ক্ষুদ্রটি প্রতীত ভেল,
দেখিতে দেখিতে মহাকায়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নভোব্যাপী, রৌদ্র প্রচণ্ডরূপী,
মহাবিকরাল মূর্ত্তি হয়॥
কটি অধে নরাকৃতি, শ্যামলসুন্দর ভাতি,
পীতাম্বর মণি-আভরণে।
শ্রীচরণ কটি অধে, ভক্তে দত্ত অনুরোধে,
শক্ত নহে অন্যথা করণে॥
ঊর্দ্ধে হরি ভয়ঙ্কর, রূপ কিন্তু মনোহর,
ভক্তগণের আনন্দজনক।
ভক্ত-অনুরোধ করি, রূপ ধরি নরহরি,
ক্রীড়া করে যেমন বালক॥
অতঃপর শুন তবে, হিরণ্যকশিপু যবে,
দেখি সেই বিকৃতি-স্বরূপ।
দুঃশীল অসুর রীতি, কোপেতে বিবশ মতি,
নাহি বুঝে নিজ শুভাশুভ॥
মুদ্গার মুষল ভেলা, বৃক্ষ বৃহতী শিলা,
শেল শূল নানা অস্ত্র শস্ত্র।
বিক্রম করিয়া মারে, প্রভু তাহা লুফি ধরে,
উলটিয়া মারে সেই অস্ত্র॥
ইতর অসুরগুলা, দূর হৈতে মারে ঢেলা,
সে গুলার গ্রীবা ধরি ধরি।
ভূমেতে আছাড় মারে, ছটফট করি মরে,
কতগুলা পলায়িতা হেরি॥
পুনরপি দুই জন, বাহুযুদ্ধ অনুক্ষণ,
পৃথিবী কম্পিত পদভরে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, তলাতল পাতাল,
সুমেরু কাঁপয়ে থরথরে॥
যুদ্ধলীলা কথোক্ষণ, করি প্রভু সনাতন,
দৈত্যরাজে ধরিয়া শ্রীহস্তে।
ঊরুর উপরে ধরি, উদর ফাড়য়ে চিরি,
ক্রোধাবেশে যেন বেণাপত্রে॥
উদরের নাড়ীগুলা, মালা করি গলে দিলা,
অতি-বিকরাল রূপ হৈলা।
প্রলয়-অনল যেন, দুই চক্ষু জ্বলে ভেল
লোমাবলি উত্তান করিলা॥

নাসাপুটে বহে শ্বাস, শিলা বৃক্ষ আশপাশ,
উপাড়িয়া পড়ে গিয়া দূর।
দশন অচলশৃঙ্গ, হরধনু যেন ভঙ্গ,
কটমট শব্দে ব্যাপে পুর ॥
শিরে জটা ঘূর্ণনে, ছিন্ন ভিন্ন মেঘগণে,
দেবগণ পলায় ধাইয়া।
মহাতেজ মহাবল, প্রতাপ প্রদীপ্তানল,
কালের অন্তক রৌদ্রকায়া ॥
দুঃসহ চীৎকার রবে, গর্ভবতী গর্ভ স্রবে,
সুরাসুর নরনারীগণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সুমেরুর শৃঙ্গ নড়ে,
কটাহ ফাটিল কিবা আন ॥
মহ-উগ্ররূপ প্রচণ্ড, কালান্তক-কালদণ্ড,
মহাভয়ানক মহারৌদ্র।
চরণ-আস্ফালভরে, ক্ষিতি টলমল করে,
সৃষ্টি সংহারেন যেন রুদ্র ॥
দেখিয়া চিন্তিতমনে, ব্রহ্মা-আদি দেবগণে,
হাহাকার করেন সবাই।
অকালে প্রলয় হয়, কি কর্ত্তব্য কি উপায়,
ত্রস্ত পরস্পর ধাওয়াধাই ॥
শিব-ব্রহ্মা-ইন্দ্র-আদি, স্তব করে আঁখি মুদি,
সুদূর হইতে ভয়ে মতি।
আঁখি না মেলিতে পারে, নিকটে যাইতে নারে,
কম্পিত হেরিয়া তীক্ষ্ণ জ্যোতি॥
কেহ কহে লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার চরণ সেবি,
আন যাই বৈকুণ্ঠ হইতে।
তিঁহ যদি আসি কহে, তবে এই সৃষ্টি রহে,
প্রভুর এ রূপ সম্বরিতে ॥
নারদর্ষি প্রশংসিয়া, সবে বহু আরাধিয়া,
স্বধাম হইতে তাঁরে আনে।
দয়াল বিকট রূপ, নরসিংহ-স্বরূপ,
হেরি মাত্র মুদিলা নয়ানে ॥
মুখ ফিরাইয়া ধায়, চলি যায় নিজালয়,
ভয়ে ভীত কমলা-হৃদয়।
পুনরপি এক উপায়, স্থির কৈলা দেবচয়,
ভক্তবৎসল প্রভু হয় ॥
প্রহ্লাদেরে কর স্তব, পূরণ হইবে সব,
রক্ষা হবে জগৎ-সংসার।
ইহা চিন্তি সবে মেলি, অন্তরে কুতুহলী,
স্তব করে করিয়া বিচার ॥
প্রহ্লাদ ঘনায়্যা যায়, অন্তরে অকুতভয়,
সিংহের বালক যেন সিংহে।
হেরিয়া নাহিক ডরে, ক্রোড়ে বসি ক্রোড়া করে,
মাতা পিতা বক্ষে রাখে স্নেহে ॥
তেমতি কৌতুক দেখ, ত্রিজগত পায় সুখ,
সর্ব্বলোক যাহার শ্রবণে।
তাহার যে বিবরণ, শুন সবে দিয়া মন,
পরম আনন্দ পাবে মনে ॥
সম্মুখে দাণ্ডায়্যা সাধু, বিধু যেন স্রবে সীধু,
স্তব করে সুমিষ্ট বচনে।
দেবগণ তাহা শুনি, মুখে না নিঃসরে বাণী,
নিরীখয়ে অনিমিখ নয়নে ॥
আর্দ্রীভূত অন্তরে, দুনয়নে বারি ঝরে,
পুলকিত অঙ্গ সবাকার।
প্রভু প্রহ্লাদের পানে, স্নিগ্ধদৃষ্টে সুনয়নে,
স্নেহভাবে হেরে বারবার ॥
গ্রীবা হেলাইয়া চাহে, বদন নিরখি রহে,
ক্রোড়ে তুলি হৃদয়ে লইলা।
শ্রীহস্ত অঙ্গেতে দিয়া, শিরে হাত বুলাইয়া,
বদন চুম্বন বহু কৈলা ॥
পশুরূপ ধরি হরি, পশুভাব অঙ্গীকরি,
স্নেহে প্রহ্লাদের অঙ্গ চাটে।
কিবা ভক্তপ্রিয় প্রভু, কিবা দয়াময় বিভু,
যত্নে রাখে হৃদয়সম্পুটে ॥
হেন যে দয়ার নিধি, তাঁরে ভজ নিরবধি,
অন্য ধর্ম্ম বাসনা তেজিয়া।
কাহারে ভজিবে আর, কি ধন লাগিয়া ছার,
কাঁচ লাগি কাঞ্চন ছাড়িয়া ॥
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, হেন দয়াল আর নাই,
নয়ন-বিবাদ তেয়াগিয়া।
হেন দয়াল কেবা আছে,শুদ্ধ প্রেমানন্দে নাচে,*
পরাৎপর নিন্দিয়া অমিয়া ॥
প্রহ্লাদের কিবা ভাগ্য,কিবা প্রাজ্ঞ কিবা যোগ্য,
কিবা দীর্ঘ সৌভাগ্য শোভন।

* পাঠান্তরে—"শুদ্ধ প্রেমানন্দ যাচে।"

ত্রিভুবননাথ বিভু, কর্ত্তা হর্ত্তা ভর্ত্তা প্রভু,
যার লাগি কৈলা প্রকটন॥
কণ্ঠেতে ধরিয়া পুনঃ, সুকোমল-বৎস যেন,
স্নেহে অঙ্গ চাটয়ে গোধন।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, অশ্রুজলে ভিজাইয়া,
পুনঃপুনঃ হেরয়ে বদন॥
প্রহ্লাদ গম্ভীরমতি, না ভিজে আদর প্রতি,
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমগতি।
যাহাতে সুস্নিগ্ধ মন, মাগে মাত্র শ্রীচরণ,
কেবল সেবনমাত্র মতি॥
অপার গুণের সিন্ধু, মো সবা পরমবন্ধু,
তাঁর চরণের রজকণা।
তাহে অনাদর করি, নানা পথে সদা ফিরি,
যে হেতুক সংসার বাসনা॥ *
বৈষ্ণবে না কৈনু রতি, খাইয়া আপন মতি,
হায় হায় কি দুর্দ্দৈবদশা।
পড়িল মস্তকে বাজ, ঐছন বৈষ্ণবরাজ,
তাঁর পদে না জন্মিল আশা॥
নানা যোনি মধ্যে ফিরি, কদর্য্য ভক্ষণ করি,
নানাকর্ম্ম করি চাহি অর্থ।
যে অর্থ অনর্থমাত্র, বিশেষতঃ স্ত্রী পুত্র,
স্বর্গ যে সুখদ তাহে ব্যর্থ॥
বৈষ্ণবসেবন সার, ধর্ম্মমধ্যে পরাৎপর,
যাতে সর্ব্ব অর্থ লাভ হয়।
অন্য ফলের কিবা কথা, তুচ্ছমাত্র সব বৃথা,
যাতে কৃষ্ণপ্রেম উপজয়॥
হেন বৈষ্ণবের পদে, মতি না করিনু মদে,
হারাইনু পাইয়া রতন।
যে ভাগ্যে এ পদ মিলে, বুঝি কভু কোন কালে,
সেই ভাগ্য না কৈনু যতন॥
এবে দন্তে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
শ্রীচরণে করি নিবেদন।
হে হে শ্রীলশ্রীপ্রহ্লাদ, ঘুচাও মনের বাদ,
মোরে দেও ভক্তি রতন॥
পুরুষ-রতন তুমি, কি আর বলিব আমি,
কৃপাদৃষ্টি কিঞ্চিৎ করহ।
চরণে শরণ লৈনু, বিনা-মূলে বিকাইনু,
মো পাপী আপন করি লহ॥
তোমার হৃদয়কোষে, অশেষ দারিদ্র নাশে,
আছে তথা অমূল্য রতন।
দারিদ্র আমার মন, নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন,
কিছু দেহ হেরিয়া কৃপণ॥
অনুচর কর মোরে, চরণ ধরহ শিরে,
ভৃত্যভাবে কর অঙ্গীকার।
শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি-রস, তোমার যে গ্রাস-আশ,
দেহ পাতি আছি নিজ কর॥
পরিহার শ্রীচরণে, কিঞ্চিৎ নয়নকোণে,
নেহার হে দয়ার ঠাকুর।
দীনহীন কৃষ্ণদাস, কৃপালেশ করে আশ,
কর নিজ উচ্ছিষ্ট কুক্কুর॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীপ্রহ্লাদভক্তরাজগুণ-
কথনং সপ্তম-মালা।

অষ্টম-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীঅক্রূর ভক্তরাজের।

কংসের আদেশে সাধু শ্বফলক-পুত্র।
অক্রূর ভকতরাজ যশস্বী পবিত্র॥
কৃষ্ণ লইবারে ব্রজপুরে গেলা যবে।
তাঁহার মহত্ত্ব কিছু কহি শুন সবে॥
অপূর্ব্ব স্বর্ণের রথে চড়িয়া চলিলা।
পথে পথে নানা তর্ক করিতে লাগিলা॥
মুঞি হীনমতি অতি ভকতিবিহীন।
মোর চক্ষুগোচর কি হবে ভক্তাধীন॥
নয়নে গলয়ে ধারা যেন মেঘ বর্ষে।
রামকৃষ্ণদরশন মোরে নাহি অর্শে॥

* পাঠান্তর—"কৌতুকেতে সংসার বাসনা।"

হেন কি আমার হবে হইবে সুদিন।
হেরিব শ্রীহলধর নন্দের নন্দন॥
শ্রীচন্দ্রবদন হেরি চরণে পড়িব।
খুড়া বলি উঠাইয়া আলিঙ্গন দিব॥
এইমত মনোরথ করিতে করিতে।
শ্রীচরণচিহ্ন দেখি ব্রজে প্রবেশিতে॥
পুলক-কদম্ব-দেহ * অশ্রু বহে ধারে।
গড়াগড়ি দিয়া তাহে দণ্ডবত করে॥
পুনঃপুনঃ উঠে পড়ে উন্মত্তের প্রায়।
কভু হাসে কভু কান্দে প্রেমের আশয়॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চলে মহাশয়।
দেখে গোষ্ঠে রামকৃষ্ণচন্দ্রের উদয়॥
আনন্দসাগরমাঝে ডুবিলা মহান্ত।
কি সুখে সাঁতারে তার নাহি হয় অন্ত॥
কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই পূর্ণশশী।
হেরিয়া অক্রূরে আলিঙ্গন কৈলা আসি॥
করে ধরি গৃহে আনি আতিথ্য-ব্যভারে।
নানামত সেবা কায়মনোবাক্যে করে॥
নরলীলা লৌকিক-ব্যভারে দুই ভাই।
অক্রূরে সেবয়ে পান-ভোজন করাই॥
অক্রূরের প্রেমভক্তি শুনি জগজ্জনে।
আপনা নিন্দিয়া লোক করয়ে বাখানে॥
তেঁহ যদি কিঞ্চিৎ কটাক্ষদৃষ্টে হেরে।
ক্ষুদ্রজীব মো সবার দুঃখ যায় দূরে॥
সিন্ধুজলবিন্দু যেন টুনিপাখী পাইলে।
উদর পূরয়ে সিন্ধু নাহি টুটে জলে॥
অতএব ক্ষুদ্র মোরা চাহি মাত্র এই।
সেই প্রেমরসবিন্দুকণা যদি পাই॥

চরিত্র শ্রীবলিমহারাজের।

বলি মহারাজরাজ ভুবনে বিখ্যাত।
মহামহিমার সীমা শাস্ত্র-অভিমত॥
কি কব অবধি † দেখ ত্রৈলোক্যের নাথ।
যারে দ্বারিরূপে স্বয়ং রহে রমানাথ॥
ধন জন দারা গৃহ ত্রৈলোক্যের রাজ্য।
আত্ম সমর্পিলা শ্রীচরণে সাধুবর্য্য॥ *
কৃপাসিন্ধু বলিরাজ শাস্ত্রমতে শুনি।
কোথা যজ্ঞ করে কোথা মিলে গুণমণি॥
কর্ষণ করিতে মিলে স্পর্শমণিধন।
যতনবিহীনে যেন মিলয়ে রতন॥
অতএব তাঁহার চরিত্র কিছু শুন।
শ্রবণসুখদ অতি সুধাসার যেন॥
আনন্দজনক আর সংসারতারক।
হৃদ্রোগনাশক আর প্রেমাব্ধিদায়ক॥
দেবরাজপ্রার্থনেতে আপনি শ্রীহরি।
অবতীর্ণ হইলা বামনরূপ ধরি॥
দেবতার কার্য্যদান ছলমাত্র করি।
ভুবনপাবনলীলা কৈলা অবতরি॥
মহাতেজপুঞ্জ বটু ব্রাহ্মণরূপেতে।
উপনীত হৈলা যাই বলির যজ্ঞেতে॥
বলি রাজা দেখি চমৎকার হৈল চিত্তে।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে॥
বহু সমাদর বহু নতি স্তুতি করি।
বসাইলা উচ্চরত্নসিংহাসনোপরি॥
করযোড় করি কহে মৃদু মৃদু ভাষে।
কিবা অর্থে আগমন কিবা অভিলাষে॥
বটু কহে ভূপতি আইনু তোমা স্থানে।
অভিলাষ হয় কিছু যাচিঞা-কারণে॥
যদি দেহ তবে বলি নহে কেন ব্যর্থ।
রাজা কহে যাহা চাহ দিব সেই অর্থ॥
গুরু শুক্রাচার্য্য মুনি হইয়া তটস্থ।
তৎসময়ে বলিরে অরে করিলি অনর্থ॥
বিষ্ণু ছদ্মরূপে আইলা বুঝিতে নারিলি।
আপনার দোষেতে আপন মাথা খালি॥
প্রতিশ্রুত হৈলি দিলি ব্রাহ্মণেরে বাক্য।
বিপ্র নহে ছলে তোমার বিপক্ষের পক্ষ॥
রাজা কহে গোসাঞি যে আপনি কহিলে।
ছদ্মরূপে বিষ্ণু আইলা ব্রাহ্মণের ছলে॥ †

---

* পাঠান্তরে—"পুলক হৃদয় দেহ।"
† পাঠান্তরে—"কি কব অধিক।"

* পাঠান্তরে—"আত্মমন সমর্পিলা সাধু মহাবীর্য্য।"
† পাঠান্তরে—"ছদ্মরূপে বিষ্ণু আইলা যাচি-

তবে ত ইহার পর ভাগ্য কি আছয়।
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন্য হয়॥
রাজা পুনঃ বটুর চরণে নিবেদয়।
কি অর্থ মাগহ কহ করিয়া নিশ্চয়॥
বটু কহে ধনরত্ন কিছু মাগি নাহি।
মোর পদসম মাত্র ত্রিপাদভূমি চাহি॥
শুক্রাচার্য্য পুনঃপুনঃ আঁখি মটকায়।
বাক্য অপহ্নব করিবারে যে কহয়॥ *
রাজা তাহা দেখি যেন নাহিক দেখয়।
বটুস্থানে কহে পুনঃ করিয়া বিনয়॥
ফল্গু অর্থ চাহ দ্বিজ সুবুদ্ধি হইয়া।
গ্রাম-রত্ন-ধন-ধান্য-আদি তেয়াগিয়া॥
তেঁহ কহে মুঞি হই তপস্বী ব্রাহ্মণ।
ধনধান্যে মোর কিছু নাহি প্রয়োজন॥
তপস্যার লাগি মাত্র স্থান কিছু চাই।
যোগের নির্ব্বাহ যাতে তাৎপর্য্য এই॥
রাজা কহে তবে তোমার স্বেচ্ছা হয় যেই।
তাহাই করিব মোর কর্ত্তব্য যে সেই॥
এত কহি মহারাজ সংমতিপূর্ব্বক।
দান করিবারে তবে হইলা উৎসুক॥
মুনি কহে কোপে তবে হারে রে দুর্ম্মতি।
সর্ব্বনাশ হৈল যে না দেখ তাহা প্রতি॥
ছল করি বিষ্ণু তোর সর্ব্বস্ব হরিতে।
আইলা বামনরূপে ইন্দ্রের প্রেরিতে॥
রাজা কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ করে।
তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে॥
নতুবাও যদি হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
প্রতিশ্রুত হৈয়া পুনঃ অন্যথাকরণ॥
নরকের দ্বার সেই অযশ ভুবনে।
জীবন্তে মরণতুল্য ধিক্কার জীবনে॥
পুনরপি মুনি কহে যথাসর্ব্বনাশ।
ধর্ম্মের স্বরূপে মিথ্যা কহনে না দোষ॥
অতএব মোর বাক্য হেলন করিবে।
অচিরাতে রাজ্য-আদি-শ্রীভ্রষ্ট হইবে॥
তথাপিহ মুনিরাজ অভিশাপ দিলা।
তথাপিহ রাজা বলি দৃক্‌পাত না কৈলা॥

রাণী বিন্ধ্যাবলি দূরে দাণ্ডাইয়া ছিলা।
মুনির বারণ শুনি দুঃখিতা হইলা॥
পরমরূপসী সতী সুশীলচরিতা।
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্যমুকুতা॥
শত শত দাসীগণ চৌদিকে বেড়িয়া।
তথাপিহ শীঘ্র এক জলঘট লৈয়া॥
ক্রোধ হর্ষ সহ যজ্ঞস্থলে রাজা স্থানে।
আসিয়া কহয়ে কিছু কুপিত বচনে॥
মহারাজ শ্রীচরণ শীঘ্র ধৌত কর।
সাধুর সম্মত নিজমঙ্গল বিচার॥
মুনিঠাকুরের শাপে যে হয় সে হউক।
রাজ্য আর স্ত্রী অর্থ যায় সে যাউক॥
প্রতিকূল মুনিবাক্য দূরে তেয়াগিয়া।
যাহা চাহে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া॥
এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্লভ।
আজু সে তোমার অগ্রে সম্প্রতি সুলভ॥
অতএব অতিশীঘ্র শ্রীচরণ-আগে।
সমর্পণ কর ধন প্রাণ যাহা মাগে॥
এত বলি বিন্ধ্যাবলি জল ঢালে পদে।
মহারাজ বলি রাজা প্রক্ষালে আমোদে॥
দুখানি সুন্দর পদ প্রক্ষালন করি।
হৃদয়ে ধরয়ে পুনঃ চক্ষে বহে বারি॥
শ্রীচরণধৌতজল মস্তকে ধরিল।
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিল॥
যে চরণজল শিব অদ্যাপি যতনে।
মস্তকে ধারণ করি শিব করি মানে॥
বারি ঝারি কুশা তিল তুলসী লইলা।
ত্রিপাদ-ধরণী দানে উদ্যুক্ত হইলা॥
তথাপিহ শুক্র পুনঃ বারণ করয়।
ফিরিয়া না চাহে রাজা কর্ণে না শুনয়॥
হরির চরণে যার প্রবেশিল মন।
অন্য বিঘ্নে কি করিবে কালের দুর্গম॥
একান্ত যদ্যপি রাজা না শুনিলা বাক্য।
বিচার করিলা এক মনেতে কুতর্ক॥
সূক্ষ্মরূপে প্রবেশিলা ঝারির ভিতরি।
জল চলিবার পথ-নাল রুদ্ধ করি॥
দানের সঙ্কল্পহেতু ঝারি লয়্যা করে।
জল ঢালিবারে চাহে জল নাহি সরে॥

* পাঠান্তরে—"বাক্য অপহরণ করিতে কহয়।"

ব্যস্তত্রস্ত হয়ে রাজা কুশা এক লৈলা।
কিসে আটকিল বলি নালে চালাইলা॥
প্রভুর স্বেচ্ছায় এক কৌতুক হইল।
কুশাগ্র যাইয়া মুনির চক্ষেতে বিন্ধিল॥
বেদনা পাইয়া বিপ্র বাহির হইল।
সেই হৈতে মুনির এক চক্ষু অন্ধ হৈল॥
রাজা শ্রীবামনদেবে ত্রিপাদ ধরণী।
বিধিমতে দান করি করে যোড়পাণি॥
দেবতাগণের কার্য্য বলিরে করুণা।
ভুবনপাবনী লীলা এ তিন বাসনা॥
তিন কার্য্য সাথে আর অবান্তর বহু।
তাহার বৃত্তান্ত চমৎকার শুন পহুঁ॥
বামন আছিলা প্রভু অবামন হৈলা।
দেখিতে দেখিতে রূপ বৃহৎ করিলা॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন নভ ব্যাপি।
অপ্রমেয় চমৎকার ত্রিবিক্রমরূপী॥
একপাদে ব্যাপি নিল ভূ অতল-আদি।
দ্বিতীয়ে ব্যাপিলা ভূর্ভুবস্বঃ প্রভৃতি॥
ব্রহ্মলোকে উর্দ্ধে যায়্যা কটাহ ভেদিলা।
যে চরণে ত্রিপাবনী গঙ্গা জনমিলা॥
তৃতীয় চরণ ধরিবার স্থান আর নাই।
বলিরে কহয়ে দেহ স্থান আর কই॥
মহারাজ কহে প্রভু আর কোথা পাব।
কি ধন আছয়ে আর শ্রীচরণে দিব॥
প্রভু কহে প্রতিশ্রুত হইয়া বঞ্চিলে।
আজি তুমি মোর স্থানে দণ্ডাই হইলে॥
এত কহি বলিরাজে বন্ধন করিলা।
মহারাজ প্রেমাবেশে আনন্দ হইলা॥
প্রভুর যে গূঢ়াশয় কে বুঝিতে পারে।
কোন্ ছলে অনুগ্রহ নিগ্রহ বা করে॥
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-আদি যত দেবগণ।
নারদ-প্রহ্লাদ-আদি করয়ে স্তবন॥
বলি রাজা কহে কিছু অপূর্ব্ব কথন।
তাহা কিছু কহি শুন কর্ণরসায়ন॥
বলিরাজা কহে প্রভু দয়ার সাগর।
তুমি সে শরণ্য এক জগৎ ভিতর॥
মুঞি হেন মূঢ় পাপী অধম অগ্রাহ্য।
পরদ্রোহকারী নীচ সভের অভোজ্য॥

এ হেন পামর জনে এত কৃপা কৈলে।
ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলে॥
তোমার কৃপার কোনরূপে নহি পাত্র।
প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র॥
তোমার আশয় প্রভু অতি সে গম্ভীর।
বুঝিতে পারয়ে আছে হেন কোন্ ধীর॥
পুরন্দরপক্ষ হৈয়া ছলিলে আমারে।
তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলে মোরে॥
দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারিলা।
ক্ষুদ্র অর্থ-সাধনে তোমারে পাঠাইলা॥
তুমি-হেন-ধন নাহি চিনিল বর্ব্বর।
কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর॥
সাধুর অগ্রাহ্য রাজ্য অনিত্য অসার।
হেন তুচ্ছ-ধনহেতু হারাইলা সার॥
তুমি যে দুর্লভ ধন সারাৎসার বস্তু।
না চিনিল মন্দমতি মূঢ় বস্তুতস্তু॥
বড় কৃপা কৈলে মোরে মায়াফাঁস হৈতে।
মুক্ত করি দিলা নিজ চরণ-অমৃতে॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ বলির বচন।
শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন॥
ইন্দ্র দেবরাজ শুনি সলজ্জ হইল।
বলিরাজে ধন্য মানি আপনা নিন্দিল॥
অন্তরে আনন্দ প্রভু বলির বচনে।
যথার্থ কহিলা বলি প্রশংসয় মনে॥
বলি প্রতি দয়া অতি যদ্যপি প্রবল।
প্রতিকূল-ন্যায় বাহ্যে কহয়ে দুর্ব্বল॥
হাঁরে রে দুর্ম্মতি মোর তৃতীয় চরণ।
কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান॥
বলি কহে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য।
আমার মস্তক এক স্থান হয় দীর্ঘ॥
ইহাতে ধরহ পদকমল সুন্দর।
বাক্যদণ্ড হৈতে মুঞি হৈনু অবসর॥
তোমার শরীর এই জগৎ তোমার।
তোমার চরণে সঁপিলাম সে নির্দ্ধার॥
তুমি প্রভু তুমি বিভু তুমি জগন্নাথ।
বিশেষে আমার তুমি * অনাথের নাথ॥

* পাঠান্তরে—"বিশেষতঃ হও তুমি।"

যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইনু।
আত্মনিবেদন এবে চরণে করিনু ॥
বলির সৌভাগ্য কিবা কহনে না যায়।
জগন্মঙ্গল পদ ধরিলা মাথায় ॥
জয় জয় ধন্য ধন্য নমোনম শব্দ।
ত্রিজগতে কোলাহল হৈল কর্ণলুব্ধ ॥
বন্ধন ঘুচায়্যা প্রভু গদগদভাবে।
আলিঙ্গন করি বহু তোষে মৃদুরবে ॥
তুমি মোর প্রিয় আমি তোমাতে বিক্রীত।
হইলাম নিত্য বদ্ধ পরাণসহিত ॥
এত কহি আজ্ঞা দিলা দেব শিল্পকারে।
পাতাল ভুবনে এক পুরী রবিবারে ॥
অপূর্ব্ব অমরাবতী তুল্য যে করিয়া।
মণিময়-পুরী দিলা নির্ম্মাণ করিয়া ॥
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে তাহে বিরাজ করিলা।
বলি সিংহাসনে বৈসে প্রভু দ্বারী হৈলা ॥
নিত্য দরশন করে বিরাজয়ে রঙ্গে।
দিবানিশি ভাসে রাজা প্রেমের তরঙ্গে ॥
অতএব ধন্য ধন্য বলি মহাশয়।
যাঁর যশ গুণ কীর্ত্তি ত্রিভুবনে গায় ॥
তাঁহার চরণরেণু ভুবনপাবন।
যদি কোন ভাগ্যে মিলে তার এক কণ ॥
তবে এই সংসারবাড়বানল হৈতে।
এড়াই দারুণ দুঃখ যম-যাতনাতে ॥
কৃষ্ণভক্তি নিত্যসুখ পরম-আনন্দে।
পরাৎপর লাভ হয় ছুটে ভববন্ধ ॥
ওহে শ্রীল-বলি রাজা মোরে কৃপা কর।
কৃষ্ণদাস মস্তকে চরণযুগ ধর ॥

ভক্ত-নামসঙ্কীর্ত্তন।

কতিপয় ভক্তগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
করিলাম মাত্র আত্মশুদ্ধির কারণ ॥
হরিকৃপারস আস্বাদিতে ভক্ত যাতে।
ভক্তিমহারত্ন লভ্য যার স্মৃতিমাত্রে ॥
শ্রীশঙ্কর শুকদেব সনকাদি মুনি।
কপিল নারদ শ্রেষ্ঠ দয়ালু বাখানি ॥
হনুমান বিষ্বক্‌সেন প্রহ্লাদ বলি ভীষ্ম।
অর্জ্জুন অম্বরীষ ধ্রুব ব্যক্ত সর্ব্ববিশ্ব ॥
বিভীষণ অক্রূর উদ্ধব অধিকারী।
ভগবন্ত-প্রসাদ যাহার প্রতি ভারি ॥
ইহাঁ সবার পাদরেণু মহিমা অপার।
কৃতকার্য্য হই যদি পাই মুক্তি ছার ॥
পরমাত্মা হরি-গুণ সদা ধ্যানপরা।
তাঁ সবার শ্রীচরণ ধ্যানে হও ভোরা ॥
অগস্ত্য পুলহ আর পুলস্ত্য চ্যবন।
বশিষ্ঠ সৌভরি অত্রি কর্দ্দম সুজন ॥
ঋচীক গৌতম গর্গ শ্রীব্যাস লোমশ।
ভৃগু দাল্‌ভ্য শৃঙ্গী আর আঙ্গিরা চমস ॥
মাণ্ডব্য দুর্ব্বাসা শিষ্য সহস্র আটাশী।
বিশ্বামিত্র জামদগ্নি জাবালিক ঋষি ॥
কশ্যপ পর্ব্বত পরাশর পদরজ।
সংসার-ত্রাণের অগ্রসর উচ্চধ্বজ ॥

অথ পুরাণসংখ্যা তত্র শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমা-কথন।

শ্রীল-ব্যাস ইতিহাস-আদি করি শাস্ত্র।
অষ্টাদশ পুরাণ বর্ণিলা সুপবিত্র ॥
তথাচ প্রসন্ন যে নহিল বুদ্ধি-মন।
শ্রীনারদ উপদেশ দিলা বিলক্ষণ ॥
ত্রৈলোক্যপাবন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র।
সাধুজন-চকোরের সুধাপান পাত্র ॥
জগত-মঙ্গল নিধি বিধি নিরমিলা।
সম্প্রদায়-ক্রমে আইলা শুক প্রচারিলা ॥
ব্যাসগোস্বামী যত্নে গ্রন্থন করিয়া।
জগতে রসের মালা দিলা পরাইয়া ॥
যতেক পুরাণশাস্ত্র তাহা কহি শুন।
তামস রাজস আর সাত্ত্বিক নির্গুণ ॥
মৎস্য আর কূর্ম্ম তথা লিঙ্গ শৈব স্কন্দ।
আর অগ্নি এই ছয় তামস প্রবন্ধ ॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আর যে মার্কণ্ড।
ভবিষ্য বামন ব্রহ্ম রাজস ষট্‌খণ্ড ॥
বিষ্ণু আর নারদীয় গারুড় পদ্ম।
বরাহ ভাগবত লঘু সাত্ত্বিক উত্তম ॥

সংখ্যা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং
স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥ ১॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত॥২॥
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে!।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥৩॥
শ্রীমদ্ভাগবত হয় বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক।
মহিমাতে নাহি যার সমান-অধিক॥
শ্রবণসুখদ ভক্তিরসময় নিধি।
একবার যেই শুনে ঝুরে নিরবধি॥
গুণের অবধি নাহি এক তাহে শুন।
শ্রবণ করিব বলি চিন্তে যেই জন॥
তাহার হৃদয়পুরে শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর।
তৎক্ষণাতে বদ্ধ হন প্রসন্ন অন্তর॥
তমরজসত্ত্বগুণে পুরাণ যে কহিল।
তাহার বিশেষ কহি শাস্ত্রে যে শুনিল॥
তামস যে মৎস্য-আদি-পুরাণ-আখ্যানে।
সত্ত্বময় প্রসঙ্গ আছয়ে স্থানে স্থানে॥
তবে যে তামস নাম তাহার কারণ।
তমের আখ্যান হয় অধিক বর্ণন॥
সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতবিরোধ যথায়।
তামস যে মত সেই জানিবে তথায়॥ *

মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এবং অগ্নি এই ছয়খানি পুরাণকে তামস বলিয়া জানিবে। ১।

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম এই কয়খানি পুরাণকে রাজস বলিয়া জানিবে। ২।

আর হে শুভদর্শনে, শ্রীভাগবত, বিষ্ণু, নারদ, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ, এই কয়খানি পুরাণকে মনীষিগণ সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবেন। ৩।

* পাঠান্তরে—"নানামত কুতর্কাদি তাহে প্রকাশয়।"

রাজস পুরাণে রজগুণের আধিক্য।
সাত্ত্বিক পুরাণে সত্ত্বময় গুণ বাক্য॥ *
তম কল্পে যেই যেই পুরাণ বর্ণিলা।
সেই সেই তম ভাবে উৎপন্ন হইলা॥
রাজস সাত্ত্বিক যত ঐ মতে হইল।
নির্গুণ শ্রীভাগবত স্বতঃ প্রকাশিল॥
যদি বল অষ্টাদশ ভাগবত সহ।
ঊনবিংশ কহিলে যে বড়ই সন্দেহ॥
তাহার কারণ ভাগবতের টীকাতে।
বৃহৎতোষিণী আর ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে॥
সিদ্ধান্ত আছয়ে তাহা কহি এবে শুন।
না জানিয়া অন্য লোকে চিন্তে পুনঃপুন॥
প্রথম ভাগবত-নামে চারিহাজার শ্লোকে।
বর্ণিলা শ্রীব্যাসদেব পুরাণ সাত্ত্বিকে॥
পরে যবে শ্রীনারদ উপদেশ দিলা।
শ্রীমদ্ভাগবত নাম গ্রন্থ প্রকাশিলা॥
পূর্ব্বগ্রন্থ চারি হাজার আনুষঙ্গ ক্রমে।
শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সকলি বিশ্রামে॥
স্বতন্ত্রেও চারি হাজার সে গ্রন্থ রহিল।
তন্ত্রভাগবত নাম তাহার হইল॥ *
লঘু-ভাগবত বলি লোকেতে কহয়।
উপপুরাণের মধ্যে গণনা করয়॥
অষ্টাদশ উপপুরাণ পুরাণ সপ্তদশ।
মহাপুরাণ ভাগবত মহাগুণযশ॥
দশলক্ষণাক্রান্ত মহিমার সীমা।
গাইল তাহার গুণ করিয়া গরিমা॥
বহুশাস্ত্রে ভাগবতের মহিমা কহয়।
কত কহা যায় মাত্র কহি শ্লোকত্রয়॥
গারুড়ে—
অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্‌ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।

* পাঠান্তরে—"সাত্ত্বিক গুণের আধিক্য।"

* "পূর্ব্ব গ্রন্থ" হইতে "তাহার হইল" পর্য্যন্ত এই চারি ছত্র কবিতা কেবল এক খানি মাত্র মুদ্রিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থোঽষ্টাদশসহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ৪ ॥

পাদ্মে—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ
তৃতীয় তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরু।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো
ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো
মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং
শিরোঽপি যদ্‌দ্বাদশ এব ভাতি ॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং
তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার-সংসারসমুদ্র-সেতুং
ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তদীয় ভাবেতে ব্যক্ত অতি সে অনুপ ॥
অতেব পুরাণশাস্ত্র তদীয়-সম্ভব।
অপার গুণের মধ্যে পাই এক লব ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ,—অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ, শত বিভাগ বা প্রকরণযুক্ত, দ্বাদশ স্কন্ধে পূর্ণ, স্বয়ং শ্রীভগবৎমুখনিঃসৃত, পুরাণের মধ্যে সাম-তুল্য শ্রেষ্ঠ, বেদার্থের ব্যাখ্যা ও গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক এবং ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তের ব্যাখ্যা। ৪।

(শ্রীমদ্ভাগবতের) প্রথম ও দ্বিতীয়স্কন্ধ যাঁহার চরণদ্বয়, তৃতীয় ও চতুর্থস্কন্ধ যাঁহার উরু বলিয়া কথিত হয়, পঞ্চম যাঁহার নাভি, ষষ্ঠ যাঁহার বক্ষ, তদনন্তরদ্বয় (সপ্তম ও অষ্টম) যাঁহার বাহুযুগল, নবম যাঁহার কণ্ঠরূপে শোভমান, দশম যাঁহার প্রস্ফুট মুখপদ্ম, একাদশ যাঁহার ললাট-প্রদেশ, দ্বাদশ যাঁহার শির-রূপে প্রতিভাত, সেই আদিদেব, করুণা-নিধান, তমাল-বরণ, মঙ্গলাবতার, অপার সংসার সমুদ্র সেতু, ভাগবত-স্বরূপকে আমরা ভজনা করি। ৫।

তার মধ্যে ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
ত্রিজগতে পরাৎপর শাস্ত্র অনুপম ॥
গায়ত্রী ব্রহ্মসূত্রার্থ বেদার্থ ভারত।
সর্ব্বময় সারাৎসার শ্রীমদ্ভাগবত ॥
অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রে অন্যান্য বাখান।
শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র কৃষ্ণগুণগান ॥
অন্যান্য শ্রবণে মন অন্যপথে যায়।
ভাগবত শ্রুতমাত্র কৃষ্ণে মন ধায় ॥
অতএব জীবের যে একান্ত কর্ত্তব্য।
শ্রীমদ্ভাগবত কথা অবশ্য শ্রোতব্য ॥
এক ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র।
আর ভাগবত হয় ভগবতশাস্ত্র ॥
সাধুমুখে এই বাক্য শুনিয়ে শ্রবণে।
শরণ লইনু মুঞি তাঁহার চরণে ॥
ভাগবতশ্রবণের পদ্ধতি শুনিল।
যতনে কবচ করি কণ্ঠেতে পরিল ॥
সজাতীয়াশয় সাধু সঙ্গেতে বসিব।
শ্রীমদ্ভাগবতকথা আস্বাদ করিব ॥
তবে সে শ্রবণে সুখ অধিক জন্ময়।
নতুবা শ্রবণে রস তাদৃক্ না হয় ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥ ১ ॥

অবৈষ্ণব স্থানেতে শ্রবণ নহে ইষ্ট।
দুগ্ধ-হেন বস্তু যেন সর্পের উচ্ছিষ্ট ॥

পাদ্মে—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
ন শ্রোতব্যং বৈষ্ণবানাং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥ ২

রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদ-গ্রহণ এবং সজাতীয়াশয় (সমবাসনা-পরায়ণ) স্নিগ্ধমূর্ত্তি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ,—ভজনের অঙ্গ। ১।

অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত পবিত্র ভগবন্মহিমা-কীর্ত্তনও বৈষ্ণবগণের শ্রবণীয় নহে; তাহা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধবৎ ত্যাজ্য। ২।

ভাগবত-হেন ধন পাইয়া করেতে।
চিনিতেই নারিনু দুর্দ্দৈববিপাকেতে॥
দন্তে তৃণ করি ধরি অঞ্জলি মস্তকে।
হে শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা কর মোকে॥
তোমার চরণে রতি-মতি দেহ মোর।
কৃষ্ণদাস নিবেদয় একান্ত-অন্তর॥

অথ অষ্টাদশস্মৃতি-গুণকথনম্।

অষ্টাদশ স্মৃতি প্রকাশিলা ঋষিগণ।
মস্তকে ধরহুঁ তাঁ'রা সবার চরণ॥
কৃষ্ণভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্য্য-অর্থ হয়।
না বুঝিয়া কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যথা কহয়॥
উপক্রম অভ্যাস উপসংহার আদি হয়।
লক্ষণে প্রাধান্যমাত্র ভক্তির আশ্রয়॥
অতএব অষ্টাদশস্মৃতি-নাম শুন।
যাতে সর্ব্বপাপ হরে জন্ম নহে পুনঃ॥
মনু আর অত্রি হন বৈষ্ণবী হারীত।
যামী যাজ্ঞবল্ক্য আর অঙ্গিরাবক্রেত *॥
শনৈশ্চর সামৃতক কাত্যায়ন দাসী।
সাংখিলা গৌতমী তথা বশিষ্ঠ সুভাষী॥
সুরগুরু শাতাতপী পরাশর ক্রতু।
আশাপাশ-মুক্তিদাতা ভক্তির নির্হেতু।

শ্রীরামচন্দ্রপার্ষদগুণ কথনং নামসঙ্কীর্ত্তনম্।

শ্রীরামের পারষদ স্মরণ যেই করে।
অনপায়িনী ভক্তি পায় সে জন অদূরে॥
ভুবনবিজয়ী সর্ব্বমঙ্গলের ধাম।
নিত্যসিদ্ধরূপী চিদানন্দ অভিরাম॥
মন্ত্রিবর্গ-আদি যত অসংখ্য গণন।
পবিত্র লাগিয়া কিছু করি সঙ্কীর্ত্তন॥
যাহার কীর্ত্তনে সর্ব্ব পাপ বিঘ্ন হরে।
অনায়াসে রঘুমণি বৈসয়ে অন্তরে॥
শ্রীসুগ্রীব কেশরেয় দধিমুখ দ্বিবিদ।
পয়োদ ঋক্ষপতি যেঁহ প্রিয়রামপদ॥
উল্কা সুভট আর দরীমুখ নল।
গয় নীল সুসেন কুমুদ মহাবল॥

পনস গবাক্ষ শরভঙ্গ অতিবল।
অঙ্গদ যুবরাজআদি গন্ধমাদন॥
ইত্যাদি আঠারো পদ্ম যূথমন্ত্রী হয়।
আর কত শত তার সংখ্যা কে করয়॥
সবা পাদরজবৃষ্টি শুভদৃষ্টি করি।
মো- পাপীর শিরে কর কৃপণ বিচারি॥

ইতি শ্রীভক্তমালে অক্রূরাদি-ভক্তগণ-চরিত্র-বর্ণনম্ অষ্টম মালা।

নবম-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রীস্বরূপ শ্রীনিবাস জগদানন্দ।
জয় রায় রামানন্দ প্রেমানন্দ-কন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
ব্রজের যে বড় গোপ প্রধান পর্জন্য।
ত্রিলোকে যাহার বড়-সম নাহি অন্য॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ অধিক কি কব।
জগতের আর্য্য পূজ্য মঙ্গলের শিব॥ *
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ ইষ্ট শ্রেষ্ঠ সুচরিত।
সর্ব্বোত্তমোত্তম শুভ পুত্র মনোনীত॥
কামনা করিয়া ঘোরতর তীব্র তপ।
ধেয়ান সমাধি কৈলা নানাবিধ জপ॥
তাহাতে জন্মিলা সাত পুত্র শুভোদয়।
সুধন্য মেদিনী যাতে আনন্দহৃদয়॥
সুশীল সুশান্ত দান্ত উদারচরিত।
সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বলোকের পূজিত॥
নিরীহ নির্গুণ নিত্য চিদানন্দময়
স্বাভাবিক অজ্ঞ জন্ম লৌকিকের প্রায়॥
তার মধ্যে শ্রীল নন্দরাজ মহাশয়।
যাঁহার মহিমা বেদে শতমুখে গায়॥

---

* পাঠান্তরে—"অঙ্গিরাবধূত।"

* পাঠান্তরে—পূর্ব্বছন্দে "অধিক কিম্বয়" এবং "মঙ্গলের সার।"

তাঁহার মহিমা গুণ হেন কে সংসারে।
কোটি যে অংশের অংশ কহিবারে পারে॥
কি কহিব চমৎকার মুখে না যুয়ায়।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁহার তনয়॥
লালন-পালন করে তাড়ন-ভর্ৎসন।
গৃহস্থালি পাতিয়াছে ত্রিলোকরঞ্জন॥
যাঁহার সৌভাগ্য দেখি অজ-ভব-আদি।
আপনা নিন্দয় গায় গুণ নিরবধি॥
ত্রিজগতে গানচ্ছন্দে সর্ব্বলোকে গায়।
দুস্তর সংসার হৈতে যাহাতে এড়ায়॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি সুধাসাগরে পড়িয়া।
ডুবি ডুবি খায় সদা উদর পুরিয়া॥
তাঁহার মহিমা মুঞি কি কহিতে জানি।
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে গণি।
ছার মূর্খ দুরাচার মূঢ় জ্ঞানহীন।
ভকতিবিহান তাতে ইন্দ্রিয়- অধীন॥
হেন ব্যক্তি করে হেন বিচারেতে কাম।
লোকে উপহাস্য যে কেবল ধার্ষ্ট্য তাম॥
তথাপিহ গড়বড় করি যোড়ে-যারে।
রচি যাতে যদি সে চরণ মনে পড়ে॥
তাঁহার স্মরণে মতি পবিত্র কারণ।
রচনা উদ্যম নহে পৌরুষভজন॥
পর্জ্জন্যের সপ্তপুত্র তাঁ সবার নাম।
ক্রমে কহি শ্রবণ মঙ্গল অভিরাম॥
ধরানন্দ ধ্রুবানন্দ তৃতীয় উপনন্দ।
অভিনন্দ চতুর্থ পঞ্চম তথা নন্দ॥
ষষ্ঠ সুনন্দ আর সপ্তম শুভানন্দ।
আশপাশ গ্রামবাসী সহ পশুবৃন্দ॥
ধরানন্দ বড় পুত্রে রাজ্যে অভিষেক।
করিতে উদ্যোগ কৈলা সম্ভার অনেক॥
তেঁহ অসম্মতি হৈলা সকলে মিলিয়া।
নন্দ যে পঞ্চম ভ্রাতায় নৃপতি লাগিয়া॥
কহিলা পর্জ্জন্য রাজে রাজা না হইব।
নন্দ মহারাজা হৈলে তাহে সুখী হব॥
অতএব ব্রজে রাজা নন্দরায় হৈলা।
জগন্মাতা শ্রীযশোদা মহিষী মহিলা॥
তাঁহার অশেষ গুণ অতুল মহিমা।
বেদ-বিধি শুক-আদি নাহি পায় সীমা॥

ভাগবতে শুকদেব করিলা কীর্ত্তন।
কহিবারে নাহি জানি ক্ষান্তি তে-কারণ॥
কিবা সে সৌভাগ্য কৃষ্ণজননীর পাত্রী।
লালনপালনকর্ত্রী কৃষ্ণে স্তনদাত্রী॥

শ্রীভাগবতে—

নন্দঃ কিমকরোদব্রহ্মন্ ! শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥১

তেঁহ মোর ঠাকুরাণী তাঁহার চরণ।
কবে মুঞি ধোয়াইব করিয়া যতন॥
কবে তেঁহ আজ্ঞা দিবা শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া।
রচিবারে মিষ্ট অন্ন অঙ্গুলি হেলাইয়া।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

বাল বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হোঁ অর্থী
উন পাদরজ॥
গোপ নন্দ উপনন্দ ধ্রুব ধরানন্দ মহরি যশোদা।
কীরতিদা বৃষভানু কুম্বরি সহচরি বিহরতি
মন মোদা॥
মধুমঙ্গল সুবল সুবাহু ভোজ অর্জ্জুন শ্রীদামা।
মণ্ডলি গয়াল অনেক শ্যাম সঙ্গী বহুনামা॥
ঘোষনিবাসনকী কৃপা সুর নর বাঞ্ছিত আদি অজ।
বাল বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হোঁ অর্থী উন
পাদরজ॥
ব্রজরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ সদা
তত্পর রহৈ॥
রক্তক পত্রক অবর পত্র সবহী মন ভাবে।
মধুকণ্ঠ মধুবর্ত্ত রসাল বিশাল সুবাবে॥
প্রেমকন্দ মকরন্দ আনন্দ সদা চন্দ্রহাসা।
পয়দ বকুল রসদান শারদা বুদ্ধিপ্রকাশা॥
সেবাসমৈ বিচারিকৈ চারু চতুর চিতকী লহৈ
ব্রজরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ সদা
তত্পর রহৈ॥

হে ব্রহ্মন্!—মহারাজ নন্দ এবং মহাভাগ্যবতী যশোদা (স্বয়ং শ্রীহরি যাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন) কি এমন শ্রেয়ঃ মহাকার্য্য সাধন করিয়াছেন? ১।

অন্বয়ার্থঃ—

ব্রজের গোপ বাল বৃদ্ধ যত নর নারী। *
পশু পক্ষ বৃক্ষ বনস্পতি আদি করি॥
নিত্যসুখময় অপ্রাকৃত চিদানন্দ।
পরম উপাস্য সবার চরণারবৃন্দ॥
ব্রহ্মময় ধাম শ্রীলবৃন্দাবন ভূমি।
যোগী যতি তপীর অগম্য জ্ঞানী কর্ম্মী॥
তাঁহার মহিমা কহিবার শক্তি কার।
অনুভব কর নিত্য ধ্যান কর যার॥
নিত্যনিবাসের স্থান কৃষ্ণ বলরাম।
শ্রীনন্দাদি যশোদা রোহিণী অনুপাম॥
শ্রীযশোদা-জগন্মাতা মহিমা-আভাস।
কিঞ্চিৎ কহিল পূর্ব্বে না পূরিল আশ॥
পুনর্ব্বার কিছু কহিবারে মনে করি।
নিজে মূর্খ নাহি জানি আঁকু পাঁকু করি॥
শ্রীরোহিণী মাতা আর যশোদা সুন্দরী।
দুই মাতা সম দুই গুণের গাগরি॥
ত্রিভুবনে পূজ্য মান্য ধন্য সদুপাস্য।
শান্ত শিষ্ট সুশীল সুস্নিগ্ধ প্রিয়ভাষ্য॥
মর্য্যাদক সুমর্য্যাদা সকলের আর্য্য।
সবারে সমান যথাযোগ্য শৌর্য্যবীর্য্য॥
অধিক কি কব রামকৃষ্ণের জননী।
যার স্তনপান করে সুধাধিক মানি॥
পুতনা রাক্ষসী মাতৃবেশে স্তন দিল
জিঘাংসা কারয়াও মাতৃগতকে পাইল॥
অতএব মহামাত মাতা শ্রীযশোদা।
ভুবনপাবনা সর্ব্ব-অর্থ-সিদ্ধপ্রদা॥
তাঁহার মহিমা বেদ-বিধি অগোচর।
আত্মারাম শুকদেব প্রশংসে বিস্তর॥
নাভাজী শ্রীব্রজপুরের কৃষ্ণপরিকর
সংক্ষেপে বর্ণিলা বহু না কৈলা বিস্তার॥

তাঁহার আশয়-আদি পদের যে অর্থ।
বর্ণিব বিস্তারি কিছু যেমন সমর্থ॥
গোপগোপী-আদি গুণক্রমেতে গাইব।
শ্রীচরণে প্রেমভক্তি মাগিয়া লইব॥
শ্রীকৃষ্ণের জেঠা জেঠী খুড়া খুড়ী আদি।
মামা পিসা আদি আর পুলিন্দ অবধি॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি নিজাভীষ্ট লাগি।
দুর্ম্মতিশোধন আর প্রেমানন্দভাগী॥
শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর বর্ণন মাধুরী।
গণোদ্দেশদীপিকা যে গ্রন্থ অনুসারি॥
বর্ণিব কিঞ্চিৎমাত্র তাহার অন্তরে।
অগ্রপশ্চাৎ ক্রম কিছু না জানি বিচারে॥
অক্ষরমিলন-হেতু যথা আইসে মনে।
অপরাধ ক্ষম বিপর্য্যয়ের বর্ণনে॥

পাদ্মোক্ত—

শ্রীনন্দ রাজার সখা রাজা বৃষভানু।
নন্দরাজমহিষী যশোদা শ্যামতনু॥
শক্রধনুবর্ণ বাস না স্থূল না কৃশা।
কিঞ্চিৎ দীর্ঘা অতি সুন্দরী সুকেশা॥
অন্য নাম দেবকী দেবকী যার সখী।
ঐন্দবী নামেতে আর সখী সুষ্ঠুমুখী॥

আদিপুরাণোক্ত—

শ্রীকৃষ্ণের বৃহন্মাতা দেবী শ্রীরোহিণী
বলদেব হৈতে কৃষ্ণে স্নেহ কোটিগুণি॥
মতান্তরে নন্দ মহারাজ পাঁচ ভাই।
তাহা ব্যতিরেকে যে খুড়াত হয় দুই॥
পূর্ব্বকথিত নামে কিছু হয় ভেদ।
সকলি সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ॥
কেহ কহে সপ্ত ভাই কেহ পঞ্চ জন।
কল্পভেদে কিংবা কিছু থাকিবে কারণ॥
শ্রীল উপনন্দ আর অভিনন্দ দুই।
শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত স্নেহেতে এই॥
সনন্দ নন্দন দুই কাকা সমতুল।
সদাই শ্রীকৃষ্ণস্নেহানন্দেতে বিহ্বল॥
উপনন্দ সিতারুণবর্ণ হরিদ্বস্ত্র।
তাঁহার ঘরণী তুঙ্গী কৃষ্ণে মন ন্যস্ত॥
ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ নারঙ্গ-বসন।
অভিনন্দ কৃষ্ণবস্ত্র শঙ্খের বরণ॥

---

* নবম মালার মধ্যে যে সকল নাম ও পরিচয় আছে, তৎসম্বন্ধে নানা পাঠান্তর ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী লিপিকারগণের অনবধানতা-প্রযুক্তই এবম্বিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। কয়েকটীর মাত্র পাঠান্তর দেওয়া হইল। তাহাতেই সমস্যা অনেকটা উপলব্ধি হইবে।

তস্য ভার্য্যা পীবরী * নাম পাটলবরণ।
নীলবস্ত্রধারী তেঁহ কৃষ্ণ প্রাণধন॥
সন্নন্দের সুনন্দ দ্বিতীয় নাম হয়।
চতুর্থ ভাই যে ইঁহো সুন্দর আশয়॥
কুন্দবর্ণ শ্যামবস্ত্র অল্পপক্বকেশ।
কৃষ্ণেতে পরম স্নেহ নাহি যার শেষ॥ †
মাহিষ দুগ্ধেতে শরীরের পুষ্টি হয়।
সে হেতুক কৃষ্ণ লাগি মহিষ রাখয়॥
ভার্য্যা যে কুবলা ‡ রক্তবস্ত্র পদ্মবর্ণ।
কৃষ্ণসুখবাক্যে যেই পাতি রহে কর্ণ॥
নন্দন পঞ্চম ভ্রাতা একত্র বসতি।
বিশেষ কৃষ্ণেতে অনুরাগ মহামতি॥
শিখিকণ্ঠবর্ণ হয় গুণের নিধান।
চণ্ডাত-পুষ্পের বর্ণ বস্ত্র পরিধান॥
অতুলা তাঁহার ভার্য্যা বিদ্যুতের কান্তি।
মেঘাম্বর পরিধান কৃষ্ণময় ভ্রান্তি॥
কণ্ডুর দণ্ডুর শ্রীনন্দের খুল্লপুত্র।
সুদামা কণ্ডুর-স্ত্রী গুণেতে পবিত্র॥
দণ্ডুরের স্ত্রীর নাম সুরমা সুন্দরী।
রূপে গুণে সম দোঁহে প্রেমের গাগরি॥
বটুক চটুক আর দুই জ্ঞাতি-ভাই।
দধিসারা হবিঃসারা স্ত্রী দোঁহার দুই॥
নন্দের ভগিনী দুই সানন্দা নন্দিনী।
শ্রীকৃষ্ণের পিসী স্নেহে সমান জননী॥
কৃষ্ণবর্ণ বসন কিঞ্চিৎ উচ্চদন্ত।
শ্যামল চিক্কণ বর্ণ মতি শিষ্ট শান্ত॥
সানন্দার স্বামী মহানীল হয় নাম।
নন্দিনীর স্বামী সুনীল গুণধাম॥
নন্দরাজের ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের পিসা॥
স্নেহময়ী প্রেমামৃতে সদাই বিলাসা॥
শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ মহোৎসাহযুক্ত।
সুমুখ তাঁহার নাম স্নেহে আতিরক্ত॥
শঙ্খবর্ণলম্বশ্মশ্রু জম্বুবর্ণ কান্তি।
মাতামহী তস্য পত্নী পাটলা সুমতি॥
মাহিষ দধির বর্ণ হরিত বসন।
শিরে কেশ পাটলপুষ্পের যে বরণ॥
তাঁর সহচরী হন মুখরা বড়াই।
যশোদা মাতার ধাত্রী স্নেহে অধিকাই॥
সুমুখের ছোট ভাই চারু-মুখ নাম।
অঞ্জন-বরণ তাঁর রূপ অনুপাম॥
তস্য ভার্য্যা বলাকা কুলটী পুষ্পবর্ণ।
পাটলার ভ্রাতা গোল * বানর-আনন॥
বানর-আকৃতি-মুখ হেরিয়া সুমুখ।
শ্যালাভাবে হাসিলা তাহাতে পাইলা দুঃখ॥
দুর্ব্বাসা মুনির বহু আরাধনা কৈলা।
বর মাগি তেঁহ মহাকুলীন হইলা॥
তাঁহার ভার্য্যার নাম জটিলা কর্কশা।
অভিমন্যুর মাতা তেঁহ শ্রীমতীর শ্বশ্রা॥
কাকের বরণ তাঁর বৃহৎ উদর।
কলহেতে প্রিয় সদা সহজে মুখর॥
কৃষ্ণের মাতামহী-ভ্রাতা তাহার নন্দন।
অভিমন্যু মাতুল সম্পর্কে তে-কারণ॥
যদ্যপিহ বিপক্ষ জটিলা-আদি যেহ।
আনন্দমূরতি কৃষ্ণে তথাপিহ স্নেহ॥
যশোধর † যশোদেব সুদেবাদি আর।
কৃষ্ণের মাতুল সহোদর যশোদার॥
অতসাপুষ্পের বর্ণ পাণ্ডুর বসন।
তাঁহাদিগের ভার্য্যাগণ কৃষ্ণ-অন্ত-প্রাণ॥
রেমা রেমা সুরেমা যে ক্রমেতে তিনের।
স্বরণীর নাম স্নেহে সমান মায়ের॥
মামা-মামী-স্থানে কৃষ্ণ সোহাগভাবেতে।
বস্ত্র ধরি আকুট করয়ে কতমতে॥
কর্কটী-পুষ্পের বর্ণ ধূম্রবর্ণ পট। ‡
কৃষ্ণপ্রেমে উনমত নাচে হৃদি-নট॥
মাতার ভগিনী দুই শ্রীকৃষ্ণের মাসী।
যশোদেবী যশস্বিনী রূপগুণরাশি॥
দধিসারা হবিঃসারা দ্বিতীয় দু নাম।
দুই দুই নাম দোঁহা রূপ অনুপাম॥

---

* পাঠান্তরে—"অস্য ভার্য্যা পাসরা নাম।"
† পাঠান্তরে—"নাজানি বিশেষ।"
‡ পাঠান্তরে—"অঙ্গনা।"

* পাঠান্তরে—'গোল' স্থলে 'গেল্ল' বা 'হূল'।
† পাঠান্তরে—"যশোবীর।"
‡ পাঠান্তরে—"কবুর্বর্ণ পট।"

স্বাভাবিক মাতা হৈতে মাসীর বড় স্নেহ।
তাহে কৃষ্ণ স্নেহপাত্র মাসী যাতে ঞেহ॥
জ্যেষ্ঠা যশোদেবী শ্যামবরণ যাহার।
কনিষ্ঠা যে যশস্বিনী গৌরাঙ্গ তাঁহার॥
হিঙ্গুল-বরণ বস্ত্র হয় দোঁহাকার।
চাটু বাটু নাম দুই স্বামী দুজনার॥
মাশুয়া কৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভাই যে নন্দের। *
মিষ্টান্ন পাঠান বহু লাগি বালকের॥
জ্যেষ্ঠা যশোদেবী মানী তাঁর এক পুত্র।
সুরূপ সুচারু নাম সুন্দর চরিত্র॥
গোল যে আভীর অভিমন্যুর জনক।
তাঁহার ভ্রাতার কন্যা সুচারু ঘোটক॥
তুলাবতী নাম তাঁর প্রেমে অধিকাই।
রূপে গুণে শীলে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের ভোজাই॥
অথ পিতামহতুল্যগণ শ্রীকৃষ্ণের।
কৃষ্ণসুখে সুখী চেষ্টা নাহিক দেহের॥
তাহা সবার নাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া।
প্রেমধন মাগি হৃদি টিকরা পাতিয়া॥
ভুণ্ডু আর কুঠের পশুবেদনা কিলাত।
কুপীট পুরটা নাট তুল্য পিতৃতাত॥
অনেক আছয়ে আর কে কহিতে পারে।
মাতামহগণমধ্যে কিছু কহি আরে॥
বীরারোহ বরারোহ কন্দোট্র কারুণ্ড। †
ভরীষণ বরীষণ আদি আর গোণ্ড॥ ‡
বৃদ্ধা পিতামহীতুল্যা ভারুণী ভঙ্গিলা।
ভেরী সুখান্তরা ভঙ্গা ভার শাখা লোলা॥ **
শিখা-আদি বৃদ্ধা আর অনেক আছয়।
মাতামহীতুল্যামধ্যে কহি যেবা হয়॥
ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা ঘর্ঘরা।
ঘুঘুরা চকলী ঘণ্টা ভুণ্ডী ঘোণী ঘোরা॥ †

* পাঠান্তরে—"জ্ঞাতিভাই উপনন্দের।"

† পাঠান্তরে—"ধীরামোহ কনেউ কারণ্ড।"

‡ পাঠান্তরে—"ভীরসেন বীরসেন আদি আর গোন্দ।"

** পাঠান্তরে—"ভঙ্গিলা, স্থলে 'ভাগলা', 'শাখা' স্থলে 'শাখী', 'সুখান্তরা' স্থলে 'স্বয়ম্বরা' এবং 'লোলা' স্থলে 'শীলা' ইত্যাদি।"

† পাঠান্তরে—"ঘর্ঘরী চমলী ঘণ্টা মুণ্ডি ঘোরা।"

করবালি সুঘণ্টিকা ঢোণ্ডিকা ডিণ্ডিমা। *
ডামনী ডামরী ডঙ্কা পুণ্ডাদি অসীমা॥
জনকের সম হয় অনেক ব্রজেতে।
শ্রীনন্দরাজের সখা-ভ্রাতাদিক-মতে॥
মঙ্গল পিঙ্গল পিঙ্গ মাঠর পটিশ।
শঙ্কর সঙ্গর পীঠ ভৃঙ্গ হরিকেশ॥
ঘুনি ঘার্ণ্টিক সারঙ্ঘ দণ্ডিকেদার পটীর।
ধুরীণ ধুর্ব্ব চক্রাঙ্গ দৌরভের হর॥
কলাঙ্কুর উৎপলাদি মস্কর কন্দলা।
সুপক্ষ সৌধ হারীতা কৃষ্ণস্নেহে ভোলা॥
উপনন্দ-আদি পিতৃতুল্য আর হয়।
অনন্ত কহিতে নারে অন্যের কি দায়॥
পর্জন্য সুম্বন দোঁহে বাপ্পবন্ধুত্ব।
কৈশোরে আর ত দুই স্নেহাদির পাত্র॥ †
নন্দ-আদি নামে মিত্র অনেক আছয়।
কতেক তাহার কিছু না হয় নির্ণয়॥
মাতাতুল্যামধ্যে কৃষ্ণের করিব কীর্ত্তন।
প্রেম-অর্থ বিনে যায় সংসারযাতন॥
তরঙ্গাক্ষী তরুলিকা সুভদ্রা ‡ মালিকা।
অঙ্গদা বৎসলা তালী মেদুরা সালিকা॥
কুশলা মসৃণা কৃপা শঙ্কিনী বিম্বিনী।
মুদ্রা প্রভা নীতি ধরা সুভগা ভোগিনী॥
হিঙ্গুলা কপিলা পুণ্ডা ধমনী পটিকা।
পক্ষতি রঞ্জনী সুতুণ্ডী তুষ্টি ** বর্ত্তিকা॥
সল্লকী বল্লকী † বেলা-আদি মাতৃসমা।
স্তনদাত্রী ধাত্রীমাতা দুই অনুপমা॥
অম্বিকা কিলিম্বা নাম কৃষ্ণস্নেহবতী।
যশোদা-মাতার স্থানে সদা অনুগতি॥
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ সরবস।
তিল আধ কৃষ্ণ বিনে রুদ্ধ হয় শ্বাস॥

* পাঠান্তরে—"করবাণী সুঘণ্টিকা চৌণ্টিকা ডিণ্ডিমা।"

† পাঠান্তরে—"কিশোর আর তো দুই ইহাঁদের মিত্র।"

‡ পাঠান্তরে—"তরলিকা শুভদা।"

** পাঠান্তরে—"সুভণ্ডা তুণ্ডী।"

† পাঠান্তরে—"সন্ধকী বন্ধক।"

দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী।
অম্বিকা হয়েন মুখ্যা সদা হাস্যমুখী ॥
অথ মহীসুরা দ্বিধা গোকুলে বসতি।
পুরোহিত কেহ কেহ আশিষক-রীতি ॥
বষট্‌কার স্বধাকার প্রাজ্ঞাবাদি দ্বিজা।
আশীর্ব্বাদক মান্য সবে করে তাঁর পূজা ॥
সাণ্ডিলী মহাকব্যা বেদিকাদি সতী।
ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণক্রমেতে গণতি ॥
পুরোহিত বেদগর্ভ মহাযশা আর।
ভাগুরি আদিক পুরোহিত কুলাচার ॥
ক্রমে তাঁহাদিগের পত্নী শ্রীগৌতমী শার্ব্বী।
কৃষ্ণক্রীড়া-অনুকূল বিশেষতঃ গার্গী ॥
পুরোহিত বহু অন্য ব্রাহ্মণী অনেক।
ব্রজেশ্বরী-অনুগতা পূজ্যা পরতেক ॥
কুঞ্জিকা বামনী স্বাহা শাণ্ডিলী সুলভা।
ভার্গবী ইত্যাদি স্বধা সুপূজ্যা দুর্লভা ॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপনিসুতা।
ত্যেজিয়া অবন্তিপুরী ব্রজে অনুগতা ॥
শ্রীমন্নারদের শিষ্যা মহাতপস্বিনী।
কৃষ্ণলীলাকুতূহলী সর্ব্ববিধায়িনী ॥
যোগমায়া-অংশ হন চিৎশক্তিময়ী।
মায়া আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধায়ী ॥
ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরী-আদি ব্রজপুরে।
সকলের মান্য পূজ্য সর্ব্বত্র বিহরে ॥
নিবিড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে।
রাধাকৃষ্ণ-মিলন উপায় ধ্যান করে ॥

গোপীযূথ-আদি-ভেদ।

অথ যূথ গোপীগণে দুই মত হয়।
বয়স্যা দাসিকা অন্তঃপাতি দূতীচয় ॥
ইহাতে ত্রিকুল এই যূথের অন্তরে।
কুলমধ্যে মণ্ডল যে বর্গ তথা পরে ॥
বর্গ হৈতে গণ গণে হয় সমবায়।
সমবায় হৈতে তথা হয়েন সঞ্চয় ॥
সঞ্চয় হইতে হয় সমাজ আখ্যান।
সমাজ হইতে সমন্বয় প্রয়োজন ॥

সম-ভেদ-ক্রমে লঘু ইহাতে বিশেষ।
প্রেমতারতম্যময়ে উচ্চ মধ্য শেষ ॥
ইত্যাদি অনেক ভেদ কত কহা যায় ॥
তাৎপর্য্য নাহিক মাত্র পুস্তক বাড়য় ॥
যতেক কহিল ব্রজপরিকর ধন্য।
ত্রিলোক-উপাস্য দেবতার পূজ্য মান্য ॥
বিশেষ গোপীর কিছু মহিমা বিরল।
চতুর্দ্দশ ভুবনে উপমা নাহি স্থল ॥
বৈকুণ্ঠেও যাঁর যশ গায় লক্ষ্মীগণ।
আশ্চর্য্য কথনে বিস্ময়ে শ্রুতিগণ ॥
অতএব কহি কিছু গোপিকা-চরিত।
কৃষ্ণ সুখানন্দ হয় রসময়গীত ॥
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আর দ্বারকামহিষী।
অষ্টোত্তর শত ষোল হাজার রূপসী ॥
তিলেক কৃষ্ণের মন হরিতে না পারে।
গোপী ভ্রূভঙ্গি মাত্র বিন্ধে কামশরে ॥
সমর্থা সুস্নিগ্ধা রতি আত্মসুখ বর্জ্জা।
অদ্বিতীয় ত্রিভুবনে সকলের আর্য্যা ॥
শুদ্ধপ্রেমানন্দভাব মাধুর্য্যের পুর।
কামগন্ধ নাহি মাত্র আস্বাদে মধুর ॥
প্রেমানন্দে ডগমগ সুধার সাগরে।
ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চারে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তন-মন।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরশ-রতন ॥
কুল শীল ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকলজ্জা ভয়।
দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি, কি আছয় ॥
মদিরামত্তের যেন কটির বসন।
আছে কি না আছে তাহে নাহি আলোচন ॥
তবে যে গৃহের কর্ম্ম রন্ধন-ভোজন।
দেহের অভ্যাসে করে নাহি তাহে মন ॥
শরীরের মার্জ্জন ভূষণ বেশ ন্যাস।
যতন করিয়া করে তাহাতে উল্লাস ॥
কৃষ্ণ যাতে রত কৃষ্ণসুখের বিলাস।
অতএব দেহের সৌন্দর্য্যে অভিলাষ ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীন।
শুদ্ধপ্রেমভাবময় কহয়ে প্রবীণ ॥
গোপীর মহিমা কিবা আশ্চর্য্যকথন।
ন ভূত ন ভবিষ্যৎ নহে বর্ত্তমান ॥

ষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভগবদ্গীতাশাস্ত্রেতে।
। যৈছে ভজে ভজি ভাবযোগ্য রীতে॥
ত্য সঙ্কল্প সেই গোপিকার স্থানে।
ফল হইল কৃষ্ণ বদ্ধ হৈলা ঋণে॥
হার প্রমাণ ভাগবত-পঞ্চাধ্যায়।
গতে প্রসিদ্ধ হয় সর্ব্বলোকে গায়॥
চার করহ আত্মারাম-আদি ভক্ত।
হু কিন্তু কোথা কৃষ্ণ হেন অনুরক্ত॥
প-গুণ-লীল-প্রেম সৌভাগ্য-বিদগ্ধ।
বক্তা সুমিষ্টভাষী শুদ্ধমতি স্নিগ্ধ॥
শ্রীলক্ষ্মীর রূপের কণার কোটি অংশ।
ত্রিভুবনব্যাপী তার একাংশ রূপাংশ॥
হন লক্ষ্মীদেবী ব্রজগোপিকার আগে।
রূপেতে অধিক থাকু সমান না লাগে॥
গুণ-শীল-সৌভাগ্যাদি তেমতি জানিবে।
প্রেমবিদগ্ধতা-অংশে শতাংশ না হবে॥
শুদ্ধ যে সমর্থা রতি মাধুর্য্য বিরল॥
বিদগ্ধার শিরোমণি গোপিকা প্রবল॥
লক্ষ্মীঠাকুরাণী সমঞ্জসা-ভাব-রতি।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে নিজে হয় দাসীমতি॥
সমতা নাহিলে নহে রসের পুষ্টতা।
অতএব গোপীসম নহে বিদগ্ধতা॥
কৃষ্ণসনে রাসকেলি করিবারে ব্রজে।
আসি তাহা না পাইয়া তপ করে লাজে॥
ব্রজের রমণী বিনে বৃন্দাবনশশী।
কাহারেও না স্পর্শে যদি হয় রূপরাশি॥
ব্রজকুমুদিনীগণ কৃষ্ণশশী বিনা।
নারায়ণ-আদি সূর্য্য না করে গণনা॥
গোপী কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপী বিনে নাহি জানে।
অতএব প্রেমে রূপে নাহিক সমানে॥
যার সম অধিক বৈকুণ্ঠে না সম্ভবে।
ইহাতেই গোপিকার মহিমা জানিবে॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে শ্রীউদ্ধব মহাশয়।
ভক্তগণ গণনাতে এক শ্রেষ্ঠ হয়॥
লোক বেদ সর্ব্বশাস্ত্রে দৃঢ়তর পায়।
গোপীভাব দেখি তেঁহ চমৎকার হয়॥
অষ্টাঙ্গ করিয়া সাধু ভূমেতে লোটায়।
পাদরজ আশা করি আপনা নিন্দয়॥

ব্রজে গুল্মলতাজন্ম প্রার্থনা করয়।
গোপীপাদরজ অঙ্গে যদ্যপি লাগয়॥
গোপীকার অনুজ্ঞা বিনু ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
কদাচ না মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥ *
সাধারণ বৈষ্ণবচরণে রতি বিনে।
কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে॥
বিশেষে গোপিকা সাধ্য সাধন সিদ্ধির।
অতএব ভজনীয় বস্তু একান্তির॥
কৃষ্ণ না ভজিয়া ভজে গোপীর চরণ।
রাধাকৃষ্ণ পায় ব্রজে পায় প্রেমধন॥
গোপী ছাড়ি কৃষ্ণভজনের নহে ফল।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি দুর্লভ প্রবল॥
সদ্গুরুচরণাশ্রিত-সৎসঙ্গতি বিনে।
শ্রীরূপ সনাতনের মর্ম্ম নাহি জানে॥ †
যেই বুঝে গোপীতত্ত্ব ভজনের তত্ত্ব। ‡
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তিবস্তু ব্রজের মহত্ত্ব॥
কুতার্কিক শুষ্কজ্ঞানী কর্ম্মীর অগম্য।
উলূক না জানে যেন রবিকরমর্ম্ম॥
ত্রৈলোক্যের ভূষণ শ্রীবৃন্দাবনধাম।
তাহার ভূষণ রাধাকৃষ্ণ অনুপাম॥
তাঁর লীলারসভূষা গোপিকা সুন্দরী।
সুধীরললিত কৃষ্ণে কহে যাতে করি॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশিরোমণি।
মহাভাবস্বরূপা হ্লাদিনী শক্তি গণি॥
কায়ব্যূহরূপ তাঁর সর্ব্বগোপীগণ।
বহুরূপ বিনে নহে লীলার পোষণ॥
অত্যন্তবল্লভা রাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী।
তিল আধ না দেখিলে ম্লান মুখশশী॥
এক আত্মা দেহ দুই রূপমাত্র ভেদ।
দোঁহা না দেখিয়া দোঁহার প্রাণ করে খেদ॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা যার পরে আর নাই।
তুলনার বালাই লইয়া মরে যাই॥

---

* পাঠান্তরে—"ভজিলেহ নাহি পায় যশোদা-নন্দনে।"

† পাঠান্তরে—"বিনে" স্থলে 'ক্রমে' এবং শ্রীরূপ-সনাতন মর্ম্ম বুঝে যেই জানে।"

‡ পাঠান্তরে—"সেই জানে পতিত-জনের যে তত্ত্ব।"

কিশোর কিশোরী ছুটি সুন্দর সুন্দরী।
প্রাণ চিরি তথা রাখি তারে অনাদরি॥
হৃদয়কমল তার মৃদু সারভাগ।
বিছাইয়া দিই চালাইতে রাঙ্গাপাদ॥
লুকাইয়া যদি পাই হিয়ামাঝে রাখি।
বিরলে চরণ ছুটি ক্ষণে ক্ষণে দেখি॥
বৃন্দাবিকশশী কৃষ্ণ রাই কুমুদিনী।
গোপীগণ চকোরী ভ্রমরী লুব্ধধিনী॥
লীলারসামৃতপুষ্টি নহে গোপী বিনে।
গোপী ধন্য পূজ্য মান্য বেদেতে বাখানে॥
অতএব পঞ্চ পুরুষার্থ পরাৎপর।
যদি চাহ গোপীপদ ভজ বার৲বার॥

গোপী কল্পতরুবর, গাঢ়ছায়া-স্নিগ্ধকর,
তার তল করহ আশ্রয়।
ভবগতায়াতশ্রান্তি, * পাপ আশা তৃষ্ণাভ্রান্তি,
দূরে যাবে জুড়াবে হৃদয়॥
দুঃখ যাবে সুখ পাবে, প্রেমফল আস্বাদিবে,
অমৃতনিন্দিত-রসরাশি।
পাইয়া সে রসার্ণবে, পরম আনন্দ পাবে,
গলার খসিবে মায়াফাঁসি॥
যুগলচরণে প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
যদি তাহা আশা কর মনে।
হৃদিদরিদ্রতা যাবে, পরম ধনাঢ্য হবে,
ধর তবে গোপীর চরণে॥
প্রেম স্পর্শমণি রত্ন, প্রাপ্ত্যোপায় কর যত্ন,
গোপীহৃদিকোষ পরিপূর্ণ।
তাহার শরণ লহ, কায় বাক্য মন সহ,
তেজি ধর্ম্ম মান কুল বর্ণ॥ †
পাবে সে দুর্লভ ধনে, তাহা নাহি ত্রিভুবনে, ‡
তপ জপ জ্ঞান যোগে মিলে।
সামান্য রতন আশ, স্বর্গাদি বাসনাফাঁস,
মুক্তি-আশা গ্রাহক প্রবলে॥

তাহে হও সাবধান, দূরে তেজ কর্ম্মজ্ঞান,
যেহ অর্থপ্রাপ্ত্যের বাধক। *
তৎপরত্বে নিরমল, মতি কর অচঞ্চল,
বুঝো দিয়া সে প্রেম যাবক॥ †
অতএব গোপী ভজ, তাঁহার চরণে মজ,
এই ব্রতমাত্র কর সার।
অশক্ত দুর্ব্বলমতি, কৃষ্ণদাস তাহা প্রতি,
জড়প্রায় বিঘ্নের কিঙ্কর॥

রূপ-গুণ নাম।

অতঃপর কিছু গুণ-রূপ-আদি নাম।
কীর্ত্তন করিব চমৎকার অভিরাম॥
পরমপ্রেষ্ঠসখী হন সকলের শ্রেষ্ঠ।
তার মধ্যে দুই ভেদ বর আর বরিষ্ঠ॥
বরিষ্ঠ সবার মান্য উত্তমোত্তমে গণ্য।
তাঁহা সবার তুলনাতে নাহি কেহ অন্য॥
রূপে গুণে প্রেমে শীলে বিদগ্ধাদি মতে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় কুশল সেবাতে॥
অতি অন্তরঙ্গা সদা নিকটে থাকেন।
গুহ্য যে রহস্যকথা কহেন শুনেন॥
অপার-গুণরূপাদি মাধুরীভূষিতা।
অনন্য-সমান-উর্দ্ধ সর্ব্বমধ্যে খ্যাতা॥

(অথ বরিষ্ঠ।)

ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥

তত্র শ্রীললিতা।

তত্র শ্রীললিতা আদ্যা অষ্টমধ্যে শ্রেষ্ঠা।
শ্রীমদ্‌রাধা হৈতে সত্তের দিনের জ্যেষ্ঠা॥
অনুরাধা অন্য নাম বামা প্রখরা।
গোরোচনা নিন্দি কান্তি শিখিপিচ্ছাম্বরা॥
সর্ব্বকর্ম্মে নিপুণতা সর্ব্বার্থসাধিকা।
সকলের মান্যা ধন্যা প্রাধান্যে অধিকা॥

---

* পাঠান্তরে—"ভগবতাগতি শান্তি।"
† পাঠান্তরে—"তাঁহার শরণ লহ, না রহিবে এ নিগ্রহ, মনোরথ হইতে সম্পূর্ণ।"
‡ পাঠান্তরে—"তাঁহার শরণ বিনে, নাহি অন্য ত্রিভুবনে;"

* পাঠান্তরে—"যেহ অর্থ প্রাপ্তির অধিক।"
† পাঠান্তরে—"বাঁধ দিয়া সে প্রেম-যাবক।"

অষ্টমধ্যে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকৃষ্ণের।
নিগূঢ় সুগুহ্য বাক্য পাত্র কহনের॥
দরশনমাত্র দোঁহার আনন্দজনক।
দোঁহে বশীভূত হন দৃঢ়বাধ্যবাধক॥
বিশোক নামেতে পিতা মাতা বিশারদী।
গোবর্দ্ধনমল্লসখা ভৈরব যে স্বামী॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী মুখে তাম্বুল অর্পিয়া।
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হিয়া॥

তত্র শ্রীবিশাখা।

দ্বিতীয়া বিশাখা ললিতার সম গুণে।
প্রিয়সখী সম বয় জন্ম এক ক্ষণে॥
তারাবলীবস্ত্র অঙ্গে বরণী বিদ্যুতা।
পাবনের কন্যা মুখরার ভগ্নীসুত॥
জটিলার ভগ্নীপুত্রী দক্ষিণ মাতরি।
পতি-অভিমানী নাম বাহক আভীর॥
প্রেমনর্ম্মসখী এঁহো সুকর্ম্মকুশলা।
নর্ম্ম-উক্তি-সুকৌশলা সুমন্ত্রা প্রবলা॥
দূত্যকর্ম্মে পণ্ডিত সন্ধিতে বুদ্ধিমান।
চতুষ্টয় জ্ঞাতা ভেদ দণ্ড সাম দান॥
পত্রাবলি-রচনায় বাদ্য নৃত্য গীতে।
সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল চিত্র যে কারিতে॥
বেণী-বেশ-রচনায় সূচি-কর্ম্ম আদি।
সূর্য্যপূজাসামগ্রীর আবিষ্কারে সুধী॥
শ্রীরাধিকার মনোবৃত্তি কথনে আনন্দ।
গলাগলি দোঁহে কৃষ্ণকথার প্রবন্ধ॥
রঙ্গণ মাধবী আর মালত্যাদি সখী।
সহ অধিকারী বৃন্দাবনেতে নিরখি॥

তত্র শ্রীচম্পকলতা।

তৃতীয়া চম্পকলতা চম্পকবরণ।
চাষপক্ষবর্ণ পরিধেয় যে বসন॥
এক দিবসের ছোট প্রিয়সখী সহ।
মাতরি বাটিকা পিতা আরাম গোদোহ॥
চণ্ডাক্ষ নামে স্বামী গুণে বিশাখার সম।
সর্ব্বকর্ম্মে বিজ্ঞ দৌত্য-কর্ম্মে অনুপম॥
রাধাকৃষ্ণ ঘটনায় যুক্তিবিশারদা।
প্রতিপক্ষে প্রতারণ-আকর্ষণে মুদা॥

ফল-আদি-গুণ দৃষ্টিমাত্রে অনুভবে।
মিষ্টান্নপাকাদি শিল্প নানাগুণশ্রবে॥ *
নানান মৃত্তিকাপাত্র অদ্ভুত রচনে।
দাসীসহ কতেক বা প্রকার বনানে॥
দ্রুমলতা গুল্ম আদি রোপণেতে পটু।
ষড় রস পরখে মিষ্টাদি তিক্ত কটু॥
কৃষ্ণ লাগি নানাশিল্পবৈদগ্ধচাতুর্য্য।
সদা এই চিন্তা মাত্র আন চেষ্টা বর্জ্য॥

তত্র শ্রীচিত্রা।

চিত্রা চতুর্থী গৌরী কাশ্মীরবরণী।
কাচাম্বরা কনিষ্ঠা ষড় বিংশতি রজনী॥ †
সূর্য্যমিত্র-বৃষভানু-পিতৃব্যনন্দন।
চতুরাখ্য পিতা চর্চ্চিকাখ্যা মাতাখ্যান॥
পিঠর নামেতে পতি গোষ্ঠপরায়ণ।
কৃষ্ণসুখে সুখী যোগমায়ার কারণ॥
চিত্রিত চাতুর্য্য সর্ব্বস্থান-প্রবেশিনী।
যশবস্ত প্রিয়ংবদা সুমৃদুভাষিণী॥
অখিল কর্ম্মেতে পটু ইঙ্গিতে বুঝেন।
নানাদেশভাষা সর্ব্ব বুঝেন কহেন॥
দৃষ্টিমাত্র সবার আশয় অনুভবে।
মধু-ক্ষীর-আদি-কর্ম্মে প্রশংসয়ে সবে॥
কাঁচময় পাত্রাদি নির্ম্মাণে বিচক্ষণ।
মন্ত্রতন্ত্র জ্যোতিষ-শাস্ত্রেতে বিলক্ষণ॥
পশুবৈদ্য-বিদ্যা বৃক্ষ উপচার-শাস্ত্রে।
পয়বস্ত ‡ রন্ধনাদি করণ সমস্তে॥
অতিদক্ষ সখা কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে।
বনস্পতি আদি-অধিকারী সখীসাথে॥

তত্র শ্রীতুঙ্গবিদ্যা।

তুঙ্গবিদ্যা পঞ্চমী সুপাণ্ডিত্যে নিপুণা।
অষ্টাদশ বিদ্যা রসশাস্ত্রে বিলক্ষণা॥
নাটক নাটিকা আর গন্ধর্ব্ববিদ্যায়ে।
আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্যবিষয়ে॥

---

* পাঠান্তরে—"মিষ্টান্ন পাক কি শিল্প নান গুণে শ্রবে।"
† পাঠান্তরে—"শ্বশ্রু সতী রজনী।"
‡ পাঠান্তরে—"প্রিয়বস্ত্র।"

বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে।
দূত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিতা সন্ধিকর্ম্ম স্থানে॥
সখীসঙ্গে গানে আর মৃদঙ্গাদি-বাদ্যে।
নানারস-রঙ্গভঙ্গী নৃত্যকলাপদ্যে॥
কৃষ্ণসুখে সুখী সুখ দিতে সুপণ্ডিত।
বৃন্দাবনে অধিকারী সখীর সহিত॥

তত্র শ্রীইন্দুলেখা।

ইন্দুলেখা ষষ্ঠী হরিতালের বরণা।
দাড়িম্বপুষ্পাম্বরা তিন দিনের ন্যূনা॥
বেলা নামে মাতা-পিতা সাগর-সনামা।*
সোয়ামী 'দুর্ব্বল' স্বভাব প্রখরতা বামা॥
প্রিয়সখী-অর্থে বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্রে।
সামুদ্রিক-আদি বিশারদা নানা যন্ত্রে॥
কৃষ্ণ আকর্ষণী কাব্য কত ছন্দ-বন্ধ।
ছিটাফোঁটা-আদি জানে কতেক প্রবন্ধ॥
হারাদি গ্রন্থনে আর দশন রঞ্জনে।
অতিপটু আর সর্ব্ব রত্নপরীক্ষণে॥
পট্টথোপ-ডোর-ঝাম্পা-পুষ্পাদি-নির্ম্মাণে।
সুবেশকরণে কেশ-বেণীর রচনে॥
সৌভাগ্য তিলকযন্ত্র কপালে লিখনে।
দূত্যকর্ম্মে নিপুণা অভিসারাদি মিলনে॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী অর্থে গুণের অর্পণ।
সমর্পণ দেহ গেহ-আদি প্রাণধন॥
রহস্য-নিগূঢ় কথা-কহনের যোগ্যা।
সর্ব্বগুণময়ী যুগলের সুমনোজ্ঞ॥
পালিন্ধী প্রভৃতি সখী সঙ্গে কর্ম্মদক্ষ।
দোঁহার সুখের সুখী বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ॥

তত্র শ্রীরঙ্গদেবী।

রঙ্গদেবী সপ্তমী পদ্মকিঞ্জল্কবরণী।
সপ্ত রাত্রির কনিষ্ঠা রক্তবরণবসনী॥
চম্পকলতিকাসম গুণের গাগরি।
পিতা রঙ্গসার নাম করুণা মাতরি॥ †

ললিতার পতি যেঁহ ভৈরব কনিষ্ঠ।
বক্রেক্ষণ নাম পতি জা ললিতা জ্যেষ্ঠ॥
সদাই উত্তুঙ্গহাস্যরঙ্গে তরঙ্গিণী।
রঙ্গদেবী যথা-নাম মূর্ত্তিমান জানি॥
কৃষ্ণ-প্রিয়সখী-অগ্রে নর্ম্ম-কুতুহলী।
কত রঙ্গভঙ্গি গান নৃত্য সহ আসি॥
আপনি যেমন রঙ্গা সঙ্গিনী তেমতি।
পরমানন্দিত হেরি যুগলের মতি॥
নর্ম্ম-পরিহাসে সদা পরম উৎসুকা।
কৃষ্ণ হর্ষে প্রশংসেন শ্রীমতী কৌতুকা॥
আনন্দ পাইয়া উঠি আলিঙ্গন করে।
কৃষ্ণ আলিঙ্গিতে কত সুরঙ্গ বিথারে॥
ষড়্‌গুণের চতুর্থগুণে যুক্তিতে নিপুণ।
কৃষ্ণ-আকর্ষণ-তন্ত্রমন্ত্রে বিচক্ষণ॥
বিচিত্র অষ্টাঙ্গ রাগে পশু-পক্ষ বশ।
অঙ্গের সৌরভ যাতে শ্রীকৃষ্ণ বিবশ॥
সৌগন্ধ শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পাদি-অধ্যক্ষ।
সখীসঙ্গে আনন্দে ফিরয়ে দোঁহাপক্ষ॥

তত্র শ্রীসুদেবিকা।

সুদেবিকা অষ্টমী রঙ্গদেবীর বহিন।
দুই ভগ্নী যমক রূপে গুণেতে প্রবীণ॥
একই আকার গুণ চিনা নাহি যায়।
দোঁহার দর্শনে চিত্তে ভ্রান্তি জনমায়॥
বহিনীর পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ।
স্বামী একগৃহে বাস সহিত জা জ্যেষ্ঠ॥
কেশসংস্কার তথা অঞ্জন প্রদান।
শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন আর অঙ্গসংবাহন॥
ইহাতে নিপুণ সদা পার্শ্বেতে থাকিয়া।
প্রণয় আহ্লাদে সেবে আগ্রহ করিয়া॥
শারিকায় নানাকাব্য-রহস্য-পড়ানে।
সর্ব্বপশুপক্ষ্যাদির বচন বুঝনে॥
নানা বিদ্যাভ্যাস কাব্যরস উদ্গীরণে।
দুগ্ধ-উদ্বর্ত্তনে ধীর সর্ব্বগুণগণে॥
বিজ্ঞতম পুষ্পাদির শয্যাদি-রচনে।
প্রতিপক্ষগণের যে আশয়-সন্ধানে॥
ধূর্ত্তা নানা বেশ-রচনাদিতে নিপুণ।
কোন কার্য্যে নহে ন্যূন বিশেষে এ গুণ

---

* পাঠান্তরে—"বেলা নামে পিতা মাতা সে সাগরা নামা।"

† পাঠান্তরে—"তরুণ নামেতে পিতা রঙ্গনা মাতরি।"

পিকদানি-হস্তে সদা নিকটে থাকেন।
নর্ম্মবাক্যে যুগলের প্রহৃষ্ট করেন॥
বৃন্দাবনে মৃগ পক্ষ বনদেবীগণ।
সখীসহ সকলের অধিকারী হন॥
কৃষ্ণদাস মাঙ্গে রাঙ্গা চরণে শরণ।
নিজ দাসী করি মাথে ধরহ চরণ॥

(অথ বর।)

বরিষ্ঠ কহিনু এবে বর পরশ্রেষ্ঠ।
নাম-গুণ-আদি গান করি জানি ইষ্ট॥
প্রথম-মণ্ডল ইষ্ট দ্বাদশবর্ষীয়া।
শ্রীরাধিকার প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া॥
কলাবতী শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গী করি।
রত্নলেখা শিখাবতী কন্দর্পমঞ্জরী॥
ফুল্লকলিকা আর অনঙ্গমঞ্জরী।
যৌবন-উদ্রেক এই অষ্ট নব-গোরী॥

শ্রীকলাবতী।

হরিচন্দনবর্ণ কীরবর্ণ পরিধেয়।
পরমসুন্দরী কলাবতী নামধেয়॥
ভানুর মাতুল কলাঙ্কুর নাম পিতা।
সুশীলচরিতা সিন্ধুমতী নাম মাতা॥
বাহিকের অনুজ কপোত নাম পতি।
চক্ষু ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণে শুদ্ধ মতি॥

শ্রীশুভাঙ্গদা।

শুভাঙ্গদা বিশাখার অনুজা ভগিনী।
তড়িতবরণকান্তি স্নিগ্ধা সুনয়নী॥
পীঠরের অনুজ পতত্রী নাম পতি।
জ্যেষ্ঠা ভগিনী সহ একত্র বসতি॥

শ্রীহিরণ্যাঙ্গী।

হিরণ্যাঙ্গী হরিণীর গর্ভেতে জনম।
হিরণ্যবরণকান্তি শোভা লক্ষ্মীসম॥
হরিণীর গর্ভজাতা তাহার বিশেষ।
কহি যে শুনিনু যাহা গ্রন্থ গণোদ্দেশ॥
মহাবসু নাম গোপ ভানুরাজমিত্র।
সুন্দরী তনয়া কাম সুন্দর সুপুত্র॥

যজ্ঞ করিলেন তাহে চরু যে উঠিলা।
আগ্নি নাম রাখি,ভ্রমে কর্ম্মান্তরে গেলা॥
রঙ্গিণী মৃগীর কন্যা সুরঙ্গী আখ্যান।
কিঞ্চিৎ তাহার সেই করিলা ভোজন॥
অপর তাহার স্ত্রী সুচন্দ্রা খাইলা।
চরুর প্রভাবে দোঁহে গর্ভিণী হইলা॥
সুচন্দ্রার গর্ভে স্তোককৃষ্ণ কৃষ্ণসম।
হরিণীর গর্ভে কন্যা হিরণ্যাঙ্গী নাম॥
জন্মিলা অপূর্ব্ব পুত্র কন্যা সুরূপিণী।
গোষ্ঠে প্রসবিল সেই সুরঙ্গী হরিণী॥
চরুর বৃত্তান্ত জানি গোপ মহাবসু।
লালনপালন করে কন্যা আর শিশু॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীরাধিকার সখী।
কৃষ্ণাপরাজিতাবর্ণ বস্ত্র চন্দ্রমুখী॥
জরদগব নামে পতি মতি বিস্তর।
অতিবলবান আলবেলিয়া অন্তর॥

শ্রীরত্নলেখা।

ভানুরাজ মাসির তনয় পয়োনিধি।
তাঁর পত্নী মিত্রা নাম পুত্রবতী যদি॥
তথাপিহ কন্যা অভিলাষে পূজে সূর্য্য।
তাহাতে জন্মিলা কন্যা রত্নলেখা আর্য্য॥
গৈরিক বরণ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র।
কড়ার নামেতে পতি কুঠারিকাপুত্র॥
কৃষ্ণসঙ্গে অভিসার প্রিয়সখী লাগি।
সূর্য্যের পূজায় তেঁহ অতি অনুরাগী॥

শ্রীশিখাবতী।

কৃষ্ণের ভোজাই কুন্দলতার ভগিনী।
শিখাবতী কর্ণিকার-পুষ্পের বরণী॥
তিত্তির-পক্ষীর ন্যায় বরণ বসনী।
ধেনুধন্য পিতৃনাম সুশিখা জননী॥
গড়ু গড্ডর নাম * পতি সদা গোষ্ঠে বাস।
এথায় নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণের সঙ্গেতে উল্লাস॥

শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী।

কন্দর্পমঞ্জরী কান্তি অশোকবরণ।
কৃষ্ণের মনোজ্ঞরূপ বিচিত্রবসন॥

---

* পাঠান্তরে—"গরুযজ্ঞ" এবং "গড়ু গণ্ড।"

পুষ্পাকর নাম পিতা কুরুবিন্দা মাতা।
কন্যাটি রূপসী দেখি মনে অভিমত॥
কৃষ্ণেরে বিবাহ দিব যদি বিধি করে।
পরকীয়া নিত্যকান্তা সে বাসনা দূরে॥

শ্রীফুল্লকলিকা।

ফুল্লকলিকা ইন্দীবরশ্যামবর্ণ।
নাসায় তিলক শোভা করে বর্ণ-স্বর্ণ॥
শ্রীমল্ল নাম * পিতা কমলিনী মাতা।
বিচুর-নামেতে স্বামী মহিষ রক্ষিতা॥

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা।
গুণের তুলনা নাহি রূপে মনোহরা॥
বর্ণন না হয় রূপ গুণের কাহিনী।
যেমত ভগিনী প্রায় তেমত আপনি॥
দুর্ম্মদ নামেতে পতি প্যারীর দেবর।
নামতুল্য মদ কিন্তু কৃষ্ণে মনচর॥
দুই ভগ্নী এক ঘরে একত্র বসতি।
ললিতা-বিশাখার প্রিয়সখী শুদ্ধমতি॥
বসন্তকেতকীবর্ণ ইন্দীবর বস্ত্র।
কৃষ্ণের প্রেয়সী জ্ঞাত সর্ব্বরসশাস্ত্র॥

(অথ বর-দ্বিতীয় মণ্ডল।)

অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল পুনঃ কহি।
গাইয়া অভীষ্টবর প্রেমভক্তি চাহি॥
পূর্ব্ব হৈতে এঁহা সবার সৌভাগ্যাদি-গুণ।
প্রেম সৌন্দর্য্যের চতুরাই কিছু ন্যূন॥
তাহে দুই বর্গ হয় অসমা সমস্নেহা।
নিত্যা আর সাধনসিদ্ধা চিদানন্দদেহা॥
নিত্যসিদ্ধা দশকোটি গণ যে প্রধানা।
অসংখ্য সাধনসিদ্ধা নাহিক গণনা॥
যতেক সাধনসিদ্ধা প্রায় যে অসমা।
প্যারী প্রিয় কৃষ্ণ কোটি প্রাণের উপমা॥
অষ্ট যে পরম শ্রেষ্ঠ সখীর অনুগা।
সকল সুন্দরী কৃষ্ণরসের পথগা॥

তাঁরি মধ্যে বহু যূথ আদি ভেদ হয়।
বহুযূথেশ্বরী তার সংখ্যা কে করয়॥
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাতে যে শুনিল।
শ্রীরূপ করুণা করি ভুবি প্রকাশিল॥
তাঁর উপদেশমতে সেই মন্ত্র গাই।
তাহা বিনে ভাল মন্দ কিছু জানি নাই॥

তত্র যূথেশ্বরী।

সুমুখী ধনিষ্ঠা কলহংসী কলাপিনী।
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা হরিণী॥
কুঞ্জরী চপলা শুভাননা কুরঙ্গাক্ষী।
সুচরিতা সুরভি মণ্ডলী পঙ্কজাক্ষী।
শৌরসেনী সুমন্দিরা রসিকা চন্দ্রিকা।
রসালিকা তিলকিনী চন্দ্রতিলকা॥ *
সুগান্ধিকা মণিকুণ্ডলা মদনামোদনী।
সুমধ্যা কামনাগরী সর্ব্বগুণখনি॥
কাবেরী নাগবেলিকা কন্দর্পসুন্দরী।
সুকেশী চারুকবরী প্রেমমঞ্জরী।
মঞ্জুমেধা সুমধুরা কামলতিকা।
বিচিত্রাঙ্গী কলকণ্ঠী মঞ্জুকেশিকা॥
সুভদ্রা মদনালসা কমলা হারহীরা।
মধুরেন্দিরা শশিকলা হারকণ্ঠী বরা॥ †
মহাহীরা মনোহরা বিচিত্রলেখিকা।
মধুরেক্ষণা তনুমধ্যা রঙ্গবাটিকা॥
মধুস্যন্দা গুণচূড়া বহুগুণযুতা।
বরাঙ্গদা তুঙ্গভদ্রা-আদি সুসঙ্গদা॥
রসতুঙ্গা আদি আর যতেক গোপিনী।
সকলের শ্রেষ্ঠা মান্যা রাধাঠাকুরাণী॥
সকলেই সেবাপরা আনন্দ-কৌতুকে।
কারে কোন্ আজ্ঞা হয় কর্ণ পাতি থাকে॥
কেহ বেশরচনাতে কেহ বীণাবাদ্য।
কেহ নৃত্য করেন যে সকল রসে সিদ্ধ॥
সকলেই সর্ব্বকর্ম্ম যদ্যপি জানেন।
তথাপিহ এক একে নিযুক্ত থাকেন॥

---

* পাঠান্তরে—"শ্রীমন্নাথ" এবং "শ্রীমল্লাভ।"

* পাঠান্তরে—'রমিলা ও বাসিলা এবং চন্দ্রলতিকা।'

† পাঠান্তরে—'সুন্দরী' 'হার ছুরা' এবং 'মরা।'

কেহ বা নিয়মে রহে উপস্থিতমতে।
সকলি করেন সদা থাকেন পার্শ্বেতে॥
বয়স্যা এঁহারা পাছে কহিব দাসিকা।
এঁহারা'ও অষ্টসখীর মানেতে অধিকা॥
পরমপ্রেষ্ঠ প্রধানা যে ললিতা সুন্দরী।
অনুগতা তাঁহার সর্ব্বে সবার আগরি॥
তেঁহ সর্ব্বগুণধাম সবার আরাধ্যা।
সকলের শ্রেষ্ঠা তেঁহ সকলেই বাধ্যা॥
মালাকার রজক নাপিত কন্যা-আদি।
সকলের অধ্যক্ষ যে উচ্চনীচাবধি॥
বৃন্দাবনে অধ্যক্ষ * বনদেবীগণ যক।
শ্রীমতী ললিতাদেবী সভার সম্মত॥
সেহ দেবীগণ হয় তাঁর আজ্ঞাকারী।
রাধাকৃষ্ণ সমিহ করেন যাঁরে হেরি॥
যাঁর ভয়ে প্যারীজীউ মান নাহি করে।
করিলেও কভু ভয়ে তেজিতে না পারে॥
ললিতা সুবুদ্ধি তাঁর পরামর্শ বিনা।
জল নাহি খান যথা তাঁহার অধীনা॥
যে সব সুন্দরী কর্ম্মে নিযুক্তা হশেন।
তাঁহারা বিশেষগুণে বিদগ্ধা হয়েন॥
মানের পুষ্টিতা যে করেন পক্ষপাতে।
কৃষ্ণেরে ভর্ৎসনা-আদি করেন সাক্ষাতে॥
সন্ধিও করিতে নানাকৌশলেতে পটু।
কখন প্রণয়বাক্য, কভু কহে চাটু॥
পুষ্পমণ্ডন শয্যা আদি রচনায়।
ইঙ্গিতে করেন কার্য্য বুঝিয়া আশয়॥
রত্নলেখা রতিকলা দুই সহচরী।
ললিতার অতিপ্রিয় গুণে বশীকরী॥
সকলের শ্রীচরণ মস্তকে ধরিয়া।
বর মাগি তোমা সবার দাসীর লাগিয়া॥

অথ শিল্পনিপুণা।

বাক্যের চাতুর্য্যরসে কৃষ্ণে পরাভব।
হজনে শ্রীরাধিকার মানের উদ্ভব॥
ইত্যাদি করিয়া শিল্পনৈপুণ্য যতেক।
প্যারাজীর পক্ষপাতী হয়েন অনেক॥

পিণ্ডকেলি বিতণ্ডিকা-আদি পুণ্ডরীকা।
সিতাখণ্ডী চারুচণ্ডী সখী সুদণ্ডিকা॥
অকুণ্ঠিতা-কলাকণ্ঠী রামঠী মঠিকা।
কৃষ্ণসুখজনক রসরঙ্গেতে অধিকা॥

পিণ্ডকেলি।

তত্র পিণ্ডকেলি তাম্রবরণ বসন।
পিক অণ্ডবর্ণ সদা শেলের-বচন॥
ছলে অপরাধী করি কৃষ্ণে লজ্জা দেন।
প্যারীজীর পক্ষ হৈয়া মানাদি বাড়ান॥

বিতণ্ডিকা।

বিতণ্ডিকা হরিৎ-বর্ণ হরিৎ-বস্ত্র হয়ে।
মিলিয়া যে নর্ম্ম-সখা সুবলাদিচয়ে॥
বিতণ্ডা করিয়া কৃষ্ণের করি অপরাধী।
প্রিয়সখীর জয় করে হল্লোষয় সাধি॥

পুণ্ডরীকা।

পুণ্ডরীকা অঙ্গ-বস্ত্র পদ্মের বরণ।
অপরাধী-ছলে কৃষ্ণে করয়ে তর্জ্জন॥

সিতাখণ্ডী।

সিতাখণ্ডী এঁহার পূর্ব্বনাম আছে গোরা।
সিতাখণ্ডী নাম কৃষ্ণ রাখে ভঙ্গি করি।
মিষ্টবাক্যে ভর্ৎসে তাতে মধুর কটুত্ব।
তাহে সিতাখণ্ডী মিছরির খড়া অর্থ॥
গউর বরণ পীতবরণ বসন।
কৃষ্ণ আনন্দিত তাঁর শুনিয়া ভর্ৎসন॥

চারুচণ্ডী।

চারুচণ্ডী সিতাখণ্ডীর অনুজা ভগিনী।
ভৃঙ্গবর্ণ তড়িৎ-বস্ত্র ক্রোধান্বিত বাণী॥
যেহেতুক চারুচণ্ডী নাম কৃষ্ণ কহে।
সেই ক্রোধভঙ্গিবাক্যে কৃষ্ণমন মোহে॥

সুদণ্ডিকা।

সুদণ্ডিকা শিরীষবর্ণ কুরণ্টক-বাস।
উজ্জ্বল বাক্যের অর্থ অনুজ্জ্বল ভাষ॥

* পাঠান্তরে—"বৃন্দাবনে অক্ষর।"

কলাকণ্ঠী।

কলাকণ্ঠী ক্ষীরোদকবরণ বসন।
সুন্দরী বিদগ্ধা কুলী-পুষ্পের বরণ ॥
শ্রীরাধিকা-আগমনে সমাদর করি।
অম্বুব্রজি আনিয়া বসান করে ধরি ॥
প্যারীজীর পক্ষপাত বাক্যের চাতুরী।
চাটুবাক্য কহেন নয়নভঙ্গী করি ॥

রামঠী।

রামঠী ললিতাজীর ধাত্রীমাতার কন্যা।
গৌরবর্ণ অশোক-বসন রূপে ধন্যা ॥
কৃষ্ণ যে চতুর তাঁর পর চতুরাই।
তর্জ্জনে কম্পায়মান করেন তথাই ॥

মঠিকা।

মঠিকা যে পিণ্ডিপুষ্পরুচি বস্ত্র পাণ্ডু।
কৃষ্ণবাক্যে ছল ধরি ঝকড়িতে টণ্ডু ॥
শঠতা করিয়া বহু করি অপরাধী।
প্রিয়সখীচরণে ধরান নিরবধি ॥

অথ দূতী।

মান-আদি-কলহকরণে রত দূতী।
সখীগণসহিত সখ্যতা-নর্ম্ম-রতী ॥
পেটরী বারুড়ী ঠারী কোটরা কেটরা।
কলিটিপ্পনী নাম রঞ্জকের দারা ॥
মারুণ্ডা মোরটা চূড়া চূণ্ডরী গোণ্ডিকা।
পিণ্ডকেলি আদি সদা-নিকটবর্ত্তিকা ॥

পেটরী।

তত্র যে পেটরী বৃদ্ধা গুজ্জরা জাত্যংশে।
মৃণালের বর্ণ জটা চতুর সর্ব্বাংশে ॥

বারুড়ী ও ঠারী।

বারুড়া গারুড়ী বেণী ঠারী কুঠারীর।
ভগ্নী তপস্বিনী কাত্যায়নীব্রতা ধার ॥

কোটরা ও কলিটিপ্পনী।

কোটরা হুপক্ককেশ জাতি আভিরিণী।
কলিটিপ্পনী অতিবৃদ্ধা জাতি রজকিনী ॥

মারুণ্ডা।

মারুণ্ডা মুণ্ডিতশিরা পাণ্ডুর বরণ।
কপালে লোলিত মাংস লগুড় ধারণ ॥

মোরটা ও চুণ্ডরী।

মোরটা আবালি জাতি কাশপুষ্পকেশ।
চুণ্ডরী ব্রাহ্মণ-কন্যা তপস্বিবিশেষ ॥
স্তুতি করেন কৃষ্ণচন্দ্র মান্যপ্রকরণে।
রসের প্রসঙ্গে কিছু সলজ্জ বদনে ॥

গোণ্ডিকা।

গোণ্ডিকা সুবৃদ্ধা পাণ্ডুবর্ণ শিরে কেশ।
দূত্যকর্ম্মে পটু রসপ্রসঙ্গে বিশেষ ॥

অথ সন্ধিদূতী।

অথ দূতী সন্ধি-আদি-করণে পারগা।
দুর্জ্জয় মানের ভঞ্জনাদিতে অগ্রগা ॥
মাধবের পরিবারে মমতা অধিক।
স্নেহক্রমে বহু দেন সুপারিতোষিক ॥
মানের সন্ধিতে সুচতুরা বুদ্ধিমান ॥
উভয়ে মিলায় রাখি উভয়ের মান ॥
কলহান্তরিতা দশা যবে শ্রীরাধার।
তাঁর পক্ষ যদ্যপি ইঙ্গিতে ললিতার ॥
কৃষ্ণপক্ষ হইয়া কহেন চাটু উক্তি।
যেন পুন না করে হয়ে মানেতে বিরক্তি ॥
হিতকারী শ্রীললিতা হিত-মন্ত্রণাতে।
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ নাহি যাতে ॥
সন্ধিকরণে দূতী উভয়ের প্রিয়।
যাঁহা সবার চরিত্র শ্রবণ-সুখোদয় ॥
বাম্রবী শিবদা দুহুঁ পরমসুন্দরী।
সোমবংশজাতা বহু জানেন চাতুরী ॥
পৌরবী সুপ্রসাদা যে শান্তা তপস্বিনী।
শান্তিদা কান্তিদা দুহুঁ ব্রাহ্মণনন্দিনী।
শ্রীনারদপ্রসাদে এ সার ব্রজে বাস।
রাধাকৃষ্ণেসেবা দূত্যকর্ম্মেতে সুযশ ॥

অথ শিল্পপুষ্পমণ্ডন।

এবে কহি শিল্পপুষ্পমণ্ডন যতেক।
যথা কৃষ্ণ স্মরণীয় তথা পরতেক

নানাপুষ্পে নানা অলঙ্কার শয্যা-আদি।
যাহার কীর্ত্তন যে সংসারমহৌষধি॥
কিরীট কুণ্ডল আর নানা কর্ণভূষা।
কেশবন্ধ ডোরি ললাটিকা তমনাশা॥
গ্রৈবেয়ক অঙ্গদ কটক কঙ্কলিকা।
সম্পাদি হংসক রত্ন হইতে অধিকা॥
কিশোর কিশোরী দোঁহে ভূষণে ভূষিত।
রতন হইতে দোঁহাকার মনোনীত॥

অথ সখা।

ব্রজের বালকগণ গোপের নন্দন
তাঁ-সবার গুণ কিছু করিব কীর্ত্তন॥
শ্রীরামকৃষ্ণের সখা অতিপ্রিয়তম।
দোঁহাতে পিরীতি রূপে গুণে দুহুঁসম॥
দুহুঁসনে সদা হাতাহাতি কোলাকোলি।
সহাস্য কৌতুকরসে অঙ্গ হেলাহেলি॥
খেলারসে পণ করি কান্ধে চড়াচড়ি।
মল্লযুদ্ধ করি যায় ভূমে গড়াগড়ি॥
পক্ষছায়া আগে ছুঞিবারে রড়ারড়ি।
ফুল তুলি পরস্পর লৈয়া কাড়াকাড়ি॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ ছুঞিবারে সবে ছুটি ধায়।
মুঞি আগে ছুঞিনু বলি সবাই কহয়॥
এইমত অনন্ত কৌতুক লীলা করে।
সহস্রবদনে নাহি কহিবারে পারে॥
কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণের পার্ষদগণ হয়।
বিশেষে আশ্চর্য্য কিছু ব্রজশিশুচয়॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভাবান্তর হয়।
মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শুদ্ধ প্রেমময়॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়।
তটস্থ হইয়া বহু স্তবন করয়॥
ব্রজবাসী আবাল বনিতা যত জন।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি করয়ে গণন॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের সখার চরিত্র।
কিঞ্চিৎ কহিব লাগি আপন পবিত্র॥
অনন্ত অর্ব্বুদ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ।
অনন্ত নাহিক পারে করিতে গণন॥
শ্রীরূপ-গোস্বামী যাহা প্রকাশিলা ক্ষিতি।
তাহাই কীর্ত্তন করি তরিতে দুর্গতি॥

যাহাঁর কীর্ত্তনে ভবসংসারের ক্ষয়।
সেহ তুচ্ছফল-কৃষ্ণে প্রেম উপজয়॥
সেহ বটে কিন্তু যে বিচারে তর্ক হয়।
কৃষ্ণপ্রেমকারণ সখাগণেরে বুঝায়॥
কার্য্য কারণ আর সাধন আশ্রয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সখা দুই প্রেমের বিষয়॥
দোঁহার কীর্ত্তনে দোঁহে প্রেম উপজয়।
যেই কৃষ্ণ সেই সখা প্রেমফলময়॥
ব্রজের উপাস্য সর্ব্ব পশু-পক্ষ আদি।
ভাবে তরতম মাত্র নাহিক বিবাদী॥
তার সাক্ষী ব্রজ-অনুগত্য শ্রেষ্ঠকল্প।
অতএব ব্রজপুরে কেহ নহে অল্প।
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণবৎ পিতৃ আদি মিত্র।
প্রকটাপ্রকট তবে জন্মবাদ মাত্র॥

অথ সখা চারিপ্রকার।

সুহৃৎসখা সখা প্রিয়সখা নর্ম্মসখা।
অনেক মণ্ডলী তার নাহি লেখাজোখা॥

তত্র সুহৃৎসখা।

সুহৃৎ-সখা গোভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র।
ভদ্রবর্দ্ধন কুলবীর মণ্ডলীভদ্র॥
যক্ষেন্দ্রভট মহাভীম আদি দিব্যশক্তি।
জ্যেষ্ঠকল্প এঁহারা যে বলবান অতি॥
কংসভয়ে মাতা-পিতা এঁহাদিগের হস্তে।
অর্পণ করেন কৃষ্ণে রক্ষার নিমিত্তে॥

তত্র সখা।

বিজয় বিশাল দেবপ্রস্থ মণিবন্ধ।
বৃষভ আর বরূথপ ওজস্বী মকরন্দ॥
করন্দম মন্দর কুসুমাপীড় কন্দ।
চন্দন কলিঙ্গ কুলিক সখাবৃন্দ॥
এঁহারা কনিষ্ঠকল্প সেবাতে আগ্রহ।
কৃষ্ণসুখে সুখী সদা কর্ম্মে আজ্ঞাবহ॥

তত্র প্রিয়সখা।

প্রিয়সখা স্তোককৃষ্ণ কিঙ্কিণী সুদাম।
অংশু ভদ্রসেন আর বসুদাম দাম॥

বিলাসী বিটঙ্ক কলবিঙ্ক পুণ্ডরীক।
সুদামাদি শ্রীদাম যে প্রণয় অধিক॥
এঁহারা কৃষ্ণেরে খেলা-যুদ্ধে সুখ দেন।
অতএব পীঠমর্দ্দ হয় যে আখ্যান॥
সর্ব্বসখামধ্যে ভদ্রসেন সেনাপতি।
সর্ব্বাধ্যক্ষ খেলারঙ্গে সবে করে স্তুতি॥
স্তোককৃষ্ণ যথানাম রূপের নিধান।
গুণগণ-স্বভাবাদি কৃষ্ণের সমান॥
বিজয় নামেতে যেঁহ তাঁর বিবরণ।
শুনিতে শ্রবণসুখ অপূর্ব্বকথন॥
শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা নামেতে।
কিবা আর্ত্তি কিবা স্নেহ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণেতে॥
রক্ষক কৃষ্ণের যে যদ্যপি লক্ষ হয়।
তথাপিহ মনের প্রতীত না জন্মায়॥
বলবান-পুত্রকামে তপস্যা করয়ে।
বনে কৃষ্ণে রক্ষা করিবার যে আশয়ে॥
তাহাতে জন্মিলা পুত্র বিজয় নামেতে।
কৃষ্ণরক্ষাহেতু নিয়োজিলা নিজসুতে॥
দেহ গেহ পুত্র ধন যতেক উদ্যম।
কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্যমাত্র নাহি কিছু কাম॥

তত্র প্রিয়-নর্ম্মসখা।

সুবল অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব সনন্দন।
বসন্ত উজ্জ্বল কোকিল-আদি যত জন॥
বিদগ্ধ চতুর সুরসজ্ঞ প্রেমবান।
তার মধ্যে বিশেষ-সুহৃৎ সনন্দন॥
উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তিমান রসোজ্জ্বল।
বিলাসিশেখর কৃষ্ণ যে রসে বিহ্বল॥
অন্য যে অনঙ্গ সে অরূপ প্রাকৃতিক।
ব্রজে কাম উজ্জ্বল নির্গুণ রূপধৃক্॥
নর্ম্মসখা বিদূষক হয় হাস্যকারী।
পুষ্পাঙ্গ ভারতীবন্ধ কড়ার-আদি করি॥
গন্ধবেধ শ্রীমধুমঙ্গল বুদ্ধিমান।
রহস্থানে থাকেন যে তাহে বিট আখ্যান॥
কৃষ্ণ যবে থাকেন প্রেয়সীগণসনে।
তথায় যাইতে পারে নর্ম্মসখাগণে॥
বিশেষ রহস্যকারী বিদূষকদল।
তার মধ্যে বিশেষত শ্রীমধুমঙ্গল॥
প্রেয়সীসম্বন্ধে নানারসের কথনে।
কৃষ্ণে সুখ দেন বহুরঙ্গের বচনে॥

অথ চেট।

বিবিধ সেবক হয়ে সেবাপরায়ণ।
সখা কিন্তু দাস-অভিমানী কথোজন॥
ভঙ্গুর ভৃঙ্গার-আদি সাত্ত্বিক গ্রহিলা।
দাস্য-অভিমানে সেবে সখ্যখেলালীলা॥
শুদ্ধ দাস্যভাবে হয়ে রক্তক পত্রক।
পত্রী মধুকণ্ঠ আর তালিক পালিক॥
মধুব্রত মানা মানু আর মালাধর।
গুণের সাগর রূপে দৃষ্ট মনোহর॥
শৃঙ্গ বেণু যষ্টি পাশ এঁহারা রাখেন।
যথা কৃষ্ণ যান তথা সহিত থাকেন॥
কুঞ্জক্রীড়া আদি যবে নিশিতে গমন।
অনুযোগ করে রহে উৎকণ্ঠিত-মন॥
আজ্ঞাক্রমে সখাগণে আনিয়া ঘটান।
গৈরিক কুসুম গুঞ্জা সদাই যোগান॥
আর অল্পবয়েস কথোগুলি দাসগণ।
কলারস-আলাপেতে আনন্দ জন্মান॥
সদা পার্শ্বে স্থিতি অতি বিদগ্ধ রঙ্গিল।
পল্লব অঙ্গল ফুল্ল কমল কপিল॥
গৃহে সদা সেবারত আর দাসাবলী।
সুবিলাস বিলাস রসাল রসশালী॥
জম্বুনাদী তাম্বুল রচনে বিলক্ষণে।
পয়োদ বারিদ নীর সংস্কার কারণে॥
প্রেমকন্দ মহাগন্ধ মরন্দ সৈরিন্ধ্র।
মধুকন্দলাদি যে ভৃঙ্গারধর সান্দ্র॥
সুমনা কুসুম কাশ পুষ্পহাস হার।
আদি গন্ধ অঙ্গবাস পুষ্প অলঙ্কার॥
মাল্যাদিরচন আর সৌগন্ধলেপন।
শ্রীঅঙ্গে সুবেশকার্য্যে অতি বিলক্ষণ॥
ব্রজে কৃষ্ণদাসগণ মধুর চরিত।
নব নব বয় কৃষ্ণ সেবার উচিত॥
দেখিতে সুন্দর নানা ভূষণে ভূষিত।
সদা প্রেমানন্দে মগ্ন চাহে কৃষ্ণহিত॥
কৃষ্ণসুখে সুখী মাত্র অনন্য ভাবনা।
নিজসুখে বিরাগ শ্রীকৃষ্ণসুখ বিনা॥

ন্ধমান বিচক্ষণ কর্ম্মের কৌশলে।
নাবৃত্তি বুঝি কার্য্য করে কুতূহলে॥
ত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিত স্নেহে বন্ধুসম।
বিচক্ষণ প্রেমসেবা নাহিক বিরাম॥
গন্মাতা শ্রীযশোদা শ্রীমতী রোহিণী।
রিয়া আনন্দ মনে জুড়ায় পরাণি॥
তুষ্ট সতত পুত্রবৎ স্নেহ করে।
াহারাও ঠাকুরাণীগণে ভক্তি ধরে॥
তাগণ অতি ভালবাসে তাঁ-সবারে।
ধান প্রধান যাঁহারাও যূথবরে॥
াহা সবার নাম কিছু সঙ্কীর্ত্তন করি।
াচরণে ঐকান্তিক মতি যে বিচারি॥
কোন সুকৃতি জন্মে জন্মে থাকে মোর।
াহাদিগের শ্রীচরণে মতি হই ভোর॥
ক পত্রক পত্রী মধুকণ্ঠ মোদা।
ব্রত সুবিলাস রসাল শারদা॥
মকন্দ মরন্দ আনন্দ চন্দ্রহাস।
্নোদ বকুল রসদান সুপ্রকাশ॥
ত্যাদি করিয়া কৃষ্ণদাস বহুতর।
ত শত সেবাপর আনন্দ-অন্তর॥
প্রাকৃত চিদানন্দনময় নিত্যরূপ।
রাধ্য সাধ্য সিদ্ধ-পূজ্যগণ-ভূপ॥
-সবার চরণ অনুগা ভক্তিমতে।
সুকৃতি ভজে ব্রজরাগাত্মিকা-মতে॥
ই ব্রজে কৃষ্ণ পায় ব্রজবাসিমতে।
থা না পায় শতকল্প যে ভজিতে॥
াচ না পায় ভজিলেহ কৃষ্ণ ব্রজে।
ই ত সিদ্ধান্ত হয় সাধুর সমাজে॥
তএব কৃষ্ণদাস ভজ করি ব্রত।
গানুগা ভক্তিমার্গে হও অনুগত॥
সুখে যাঁর মতি হয়ে ত উল্লাস।
র শ্রীচরণরজ মাগে কৃষ্ণদাস॥

অথ নাপিত।

র্প্র সুগন্ধ যক্ষ কুমুদ মরন্দ।
াদি কেশ সমস্কারে দিয়া নানাগন্ধ॥
অঙ্গ-মর্দ্দন আর দর্পণ-অর্পণ।
কিত্যমন করে নাপিতের গণ॥

ভাণ্ডারী।

স্বচ্ছ আর শীতল প্রগুণ-আদি করি।
খাদ্য আর রত্নাদিক ভাণ্ডারে-ভাণ্ডারী॥
পীঠ আদি দানে-ভক্ষ্যস্থানাদি করণে।
কমল বিমল আদি পটু সুরচনে॥

অথ দাসীগণ।

ধনিষ্ঠা চন্দনকলা গুণমালা শোভা।
রতিপ্রভা ইন্দুপ্রভা ভরণী আর রম্ভা॥
ইত্যাদি ইঁহারা পরিচারিকা গৃহের।
ক্ষীর আবর্ত্তনে গৃহমার্জ্জনে সোসর॥
কুরঙ্গী ভৃঙ্গারি আদি সুলম্বা লম্বিকা।
চরকর্ম্মে সুচতুর ধীমান অধিকা॥
নানা বেশে নানা-ছলে সদাই বেড়ায়।
সুন্দরী যুবতীগণ করেন সন্ধান॥
দূতীচর্য্যামতে বামা স্বভাব যে আর।
তুঙ্গ বাগ্দূক মনোরমা নীতিসার॥
কেলি-কলহেতে বিশারদা ইত্যাদিকে।
যাহাতে কৃষ্ণের প্রীত জন্ময়ে অধিকে॥
কুঞ্জসমস্কারে বৃন্দা বৃন্দারিকা মেনা॥
সুবলা ইত্যাদি করি অভিজ্ঞা নিপুণা॥
তার মধ্যে বৃন্দাদেবী সর্ব্ব বরীয়সী।
রাধাকৃষ্ণ মনোনীত সর্ব্বসমঞ্জসী॥
বীরানামে শ্রেষ্ঠা দূতী সুখ্যাতা পূজিতা।
তপস্বিনী বনে বাস ব্রাহ্মণদুহিতা॥

অথ দীপিকা।

মশাল ধারণে সদা তিমির নিশাতে।
দাণ্ডাইয়া রহে গৃহে গতায়াত পথে॥
শোভন দীপন নাম আদি বহুজন।
কৃষ্ণ-আগে চলে যবে সভাতে গমন॥

বন্দী।

বন্দী বিচিত্ররাব আর মধুরাব।
পার্শ্বে স্তুতি করে দুহ প্রেমানন্দভাব॥

নর্ত্তক।

চন্দ্রহাস ইন্দুহাস চন্দ্রমুখ- আদি।
সভাতে করয়ে নৃত্য রাত্রে নিরবধি॥

বাদ্যকার।

মৃদঙ্গ শারঙ্গ সুধানাদ সুধাকর।
আদি বহু গুণবন্ত আদি মিষ্টকর॥
কলাবন্ত আদি গুণসাগর বীনাবাদ্যে।
চিত্ত-মন হরণ করয়ে যার নাদে॥

গায়ক।

রসজ্ঞ তালজ্ঞ সর্ব্বপ্রবন্ধে নিপুণ।
কৃষ্ণমনোহারী তার কি কহিব গুণ॥
কলকণ্ঠ সুকণ্ঠ যে সুধাকণ্ঠ আদি।
গায়ক সুধীর যে উগারে সুধানদী॥
তালধারী ভারত সারদা সরদাদি।
করে তাল ধরে বাদ্য জিনি মন মদি॥

সুচি-কর্ম্মা।

সৌচিক রৌচিক-আদি সিঞ্চে কঞ্চুকাদি।
এঁহারা নিপুণ অতি সূচী-কর্ম্মে সুধী॥

রজক।

রজক সুমুখ আর দুর্লভ-রঞ্জন।
ইত্যাদি পারগ ধৌত করিতে বসন॥

হড্‌ডিক ও স্বর্ণকার।

হড্ডি পুণ্যপুঞ্জ ভাগ্যরাশি দুঁহু নাম।
স্বর্ণকার রঙ্গণ টঙ্কন গুণধাম॥
প্রতিদিন নূতন ভূষণ কৃষ্ণ লাগি।
বনান অপূর্ব্ব যে সহজে অনুরাগী॥

কুমার।

কুমার মঙ্গলী বৃহদ্‌বর্ত্তন নির্ম্মাণ।
করেন পবন আর কর্ম্মঠ অভিধান॥

ছুতার।

ছুতার মঙ্গানদণ্ড খট্টাদি নির্ম্মাণ।
করেন অপূর্ব্ব বর্দ্ধকী বর্দ্ধমান॥

চিত্রকর।

চিত্রকর সুচিত্র বিচিত্র দুঁহু জন।
যাহার তুলনা নাহি এ তিন ভুবন॥

শিল্পকার-বিশেষ।

শিকা মন্থনের রজ্জু পেটারিকা আদি।
বানাইতে কারব কণ্ডোল-আদি সুধী॥

গাবী।

কৃষ্ণের সুপ্রিয় গাবী পিশঙ্গী ধূমলা।
গঙ্গা হংসী মণিক বংশী আর পিঙ্গলা॥
আদি করি বহু হয় উত্তম গোধন।
কৃষ্ণ না দেখিলে নাহি ধরয়ে জীবন॥

কুক্কুর, হংস প্রভৃতি।

কুক্কুর দুই যে ব্যাঘ্র ভ্রমহ আখ্যান।
রাজহংস হয়ে এক কলস্বন নাম॥
শিখী তাণ্ডবী নাম শুক বিচক্ষণ।
বৃন্দাবন মহোদ্যান সুখের নিধান।

বৃন্দাবন-ধাম।*

বৃন্দাবনধামের যে অপার মহিমা।
কহিব পশ্চাৎ কিছু যথা বুদ্ধি সীমা॥
ক্রীড়াগিরিরাজ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনস্থলী।
নীলমণ্ডপিকা ষট্‌কন্দরা মণিবন্দলী॥
তাহার মহিমা ত্রিভুবনে কে বাখানে।
কোটিশতাংশের অংশ বেদে নাহি জানে॥
যাহার স্মরণ নাম দর্শনের আশ।
কৃতমাত্র হয় প্রেম ভব যায় নাশ॥
মানসগঙ্গার ঘাট নাম যে পারঙ্গ।
সুবিলাসা তরা নাম তরণী সুরঙ্গ॥
নন্দীশ্বর নাম শৈল সুবর্ণ আলয়।
ইন্দিরাবিলাসে সদা সর্ব্বসুখময়॥
নন্দরাজগৃহ মাতা যশোদা গৃহিণী।
পাতিয়াছে সংসার লইয়া গুণমণি॥
চবুতারা মণ্ডপ পাণ্ডুবর্ণ শৈলাসন।
বর উজ্জ্বল নাম আমোদবর্দ্ধন॥
সরোবর পাবন ক্রীড়াকুঞ্জপুঞ্জতট।
ভাণ্ডীর ন্যগ্রোধরাজ নাম বৃহদ্বট॥

* স্থানাদির নামে বহু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। বাহুল্যভয়ে তাহা দেওয়া হইল না।

ালিদহে কদম্ব কদম্বরাট নাম।
নর কুট্টিমা তীর্থ কুঞ্জ কুঞ্জধাম॥
ঙ্গরঙ্গভূ নাম পুলিন মহৎ ত।
তুল যমুনাপুলিন নাম মহাতীর্থ॥
লাতীর্থ নাম যমুনার ঘাট তথা।
্যমপ্রেষ্ঠ সখী সঙ্গে সদা ক্রীড়া যথা॥
খাদি ব্যজন মধুমারুত আখ্যান।
রদিন্দু নামে যে মুকুর বিলক্ষণ॥
লাপদ্ম প্রফুল্লিত হস্তপদ্মে সদা।
চিত্রকোরক নাম গেণ্ডুক সুখদা॥
ই দিকে স্বর্ণবদ্ধ ধনুক চিত্রিত।
লাস-কার্ম্মুক নাম রত্নমুষ্টিযুত॥
দ্রঘোষ নাম যে বিশালমুখ-বংশী।
বনমোহিনী রাধা-হৃন্মীন-বঁড়শী॥
ঁহ দ্বিতীয় নাম মহানন্দা রবতি।
ন্ধ্ররন্ধ্র বেণু নাম মদনঝঙ্কৃতি॥
লী সরলা নাম যাহার ধ্বনিতে।
ক মূক হইয়া থাকয়ে স্তব্ধরীতে॥
ীরী-গুর্জ্জরী দুই রাগে অতি প্রীত।
ধনাম জপ রাধারূপ মনোনীত॥
ণ্ড মণ্ডন নাম বীণা তরঙ্গিণী।
শ দুহ দোহনী যে অমৃতদোহনী॥
জে রক্ষাবন্ধ মাতা যশোদার অর্পিত।
বরত্ন নাম নানারত্নেতে খচিত॥
ঙ্গদা রঙ্গদা নাম কঙ্কণ চঙ্কণ।
দ্রা রত্নমুখী পীতবসন নিগম॥
ঙ্কিণী-ঝঙ্কার নাম হার তারামণি।
ীর হংসগঞ্জন হেরি ভুলয়ে কামিনী॥
নিমালা তড়িতপ্রভা নিষ্ক যে মোদন।
ধারূপ রুদ্ধ তাহে হৃদয়ে ধারণ॥
গপত্নীদত্ত যে কৌস্তুভমণি নাম।
তাসিন্ধু মহারত্ন যেঁহ জীবধাম॥
কর কুণ্ডল নাম রতিরাগ-রতি।
ধিদেব যাহা হেরি মাতয়ে যুবতী॥
রূপারা নাম হয় কিরীট সুন্দর।
মরডামরি নাম চূড়া মনোহর॥
খণ্ড-মুকুট নবরত্ন-বিড়ম্বন।
তাহার নাগবল্লী নাম সুমোহন॥

তিলক মোহন নাম বনমালা নামে।
পত্রপুষ্পময়ী সদা বক্ষঃস্থলে রমে॥
পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা বৈজয়ন্তী নাম।
বক্ষস্থলে শোভে সদা রাধা-মনোধাম॥
জন্মতিথি ভাদ্রকৃষ্ণা-অষ্টমী রজনী।
নিশাকর উদিত স-প্রেয়সী-রোহিণী॥

অথ শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধীয় বিশেষ।

বস্ত্রমণ্ডন আর রতনমণ্ডন।
মাতা-পিতা-আদি যত শ্রীরাধার গণ॥
কীর্ত্তন করিব কিছু সংক্ষেপে যে হয়।
বাহুল্য করিতে মতি পুস্তক বাঢ়য়॥
চন্দ্রাবলীর সখী হয় অসংখ্য গণন।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রেষ্ঠ প্রাণের সমান॥
পদ্মা শ্যামা শৈব্যা ভদ্রা পালি চন্দ্রশালী।
বিচিত্রা মঙ্গলা লীলা বিমলা গোপালী॥
তরলাক্ষী মনোরমা কন্দর্পমঞ্জরী।
কুমুদা কৈরবী তারা শরদাক্ষী শারী॥
শারদা মঞ্জুভাষিণী শঙ্করী কুঙ্কুমা।
কৃষ্ণা শিবা তারাবলি ইত্যাদিক রামা॥
আর কত শত তার না হয় গণনা।
সর্ব্বগুণময়ী যূথে যূথে বরাঙ্গনা॥
মুখ্যা লক্ষ সংখ্যা যূথ কৃষ্ণের প্রেয়সী।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা রূপসী॥
পালি-আদি করি যত যত মুখ্যা হন।
সর্ব্বমধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী যে প্রধান॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠতমোত্তমা।
যার রূপগুণচর্য্যা নাহিক উপমা॥
কৃষ্ণের প্রেয়সীমধ্যে হেন নাহি আর।
দুই তনু এক প্রাণ প্রেমেতে সোসর॥
প্রাণের অধিক কৃষ্ণ যাঁহারে মানয়।
কি আশ্চর্য্য কি মহিমা বেদে না জানয়॥
অসমান অন-উর্দ্ধ মাধুর্য্য বৈদগ্ধ।
সহচরী অগণন যোগ্যমতি স্নিগ্ধ॥
ভানুসখা বৃষভানু রাজার নন্দিনী।
রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা কীর্ত্তিদা জননী॥
শ্রীমদ্বৃষভানু মহারাজ শিরোমণি।
শ্রীমতী কীর্ত্তিদা সুচরিতা মহারাণী॥

ইহাঁদিগের গুণকর্ম্ম কহিতে না জানি।
যাঁর সুতা শ্রীরাধিকা রমণীশিরোমণি ॥
রাধা কৃষ্ণ দুই দেহ একই স্বরূপ।
রূপে গুণে সম বিদগ্ধাতেই * অনুপ ॥
হেন রাধার পিতা মাতা তাহার কি কথা।
কৃষ্ণের জনক নন্দ মা যশোদা যথা ॥
তাঁহার মহিমা কহিবারে কার সাধ্য।
সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনের আরাধ্য ॥
শ্রীরাধার গণ পূজ্যপূজক-সম্বন্ধে।
কৃপা কর রাখ মোরে চরণারবিন্দে ॥
সূর্য্য-উপাসনা-ছল কৃষ্ণসঙ্গ লাগি।
কৃষ্ণনাম মন্ত্রজপ স্বাভীষ্টসংসর্গী ॥
পৌর্ণমাসী সোহাগে যে সৌভাগ্য সুবহো।
পিতামহ মহীভানু বিন্দু মাতামহো ॥
পিতামহী সুখদা মুখরা মাতৃমাতা।
রত্নভানু সুভানু যে ভানুরাজভ্রাতা ॥
শ্রীমতী খুড়া দুই স্নেহে অনুপমা।
ভদ্রকীর্ত্তি মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র মামা ॥
ভানুমুদ্রা নাম পিসী মাসী কীর্ত্তিমতি।
কুশ নাম পিশাকাশ নাম মাসীপতি ॥
মাতুলা মেনকা মৌনা ধাত্রী আদি করি।
শ্রীদাম-পূর্ব্বজ-ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী ॥
পরমশ্রেষ্ঠসখী যে ললিতা আদি করি।
পূর্ব্বে যে কথিত রূপ-গুণের মাধুরী ॥
সর্ব্বগুণালঙ্কৃত যে সর্ব্বগুণাগ্রিমা।
প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী-আদি জিনি রমা ॥
কামদা নাম ধাত্রেয়ী বৃদ্ধা পক্ক চুল।
প্রেমে মগ্ন কন্যার চেষ্টায় অনুকূল ॥
লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীরূপমঞ্জরী।
শ্রীগুণমঞ্জরী রতিমঞ্জরী সুন্দরী ॥
শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাসমঞ্জরী।
এই ছয় গোসাঞিরূপ ধরে অবতরি ॥
ভানুমতি অন্য নাম শ্রীরতিমঞ্জরী।
শ্রীরাগমঞ্জরী-আদি অনেক সুন্দরী ॥
দাসীভাবসেবাপরা পরমকৌতুকী।
সমতা হইতে নাহি চাহে দাস্যে সুখী ॥

নান্দীমুখী সিন্ধুমতি অন্তরঙ্গা দূতী।
মানরক্ষা-পূর্ব্বক সন্ধিতে বুদ্ধিমতী ॥
শ্যামলা মঙ্গলা আদি হন সুহৃৎপক্ষ।
চন্দ্রাবলী মুখ্যা তেঁহ হন প্রতিপক্ষ ॥
কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী প্রভৃতি।
বিশাখা নির্ম্মিত গীতে হরে হরিমতি ॥
প্রেমমতী নর্ম্মদা আর কুসুমপেশলা।
বীণাবাদ্য-আদি গানে বিশেষ কুশলা ॥
নাপিতের কন্যা দুই সুগন্ধা নলিনী।
আলতা পরায় ধরি চরণ দুখানি ॥
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকথার কৌতুকে।
নানা ছন্দবন্ধে শ্লোক কহিয়া দেয় মুখে ॥
মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী দুই রজক কিশোরী।
পালিন্দী চিত্রিণী নানাশিল্পচিত্রকারী ॥
মাল্লিকী তৌলিকা দুই দৈবজ্ঞিনী হয়।
বয়োধিকা কাত্যায়নী-আদি দূতীচয় ॥
ভাগ্যবতী মঞ্জুপুণ্যা হড্ডীর দুহিতা।
ভৃঙ্গীমতী মতল্লি দুই পুলিন্দ বনিতা ॥
কেহ কৃষ্ণপক্ষ কেহ শ্রীমতীর গণ।
প্রিয়তম হন সখ্য ভাবেতে গণন ॥
গৌরি নন্দিনী গার্গী-আদি ভৃঙ্গারিকা।
পুণ্ড্রো হন অনুকূল চেষ্টাতে অধিকা ॥
সুবল উজ্জ্বল মধুমঙ্গল গন্ধর্ব্ব।
শ্রীমতীর প্রিয় নর্ম্মসখাগণ সর্ব্ব।
মাধুর্য্যের ধুর্য্য শ্রীল গোপেন্দ্রনন্দন।
প্রিয় কোটি পরাণের না হয় সমান ॥
কোটি মাতৃতুল্য স্নেহ কৃষ্ণময়ী মতি।
যতেক উদ্যম সর্ব্ব কৃষ্ণের আরতি ॥
পয়োদ রক্তক আদি কৃষ্ণদাসগণে।
যাতায়াতে সদা কৃষ্ণপ্রেরিত কথনে ॥
পিশঙ্গী মঞ্জুলা শৃঙ্গী বহুলা-আদয়।
গাবী আর বৎসতরী তুঙ্গী-আদি চয় ॥
বৃদ্ধ কক্কটী আর রঙ্গিণী হরিণী।
চারুচন্দ্রিকা নাম সুষ্ঠ চকোরিণী ॥
ময়ূরী সুন্দরী নাম সারিকা সুক্ষ্মধী।
ললিতা প্রাণের সখী গুণের অবধি ॥
নিজ রাধাকুণ্ড কুণ্ডচরী মরালিকা।
তুণ্ডিকেরী নাম অতিসুন্দরী পুটিকা ॥

*পাঠান্তরে—"বিদূষকেতে অনুপ।"

শুড়ী জটিলা নাম কুটিলা ননদ।
ভিমন্যু নাম পতি দেবর দুর্ম্মদ॥
রমন্ত্রাখ্যান নাম তিলক নাসায়।
রিমনোহর নাম হার যে হৃদয়॥
সায় নলকমুক্তা আন্দোলায়মান।
ঞমনবিলাসের দোলিকা-নিধান॥
ভাকরী নাম তার বিম্বাধরে সখ্য।
ক মদন নাম শোভিত সুবক্ষ॥
ঞ প্রতিবিম্ব তাহে অতি গুহ্যত্তম।
মস্তক-পরিযায় তার অঙ্গ নাম॥
কিণী নূপুর বাজু আভরণ যত।
লৌকিক অপ্রাকৃত কহা যায় কত॥
াম্বর নাম বস্ত্র সুধাংশু দর্পণ।
জমুখ দৃষ্টিছলে কৃষ্ণদরশন॥
জর-শলাকা নাম মর্ম্মদা সোণার।
নচিরণী নাম স্বস্তিদা তাহার॥
দর্পকুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা।
মুখী তড়িৎবন্ধ কুণ্ডল নামিকা॥
ম অনর্দ্ধ যার অপার মহিমা।
-বিধি-অগোচর না হয় বর্ণিমা॥
ক কহিল সর্ব্ব ত্রিগুণ-অতীত।
চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত॥
ড় যে কহিল ব্রজে তাহার চরণ।
শ্রয় করিয়া সেবে সেই ধন্য জন॥
বড় কর্ম্মী জ্ঞানী তপী দানশীল।
ড়ের সমান থাকু নহে এক তিল॥
সেব্য গুল্মলতা-আদি পশু পক্ষী।
বতে ব্রহ্মা উদ্ধব তাহে সাক্ষী॥
ত করিয়া যেই মানয়ে অধম।
র দর্শনে পাপ দণ্ড করে যম॥
এব তত্ত্ব শ্রীব্রজের পরিকর।
র করিয়া দেখ সকলের সার॥
জীর শূত্রের অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তারি
াস কহে ব্রজপুরের মাধুরী॥

তি শ্রীভক্তমালে শ্রীমদ্‌ব্রজপরিকরগণ-নাম-
গুণাদি-বর্ণনং নবম-মালা॥

দশম-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

হরিভৃত্য বসত যে যে যঁহা তিনসোঁ
নিতপ্রতি কাজ।
সপ্তদ্বীপমে দাস যে তে মেরে শিরতাজ॥
জম্বু ঔর পলছি শালমলী বহুত রাজঋষি।
কুশ পবিত্র পুনি ক্রৌঞ্চ কৌন মহিমা
জানে লিখি॥
শাক বিপুল বিসতার প্রসিদ্ধ নামি অতি পুহকর।
পরবত লোকালোক ঔক টাপু কঞ্চন ধর॥

অস্যার্থঃ—

সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে যত ভক্তগণ।
সবার চরণ করি মস্তকে ধারণ॥
বহুভাগ্যে যদি পাই চরণের রজ।
মস্তকে ভূষণ করি করি শিরতাজ॥
জম্বু প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক।
পুষ্কর সপ্তম দ্বীপ সীমা লোকালোক॥
মধ্য জম্বুদ্বীপ ভাগ হয় নয় বর্ষ।
তাহাতে ভারতবর্ষ পুণ্যের আদর্শ॥
এ সকল স্থলীমধ্যে যে যে হরিভক্ত।
অধিষ্ঠাতা ভগবানের যে যে অনুরক্ত॥
তা-সবার চরণ আর সেই সেই স্থান।
সুখাবহ সদাকাল পবিত্র বিধান॥

অথ বৈকুণ্ঠ-আবরণ অষ্ট উরগ।

অষ্ট উরগকুল বৈকুণ্ঠাবরণ।
হরিপারিষদ হরিবৎ সুগণন।
দ্বারপাল যথা জয়-বিজয়াদিগণ।
চিদানন্দরূপমূর্ত্তি প্রভুগতপ্রাণ॥

ইন্দ্রাপত্র-মুখ অনন্ত অনন্তকীরতি।
পদ্মশঙ্কু অম্বু-কমল হরিধ্যানব্রতী॥
বাসুকি অজিত করকোটক তক্ষক।
সবে প্রভুসেবাপর বাসুকি পর্য্যঙ্ক॥
আগমাদিমতে অষ্ট হরি অংশ উপাস্ত।
অগ্রয় জানেন তত্ত্ব বিশ্ব যার বশ্য॥

অথ সম্প্রদা-প্রণালী।

প্রথমাবতার চতুর্ব্বিংশতির মধ্যে।
হরির আবেশ রামানুজ আদি পদ্মে॥
বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য তথা নিম্বাদিত্য।
চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য বিদিত॥
কলিভব দুদুস্তরে জীব নিস্তারিতে।
ভগবান অংশে আবির্ভাব পৃথিবীতে॥
গুণের সাগর মহামহান্ত দয়াল।
পাণ্ডিত্যে অপার সুসিদ্ধান্ত-মহীপাল॥
শ্রুতি-মহাসিন্ধু মথি ভক্ত্যমৃত সার।
উদ্ধার করিলা দণ্ডে সুবুদ্ধি-মন্দার॥
পরমত-বিরুদ্ধাংশ ছেদন করিয়া।
স্বমত যথার্থ স্থাপে বিচার করিয়া॥
চারি সম্প্রদায় চারি মহান্ত স্বতন্ত্র।
শিষ্য-অনুশিষ্য-ক্রমে দাতা বিষ্ণুমন্ত্র॥
শ্রী রুদ্র মাধ্বী আর সনক চতুর্থ।
এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মহত্ত্ব॥
বিনে সম্প্রদায়ী গুরু উপাসনা ব্যর্থ।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু মা যায় অনর্থ॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়তন্ত্রে—
কলৌ খলু ভবিষ্যে চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥ ১॥
তত্র চ,—
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥২॥

কোন্ সম্প্রদায় কোন্ মহান্ত প্রকাশ।
তাহার বিশেষ শুন করিয়া বিশ্বাস॥

কলিকালে নিশ্চয় চারিটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইবে। ১।

সম্প্রদায়-বিহীন যে মন্ত্র, তাহাকে নিষ্ফল বলিয়া জানিবে। ২।

মাধ্বী-সম্প্রদায়-প্রণালী।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

রমা-পদ্ধতি রামানুজ বিষ্ণুস্বামী ত্রিপুরারি।
নিম্বাদিত্য সনকাদিক মধু কর গুরু মুখ-চারি॥

অস্যার্থঃ—
শ্রী-সম্প্রদায় গুরু শ্রীল-রামানুজ-স্বামী।
চতুর্মুখ-সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য-স্বামী॥
বিষ্ণুস্বামী মহান্ত শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায়।
নিম্বাদিত্য চতুঃসন-সনক-সম্প্রদায়॥

প্রমাণং প্রমেয়রত্নাবল্যাং—
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্মুখঃ
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥৩

শ্রীগুরুপরম্পরা।

তত্র স্বগুরুপরম্পরা, যথা—
শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকাম্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ।
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূ

শ্রী (লক্ষ্মী) রামানুজকে, চতুর্মুখ (ব্রহ্ম মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র (মহাদেব) শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং চতুঃসন নিম্বাদিত্যকে, আপনাপন সম্প্র দায়ের প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকার করেন। ৩।

শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, বেদব্যা মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষো জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানি রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্ম, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, ব্যাসতী আর লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র এবং তাঁহার শি জগদ্গুরু ঈশ্বরপুরী অদ্বৈত ও নিত্যা (পর্য্যায়ক্রমে গুরু ও তচ্ছিষ্যগণকে—শ্রীকৃ শিষ্য ব্রহ্মা ইত্যাদি-রূপে) সকলকে আ সম্যক্প্রকারে স্তুতি করি। আর, শ্রীমৎ ঈশ্ব পুরীর শিষ্য সেই শ্রীচৈতন্যদেব—যিনি

দে বমাধবশিষ্যং শ্রীচৈতন্যং ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥ ৪ ॥

অন্বার্থঃ—

মাধবী-সম্প্রদায় গুরুপরম্পরামতে।
প্রণালী পবিত্র গাথা প্রমাণসম্মতে ॥
গাই নিজ-মতি-কল্ক-প্রক্ষালন লাগি।
শুদ্ধভক্তিভাবে মিলে অন্য যোগে ত্যাগি ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য শিষ্য ব্রহ্মা দেবঋষি তস্য।
তাঁর শিষ্য বেদব্যাস কবির উপাস্য ॥
তাঁর শিষ্য মধ্ব তস্য পদ্মনাভ অস্য।
নরহরি মহান্ শ্রীমাধব যাঁর শিষ্য ॥
তস্য শিষ্য শ্রীঅক্ষোভ জয়তীর্থ তস্য ॥
জ্ঞানসিন্ধু সাধু দয়াসিন্ধু তস্য শিষ্য ॥
বিদ্যানিধি তস্য তস্য রাজেন্দ্র মহান্।
তস্য জয়ধর্ম্ম সেহ পুরুষোত্তম জান ॥
তস্য শিষ্য ব্রহ্মণ্য তস্য ব্যাসতীর্থ নাম।
ততো লক্ষ্মীপতি সাধুত্তম অভিরাম ॥
তত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র গুণের সাগর।
াার-শিষ্য অঙ্গাকৃত্য অদ্বৈত ঈশ্বর ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ জগদ্‌গুরু ভক্তস্বরূপ।
ীবনিস্তারের হেতু প্রকটস্বরূপ ॥
াধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
যঁহ কৃষ্ণ বলি সদা কান্দয়ে ফুকারি ॥
চ্ছিষ্য শ্রীদেবদেব চৈতন্য-গোসাঞি।
মা-সবার উপায় যাঁহা বিনে আর নাই ॥
প্রেমতরি দিয়া যেই তারিলা জগৎ।
বচার না কৈলা ভাল মন্দ সদসত ॥
র্লভ রতন বিলাইলা যারে তারে।
হেন দয়াময় আর কে আছে সংসারে ॥
-হেন দয়ার নিধি তারে না ভজিয়া।
াহারে ভজিবে ভাই কি ধন লাগিয়া ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া ভাই করহ ফুৎকার।
তঁহ বিনে ত্রিজগতে গতি নাহি আর ॥
দগাই-মাধাই-ত্রাণ জগতে শুনিয়া।
ষ্ণদাস রহে সেই পথ নিরখিয়া ॥

প্রেমদানে জগৎকে ত্রাণ করিয়াছেন—তাঁহাকে
জনা করি। ৪।

অথ শ্রী-সম্প্রদায় প্রণালী।

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

সম্প্রদায়শিরোমণি সিন্ধুজা রচ্যো ভক্তিবিতান ॥
বিষ্বকৃসেন মুনিবর্য্য সপুন ষটকোপ পুনীতা।
বোপদেব ভাগবত লুপ্ত উধরো্যা নব নীতা ॥
মঙ্গল মুনি শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ পরমযশ।
রামমিশ্র রসরাশি প্রগট পরতাপ পরাঙ্কুশ ॥
যামুন মুনি রামানুজ তিমিরহরণ উদৈ ভান।
সম্প্রদায় শিরোমণি সিন্ধুজা রচ্যো ভক্তিবিতান ॥

অন্বার্থঃ—

সিন্ধুকন্যা রমাঠাকুরাণী মূলাচার্য্য।
তাঁর কৃপাপাত্র বিষ্বকৃসেন মুনিবর্য্য ॥
তত শ্রীমান্ ষটকোপ তত বোপদেব।
লুপ্ত ভাগবত উদ্ধারি ঘুচাইলা ক্ষোভ ॥
তত শ্রীল শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ তত।
রামমিশ্র তত শ্রীযামুন মুনিব্রত ॥
তাঁর শিষ্য রামানুজ-ভানু প্রকাশিয়া
তিমির নাশিলা কৃপাদৃষ্টি-কর দিয়া ॥
প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত-উদ্ধার-কারণ।
বোপদেব গোসাঞির কহি বিবরণ ॥
শ্রীল শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার।
ভগবৎ-আজ্ঞায় ব্রাহ্মণরূপধর ॥
কলিকালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন।
করি ব্যাখ্যা করে মায়াবাদার্থ-স্থাপন ॥
কৃষ্ণভক্তি গোপন করিয়া দেবী দেবা।
উপাসনা প্রকাশিলা ত্রিবর্গের সেবা ॥
সুরনামে কাশীরাজ স্বভাবে অসুর।
তারে লওয়াইলা তম-ধর্ম্ম বামাচার ॥
জীবহিংসা করে বহু তমের স্বভাবে।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নিন্দে মূঢ় ভবে ॥
দেশদেশান্তরে গ্রন্থ যথা যথা ছিল।
বলে আনি আনি সব গঙ্গায় ভাসিল ॥
ভাগবতহীন দেশ দেখি সাধুগণ।
কাতরে শ্রীভগবানে করয়ে স্তবন ॥
প্রিয়পাত্র শ্রীল বোপদেব গোসাঞিরে।
হইল আকাশবাণী উপায় সুন্দরে ॥
যত ভাগবত গ্রন্থ গঙ্গায় ডারিল।
যতন করিয়া তাহা জাহ্নবী রাখিল ॥

কিছু হানি নাহি হয় উঠাও ডুবিয়া।
যথা শুষ্ক পূর্ব্ববৎ উঠিবে আসিয়া ॥
এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে।
উঠাইলা গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে ॥
বহু সম্মানিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলা।
মুক্তাফল নামে গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা ॥
অতএব ভাগবত-উদ্ধার-কারণ।
বোপদেব স্বামীর কহিল বিবরণ ॥
শ্রীশঙ্কর ইহা শুনি অপরাধ মানি।
টীকা কৈলা ব্রহ্মসূত্রবৎ অর্থ জানি ॥
আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর অভীষ্ট।
যামুন আচার্য্য যেঁহ মুনিব্রত শিষ্ট ॥
তাঁহার মহিমা-গুণ জগতে প্রসিদ্ধ।
তাঁর মত সর্ব্বাচার্য্যমতে হয় সিদ্ধ ॥
যামুনাচার্য্যস্তোত্র যাঁহার বর্ণন।
শ্রুতিসার অর্থ যাহা পরম প্রমাণ ॥
সংক্ষেপে 'শ্রী'-সম্প্রদায় প্রণালী কহিল।
পরে রামানুজ হৈতে বহু স্রোত হৈল ॥
শ্রীল-রামানুজ স্বামী ভুবনপাবন।
এবে কিছু গুণ তাঁর করিব বর্ণন ॥

(দোঁহা—মূল হিন্দী।)

সহস্র-আস্য উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ
যতন কিয়ো ॥
গোপুর হৈব আরূঢ় উঁচস্বর মন্ত্র উচ্চারো।
সুতে নর পরে আণি বহস্তরি শ্রবণনি ধারো।
তিন নেই গুরুদেব পদ্ধতি ভই ন্যারী ন্যারী।
কুরু তারক শিষ্য প্রথম ভক্তিবপু মঙ্গলকারী ॥
কৃপণপাল করুণাসমুদ্র রামানুজসম নাহিবিয়ো।
সহস্র-আস্য উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ
যতন কিয়ো ॥

অস্যার্থঃ—

শ্রীমান্ রামানুজস্বামী শেষ-অবতার।
কৃপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার ॥
গুরুস্থানে মন্ত্রদীক্ষা-শিক্ষা-মাত্রে সিদ্ধ।
শ্যামলসুন্দর রূপ দেখে বস্তু সাধ্য ॥
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাবিষ্ট হৈয়া।
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্তু না চিনিয়া ॥

ভ্রমধ্যে সংসারে লোক পাপপুণ্যবশে।
বাসনা অবিদ্যা দুঃখসাগরেতে ভাসে ॥
আজি সর্ব্বলোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া।
সম্মুখ দুয়ারে গিয়া দু'হস্ত তুলিয়া ॥
নিজ সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উচ্চৈঃস্বর করি।
ফুকারিয়া কহে তিনবার সর্ব্বোপরি ॥
গ্রামে বহুলোক মধ্যে বাহাত্তর জন।
শিখিলা সে মন্ত্র যেই যেই ভাগ্যবান ॥
কণ্ঠস্থ করিয়া অতি গোপনে রাখিলা।
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা ॥
তাহার তাহার শিষ্য-পরম্পরা হৈতে।
ভক্তিনিধি দুর্লভ ব্যাপিলা পৃথিবীতে ॥
নিস্তার হইল লোক তাহার প্রভাবে।
অদ্যাপিহ মহাশয়ের যশ গায় সভে ॥
নীলাচল গেলা জগন্নাথ দরশনে।
সহস্রেক শিষ্য সঙ্গে কুতুহল মনে ॥
দরশন করি মন * আনন্দ পাইল।
সেবক বসুয়্যাগণের আচার না দেখিল ॥
অনাচার করি জগন্নাথেরে সেবয়।
ক্রোধিত হইয়া সব সেবক ছাড়ায় ॥
নিজশিষ্য সহ সাধু শুদ্ধাচার করি।
সেবন করয়ে তবে প্রেমানন্দে ভরি ॥
স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রভুর তাহে নাহি সুখ।
পূর্ব্বের সেবক সেবায়ে পরম উৎসুক ॥
স্বামী প্রতি কহে প্রভু বিরমহ তুমি।
পূর্ব্ববত সেবকসেবায় সুখী আমি ॥
তথাচ না বিরমহে সেবানন্দে মগন।
প্রভুসনে হঠ করি করয়ে সেবন ॥
জগন্নাথ প্রিয়ভক্তে কোপ নাহি করে।
গরুড়েরে আজ্ঞা দিলা রাখ লয়্যা দূরে ॥
রাত্রিযোগে গরুড় সহস্রশিষ্য-সহে।
রাখে লৈয়া দূরদেশে পূর্ব্বের যথা রহে ॥
নিশি-অবসানে নিদ্রাভঙ্গে উঠি চাহে।
কোথা আইনু এ যে দেখি পুরুষোত্তম্যনহে ॥
চকিত হইয়া সভে ভাবে মনে মনে।
বুঝিলাম ইহা জগন্নাথের গঠন ॥

* পাঠান্তরে—'মন' স্থলে "বহু।"

ভাল ভাল তাঁহার যাহাতে হয় সুখ।
সেই মোর সুখ তাহে নাহি কিছু দুখ॥
শ্রীসম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী।
শ্রুতির সম্ভাষ্য যেঁহ প্রকাশে আপনি॥
তাঁর শ্রীচরণপদ্মে শরণ লইল।
মো-সবা জীবের যেঁহ উপায় সৃজিল॥
শ্রুতির কুব্যাখ্যা-মেঘে আচ্ছাদন ছিল।
রামানুজস্বামি-বাতে মেঘ উড়াইল॥
তবে শুদ্ধভক্তি-রবি উদয় করিয়া।
জগতের অন্ধকার দিলা খেদাড়িয়া॥
সকল প্রসঙ্গ-মূল লেখা নাহি যায়।
যেঁহেতুক অতিশয় পুস্তক বাড়য়।
যথাশক্তি বুদ্ধিসাধ্য ক্রমেতে বর্ণিব।
মুর্খ বলি কৃষ্ণদাসে ঘৃণা না করিব॥ ॥

অথ শ্রীরামানুজস্বামীর শিষ্য-প্রশিষ্যের প্রণালী।

শ্রীল-রামানুজ-স্বামী বড় কৃপা কৈলা।
শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে জগৎ তারিলা॥
তাহার পদ্ধতি শুন পরমমহত্ত্ব।
শ্রবণমঙ্গল হয় পরমপবিত্র॥
প্রধান সেবক শ্রীল দেবাচার্য্য নাম।
তাঁর শিষ্য শ্রীরাঘবানন্দ গুণধাম॥
তাঁর শিষ্য হন শ্রীমান্ গুরু রামানন্দ।
ভুবনপাবন যেহ ভক্ত পরানন্দ॥
অসংখ্য তাঁহার শিষ্য নাহিক অবধি।
তার মধ্যে কিছু কহি পবিত্রিতে বিধী *॥
শ্রীঅনন্তানন্দ আর কবীর মহাশয়।
সুখানুর পদ্মাবতী মহিমা বিজয়॥
শ্রীনরহরি শ্রীমান্ পীপা ভাবানন্দ।
রুইদাস আর ধনা-আদি শিষ্যবৃন্দ॥
বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিশ্বমঙ্গলস্বরূপ। †
জীবত্রাণকারণ দ্বিতীয় রামরূপ॥

অনন্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক।
নির্বৃতি পাইলা পাসরিলা দুঃখশোক॥
আর যোগানন্দ গয়েশ করমচন্দ্র।
অল্হ পৈহারী শুভ ভক্তের মহেন্দ্র॥
সারি রামদাস শ্রীরঙ্গ গুণাকর।
তাঁহার চরিত্র কিছু হয় চমৎকার॥
নরহরি শুভরবি উদিত হইয়া।
মুদিত ভকতি-পদ্ম দিলা প্রকাশিয়া॥
ভকতি অপার সিন্ধু দুস্তর দুর্গম।
তাহাতে রচিল ভেলা করিয়া সুগম॥
অনায়াসে পার-তক গমন করিল।
খেলাইয়া বাইচ সুখ আস্বাদন কৈলা॥
প্রত্যেকে যে ইহা সবার গুণের বিস্তার।
কহিতে নারিল মাত্র কৈনু নমস্কার॥
শ্রীল রামানুজ-স্বামী শিষ্যের সহিতে।
কৃষ্ণদাস শরণ লইতে চাহে চিতে॥

চরিত্র শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামীজীর।

নিম্বাদিত্য এক দণ্ডী গৃহে নিমন্ত্রিলা।
দ্রব্য-আয়োজন-পাকে সন্ধ্যা আসি হৈলা॥
যতি শাস্ত্রবচন পড়িয়া কহে তবে।
রাত্রে ভিক্ষা দণ্ডীর নিষেধ বিধি রবে॥
ইহা শুনি চিন্তি নিম্বাদিত্য মহাশয়।
নিজ ভক্তিবলে সাধু সৃজিলা উপায়॥
আঙ্গিনায় আছয়ে বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ।
উদয় করিলা আসি বৃক্ষোপরি অর্ক॥
কৃষ্ণভক্ত-অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজস্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥
তখন প্রহর নিশি প্রতীত হইলা।
যতির আশ্চর্য্যবোধ তখন জন্মিলা॥
কৃষ্ণভক্ত নিম্বাদিত্য প্রভাব দেখিয়া।
চরণে পড়িলা যতি শরণ লইয়া॥
সাধুসঙ্গ মহিমা দেখয়ে অদ্ভুত।
কৃষ্ণভক্ত হৈলা যতি ছাড়ি জ্ঞানমত॥
তাঁহার চরণরজ মস্তকে ধারণা।
করিয়া কৃতার্থ হই পাই এক কণা॥

---

* পাঠান্তরে—"বিধি।"
† পাঠান্তরে—"বিশ্বমঙ্গল-স্বরূপ।"

চতুরাচার্য্যমহিমা বর্ণন।

চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য মহান্ত।
বেদের স্বরূপ বেদনিধি বিজ্ঞ-অন্ত ॥*
বিচারে পাণ্ডিত্যে যে অদ্বিতীয় অপার।
কুসিদ্ধান্তবাদি-পরাভবে খড়্গাধার ॥
চারি ভক্ত চারি হয়ে দিগ্‌গজস্বরূপ।
ভক্তিভূমি দাবি রহে বিক্রমে অনুপ ॥
মতান্তর শক্তি † কাটি খান খান কৈল।
শুদ্ধভক্তিমত ব্রহ্মা-অস্ত্র ভেয়াগিল ॥
কাটিয়া দুষ্ট সিদ্ধান্ত কন্দুক খেলিল।
সচ্চিৎ-আনন্দরূপ রাজ্যহাত কৈল ॥
রাজ্যে সুখভোগ করি প্রজা বসাইল।
প্রজা সুখী হৈলা নৃপজয় মানাইল ॥
প্রেমামৃত-শস্য প্রজা খায় মহানন্দে।
নির্ভয়ে বেড়ায় সদা নির্ব্বিঘ্ন নিঃসন্দে ॥

চরিত্র শ্রীলালাচার্য্যের।

রামানুজস্বামীর জামাতা লালাচার্য্য।
তাঁহার চরিত্র কিছু শুনিতে আশ্চর্য্য ॥
পরম ভকতিবান বৈষ্ণবে পিরীতি।
গুরুতে একান্ত রতি বাক্যেতে প্রতীতি ॥
গুরু শিক্ষা দিলা বাপু বৈষ্ণব সেবিবে।
বন্ধুবান্ধব গুরু-বৈষ্ণবে জানিবে ॥
তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে।
দোষ-গুণ-বিচার তাহার না করিবে ॥
সহোদর ভ্রাতা যেন তাহারে দেখিবে।
তার হিতে রত হবে প্রণয় করিবে ॥
গুরুবাক্যে লালাচার্য্যের সুদৃঢ় বিশ্বাস।
বৈষ্ণবচরণে অসাধার মনোল্লাস ॥
দৈবযোগে একদিন নদীর পাথারে।
এক শব ভাসি যায় বৈষ্ণব আকারে ॥
গলায় তুলসী মালা তিলক নাসাতে।
দেখিয়া শ্রীলালাচার্য্য লাগিলা চিন্তিতে ॥
এই মোর ভাই হাহা কিরূপে মরিল।
ভাসিয়া যাইছে কেহ গতি না করিল ॥
ইহা কহি উঠাইয়া ধরি বক্ষঃস্থলে।
কান্দিতে লাগিলা সাধু হইয়া বিকলে ॥
লোকে বলে লালাচার্য্য কাঁন্দ কি লাগিয়া।
হৃদয়ে ধরিছ কোথাকার শব লৈয়্যা ॥
লালাচার্য্য কহে মোর ভাই মরিয়াছে।
নদীতে ভাসিয়া যাইতে পাইলাম কাছে ॥
লোক সব উপহাস করিয়া চলিলা।
লালাচার্য্য শব লৈয়্যা গৃহেতে আইলা ॥
বিমান সাজায়্যা বহু বৈষ্ণব আনিলা।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি দাহ-আদি কৈলা ॥
মিষ্টান্ন পকান্ন বহু আয়োজন করি।
মহোৎসব করি নিমন্ত্রিলা স্বনগরী ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিজ কুটুম্ব আত্মীয়।
কেহো না আইল কহে জাত্যন্তর ভয় ॥
কোথাকার মড়া কোন্ জাতি তারে আনি।
ভাই বলি দাহ আদি করিল আপনি ॥
তার কার্য্যে নিমন্ত্রণ কর যে সজ্জনে। *
নিন্দয়ে গ্রামের ভদ্রলোকে জনে জনে ॥
বৈষ্ণবের গণ কেহ না আইসে তরাসে।
কি করিবে দশ ভদ্র-সমাজেতে † বৈসে ॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়-মুদ্রা অন্যে কি জানিবে।
প্রাকৃতের ন্যায় করি লোক মানে সবে ॥
অপরাধ কৈল বৈষ্ণবেরে উপেক্ষিল।
নিজ ঘরে তুলি । অন্ন ভেজাইল ॥
কেহ যদি না আইল লালাচার্য্য-গৃহে।
তাহার রহস্য শুন অপরূপ যাহে ॥
বিবরণ গুরুস্থানে যাইয়া কহিল।
তেঁহ কহে দারিদ্র যে রত্ন হারাইল ॥
বুঝিতে নারিল লোক ইহার মহিমা।
চিন্তা নাই কৃষ্ণচন্দ্র করিবেন সীমা ॥
লালাচার্য্য ঘরে আসি দেখয়ে অদ্ভুত।
বৈষ্ণব আসিছে তেজঃপুঞ্জ যূথে যূথ ॥
আকাশে বিমান শত শত আইসে যায়।
বৈকুণ্ঠের পারিষদগণ আসি খায় ॥

---

* পাঠান্তরে—"বেদের স্বরূপ বেদবিধি বিজ্ঞ-বন্ত।"
† পাঠান্তরে—"মহান্তের শক্তি।"

পাঠান্তরে—"করয়ে স্বজন।"
† পাঠান্তরে—"ভদ্রলোক সমাজেতে।"

কেবা দেয় কেবা আনে কেবা পরিবেষে।
কত আইসে যায় খায় নাহি হয় দিশে ॥
মহামহোৎসব করি সবে ঘরে গেলা।
ভদ্র অভিমানী লোক অদ্ভুত দেখিলা ॥
আকাশে দেখয়ে স্বর্ণরথ আইসে যায়।
চমকিয়া সব লোক আচার্য্যের পায় ॥ *
যাইয়া চরণে পড়ি স্তবন করয়।
অপরাধ মো সবার ক্ষেম মহাশয় ॥
তেঁহ কহে ভাই কি অপরাধ নাই।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খাও যাইবে বালাই ॥
বৈষ্ণব-চরণরজ করহ বন্দন।
যাইবে সকল দুঃখ পাইবে মোচন ॥
এত শুনি বৈষ্ণবের শেষ যে আছিল।
দুই হস্তে খায় আর মাখিতে লাগিল ॥
তৎক্ষণাৎ অভিমান দম্ভ দূরে গেলা।
আচার্য্য করিলা কৃপা বৈষ্ণব হইলা ॥
ভক্তির কিরণে দেশ ঝলমল হৈল।
জগতে অমৃত-ফল আস্বাদন কৈল।
সাধুসঙ্গফল তুবি ভরিয়া ফলিল ॥
কৃষ্ণদাস অভাগার ভাগ্যে না মিলিল ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে চতুঃসম্প্রদায় আচার্য্য-গুণ-বর্ণনং দশম-মালা।

একাদশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

আখ্যান গুরুভক্ত বৈষ্ণব।

গঙ্গাতীরে বাস বহু বৈষ্ণব কুটীরে।
তার মধ্যে এক গুরুভক্ত দৃঢ়ান্তরে ॥
কোন কার্য্যান্তরে গুরু গ্রামান্তর যাইতে।
সেই শিষ্য সঙ্গ লৈল সেবা-অনুগতে ॥
গুরুদেব কহে তুমি সঙ্গে না যাইহ।
শিষ্য কহে বিচ্ছেদে ধরিতে নারি দেহ ॥
শ্রীচরণসেবা মোর একান্ত নিয়ম।
কেমতে রহিব তাতে করিয়া বিরাম ॥
তেঁহ কহে মুঞি অল্পদিনেতে আসিব।
গুরুর স্বরূপ এই জাহ্নবীরে সেব ॥
ইহাতে হইবে তব গুরুর সেবন।
তাহাতে অন্যথা নাহি কহিনু প্রমাণ ॥
ইহা শুনি শিষ্য মনে আনন্দ পাইল।
গুরুর স্বরূপ গঙ্গা বিশ্বাস হইল ॥
গঙ্গার সেবায় তবে নিযুক্ত হইল।
নানামত সেবা ভক্তি করিতে লাগিল ॥
জলে পাদস্পর্শ কভু ভ্রমে নাহি করে।
বিনে পান অন্য ক্রিয়া করে কূপনীরে ॥
তা দেখিয়া অন্য যে বৈষ্ণব তথাকার।
ঈর্ষা করি কহে এ কি আবার তোমার ॥
স্নান নাহি কর গঙ্গাজলে নাহি নাবো।
যত লোক করে তারা নরকে কি যাবো ॥
ইহা কহি কেহ ভর্ৎসে কেহ উপহাসে।
তেঁহ তাহা নাহি শুনে গুরু আজ্ঞাবশে ॥
কথোক দিবসে গুরু আইলা আশ্রমে।
অন্য অন্য গুরুস্থানে কহে কথাক্রমে ॥
ঞিহো গঙ্গাস্নান-আদি পাদস্পর্শডরে।
এবং অন্য ক্রিয়া-আদি কিছুই না করে ॥
নিন্দাছলে কহিলেন কিন্তু গুরু মনে।
সন্তুষ্ট হইয়া থাহে কিছুই না ভণে ॥
সর্ব্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিলা।
এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতি গঙ্গা কৃপা কৈলা ॥
আর যে ঞিহারা ইহ মর্ম্ম না জানিয়া।
ঈর্ষা করি নিন্দে কিন্তু দিব জানাইয়া ॥
এত ভাবি গুরু সর্ব্বশিষ্য সমিভ্যারে।
গঙ্গাস্নানে গেলা কিছু গূঢ়ার্থ অন্তরে ॥
শত শত শিষ্য দাণ্ডাইয়া রহে তীরে।
গুরু স্নান করে নাম্বি কণ্ঠ-মগ্ন নীরে ॥
গঙ্গাসেবী সেই শিষ্যে আজ্ঞা কৈলা সাধু।
গামছা আনহ যাও কহে মৃদু মৃদু ॥

---

* পাঠান্তরে—"আশ্চর্য্যের প্রায়" এবং "আশ্চর্য্যের পায়।"

তাহা শুনি চিন্তাকুলি ইতি-উথি চায়।
পাদস্পর্শ কিরূপেতে করিব গঙ্গায়॥
বিশেষতঃ গুরু-আজ্ঞা * লঙ্ঘিব কেমনে।
সঙ্কটে পড়িলা সাধু উৎকণ্ঠিত মনে॥
গুরু-আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিল।
জলে পাদ অর্পিতে কি কৌতুক হইল॥
গুরু-গঙ্গা-কৃপাবলে † দেখে চমৎকার।
কমল প্রকাশে যথা দেয় পাদভার॥
যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়।
সেইখানে পাদতলে কমল ফুটয়॥
প্রতি পাদ পদ্মোপরি ধরিয়া চলিলা।
গুরুহস্তে বস্ত্র দিয়া নেউটি আইলা॥
জলে নাহি পাদস্পর্শ হইল সাধুর।
বৈষ্ণবমণ্ডলী দেখে থ কিয়া অদূর॥
দেখি চমৎকার মুখে নাহি সরে বাণী।
একি অদভুত এই সাধু কে না জানি॥
ইঁহার চরণে কত কৈনু অপরাধ।
নিন্দিনু বিদ্রূপ কৈনু করিনু বিবাদ॥
ইঁহাতে প্রভুর কৃপা যথোচিত হয়।
তাহার প্রমাণ এবে দেখিনু নিশ্চয়॥
এত কহি তাঁহার চরণ সবে ধরে
অপরাধ ক্ষেমইতে স্তুতি নতি করে॥
সাধুর স্বভাব তেঁহ কুণ্ঠিত হইয়া।
করযোড় করে অতি বিনয় করিয়া॥
গুরু অনুযোগ কৈলা সব শিষ্যগণে।
বিচার নাহিক কর নিজ অভিমানে॥
উত্তম মধ্যম নাহি চিনহ অদ্যাপি।
আপনারে শ্রেষ্ঠ নাম গুণ দোষ সঁপি॥
সেই সাধুগণ শ্রীচরণধূলিকণ।
মস্তকে ধারণ করি করিয়া যতন॥

চরিত্র শ্রীরঙ্গ বণিক।

দোসা নামে গ্রামে স্থিতি সম্প্রতি ব্যবসা।
জাত্যংশে বণিক শ্রীরঙ্গ মহাযশা॥

তাঁর এক ভৃত্য নিজ কর্ম্মের গতিকে।
মরিয়া হইলা দূত কৃতান্ত অন্তিকে॥
প্রেতাকার রূপ জীবে কর্ম্ম অনুযাই।
দেহপাত করাইয়া আকর্ষে সদাই॥
শ্রীরঙ্গের পুত্র প্রতি কুদৃষ্টি করিলা।
পুত্র দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলা॥
বালকেরে কহে মোর মুক্তির উপায়।
করহ নতুবা মুঞি মারিব তোমায়॥
বালক কিছু না কহে বুঝিতে না পারে।
এক দিন চাক্ষুষ দেখিলা স্থানান্তরে॥
বলদ-বাহকগণ দ্রব্য লৈয়্যা যায়।
সেই দূত এক বৃষে করিল আশ্রয়॥
অনেক-বাহক-মধ্যে একে কর্ম্মফলে।
শৃঙ্গ উৎপাঠন করি মারে বক্ষঃস্থলে॥
মরিল বাহক যমালয়ে লৈয়্যা গেলা।
বালক চাক্ষুষ দেখি কম্পিত হইলা॥
হরির ভজন নাহি করে যেই জনে।
অই গতি হয় তার জনমে জনমে॥
একদিন দূত আসি পুনঃ কহে তারে।
তোমার পিতারে কহি মুক্ত কর মোরে॥
নতুবা তোমারে আজি মারিব পরাণে।
ভয়েতে কম্পিত শিশু কহে নিজ জনে॥
আদ্যোপান্ত বিবরণ সকল কহিল।
ভাই বন্ধু মাতা শুনি চিন্তিত হইল॥
মাতা কহে সত্য হবে এ কথা প্রমাণ।
পুত্রের আকার ক্ষীণ দেখি আনচান॥
ইহা কহি মাতা তার কান্দিতে লাগিলা।
তার মধ্যে কোন শিষ্ট উপায় সৃজিলা॥
মাতাকে কহয়ে তুমি চিন্তা নাহি কর।
কোন বিঘ্ন নাহি হবে মোর কথা ধর॥
শ্রীরঙ্গ পরম সাধু বৈষ্ণব মহান্ত।
তাঁহার চরণামৃতে বিঘ্ন সব শান্ত॥
বৈষ্ণবের পাদোদক ভুবনপাবন
অতএব বিঘ্ন নাশে মঙ্গলকারণ॥
প্রেত মুক্তিহেতু নিজ করে বিড়ম্বন।
তার মুক্তি হবে আর বাঁচিবে নন্দন॥
শ্রীরঙ্গের পাদোদক লইয়া শয্যায়।
শুইয়া থাকুক শিশু সতর্ক হৃদয়

---

* পাঠান্তরে—"মধ্য হইতে গুরু ত্যাগে।"
† পাঠান্তরে—"গুরু-আজ্ঞা-কৃপাবলে।"

যখন আসিবে প্রেত বিঘ্ন করিবারে,
পাদোদক যেন তার ডারে অঙ্গোপরে॥
পাদোদক-স্পর্শে প্রেত-মুকতি হইবে।
তুই কার্য্য সিদ্ধ হবে সদর্থ মিলিবে॥
তাহা শুনি সব জন আনন্দ পাইল।
সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসা করিল॥
সেইমত সাধুচরণ পাদোদক লৈয়া।
মুক্ত হৈল প্রেত শিশু রহিল বাঁচিয়া॥
অতএব বৈষ্ণবচরণামৃত মহা।
মহিমা যে চমৎকার নাহি যায় কহা॥
মুক্তির কা-কথা কৃষ্ণ প্রেম উপজয়।
যার বিন্দু পানমাত্রে বেদে ফুকারয়॥
বিশেষে শ্রীরঙ্গ দেব ভাগবতোত্তম।
তাহাতে আশ্চর্য্য কি ত অতি সে সুগম॥
বৈষ্ণবের পাদোদকে প্রেত মুক্ত হৈল।
কৃষ্ণদাস ইহা শুনি ভরসা বান্ধিল॥

পুত্রের মস্তকচ্ছেদে উদ্যোগ হইলা।
সাধু দয়া করি তারে আপনি রাখিল॥
রাজার তনয় বড় ভক্তিমান হয়।
তাহার সদ্‌গুণ বড় সর্ব্বলে কে গায়॥
বৈষ্ণবের সেবা তার অপূর্ব্বকথন।
ভেকমাত্র দেখিলেই করয়ে স্তবন॥
বৈষ্ণবের স্ত্রীগণের গরভ দেখিয়া।
গর্ভের বালকে স্তুতি করয়ে আর্দ্র হৈয়া॥
এই গর্ভে সন্তান যে মহাপূজ্যতম।
কৃষ্ণের ভকত হবে ভুবন পাবন॥
স্ত্রীদের পূজন সম্মান বহু করে।
বৈষ্ণবী বৈষ্ণবস্ত্রী বৈষ্ণব উদরে॥
অতএব তাঁহার মহিমা সুবিরল।
ভুবনপাবন তাঁর শ্রীচরণজল॥
লালসা করহ তাঁর পদরজকণ।
বৈষ্ণবের ভক্ত যেই সেই সে সুজন॥

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস সাধু।

কলিযুগে কৃষ্ণদাস সর্ব্বসিদ্ধ-অবধি।
পয়ঃপান কৈলা অন্ন তেজি নিরবধি॥
যার শিরে হাথ দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে সেই বিঘ্ন যায় দূরে॥
তাঁর দর্শন মাত্রে হয় সর্ব্বসিদ্ধ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যোগ তপ ঋদ্ধ॥
কৃষ্ণদাস মহামুনি জগতে বিখ্যাত।
তেজঃপুঞ্জ উর্দ্ধরেতা ভজনে উন্নত॥
যতেক ভকত হৃদি-পদম নির্ম্মল।
তাহা প্রকাশক দিবাকর সুশীতল॥
বড় বর দেশপতি কুলক রাজন।
পর্ব্বত কন্দরে তাঁরে দিলা দরশন॥
বড় কৃপা কৈলা তারে ভক্তিশক্তি দিলা।
মহাভক্ত হৈলা হরিসেবায় মাতিলা॥
একদিন কৃষ্ণ-লাগি জিলেপি আনিতে।
নিজশিশু একখানি নিল তাহা হৈতে॥
কৃষ্ণ-হেতু রাজার মনোজ্ঞ খাদ্যবস্তু।
অগ্রভাগ নিল বলি হইলা অসুস্থ॥

চরিত্র শ্রীকীল্‌হজী।

শ্রীমান কীল্‌হ আর অগর দুই ভাই।
মহা-অনুভব পৃথিবীর রত্ন দুই॥
শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে সদা হাস।
মানসিংহ রাজা আইলা করিতে সম্ভাষ॥
কীলহজীর নিকটে রাজা প্রণত কন্ধর।
পুছয়ে সুমিষ্ট বাক্যে নিজ-ইষ্টকর॥
সেইকালে কীলহজী উঠিয়া হস্ত তুলি।
উর্দ্ধমুখ হইয়া কহয়ে ভালি ভালি॥
রাজা তাহা দেখি কিছু চমৎকার হৈলা।
সাধুস্থানে পুনঃপুনঃ পুছিতে লাগিলা॥
রাজার আগ্রহে সাধু কহে বিবরিয়া।
মোর পিতা শ্রীসুমেরুনাম শুদ্ধধিয়া॥
গুজরাট দেশে থাকি কৃষ্ণেরে তুষিলা।
অদ্য দেহ ত্যাগি সাধু বৈকুণ্ঠে চলিলা॥
রত্নবিমানে অলৌকিক রূপ ধরি।
গেলা মোরে কহিলা সুকংসান (??) করি॥
মুক্রি উঠি সমাদরে সম্মান করিল।
রাজা শুনি সেই দিন লিখিয়া রাখিল॥

মাস, দিন বার তিথি লিপি করি তথা।
পাঠাইলা গুজরাট সাধু ছিলা যথা॥
তত্ত্ব জানিলা সুমেরুর প্রাপ্তিকথা।
সেই দিন বার মিলে নহিল অন্যথা॥
আর শুন সাধু শ্রীকীল্হজীচরিত্র।
কালের অধীন নহে মহিমা পবিত্র॥
হরিপূজাহেতুক পেটারি হৈতে ফুল।
লইতে তাঁহাতে ছিলা কাল তীক্ষ্ণ ব্যাল॥
অঙ্গুলিতে দংশন করিল করি রোষ।
মহাশয় মৃদু হাসি পাইলা সন্তোষ॥
সাধুর স্বভাব কিছু আশ্চর্য্যকথন।
কোপে সুখ জন্মে করিবারে আক্রমণ॥
এ কারণ পুনঃপুনঃ সর্পে সুখ দিতে।
অঙ্গুলি কাটায় মহাশয় হর্ষচিতে॥
বিষ নাহি চঢ়ে হস্তে ক্ষত নাহি হয়।
সংসারগরল যাঁরে দেখিয়া পলায়॥
তাঁর পদধূলমহৌষধি যদি পাই।
তবে এই ভববিষজ্বালাতে এড়াই॥

চরিত্র শ্রীঅগ্রদাসজী।

শ্রীল-অগ্রদাস সদা হরিসেবামত্ত।
তৈলধারা ন্যায় এক ক্ষণ নহে ব্যর্থ॥
সদাচার সাধুমার্গে যথা অনুকূল।
পরিপূর্ণ তাহে যাহে হরিভক্ত মূল॥
সিদ্ধ প্রেমরাগ সদা এক রস বহে।
নির্ম্মল রসনা সদা রাম রাম কহে॥
নয়ানে বহয়ে ধারা বরষার নীর।
নির্দ্দোষ সুধারা শুদ্ধভক্তিমতে ধীর॥
মহারাজ মানসিংহ দর্শনে আইলা।
ভৃত্যগণ সঙ্গে বহু সমৃদ্ধি‡ ছাইলা॥
মহাশয় আশ্রমের কুটা-পত্র-আদি।
ঝাড়ু দিয়া টু করি ভরিয়া স্থান শুধি॥
দূরগর্ত্তে ফেলায় লইয়া নিজমনে।
নিরপেক্ষ সাধু নাহি চাহে রাজা-পানে॥
রাজার যে আগমনে সুখ নাহি পাইলা।
দূরে বৃক্ষতলে যাই বসিয়া রহিলা॥

রাজার সাহস নহে নিকট যাইতে।
হেনকালে শ্রীনাভাজী আইলা তথাতে॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি স-অশ্রু নয়ানে।
যোড়করে দাণ্ডাইয়া রহে গুরুস্থানে॥
রাজা কিছু দূরে একাজাই ভূমে পড়ি।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি স্তব করে কর যোড়ি॥
আঁখিভঙ্গি করি দুই এক বাক্যদ্বারে।
সম্মান করিয়া নৃপে গেলা নিজঘরে॥
নিরপেক্ষস্বভাব সাধুর গুণ দেখ।
রাজ-অনুরোধে আশামাত্রেতে নাহিক॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরণাম।
হরির ভজন বিনু নাহি অন্য কাম॥ ১৩॥

চরিত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

কলিযুগে ধর্ম্মপাল শঙ্কর-আচার্য্য।
অজ্ঞ অনীশ্বরবাদী বুদ্ধি যে কদর্য্য॥
উৎশৃঙ্খলা কুতার্কিক যে জনপাষণ্ড।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জনার গর্ব্ব কৈলা খণ্ড॥
বিমুখ সুমুখ কৈলা সৎমার্গে আনিয়া।
সদাচার প্রকাশিল পঙ্ক্তি সঞ্চারিয়া॥
ঈশ্বরাংশ শ্রীশঙ্কর ভুবি অবতরি।
দ্বৈত আর অদ্বৈত সৃজিলা স্বেচ্ছা করি॥
তাঁহার বিশেষ কিছু কহি শুন সভে।
শ্রীল-রামানুজ-মধ্বাচার্য্য-মতভাবে॥
সর্ব্বাচার্য্যশিরোমণি শ্রীল-সনাতন।
শ্রীরূপ শ্রীজীব-আদি যে কৈলা বাখান॥
সকল-আচার্য্যমত-ঐক্যবাক্যমতে।
সিদ্ধান্ত কহিলা সভে শাস্ত্র-অভিমতে॥
শ্রীশঙ্কর শ্রীমদ্-ভগবত-আজ্ঞাতে। *
বিরুদ্ধ আগম সৃষ্টি কৈলা নানামতে॥
শঙ্কর-আচার্য্য নাম বিপ্ররূপ ধরি।
বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিলা ভঙ্গি করি॥
শ্রুতির তাৎপর্য্য-অর্থ ভগবান শ্যাম।
প্রাপ্ত্যোপায় ভক্তিজ্ঞানপদার্থ উত্তম॥
জীব নিত্যদাস হয়ে তটস্থ-শকতি।
আপনা স্বরূপজ্ঞানে পাওয়ায় মুকতি॥

ইহা মুখ্য অর্থ তেজি গৌণার্থ স্থাপিলা।
লক্ষণা করিয়া নিরাকারবাদ কৈলা॥
শ্রীবিগ্রহ অনশ্বর নশ্বর কহিয়া।
কথোগুলি জীব ডরে পঙ্কেতে পুতিয়া॥
কোটিসূর্য্যোদয় ভক্তি তাহা আচ্ছাদিয়া।
শুদ্ধজ্ঞান-তমকূপে দিলা ফেলাইয়া॥
আর আর নানা মতে লোক বিড়ম্বিলা।
তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে কহিলা॥
আচার্য্য উত্তমগণে বিচার করিলা।
প্রমাণ--প্রয়োগ দিয়া স্বমত স্থাপিলা॥
ভক্তিমার্গে সব লোক মুক্ত হৈয়া যায়।
ভগবানের সৃষ্টিলীলাখেলা নাহি হয়॥
এ কারণ হেনমতে লোকে বিড়ম্বয়।
ঈশ্বর করিলে জীবের সাধ্য কি আছয়॥
কিন্তু হরিভক্তে কেহ ভুলাইতে নারে।
মায়াবাদে কি করিবে স্বয়ং পরিহরে॥
বিগ্রহ-অনিত্য জ্ঞান পথে যেই যায়।
সেহ মূঢ় অধম নরকভাগী হয়॥
সভামধ্যে বৈসে যদি গলে হস্ত দিয়া।
বাহির করিয়া দিব তিরস্কার করিয়া॥
স্নান-আদি করি বিষ্ণুস্মরণ করিব।
পুনঃ তার নাম মুখে নাহি উচ্চারিব॥
ইহার প্রমাণ ষট্‌সন্দর্ভে আছয়।
না করিলে ইহা সেই প্রত্যবায়ী হয়॥
নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-জ্ঞান যেহ।
হরিভক্তি-মিশ্র বিনে সিদ্ধ নহে সেহ॥
বৃথা পরিশ্রম হয় অর্থ না মিলয়।
শস্যের আশায় যেন আগড়া কুটয়॥

শ্রীভাগবতে দশমে—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্। ১।

তাহার তাৎপর্য্য ফল নির্ব্বাণমুকতি।
অপরাধী হনে হয়ে বিনা শুদ্ধভক্তি॥
ভক্তিরস-সুখসুধা আস্বাদ না জানি।
কাকে যেন নিম্বফল খায় সুখ মানি॥
ভকতে ভকতি বিন্দু চতুর্ব্বর্গফল।
দৃক্‌পাত না করে যেন প্রণালার জল॥
প্রত্যক্ষে দেখহ আর শ্রুতিগণ কহে।
হরিভক্ত মুক্তিচতুষ্টয় নাহি চাহে॥
অতএব হেন রসে বঞ্চিত হইয়া।
মুক্তি চাহে ভবে মাত্র বাঁচে পলাইয়া॥
ভক্তজন বিঘ্নের মস্তকে দিয় পাদ।
প্রেম যে পরমস্বাদু করয়ে আস্বাদ॥
সহস্র কহিলে ইহা মূঢ় নাহি বুঝে।
উট যেন সাজিকাঁটা খাইবারে যুঝে॥
অতএব শ্রীশঙ্কর লোক বিড়ম্বিলা।
স্বয়ং হরিভক্তিরসে মগন হইলা॥
পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমেতে মগনে।
শুদ্ধভক্তি প্রকাশিলা বৈষ্ণবের স্থানে॥
মত্ত হৈলা কৃষ্ণলীলারস-আস্বাদনে।
কিন্তু নাহি জানে আদিরস-প্রকরণে॥
বিরক্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ না যুয়ায়।
রস জানিবারে প্রবেশয় পরকায়॥
কোন স্থানে এক রাজা তার মৃত্যু হৈল।
শুনি নিজদেহ এক গৃহেতে স্থাপিল॥
শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ।
রাজমৃত্যুদেহে মুঞি প্রবেশ করহুঁ॥
রাণীগণসঙ্গে রসবিহার করিয়া।
জানিব রসের রীত স্বতঃ আস্বাদিয়া॥
রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে।
রাধাকৃষ্ণরসতত্ত্ব জানিব অদরে॥
মোহমুদ্গর নামে বৈরাগ্যপ্রধান।
শোলোক রচনা করি দিলা শিষ্যস্থান॥

হে প্রভো! আপনার ভক্তিপথে মঙ্গল-স্রোত প্রবাহিত; (তৎপথ পরিত্যাগে) কেবল লাভের জন্য মানুষ কষ্টই পাইয়া থাকে। (তৎপক্ষে) তাহারা যে ক্লেশস্বীকার করে, তাহা স্থূলতুষাবঘাতীদের ক্লেশের ন্যায় (অর্থাৎ তাহারা যেন শস্যপূর্ণ ধান্যে পরিত্যাগে তদপেক্ষা বৃহত্তর দর্শনে তুষ বা আগড়ায় অবঘাত করিয়া নিষ্ফল হয়।)১।

যদি মূর্খে রাজ্যসুখে হই মুগ্ধাশয়।
এই সব শ্লোক তবে শুনাবে আমায়॥
মোর এই দেহ কেহ নষ্ট করিবারে।
যদি চাহে তবে শীঘ্র জানাবে আমারে॥
এত কহি রাজমৃত্যুদেহে যাই পেশে।
মরিয়া বাঁচিল রাজা সবে কহে হর্ষে॥
রাজরূপে কথোদিন রাণীগণসনে।
নানারস বিলসয় বিশেষ কারণে॥
বড় রাণী সুচতুরা বুঝিলা অন্তরে।
এ তো কভু রাজা নহে স্বভাববিচারে॥
মরিয়া বাঁচয়ে এ তো না হয় সম্ভবে।
বুঝি কোন সিদ্ধ প্রবেশিলা এই শবে॥
ইহা অনুমান করি গোপনীয়-মতে।
নিজলোকে কহে রাণী প্রফুল্লিত চিতে॥
এই সহরেতে যথা থাকে মৃত্যুদেহ।
শীঘ্র যাই সেই শব জ্বালাইয়া দেহ॥
এত শুনি ভৃত্যগণ খুঁজিতে খুঁজিতে।
দেখে এক গৃহে এক শব বস্ত্রাবৃতে॥
বিপ্রগণে রক্ষা করে দেখি ভৃত্যগণ।
দাহ করিবারে সবে করে আকর্ষণ॥
ভাবিত হইয়া ব্যস্তেব্যস্তে শিষ্যগণ।
উর্দ্ধশ্বাসে যায় যথা রাজার সদন॥
বৃত্তান্ত বিস্তার করি প্রকাশ করিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কহে বিপ্র অন্তঃপুরে গিয়া॥
রাজরূপ আচার্য্য শুনিয়া বিবরণ।
ব্যস্তসমস্ত হৈয়া ছাড়ে সেই তন॥
চক্ষের নিমিখে সাধু পূর্ব্ব নিজদেহে।
প্রবেশিয়া চলি গেলা শিষ্যগণ-সহে॥
আর কিছু শুন শঙ্করাচার্য্যের চরিত।
মানসিংহ রাজার করিলা যথা হিত॥
অদ্বৈত মায়াবাদী সেই সেবরা-আখ্যান।
ভক্তিমার্গি-রাজে মোহ জন্মাবার কারণ॥
রাজার নিকটে আসি নিজ মত কহে।
আপন মহিমা সিদ্ধি-আদি প্রকাশয়ে॥
অদ্বৈতবাদ ভক্তি প্রতি অকুশল পথ।
রাজারে লওয়ায় চালাইতে নিজ মত॥
হেনকালে আইলা শ্রীশঙ্কর-আচার্য্য।
মহাশূর পণ্ডিত গম্ভীর সর্ব্ব-আর্য্য॥
রাজা বহুমান করি উচ্চে বসাইলা।
সেবরা দেখিয়া চিত্তে কুণ্ঠিত হইলা॥
অট্টালিকাছাদোপরি বসি রাজা সহ।
বিচারে সেবরা সহ হইল কলহ॥
সেবরা কোপেতে এক মায়া সৃষ্টি করি।
রাজারে মারিতে চাহে অভিচার করি॥
দেখিতে দেখিতে মহাসমুদ্র উথলি।
অতিবেগবান জলতরঙ্গ উছলি॥
ডুবাইয়া লোকালয় গ্রামাদি চত্বর।
অট্টালিক-উপর আইলা ভয়ঙ্কর॥
সেই জলে এক তরি ভাসিয়া আইলা।
সেবরা রাজারে তাহে চড়িতে কহিলা॥
ভয়েতে কম্পিত রাজা চড়িবারে ধায়।
আচার্য্য সুবিজ্ঞ হাতে ধরিয়া রাখয়॥
কৃত্রিম নৌকা হয় এত মায়াময় জল।
নাহি চড় মহারাজ না হও চঞ্চল॥
তরিমধ্যে সেবরার গণেরে চড়াও।
এখনি বুঝিবে তত্ত্ব নাহিক ডরাও॥
এত শুনি সেবরাগণেরে ধরি ধরি।
নৌকায় চড়ায় তা-সবারে দ্রুত করি॥
নৌকা তো যথার্থ নহে মায়ামাত্র হয়।
চড়াইতে উচ্চ হৈতে তলেতে পড়য়॥
উচ্চ অট্টালিকা হৈতে পড়ি পড়ি মরে।
রাজা স্তব করি আচার্য্যের পদ ধরে॥
আচার্য্যের উপদেশে রাজা তত্ত্ব জানি।
বৈষ্ণব করিলা সর্ব্ব রাজ্যের পরাণী॥
আচার্য্য ভ্রমিয়া সর্ব্বলোক নিস্তারিল।
বিমুখ যতেক ছিল সুমুখ হইল॥
তাঁহার চরণে মোর এই নিবেদন।
ভক্তামৃত-পরিবেষে মোরে না এড়ান॥

চরিত্র শ্রীবামদেবজীর।

বামদেব নাম সাধু ছিপি-কর্ম্ম করি।
কাল গুজুরান করে কৃষ্ণে মন ধরি॥
বাল্যেতে বিধবা এক কন্যা মুখ চাই।
অন্তরে যত কিছু মনে উপজাই॥

শ্রীবিগ্রহ-সেবা-পরিচর্য্যা করিবারে।
নিয়োজিল ভক্তিতত্ত্ব শিখাইয়া তারে॥
সেবা-পরিচর্য্যা-আদি করিতে করিতে।
কৃপালেশ হৈল হরি চাহে বর দিতে॥
অল্পবুদ্ধি মুগ্ধ কন্যা দেখিয়া অন্যেরে।
মনে সাধ হৈল একটি পুত্র হইবারে॥
প্রসন্ন হইয়া ভগবান বর দিলা।
বিনা পুরুষের সঙ্গ গর্ভিণী হইলা॥
বিধবার গর্ভ দেখি লোকে কাণাকাণি।
বামদেব লজ্জায় না মুখে সরে বাণী॥
বহু খেদান্বিত হৈয়া ঠাকুরের স্থানে।
করযোড়ে কহে কর লজ্জা-নিবারণে॥
নিদ্রাকালে ঠাকুর কহিলা তারে তবে।
তব কন্যা দুষ্টা নহে লজ্জা নাহি পাবে॥
মোর বরে তোমার কন্যার হইল গর্ভ।
মোর আজ্ঞা তব যশ না হইবে খর্ব্ব॥
কালেতে কন্যার গর্ভে পুত্র জনমিল।
নামদেব নাম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত হৈল॥
বাল্যাবস্থাকালে তার কৃষ্ণাবেশ হৈল।
প্রেমানন্দ-রঙ্গমালা গলায় পরিল॥
অন্যান্য বালক অন্য বাল্যচেষ্টা করে।
নামদেব কৃষ্ণসেবা ক্রোড়ায় বিহরে॥
মাতামহ-স্থানে পুনঃপুনঃ কান্দি কহে।
মুঞি কৃষ্ণ সেবিব নিযুক্ত কর মোহে॥
বামদেব কহে তুমি শিশুমতি হও।
বড় হৈলে করিহ এখন যোগ্য নও॥
একদিন বামদেব কোন কার্য্যান্তরে॥
গ্রামান্তরে গেলা কহি শিশু দৌহিত্রেরে।
দুই তিন দিন মুঞি পশ্চাতে আসিব।
ঠাকুরের সেবা-পূজা দুগ্ধ খাওয়াইবে॥
শিশু আনন্দিত মনে সদাচার হইয়া।
পূজা করে দুই-সের দুগ্ধ আনাইয়া॥
নিজহস্তে আউটাইতে আনন্দে আপনা।
নিজদেহ পাসরিলা হৈয়া অন্তর্মনা॥
মাতা কহে বাপু দুগ্ধ হইল উতরে।
শিশু কহে এত শীঘ্র আউটে কি করে॥
মিছরির গুড়া দিয়া পবিত্র পাত্রেতে।
জুড়াইয়া আনিলা ঠাকুরে খাওয়াইতে॥
সম্মুখে রাখিয়া কহে দুগ্ধ খাও হরি॥
শ্রীহস্ত তুলিয়া পান কর কৃপা করি॥
নতুবা তুলিয়া মুঞি ধরি শ্রীবদনে।
মৃদুহাস্য করে দুগ্ধ নাহি খাও কেনে॥
বুঝি মুঞি হেথায় থাকিতে না খাইবে।
এত কহি উঠিয়া বাহিরে গিয়া ভাবে॥
আমার সম্মুখে নাহি খাইলা মাধব।
মোর সনে পরিচয় নাহি এই ভাব॥
এতক্ষণে বুঝি খাইলা উঁকি মারে দ্বারে।*
দেখে নাহি খান মনে হইল ফাঁফরে॥
বুঝি কিছু বিঘ্ন আছে দুগ্ধের মধ্যেতে।
এত চিন্তি অন্য দুগ্ধ আনে খাওয়াইতে॥
হঠ করি একান্ত খাইতে পুনঃপুনঃ।
কহয়ে না খাও কেন করি প্রাণপণ॥
দাদার নিকটে খাও মুঞি হৈনু দুখী।
মরিব তোমার আগে গলে দিয়া ফাঁসি॥
নতুবা খাইব বিষ গলে ছুরি দিব।
প্রাণিহত্যাপাপ আজি তোমারে লাগিব॥
এত কহি ছুরি এক লইয়া হৃদয়ে।
মারিতেছে হরি বাম-হস্তেতে ধরয়ে॥
দক্ষিণ-হস্তেতে দুগ্ধ-পাত্র উঠাইয়া।
বদনে দিলেন মন্দ মধুর হাসিয়া॥
নামদেব মহানন্দ-সাগরে ভাসিল।
অবশিষ্ট কিছু দাদার লাগিয়া রাখিল॥
এই মত দুই তিন দিন নামদেবে।
করয়ে হরির সেবা মনের উৎসবে॥
দুই তিন দিন বাদে বামদেব আসি।
পুছিল সেবার বার্ত্তা দৌহিত্রে সম্ভাষি॥ †
নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া।
প্রসাদ রাখ্যাছি ধর্যা তোমার লাগিয়া॥
পাত্রেতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দেখি বামদেব।
তুমি দুগ্ধ খাইলে কহে করিয়া আক্ষেপ॥

* পাঠান্তরে—"ঠেলি খুলে দ্বারে।"

† উপরের তিন ছত্র কোনও কোনও পুস্তকে আদৌ নাই। তাঁহাদের পাঠ ;—

"এই মত দুই তিন দিন নাম-দেবে।
ঘরে আসি সেবা-বার্ত্তা পুছে বামদেবে॥"

বালক কহয়ে দাদা তোমার শপথ।
ঠাকুর খাইলা মোরে দেহ অপবাদ॥
চমকিত হইয়া পুন কহয়ে বালকে।
কেমতে ঠাকুর খাইলা দেখাহ আমাকে॥
বিগ্রহ কি হস্তে তুল লোকে দেখাইয়ে।
ভোজন করয়ে কোথা কভু না দেখিয়ে॥
শিশু কহে হেন কেন কহ অনোচিত।
আমার সাক্ষাতে তুলি খায় নিতিনিত॥
প্রথমে কি মনে ভাবি না খাইলা হরি।
মরিব কহিনু মুঞি লইয়া কাটারি॥
তবে মোর হাত ধরি হাসিতে হাসিতে।
দুগ্ধ পান কৈল মোর আনন্দিত-চিতে॥
বামদেব কহে মোরে দেখাইতে পার।
শিশু বলে দেখাইব কি সন্দেহ কর॥
পরদিন শিশু দুগ্ধ ঠাকুরের আগে।
রাখিয়া খাইতে কহে বামদেব-লগে॥
দাদা কহে তুঞি খাইলি ঠাকুর না খায়।
দেখুক সাক্ষাতে তবে সন্দেহ ঘুচয়॥
না খাইলা যদি পুনঃ মরিবারে চাহে।
কান্দয়ে বালক দুনয়নে ধারা বহে॥
আস্তেব্যস্তে ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র লৈয়া।
খাইতে লাগিলা পুনঃ হাসিয়া হাসিয়া॥
দরশনে বামদেব যে অপেক্ষা ছিল।
নামদেব-সুসঙ্গে তাহাও পূর্ণ হৈল॥
দেখি চমৎকার বালকের পদ ধরি।
নতি,স্তুতি কৈলা বহু আপনা ধিক্কারি॥
আর কিছু শুন নামদেবের কথন।
সুপবিত্র গাথা হয় ভুবনপাবন॥
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ঠ হয় যেন চন্দ্রকলা।
অলৌকিক প্রকটন করে নানালীলা॥
পরম্পরা ম্লেচ্ছরাজা পাৎসাহা শুনিঞা।
তলব করিয়া নামদেবে গেলা লঞা॥
রাজা কহে তোমার অন্তরা লোকে কহে।
কেরামত কিছু আজি দেখাইবে মোহে॥
নামদেব কহে যদি থাকে কেরামত।
তবে কেন ছিপিংতে করি দিন পাত॥
যত্ন কৈলা রাজা বহু বাঁ না মানিলা।
বন্দিখানায় তবে বয়েদ রাখিলা॥
দুই চারি দিনে পুনর্ব্বার রাজা কহে।
তথাচ রাজার মতে সাধু বর্গ নহে॥
কৃষ্ণভক্ত আপনার মহিমা-প্রকাশ।
কদাচ না করে মাত্র দৈন্যময় ভাব॥
দৈবাৎ সেখানে এক মৃতক বাছুরে।
দেখিয়া কহয়ে রাজা পুনঃ সাধুবরে॥
গরু তোমার পূজ্য হয় শাস্ত্র-অনুসারে।
এই গাবী বৎস লাগি কান্দয় ফুকারে॥
তাপত ইহার দুঃখ মোচন করহ।
এ গাবীর মৃত বৎস বাঁচাইয়া দেহ॥
ইহা শুনি নামদেব তুড়ি দিয়া কহে।
উঠ বৎস মাতা তব কান্দয়ে বিরহে॥
কথা-মাত্র বাছুর উঠিয়া দুগ্ধ খায়।
রাজা চমকিত চিত্তে অনিমিখে চায়॥
স্তুতি নতি করি গ্রাম ধন দিতে চাহে।
কিছু কার্য্য নাহি মোর নামদেব কহে॥
রাজা কহে অপরাধ মার্জ্জনা করিবে।
প্রভুস্থানে হৈতে মোরে সম্ভাষিয়া লবে॥
হেনকালে বহুমূল্য পালঙ্ক বিছানা।
রাজাস্থানে লইয়া আইল কোন জনা॥
বহুমূল্য চমৎকৃত দেখিয়া রাজন।
নামদেবে ভেট করিবারে হইল মন॥
অনেক যতনে তাঁর সম্মতি করিয়া।
দিলা লোক সব বহিয়া যাইতে লইয়া॥
তেঁহ কহে কিবা কায বাহক মনুষ্যে।
মুঞি মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে॥
ইহা কহি মাথায় উঠায়্যা লয়্যা যায়।
কিবা করে কোথা যায় রাজার সংশয়॥
ইসারা করিয়া লোক পাঠায় পশ্চাতে।
দেখে কথোদূরে এক বিস্তার-নদীতে॥
টান মারি ফেলাইয়া চলে সাধুবরে।
লোক আসি শীঘ্রগতি কহয়ে রাজারে॥
পুনঃ নামদেবে রাজা ডাকিয়া আনিলা।
কৌতুকে বিনতি করি কহিতে লাগিলা॥
হেন বহুমূল্য দ্রব্য নদীতে ডারিলে।
তেঁহ কহে কিবা দ্রব্য কিবা তাহে ফলে॥
প্রয়োজন থাকে চল দেই উঠাইয়া।
রাজা সঙ্গে লোক দিলা কৌতুক করিয়া॥

সেই খাট শুক্ল শয্যা সেই আবরণ।
জলে হৈতে তুলি দিয়া করিলা গমন॥
সবে চমকিত হৈল না সরয়ে বাণী।
আর কিছু শুন তাঁর অপূর্ব্ব কাহিনী॥
গ্রামে এক বণিক তুলদান কর্ম্ম করি।
রজত কাঞ্চন দিলা সুপাত্র বিচারি॥
সুজন সুপাত্র সাধু জানি নামদেবে।
দান দিবার হেতু বোলাইলা তাঁরে তবে॥
বার বার আবাহন করে নাহি যায়।
বহুযত্নে গেলা সাধু তারিতে তাহায়॥
বণিক কহয়ে মোরে অনুগ্রহ করি।
কিছু স্বর্ণ-আদি লও কৃপাদৃষ্টে হেরি॥
সাধু পরদুঃখে দুঃখী ভাবয়ে অন্তরে।
এই মূর্খ কর্ম্ম করি শ্লাঘা মনে করে॥
হরিভক্তিহীন এই মর্ম্ম নাহি জানে।
ইহারে বুঝাতে হৈল করিয়া যতনে॥
তুলসীর এক পত্রে কৃষ্ণনাম লিখি।
বিনয়ে কহয়ে সাধু বণিকে নিরখি॥
এই তুলসীর সম যদি হেম-দান।
দেহ তবে লব কহ মোর বিদ্যমান॥
ইহা বিনু নাহি লব কাহনু যে সত্য।
বণিক কহয়ে তবে এ কথা অকথ্য॥ *
তুলসীর সম স্বর্ণ রতি দুই হবে।
তাহা যে লইয়া তব কি কার্য্য হইবে॥
পুনঃ সাধু কহে ইথে যে কার্য্য হউক।
ইহা বিনে যে কহিবে তাহে মোর দুঃখ॥
এত শুনি মৃদু হাসি বণিক কহয়।
ভাল তাহি দিব তব মনস্থ যে হয়॥
এত কহি তরাজুর এক দিগে পত্র।
আর দিগে স্বর্ণ দি।। রতি দু: মাত্র॥
তাহে না হইল আর দিলা দুই রতি।
দিলা ক্রমে ক্রমে সেব পাঁচ মুঠমতি॥
তবু না বুঝয়ে যত ছিল চড়াইলা।
ভাবয়ে বণিক মুঞি প্রতিশ্রুত হৈলা॥
না পুরিয়া দিলে মোর অধোগতি হবে।
স্ত্রীগণের অঙ্গভূষা খুলে আনে তবে॥

তাহাতেও নহে তবে পড়সীর স্থানে।
অলঙ্কার মাগি আনে করজ বিধানে॥
তাহে যদি না পুরিল তবে ক্লান্ত হৈয়া।
কহয়ে সাধুর স্থানে বিনতি করিয়া॥
পুরাইতে না পারিনু তুলসীর সম।
ইহার কারণ কি না বুঝি মরম॥
নামদেব কহে শুন ইহার মরম।
ত্রিজগতে নাহি ভাই কৃষ্ণনাম সম॥
বড় বড় কর্ম্ম করে বড় অভিমানে।
কৃষ্ণনাম-সিন্ধু-বিন্দু না হয় সমানে॥
প্রজ্বলিত মহা-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-অংশ।
পৃথিবীর এক রেণু ত।। শতাংশ॥
তার কোটি কোটি অংশ তার তুল্য নহে।
কৃষ্ণনাম-আগে ধর্ম্ম বেদে যত কহে॥
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর যত দেখ ধর্ম্ম।
সকলি অনর্থমাত্র শ্রুতি ে র মর্ম্ম॥
ভক্তিফল দিতে নারে সংসার না যায়।
পুনঃপুনঃ তাপত্রয়ে যাতনা ভুঞ্জয়॥
হরিভক্তি না জন্মায় সেই ধর্ম্ম ব্যর্থ।
ভক্তিমিশ্র বিনে সেই ধর্ম্মে নাহি অর্থ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥১

যে ধর্ম্মে সংসার পুনঃপুনঃ উপজায়।
সেই ধর্ম্ম অনর্থ মানিয়া শ্রুতি গায়॥
বিষয় অনিত্যরস তাহাতে ভুলিয়া। *
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
কৃষ্ণ প্রভু জীব নিত্যদাস তাহা ভুলি।
নানা কর্ম্ম তপ করে অন্যে স্বামী বলি॥
গুণের অধীন জীব যার যে প্রকৃতি।
তেমতি স্বভাবে ফিরে রজ-তম-মতি॥

যাহা ধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ, সেই ধর্ম্মে যদি হরি কথায় (বিষ্বক্সেনকথাসু) আসক্তি না জন্মে, তবে তাহা সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও, সে অনুষ্ঠান বৃথা শ্রম মাত্র। ১।

* পাঠান্তরে—"এ কথা আপত্ত।"

* পাঠান্তরে—"তাহাতে লুব্ধিয়া।"

বহুভাগ্যে যদি হয় সাধুর সঙ্গতি।
বুঝয়ে যথার্থ তবে ঘুচয়ে দুর্ম্মতি॥
কৃষ্ণে রতি-মতি হয় ডর যায় ক্ষয়।
ধন্য ধন্য করে লোকে-দেব-পিতৃচয়।
সর্ব্বগুণালয় হয় দেবপূজনীয়।
সর্ব্বলোকপাবন সর্ব্বমন-রমণীয়॥
অতএব সর্ব্বধর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া।
ভজ ভাই কৃষ্ণপদ একান্ত করিয়া॥
হরিনাম হার করি গলায় পরহ।
আন বোল গণ্ডগোল সুদূরে তেজহ॥
কৃষ্ণনামমহিমার যৎকিঞ্চ দেখিলা।
পাঁচ মোন সোণা দিলা সমান নহিলা॥
পাঁচ মান কিবা কথা ব্রহ্মাণ্ড চড়াইলে।
সমান না হয় নাম কোট্যংশের তুলে॥
এত শুনি বণিকের মন ফিরি গেলা।
সাধুর চরণে পড়ি কাকুবাদ কৈলা॥
বৈষ্ণব হইলা তেঁহ ছাড়ি অন্য ধর্ম্ম।
ক্ষণমাত্র সাধুর সঙ্গের দেখ মর্ম্ম॥
আর শুন অপূর্ব্ব সুরগনার কথা।
রঙ্গনাথ-ঠাকুরের মন্দির ফিরে যথা॥
প্রদোষ- আরতি-দরশনে সাধু যায়।
প্রতিদিন একপদ কীর্ত্তন শুনায়॥
একদিন লোক-ভিড় অধিক দেখিয়া।
জুতাজোড়ি কোমরে বান্ধিলা বস্ত্র দিয়া॥
দৌত ব্রাহ্মণগণ পূজারি সেবকে।
কোমরেতে জুতা বান্ধা দেখিয়া প্রত্যক্ষে॥
ক্রোধ করি নামদেবে গলাধাক্কা দিয়া।
নামাইয়া দিলা বহু দুর্ব্বাক্য কহিয়া॥
ক্রোধ না করিলা সাধু কিছু না কহিলা।
নামিয়া ঠাকুর আগে কহিতে লাগিলা॥
মারিলেও আমারে যে করিলে সে ভালো।
গান কিছু শুনি মোর চিত্তে কর আলো॥
ইহা কহি মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া।
হাঁটুগাড়ি পদ ধরি * গায়েন বসিয়া॥
ঠাকুর মন্দির সহ ফিরিলা সেই দিগে।
সাধু বসি গুণগান করয়ে যে ভাগে॥

আইলা যতেক লোক পূজারি-সহিতে।
আশ্চর্য্য হেরিয়া সবে কহে চমকিতে॥
ভক্ত-অনুরোধে ফিরে জানিয়া পূজারি।
পড়িল কাতরে নামদেব পদ ধরি॥
অপরাধ কৈনু বহু ধাক্কাধুক্কি দিনু।
তোমার প্রভাব হেন আগে না জানিনু॥
বহু স্তুতি-নতি করি সেবন করিল।
ঠাকুরের স্থানে পরিহার জানাইল॥
অতএব ভকতবৎসল হয়ে হরি।
অদ্যাপিহ সেই শ্রীমন্দির আছে ফিরি॥
আর এক চমৎকার কিঞ্চিৎ আভাস।
কহি যে শুনহ সবে করিয়া বিশ্বাস॥
একাদশী-ব্রতনিষ্ঠ সাধু নিরন্তর।
না খায় না খাওয়ায় না কহে খাইবার॥
এক একাদশীদিনে ছল লয়া শ্রীহরি।
সাধুগৃহে আইলা বৃদ্ধবিপ্ররূপ ধরি॥
বড় ক্ষুধা বলি বিপ্র খাইবারে চাহে।
অদ্য একাদশী হয় নামদেব কহে॥
বিপ্র বলে তোর কি তা মুঞি অন্ন খাব।
নামদেব কহে মুঞি দিতে তো নারিব॥
আজি মোর গৃহে রহ কালি খাওয়াইব।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যতেক মাগিব॥
তথাচ ব্রাহ্মণ চাহে তুম্বা কাকড়ে।
মরিল ব্রাহ্মণ পদ পসারিয়া পড়ে॥
আশপাশ লোক নামদেবে আসি বলে।
কি কায করিলে অহে ব্রাহ্মণ বধিলে॥
উপবাসি' মৈল বিপ্র খাইতে না দিলে।
ব্রহ্মহত্যা-মহাপাপে নাহি ডরাইলে॥
তেঁহ কহে মহাপাপ হয় কি করিব।
শ্রীহরিবাসর মুঞি কেমনে লঙ্ঘিব॥
মরিল ব্রাহ্মণ বরং আমিহ মরিব।
একাদশীলঙ্ঘনাপরাধে না বাঁচিব॥
এত কহি কাষ্ঠ আনি চিতা সাজাইয়া।
শব সহ উঠিলা যে মরিতে পুড়িয়া॥
অগ্নিতে যাইতে শব হাসিয়া উঠয়। *
মরা বাঁচে দেখি লোকে চমৎকার হয়॥

* পাঠান্তরে—"হাঁটু পরি পা ধরি।"

* পাঠান্তরে—"যাইয়া শব জাগিয়া উঠয়।"

গোপনে কহয়ে নামদেব-ভক্তস্থানে।
ছলিতে আইনু মুঞি না হই ব্রাহ্মণে॥
একাদশীব্রতনিষ্ঠা তোমা পরখিতে।
তব প্রভু হও মুঞি আইনু পিরাতে॥ *
সাধু ইহা শুনি চমকিয়া সাধু পদে ধরে।
উপবাসী কালি আছো চল মোর ঘরে॥
ঘরে আনি নানামতে ভোজন করাইয়া।
নাচয়ে আনন্দে সাধু পুলক হইয়া॥
অতঃপর আর শুন অপূর্ব্ব বারতা।
হরি নিজহস্তে ঘর ছাইলেন যথা॥
গৃহদাহ হইল তাঁর দৈবের ঘটনে।
গৃহদ্রব্য মনুষ্যে বাহির করি আনে॥
সাধু পুনঃ লই তাহা অগ্নিমধ্যে ডারে।
অগ্নি নিভাইতে সব লোকে মানা করে॥
প্রভুর ইচ্ছায় অগ্নি ঘর পোড়াইছে।
কৌতুক দেখিয়া তাঁর আনন্দ হৈতেছে॥
না নিভাও অগ্নি প্রভুর সুখ ভঙ্গ হবে।
পুনরপি তেঁহ ঘর বানাইয়া দিবে॥
এতেক চরিত্র হরিভক্তের দেখিয়া।
নিভাইলা ছলে অগ্নি আপনি আসিয়া॥
সাধু কহে পোড়াইয়া স্বয়ং নিভাইলা।
এ কৌতুকে কিবা গুণ কি সুখ পাইলা॥
যে করিলে ভাল হৈল এখানে আমার।
উপায় করিয়া দেহ মাথা রাখিবার॥
প্রভু কহে পুন বানাইয়া দেই ঘর।
তেঁহ কহে না করিলে কে বানাবে আর॥
এত কহি নিজহস্তে ঘর বান্ধে হরি।
যোগাইয়া দেয় সাধু কাষ্ঠ খড় দড়ি॥
ছাপ্পর ছাইয়া হরি অতি মনোরম।
খড় তুলি দেয় সাধু হেরয়ে বদন॥
ঐশ্বর্য্যভকত সাধু ইষ্টনিষ্ঠময়।
হরি সর্ব্বকর্ত্তা কারণনিষ্ঠা হয়॥
লোকে কহে নামদেবে কে ঘর ছাইল।
কি সুন্দর ছান হেন কভু না দেখিল॥
হেন কারিগর কেবা মোরা তারে আনি।
ছাওয়াইব চাল তার ঘর কোথা শুনি॥

সাধু কহে তাঁর ঘর যদ্যপি জানিবে।
দেখিবে তাঁহারে যদি চল ছাওয়াইবে॥
সাধুসঙ্গ কর কর স্মরণমনন
তাঁর জনে ভক্তি কর শ্রবণ কীর্ত্তন॥
বিশেষ বুঝিয়া লোক হরিভক্ত হয়।
হেন সাধুসঙ্গে কিবা অলভ্য আছয়॥
অতএব নামদেব সাধুর প্রসঙ্গ।
ভক্তসঙ্গে হরির যতেক রসরঙ্গ॥
কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র কহিল মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবে যার নাহি পায় সীমা॥
সেই প্রভু সেই প্রিয় ভক্তের সহিতে।
সেবাযোগ্য হৈতে চাহে কৃষ্ণদাস চিতে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগুরুভক্ত-আদি-ভক্ত-গুণ-বর্ণনম্ একাদশ-মালা।

দ্বাদশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীজয়দেব গোস্বামী।

এবে কহি শ্রীল-জয়দেবের চরিত্র।
শ্রবণসুখদ আর পরমপবিত্র॥
কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম-সাগর হইতে।
শ্রীমান্ জয়দেব দ্বিজ হইল বিদিতে॥
শ্রীল-পুরুষোত্তম-মহাকাশ * গিয়া।
বন্ধুত্ব করিলা অন্য পূর্ণচন্দ্র পায়্যা॥
উভয় প্রণয়রসে ভেট দোঁহে করে।
পুরুষোত্তম-চন্দ্র দিশা ভ্রান্তত্ব সদরে॥
জয়দেব-চন্দ্র নিজবন্ধুর চরিত।
বর্ণিয়া কারলা ভেট করিলা মোহিত॥
দুই চন্দ্র উদয় করিয়া ত্রিভুবনে।
দুরিত-তিমির নাশি কৈল আলোকনে॥

---

* পাঠান্তরে—"ছলিতে।"

* পাঠান্তরে—"পুরুষোত্তম ধাম মধ্য।"

তাহার জ্যোৎস্নার কিছু মহিমা শুনহ।
যথাশক্তি কিছু কহি পবিত্রিতে দেহ॥
জয়দেব মহাশয় মহান্ মানুষ।*
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বৃক্ষতলে বাস॥
অগাধ পাণ্ডিত্য হয় অতুল্যভক্তিবান।†
শ্রীমান্ জগন্নাথ-প্রভুর কৃপার ভাজন॥
কান্থা করোয়া মাত্র অন্যসঙ্গহীন।
বিরক্ত উদার জিতেন্দ্রিয় দম্ভ খীণ॥
পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ যে অপত্যবিহীন।
সেবিলা শ্রীজগন্নাথে হইয়া সুদীন॥
প্রার্থনা করিলা দ্বিজ সন্তান কারণ।
প্রতিজ্ঞা করিলা হেতু প্রভুর তোষণ॥
কন্যা কিংবা পুত্র যাহা প্রথমে জন্মিবে।
দাসী কিংবা দাস মতে চরণে সেবিবে॥‡
কথোক দিবসে এক কন্যা জনমিল।
কর্ম্মযোগ্যকাল যবে বয়স হইল॥
জগন্নাথ আগে দাসী করিয়া সঁপিলা।
প্রভু অঙ্গীকার করি বিপ্রে আজ্ঞা দিলা॥
লইনু তোমার কন্যা হৈল মোর দাসী।
কিন্তু এক দাস মোর বিরক্ত উদাসী॥
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে।
তাঁহারে লইয়া কন্যা সঁপহ ত্বরিতে॥
তেঁহ মোর দাস তব কন্যা হবে দাসী।
অতএব ওহে মুক্তি পাব সুখরাশি॥
এতেক আদেশ বিপ্র পাইয়া তৎক্ষণে।
যথা জয়দেব সাধু গেলা সেই স্থানে॥
যাইয়া কহয়ে বিপ্র জগন্নাথ-আজ্ঞা।
কন্যা প্রতিগ্রহ কর না কর অবজ্ঞা॥
সাধু শুনি চমকিত হইয়া কহয়।
হেন আজ্ঞা করে প্রভু কি বিচার হয়॥
তাঁহাতে অনেক সাজে মোরে অসম্ভব।
হেন আজ্ঞা পালিবারে নাহি পারি লব॥

কৃপা নহে এ তো মোরে অকৃপার হেতু।
বিড়ম্বনমাত্র এই নিগ্রহের সেতু॥
কন্যা লয়্যা যাও তুমি মোর কায নাই।
বরঞ্চ তাঁহার দেশ ছাড়িয়া পলাই॥
বিপ্র কহে আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিবে।
সাধু কহে না পারিব পুনঃ না কহিবে॥
পরস্পর দু'জনাতে বাক্যহঠ হৈল।
ব্রাহ্মণ বিরক্ত হৈয়া উঠিয়া চলিল॥
কন্যারে কহিলা তুমি বসিয়া থাকহ।
এঁহ যে তোমার স্বামী নিশ্চয় জানিহ॥
পদ্মাবতী নামে কন্যা পদ্মিনী সমান।
বসিয়া রহিলা সেই সাধু-সন্নিধান॥
সাধু কহে যাহ তুমি হেথা কায নাই।
কান্দিয়া কহয়ে কন্যা করুণা জানাই॥
পিতা সমর্পিলা আর জগন্নাথ-আজ্ঞা।
তুমি যে আমার স্বামী এ মোর প্রতিজ্ঞা॥
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনবাক্যে তব চরণ সেবিব॥
এত শুনি জয়দেব বিচার করয়।
জগন্নাথ ইচ্ছা কভু অন্যথা না হয়॥
যে হউ সে হউ অঙ্গীকরিতে হইল।
বুঝিলাম মায়াফাঁস গলায় লাগিল॥
জগন্নাথ জগতের কর্ত্তা বিভু হয়।
তেঁহ যে করিবে তাহে কি আছে উপায়॥
ইহা ভাবি তাঁরে অঙ্গীকার করি কহে।
তবে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া রহ তাহে॥
ঝোপড়া বান্ধিয়া এক সেবা প্রকাশিলা।
শ্রীরাধামাধব নাম ঠাকুরের হৈলা॥
তাঁর পরিচর্য্যায় পদ্মারে নিয়োজিলা।
রাধামাধবের দাসী করিয়া সঁপিলা॥
পদ্মার মহিমা কেবা কহিবে অবধি।
যথা দেব তথা দেবী নিরমিলা বিধি॥
জগন্নাথ বিচার করিয়া সমর্পিলা।
স্বামীর সমান প্রেম সমান সুশীলা॥
শ্রীরাধামাধব-রূপ দেখিয়া নয়নে।
অন্তরে স্ফুরিলা কিছু করিতে বর্ণনে॥
শ্রীগীতগোবিন্দ সর্গ দ্বাদশ বর্ণিল।
অপূর্ব্ব সুচমৎকার ভুবন ভরিল॥

---

* পাঠান্তরে—"মহাসু মানুষ" এবং "মহাসু মানস।"

† পাঠান্তরে—"অতুল পাণ্ডিত্যে" এবং "অগাধ পাণ্ডিত্যে।"

‡ পাঠান্তরে—"সঁপিব।"

অদ্যাবধি জগন্নাথ ত্রিসন্ধ্যা যে গীত।
না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার নিত॥
কি কব মহিমা তাঁর শ্রীহস্তে আপনে।
লিখিলা পুস্তকে হরি মান-প্রকরণে॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্বকথন।
পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লিখিলা যেমন॥
খণ্ডিতা-মধুররস বর্ণন করিতে।
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার পড়ে চরণেতে॥
প্রসিদ্ধ আছয়ে ইহা ত্রিজগতে গায়।
কবিরাজ-মনে কিছু হইল সংশয়॥
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে এতেক লাঞ্ছনা।
কেমতে বর্ণিব বলি হৈল দুঃখমনা॥
পুস্তক রাখিয়া সাধু স্নান করিবারে।
গমন করিল। তবে সাগরের নীরে॥
হেথা কৃষ্ণচন্দ্র জয়দেব-রূপ ধরি।
লিখিতে আইলা পদ্মা পুছে বেরি বেরি॥
এইমাত্র স্নানে গেলা ফিরি কেনে আইলা।
তেঁহ কহে বার্ত্তা এক মনে পড়ি গেলা॥
শীঘ্র লিখিয়া রাখি পুনঃ স্নানে যাই।
এত কহি গ্রন্থে লিখে রসের মাধাই॥
"দেহি পদপল্লবমুদারম্" ইতি।
লিখিয়া চলিলা হরি অতিক্রতগতি॥
পদ্মার সন্দেহ মনে কহিবারে নারে।
হেনকালে জয়দেব আইলেন ঘরে॥
চমকিত হইয়া কহয়ে পদ্মাবতী।
এই তুমি গ্রন্থ লিখি গেলে শীঘ্রগতি॥
পুনঃ দেখি স্নান করি আইলা এইক্ষণে।
ইহার কারণ কি সন্দেহ মোর মনে॥
ক্ষণমাত্র দেখি পুনঃ সমুদ্রগমন।
স্নান করি পুনঃ অর্দ্ধ ক্রোশ আগমন॥ *
লিখিলা যে সেই কেবা কেবা হও তুমি।
ভ্রমিছে আমার মতি কেবা মোর স্বামী॥
বুদ্ধিমান জয়দেব বুঝিলা অন্তরে।
ইথে কিছু গূঢ়কথা আছয়ে ভিতরে॥
অতিশীঘ্র গ্রন্থ খুলি দেখে মহামতি।
অপ্রাকৃত সদক্ষর ঝলকিছে জ্যোতি॥

হৃদয়ে রাখিয়া গ্রন্থ পুনঃপুনঃ বলে।
দেখি পদ দেহি পদ কণ্ঠে না উগলে॥
নয়নে গলয়ে ধারা পুলক কম্পন।
প্রেমাবেশে ধরে গিয়া পদ্মার চরণ॥
তুমি ধন্য ধন্য তব সফল জীবন।
মোর ভাগ্যে না হইল হেন দরশন॥
সেই সত্য স্বামী তব নয়নগোচর।
হইল ফলিল তব জন্মতরুবর॥
সেই গীতগোবিন্দ ব্যাপিল ত্রিভুবনে।
ক্ষেত্রবাসী রাজার উপজে কিছু মনে॥
শ্রীগীতগোবিন্দ নামে বর্ণিয়া আপনে।
কহিলা অমাত্যগণে প্রচার কারণে॥
সভাসদ পণ্ডিতাদি চমকি কহয়।
জয়দেবকৃত গ্রন্থ প্রভুপ্রিয় হয়॥
সুমিষ্ট বর্ণন তেঁহ না হয় কুত্রাপি।
অতএব এঁহ লোকে না চলিব ব্যাপি॥
ইহা শুনি রাজা শ্রীমন্দিরে প্রভুস্থানে।
দুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষাকারণে॥
কবিরাজ-কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইলা।
নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভু ।রণে ফেলিলা॥
তাহাতে রাজার চিত্তে অভিমান হৈয়া।
বুড়িয়া মড়িতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া॥
রাজা নিজভক্ত পুনঃ দিয়া উপজিল।
না মর তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার হৈল॥
জয়দেবকৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥
জগন্নাথ-কৃপামৃত পাইয়া রাজন।
আনন্দ-উল্লাসে সাধু হইলা মগন॥
শ্রীমান কবিরাজ সাধুর মহিমা।
আর কিছু শুন সবে সৌভাগ্যের সীমা॥
সাধু নিজকুটীরের ছাপর ছাইতে।
রৌদ্রে শ্রান্তি দেখি হরি দুঃখ পায় চিতে॥
ত্বরায় হইব বলি পদ্মাবতী ভাগে।
গিরো ফুড়ি দেন গৃহে থাকিয়া আপনে॥
কার্য্যান্তর হৈতে পদ্মাবতী আইলা দূরে।
দেখিয়া সাধুর কিছু সংশয় অন্তরে॥
ছাপর হইতে তবে জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
এই গিরো ফু ড় দিলা পুনঃ দেখি দূরে॥

* পাঠান্তরে—"ক্ষণমাত্রে কৈলা আগমন।"

পদ্মা কহে আমি নাহি গিরো ফুড়ি দেই।
সাধু নাম্বি দেখে গৃহ কোথা কেহ নাই॥
মাধামাধবের হস্তে দেখে ফুলমালা।
বুঝিয়া সাধুর মনে অতি দুঃখ হৈলা॥
হেন সুকুমার অঙ্গ ননীর পুতলি।
এত শ্রম কেনে কৈলে আহা যাও বলি॥
আর একদিন জয়দেব-রূপ ধরি।
পদ্মাহস্তপাক অন্ন খাইলা ছল করি॥
অতএব কত রঙ্গ কতেক কহিব।
কবিরাজ সৌভাগ্যের তুলনা কি দিব॥
কবিরাজরাজের এক লীলা কহি আর॥
অপূর্ব্বকথন হয় লোকে চমৎকার॥
ঠাকুরসেবার হেতু আনিবারে অর্থে।
দেশান্তর হইতে আনিতে দৈবে পথে॥
দস্যুতে ঘেরিয়া অর্থ সব কাড়ি নিল।
মারিবার উদ্যোগে সাধু দস্যুরে কহিল॥
অর্থ তো লইলে ভাই কি কায মারিয়া।
দস্যু কহে ধরাইয়া দিবে গ্রামে গিয়া॥
কেহ বলে নাহি মার হস্তপদ কাটি।
কূপেতে ডারিয়া দেহ কিবা হটাহটি॥
এত কহি হস্তপদ কাটি কূপে ডারি।
চলি গেল দস্যুগণ নিজ ঘরাঘরি॥
সাধুর বেদনা ক্ষোভ কিছুমাত্র নাহি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মুখে কূপে অবগাহি॥
দুই তিন দিনে এক রাজা মৃগয়াতে।
যাইতে দেখয়ে এক নর রহে তাথে॥
সূর্য্যের কিরণ সম অঙ্গের কিরণে।
যতনে তুলিয় নমস্কার কায়মনে॥
হস্তপদ বিবরণ পুছয়ে রাজন।
তেঁহ কহে কৃষ্ণ-ইচ্ছা ইহার কারণ॥
রাজা ভক্তিভাবেতে শিবিকা চড়াইয়া।
নিজগৃহে গেলা শীঘ্র সাধুরে লইয়া॥
সুন্দর মন্দিরেতে রাখি জিজ্ঞাসে তাঁহারে।
কিছু অভিলাষ হয় আজ্ঞা কর মোরে॥
তেঁহ কহে অভিলাষ বৈষ্ণবসেবনে।
উদ্যোগ করহ এইমাত্র মোর মনে॥
আরম্ভিলা বৈষ্ণবসেবন সুপিরীতে।
ভক্ষ্য-চোষ্য-আদি যে সামগ্রী বিধিমতে॥

শত শত বৈষ্ণব ভুঞ্জয়ে দিনে দিনে।
আনন্দ বাড়িল বৈষ্ণবের দরশনে॥
দুষ্টভাবে সেই দস্যুগণ ভেক ধরি।
আইল রাজার গৃহে কপট আচরি॥
কবিরাজ দেখে সেই দস্যু ছদ্মরূপে।
আইল দুষ্টতা করি প্রতারিতে ভূপে॥
আগমনমাত্রে বহু সমাদর কৈলা।
শুশ্রূষাকারণে সাধু রাজারে কহিলা॥
এই যে বৈষ্ণবগণে সেবন করিবে।
অন্য হৈতে অধিক পরিচর্য্যা-প্রীতিভাবে॥
রাজা স্বতঃ পরতঃ সেবয়ে নানামতে।
তাহারা কম্পিত ভয়ে স্থির নহে চিতে॥
যার হস্তপদ কাটি কূপে দিনু ডারি।
সেই দেখি এবে রাজগৃহে অধিকারী॥
বুঝি ছল করিয়া রাখিল মো-সবারে।
শালে দেয় কবে কিংবা গরদানে মারে॥
খাইয়া শুইয়া কিছু সুখ নাহি মনে।
প্রতিদিন কহে মোরা যাই অন্যস্থানে॥
রাজা কহে বাবাজীর অনুমতি বিনে।
যাইবারে তোমা সবা কহিব কেমনে॥
পলাইয়া যাইবার যুকতি করয়ে।
দ্বারে দারোয়ান হয়ে ছাড়িয়া না দেয়ে॥
ভাবিয়া আকুল নৃপে বিনতি করয়।
ভয়ে বাবাজীর স্থানে কেহ নাহি যায়॥
যাইবার আগ্রহ বুঝিয়া রাজা মনে।
অনুমতি লাগি কহে বাবাজীর স্থানে॥
বাবাজী কহিলা অই বৈষ্ণবগণেরে।
বহু অর্থ দেহ লোক দেহ বহিবারে॥
আজ্ঞাক্রমে রাজা বহু অর্থ সঙ্গে লোক।
বিদায় করিলা দিয়া প্রণয়পূর্ব্বক॥
ধনলোভে [illegible] ত কথো দূর গিয়া॥
লোকেরে কহে যাও তোমরা ফিরিয়া॥
তাহারা কহয়ে নৃপতির আজ্ঞা নাই।
সে য[illegible]উ পুছ তোমা সবাকার ঠাঞি॥
অনেক বৈষ্ণব আইসে বাবাজীর স্থান।
তোমাদিগে এতেক করিলা কেনে মান॥
কহে তবে দুষ্টেরা স্বভাব অনুসারে।
বৈষ্ণব-অপরাধ ফলে সেই তেপান্তরে॥

বহুমান কৈল তার কারণ শুনহ।
যেহেতুক বাবাজীর অঙ্গহীন দেহ॥
এক রাজগৃহে মোরা চাকর আছিল।
আমিহ প্রধান তথা * জমাদার ছিল।
কোন অপরাধে রাজা মারিতে কহিল।
গোপনেতে হস্তপাদ কাটি ছাড়ি দিল॥
হেথা আসি ছল করি মহান্ত হইল।
পাছে মোরা ভুর ভাঙ্গি ভয়েতে কাঁপিল॥
আর হেতু পূর্ব্ব-প্রাণরক্ষা কৈনু মোরা।
যে কারণ ধন দিলা খোসামদপারা॥
শুনি রাজভৃত্যগণ প্রসন্ন নহিলা।
ইতরের ন্যায় বাক্যে ক্ষোভিতা হইলা॥
হেনকালে পৃথিবী ফাটিয়া † দস্যুগণে।
মৃত্তিকাভিতরে নিঞা দাবে ক্রোধমনে॥
রাজভৃত্যগণ দেখি অবাক হইল।
সাধুদ্বেষী এই দুষ্ট মনে বিচারিল॥
নহে অ'চম্বিত হেন দণ্ড 'বে কেন।
প্রকৃতি ইহার বু ঝলাম সন্তাষণে॥ ‡
অর্থসহ বিশেষ রাজার স্থানে গিয়া।
কহিলা সে লোকগণ আশ্চর্য্য মানিঞা॥
রাজা বাবাজীর স্থানে পুছয়ে যতনে।
তেঁহ আদ্যোপান্ত সব কহে বিবরণে॥
দস্যু হয়ে মোর হস্ত-পাদ অই কাটে।
সাধু'বেশ ধরিয়া আইলা সটেপটে॥
রাজা পুনঃ পুছে সমাদর কৈলে কেনে।
অর্থ বা অনেক দিলে কিসের কারণে।
সাধু কহে সবার অন্তরে সুখদান।
অর্থে বা সম্মানে এই কর্ত্তব্যবিধান॥
বিশেষে দুষ্টের প্রতি অদৈন্য কর্ত্তব্য।
সক্তিতার্থ হৈলে পরহিংসা না করিব॥
কহিতে কহিতে হস্তপদ পূর্ব্ববৎ।
হৈল সাধু অসাধুর এই দুই পথ॥
সাধুর ঘরণী নাম পদ্মাবতী সতী
রাজা শুনি আনাইলা আপন বসতি॥

নৃপতির রাণী তার ভাই মরিয়াছে।
ঘরণী তাহার, সহগমন গিয়াছে *॥
শুনিয়া কান্দয়ে রাণী পদ্মা কহে তবে।
সহমৃতা হই অতিদূর প্রেমভবে॥
প্রিয়াধান প্রাণ প্রিয়হীনক্ষণমাত্র।
বাহিরায় নহে যদি কোন্ প্রেমপাত্র॥
সে কথা রাণীর মনে জাগিয়া রহিল।
পরখিতে কিছু তার উপায় সৃজিল॥
জয়দেবঠাকুর আর রাজা দুইজনে।
বাগিচাতে থাকে কৃষ্ণকথা-আলাপনে॥
রাজা গৃহে আইলে রাণী চরণে পড়িয়া।
পদ্মার প্রেমোক্তিকথা বিশেষ জানায়্যা॥
কহে গোসাঞির মিথ্যা মৃত্যুসমাচার।
পাঠাইয়া দেহ গিয়া তাঁহার গোচর॥
রাজা কহে অনোচিত অপরাধ হবে।
স্ত্রীর স্বভাব পুনঃপুনঃ কহে তবে॥
রাজা কহে যাহা জান কর যেবা হয়।
আমি নাহি জানি তব মনে যাহা লয়॥
মিথ্যা করি গোসাঞির মৃত্যুসমাচার।
রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোকদ্বার॥
শুনি মাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তাঁর।
রাণী অপরুদ্ধ হৈয়্য করে হাহাকার॥
ভয়ে কম্পমান নৃপে দিলা সমাচার। *
রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরস্কার॥
গোসাঞির চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোসাঞি কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে॥
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র কৃষ্ণনামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণসঞ্চার॥
এত কহি সাধু যাই তাঁহার নিকটে।
কৃষ্ণ কহ বলিতেই চমকিয়া উঠে॥
প্রাকৃতিক স্ত্রী যেমন সামান্য পুরুষে।
স্বামিবুদ্ধি করি হয় আসক্ত কুরসে॥
পাছে বুঝ পদ্মাবতীর তেমতি আশয়।
স্বামিসম্বন্ধ যাতে কৃষ্ণপ্রেমময়॥

* পাঠান্তরে—'ওমোরপল্লনাম ছিল।'
† পাঠান্তরে—'কাটিয়া' এবং 'খনিয়া।'
‡ পাঠান্তরে—'ফল বুঝিলাম মনে।'

* উপরের এই চারি ছত্র কোনও কোনও পুস্তকে নাই।

কৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বামী বন্ধু কৃষ্ণভক্ত।
অতএব স্বামিপ্রেমব্যক্তি অপ্রাকৃত॥
কিছুদিন ব্যাজে সাধু রাজারে কহিয়া।
পুনঃ শ্রীপুরুষোত্তম গেলা হৃষ্ট হিয়া॥
তাঁর মুখপদ্মমধু শ্রীগীতগোবিন্দে।
ত্রিজগৎ মত্ত হৈল যেই রসানন্দে॥
মধুর সঙ্গীত শুনি দেবনারীগণ।
পুলকে ফুৎকার করে পালটি নয়ন॥
সাধু কি পাষণ্ডী কিবা বিষয়ী পামর।
শুনিঞা না দ্রবে হেন নাহি চরাচর॥
মালীর দুহিতা এক বার্ত্তাকুর ক্ষেতে।
বার্ত্তাকু উঠায় আর গায় আনন্দিতে॥
জগন্নাথ নিজলীলাবিশেষ-আখ্যান।
শুনিঞা মগন চেষ্টা প্রেয়সীর গুণ॥
মালিনীর পশ্চাতে শুনিতে ধাবমান।
কোমল শ্রীপাদপদ্মে ফুটে শিলাকণ॥
কণ্টকে ছিণ্ডিল শ্রীঅঙ্গের মিহিবস্ত্র।
উড়নিতে বিন্ধি রহে কণ্টকিত পত্র॥
মন্দিরে আইলা যবে ছিন্নভিন্ন বেশ।
দ্বার খুলি পাণ্ডাগণ ভাবয়ে অশেষ॥
বস্ত্র মাল্য অলঙ্কার অঙ্গে ছিণ্ডিয়াছে।
বার্ত্তাকুর কাঁটা বস্ত্রে বিন্ধি রহিয়াছে॥
রাজা আসি চমৎকৃতে করয়ে স্তবনে।
কোথা গিয়াছিলে প্রভু অলভ্য কি ধনে॥
ত্রৈলোক্যে তোমার ক্রীড়াভাণ্ডে কিবা নাই।
কি কারণে কোথা যাও আহা বলি যাই॥
আহা মরি শ্রীচরণে কত না বেদনা।
পাইলে কোথায় কেবা কৈল কদর্থনা॥ *
এ তোমার ভৃত্য প্রভু সম্মুখে থাকিতে।
আজ্ঞা না করিলা কেনে কি কায যাইতে॥
আজ্ঞা কর আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য আনি।
ব্রহ্মা-আদি দেবতা বাসুকি বেদবাণী॥
ধরিয়া আনিয়া ক্ষণে দেহ শ্রীচরণে।
ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণিত করি সুমেরুর সনে॥
শ্রীচরণকমলের বালাইর সনে।
ফুক দিয়া ক্ষণমাত্রে উড়াই গগনে॥

কারণ-অর্ণব স্বর্ণঝারিতে ভরিয়া।
সুকোমল শ্রীচরণ দেই ধোয়াইয়া॥
আহা এ কি কেনে কোথা কিসের লাগিয়া।
গিয়াছিলে কি অভাবে চরণে হাঁটিয়া॥
কাতর অন্তরে রাজা নয়নের জলে।
ভাসিয়া কহিলা যবে হইয়া বিকলে॥
প্রত্যাদেশ করিয়া দয়াল জগন্নাথ।
বিশেষ কহিলা তবে নৃপতির সাথ॥
মালীর দুহিতা নিজ বার্ত্তাকুর ক্ষেতে।
পড়ে গীতগোবিন্দ মুঞি গেলাম শুনিতে॥
ধাইতে পশ্চাতে বার্ত্তাকুর কাঁটা লাগে।
তুষ্ট হইনু বড় তাঁরে আন মোর আগে॥
শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ যেখানে যে করে।
অবশ্য সেখানে মুঞি যাই শুনিবারে॥
চমৎকার ভাবে রাজা মালিনীর আগে॥
শিবিকা পাঠায়্যা আনে বহু অনুরাগে॥
জগন্নাথ-সম্মুখে সে পরম আনন্দে।
গাইল গোবিন্দগীত পরম প্রবন্ধে॥
অদ্যাপিহ তাহার সন্তান প্রভু-আগে।
শ্রীগীতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাভাগে॥
শ্রীগীতগোবিন্দ শুনিবারে প্রভু ধায়।
শুনি রাজা নগরেতে ঢেঁড়রা ফিরায়॥
কুৎসিত-স্থানেতে কিংবা গমনসময়।
পাঠ যে করিবে সেই দণ্ড অই হয়॥
যবন মোগল এক তাহাতো শুনিঞা।
জগন্নাথ আইসে তাহে উৎসুক হইয়া॥
ঘোড়া চড়ি যায় গীত-গোবিন্দ পাড়য়।
জগন্নাথ শুনিবারে পাছে পাছে ধায়॥
চারিপাশে চাহে সেই মোগল সুমনা।
জগন্নাথ কোথা আইসে করয়ে তর্কণা॥
দেখিবারে না পাইয়া ভাবয়ে অন্তরে।
যবন বলিয়া বুঝি পেক্ষিলা মোরে॥
হেনকালে দেখি আগে শ্যামলসুন্দর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে হইয়া অথর॥
যবন চণ্ডাল বিপ্র হরি না বিচারে।
যেই ভজে সেই পায় গুণের সাগরে॥
শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বৃন্দাবন যাইতে।
অন্তরে আবেশ হৈল ঠাকুর-সহিতে॥

* পাঠান্তরে—"কিবা পাইলে কদর্থনা।"

ঠাকুর কিশোর রূপ স্থূল অঙ্গ ভারি।
কেমনে লইয়া যাব উপায় কি করি॥
এতেক ভাবিতে রাধামাধব কহিল।
চিন্তা কি আমারে লয়্যা বৃন্দাবন চল॥
ঝুলির ভিতর করি লইয়া যাইবে।
ছোটরূপ হব কিছু ভার না লাগিবে॥
ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কবিরাজ।
বৃন্দাবন গেলেন ঠাকুর ঝুলিমাঝ॥
বৃন্দাবনধাম দেখি পুলক হইলা।
কেশীঘাট সন্নিধানে আনন্দে রহিলা॥
কোন মহাজন রাধামাধবে হেরিয়া।
আর্দ্র হইয়া দিলা মন্দির বানাইয়া॥
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে।
ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে॥
অদ্যাবধি তথা ঘাটিনাম রম্যস্থানে।
বিরাজ করয়ে চাঁদ ঝলকে বদনে॥
পরমসুন্দর রূপ ভুবনমোহন।
বিজুরি চমকে যেন অঙ্গের কিরণ॥
অতএব শ্রীল-জয়দেব কবিরাজ।
যাঁর গুণ-কীর্ত্তি যে প্রসিদ্ধ জগমাঝ॥
অসাধার-গুণ সাধু অপার মহিমে।
যাঁর স্নান-অনুরোধে গঙ্গা আইলা গ্রামে॥
কেন্দুবিল্ব হৈতে গঙ্গা হয় আঠার ক্রোশ।
প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে বারোমাস॥
একদিন সাধু কোন কারণ-অধীনে।
যাইতে না পারি ক্ষোভে ভাবয়ে মউনে॥ *
হেনকালে গঙ্গাদেবী কল্লোল করিয়া।
সাধুর আশ্রম যথা কেন্দুলি আসিয়া॥
জয়দেবে কহে গঙ্গা কর আসি স্নান।
তোমার পরশ লাগি আইনু তব স্থান॥
সর্ব্বতীর্থমধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে।
মহিমা কে কবে শিব শিরে ধরে যাথে॥ †
হেন গঙ্গা কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ-পরশনে।
সৌভাগ্য গণয়ে আর ধন্য করি মানে॥

ইঁহার প্রমাণ বহুশাস্ত্রেতে বাখানে।
প্রচণ্ডরূপ সর্ব্বলোকে অজ্ঞে নাহি জানে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো!
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

আমি তাঁর শ্রীচরণ অন্ত র ধ'র।
আশা করি আছি হৃদিপাত্র পসারিয়া॥
তার পানশেষ প্রেম-অমৃতের কণা।
কৃষ্ণদাস প্রাপ্তিহেতু করয়ে কামনা॥

চরিত্র শ্রীঅর্জ্জুন-মিশ্র।

শ্রীমান অর্জ্জুন মিশ্র ভাগবত সাধু।
শ্রীপুরুষোত্তমে বাস সমিভ্যারে বধূ॥
পণ্ডিত গম্ভীর মহা-উদার-চরিত।
নির্ম্মৎসর শান্ত শিষ্ট তদ্গত-চিত॥
ভিক্ষা উপজীব্য মাত্র সর্ব্বত্র উদাস।
শ্রীমদ্গীতা-ভাগবতে সদাই বিলাস॥
গীতা উপনিষদের টীকা বিস্তারিতে।
যোগক্ষেমং বহাম্যহং" শ্লোক বিচারিতে॥ *
মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে।
যোগ-ক্ষেম বহিয়া যে অনন্য-ভক্তেরে॥
আপনি যোগান হেন সম্ভব না হয়।
পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয়॥
লেখনীতে আঁচড়িয়া পাঠান্তর স্থাপে।
গীতা ভাগবত দেহ সাক্ষাৎ-স্বরূপে॥
গীতাপাঠ কাটাতে অক্ষরে আঁচড়িতে।
রামকৃষ্ণ-অঙ্গ ক্ষত হয় সেই ঘাতে॥
জানাইতে তাঁহারে করিলা কিছু ভঙ্গি।
আচম্বিতে বাত-বৃষ্টি হয়ে উত্তরঙ্গী॥

হে বিভো! আপনাদের ন্যায় ভাগবত-গণই স্বয়ং তীর্থভূত। অন্তরস্থিত গদাধরের ন্যায় আপনারা তীর্থদিগের (মলিনত্ব দূর করিয়া) তীর্থত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ১।

---

* পাঠান্তরে—"ভাবে মনে মনে।"

† পাঠান্তরে—"মহিমা কে করে শিব ধরিলেন মাথে।"

* পাঠান্তরে—'যোগক্ষেমং শ্লোকের অর্থ বিচারিতে।"

ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র থাকে উপবাসে।
পরদিনে গেলা পুনঃ ভিক্ষা অভিলাষে॥
হেথা দুই ভাই জগন্নাথ বলরাম।
ব্রাহ্মণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম॥
দু'জনার স্কন্ধে দুই প্রসাদের ভার।
রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার॥
[illegible]ষা কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইলা।
ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা॥
এতেক প্রসাদ তেঁহ পাইলেন কোথা।
তোমাদিগের স্কন্ধে দিতে মনে নৈল ব্যথা॥
সে যা হউক তোমাদিগের অঙ্গে রক্তধারা।
কান্দিতেছ মারিল কে হেন বুঝি পারা॥
তাঁহারা কহেন মিশ্রঠাকুর মারিল।
তেঁহ কহে অসম্ভব মনে না লইল॥
শ্রীমিশ্রঠাকুর কারু নাহি দেন পীড়া।
ব্রাহ্মণবালক থাকু নাহি হিংসে ক্রীড়া॥
তাহাতে তোমরা হেন সুন্দর কিশোর।
হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্যু-চোর॥
সুকোমল অঙ্গ সুকুমার আহা মরি।
কেমন নির্দ্দয় সেই দয়া নৈল হেরি॥
পুনঃ শিশু কহে মাতা সত্য যে কহিনু।
মিশ্র মারিয়াছে ক্ষত হইয়াছে তনু॥
পুনঃপুনঃ শুনি ঠাকুরাণী মনে নৈল। *
তবে বল বাপু আহা কি দিয়া মারিল॥
কেনে বা মারিল হেন কুমতি হইল।
এ হেন সোণার অঙ্গে আঘাত করিল।
তাঁহারা কহেন মোরা কিছু নাহি কহি।
সন্নিকটে ছিনু মাত্র দোষগুণ এহি॥
লোহার কণ্টক তীক্ষ্ণ তাহার আঘাতে।
আঁচড়িলা অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষাতে॥
এত শুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া।
পড়িয়া রহিলা ভূমে আক্রোশ করিয়া॥
শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইলা ঘরে।
ভিক্ষা নাহি মিলে বাত-বরিষণ-তরে॥
আসিতে আসিতে ঠাকুরাণী কহে তবে॥
শুন দেখি এমন হইলে তুমি কবে॥

এ-হেন কুমতি তব কি লাগি হইলা।
আহা মরি দুটি শিশু মারিয়া ডারিলা॥
এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধারা।
পণ্ডিত হইয়া তার ফল এই পারা॥
এত শুনি বিপ্র সাধু আশ্চর্য্য মানিয়া।
আকাশ পাতাল ভাবে চমকিত হৈয়া॥
কহে আরে কে আইল কাহারে মারিনু।
আমি তো কারো কভু হিংসা না করিনু॥
কোথা হেতে আইলা শিশু বিবরণ কহ।
বৃথা কেনে রোষ করি করহ কলহ॥
ঠাকুরাণী কহে মহাপ্রসাদের ভার।
জানো নাহি স্কন্ধে দিয়া পাঠাইলে যার॥
মিশ্র কহে আমি তো না প্রসাদ পাঠাই।
পাঠাইল প্রসাদ কেবা সে বালক বা কই॥
তবে ঠাকুরাণী পুনঃ চমকিয়া কহে।
কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে॥
অপূর্ব্ব-স্বরূপ দুটি গোরা-কৃষ্ণ-বর্ণ।
অতি-সুকুমার-অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ॥
স্কন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্তধারা।
কান্দিতে কান্দিতে আইলা যেন পুতুলাহারা
কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইল।
লোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আঁচড়িলা॥
পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র মরম বুঝিলা।
গীতাপাঠ কাটা হেতু অনুভব কৈলা॥
বুঝিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা।
কহে তবে সত্য আমি অঙ্গ আঁচড়িলা।
ঠাকুরাণী চমকিয়া পুছে ধীরে ধীরে।
কারণ কি ইহার বিবরিয়া কহ মোরে।
ঠাকুর কহেন আরে গীতা-ভাগবত।
জগন্নাথের নিজদেহ হয় তো সাক্ষাত॥
সেই গীতা-পাঠ ছাঁটি তাহে আঁচড়িল।
অতএব জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বাজিল॥
"বহাম্যহং" পাঠে মুঞি অবজ্ঞা করিল।
তাহার উদাহরণ স্কন্ধে বহি দেখাইল॥
জগন্নাথ-বলরাম আইলা গৃহেতে।
তুমি ধন্য দেখিলা নহে আমার ভাগ্যেতে॥
ব্রাহ্মণীরে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া।
প্রেমাবেশে হর্ষ-ভয়ে তটস্থ হইয়া॥

* পাঠান্তরে—"চিতে হৈল।"

'বহাম্যহং বহাম্যহং' লেখে পুনঃপুনঃ।
অপরাধ ক্ষেমাইতে করয়ে স্তবন॥
অদ্যাপিহ শ্রীঅর্জ্জুনমিশ্রের গীতাটীকা।
পণ্ডিতের মান্য হয় গৌরবে অধিকা॥
'বহাম্যহং বহাম্যহং' তিনবার হয়।
অর্জ্জুনমিশ্রের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায়॥
অতএব সিদ্ধান্ত অনন্য যেই ভজে। *
যোগক্ষেম দেন বহি আপনার ভুজে॥
অর্জ্জুনমিশ্রের ভাগ্য কিবা অনুপাম।
ছলে কৃপা কৈলা জগন্নাথ-বলরাম॥
সেই মিশ্রঠাকুর-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ।
কৃপা লাগি কৃষ্ণদাস করয়ে প্রার্থন॥

চরিত্র শ্রীশ্রীধরস্বামী।

শ্রীল শ্রীধরস্বামী জগতে বিদিত।
শ্রীমদ্ভাগবতটীকা কৈলা বিস্তারিত॥
শ্রীনৃসিংহদরশন সাক্ষাতে করিলা।
টীকা মধ্যে-মধ্যে গুণ-অমৃত বর্ণিলা॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক পৃথক।
মূঢ়জনে নাহি বুঝে মানে করি এক॥
স্বামী তাহা পৃথক করিয়া ব্যক্ত কৈলা।
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বাখানিলা॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি হরিভক্তিগন্ধ বিনে।
বিফল উদ্যম মাত্র প্রসিদ্ধ ভুবনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো! ১।

ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বিভু বিজয় ভুবন।
ভক্তিমুখ নিরীখয়ে কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি-মিশ্র ভক্তি যদি হয়।
ব্যভিচারী কহে শাস্ত্রে নাহি প্রশংসয়॥

হে বিভো! আপনার ভক্তিপথে মঙ্গল-স্রোত প্রবাহিত। ১।

---

১ পাঠান্তরে—"অন্যান্য যেহ ভাবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
প্রায়শো জিতোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্। ২

শুদ্ধভক্তি একমাত্র অনন্যশরণ।
অতএব নিরপেক্ষ স্বতঃ সদ্ধ হন॥
অনন্য করিয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
দুরাচার হইলেও সে সাধুমধ্যে হয়॥

শ্রীগীতায়াম্—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। ৩

ইহাতেই বুঝহ অনন্য বিনে ভক্তি।
শুদ্ধ অধিকারী নহে কহে বেদ-পংক্তি॥
হরিভক্তি-আশ্রিত অন্য দেব-আদি পূজে।
ভক্তিতত্ত্বরস সেই জন নাহি বুঝে॥
প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তি-আদি যেতে॥ *
যে যে অধিকারী করিবেন সেইমতে॥
হরিভক্তি জীবের যে কর্ত্তব্য তাৎপর্য্য।
কর্ম্ম জ্ঞান নহে দেহধারণের ধর্য্য।
শাঙ্কর বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণাব্যাখ্যান।
দূষিয়া স্থাপিলা শুদ্ধমত বিলক্ষণ॥
শ্রী ভাগবত-অর্থ † প্রচার করিলা।
যত যত বিরুদ্ধার্থ বিচারে খণ্ডিলা॥

যাঁহারা জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া সাধুমুখবিনিঃসৃত শ্রুতি-অনুগত ভবদীয় প্রসঙ্গকেই কায়মনো বাক্যে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোকের অজিত হইলেও, আপনি তাঁহাদিগের নিকট পরাজিত। ২।

যে ব্যক্তি অনন্য মনে আমার ভজনা করে, অতি দুরাচার হইলেও (সে ব্যক্তি সাধু মধ্যে গণ্য)। ৩।

---

* পাঠান্তরে—"ভক্তি-আদি যাতে।"
† পাঠান্তরে—"শত শত বিরুদ্ধার্থ।"

শুদ্ধমত সাধুর সম্মত সত্য-মার্গ।
নির্ণিলা নিরাসি মত মতবাদিবর্গ॥
কাশীপুরে দণ্ডী যত মতবাদিগণ।
হঠ করি বিচার করিলা বহুজন॥
পরাভব করি স্বামী দিলা ওলাহন।
তথাচ না মানে পূর্ব্বসংস্কার কারণ॥
উভয়সম্মতিমতে প্রতিজ্ঞা করয়।
মাধব যে অঙ্গীকরে সেই সিদ্ধ হয়॥
টীকা নিঞা শ্রীবেণীমাধব শ্রীচরণে।
ধরিতেই প্রভু কৈলা হৃদয়ে ধারণে॥
স্বামী দেখে প্রভু হস্তে ধরিয়া তুলিলা।
অন্যে দেখে যেন হৃদে উড়িয়া লাগিলা॥
অতএব জয় জয় শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাবার্থদীপিকা টীকা সাধু সাধুমত॥
জয় শ্রী শ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন।
ভাগবত-উপদেশে তারে জগজ্জন॥
তাঁহার বৈরাগ্যকথা আদ্য বিবরণ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণরসায়ন॥
শ্রীমান পরমানন্দপুরীর কৃপায়।
নৃসিংহ অকলঙ্কশশী হৃদয়ে উদয়॥
মহাভাগবতোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর।
বৈরাগ্য জন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির॥
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণগর্ভবতী।
তেজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি॥
হেনকালে নারী পুত্র-প্রসব হইয়া।
কাল প্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জেঠি-ডিম্ব।
চালে হৈতে পড়ি গেলা বিনা অবলম্ব॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হৈতে বাচ্ছা নিকশিয়া।
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া॥
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল॥
এতেক ভাবিয়া তেজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্যলোকেতে পালিল॥
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হইলা।
ভট্টি-নামে রামলীলা-সাহিত্য বর্ণিলা॥
শ্রীধরস্বামীর শ্রীচরণ-গুণ গাই।
শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীচরণে মতি চাই॥

চরিত্র শ্রীবিল্বমঙ্গল মহাশয়।

শ্রীমান্ বিল্বমঙ্গলঠাকুরের বলিহারি।
সাধুচূড়ামণি পরাকাষ্ঠা-প্রেম-ভোরি॥
অপূর্ব্ব অদ্ভুত চমৎকার সুমঙ্গল।
অলৌকিক রীত সুচরিত সুনির্ম্মল॥
কৃষ্ণহস্ত ধরি যেঁহ জোরাবরি কৈলা।
পুনঃ নেত্র ভরি রূপসাগর দেখিলা॥
তাঁর সুচরিত্র-সাগরের এক কণা।
পাইব পবিত্র লাগি দুর্ম্মতি আপনা॥
দক্ষিণদেশেতে কৃষ্ণবেণ্বা নামে নদী।
তাহার নিকট গ্রামে প্রায় কর্ম্মবাদী॥
তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নাম বিপ্র।
লম্পটস্বভাব ধর্ম্ম-অংশে অতিক্ষিপ্র॥
নদীপারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস-রজনী॥
একদিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ-মৃতাতিথি।
বেশ্যা কহে নদীপার না আসিহ ইথি।
সারাদিন রহে ঘরে উদ্বিগ্নমানস।
দ্বিতীয়প্রহর রাত্রে হইল অবশ॥
বৃষ্টিবরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত।
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাঘাত॥
নদীপার যাইতে নাহি নৌকা নাহি ভেলা
কাম-তরণিতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা॥
কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে।
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল আগে॥
জ্ঞানহত কাষ্ঠবুদ্ধ্যে মুদ্দর ধরিয়া।
সড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া॥
সে অনুধাবন নাহি কষ্টে পার হৈয়া।
বেশ্যার বাটীর চৌদগে ফিরে ধাইয়া॥
প্রাচীরের গর্ত্তে এক সর্প মুখ দিয়া।
রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত হইয়া॥
দ্বার না পাইয়া দীর্ঘরজ্জু বুদ্ধি করি।
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপরি॥

ভিতরে উপর হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে।
শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হড়বড়ে ॥
বাহির হইয়া আসি প্রদীপ লইয়া।
দেখে বিল্বমঙ্গল হয় আঙ্গিনায় পড়িয়া॥
ড়িয়া চূর্ণিত দেহ * উঠিতে না পারে।
াধর করিল আনিলা সবে ঘরে ॥
ঙ্গেতে দুর্গন্ধ ক্লেদ দেখিয়া পুছয়ে।
রূপে আইলা গিয়া প্রত্যক্ষে খোয়ে ॥
ান-আদি করাইয়া বসাইয়া গৃহে।
শেষ ভৎসন করি বেশ্যা বহু কহে ॥
ছি ধিক ধিক তব হেন দুষ্টবুদ্ধি।
হন কর্ম্মে যার মতি তার এই সিদ্ধি ॥
হন তম-মদ যাতে শব কালসর্প।
না চিনিলে অ ীন হইয়া কামদর্প ॥
আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পৃশ্য নিন্দিত।
তাহে তুমি বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনোচিত ॥
এ-হেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ † একভাগ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার।
বে কি না হইত চতুর্ব্বর্গসেবা যার ॥ ‡
চিন্তামণিবেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য।
শুনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হৈল ঐক্য ॥
আগমন ক্লেশ আর ভৎসনা বিশেষে।
ভাবিয়া বিবেক হৈল সুদৃঢ় মানসে ॥
রাত্রি কৃষ্ণলীলাগানে ** প্রভাত হইল।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল ॥
স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম।
তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র লৈলা অভিরাম ॥
একভাবে বৎসরেক গুরুর সেবন।
করিয়া পাইলা রত্ন শুদ্ধপ্রেমধন ॥
অলৌকিক প্রেমভক্তি পাইয়া হৃদয়।
মদপানে যেন মত্ত দিবানিশি যায় ॥

কৃষ্ণদরশনে মন-উৎকণ্ঠা হইল।
হাহা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল ॥
বৃন্দাবনে যাইবার হইল আশয়।
দিগ বিদিগ নাহি * অনুরাগে ধায় ॥
কথোক দিবসে এক গ্রামে উত্তরিয়া।
সরোবরতীরে বৃক্ষতলেতে বসিয়া ॥
প্রেমাবেশে অন্তর্ম্মনা দুই চারি দিন।
বসিয়া রহিলা তথা আত্মস্ফূর্ত্তিহীন ॥
গ্রামস্থ প্রবীণ লোকে দেখিয়া সুপাত্র।
ভক্তিভাবে প্রশংসয় ছলছল নেত্র ॥
সরোবরে স্নান করে বহু নরনারী।
সুন্দরী যুবতী এক বণিকের স্ত্রী ॥
দৈবাৎ তাহার পানে দৃষ্টিপাত হৈল।
হেন যে সাধুর মন ঈষৎ টলিল ॥
আপন অন্তর-রীত বুঝিয়া আপনে।
উপায় সৃজিলা কিছু শান্তির কারণে ॥
স্নান করি সেই নারী যে দিগে চলিল।
সাধু তার পাছে পাছে গমন করিলা ॥
বধূ নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলা।
সাধু তার গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলা ॥
হেনকালে সেই স্ত্রীর স্বামী সুচরিত।
দ্বারে সাধু বসি দেখি হইলা চকিত ॥
বহু স্তব করি কহে করযোড় করি।
কিবা আজ্ঞা হয় কহ করি শিরে ধরি ॥
সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ।
তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ ॥
বণিকচরিত্র কিছু অলৌকিক হয়।
বৈষ্ণবপ্রীতিকাযে স্বীকার করয় ॥ †
অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া।
আনিলা রমণী নিজ সুবেশ করিয়া ॥
নির্জ্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা।
আপদমস্তক সাধু সব নিরখিলা ॥
চক্ষু সম্বোধন করি তত্ত্ব বিচারিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজমন বুঝাইয়া ॥

---

* পাঠান্তরে—"পড়িয়া মূর্চ্ছিত রহে।"
† পাঠান্তরে—"শতঅংশ অংশের এক ভাগ।"
‡ পাঠান্তরে—"তোমার" এবং "চতুর্ব্বর্গ সেবে যার।"
** পাঠান্তরে—"কৃষ্ণলীলা-ধ্যানে।"

* পাঠান্তরে—"দিগাদিগ নাহি জ্ঞান।"
† পাঠান্তরে—"বৈষ্ণবের প্রীত-অর্থে।"

অরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়া ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ॥
রক্ত-মাংস-ক্লেদ-বিষ্ঠা-মূত্রময় দেহ।
ত্বক-আচ্ছাদন মাত্র দরশ-সুবহ॥
নির্ঘৃণ তোমার মতি এ-হেন কদর্য্য।
লালসা করহ যাথে নিন্দিত অভুক্ষ্য॥
ধিক্ ধিক আর দুষ্ট অ.ং ইন্দ্রিয়।
ক্ষম বিড়ম্বন মোরে না কর অপ্রিয়॥
এই তো ইহার তত্ত্ব জানিলে এখন।
পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ॥
এতেক বিচারি যুবতীর স্থানে কহে।
তীক্ষ্ণ দুটি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে॥
আজ্ঞা মানি সূচ দুটি যাইয়া আনিল।
সাধু নিজচক্ষে তাঁরে বিন্ধিতে কহিলা॥
পুনঃপুনঃ আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিন্ধে।
বণিক দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে॥
আজ্ঞাক্রমে পুনঃ সেই সরোবরতীরে।
হস্ত ধরি লইয়া রাখিলা ধীরে ধীরে॥
কৃষ্ণভজনের বাঞ্ছা করিতে প্রবর্ত্ত।
যে হেতু ইন্দ্রিয় নষ্ট হৈলা দৃঢ়ব্রত॥
কৃষ্ণ-দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে।
অনুরাগচক্ষু যার কি করে নয়নে॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রূপ-গুণ-মধু মাতি।
ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি॥
মাতোয়ার প্রায় থরথর করি চলে।
বর্ণয়ে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে॥
যে গীত-অমৃতে ত্রিভুবন পুলকিত।
কৃষ্ণকর্ণামৃত নাম অদ্যাপিহ স্থিত॥
বৃন্দাবনে গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে।
বসি কৃষ্ণপ্রাপ্ত আশা শুশ্রূষার ঘাটে॥
ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
বিল্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া॥
রৌদ্রে কেনে বসি ভাব ভুকে কেনে রহ।
ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ॥
তেঁহ কহে অন্ধ মুঞি দেখিতে না পাই।
কে তুমি স্বরূপে কহ তবে আমি যাই॥
কৃষ্ণ কহে গ্রামী গোপশিশু হই মুঞি।
মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাঞি॥

শ্রীঅঙ্গ-সদগন্ধে আর সুমিষ্ট বচনে।
সাধু অনুভবে তত্ত্ব জানি গেলা মনে॥
আনন্দ উৎকণ্ঠা আর হিয়া গুরুগুরি।
সাপটিয়া ধরিব যে মনে আশা করি॥
কহে তবে হাত ধরি বৃক্ষছায় লহ।
অন্ন আনিয়াছ কোথা থাই তবে দেহ॥
কৃষ্ণ দূরে থাকি বামহস্ত বাড়াইয়া॥
তর্জ্জনী ধরিতে কহে মুচকি হাসিয়া॥
আহা মরি সেই ভঙ্গী সেই মন্দহাসি।
ধিক ধিক কোটিচন্দ্রে কোটি সুধারাশি॥
ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি।
হের আইস কোথা হস্ত নাহি পাই আমি॥
পুনঃ কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গী করি।
সাপটিয়া ধরে সাধু অতিক্রুত করি॥
সুদারিদ্র যেন স্পর্শমণি পথে পায়।
মরণে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ আয়॥
বহুকাল ক্ষুধার্ত্ত পাইয়া সুধারাশি।
যেমত আনন্দ পায় তেমত পরাশ॥
কৃষ্ণ কহে ছাড় মোরে মুঞি ঘরে যাই।
কি কারণে ধর তুমি কহ মোরে তাই॥
তেঁহ কহে হেন হস্ত ছাড়িতে কি পারি।
বান্ধিয়া রাখিব আজ হৃদয়-মাঝারি।
বহুদুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন।
পাইয়াছি যদি বা ছাড়িব কি কারণ॥
পর কি পরের দুঃখ, বুঝয়ে কখন।
তুমি সে কেমন কভু না দেখি এমন॥
নিজহানি নাহি পরদুঃখ বিমোচন।
দরশন দিয়া মাত্র তাহে না করণ॥
তথাপিহ কৃষ্ণ করে হাথ টানাটানি।
চোরা যেন নাহি মানে ধর্ম্মের কাহিনী।
সাধু যদি শক্ত করি শ্রীহস্ত ধরিলা।
আহা মরি বাজে বলি শঠতা করিলা॥
বেদনা লাগয়ে বলি সাধু চমকিলা॥
যে-হেতুক হস্ত শ্লথ পাই পলাইলা।
ফাঁফর হইয়া সাধু কহিতে লাগিলা।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাত ছাড়ি গেলা॥
হৃদয় হইতে যদি পারহ যাইতে।
তবে তো গণিয়ে মুঞি পৌরুষ তোমাতে।

তদুক্তশ্লোকঃ—

মুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥ ১॥

তবে স্নেহে কৃষ্ণ পুনঃ কহে নিজভক্তে।
ছায়াতে আইস এই মোর সাথে সাথে॥

কৃষ্ণ দূরে দূরে যায়, সাধু পাছে পাছে ধায়,
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে।
চুম্বকমণির সাথে, লৌহ স্বাভাবিক রীতে,
যেন ধায় যায় তেন মতে॥
নাইয়া বৃক্ষতলা, দুগ্ধ অন্ন আনি দিলা,
তেঁহ কহে কভু না খাইব।
যদি মোরে একবার, দেখাও রূপের ভার,
তবে যাহা কহ সে করিব॥
কৃষ্ণ কহে কি দেখিবে, দেখিলে বা কি হইবে,
গোপশিশু কভু দেখ নাই।
সাধু কহে কিবা কহ, না বুঝিয়া প্রলপহ,
গোপসনে কার্য্য যে সদাই॥
হাসিয়া নিকটে যায়, পুনঃ কৃষ্ণ পিছে ধায়,
আনন্দে কৌতুক ভক্তসনে।
নানান কৌতুক রসে, খেলয়ে পরমোল্লাসে,
সাধু হৃদি হয়ে বিদারণে॥
সম্মুখে বাঞ্ছিত নিধি, দেখিতে না পায় সুধী,
চক্ষু অন্ধ মনে ধকধকি।
আন্ধার ঘরেতে যেন, কালসর্প হয় তেন,
উৎকণ্ঠিত আশা লকলকি॥
কহে ওহে কৃষ্ণ ধৃষ্ট, নির্দ্দয় নিষ্ঠুরঃ শ্রেষ্ঠ,
দয়া নাহি তিল আধ তোমা।
দরশনমাত্রে যদি, রক্ষা পায় হত বিধি, *
গত প্রাণ দেহে হয় সমা॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার হাত ছিনাইয়া যাইতেছ, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমার হৃদয় হইতে যদি বাহিরে যাইতে পার, তবেই তোমার পৌরুষ বলিয়া গণনা করি। ১।

---

* পাঠান্তরে—"হত নিধি।"

তাহে তব কিবা খেতি, কিবা লাগে কিবা বেথি,
কিবা-হাস চাঞ্চল্য প্রকাশ।
পুনঃ কহে শুহে নাথ, করি বহু প্রণিপাত,
উপায় কি তাহা মোহে ভাষ॥
মোর নিন্দাবাক্য শুনি, রুষ্ট হৈলে হেন মানি,
তবে এই স্তুতি করি শুন।
এত কহি স্তব পুনঃ, করয়ে উন্মত্ত যেন,
প্রলাপয়ে দায় উঠি ঘন॥
কৃষ্ণচন্দ্র মৃদু হাসি, শশীর আনন্দরাশি,
কৌতুকী হইয়া পুনঃ কহে।
কালো-রূপ কি দেখিবে, তাহে বা কি সুখ পাবে,
বর মাগ সুখৈশ্বর্য্য যাহে॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল কহে, কি দিয়া ভুলাবে মোহে,
কি ধন তোমার আর আছে।
ভুক্তি মুক্তি যেবা হয়, ভক্তির যে চেড়ীদ্বয়,
পদ সেবি ফিরে পাছে পাছে॥
হেন ভক্তি ঠাকুরাণী, প্রেম-রতন-মণি, *
অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া।
মো-হৃদয়-সিংহাসনে, বৈসে চেড়ীগণসনে,
অতএব ভুলাবে কি দিয়া॥
যদি মোরে কৃপা কর, দান কর এই বর,
মোর দুটি চক্ষুদান দিয়া।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হৈয়া, বদনে মুরলী দিয়া,
সম্মুখে দাণ্ডাও দেখাইয়া॥ †
তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় করাম্বুজ ‡
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা।
অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিব্য চক্ষু হৈল তেঁই,
কৃষ্ণরূপ-পানের পিয়ালা॥
সম্মুখে রূপের রাশি, নিন্দিয়া অসংখ্য শশী,
হেরি অচেতনে পড়ে ভূমে।
পুলকাশ্রু আদি করি, অষ্ট অনুভাব ভরি,
উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে॥
এইরূপ দরশনে, নানাগুণ-বর্ণনে
পরম আনন্দে দিন যায়।

---

* পাঠান্তরে—"প্রেমধন রত্নমণি।"
† পাঠান্তরে—"দেখা দিয়া।"
‡ পাঠান্তরে- সুধাময় পদাম্বুজ।"

কৃষ্ণ নিজ-ভুক্ত-শেষে, * দুগ্ধ অন্ন স্নেহাবেশে,
দোনা ভরি নিতানি যোগায়॥
দৈবযোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেশ্যা নামা,
কৃষ্ণকৃপা তাহার উপরি
সকল করিয়া দূরে, কৃষ্ণপ্রেমাবেশভরে,
আসি মিলে বৃন্দাবনপুরী॥
সুবৈরাগ্য অনুরাগে, শ্রীবিল্বমঙ্গল আগে,
আসিয়া মিলিলা চমকিতে।
শ্রীবিল্বমঙ্গল তবে, বস্তোদ্দেশি গুরুভাবে, †
প্রণমিলা বহু ভক্তিরীতে॥
কৃষ্ণদত্ত অন্নদোনা, মিষ্টান্ন পকান্ন নানা,
খাইতে দিলেন যত্ন করি।
চিন্তামণি কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাঁই,
নাহি আইনু অন্ন হেথা হেরি॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি, তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী,
জগৎ শুধিতে পার হেলে।
শরণ লইনু মুঞি, আর কিছু নাহি চাঞি,
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে॥
এত কহি চিন্তামণি, কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী,
প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া।
শ্রীবিল্বমঙ্গল সাধু, হেরি তার প্রেমসিন্ধু,
আনন্দে মগন হৈল হিয়া॥
আশ্বাসয় বহু বেরি, কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি,
অবশ্য দিবেন দরশন।
এত কহি কৃষ্ণস্থানে, সটেপটে শ্রীচরণে,
ধরিয়া করিলা দৃঢ় পণ॥
চিন্তামণি অধিকারী, ভক্ত অনুরোধ ভারি,
দুই ভক্তে দিলা দরশন।
অহো কি আশ্চর্য্য কথা, প্রফুল্ল সৌভাগ্যলতা,
দুজনার একই সমান॥
সেই দোঁহাকার পদ, ছাড়িয়া বিষয়মদ,
সেবন করিব প্রেমাবেশে।
হেন দশা কবে হবে, কবে বিধি পুরাইবে,
মনের মানস কৃষ্ণদাসে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীজয়দেব-আদি-
ভক্তগুণ-বর্ণনং দ্বাদশ-মালা।

* পাঠান্তরে—"কৃষ্ণ নিজ ভুঞ্জে শেষে।"
† পাঠান্তরে—"মত্ত্বদর্শী গুরুভাবে।"

ত্রয়োদশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ।

গোকুলেতে স্থিতি বিপ্র ভাবুক আখ্যান।
বাল্য-উপাসক হয়ে * শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
শুদ্ধমাধুর্য্য বাৎসল্যভাবে সেবে।
অনন্য ভকতি মতি ভজে এক ভাবে॥
অপুত্রক বিপ্র পুত্রভাবে ভজে † হরি।
সদাই মানসপথে স্নেহাবেশ করি॥
ভজিতেই ভাবাসিদ্ধি বিপ্রের হইল।
বাল্যরূপ পুত্রভাবে সাক্ষাৎ হইল॥
আকাশের চান্দ যেন করেতে পাইলা।
আনন্দসাগরে বিপ্র মগন হইলা॥
প্রেমেতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শিথিল হইয়া।
শুদ্ধমাধুর্য্য ব্রজানুগা-ভাব পাইয়া॥
লালনপালন করে পুত্র করি জ্ঞান।
ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন॥
নানা অলঙ্কার বস্ত্র মাল্য পরাইয়া।
সুবেশ করয়ে নাসায় তিলক রচিয়া॥
চুম্ব আলিঙ্গন করে নাচায় কাচায়।
স্নেহানন্দসিন্ধু বিপ্র দেহে না আমায়॥
যেখানে যে দ্রব্য ভাল দেখয়ে সম্মুখে।
গোপালকারণ আনি যত্ন করি রাখে॥
নাটিম ঝুম-ঝুমি গেণ্ডু ভাঁটা রাঙ্গাকড়ি।
কন্যা-বর মৃত্তিকার ভাঁড় হাঁড়িকুঁড়ি॥
খেলনা খেলিতে দেয় আনন্দিত মনে।
কোলে করি নাচায় অশ্রু বহয়ে নয়ানে॥

* পাঠান্তরে—"বাল্যভাবে উপাসক।"
† পাঠান্তরে—"পুত্রবৎ ভাবে।"

নিশি নাহি জানে গোপাল পাইয়ে।
ব্রহ্মানন্দ যার সমান না হয়ে॥
ক্রোড়ে করি বিপ্র করয়ে শয়ন।
চাপড়িয়া অঙ্গে নিদ্রা করায়েন॥
দিন রাত্রি ঘরে বিড়াল ডাকয়ে।
াল নিদ্রা না যায় চমক উঠয়ে॥
ক্ষণে বিপ্রের গলা জড়িয়া ধরয়ে।
কেনে বলি সাধু বক্ষঃস্থলে ধরে॥
াল কান্দিয়া কহে মোরে ভয় করে।
যে কি ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে॥
লর ভিতরে দাবি ব্রাহ্মণ কহয়।
না না ভয় নাই বিড়াল ডাকয়॥
ধার আর দিন ঐমত ডরিল।
-বচনে তেঁহ, লালন করিল॥
দন দ্বিজে কিবা দুর্দ্দৈব ঘটিল।
ভাব আসি উদয় হইল॥
মনে ভাবে বিপ্র একি অদ্ভুত।
াক্যের নাথ কৃষ্ণ ঈশ্বর অচ্যুত॥
র দেবতা বিভু কালের যে কাল।
যে ভয় হয়ে যমের করাল॥
লের ডাকে ঐছো ভয় পায় কেনে।
ালক-প্রায় কান্দে কি কারণে।
ক ভাবিয়া বাল্যভাব দূরে গেলা।
্যভাবেতে স্তুতি করিতে লাগিলা॥
তুর বুঝি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
কার করি বিপ্র ভূমেতে পড়িলা॥
ারা রঙ্ক যেন মণিহারা ফণী।
করাঘাত হানে উচ্চ করি ধ্বনি॥
াণী হৈল তবে ব্রাহ্মণের প্রতি।
তব হৈল অন্য ভাবান্তর মতি॥
ব পুনঃ দেখা না পাবে এ দেহে।
অন্তে পাবে মোরে নাহিক সন্দেহে।
াণী শুনি তবে স্থির হৈল মন।
দিন নিরখিয়া রহিলা ব্রাহ্মণ॥
ব ঐশ্বর্য্যভাবে কৃষ্ণ নাহি পাই।
দেহে উৎকট মাধুর্য্য পাইল যেই॥
ভাবান্তরে পুনঃ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
ম স্বমতে সাধু ব্রজে কৃষ্ণ পাইলা॥

ঐশ্বর্য্যভাবেতে অন্যধামপ্রাপ্তি হয়।
মাধুর্য্যভাবেতে ব্রজপুরে কৃষ্ণ পায়॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি রস।
ব্রজে উপাসনা রতি কৃষ্ণ যাহে বশ॥
কেবল যে বিধিমার্গে ভজয়ে কৃষ্ণেরে।
মহিষীত্ব প্রাপ্ত হয় দ্বারকাদিপুরে॥

যামলে—

রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥ ১॥

প্রিয়-আত্ম-পিতৃ-সখা-গুরু-দৈব-মিত্র।
সুহৃদ-ইষ্ট-পতি-ভ্রাতৃ প্রেষ্ঠ আর পুত্র॥
কোনো ভাবে চিন্তে যেই সেই হয়ে মুক্ত।
প্রাপ্তির বিশেষ ধাম যথা ভাবযুক্ত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥ ২॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥৩

বিধিমার্গের অনুসরণে সুন্দরীর ন্যায় রতিকামনা করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনিই কেবল দ্বারকাদি পুরে কদাচিৎ মহিষীত্ব প্রাপ্ত হন। ১।

হে শান্তরূপে! যাঁহারা মদ্গতপ্রাণ, তাঁহারা কখনও ক্ষোভপ্রাপ্ত হন না; আমি যাঁহাদিগের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ ও ইষ্টদেব, আমার কালচক্র (অনিমিষ লেঢ়ি) তাঁহাদিগকে কদাচ হনন করিতে পারে না। ২।

ইহসংসারে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও পিতৃবৎ যাঁহারা শ্রীহরির ধ্যান করেন, সেই উদ্যুক্তদিগকে নমস্কার। ৩

ভাবুক-ব্রাহ্মণ-সাধু-চরিত্র বর্ণিল।
আনুষঙ্গ্য রতি স্থূল কিঞ্চিত কহিল॥

চরিত্র শ্রীসুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ।

সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র সুন্দর প্রকৃতি।
শ্রীবিগ্রহসেবা তাহে শুদ্ধ মতি-রতি॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-আদি নানান প্রকারে।
পরমযতনে ভোগ লাগায় ঠাকুরে॥
ঠাকুরেরে কহে চুপ করি কেনে রহ।
হস্তে করি তুলি কেনে বদনে না দেহ॥
প্রতিদিন কহে সাধু ঠাকুর না শুনে।
আর দিন বিপ্র কিছু কহে ক্রোধমনে॥
নিত্য নিত্য এতেক করিয়া পাক করি।
দেখাইয়া নাহি খাও করিয়া চাতুরী॥
লবণ কি অলবণ স্বাদু কি বিস্বাদ।
কিছুই না কহ করি মোর সনে বাদ॥
অতএব আজি খাইতে না দিব তোমারে।
পাক করি আজি খাওয়াইব যে শিবারে॥
তোমার সাক্ষাতে তুমি চাহিয়া থাকিবে।
ক্ষুধায় কাতর হইয়া তখন বুঝিবে॥
এত কহি পাক করি ঠাকুর নিকটে।
আনিয়া কহয়ে মিছা করয়ে কপটে॥
ধমকায় ঠাকুরেরে কপট করিয়া।
কোনমতে খান যদি তরাস পাইয়া॥
তোমারে না দিব এই শিবারে খাওয়াই।
নতুবা তুলিয়া খাও বলিহারি যাই॥
তথাপি না খাইলা যদি সক্রোধ হইয়া।
কহে এই দেখ শিবায় পেট খাওয়াইয়া॥
গন্ধ তব নাকে নাহি প্রবেশিতে দিব।
নাসিকার রন্ধ্রে তুল দিয়া বুজাইব॥
এত কহি ছুটিয়া যাইয়া তুলা আনি।
দুই নাসারন্ধ্রে চাপি ধরয়ে অমনি॥
ভকত চরিত্র দেখি দয়াল শ্রীহরি।
হাসিয়া উঠিলা তবে কৌতুক নেহারি॥
আমি এই খাই অন্য কারে নাহি দিহ।
অন্নাদি সামগ্রী মোর নিকটে আনহ॥
ভকত ব্রাহ্মণ কৃতকৃতার্থ মানিঞা।
ঠাকুর-সম্মুখে অন্ন দিলেন আনিঞা॥
হাসিয়া হাসিয়া কর-কমলে আপন।
খাইতে লাগিলা বিপ্র হেরিয়া মগন॥
প্রেমানন্দ-সাগরেতে মগন হইয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় দু'বাহু তুলিয়া॥
স্মরণাদি * শ্রীচরণ সেবয়ে আনন্দে।
পরম সুখেতে কাল যায় সদানন্দে॥
তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবত করি।
দৃঢ়তর মূঢ় অন্ধকার হৈতে তরি॥

চরিত্র শ্রীমৌনী রাজপুত্র।

জন্মিয়া অবধি এক রাজার তনয়।
বাক্য নাহি কহে জড়ভরতের প্রায়॥
কৃষ্ণচরণারবিন্দে মনের সংযোগ।
জাতিস্মর হয়ে নাহি বুঝে কোন লোক॥
এক-পুত্র রাজার তাহাতে মৌনব্রত।
খেদান্বিত উপায় চেষ্টয়ে কতমত॥
একদিন সৈন্যসামন্তগণ সহে।
মৃগয়াতে পাঠাইলা যদি বাক্য কহে॥
বনে গিয়া এক জমাদার অস্ত্রধারী।
চোট হানে এক মৃগ-গর্ভিণী উপরি
উদর ফাটিয়া বাচ্চা-সহ মৃগী মরে।
রাজপুত্র দয়ার্দ্র হইয়া হাহা করে॥
কহে হাহা কিবা দোষে ইহারে মারিলা।
জমাদার বাক্য শুনি মুচকি হাসিলা॥
গৃহে আসি আনন্দিতে রাজারে কহিলা।
রাজা শুনি হর্ষচিত্তে পুত্রে বোলাইলা॥
রাজা পুনঃপুনঃ পুছে কিছু নাহি কহে।
জমাদার প্রতি রাজা কোপদৃষ্টে চাহে॥
হাঁরে মিথ্যাবাদী মোরে মিথ্যা শুনাইলি
ভয় না মানিলি বুঝি বিদ্রূপ করিলি॥
যদ্যপি বালক বাক্য কহিত এখন।
তবে কেনে জিজ্ঞাসিলে না কহে যখন॥
তবে রাজা জমাদারের মস্তকচ্ছেদনে।
আজ্ঞা দিলা ক্রোধাবশে ভৃত্যবর্গ গণে॥

---

* পাঠান্তরে—"শরনাদি" বা "শরনাদি

জমাদার ভাবে এ তো বড়ই বিপদ।
রাজপুত্র-স্থানে বহু করে কাকুবাদ॥
বাক্য কহ মহারাজ মোর প্রাণ রাখ।
পর-উপকার লাগি একবার ভাখ॥
অনেক প্রকার জমাদার স্তুতি কৈল।
অল্পাক্ষরে কিছু রাজকুমার কহিল॥
বোলাতোমুয়া এই শব্দ উচ্চারিয়া।
পুনঃ মৌনে রহে হেট মস্তক করিয়া॥
রাজা আহ্লাদিত-হিয়া লজ্জিত হইয়া।
জমাদারে পুরস্কার করয়ে তুষিয়া॥
পুত্রেরে কহয়ে বাপু কি কহিলে কহ।
কহিলে তো বাক্য তবে কেনে মৌনে রহ॥
বহু যত্ন কৈল রাজা তবু না কহিল।
সভাসদগণে প্রশ্ন করিয়া পুছিল॥
বোলাতোমুয়া এই শব্দ যে কহিল।
ইহার কি অর্থ সবে বিচারিয়া বল॥
বিচারিয়া কহে সবে নৃপতির আগে।
বোলাতোমুয়া ইথে বহু অর্থ লাগে॥
সামান্যত জল্পে রজগুণ আদি জন্মে।*
পরনিন্দা আদি ছলে উপজয়ে তমে॥
রাজস্থলে বাক্যদ্বারে দণ্ড-অর্হ হয়।
মিথ্যাবাক্য আদি-ক্রমে নরকেতে যায়॥
গুরু বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয়।
সর্ব্বনাশ হয় আর ধর্ম্ম যায় ক্ষয়॥
অতএব সর্ব্বোত্তম মৌন যেই হয়।
কহিলেই মরে এই ইহার আশয়॥
রাজা কহে কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া মউন
তাহার প্রশংসা কিবা কিবা তার গুণ॥
সভাসদ কহে তাহা না বুঝয়ে মূঢ়।
অভিমানী তপস্যা বুঝয়ে অতিগূঢ়॥
মৌন যে কর্ত্তব্য বটে অন্য অন্য কথা।
কৃষ্ণকথা বক্তব্য অবশ্য যথা তথা॥
শৌনকাদি মুনিগণ দেখ মৌনব্রত।
কিন্তু কৃষ্ণকথায় সময় উনমত॥ †

রাজা কহে মোর পুত্র সাধুর লক্ষণ।
তবে কৃষ্ণকথা বিনে থাকে কেন মৌন॥
সভাসদ কহে ইহার কারণ আছয়।
অনুভব করি ইঁহো জাতিস্মর হয়॥
জন্মান্তরে ভজনবিষয়ে দাগা পাইল।
সেই ভয়ে নৈষ্ঠিক মউন পণ কৈল॥
আর কিছু কহি যে ইহার অনুমান।
শুদ্ধ বিষয়ীর সনে সদা অবস্থান॥
সদংশে কহিতে বাক্য নিষ্ঠা নাহি থাকে
অসদংশে কহিবারে মতি নাহি রোখে।
এ কারণে অন্তর বৈরাগ্য মৌনে রহে।
ভক্তিরত্ন হারাই হারাই জ্ঞান যাহে।
তেঁহ মো-পাপীর ভাগ্যে বাক্য কহে যবে।
চরণে ধরিয়া রত্ন কিছু মাগি তবে॥

চরিত্র শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

বর্দ্ধমান পশ্চিমে মানকর নামে গ্রাম।
তথায়ে অনেক বৈসে তার্কিক ব্রাহ্মণ॥
বিষ্ণুভক্তিহীন ত্যক্তনিজধর্ম্ম শাক্ত।
বৈষ্ণবের দ্বেষ্টা সদা বিষয়ানুরক্ত॥
হরিদাস নামে এক বৈষ্ণব মহান্।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক গৃহস্থের স্থান॥
বৈষ্ণবের সেবক জানিয়া উত্তরিলা।
ভকতিপুর্ব্বকে গৃহী আতিথ্য করিলা॥
তার্কিক ব্রাহ্মণগণ দুই চারি তথা।
আসিয়া বসিলা কহে নানা গর্ব্বকথা॥
নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান আর ভক্তি।
বিচারপ্রসঙ্গে বিপ্র কহে কটু উক্তি॥
বিপ্রগণ পরাভব হইয়া না হয়।
বিতণ্ডা করিয়া মাত্র কলহ করয়॥
বৈষ্ণবেরে কটু কথা যতেক কহিল।
সাধু তাহে কিছুমাত্র ক্ষোভ না করিল
অবোধ ব্রাহ্মণগণ দুষ্কৃতচরিত।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিন্দে অনোচিত॥
তখন বৈষ্ণবচিত্তে ক্রোধ উপজিল।
ক্রোধাবেশে উঠি এক হুঙ্কার করিল।

---

* পাঠান্তরে—"সামান্য যে জল্পনাতে রজোগুণ জন্মে।"

† পাঠান্তরে—"কৃষ্ণকথার সময়ে উনমত।"

তাহাতে আশ্চর্য্য শুন যে ফল ফলিল।
ব্রাহ্মণগণের দশা যেমত হইল॥
নিন্দা করিবারে কালে যে ভঙ্গিতে ছিলা।
হাত মুখ নাড়ি যথা শির কাঁপাইলা॥
হুঙ্কারমাত্রেতে সেই ভঙ্গিতে রহিলা।
সাধু স্বেচ্ছাময় অন্যত্র উঠি গেলা॥
বাক্য নাহি কহে বিপ্র ঘরে নাহি যায়।
অন্যে কেহ জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেয়॥
পিতা মাতা আসি হেরি কান্দিতে লাগিলা।
শিষ্টলোক তথা যেই যেই বসি ছিলা।
তাঁহারা যে বিবরণ সকলি কহিলা।
বৈষ্ণবের অপমান অনেক করিল॥
সেই অপরাধে এই প্রকার হইল।
তাঁহা বিনা ইহা সবার না হইবে ভাল॥
তবে সেই বৈষ্ণবের তলাস লইতে।
গ্রামে গ্রামে গেলা সব ব্রাহ্মণগণেতে॥
কোন স্থানে গিয়া লাগ পাইয়া বৈষ্ণবে॥
চরণে ধরিয়া তুষ্ট কৈলা বহু স্তবে॥
ব্রহ্মহত্যা হয় তার উপায় কি কহ।
বৈষ্ণব কহয়ে আছে উপায় করহ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীচরণে।
শরণ লহগা গিয়া নিষ্কপট মনে॥
সম্প্রতি গ্রামে যে তালপুখরিয়ে।
তাহার তলেতে এক বৈষ্ণব আছয়ে॥
তাঁহার চরণামৃত লইয়া খাওয়াও।
এখনি যে ভাল হবে উদ্বিগ্ন না হও॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে সে যে ডোমজাতি হয়।
কর্ণে হস্ত দিয়া পুনঃ বৈষ্ণব কহয়॥
তোমরা তো বিজ্ঞ হও শাস্ত্র দেখিয়াছ।
তবে কেনে হেন বেদবিরুদ্ধ কহিছ॥
চণ্ডাল হইয়া যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হৈতে শ্রেষ্ঠ বেদে কয়॥
ইহার প্রমাণ সাধু অনেক কহিল।
বিপ্রগণ শুনি তাহা কিঞ্চিৎ বুঝিল॥
সাধুদরশনফল ফলে দেখ ক্রমে ক্রমে।
সেই বাক্য তোলাপাড়া করি চিত্ত-ভ্রমে॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে।
তৎক্ষণাৎ রতি হৈল সাধুকৃপাবলে॥
তথা হৈতে আসি তালপুষ্করিণীর পাড়ে।
দাণ্ডাইয়া যুক্তি করে তালবৃক্ষ-আড়ে॥
কেহ বলে গুপ্তে উহার পাদ ধোয়াইয়া।
আনহ ত্বরিতে মোরা থাকি দাণ্ডাইয়া॥
কেহ বলে একি কথা ভয় কারে কর।
আমি তো অই পথে যাব কারে নাহি ডর॥
এত কহি সেই বৈষ্ণবের চরণামৃত।
অপরাধিগণে আনি দিলা সবে দ্রুত॥
তৎক্ষণাৎ উপদ্রব শান্তি যে হইল।
বৈষ্ণবমহিমা দেখি চমৎকার হৈল॥
সেই হৈতে গ্রামশুদ্ধ বৈষ্ণব হইল।
শ্রীচৈতন্য পদদ্বন্দ্বে শরণ লইল॥
ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিল।
বৈষ্ণবচরণামৃত একান্ত করিল॥
মহামহোৎসবঘটা হইতে লাগিল।
প্রভুর কৃপায় এক তরঙ্গ উঠিল॥
তথা শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীর শাখা।
জীবন নামেতে যাঁর গুণে নাহি লেখা॥
তাঁর গুণ কর্ম্ম যশ পশ্চাতে বর্ণিব।
তাঁর পরিবার অই গ্রামে হৈলা সব॥
অতএব সাধুসঙ্গ-ফলের মহিমা।
প্রত্যক্ষে দেখহ শাস্ত্রে করে যে গরিমা॥
নিগ্রহ করিতে সাধু অনুগ্রহ করে।
এমন দয়ার নিধি বৈষ্ণবঠাকুরে॥
না জানি কেমন অপরাধ মোর হয়।
ঘৃণা করি মোর প্রতি কেহ না হেরয়॥
হরিদাস ঠাকুর সেই ব্রাহ্মণসজ্জন।
কৃপা কর মোরে মুঞি লইনু শরণ॥

চরিত্র শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী।

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী পৃথিবীর রত্ন।
কলির জীবের হিতে কৈলা বহু যত্ন॥
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অমৃতসাগর।
তাহা মথি উদ্ধারিলা সুধা পরাৎপর॥
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী পরমপদার্থ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহি অর্থ॥

নিষ্কাম নির্মোহ প্রেমানন্দ-কারাকার।
শ্রীমান্ পুরী গোসাঞি মহাগুণের সাগর॥
কাশীপুরে বাস মাত্র ভক্তিপরায়ণ।
ভুক্তি মুক্তি আদি কিছু না করে গণন॥
পুরুষোত্তমে জগন্নাথ হয়ে মহারঙ্গী।
স্নেহ করি পুরী প্রতি কৈলা এক ভঙ্গী॥
সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা।
ব্যঙ্গে কিছু পুরী প্রতি কহিতে কহিলা॥
কাশীতে আছয়ে পুরী তাঁরে গিয়া কহ।
ভুক্তি মুক্তি আশে বুঝি তথায় আছহ॥
মুঞি বনচারী মোর কি অর্থ আছয়।
দেখিতে বাসনা করি যদি মত লয়॥
এইমত কৃপাবাক্য যাইয়া কহিলা।
শুনিঞা আনন্দে পুরী কহিতে লাগিলা॥
ভুক্তি দূরে রহু যেই মুক্তি চতুষ্টয়।
কোটি বৈকুণ্ঠের সুখ যতেক বিষয়॥
যে হৈতে শুনিল নাম * জগন্নাথ কৃষ্ণ।
সেই হৈতে জগতে না মানি কিছু ইষ্ট॥ †
তেঁহ কে তাঁহার তত্ত্ব কিছু না জানিনু।
কিন্তু অই নাম-রত্ন হৃদয়ে পরিনু॥
কে জানে সে কাশী গয়া কে জানে মথুরা।
অই নামরত্নমালা গলে কৈনু হারা॥
ত্রিজগতে যেই রত্ন দেখে করে লোভ।
পাছে হারা হই সদা মনে হয় ক্ষোভ॥
যেখানে সেখানে বুলি গলায় গাঁথিয়া।
তেঁহ যদি বোলাইলা দেখিব যাইয়া॥
তেঁহ বনচারী সত্য কি ধন আছয়।
যে ধন চাহিব তাহা ধরেয়াছি হৃদয়॥
আপনা মহৎ পদ যে ছিল তাঁহার।
বন্ধক রাখিলা তাহা কাছে গোপিকার॥
তবে রূপরাশি এক অক্ষয় অব্যয়।
যে আছে তাঁহার এই দেখিব আশয়॥
কৃপা করি তেঁহ যদি বোলাইলা মোরে।
শ্রীঅঙ্গের মালা এক পাঠান আমারে॥
তবে জানি তাঁর পূর্ণকৃপা মোরে হয়।
শ্রীচরণ পাব ইহা ভরসা জন্ময়॥

এ সব কাহিনী লোক যাইয়া কহিল।
শ্রীঅঙ্গের রত্নমালা দিয়া পাঠাইল॥
প্রভু এক রত্নমালা পুরীর স্থানেতে।
চাহি পাঠাইলা পুনঃ নিজ-অভিমতে॥
মর্ম্ম বুঝি পুরী ভক্তিরত্নাবলী হার।
লইয়া চলিলা হৃদে আনন্দ অপার॥
পুরুষোত্তম গিয়া পুরী দেখি শ্রীচরণ।
প্রেমানন্দে পরানন্দ পাইলা অনুপম॥
রত্নাবলী গ্রন্থ ভেট দিয়া প্রভু-আগে।
পাঠ করি শুনাইলা বহু অনুরাগে॥
পুরী প্রতি প্রভুর যে কৃপামৃতসিন্ধু।
জগ ভরি হয় যদি তার এক বিন্দু॥
সব ধন্য হয় তবে তাপত্রয় যায়।
শুদ্ধ পরমানন্দ প্রেমেতে ভাসায়॥
বুঝি কভু তাঁর বিষ্ঠাকৃমি না জন্মিনু।
যেহেতুক হেন রত্নে বঞ্চিত হইনু॥
দন্তে তৃণ করি পুরী গোসাঞির আগে।
কৃষ্ণদাস দীনহীন কৃপাদৃষ্টি মাগে॥

চরিত্র শ্রীজ্ঞানদেবজী।

বণিক জাত্যংশে জন্ম শ্রীল-জ্ঞানদেব।
ভক্তিবলে বশ কৈলা সেহ কৃষ্ণদেব॥
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বেদ পড়য়ে পড়ায়।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গ্রামে ভর্ৎসন করয়॥
শূদ্র হইয়াও বেদ করহ পঠন।
তোর গৃহে কেহ নাহি করিব ভোজন॥
এত কহি গ্রামে লোক কুটুম্ব বারণ।
করি দেওয়াইল কেহ না করে গ্রহণ॥
সাধুর তাহাতে মাত্র কিছু খেদ নাঞি।
খেদ যে নির্বোধ লোকে তত্ত্ব বুঝে নাঞি॥
হরিদাসগণে অন-অধিকার কিসে।
বুঝাইতে হৈল নহে মরিবেক বিষে॥
এতেক ভাবিয়া এক মহিষের গলে।
তুলসীর মালা আর তিলক দিলা ভালে॥
গ্রামেতে লইয়া তারে ফিরায় পথে পথে।
শ্রুতিপাঠ করে ভৈঁস স্বয়ং পড়ে সাথে॥

---

* পাঠান্তরে—"যেই হৈতে শুনিলাম।"
† পাঠান্তরে—"কিছু নাহি হয় শ্রেষ্ঠ।"

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ গ্রামের যতেক। *
চমৎকার হৈল সবার জন্মিল বিবেক॥
জ্ঞানদেব চরণে আসিয়া সবে পড়ে।
অপরাধ লাগিয়া কম্পায়মান ডরে॥
জ্ঞানদেব নম্রভাবে কহে মৃদুস্বরে।
নিবেদন করি কৃপা কর মোর তরে॥
হরির ভকত চিহ্ন ভেকমাত্র হয়।
তাহা প্রতি কোপ নাহি কর মহাশয়॥
সর্ব্ব-অধিকারী সেই নাহিক সন্দেহ।
হরিভক্তিহীন বিপ্র সর্ব্বানর্হ দেহ॥
অতএব হরিভক্তি সর্ব্বচূড়ামণি।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা গুণ যাহার বাখানি॥
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমুখে যে আপনি কহিলা।
ভুবনপাবনী গীতা ভুবি প্রকাশিলা॥
"অপি চেৎ সুদুরাচারো" ইত্যাদি। †
"বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে" ইত্যাদি। †
অতএব হরিভক্ত পূজ্যেতে প্রবীণ।
যদ্যপিহ হয় সর্ব্ব 'সদাচার' হীন॥
বেদে অধিকার সর্ব্বযজ্ঞে অধিকার।
"যন্নামধেয়" শ্লোকে বিশেষ প্রচার॥ †
সারাৎসার হরিভক্তি বিপ্র কি চণ্ডাল।
এই নিষ্ঠা মোর হৃদে রহু জন্মকাল॥

চরিত্র শ্রীত্রিলোচনজী।

বণিককুলেতে জন্ম ত্রিলোচন নাম।
অনন্যভকতি কৃষ্ণচরণে নিষ্কাম॥
দয়ার্দ্র-হৃদয় সদা বিষয়-বিরত।
বৈষ্ণবসেবন যাঁর ঐকান্তিক ব্রত॥
এক স্ত্রী মাত্র ঘরে টহলিয়া নাঞি।
সেবাকার্য্য নাহি চলে উদ্বিগ্ন সদাই॥
ভকতবৎসল হরি উদ্বেগ দেখিয়া।
ছদ্মরূপে স্বয়ং আইসে হৈয়া টহলিয়া॥

অস্থি কৃশ মলিন মলিন ছিণ্ডা বস্ত্র।
নাহিক দ্বিতীয় বস্ত্র নাহি জলপাত্র॥
দ্বারে আসি বসি রহে কাঙ্গালের ন্যায়।
ত্রিলোচন সাধু তাঁরে দেখিয়া পুছয়॥
কে তুমি বসিয়া হেথা কি তব আশয়।
ভিক্ষা যদি লহ আইস আমার আলয়॥
তেঁহ কহে কাঙ্গাল মুঞি নাহি পিতা-মাত
টহল বলয়ে যদি করি তবে তথা॥
অন্তর্যামী নাম মোর মোরে সবে জানে।
যার যে কর্ম্মের সঙ্গে মোরে ডাকি ভণে॥
চারি বর্ণ আশ্রমীর যার যে আশয়।
বুঝিয়া করিতে পারি যে কর্ম্মে লাগয়॥
ত্রিলোচন কহে তবে বেতন কি লবে।
তেঁহ কহে যত খাইতে পারি তাহা দিবে।
কিন্তু কেহ মন্দবাক্য কহিলে না রব।
তৎক্ষণাত উঠি যথা মনে লয় যাব॥
সাধু বলে ভাল ভাল মোর ঘরে রহ।
কেহ না কহিবে কিছু তোমারে দুঃসহ॥
বৈষ্ণবসেবায় তাঁরে নিযুক্ত করিল।
স্ত্রীর নিকটেতে হাত যুড়িয়া কহিল॥
লোকটি রাখিনু ইহায় প্রণয়ে রাখিবে।
সাবধান কোন মন্দ কথা না কহিবে॥
সে যে টহলিয়া সে তো প্রাকৃতিক নহে।
দেখিতে পুলকে দেহ পরম উৎসাহে॥
সাধু কিছু চিত্ত মর্ম্ম ভাবিয়া না পায়।
ইহারে দেখিতে কেনে অন্তর দ্রবয়॥
বস্তুশক্তি এমতি যাহার যে গুণ।
স্বাভাবিক প্রকাশয় অধিক বা ন্যূন॥
এইরূপে তের মাস ব্যতীত হইল।
একদিন স্ত্রী তাঁর পড়সীতে গেল॥
পড়সীর স্ত্রীর স্থানে স্থানে কহে নিন্দা ব
টহলিয়া রাখিল যে গো তারে আমি হা
কত যে খাইতে পারে তার সীমা নাঞি
তাহারে সকলি দিয়া আপনে না খাই॥
এইরূপ যবে তেঁহ অনেক কহিল।
দৈবাৎ টহলিয়া তাহা সকলি শুনিল॥
শুনিঞা তৎক্ষণে বিভু অন্তর্দ্ধান হৈল
সাধু শোকাকুলি হঞা মূর্চ্ছিয়া পড়িল॥

---

* উপরের তিন ছত্রের পরিবর্ত্তে এক ছত্রে পাঠান্তর,—"গ্রামেতে লইয়া ব্রাহ্মণগণ গ্রামস্থ যতেক।

† এই তিনটী শ্লোক সম্পূর্ণ এবং তাহাদের অনুবাদ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মালায় দ্রষ্টব্য।

তিনদিন উপবাস কিছু না খাইল।
আকাশবাণীতে প্রভু বৃত্তান্ত কহিল॥
ছদ্মিয়া হই মুঞি ভক্ত-টহলিয়া।
ভক্তগণের টহল করি যে মুঞি গিয়া॥
তুমি যে করহ সেবা কিবা আস্বাদনে।
তাহা না হইল মোর জানিতে কারণে॥
তুই আস্বাদ বটে করিয়া জানিনু।
তোমার চরিত্রে বড় পিরীতি পাইনু॥
আমারে যে ভজে মাত্র তারে নাহি ভজি।
যে মোর ভক্তে ভজে তারে নাহি তেজি॥
এত শুনি সাধু চিত্তে চমৎকার হৈল।
দুঃখিত হইয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
আমারে কৃপা করিবে যদ্যপি মনে ছিলা।
তবে কেনে এমন করিয়া কদর্থিলা॥
ত্রৈলোক্য তোমার দাস দাসরূপে আইলে।
তো তো কৃপা নহে তব বঞ্চনা করিলে॥
যে যা হউ একবার দয়া করি মোরে।
দরশন দেহ যদি এ তব কিঙ্করে॥
তবে জানি তোমার করুণা ভৃত্য প্রতি।
তঁহ কহে তোমার হৃদয়ে বসি নিতি॥
যখন ভাবিবে মোরে হৃদয়ে দেখিবে।
দেহান্তে আমারে তুমি নিশ্চয় পাইবে॥
অতএব বৈষ্ণবসেবার যে মহিমা।
প্রকাশ হইল ত্রিলোচনে যার সীমা॥
ত্রিলোচন-শ্রীচরণে শরণ লইয়া।
কৃষ্ণদাস মাগে বৈষ্ণবেতে ভক্তি দিয়া॥

চরিত্র শ্রীবল্লভাচার্য্য।

বল্লভ আচার্য্য নাম মহান্ পণ্ডিত।
গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত॥
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া।
স্থানে স্থানে স্বামীর টীকার দোষ দিয়া॥
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গস্থানে গেলা শুনাইতে।
আপন পৌরুষ মানি লাগিলা কহিতে॥
শ্রীধরস্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু।
তাহা দূষি সদর্থ স্থাপিনু মুঞি পঁহু॥
ইহা শুনি প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া॥
কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়
ভ্রষ্টা করিয়া তারে বেদেতে কহয়॥
এত শুনি আচার্য্য যে লজ্জিত হইয়া
গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিলা বসিয়া
প্রভু মোরে উপেক্ষা করিলা বলি মনে
অভিমান করিয়া রহিলা সেইদিনে॥
সাধুর স্বভাব দ্বিজ বিচারিলা মনে।
ভাগবতটীকা কৈনু দম্ভের কারণে॥
বিশেষত অন্তের উপরে * দোষ দিনু
কেবল আপন মাত্র গর্ব্ব প্রকাশিনু॥
প্রভু অন্তর্য্যামী মোর অন্তর জানিঞা।
খর্ব্ব করিবারে কহে ভঙ্গি উঠাইয়া॥
এত ভাবি দৈন্যভাবে প্রভুস্থানে গেলা।
শ্রীচরণে ধরি বহু মিনতি করিলা॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু আশ্বাস করিলা।
স্বতন্তর প্রভু এক লীলা প্রকাশিলা॥
আচার্য্যেরে লক্ষ্য করি সবার শাসন।
জানাইলা স্বামীর যে টীকা অনিন্দন॥
আচার্য্যের টীকা যেই অংশগ্রহ মত।
এক কর্ম্মে বহু কর্ম্ম সাধয়ে অদ্ভুত॥
আচার্য্য করিলা বহু জনের নিস্তার।
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার॥
তাঁহার সন্তান গোকুলিয়া যে গোসাঞি।
উপাসনা বাৎসল্যেতে হেন আর নাঞি॥

চরিত্র শ্রীভক্তদাস রাজার।

ভক্তদাস নাম মহারাজ শুদ্ধমতি।
শ্রীরামচন্দ্রেতে অসাধারণ পিরীতি॥
এক বিপ্রস্থানে সদা রামায়ণ শুনে।
রাজার বিশেষ প্রেম বিপ্র ভাল জানে॥
সর্ব্ব লীলা-কথা কহে যথা স্রোত বহে। †
সীতার হরণকথা বিপ্র নাহি কহে॥

---

* পাঠান্তরে—"সাধুর উপরে।"
† পাঠান্তরে—"যথা শ্রোতা রহে।"

তবাৎ ব্রাহ্মণ কিছু পীড়িত হইল
অন্য ব্রাহ্মণেরস্থানে শুনিতে লাগিল॥
রাজার প্রেমের তেঁহ স্বভাব না জানে।
উপস্থিত হৈল সীতাহরণ-আখ্যানে॥
রাবণ হরণ করি সীতা লেয়া গেল।
শুনিতেই নৃপতিতে ক্রোধ উপজিল॥
লেঙ্গা তলোয়ার করি ঘোড়াতে চড়িয়া।
মার মার করিয়া ধাইল লম্ফ দিয়া॥
ক্রোধাবেশে ঘোড়াসহ সমুদ্রে পড়িল।
মৃত্যু না হইল প্রেমামৃতে রক্ষা কৈল॥
হরির চরণে যার প্রণয় সঞ্চরে।
কাল যে পালায় ভয়ে মৃত্যু ভাগে ডরে॥
সমুদ্র তথায় পূজা-সম্মান করিল।
রাজা ক্রোধে বলে রাবণিয়া কোথা বল॥
হেনকালে দয়াল শ্রীরামচন্দ্র আসি।
কোটি চন্দ্র জিনি সহ জানকী প্রেয়সী॥
মহাভাগ্যবান মহারাজার সম্মুখে।
দাণ্ডাইলা মুচকি হাসিয়া চন্দ্রমুখে॥
তথাচ সংবিত নাহি করে মার মার।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধরিলেন কর॥
রাবণিয়া বেটারে যে বধিয়া জানকী।
আনিনু এখনি এই দেখ চন্দ্রমুখী॥
তখন চেতন পাইয়া সম্মুখে দেখয়।
চমৎকার ত্রৈলোক্যমোহন রূপ হয়॥
অনিমিখে চাহি মনে বিতর্ক করয়।
একি অপরূপ রূপ চমৎকারী হয়॥
নব-কাদম্বিনী সহ স্থির-সৌদামিনী।
কিংবা মত্ত-অলি সহ বিকচ-নলিনী॥
কিংবা নীলকণ্ঠ সহ সোণার ভ্রমরী।
অথবা অঞ্জনপুঞ্জে হেমের গাগরি॥
নবঘনে উদিত বা শরদচন্দ্রিকা।
নবীন তমালে কিংবা স্বর্ণের লতিকা॥
এতেক শুনিয়া গদ্গদঅশ্রুধারা বহে।
শতবার মূর্চ্ছাগত হইয়া* পড়য়ে॥
রামচন্দ্র কহেন যে বাঞ্ছা থাকে কহ।
ত্রৈলোক্যে সকলি দিব যাহা তুমি চাহ॥

তেঁহ কহে কি চাহিব তোমার অধিক।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহে ধিক ধিক॥
এই রূপ রত্ন-যুগ আমার হৃদয়।
সদা ঝক্‌মক করে করিয়া উদয়॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় মগ্ন যেন অনন্ত বিষয়।
থাকে নিরন্তর এই প্রার্থনা যে হয়॥
প্রভু কহে 'তথাস্তু' যে তাহাই হইবে।
এখন রাজত্ব কর পিছে মোরে পাবে॥
তবে কৃপা করি হরি নিজধাম গেলা।
পূর্ণমনোরথ রাজা গৃহেতে আইলা।
তাঁহার চরণে কোটি কোটি যে প্রণতি।
যে সৌভাগ্য লাগি ব্রহ্মা শিব আছে ব্রতী॥

লীলা-অনুকরণ চরিত্র।

শ্রীপুরুষোত্তমে করে লীলানুকরণ।
নৃসিংহ হইল কেহ কেহ দৈত্য-ভাণ॥
যে অনুকরণ যেই করে সেই সেই।
আবেশ অন্তরে হয় তার সাক্ষী এই॥
নৃসিংহ হইল যেহ হিরণ্যকশিপে।
উরু'পরি নখে বিদারিল সত্যরূপে॥
হাহাকার করি সবে চমকিত হৈল।
যে মরিল তার পিতা আসিয়া ঘেরিল॥
তেঁহ কহে ছলে মোর পুত্রেরে মারিল।
কেহ কহে তা না হবে আবেশে বধিল॥
পিতা রাজা-স্থানে গিয়া নিবেদন কৈল।
রাজা চমকিত হৈয়া সবা বোলাইল॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা মনে বিচারয়।
নরের নখেতে নর ফাড়া নাহি যায়॥
এ কথায় ইহার যে প্রতীত না হবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে লোকেতে বুঝিবে।
তাহারে কহিলা তুমি হও দশরথ।
যে মারিল তারে কহে হও রামবৎ॥
রাম বনে পাঠাইয়া দশরথ যথা।
প্রাণ তেয়াগিল কর অনুকরণ তথা॥
সেই অনুকরণ করিতে মাত্র সেই।
প্রাণ তেয়াগিল সত্য দশরথ যেই॥

---

* পাঠান্তরে—"মূর্চ্ছা হয়ে ভূমেতে।"

অতএব কৃষ্ণ-রাম-আদি বেশ করি।
লীলানুকরণ করে যে যে বেশ ধরি॥
তাহাতে অবজ্ঞা কেহ কদাচ না কর।
ভগবত-জ্ঞানে তাতে শ্রদ্ধা অনুসর॥
ইহার সাক্ষী দেখ পূর্ব্বাপর বৃন্দাবনে।
রাসলীলা করে ব্রজবাসি-আদি গণে॥
রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া সেই যে বালকে।
প্রেমভকতি করি পূজে সব লোকে॥
তাহার অধরামৃত চর্ব্বণামৃত লৈয়া।
কাড়াকাড়ি করি খায় পদার্থ ভাবিয়া॥
অতএব ঈশ্বর-আবেশ তাহে জানি।
ভকতি উচিত হয় ইষ্টসম মানি॥
লীলা-অনুকরণ অনাদিসিদ্ধ হয়।
অনিরুদ্ধ কৈলা উষা-হরণ-সময়॥
কীর্ত্তনে দ্বারকায় কৃষ্ণচন্দ্র।
তাহা দেখি রসাবেশে হৈলা গৌর-ইন্দ্র॥
অতএব ভক্তজনের করণে রসাভাস। *
কেহ কহে যদি তারে করিবে উল্লাস॥ †

চরিত্র শ্রীরতিবন্ত বাই।

রতিবন্ত নামে এক বাই পুরুষোত্তমে।
অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি রমে॥
গ্রামেতে কোথাও শ্রীভাগবতপাঠ হয়।
তার পুত্র শ্রবণ করিতে নিত্য যায়॥
সেই যেই আখ্যান শুনয়ে তথা বসি।
সেই সেই কথা মাতা-স্থানে কহে আসি॥
আনন্দিত হইয়া শুনয়ে পুত্রস্থানে।
এক দিন উদূখল বন্ধন-আখ্যানে॥
শুনিঞা আসিয়া মাতা-নিকটে কহিতে।
মাতা তাহা শুনি নারে পরাণ ধরিতে॥
হাহা হেন সুকুমার কমলনয়ানে
বন্ধনে বান্ধিল রাণী দয়া নৈল মনে॥
হা হা কহি অচেতন হইয়া পড়িলা।
তৎক্ষণাতেই অইমনি প্রাণ ছুটি গেলা॥
হাহা কিবা ভাব কিবা প্রেম কিবা স্নেহ।
বন্ধন করিলা শুনি তেজিলেন দেহ॥
হায় হায় হেন কবে সুদিন হইবে।
তাঁর পদযুগে মতি কবে মোর হবে॥
তাঁহার চরণরজস্পর্শ অধিকার।
হেন কি সাধনে কবে হইবে আমার॥
কে হেন দয়াল আছে এই ত্রিভুবনে।
আনিলে শরণ লই তাঁহার চরণে॥
প্রাণ নিকাশিয়া দেই যদি তেঁহ চান।
যদি পাই সেই প্রেমসিন্ধুর এক কণ॥
হৃদয়-মাণিক্য হরে যাহারে ধরিনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
সাধ্যে উপায়-সম যে আশ্রয় কৈনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
নারায়ণকৃপাবলে যে পদ পাইনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
সর্ব্ববেদসার যেই শাস্ত্রে যে শুনিনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥ *
জাহ্নবীর পশ্চিমদিশাতে মণিহার।
তাহার মধ্যে যে শোভে গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥
নিবেদন তাঁর পদে দন্তে তৃণ ধরি।
যদি কৃপা করে সেই শ্রীচৈতন্য হরি॥
তবে এই সুদৃঢ় দুর্ম্মতি-সিন্ধু পার।
হই নহে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥
তেঁহ যদি কৃপা করি কটাক্ষ করয়।
তবে কৃষ্ণদাস দীন কৃতকৃত্য হয়॥

চরিত্র শ্রীপুরুষোত্তমবাসী মহারাজ।

শ্রীপুরুষোত্তমে রাজা পুরুষোত্তম-ভক্ত।
একান্তনৈষ্ঠিক শ্রীচরণে অনুরক্ত॥
তাঁহার সৌভাগ্য কিছু কহা নাহি যায়।
যাঁর ছিন্নহস্ত-দোনা শ্রীঅঙ্গে পরয়॥
রাজার একান্ত-ভক্তিনিষ্ঠা-বিবরণ।
বিস্তারি কহি যে শুন অপূর্ব্ব কথন

* পাঠান্তরে—"ভকতের যে করণের সার ভাবা।"
† পাঠান্তরে—"কেহ যদি করে তাহা।"

* এই ছত্র ও পূর্ব্ববর্তী সাত ছত্রের বদলে কোনও কোনও পুস্তকে প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম চারি ছত্র মাত্র পাওয়া যায়।

এক দিন রাজা পাশক্রীড়াতে আছয়।
পাণ্ডা মহাপ্রসাদ হস্তে আইলা তথায়।
মহাপ্রসাদ দিয়া নৃপে আশীর্ব্বাদ কৈল।
অন্যমনস্ক রাজা বাম-হস্তেতে নিল॥
পশ্চাৎ আনিয়া কৈল জিহ্বায় দংশন।
হাহা মুঞি কি কায করিল অলক্ষণ।
ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু যে মহাপ্রসাদ।
বামহস্তে লৈনু কৈনু বড়ই প্রমাদ॥
এই অপরাধ জন্য এই দুষ্ট হস্ত।
ছেদন করিতে হয় অবশ্য প্রশস্ত॥
এত ভাবি নিজভৃত্য জল্লাদগণেরে।
নিজহস্ত কাটিবারে কহে বারে বারে॥
যোড়হস্ত করিয়া তাহারা যায় দূরে।
ভৃত্য কি প্রভুর হস্ত কাটিবারে পারে॥
কেহ যদি না কাটিল কৈল কিছু যুক্তি॥
কহে মোহ ঘরে এক প্রেত আইসে নিতি॥
গবাক্ষের দ্বারে হস্তে বাড়ায় বাহিরে।
কি জানি কি কর্ম্ম কিছু নাহি বুঝিবারে॥
এইমত সিপাইগণেরে বুঝাইয়া।
খড়গহস্তে সেইখানে রাখে নিয়োজিয়া॥
যখন বাড়াবে হস্ত কাটিয়া ডারিবে।
তবে মোর প্রেত হৈতে বিঘ্ন দূরে যাবে॥
এতেক কহিয়া রাজা শয়ন করিল।
মধ্যরাত্রে উঠি তথা হাত বাড়াইল।
রাজার কহত-মতে প্রেতজ্ঞান করি।
রাজার যে বামহস্ত কাটে চোট মারি॥
দয়াল শ্রীজগন্নাথ রাজার চরিত্র।
দৃঢ়নিষ্ঠা ভক্তি রতি আশয় পবিত্র॥
জানিঞা দয়ার্দ্র হিয়া কহে ভৃত্যগণে।
রাজার যে ছিন্নহস্ত আনহ যতনে॥
আমার বাগিচামধ্যে গাড়িয়া রাখহ।
প্রতিদিন তাহে জল সেচন করহ॥
প্রভুর যে আজ্ঞা সেইমত আচরিল।
সেই হস্ত দোনা নামে বৃক্ষ উপজিল॥
অপূর্ব্ব-সৌরভ তার সুন্দর-দর্শন।
পবিত্র সুসেব্য যে শ্রীঅঙ্গ-অভরণ॥
অতি প্রিয়তম করে আপনি তোটন।
অদ্যাপি বার্ষিক-যাত্রা দমন-ভঞ্জন॥

রাজার যেমন হস্ত হইল তেমতি।
বিভু কৃপা বৈলে তার কিসে অনির্বৃত্তি॥
সেই মহারাজার দাসের অনুদাস।
কৃষ্ণদাস তম্মে তম্মে করে অভিলাষ॥

চরিত্র শ্রীকরমা বাই।

মাড়োয়াড়-দেশীয় শ্রীজগন্নাথভক্ত।
করমা-বাই নামেতে জগতে আছে ব্যক্ত॥
যাহার খিচুড়ি হরি খাইয়া পিরীতে।
করমা-বাইর খিচুড়ি যে অদ্যাপি বিদিতে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্বকথন।
হরিভক্তসাধুগণ-শ্রবণরঞ্জন।
বাইজী প্রভাতে উঠি না ধুইয়া মুখ।
খেচরান্ন পাক করে মনে বড় সুখ॥
আদরক মরিচ হিং বহু ঘৃত দিয়া।
রন্ধন করয়ে অন্ন অমৃত জিনিঞা॥
চুলা চৌকা নাহি দিয়া সেইখানে ঢালি।
ভোগ লাগাইয়া বাই আনন্দ-আকুলি॥
জগন্নাথ আসি তাহা করেন ভোজন।
তেন তৃপ্ত আর কোন দ্রব্যে নাহি হন॥
একদিন এক সাধু বৈরাগী আসিয়া।
অতিথি হইলা শুদ্ধ চরিত্র জানিঞা॥
রতিপ্রেম-সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দেখিলা।
কিন্তু এক রীত দেখি কিছু ক্ষোভ হৈলা॥
স্নানাদি না করি পাক করি ভোগ দেয়।
ইহাতে তো কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত না জন্ময়॥
এত ভাবি বাইজীকে কহে কিছু নীত।
আচারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা যে উচিত॥
প্রাতে চুলা চৌকা মুখপ্রক্ষালন স্নান।
করিয়া পাকাদি করি কৃষ্ণে নিবেদন॥
করহ নতুবা অপরাধ যে জন্ময়।
ভোজনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত নাহি হয়॥
এত শুনি করমা-বাই-জীউ ঠাকুরাণী।
কহয়ে যেরূপ আজ্ঞা করিলা আপনি॥
সেইমত আচার করিয়া ভোগ দিব।
স্ত্রীজাতি মুঞি না জানি কি করিব॥

পরদিন সেইমত আচার করিল।
ভোগ লাগইতে দুই প্রহর চড়িল॥
অধিক বেলাতে জগন্নাথে খাওয়াইতে।
মনক্ষোভ হৈল সুখ না জন্মিল চিতে॥
খিচুড়ি খাইতে জগন্নাথ আসি বৈসে।
হেথা শ্রীমন্দিরে ভোগ লক্ষ্মী পরিবেশে॥
আচমন না করিয়া তড়িঘড়ি গিয়া।
মন্দিরে বসিলা প্রভু ভোজন লাগিয়া॥
হস্তে মুখে খিচুড়ি যে লাগিয়াছে দেখি।
সেবকগণেতে তবে কহয়ে চমকি॥
কহ প্রভু কোথায় খিচুড়ি খাইলে গিয়া।
কোন্ ভাগ্যবানগৃহে চরণ অর্পিয়া॥
সফল করিলে কার মানবজনমে।
বুঝিলাম সেই ধন্য এ তিন ভুবনে॥
তবে প্রভু আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে।
নিত্য মুঞি যাই করমা-বাইর সদনে॥
অপূর্ব্ব খিঁচুড়ি করি প্রণয়-পূর্ব্বক।
খাওয়ায় আমারে তাহে বড় পাই সুখ॥
নিত্য খাওয়াইত মোরে সকাল করিয়া।
অমুক বৈরাগী গিয়া কুকুগতি দিয়া॥ *
নীত শিখাইল তারে আচার করিতে।
যে হেতু বাড়য়ে বেলা দুঃখ পাই তাতে॥
বেলা হৈলে ক্ষুধা লাগে দ্বিতীয় এখানে।
প্রস্তুতসময় যাইতে হয় সেইখানে॥
সেখানে সুস্বাদু আর বাইয়ের পিরীতে।
ছাড়িতে না পারি হয় একান্ত যাইতে॥
সেথা হেথা ছুটাছুটি না পারি করিতে।
অতএব তার কায নাহি আচারেতে॥
পূর্ব্বেতে যেমন করি ভোগ লাগাইত।
তেমতি করিয়া করে তাহে মুঞি প্রীত॥
আহা কি আশ্চর্য্য দেখ কৃষ্ণে যার প্রীত।
তাহার মহিমা বেদ-বিধি-অবিদিত॥
কোটিগঙ্গতুল্য সেই সুপবিত্র হয়।
তার সাক্ষী দেখ যে জগন্নাথ কহয়॥
অপেক্ষা না কৈল শুচি পিরীতি পাইল।
যেহেতুক পিরীতিপূর্ব্বক খাওয়াইল॥

অতএব পিরীতি যাহার দেহে হয়।
বেদবিধিবিচারকিঙ্কর সেই নয়॥ *
প্রভুর আদেশ শুনি তটস্থ হইল।
বাইজীর স্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল॥
বাইজী শুনিঞা মহা-আনন্দে ভাসিল।
বিকার সাত্ত্বিক অষ্ট শরীর হইল॥
পূর্ব্ববৎ প্রাতে উঠি খেচরান্ন করি।
জগন্নাথে ভোগ দেয় প্রেমানন্দে ভরি॥
আচার করিতে যে বৈরাগী যুক্তি দিলা।
বিশেষ বৃত্তান্ত শুনি ভয়েতে কাঁপিলা॥
তুষিতে বাইজীস্থানে গমন করিয়া।
দণ্ডবৎ করি কহে দু'হস্ত যুড়িয়া॥
তোমার মহিমা আর প্রভুর আশয়।
আমি কি জানিব ছার কিসে কিবা হয়॥
তোমারে কহিনু মুঞি আচার করিতে।
তাহাতে পাইলা দুঃখ ক্রোধ হৈল চিতে॥
অতএব আছয়ে তোমার যে নিয়ম।
সেইমত কর তাহে না কর হেলন॥ †
সেই যে করমা-বাই নামে অদ্যাপিহ।
খিচুড়ি লাগিয়ে ভোগ স্বর্ণথালী যেহ॥
হে হে শ্রীকরমা-বাই কৃপাদৃষ্টি কর।
কলিভবমগ্ন জীবের উপায় বিস্তার॥
শ্রীচরণ শিরে ধর আপন গুণেতে।
অযোগ্য হইব তবে বিচার করিতে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীভাবুকব্রাহ্মণাদি
ভক্তচরিত্র ত্রয়োদশ মালা॥

চতুর্দ্দশ-মালা।

চরিত্র শ্রীশিলাপিল্লাসেবিকন্যাদ্বয়।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

---

* পাঠান্তরে—"সুযুকুতি দিয়া।"

* পাঠান্তরে—"অশুচি সেই নয়।"

† পাঠান্তরে—"অতএব তোমার যে আচার নিয়ম।
সেই মত কর না করহ ব্যতিক্রম।"

বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় সুন্দর-আশয়।
এক রাজা আর এক জমিদার হয়॥
দোঁহাকার এক গুরু নিকট আলয়।
দুই কন্যা দোঁহাকার চমৎকার হয়॥
তাঁহা-দোঁহার গুণ কিছু কীর্ত্তন করিব।
দুর্ম্মতি-কালসর্প-বিষ আপনা ঝাড়িব॥
দুই কন্যা সখ্যভাব অলপ বয়েস।
গুরুগৃহে থাকিতেই সদাই আবেশ॥
একদিন খেলিতে খেলিতে গেলা তথা॥
বসিলেক গিয়া গুরু পূজা করে যথা॥
আচার্য্যব্রাহ্মণঘরে অনেক ঠাকুর।
শালগ্রামনামা চক্র শ্রীমূর্ত্তি প্রচুর॥
দুয়ারে বসিয়া দুটি কন্যা জিজ্ঞাসয়।
ইনি বা কে উনি বা কে পূজিলে কি হয়॥
গোসাঞি শুনিঞা তাহা হাসিতে হাসিতে।
ঠাকুরতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব লাগিলা কহিতে॥
সাধুকৃপা কিংবা পুরুষের সমস্কারে।
যতেক কহিলা গোসাঞি পশিল অন্তরে॥
কহে মোদিগেরে দুটি ঠাকুরকে দেহ।
মোরা সেবা করিব কোন্ দুটি দিবে কহ॥
গোসাঞি কহেন হেন বাক্য নাহি কহ।
এখন বালক বড় হইলে করিহ॥
মন্ত্রগ্রহণ করাইয়া দিব বিধিমতে।
ঠাকুরসেবার যোগ্য হইবে যাহাতে॥
মন্ত্রগ্রহণের কথা যবে সে শুনিল।
মন্ত্র মন্ত্র করি পুনঃ তাহাই ধরিল॥
ঠাকুর-মন্ত্রের লাগি কান্দিতে লাগিলা।
গোসাঞি সে এক মহা-আপদে পড়িলা॥
আজি ঘরে যাও কালি দিব যে কহিয়া।
স্তোক দিয়া পাঠাইলা সান্ত্বনা করিয়া॥
গোসাঞি অন্তরে কিছু করিলা যুকতি।
শিলাপুত্র দুটি আনি রাখিলেন তথি॥
কুঙ্কুম-চন্দন-পুষ্প-তুলসী-ভূষিত।
করিয়া রাখিলা তথা ঠাকুর-সহিত॥
পরদিন দুই কন্যা আইলা তথায়।
ঠাকুর দেহ মন্ত্র দেহ বলিয়া কান্দয়॥
গোসাঞি কহেন দিব ঠাকুর আর মন্ত্র।
আইসহ লহ কান্দ কেন হও শান্ত॥
এত কহি সেই দুই শিলাপুত্র দিলা।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কর্ণেতে কহিলা॥
নামামৃত শ্রবণমাত্রেতে মগ্ন হৈল।
আর কিছু রঙ্গ সেই বালিকার ভেল॥
শিলাপুত্র নাহি জানে ঠাকুর জানিঞা।
গদগদ ভাব হৈল হৃদয়ে ধরিয়া॥
জিজ্ঞাসয় ইঁহার কি নাম গোসাঞি।
শিলাপিল্লা নাম কৃষ্ণচন্দ্র যে সে এই॥
শিলাপিল্লা শিলাপুত্র একুই যে অর্থ।
বালকে ভুলায় ঠাকুর বলি অযথার্থ॥
বালকস্বভাব হয় তর্ক নাহি মনে।
সুদৃঢ় বিশ্বাস হৈল গুরুর বচনে॥
দুই জন দুই শিলা লইয়া সেবয়।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র হৃদয়ে জপয়॥
সেবয়ে সদাই জ্ঞান করি নিজ ইষ্ট।
ক্রমে ক্রমে হৈল তাহে পিরীতি বর্দ্ধিষ্ঠ॥
অন্য কর্ম্ম আহার-নিদ্রাদি দেহচেষ্টা।
সব দূরে গেল হৈল ভক্তমধ্যে শ্রেষ্ঠা॥
শিলপিল্লা প্রাণধন শিলপিল্লা রত্ন।
অন্য কথা নাহি অন্য ধনে নাহি যত্ন॥
রাজার কন্যার স্বামী গৃহে লইবারে।
সদা লোক পাঠায় নাহি চাহে যাইবারে॥
পুনর্ব্বার স্বামী তার আপনি আসিয়া।
অনেক যতন করি চলিলা লইয়া॥
পেটারিতে ভরি প্রিয় শিলাপিল্লা লৈল।
বক্ষস্থলে করি ডুলি আরোহণ কৈল॥
স্বামী তার কহে কিছু দূরেতে যাইয়া।
বৃথাই কেনে বা মর পাথর পূজিয়া॥
ভুলাইয়া গোসাঞি পাথর আনি দিল।
আমার বচন শুন টান মারি ফেল॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহে সে কথা না শুনে।
বজ্রাঘাততুল্য সেই বাক্য করি মানে॥
জোরাবরি স্বামী তার পেটারি সহিতে।
টান মারি ফেলি দিল পুষ্করিণীজলেতে॥
হাহাকার করি তেঁহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
শিলাপিল্লা শিলাপিল্লা করিয়া ফুকারে॥
স্বামী তার মূঢ়মতি মর্ম্ম নাহি জানে।
লইয়া চলিয়া গেলা আপন ভবনে॥

তথায় যাইয়া কন্যা অন্ন নাহি খায়।
শিলাপিল্লা বলিয়া মাত্র রোদন করয়॥
শাশুড়ী ননদ আর পড়শী যতেক।
আসিয়া ঘেরিল আর ইতর শতেক॥
সকলেই কহে বধূ এত শোকাকুলি।
হইয়া কান্দয়ে কেনে পড়িয়া আথালি॥
শিলাপিল্লা বলিয়া ডাকে ইহার কি অর্থ।
দাসীগণ কহে আদ্যোপান্ত যে যথার্থ॥
শিলাপিল্লা ঠাকুর যে ইঁহার প্রাণসম।
পতি জলে ডার দিলা বুঝিয়া বিষম॥
এত শুনি তার সাত পুত্রেরে ডাকিয়া।
বহু অনুযোগ কৈলা আক্রোশ করিয়া॥
লোক পাঠাইলা সেই পুষ্করিণী যথায়।
খুঁজিয়া পেটারি সহ তুলিয়া আনয়॥
বধূর নিকটে দিলা পেটারি লইয়া।
আকুপাঁকু করি হৃদে ধরয়ে উঠিয়া॥
দরিদ্রের হারাধন যেমন মিলয়।
মৃতদেহমধ্যে যেন পুনঃ প্রাণ পায়॥
তেমতি আনন্দ হইয়া সেবাদি করিল।
তাহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল॥
সেই শিলা হৈতে কৃষ্ণ দরশন দিল।
নিষ্ঠা যে সবার মূল কাঁচে সোণা হৈল॥
কৃষ্ণনাম আকর্ষণী হৃদয়ে পশিল।
পিরীতি যে বশীকার তাহে বশ হৈল॥
পুনঃ জমিদারের কন্যার কথা শুন।
অইমনি শিলাপিল্লা প্রতি পিরীতি যে ঘন॥
দুই ভ্রাতা তাঁর দুই গ্রামেতে বৈসয়॥
অপ্রণয় সদাই লড়াই যুদ্ধ হয়॥
যুদ্ধে বড় ভ্রাতা ছোট ভ্রাতার ঘর-দ্বার।
লুঠিয়া লইয়া গেলা যে ছিল তাঁহার॥
তাহার সহিত শিলাপিল্লা ঠাকুর লঞা গেলা।
ঠাকুর বলিয়া শ্রীমন্দিরেতে রাখিলা॥
হেথা কন্যা শোকাকুলি শিলাপিল্লা লাগিয়া।
উচ্চৈঃস্বর করি কান্দে ভূমে লোটাইয়া॥
অন্য লোকে কহে বৃথা কান্দ কেনে মাতা।
তোমার তো ভাই সে না যাহ কেনে তথা॥
তথায় যাইয়া শিলাপিল্লা থাকে যথা।
যাইয়া আসিবে ইথে আছে কি অন্যথা॥

এতেক শুনিঞা বড়-ভ্রাতা-গৃহে গিয়া।
কান্দিয়া পড়িল তথা আছাড় খাইয়া॥
তটস্থ হইলা সবে জিজ্ঞাসা করয়।
কেনে কান্দ বলি আসি ধরিয়া উঠায়॥
তেঁহ কহে মোর দেহ হৈতে প্রাণ নিলা।
শিলাপিল্লা রত্ন ধন কাড়িয়া আনিলা॥
বিশেষ জানিঞা সবে কহয়ে তাহারে।
বাছিয়া লহগা চল ঠাকুরমন্দিরে॥
মন্দিরে যাইবামাত্র শিলাপিল্লা আপনি।
হৃদয়ে আসিয়া লাগে তার গুণ গণি॥
তাহার নিষ্ঠাতে কৃষ্ণ সেইরূপ হৈলা।
পিরীতে তাহারে রিঝি আপনা সঁপিলা॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
কৃষ্ণদাস মাগে এক বিন্দু যে তাহার॥

চরিত্র শ্রীভক্তনিষ্ঠ র[illegible]।

ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজা [illegible]ম।
বৈষ্ণবে একান্ত রতি নাহি যার [illegible]ম॥
বৈষ্ণবের ভেক ধরি দুই চারি চোর।
চুরির সন্ধানে গেলা রাজার গোচর॥
ভক্তিভাবে রাজা পাদ প্রক্ষালন করি।
সেবা করি বসাইলা পর্য্যাঙ্ক উপরি॥
অন্দরে লইয়া রাণীগণে আজ্ঞা দিল।
চরণসেবন করি শুশ্রূষা করিল॥
রাত্রে যবে গৃহবাসী সবে নিদ্রা গেলা।
উঠিয়া রাণীর তবে গলে ছুরি দিলা॥
মারিয়া রাণীর অঙ্গের গহনা লইয়া।
চলিলা যে দস্যুগণ আনন্দিত হিয়া॥
যাইতে যে পথ না পায় ধর্ম্মের এই কর্ম্ম।
সারারাত্রি ফিরি বুলে নাহি বুঝে মর্ম্ম॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখি দাস-দাসীগণ।
রাণীর মরণ আর দস্যুর করণ॥
হাহাকার করি দস্যুগণেরে ধরিয়া।
রাজার নিকটে লৈল বন্ধন করিয়া॥
রাজা দেখি হাহাকার করিয়া কহয়।
[illegible]

ভৃত্যগণ কহে মহারাজ নিবেদন।
বৈষ্ণব না হয় এই হয় দস্যুগণ॥
রাণীরে মারিয়া বস্ত্র-অলঙ্কার নৈল।
চোরগণ বৈষ্ণবের ভেক ধরি আইল॥
তথাপিহ রাজা কহে আরে ছাড় ছাড়।
মূর্খগুলা কহে বৈষ্ণবেরে চোর ভাড়॥
রাণীর কর্ম্মেতে ছিল নিজ দোষে মৈলা।
না বুঝিয়া তোমরা বৈষ্ণবে দুঃখ দিলা॥
ইঁহা-সবার পাদোদক লইয়া খাওয়াও।
এখনি বাঁচিবে রাণী মোর বাক্য লও॥
এত কহি পাদোদক লৈয়া মুখে দিতে।
বাঁচিয়া উঠিল রাণী চাহে চারিভিতে॥
বৈষ্ণবগণেরে রাজা বহুধন দিয়া।
বিদায় করিল স্তব করিয়া তুষিয়া॥ *
দস্যুগণ তাহা দেখি বিবেক হইল।
বৈষ্ণবের ভেকমাত্র আমরা করিল॥
তাহার মহিমা এই দেখিনু সাক্ষাতে।
মৃতক জীবন পাইল চরণ-পউতে॥
এতেক ভাবিয়া তারা বৈষ্ণব হইল।
সাধুসঙ্গলাভমাত্রে সেই রঙ্গ পাইল॥
রাজার আশ্চর্য্য দেখ বৈষ্ণবে বিশ্বাস।
কে বুঝিবে মর্ম্ম যথে হরির বিলাস॥
সেই রাজা সেই দস্যুগণের চরণ।
ধূলীকণ কৃষ্ণদাস করয়ে প্রার্থন॥

চরিত্র অন্য ভক্তনিষ্ঠ রাজা।

হরিভক্ত এক মহারাজা ভক্তসেবী।
উদারচরিত্র যে শাস্ত্রজ্ঞ মহাকবি॥
দৃঢ়ব্রত ভক্তিমার্গে বৈষ্ণবে পিরীতি।
এক ভক্তরাজ আসি হইলা অতিথি॥
পাদধৌত আদি করি আসন ভূষণ।
ভোজন করায়্যা কৈল অনেক স্তবন॥
বৈষ্ণবের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজন।
রাণীর সহিতে হৈল প্রণয়ে মগন॥

বৈষ্ণব বিদায় হৈয়া চাহে যাইবারে।
কিছুকাল রহ রাজা কহে বারে বারে॥
এইমত বৎসরেক বৈষ্ণব রহিলা।
পুনঃ আর নাহি রহে কোমর বান্ধিলা॥
রাজা প্রাণ তেজিবারে উদ্যুক্ত হইলা।
রাণী উৎকণ্ঠায় এক যুক্তি ঠাহরিলা॥
অনেক নিবতি করি কহিলা বৈষ্ণবে।
আজি দিন রহ কালি সকালে যাইবে॥
বহু উপরোধে সাধু সে দিন রহিলা।
রাত্রে নিজপুত্রে রাণী বিষ খাওয়াইলা॥
মরিল নন্দন প্রাতে কান্দিয়া উঠিলা।
অন্তঃপুরে রোদনের ধ্বনি উথলিলা॥
প্রাতে সাধু চলিবার উদ্যোগ করিতে।
দাসী গিয়া কহে কিছু রাণীর প্রেরিতে॥
মহাশয় রাজার যে পুত্রটি মরিল।
কান্দিয়া আকুল রাণী এই দশা হৈল॥
দুই চারি দিবস থাকিলে ভাল হয়।
স্বতন্ত্র ইচ্ছা তব যেবা মনে লয়॥
বৈষ্ণব ভাবেন মনে এতেক প্রণয়।
বিপদ সময় যাওয়া উচিত না হয়॥
বিবেচনা করি পুনঃ কোমর খুলিলা।
রাজা-রাণী মনে মহা-আনন্দিত হৈলা॥
অন্তঃপুরে গেলা সাধু সান্ত্বনা করিতে।
দেখে গিয়া রাণী বসিয়াছে আনন্দিতে॥
সাধু কহে এ তো তব আহ্লাদের কাল।
নহে যে তথাপি দেখি আনন্দ উথাল॥
হর্ষে তবে কহে রাণী সব বিবরণ।
বিষ খাওয়াইনু পুত্রে তোমারি কারণ॥
পাদোদক দেহ পুত্র বাঁচিবে এখনি।
কৃপা করি দিন-কথো থাকহ আপনি॥
পাদোদক লইয়া বালকে যবে দিলা।
নিদ্রাভঙ্গ হইতে যেন চমকি উঠিলা॥
বিশেষ শুনিঞা আর বিশ্বাস দেখিয়া।
সাধুর আশ্চর্য্য হৈল চমকিত হিয়া॥
বিচার করিলা মনে এ-হেন সৎসঙ্গ।
সদাই যাহার সনে কৃষ্ণকথারঙ্গ॥
ইহা ছাড়ি অধিক কি লাভে কোথা যাব।
এই মোর নিজধাম হেথাই রহিব॥

---

* [illegible] বিদায় করিলা।

রাণীরে কহেন তব এ হেন সদ্‌গুণ।
পুত্রে বিষ খাওয়াইলা বৈষ্ণবকারণ॥
বৈষ্ণবচরণামৃতে এতেক বিশ্বাস।
শ্রীকৃষ্ণচরণ তব অন্তরে বিলাস॥
তোমা-হেন সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব॥
শুনিতে শুনিতে রাণী আনন্দসাগরে।
মগ্ন যে বৈষ্ণব থাকিবেন শুনি ঘরে॥
রাজন বৃত্তান্ত সব বিশেষ শুনিঞা।
রাণীরে প্রশংসে বহু গদগদ হিয়া॥
বৈষ্ণব থাকিল বলি উৎসাহ হইল।
খয়রাত করিল নহবত বসাইল॥
অতএব কি আশ্চর্য্য বৈষ্ণবে পিরীতি।
কিবা সুচরিত্র নিষ্ঠা কিবা ভক্তিরীতি॥
আমরা অভাগ্যবন্ত জন্ম অকারণ।
শিশ্নোদরপরা মাত্র বৃথাই জীবন॥
হে হে মহারাজ-রাজ হে হে মহারাণি।
এ দুর্গতি জনে অবলম্ব দেহ পাণি॥
তবে সে নিস্তার পাই নহে কলিভব।
সাগরে ডুবিয়া মরে কিঙ্কর যে তব॥

চরিত্র শ্রীমামা-ভাগিনা দ্বয়।

মাতুল ভাগিনা দুই অদ্ভুতচরিত।
দোঁহে কৃষ্ণভক্ত সম দোঁহে দোঁহা-প্রীত॥
দক্ষিণদেশেতে রঙ্গনাথ নামে হরি।
জানয়ে সবাই যে প্রসিদ্ধ জগ ভরি॥
তাঁহার মন্দির না দেখিয়া দুঃখ মনে।
হইল একান্ত-রাগ মন্দির-কারণে॥
ভ্রমণ করিয়া কোথাও সুযোগ না বনে।
সন্ধান করিলা এক ভাবিয়া দুই জনে॥
সেবরা-গণের সেবা পরশমণির।
সূর্য্যের আকৃতি যেন কিরণ শরীর॥
যদ্যপি সেবরা-সঙ্গ নহে যে কর্ত্তব্য।
তথাচ রাগের ধর্ম্ম মানে করি লভ্য॥
কপটে সেবক গিয়া হৈল সেবরার।
পর্শমণি-মূর্ত্তি করি চুরির বিচার॥

পরামর্শ করি দোঁহে সেবরা নিকটে।
সেবক হইলা গিয়া করিয়া কপটে॥
সেবরা অবৈষ্ণবাদা যদ্যপি অগ্রাহ্য।
সেবক হইলা তাহে যদ্যপি অপূজ্য॥
চুরিবৃত্তি যদ্যপিহ অধর্ম্মের কর্ম্ম।
এ সকল যদ্যপিহ বিপর্য্যয়-বর্ম্ম॥
তথাপিহ শ্রীকৃষ্ণেতে দৃঢ় অনুরাগে।
কৃষ্ণসুখ হেতু লঞা যায় অন্যমার্গে॥
কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।
না থাকে বিচার মাত্র কৃষ্ণসুখ লভ্য॥
কৃষ্ণের যাহাতে সুখ এই মাত্র জানে।
রাগের স্বভাব লোকধর্ম্ম নাহি মানে॥
ইহার সিদ্ধান্ত যে কহয়ে ভাগবতে।
তদর্থে যে পাপ সেহ ধর্ম্মের নিমিত্তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মন্নিমিত্তে কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে॥ ১॥

কথোক দিবস থাকি সেবরার স্থানে।
মণিমূর্ত্তিচুরির সদা করয়ে সন্ধানে॥
কোনমতে অবকাশকাল নাহি পায়।
মন্দির-উপরে এক সুগত আছয়॥
উপরে চড়িয়া গিয়া কলস খসায়।
তাহাতে হইল পথ লইতে উপায়॥
মন্দির-ভিতরে মামা পরশ লইল।
ভাগিনা উপরে চড়ি রজ্জু ডারি দিল॥
রজ্জু ধরি উঠি সেই কলস-ফুকরে।
বগলে লাগিয়া গেল দুই দিগে না সরে॥
ভাগিনার হাতে সেই পর্শমণি দিয়া।
কহয়ে আমার লও মস্তক কাটিয়া॥
নতুবা প্রভাতে মোরে দেখিয়া চিনিবে।
অভিলাষ মনের যে কর্ম্ম না হইবে॥
তুমি শীঘ্র যাই কর রঙ্গনাথালয়।
সুন্দর করিয়া বানাইবে সুখময়॥
ভাগিনা কহয়ে তব মস্তকচ্ছেদন।
তেঁহ কহে মোর নাহি সরে মন

আমার (ভগবতোদ্দেশে) নিমিত্ত কৃত পাপও, ধর্ম্ম বলিয়া কল্পিত হয়। ১।

কেমতে করিব মোর মাথা মুণ্ডে কাটিবারে।
কহিতেছি তাহে তব কি দুঃখ অন্তরে॥
তবে শির কাটি তার ভাগিনা লইলা।
বানাইতে মন্দির রঙ্গনাথেরে চলিলা॥
যাইয়া তথায় দেখে মামা রসিয়াছে।
মন্দির-বানানে কারখানা লাগিয়াছে॥
এত অনুরাগ যার শ্রীকৃষ্ণচরণে।
তার কি মরণ আছে এ তিন ভুবনে॥
মামা আর ভাগিনাতে কোলাকুলি করি।
মুচকি হাসয়ে দোঁহে সঙরি সঙরি॥
শ্রীমন্দির বনিলা যে অতিশয় স্থূল।
অদ্যাপিহ হয় যার নাহি সমতুল॥
তাঁহার চরণে করি প্রণতি বিস্তর।
মহামোহরোগের যাহাতে প্রতিকার॥

চরিত্র মহারাজ হংসপ্রসঙ্গ।

দেহে কুষ্ঠব্যাধি এক রাজার হইল।
এক চিকিৎসক আসি রাজারে কহিল॥
ঔষধ করিব রাজহংসপিত্ত দিয়া।
মান-সরোবর হৈতে আনহ ধরিয়া॥
ব্যাধগণে রাজা আজ্ঞা দিলা হংস লাগি।
ব্যাধে দেখি অন্তরে উড়িয়া যায় ভাগি॥
না পাইয়া ব্যাধগণ খেদিত হইল।
কেহ এক উপায় যুকতি কহি দিল॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি পুনঃ যাহ সবে।
ধরিতে পারিবে হংস উড়িয়া না যাবে।
এত শুনি বৈষ্ণবের ভেক সবে কৈল।
বৈষ্ণব দেখিয়া হংস নাহি পলাইল॥
মান-সরোবর-হংস অপ্রাকৃতময়।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস তার স্বাভাবিক হয়॥
অবিশ্বাসী কর্ম্ম কৈল দুষ্ট ব্যাধগন।
ধরিয়া লইয়া গেল রাজার সদন॥
বৈষ্ণবের বেশ ব্যাধগণের দেখিয়া॥
আদ্যোপান্ত সব রাজা বৃত্তান্ত শুনিঞা॥
আপনা ধিক্কার করি ক্ষোভিত হইলা।
বেঢ়া হংস নাহি ছাড়ে বহে প্রার্থিলা॥

রাজার বিবেকে হৈল ভগবানের দয়া।
হংস ছাড়াইতে প্রভু কৈলা কিছু মায়া॥
উপযুক্ত এক বৈদ্য তাঁহার হৃদয়।
প্রেরণ করিলা গেলা রাজার সভায়॥
ঔষধাদি দিয়া ব্যাধি শীঘ্র ভাল কৈলা।
পিঞ্জিরা হইতে হংস ছাড়াইয়া দিলা॥
ব্যাধগণ বৈষ্ণবের ভেকমাত্র কৈল।
ভেকের মহিমা দেখ রত্ন প্রসবিল॥
ব্যাধগণের মন তখন নির্ম্মল হইল।
আপনা-আপনি কিছু বিচার করিল॥
ভেকমাত্র কৈনু মোরা বৈষ্ণব-আভাস।
তাহাতেই হৈল পশুপক্ষীর বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবের না জানি যে কেমন মহিমা।
চল ভাই নীচকর্ম্ম সব দেহ ক্ষেমা॥
কার ঘর কার দ্বার কেবা কার হয়।
ছাড়ি সব ছল করি কৃষ্ণের আশ্রয়॥
এতেক বিচার করি বৈষ্ণব হইল।
সর্ব্বত্যাগ করি বৃন্দাবনবাস কৈল॥
অতএব এই দেখ ভেকের মহিমা।
পর্শমাত্র কৃষ্ণে রতি হইল নিষ্কামা॥*
সেই যে নিষ্কাম ভক্ত তাঁহার মহিমা।*
ব্রহ্মা-শিব-আদি যার নাহি পায় সীমা॥
সেই ব্যাধ হউ মোর ত্রাণের কারণ।
মস্তকে আমার ধরু অভয়চরণ॥

চরিত্র শ্রীমীননাথ গোরখনাথ।

মীননাথের শিষ্য গোরখনাথ নাম।
দোঁহেই সাধনসিদ্ধ দোঁহেই নিষ্কাম॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক রাজার সদনে।
অতিথি হইলা রাজা করিলা সম্মানে॥
দাম্ভিক বিষয়ী মত্ত হিংসা-ব্যবহার।
স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ হয় তো রাজার॥
মীননাথ সাধু স্বাভাবিক সদাচার।
দেখিয়ে উপজে দয়া দুর্গতি রাজার॥

---

* কোনও কোনও পুস্তকে তারা-চিহ্নিত এ দুই ছত্র নাই।

গোরক্ষনাথেরে কহে কিছুকাল থাকি।
অবৈষ্ণব রাজা ইহ মূঢ়প্রায় দেখি॥
হিতচেষ্টা করি কিছু যদি কৃষ্ণভক্তি।
লওয়াইতে পারি কোনরূপে দিয়ে শক্তি॥
গোর্খনাথ কহে এই অবৈষ্ণব-স্থান।
একক্ষণ নাহি রহা এই তো বিধান॥
পুনঃপুনঃ গোর্খনাথ বারণ করিলা।
কদাচ না শুনে মীননাথ রহি গেলা॥
রাজার সহিত মিলি বড় হৈল মেলা।
বহু অর্থ দিলা রাজা করে পাশাখেলা॥
বিধি-বিড়ম্বন দেখ এক হৈতে আর।
হইল মায়ার ফান্দ উল্টা ব্যবহার॥
বিষয়-কুসঙ্গ যে এমতি বলবত্ত।
হেন যে পরমসাধু ভুলিলা যথার্থ॥
রাজার সহিত রাজবিষয়ী হইলা।
রাজা নিজকন্যা তাঁরে বরণ করিলা॥
গোর্খনাথ বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলা।
ছাড়াইতে না পারিয়া পলাইয়া গেলা॥
ইথি-উথি বেড়ায় যে ভ্রমণ করিয়া।
অন্তরে অধিক দুঃখ গুরুর লাগিয়া॥
কথোক দিবসে রাজা কালপ্রাপ্তি হৈল *
মীননাথ রাজসিংহাসনেতে বসিল
রাজ্যে মত্ত হৈলা এক পুত্র জনমিল।
গোর্খনাথ ভ্রমণ করিয়া তথা আইল॥
দ্বারিগণ ভিতরে যাইতে নাহি দেয়।
যাইতে না পাঞা কিছু সৃজিল উপায়॥
দরোজা-সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া।
চেৎমছন্দ গোর্খা আয়া ইহাই বলিয়া॥
নাচিতে লাগিলা হোথা মীননাথ শুনি।
পরে সমুঝিলা যে গোরখনাথবাণী॥
ডাকিয়া লইলা গোর্খানাথ প্রণমিলা।
সেবাতে আপন নিজ অন্দরে রাখিলা॥
গোর্খনাথ ব্যাকুল গুরুর চেষ্টা দেখি।
সদাই চিন্তয়ে একক্ষণ নহে সুখী॥
গুরুরে তো নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে।
জিজ্ঞাসার ছলে কিছু লাগিলা কহিতে॥

পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে।
হয় কি না হয় কহি তোমার গোচরে॥
যদ্যপিহ না হয় শিখাও ভালমতে।
এত বলি সব তত্ত্ব লাগিলা কহিতে॥
সাঙ্খ্যতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব আদি।
সদা-সর্ব্বক্ষণ যে কহয়ে নিরবধি॥
সর্ব্ব সংস্কার ক্রমে শুনিতে শুনিতে। *
নির্ম্মল হইল চিত্ত লাগিলা কহিতে॥ †
আরে গোর্খা কি করিনু কি বিষ খাইনু।
আপনার মুণ্ডেতে অনল জ্বালি দিনু॥
ধিক্ ধিক মোরে এবে কি করিব কহ।
গোর্খানাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ॥
তেঁহ কহে কিঞ্চিৎ সম্বল সঙ্গে লই।
গোর্খনাথ কহে প্রভু কিছু কায নাই॥
তথাচ লইল কিছু পুঁটুলি বান্ধিয়ে।
গোর্খনাথ মনে মনে দেখিয়া হাসয়ে॥
নিকাশিলা দোঁহে গৃহে কেহ না জানিল।
বহুদূর গিয়া গোর্খনাথ নিবেদিল॥
অর্থের পুঁটুলি প্রভু দেহ মোর মাথে।
বেদনা হইবে ভারি দ্রব্য তব হাথে॥
এত কহি মাথে করি লইল পুঁটুরি।
দেখে তাহে হীরা মণি মুক্তা নারনরি॥
মনে ভাবে এই শত্রু ইথে কিবা কাম।
যোগভ্রষ্টকারী ইহ স্বভাব বিষম॥ ‡
পশ্চাত পশ্চাৎ যায় গুরু-অগোচরে।
এক এক লয়ে আর ঝোড়েঝাড়ে ডারে॥
মীননাথ দেখে পুনঃ ফিরিয়া চাহিতে।
দ্রব্য টান মারিয়া ফেলায় চারিভিতে॥
হারে গোর্খা কি করিলি এ হেন পদার্থ।
টানিয়া ফেলিলি সব বহুমূল্য অর্থ॥
গোর্খানাথ কহে প্রভু এ কোন পদার্থ।
আমি বুঝি এ তো মাত্র কেবল অনর্থ॥
অতিতুচ্ছ দ্রব্য এতে প্রস্রাব করিতে।
ইহা হৈতে উত্তম নিকশে কতমতে॥

* পাঠান্তরে—"লোকান্তর হৈল।"

* পাঠান্তরে—"পূর্ব্ব সংস্কার সব ক্রমেতে শুনিল।"
† পাঠান্তরে—"কহিতে লাগিল।"
‡ পাঠান্তরে—"যোগভ্রষ্ট কার ইহ স্বভাবে।"

মীননাথ কহে গোর্খা প্রলাপ কি কহ।
মণি মুক্তা ঝরে তব প্রস্রাবের সহ ॥
গোর্খানাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে।
এত কহি প্রস্রাব করয়ে ধীরে ধীরে॥
মণিমুক্তা আদি কত ঝরিতে লাগিল।
মীননাথ দেখি আপনারে ধিক দিল ॥
পরমরতন কৃষ্ণভক্তি তাহা ছাড়ি।
অতিতুচ্ছ রাজ্যপদ-অন্ধকূপে পড়ি ॥
মৃত্তিকাবিকার হে প্রকৃত মণিরত্ন।
মায়ার অধীন হৈয়া কৈনু তাহে যত্ন ॥
আরে গোর্খা তুমি মোরে উদ্ধার করিলি।
শিষ্য হৈয়া গুরুবৎ কার্য্য যে কৈলি ॥
তখন অজ্ঞান গেল নির্ম্মল হইল।
পূর্ব্ববৎ দোঁহে পরানন্দ যে পাইল ॥
অতএব গুরুতো সবার হয় ত্রাতা।
শিষ্যেও কখনো হয় গুরুর যোগ্যতা ॥
ইহাতে বুঝিয়া ভাই সাবধান হও।
কুসঙ্গ সে কালসপ সদাই ডরাও ॥
অন্য সর্প দংশিলে যে মন্ত্রে নিবারয়।
কুসঙ্গ-সর্পের দংশে অবশ্য মরয় ॥
দন্তে তৃণ করি নিবেদয়ে কৃষ্ণদাস।
অবৈষ্ণব সঙ্গে যেন নাহি হয় বাস ॥

চরিত্র শ্রীমহাজন সদাব্রতী।

মহাজন সদাব্রতী ভক্ত অগ্রগণ্য।
বৈষ্ণব-পিরীতি-রীতে এক-ধন্য ধন্য ॥
কৃষ্ণ তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবার হেতু মায়া।
করিয়া আইলা রূপ বৈষ্ণব হইয়া ॥
বৈষ্ণব পাইয়া মহাজন সদাব্রতী।
আনন্দকৌতুকে সেবা করি করে স্তুতি।
কথোক দিবস তাঁর গৃহেতে রহিলা।
ভক্তি বুঝিবারে প্রভু কৈলা এক লীলা ॥
পুত্র তাঁর অতিশিশু ভূষণে ভূষিত।
নির্জ্জনে লইয়া গেলা বধের উচিত ॥ *
ঘাড় মুচুড়িয়া তারে মারিয়া ডারিলা।
ধুলা কাঁটা কুটা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলা ॥

দুই-প্রহর তক শিশু না আইলা ঘরে।
খুঁজিয়া না পায় মাতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
দাসী গিয়া কহে সেই বৈষ্ণব-নিকটে।
তুমি যে লইয়া গেলা দেখিয়াছি বটে ॥
বরঞ্চ গহনা লও শিশু আনি দেহ।
বৈষ্ণব কহয়ে মোর নাম নাহি কহ ॥
মনোবৃত্তি প্রকাশ করণে বাঞ্ছা হয়।
তথাপিহ ভঙ্গি করি দাসীরে কহয় ॥
যদি দেখিয়াছ তুমি না কহিও কথা।
মারিয়াছি আমি বটে কি করিব মাতা ॥
গহনাগুলিন যে বরঞ্চ তুমি লহ।
মোর নাম প্রকাশ করিয়া নাহি কহ ॥
দাসী কহে রাখিলে যে কোথায় মারিয়া।
তেঁহ কহে চল যাই সেই দেখাইয়া ॥
এত কহি তথা গিয়া ধুলামাটি ডারি।
উঠাইয়া দিলা শব ভয়ভঙ্গি করি ॥
দাসী মৃতবালক আনিঞা কোলে করি।
তুফান উঠাইল সেই বৈষ্ণব উপরি ॥
মহাজন আসি দাসীমুখেতে শুনিল।
বৈষ্ণবের কর্ম্ম ইহা প্রতীত না হৈল ॥
বৈষ্ণবের ক্ষুদ্র পাপে প্রবৃত্তি না হয়।
এ তো না সম্ভবে যাতে দয়ালু হৃদয় ॥
দাসী কহে নিজমুখে কবুল হইল।
তেঁহ কহে সেহ কোন্ কারণে কহিল ॥
দয়াল বৈষ্ণবচিত্ত পরের কি জানি।
দুঃখ হয়ে বলি দোষ মানয়ে আপনি ॥
এত কহি বৈষ্ণবের পাদোদক আনি।
বালকের মুখে দিতে বাঁচিল তৈমনি ॥
মহাজন সদাব্রতী স্ত্রীর সহিতে।
চরণে পড়িয়া কান্দে ভয় মানি চিতে ॥
দাসী মোর কটুবাক্য তোমারে কহিল।
অপরাধ ক্ষেম' মোর শরণ লইল ॥
চরণ-অমৃত দিয়া পুত্র বাঁচাইলে।
ভৃত্য বলি আপনার বড় কৃপা কৈলে ॥
কন্যা এক আছে মোর বিবাহের যোগ্যা।
চরণে সোঁপিতে চাহি যদি হয় আজ্ঞা ॥
সদাব্রতী মহাজনে বড়তুষ্ট হৈলা।
কন্যা যে বিবাহ করি এক লীলা কৈলা ॥

অতএব কত প্রীত দেখহ বৈষ্ণবে।
অলৌকিক ভাব যাহা লোকে না সম্ভবে॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
আমা সবার এ জন্মের ফল এই সার॥

চরিত্র শ্রীভুবন চৌহান।

ভুবন চৌহান নাম রাজার জমাদার।
কৃষ্ণে নিয়োজিত মন গুণের সাগর।
কর্ম্মেতে কুশল রাজা অতি প্রীত করে।
মৃগয়া করিতে গেলা রাজার সমিভ্যারে॥
বনে এক হরিণী যে পূর্ণগর্ভবতী।
হঠাৎকার তলোয়ার হানে তাহা প্রতি॥
বাচ্ছা-সহ কাটিয়া পাড়য়ে ভূমিতলে।
দেখি উপাজল দয়া কর হানে ভালে॥
ছিছি ধিক ধিক মুঞি কি কর্ম্ম করিনু।
আপনার স্কন্ধে চোট কেনে নাহি দিনু॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিল।
তার প্রতিকূল আচরণ এই হৈল॥
হেন ধর্ম্ম আমার যে ধর্ম্ম কভু নহে।
আজি হৈতে তলোয়ার না ধরিব দেহে॥
চাকুরি ছাড়িলে যে গুজুরান না চলিবে।
জীবিকা নহিলে কিসে স্ত্রীপুত্র বাঁচিবে॥
অতএব স্বর্ণমুট খাপ বানাইয়া।
কাষ্ঠের তলোয়ার করি গোপন করিয়া॥
তার মধ্যে রাখি যেন না জানয়ে কেহ।
হিংসা না করিতে হয় যাবত এ দেহ॥
এত ভাবি কাষ্ঠের তলোয়ার তাহে রাখে।
বিপক্ষ তাহার মধ্যে কেহ তাহা দেখে॥
রাজার নিকটে গিয়া ঠগপনা করি।
কহয়ে সে চৌহানের খাপের ভিতরি॥
কাষ্ঠের তলোয়ার হয় বাহে মাত্র ভাণ।
রাজা না প্রত্যয় যায় নাহি দেয় কাণ॥
পুনঃপুনঃ প্রতিদিন যদি সে কহয়।
পরখের হেতু কিছু কৌশল করয়॥
একদিন ফিরিতে চলিলা বাগিচাতে।
পাত্রমিত্র আর চৌহানেরে নিল সাথে॥
বাগিচায় পুষ্করিণীর তীরেতে বসিয়া।
রাজা কহে সবাকারে হাসিয়া হাসিয়া॥
কেমনি তলোয়ার কার * দেখাও খুলিয়া।
ক্রমেতে দেখায় সবে বাহির করিয়া॥
ভুবন চৌহান ভাবে হায় কি করিব।
কাষ্ঠের তলোয়ার যে কেমনে নিকশিব॥
ফুটি যাবে আর যে লজ্জার সীমা নাঞি।
এ বিপদ হৈতে যদি রাখেন গোসাঞি॥
মনে ভাবে হে কৃষ্ণ হে লজ্জানিবারণ।
এবার রাখহ প্রভু তোমার শরণ॥
এত ভাবি খাপে হৈতে নিকাশে তলোয়ার।
কাষ্ঠ ঘুচি হৈল যেন হীরার বিকার॥
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব অংশেতে জিনিঞা।
বিজুরী চমকে যেন চৌদিক ব্যাপিয়া॥
সবে প্রশংসয় নৃপের সংশয় মিটিল।
চুকুলি যে কৈল † তারে বধিতে কহিল॥
সাধুর স্বভাব চৌহানের দয়া হৈল।
দাণ্ডাইয়া রাজা-আগে নিবেদন কৈল॥
উহার না দোষ যে না মোর কিছু গুণ। ‡
সকলের মূল মাত্র বিভুর করুণ॥
আদ্যোপান্ত সব বিবরণ নিবেদল।
রাজা শুনি চৌহানের প্রতি তুষ্ট হৈল॥
রোজিনা যে ছিল তাহা দ্বিগুণ করিয়া।
বক্সান করিয়া দিল অনেক তুষিয়া॥
ঘরে বসি থাক কৃষ্ণভজন করহ।
আমার যে কর্ম্ম যুদ্ধবিগ্রহে না যাহ॥
কৃষ্ণকৃপা যারে তার কিসে অনিবৃত্তি।
তাহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ নতি॥

চরিত্র শ্রীরূপ-চতুর্ভুজ-ঠাকুর-পূজারি

রূপ-চতুর্ভুজ-ঠাকুর দক্ষিণ মুলুকে।
জগতে প্রসিদ্ধ হয় জানে সর্ব্বলোকে॥

* পাঠান্তরে—"তলোয়ার ধার।"
† পাঠান্তরে—"চুগলি যে কৈল।"
‡ পাঠান্তরে—"দোষ নাই আর মোর নাই গুণ"

পূজারি ঠাকুর সাধু মহা-অনুভব।
ঠাকুর তাঁহার বশীভূত যে সম্ভব॥
রাজা রাজপুত্ত রাণা-খ্যাতি পুরুষাক্রান্তে।
ঠাকুরদর্শনে রাজা আইলা মধ্যা-অন্তে॥
ভোগ লাগি শয়নে আছয়ে সে সময়।
দরশন নহিল রাজন চলি যায়॥
এইকালে পূজারিজী শ্রীঅঙ্গ হইতে।
পুষ্প-হার আনি দিল রাজার গলাতে॥
দৈবাৎ মালাতে এক পাকাচুল ছিল।
রাজা তাহা দৃষ্টমাত্রে অগ্নিসম হৈল॥
রাজা ক্রোধে কহে আরে ব্যাধ দুরাচার।
নখ-কেশ বলি তব নাহিক বিচার॥
পাকাচুল পুষ্পহারে আইল কেমতে।
হঠাৎ পূজারি কহে শ্রীমস্তক হৈতে॥
কহিয়া ভাবয় অসম্ভব কি কহিনু।
পুনঃ ভাবে সেই সত্য কহিনু কহিনু।
রাজা পুনঃ গালি পাড়ে ত্রেস্কার করয়।
হারে ধৃষ্ট শ্রীঅঙ্গে কি পাকাচুল হয়॥
পুনশ্চ পূজারি কহে হাঁ হাঁ মহারাজ।
পক্ক চুল শ্রীমস্তকে করয়ে বিরাজ॥
ক্রোধে রাজা কহে পুনঃ পারিবি দেখাইতে।
তেঁহ কহে যে আজ্ঞা দেখাব দিবসেতে॥
রাজা কহে যদি কল্য পার দেখাইতে।
নতুবা করিব দূর করিয়া উচিতে॥
এত কহি রাজা চলি গেলা নিজগৃহে।
পূজারি উদ্বিগ্নমনা চিত্ত স্থির নহে॥
মোর দণ্ড করুক তাহার নাহি দায়।
পাছে মোর প্রভুর যে সেবাতে ছুটায়॥
এতো ভাবি ঠাকুরের চরণে ধরিয়া।
কাকুবাদ করে বহু স্তবন করিয়া॥
তোমার চরণ প্রভু শরণ আমার।
অপরাধ ক্ষমা করি রাখহ এবার॥
আমার ভকতি নাহি তুমি তো দয়াল।
ভৃত্যের রক্ষার হেতু ধর শ্বেতবাল॥
এত কাকু উক্তি যদি করিল ভকত।
তৎক্ষণে মস্তকে চুল নিকশিল শ্বেত॥
বিপ্র সাধু সারানিশি গুণগান করি।
পদারবিন্দে রহে আপনা পাসরি।
প্রাতে রাজা কোপে পদাতিক পাঠাইলা।
বিপ্রেরে আনহ মোরে পরিহাস কৈলা॥
ঠাকুরের শিরে বহে পাকাচুল হয়।
এইমত মিথ্যা কহি মোরে বিড়ম্বয়॥
পদাতিক আসি কহে ত্বরিতে চলহ।
পূজারি বহেন মহারাজে গিয়া কহ॥
শ্বেতকেশ প্রভুশিরে হয় কি না হয়।
আসিয়া দেখুন তবে কি ফল যাওয়ায়॥
পদাতিক গিয়া নৃপে নিবেদন কৈলা।
রাজা নিয়মিতমতে দরশনে গেলা॥
যাইয়া দেখয়ে চন্দ্রবদন উজ্জ্বল।
আর এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পক্কবাল॥
অপ্রাকৃত রূপ দেই অপ্রাকৃত বাল।
কাঁচা-পাকা চুলে তাঁর সকলি নেহাল॥
সুন্দর যে হয়ে তার সকলি সুন্দর।
মৃত্তিকাও মাখিলে সে হয় মনোহর॥
দেখিয়া রাজার চমৎকার হৈল চিত্তে।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে॥
দেখিতে দেখিতে যে কুতর্ক উঠে মনে।
বুঝি এ কৃত্রিম চুল করিল ব্রাহ্মণে॥
এত ভাবি নিকটে যাইয়া একগাছি।
ধরিয়া টানিল রাজা মুচকি মুচকি॥
টানিতেই রক্তধারা বাহিয়া পড়িল।
ভয়ে চমকিয়া রাজা পাছুতে হাটিল॥
তখন বিপ্রের পায় পড়িয়া মিনতি।
করিল রাজন বহু দণ্ডবৎ স্তুতি॥
কিন্তু সেই হৈতে রাজা রাজার সন্তানে।
আজ্ঞা নাহি ঠাকুরের গিয়া দরশনে॥
যেই দরশনে যায় তৎক্ষণেতে মরে।
অদ্যাবধি দরশনে নাহি যায় ডরে॥
অতএব ভক্ত অনুরোধ করি হরি।
অলৌকিক প্রকট করয়ে রূপ ধরি॥
সেই যে পূজারি তাঁর চরণে শরণ।
লইবারে ধায় কৃষ্ণদাস দীনজন॥

চরিত্র শ্রীকমধ্বজ।

চারি ভাই হয় রাণা-রাজার চাকর।
তার মধ্যে হয় এক কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কমধ্বজ নাম তাঁর কৃষ্ণ-অনুরাগে।
রাজকর্ম্মে নাহি যায় বিষয় বিরাগে॥
গ্রামের নিকটে বন তাহে কৈল বাস।
ঘরে আসি অন্ন খাইয়া যায় এক গ্রাস॥
অন্য ভাইগণ বহু তিরস্কার করে।
কে এত রোজগার করি খাওয়াইবে তোরে।
চাকুরি ছাড়িয়া কর বনে বসি ধ্যান।
মরিলে না গতি মোরা করিব কখন॥
এত যদি ভ্রাতাগণ কহিল নিষ্ঠুর।
তেঁহ তবে কহে কিছু করিয়া মধুর॥
তোমরা চাকুরি কর মুঞি না বেকার।
যেঁহ সকলের ভর্ত্তা চাকর তাঁহার॥
তোমার ভরসা নাহি করি খাইবারে।
অভাব কিসের আছে তাঁহার সরকারে॥
মরিলে কি গতি ভাই তোমরা কি করিবে।
ত্রিভুবনে গতি যেই সেই করি লবে॥
এতেক কহিয়া সেই সঙ্গ ছাড়ি দিলা।
বনে বসি রামনাম জপিতে লাগিলা॥
ভর্ত্তা যেঁহ তেঁহ কোন ছলেতে আহার।
প্রতিদিন সেই বনে যোগান তাহার॥
কথোক দিবসে কালপ্রাপ্ত যবে হৈল।
শ্রীল-হনুমান আসি শেষ গতি কৈল॥
ভকতের প্রতিজ্ঞা যে তাহাই হইল।
প্রকারে সে কপিরাজ লোকে ব্যক্ত কৈল॥
শ্রীরামচরণে যার এতেক নৈষ্ঠিক।
দয়াল প্রভুর প্রতি যার এতাদৃক॥
তাঁহার চরণে দাস জন্মে জন্মে হই।
কৃষ্ণদাস অভাগার আর গতি নাঞি॥

চরিত্র শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল।

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি।
অনির্ব্বচনীয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণে পিরীতি॥
ভক্তি-অঙ্গ-যাজনে যে সুদৃঢ় নিয়ম।
পাষাণের রেখ যেন নাহি বেশি কম॥
শ্যামলসুন্দর-নাম-শ্রীবিগ্রহসেবা।
তাহাতে প্রপন্ন নাহি জানে দেবী দেবা॥
দশদণ্ড-বেলা-অন্তক তাঁহার সেবা।।
নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ়নিয়ম হয়॥
রাজ্যধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়।
তথাপিহ সেবা-সময়ে ফিরি না তাকায়॥
প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিঞা।
সেই অবকাশকালে আইল হানা দিয়া॥
রাজার হুকুম বিনে সৈন্য-আদি-গণ।
যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ॥
ক্রমে ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপুগণ।
তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন॥
মাতা তাঁর আসি কহে করি উচ্চধ্বনি।
উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি॥
সর্ব্বস্ব লইল আর সর্ব্বনাশ হৈল।
তথাপি তোমার কিছু ভ্রূক্ষেপ নহিল।
জয়মল কহে মাতা কেন দুঃখ ভাব।
যেই দিল সেই লয়ে তাহে কি করিব॥
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে।
অতএব আমা-সবার উদ্যমে কি করে॥
শ্যামলসুন্দর হেথা ঘোড়ায় চড়িয়া॥
যুদ্ধ করিবারে গেলা অস্তর ধরিয়া॥ *
একাই ভক্তের রিপুসৈন্যগণ মারি।
আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন তেওয়ারি॥
সেবাসমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে।
ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে নাকে॥
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল।
ঠাকুরের মন্দিরে বা কে আনি বান্ধিল॥
সবে কহে কে চড়িল কে আনি বান্ধিল।
আমরা নাহিক জানি কখন আনিল॥
সংশয় লইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে।
সৈন্যসামন্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে॥
যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্রুর যত সৈন্য।
রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন॥
প্রধান যে রাজা সেই শেষ মাত্র আছে।
বিস্ময় হইয়া ত্রিঁহ কারণ কি পুছে॥

---

* পাঠান্তরে—"তেঁহ অস্ত্র ধরিয়া।"

হেনকালে অই প্রতিযোগী যেই রাজা।
গলবস্ত্র হইয়া লইয়া বহু পূজা॥ *
আসিয়া জয়মল-মহারাজার অগ্রেতে।
নিবেদন করে কিছু করি যোড়াহাতে॥
কি করিব যুদ্ধ তব এক যে সিপাই।
পরম-আশ্চর্য্য সেই ত্রৈলোক্যবিজই॥
অর্থ নাহি নাহি মুঞি রাজ্য নাহি চাহোঁ।
বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব লহ॥
শ্যামল সিপাই যেই লড়িতে আইল।
তোমা সনে প্রীত কি ভাব † বিবরিয়া বল॥
সৈন্য যে মরিল মোর তারে মুঞি পারি।
দরশনমাত্রে মোর চিত্ত নিল হরি॥
জয়মল বুঝিল এই শ্যামলাজীর কর্ম্ম।
প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহ মর্ম্ম॥
জয়মলের চরণ ধরিয়া স্তব করে।
যাহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা হৈল তারে॥
তাঁহা-সবার শ্রীচরণে শরণ আমার।
শ্যামল সিপাই যেন করে অঙ্গীকার॥

চরিত্র শ্রীগোয়াল ভক্ত।

এক যে গোয়াল হরিভক্ত মতি ধীর।
গো ভঞিস রাখে কিন্তু স্বভাব গম্ভীর॥
বনে পশু ছাড়ি দিয়া নির্জ্জনে বসিয়া।
কৃষ্ণ নাম করে সদা আনন্দিত হিয়া॥
দৈবাৎ ভঞিস এক চোরেতে লইলা।
ভঞিস না মিলে ঘরে মাতা জিজ্ঞাসিলা॥
মাতার ভয়েতে কহে দিল ব্রাহ্মণেরে।
ঘৃতাদি ভোজন করি পুনঃ দিবে ফিরে॥
ভঞিস যে লৈল চোর দীপাম্বিতাদিনে।
সেই যে ভঞিস সাজাইয়া সুভূষণে॥
কুলাচারমতে সেই উৎসব করিল।
চরিতে চরিতে কিছু দূরবন গেল॥
ভক্তের ভঞিস কৃষ্ণচন্দ্র যে জানিয়া।
রাখালের বেশ ধরি আনে চালাইয়া॥
গোয়াল-ভক্তের গৃহে আপনি আনিল।
বহু অলঙ্কার সহ গোয়াল পাইল॥
ভক্তের করিতে হিত সদাই ফিরয়।
অতএব ভক্তপদ সবার আশ্রয়॥

চরিত্র শ্রীনিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ।

হরিপাল বিপ্র-পুত্র নিষ্কিঞ্চন নাম।
বৈষ্ণবসেবনব্রত মাত্র * অনুপাম॥
বৃত্তি জীবিকা অর্থ যতেক আছিল।
বৈষ্ণবসেবায় সর্ব্ব অর্থ ফুরাইল॥
ঐকান্তিক অনুরাগ বৈষ্ণবসেবায়।
না পাইয়া করিতে অন্তরে দুঃখ পায়॥
উৎকণ্ঠাতে দস্যুবৃত্তি করিয়া আনয়।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দিগবিদিগ না চায়॥
দিন দুই তিন কোথাও কিছু না পায়।
বড়ই খেদিত হৈলইথি-উথি ধায়॥
হেথায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠা হইয়া।
শীঘ্রগতি ভক্তস্থানে চলিলা ধাইয়া॥
রুক্মিণী সুন্দরী বস্ত্র-অঞ্চল ধরিল।
এত ত্বরা কোথায় যাইবে মোরে বল॥
কৃষ্ণচন্দ্র কহে এক ভক্ত বোলাইল।
ঠাকুরাণী বলে তবে মোরে লয়্যা চল॥
সুন্দর সুন্দরী দোঁহে ছদ্মরূপ ধরি। †
ভূষণে ভূষিতা যথা প্রাকৃত নাগরী॥ ‡
হেথা নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বনে বসিয়াছে।
তথা দিয়া চলি যায় দোঁহে আগে পাছে॥
দূরে হৈতে দেখি সাধু নিকটে আসিয়া।
রুক্মিণীদেবীর হস্ত কহয়ে ধরিয়া॥
অঙ্গ-আভরণ মোরে কিছু দিয়া যাও।
নতুবা কাড়িয়া লব যদি নাহি দেও॥
কৌতুক দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্র পলাইলা।
কিঞ্চিৎ দূরেতে গিয়া চাহিয়া রহিলা॥

---

* পাঠান্তরে—"গলে বস্ত্র বাঁধিয়া আসি লঞা পূজা।"
† পাঠান্তরে—"তোমা সনে মাতা কি তার।"

* পাঠান্তরে—"বৈষ্ণব সেবনে মাত্র ভক্ত।"
† পাঠান্তরে—"বিপ্ররূপ ধরিল।"
‡ পাঠান্তরে—"প্রাকৃত হইল।"

দেবী মনে ভাবে এত বড়ই উৎপাত।
গহনা মাগয়ে নাহি ছাড়ি দেয় হাত ॥
আঁখি ছল ছল করে ডাকিয়ে কহয়।
কৃষ্ণ কোথা গেলে মোরে ছাড়িয়া না দেয় ॥
কৃষ্ণ আরো দূরে যান কৌতুক করিয়া।
দেবী উচ্চস্বর করি ডাকে ফুকরিয়া ॥
কৃষ্ণ নাহি শুনে নাহি ফিরিয়া তাকান।
দেবী গালি পাড়িতে লাগিল করি মান ॥
আইনু এমন দুষ্ট ধৃষ্ট সমিভ্যারে।
পলাইল দস্যুহস্তে ডারিয়া আমারে ॥
কঙ্কণ দু'গাছি সাধু খুলিয়া লইল।
অঙ্গুলির রত্নাঙ্গুরী খুলিতে লাগিল ॥
ফাঁফর হইয়া দেবী কিছু নাহি কয়।
কৃষ্ণচন্দ্র যে দিকে সেই দিগ নিরখয় ॥
আঙ্গুল মুচড়ি যে অঙ্গুরি খুলি নিলা।
তবে কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তথা আইলা ॥
ক্রোধ করি দেবী কহে আর তোমা-সনে।
কোথাও না যাব আমি যাইবে যেখানে ॥
অলঙ্কার কাড়ি নিল তুমি পলাইলে।
কাপুরুষপ্রায় রক্ষা করিতে নারিলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবি বৃত্তান্ত ইহার।
দস্যু নহে ইহ প্রিয়ভক্ত যে আমার ॥
আমার ভক্তের ভক্ত বড় অধিকারী।
অনুরাগ বিশিষ্ট সেবার্থে করে চুরি ॥
দেবী কহে চুরি যে সে অধর্ম্মের কর্ম্ম ॥
কৃষ্ণ কহে ইহার আছয়ে কিছু মর্ম্ম ॥
মো-বিষয়ে অনুরাগ যাহার জন্ময়।
মোর সেবা-অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম না দেখয় ॥
আনুষঙ্গ তাহাতে যে পাপকর্ম্ম হয়।
পরম ধর্ম্মের জন্য হিত উপজয় ॥

প্রমাণং—
মন্নিমিত্তে কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে ॥ ১ ॥

অতএব বৈষ্ণবসেবার্থে ইহ ব্যস্ত।
মামার সুখদ সেই যত্তেক সমস্ত ॥

বৈষ্ণব না সেবি মাত্র আমারে সেবয়।
মোর ভক্তমধ্যে সেই কভু নাহি হয় ॥
বৈষ্ণবের সেবা অনুরাগে কৈল চুরি।
পাপ সেহ নহে প্রীত জন্মিল আমারি ॥

আদিপুরাণে—
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে
ভক্তাশ্চ যে জনাঃ ॥ ২ ॥

এত শুনি দেবী মনে আনন্দ পাইয়া।
নিষ্কিঞ্চন-পানে চাহে স্নেহদৃষ্টি হৈয়া ॥
ছদ্মরূপ ছাড়ি তবে স্বরূপ প্রকাশি।
চতুর্ভুজ রূপে সহ রুক্মিণী প্রেয়সী ॥
সম্মুখে প্রকাশ হৈলা দোঁহে নিষ্কিঞ্চনের।
কোটি ইন্দু নিন্দি কান্তি নখে চরণের ॥
অলৌকিক চিন্ময় পরমানন্দ রূপ।
হঠাৎকার দৃষ্টিপথে হইল অনুপ ॥
হেরি প্রেমানন্দে মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়।
অষ্ট যে সাত্ত্বিক ভাব হইল উদয় ॥
একবার পড়ে আর বার উঠি হেরে।
দণ্ডবৎ নতি স্তুতি বারবার করে ॥
কৃষ্ণ নিজ প্রিয়ভক্তে আত্মসাৎ কৈল।
বৈষ্ণবসেবন-কল্পলতিকা ফলিল ॥
অতএব অরে মন বিবেক ভজহ।
বৈষ্ণবচরণে রতি একান্ত করহ ॥
নিষ্কিঞ্চন-সাধু-পদে প্রার্থনা যে করো।
কিছু উপকার কৃষ্ণদাসেরে বিচারো ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীশিলাপিল্লাসেবি-রাজ-
কন্যাদি চরিত্র বর্ণনং চতুর্দ্দশ মালা ॥

পঞ্চদশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

আমার (ভগবানের) নিমিত্ত কৃত পাপও ধর্ম্ম বলিয়া কল্পিত হয়। ১।

হে পার্থ! যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত, তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহেন। ২।

চরিত্র শ্রীছোট-বিপ্র ও বড়-বিপ্র।

বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট।
কৃষ্ণভক্ত সদাচার মতি শান্ত শিষ্ট॥
পরামর্শ করি দোঁহে তীর্থভ্রমে গেলা।
অনেক দিবস তীর্থভ্রমণ করিলা॥
ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের সেবা যে করিল।
তাহাতেই বড় বিপ্র সন্তোষ হইল॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে বৃন্দাবনে গেলা।
গোপালদর্শন করি আনন্দ পাইলা॥
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে প্রসন্ন হইয়া।
কহে কিছু তাঁহা প্রতি গদগদ হিয়া॥
তুমি মোর উপকার অনেক করিলে।
সেবায় আমারে ঋণী করিয়া রাখিলা॥
ইহার যে প্রত্যুপকার যদি না করিব।
ঋণগ্রস্ত থাকি আমি কৃতঘ্নতা পাব॥
অতএব গৃহে মোর কন্যা যে আছয়।
তোমারে বিবাহ দিব কহিনু নিশ্চয়॥
ছোট বিপ্র বলে তুমি কুলবন্ত হও।
মোরে কন্যা দিবে অসম্ভব কেনে কও॥
তেঁহ কহে মোর নাহি কুলের তাৎপর্য্য।
ধর্ম্মরক্ষা হয় যাথে সেই মোর কার্য্য॥
তবে ছোট বিপ্র কহে গোপাল প্রমাণে।
যদি কহ তবে সে প্রতীত হয় মনে॥
গোপালের সাক্ষী তবে উভয়ে করিলা।
কথোক দিবসে নিজগৃহে চলি গেলা॥
ছোট বিপ্র কহে তবে কন্যা-ভিক্ষা দেহ।
বড় বিপ্র কহয়ে অবশ্য দিব রহ॥
নিজ পুত্র-পরিবারে বিশেষ কহিল।
ধর্ম্মপ্রতিশ্রুত আছি কন্যা দিতে হৈল॥
পুত্র কহে এ কেমনে হৈলে প্রতিশ্রুত।
অপাত্রেতে কন্যা দিবে অতি অনোচিত॥
আমরা কুলীন ও তেঁহ নীচ জাত্য-অংশে।
লোকে নিন্দা করিবেক কুল যাবে বংশে॥
তেঁহ কহে কি করিব সত্য যে করিনু।
পুত্র কহে দোষ নাহি কহ না কহিনু॥
তবে যদি কন্যা দেহ করিনু নিশ্চয়।
বিষ খাব কিংবা ছুরি মারিব হৃদয়॥

বিপদে পড়িলা বিপ্র দুই বিপরীত।
ভাবিয়া না পায় কিছু হইয়া দুঃখিত॥
ছোট বিপ্র আসি যবে প্রসঙ্গ করয়ে।
পুত্র মারিবারে ধায় কটু-কথা কয়ে॥
মোর পিতা একা তাঁরে ভাঙ্গ খাওয়াইয়া।
অর্থ লুটি নিলা আর চাতুরী করিয়া॥
কহে কন্যা দিবে মোরে মিথ্যা উঠাইল।
সাক্ষী কেহ হয় ইহা জানে যে কহিল॥
ছোট বিপ্র কয় হয় নয় সাক্ষী আছে।
প্রতিজ্ঞা করহ পঞ্চ-ভদ্রলোক কাছে॥
তবে সাক্ষী আনি বোলাইয়া যে কহাই।
পুন যদি অন্যায় না কর তবে যাই॥
তেঁহো কহে সাক্ষী তব কোথায় আছয়।
ছোট বিপ্র কহে ইহা গোপাল জানয়॥
বৃন্দাবননাথ যোগপীঠে বিরাজয়।
সবে কহে হয় হয় তেঁহ যদি কয়॥
মনে ভাবে প্রতিমা কি চলিয়া আসিবে।
অসম্ভব এই কথা গোপাল কহিবে॥
তবে ভদ্র পঞ্চ লোক প্রমাণ করিয়া।
ছোট বিপ্র গেলা ব্রজে গোপাল লাগিয়া॥
তেঁহ কি প্রতিমা বলি জানয়ে গোপালে।
সাক্ষী হৈল অবশ্য আসিবে মোর বোলে॥
দোঁহাতে জানয়ে দোঁহাকার মনোবৃত্তি।
প্রাকৃতিক-বুদ্ধি যার করয়ে আপত্তি॥
এত যে আগ্রহ নহে বিবাহের লাগি।
বড় বিপ্র পাছে হয় অধর্ম্মের ভাগী॥
সাধুর স্বভাব পরপীড়ায় পীড়িত।
অতএব ছোট বিপ্র উৎকণ্ঠিত-চিত॥
হেথা বড় বিপ্র অতি কাতর হইয়া।
গোপালের স্তুতি করে বিনতি করিয়া॥
তোমার কিঙ্কর মুঞি দুই রক্ষা কর।
পরিবার বাঁচে আর অসত্যে নিস্তার॥
সাক্ষী আসিয়া প্রভু দেহ কৃপা করি।
তোমার যে এই যশ রবে জগ ভরি॥
হোথা ছোট বিপ্র শ্রীমন্ বৃন্দাবনে গিয়া।
গোপালে যতন করে সাক্ষীর লাগিয়া॥
গোপাল কহেন মুঞি প্রতিমা হইয়া।
কেমনে যাইব পথে চরণে চলিয়া॥

বিপ্র কহে নাহি পার চলিতে চরণে।
প্রতিমা হইয়া তবে কথা কহ কেনে॥
হাসিয়া গোপাল তবে কহেন ব্রাহ্মণে।
তবে চল যাই সাক্ষী দিতে তব সনে॥
এক-সের অন্ন মোরে ভোগ লাগাইবে।
পিছে পিছে যাব তব ফিরে না চাহিবে।
সেইখানে ফিরিয়া চাহিবে আমা-পানে।
আর আমি নাহি যাব থাকিব সেইখানে।
বিপ্র কহে যাও কি না জানিব কেমনে।
প্রভু কহে সে ভাবনা কেন ভাব মনে॥
আমি যে যাইব পথে সদা তব সনে।
নূপুরের ধ্বনি মোর শুনিবে শ্রবণে॥
ভাল ভাল বলি বিপ্র অগ্রসার হৈল।
গোপাল তাঁহার কিছু পাছুতে চলিল॥
গ্রামের নিকটে আসি নূপুর-ছিদ্রিরে।
বালি সাম্বাইয়া * আর রব নাহি করে॥
ব্রাহ্মণের মনে কিছু সন্দেহ হইল।
গোপাল না আইসে বলি ফিরিয়া চাহিল॥
হাসিয়া গোপাল সেইখানে রহি গেলা।
গ্রামে গিয়া ছোট বিপ্র সবারে কহিলা॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে দেখিতে আইলা।
তার মধ্যে উপযুক্ত যে যে লোক ছিলা॥
সাক্ষীর স্বরূপ তাহাদিগের কহিলা।
আকাশবাণীর ন্যায় শুনিতে পাইলা॥
বড় বিপ্র নিজকন্যা ছোট বিপ্রে দিবে।
এ কথা যথার্থ হয় সবাই জানিবে॥
তবে বড় বিপ্র অতি আনন্দিত হৈলা।
ছোট বিপ্রে নিজকন্যা বরণ করিলা।
মহামহোৎসব হৈল গোপাল লইয়া।
রাজা দিলা সুন্দর মন্দির বানাইয়া॥
কথোক দিবস হায় তথাই আছিলা।
পরে শ্রীপুরুষোত্তম-পুরীতে রহিলা॥
একদিন জগন্নাথ সেবকে কহয়।
মোর ভোগসামগ্রী যে যতেক আইসয়॥
গোপালের সম্মুখ হইয়া আসিতে।
সকল গোপাল খায় না পাই পাইতে॥

শ্রীমান্ জগন্নাথ যদি এতেক কহিলা।
স্বতন্তরে গোপালের পুরী বানাইলা॥
সত্যবাদী গোপাল সত্যবাদী নামে গ্রামে।
গোপালের আপনার গ্রাম নিজ নামে॥
গ্রাম ভূমি-আদি বাগবাগিচা পাটন।
বেশ ভূষা ভোগ জগন্নাথের যেমন॥
সাক্ষীগোপাল বলি জগতে বিখ্যাত।
পরমসুন্দর রূপ ত্রৈলোক্যের নাথ॥
অতএব ছোট বিপ্র বড় বিপ্র আর।
আপনি কৃতার্থ হৈল তারিল সংসার॥
ব্রজ হৈতে যতনে আনিল ব্রজনাথ।
নিস্তার করিলা লোক যথা ভগীরথ॥
তাঁ-দোঁহার শ্রীচরণে কোটি নমস্কার।
যাঁহার প্রসাদে লোক পাইল নিস্তার॥

চরিত্র শ্রীক্ষেত্ররাজরাণী।

ক্ষেত্রবাসী রাজার প্রেয়সী পাটরাণী।
গোপালের দরশনে আইলা আপনি॥
গোপালের সৌন্দর্য্যাদি-সৌষ্ঠব দেখিয়া।
পুলক হইল মহা-আনন্দিত হিয়া॥
সর্ব্বাঙ্গে সকল ভূষা সুন্দর দেখিল।
নাসায় নোলক না দেখিয়া দুঃখ হৈল॥
আহা মরি এমন নাসায় নাহি মতি।
কিবা শোভা হৈত তবে সহ ওষ্ঠ-জ্যোতি॥
আপনার নাসিকাতে বৃহতী মুকুতা।
মনে মনে সাধ করে হইয়া ব্যগ্রতা॥
গোপালের নাকে ছিদ্র যদিহ থাকিত।
তবে এই মুক্তা নাসাতলে পরাইত॥
দরশন করি রাণী গৃহে চলি গেলা।
নিশিতে রাণীরে গিয়া আদেশ করিলা।
মাতা মোর শিশুকালে নাক বিন্ধাইয়া।
মুক্তা পরাইয়াছিল যতন করিয়া॥
সেই ছিদ্র অদ্যাবধি আছে মোর নাসে।
মুকুতা পরিতে মোর মনের উল্লাসে॥
তোমার নাসায় অই বৃহতী মুকুতা।
পরিতে যে হয় সাধ পাছে পাও ব্যথা॥

---

* পাঠান্তরে—"বালি সান্ধাইয়া।"

প্রাতঃকালে উঠি রাণী ভাবে মনে মনে।
কি স্বপ্ন দেখিনু বলি কান্দয়ে সঘনে॥
আমার মনের কথা গোপাল জানিল।
মুকুতা পরিতে সাধ করিয়া কহিল॥
তৎক্ষণাৎ সেই মুক্তা নাসা হৈতে খুলি।
সজ্জ ভসত্তার করি গেলা তথা চলি॥
গোপাল-নিকটে গিয়া কহয়ে কান্দিয়া।
মাতা তোমার নাসাতলে ছিদ্র কি করিয়া॥
মুক্তা পরাইয়াছিলা যতন করিয়ে।
সেই ছিদ্র অদ্যাপি কি আছয়ে নাসায়ে॥
আহা মরি এবে কেনে নাকে মুক্তা নাঞি।
মুকুতা পরিতে সাধ হৈল মোর ঠাঞি॥
কেমন তোমার মাতা ভূষা পরাইল।
হেন নাসিকাতে একটি মুক্তা না জুড়িল॥
আর যে কহিলে তোমার নাসার মুকুতা।
পরিতে বাসনা হয়ে পাছে পাও ব্যথা॥
কোন বা সামগ্রী হয় তুমি-হেন চান্দ।
তোমারে পরাইতে কেবা নাহি করে সাধ॥
প্রাণসহ সর্ব্বস্ব তোমারে দেই যদি।
তথাচ নাহিক পাই সুখের অবধি॥
মোর মন জানি তুমি চাহিলে মুকুতা।
আর কহ মুক্তা দিয়া পাছে পাও ব্যথা॥
তবে মুক্তা সুন্দর নাসায় পরাইয়া।
মহামহোৎসব কৈল ভুবন ভরিয়া॥
অদ্যাপি রাণীর মুক্তা বলিয়া খেয়াতি।
গোপাল পরেন নাকে * কোন কোন তিথি॥
গোপালের বহুলীলা কহা নাহি যায়।
মুক্তা পরিবার এক হইল উদয়॥
মনোবৃত্তি জানিঞা রাণীর মনস্কাম।
পূর্ণ কৈল কৈল এক লীলা অভিরাম॥
রাণীর বাৎসল্যপ্রেমে আনন্দ পাইয়া।
পরিল নাসায় মুক্তা আপনি চাহিয়া॥
প্রেমের অধীন মাত্র মুক্তায় কি করে।
কোটি কোটি লক্ষ্মী যার পদসেবা করে॥
রাণী জগন্মাতা তাঁর শ্রীচরণধূলী।
ভুবনপাবন মুঞি যাঙ বলিহারি॥

* পাঠান্তরে—"পরেন মাসে।"

জগতের মধ্যে সর্ব্বফলের যে ফল।
কৃষ্ণদাস আশা করে হইতে সেহাল॥

চরিত্র শ্রীরামদাস সাধু।

দ্বারকা-নিকট স্থিতি রামদাস নাম।
মহা-অনুভব সাধু সর্ব্বগুণধাম॥
একাদশীব্রতপরা পরম নৈষ্টিক।
শ্রীমান্ রণছোড় জীব প্রিয়তম অধিক॥
আজন্ম ভরিয়া একাদশীর নিশিতে।
মন্দিরে রণছোড়-জীর গুণকীর্ত্তনেতে॥
জাগরণ করে কিবা বর্ষা কিবা শীত।
বৃদ্ধাবস্থা হৈল বয়স হইল অতীত॥
ব্যামহ দেখিয়া ঠাকুরের হৈল দয়া।
রামদাসে কহে থাক গৃহেতে বসিয়া॥
আমি সেইখানে যাব আমারে লইয়া।
আপন গৃহেতে রাখ শুশ্রূষা করিয়া॥
রামদাস কহে তুমি রাজরাজেশ্বর।
বড় নাম বড় খ্যাত বড় অধিকার॥
আমার গৃহেতে তুমি কেমনে যাইবে।
তোমার সেবকগণ যাইতে কেন দিবে॥
ঠাকুর কহেন মুঞি লুকাইয়া যাব।
আমি যদি যাই কেবা রাখিতে পারিব॥
মন্দির-পশ্চাতে এই খিড়কি-দুয়ারে।
গাড়ি এক আনি রাখ চড়ি যাইবারে॥
সময় বুঝিয়া মোরে তাহে চড়াইয়া।
নিশিযোগে যাবে তবে আমারে লইয়া॥
রামদাস চিত্তে মহা আনন্দ জন্মিল।
নিশিযোগে গাড়ি আনি তথাই রাখিল॥
নির্জ্জন হইতে তাঁর গউন না সহিল।
ঐমনি ঠাকুর নিঞা গাড়ী চাপাইল॥
গাড়ী হাঁকাইয়া যে কথোক দূর গেল।
পূজারি মন্দিরে আসি প্রবেশ করিলা॥
ঠাকুর না দেখি পূজারি চৌদিগেতে চাহে॥
ঠাকুর কোথায় গেলা সোর করি কহে॥
কেহ আসি কহে এক বৈরাগী লইয়া।
যাইতেছে দেখিলাম গাড়ী চড়াইয়া॥

ধাইল পুজারিগণ মার মার করি।
ভয়ে রামদাস ভাবে উপায় কি করি ॥
ঠাকুর কহেন মোরে পুষ্করণীর নীরে।
শীঘ্র রাখহ লৈয়া জলের ভিতরে ॥
জলে লৈয়া রাখে সাধু ঠাকুরের বোলে।
দূরে হৈতে দেখে তাহা পুজারি সকলে ॥
ধাইয়া যাইয়া রামদাসের শরীরে।
শূলের আঘাত কৈল রক্ত পড়ে ধারে।
বাউনি পুষ্করণী হৈতে ঠাকুর তুলিল।
দেখে অঙ্গে রক্তধারা পড়িতে লাগিল ॥
তটস্থ হইয়া সবে বিচার করিল।
ভক্তের শরীরে শূল আঘাত করিল ॥
অভেদ ভক্তের সহ কৃষ্ণের যে দেহ।
তাহার প্রমাণ এই সাক্ষাতে দেখহ ॥
ইহাতে যে অপরাধ হইল প্রচুর।
হাহা কি করিনু কর্ম্ম হইয়া অসুর ॥
অতএব যুক্তি কৈল সবাই মিলিয়ে।
ঠাকুর লইয়া যাকু যথা স্বেচ্ছা হয়ে ॥
এ সাহস বৈষ্ণবের না হয় কখনে।
ইহাতে যে অঙ্গীকার ঠাকুরের বিনে ॥
পরিহার করি রামদাসে কিছু বল।
যথায় ঠাকুর যান সেইখানে চল ॥
কাকুবাদ করি রাঙ্গা চরণে পড়িব।
তাহাতে যে আজ্ঞা হয় তাহাই করিব ॥
এতেক যুকতি করি সাধুরে কহয়।
অপরাধ মো-সভার ক্ষেম' মহাশয় ॥
ঠাকুর লইয়া চল যথা তব স্বেচ্ছা।
বুঝিলাম এ সকল ঠাকুরের ইচ্ছা।
তোমা সহ পরামর্শ হইল পুর্ব্বেতে।
নতুবা যে এ সাহস নহে তোমা হৈতে ॥
ভাল ভাল বুঝিলাম তুমি অন্তরঙ্গ।
এবে মোরা বুঝিলাম হই বহিরঙ্গ ॥
না হইবে কেনে পুর্ব্বস্বভাব আছয়।
অক্রুর পাইয়া ব্রজবাসীরে ছাড়য় ॥
কি করিব মো সবার ভাগ্যেতে করয়।
স্বতন্ত্র হৈলে তার সকলি সাজয় ॥
যতেক পুজারিগণ খেদোক্তি কহিল।
রামদাস মনে তাহা কিছু না ভাবিল ॥

ঠাকুর আসিবে এই উৎসাহ সে হৈল।
অক্রুর যেমন ব্রজে ফিরি না চাহিল ॥
ঠাকুর লইয়া সাধু গৃহে যবে গেলা।
পুজারি সকলে বহু কাকুবাদ কৈলা ॥
ঠাকুর কহেন মুঞি তবে যাইতে পারি।
রামদাসে স্বর্ণ দেহ মো-সমান করি ॥
এতো শুনি ধাইয়া চলিলা সবে ঘরে।
যার ঘরে যত ছিল স্বর্ণ আনি তারে ॥
কাঁটায় চড়ায় যে ঠাকুর আর সোণা।
ঠাকুর যে কত ভারি না হইল তুলনা ॥
ঠাকুরের চারিগুণ সোণা চড়াইল।
তথাপি ঠাকুর পলা-না হক উঠিল ॥
বুঝিলা পুজারিগণ না যাবার মত।
নিরাশা হইয়া চলে শিরে হানি হাত ॥
পুনঃ স্পষ্ট কহিলা তোমরা ঘরে যাহ।
বিজয়-মূরতি গিয়া প্রকাশ করহ ॥
তথা আবির্ভাব মোর সদাই আছয়।
অভেদ বিজয়রূপে জানিহ নিশ্চয় ॥
আজ্ঞামতে মন্দিরে বিজয়মূর্ত্তি স্থাপি।
আনন্দে করয়ে সেবা ভজে বিশ্ব ব্যাপি ॥
অতেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই এক লীলা।
ভক্তবৎসল হরি লোকে জানাইলা ॥
অহে রামদাস ঠাকুর মহাশয়।
দয়ার পরম যোগ্য আমি দুরাশয় ॥
"সাধবো দীনবৎসলা." বলি বেদে ফুকারে।
তাহা শুনি কৃষ্ণদাস লইল আশ্রয় ॥

চরিত্র শ্রীজম্বু স্বামী।

জম্বু নামে স্বামী বাস হয়ে অন্তর্ব্বেদ।
বৈষ্ণব সেবয়ে কৃষ্ণে করিয়া অভেদ ॥
চাস করে সন্ত-সাধু সেবার লাগিয়ে।
একখানি হাল দুটি বলদ আছয়ে ॥
একদিন গরু খেতে লোকে নিদ্রা গেল।
খেতে হৈতে দুটি গরু চোরেতে লইল ॥
দয়াল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের লাগিয়া।
সেইমত দুটি গরু খেতে রাখে নিদ্রা ॥

চোর তাহা দেখি মনে মনে ভাবে এ কি।
সেই গরু মোর ঘরে হৈতে আনিল কি॥
যার তুই আনাগোনা করিয়া দেখয়।
সে নহে তেমতি গরু ক্ষেতে হাল বয়॥
চোর তবে প্রভু-স্বামীর প্রভাব জানিল।
স্বামীর নিকটে গিয়া প্রপন্ন হইল॥
স্বামী তারে শিষ্য করি ভক্তিশিক্ষা দিল।
চোরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহ ভাগবত হৈল॥
চোর সেহ তারে যদি সাধুকৃপা হৈল।
মো-সবার কি দুর্দৈব ছায়া না স্পর্শিল॥

চরিত্র শ্রীনন্দদাস সাধু।

নন্দদাস নাম সাধু বরেলিতে বাস।
বৈষ্ণবসেবাতে তাঁর অতি অভিলাষ॥
নিন্দুক পাষণ্ডগণ সদা দ্বেষ করে।
তার মধ্যে এক বিপ্র অহিত আচরে॥
দৈবাৎ তাহার এক বাছুর মরিল।
নন্দদাসগৃহে লুকাইয়া ডারি দিল॥
লোকে জনরব করি কহিতে লাগিল।
নন্দদাস গোহত্যা করিল মো দেখিল॥
ভদ্রলোকগণ নন্দদাসের গৃহেতে।
জড় হৈল বহু লোক শুনিঞা দেখিতে॥
দেখে মরা বৎস পড়ি আছে আঙ্গিনাতে।
সন্দেহ করিয়া তারে পুছয়ে জানিতে॥
নন্দদাস মহাশয় ভাবেতে বুঝিল।
নিন্দুক লোকেতে এই তুফান করিল॥
ভদ্রলোকে পুছে বৎস কেমনে মরিল।
সাধু কহে বাছুর মরিল কে কহিল॥
শয়ন করিয়া আছে নিদ্রার আবেশে।
কহ উঠাইয়া দেই যাউ নিজ বাসে॥
এতেক কহিয়া দুই তিন তুড়ি দিয়া।
কহে বৎস উঠি যাও দুগ্ধ পিও গিয়া॥
বাছুর উঠিয়া লম্ফ মারিয়া ছুটিল।
যত লোক দেখি সবে চমৎকার হৈল॥
সবে সেই ব্রাহ্মণেরে ধিৎকার করিল।
মৃত বৎস ডারি দিয়া সাধুরে নিন্দিল॥
ইদানীন্তু দেখি বহু এমত পাষণ্ড।
অকারণ ঈর্ষয়ে বৈষ্ণবে করে দণ্ড॥
ইহাতেও বুঝি হেন পূর্ব্বেও আছিল।
সর্ব্বকাল প্রেম-বৃষ্টি ভগবান কৈল॥
নন্দদাসচরণে এ দীন নিবেদয়।
হেন-অন্য-সঙ্গ যেন কভু নাহি হয়॥

চরিত্র শ্রীঅহল্লজী।

অহল্ল নামে সাধু পথে দৈবাৎ যাইতে।
আম্র পাকিয়াছে দেখে রাজার বাগিচাতে॥
বাসনা হইল যদি কিছু আম্র পাই।
কৃষ্ণচন্দ্র-তৃপ্তিহেতু বৈষ্ণবে খাওয়াই॥
মালীর নিকটে গিয়া যাচিঞা করিলা।
তিরস্কার করি মালী আম্র নাহি দিলা॥
সাধুর একান্ত ইচ্ছা বৈষ্ণবে খাওয়াইতে।
যতেক বৃক্ষের আম্র পড়িল ভূমেতে॥
বৈষ্ণব ডাকিয়া সাধু খাওয়ায় যতনে।
মালী ছুটাছুটি গিয়া কহে রাজস্থানে॥
অহল্লজীর মহিমা পূর্ব্বেতে রাজা জানে।
মালীরে কহয়ে আম্র নাহি দিলে কেনে॥
আপনি আসিয়া রাজা চরণে পড়িল।
আম্রভোগেতে মহামহোৎসব হৈল॥
সেই মহোৎসবের অধরামৃত-কণা।
অমর হইবা-হেতু করহ বাসনা॥

চরিত্র শ্রীবারমুখী।

বেশ্যা এক হয় অতি ধনাঢ্যা সুন্দরী।
পুষ্করিণী বাগিচা বেড় ভৃত্য সহচরী॥
অনেক বৈষ্ণবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উত্তরিলা একদিন তার বাগিচাতে॥
জলে স্থলে স্থান অতি পরিষ্কার দেখিয়া।
তৃপ্ত হৈল সাধুগণ সুচ্ছায়া পাইয়া॥
বারমুখী নিজগৃহ-বালাখানা হৈতে।
ঝরকাতে উঁকি মারি লাগিলা দেখিতে॥
অহো কি আশ্চর্য্য যার নাহিক উপমা।
বৈষ্ণবদর্শনের যে কি-তক মহিমা॥

দেখিতে দেখিতে তার মন ফিরি গেলা।
আপনার দোষ যত চিন্তিতে লাগিলা ॥
দুষ্কর্ম্ম করিয়া আমি অর্থ জমাইনু।
ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিনু ॥
তথাপিহ আর অর্থ পথ নিরখিয়া।
নিজদেহ পণ করি রত্নে সাজাইয়া ॥
ছিছি মোরে ধিক ধিক যে অর্থ লাগিয়া।
পাপপথে সদা ফিরি একান্ত করিয়া ॥
সে অর্থে ঐছে সব থুৎকার করিয়া।
স্বজন-বান্ধব বামচরণে ঠেলিয়া ॥
পরমপদার্থ সর্ব্বলোকের সম্মত।
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম হইল আশ্রিত ॥
অতএব ছিছি মুঞি তেজি এই অর্থে।
দেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থে ॥
এতেক চিন্তিয়া বেশ্যা অমনি উঠিল।
থালি ভরি এক-থাল মোহর লইল ॥
গৃহে হৈতে নিকশিয়া যথা সাধুগণ।
চলিলেন ধীরে ধীরে মহান্তের স্থান ॥
পরমসুন্দরী রত্নভূষণে ভূষিত।
ঝমকিয়া চলিলা কামীর মনোনীত ॥
দূরে হৈতে সাধুগণ দেখিয়া চমকে।
দেবী কি অপ্সরা ঐছে রূপে যে ঝলকে ॥
নিকটে যাইয়া বেশ্যা গদগদস্বরে।
কহে মো-পাপীরে গোসাঞি কর অঙ্গীকারে ॥
বহু অর্থ আছে মোর ভাণ্ডার ভরিয়া।
শ্যামলসুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া ॥
মহান্ত কহেন মাতা কে তুমি কি নাম।
কাহার ঘরণী তুমি কোথা ঘর গ্রাম ॥
তেঁহ নিজ পরিচয় দিবার কারণে।
লজ্জা-ভয়ে রহে হেঁট করিয়া বয়ানে ॥
মহান্ত কহেন মাতা নির্ভয়েতে কহ।
তোমার মঙ্গল যে করিবে যুক্তি সহ ॥
তবে নিজ পরিচয় যথার্থ কহিল।
মহান্ত কহেন তবে হউক ভাল ভাল ॥
কৃষ্ণে যদি মতি তব এতাদৃশী হয়।
তবে তো কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি তাহায় ॥
এক পরামর্শ আমি কহি যে তোমারে।
তোমার মানস পূর্ণ হইবে অদূরে ॥

মোহরের থালি রঙ্গনাথের চরণে।
রাখিয়া শরণ লও গিয়া কায়মনে ॥
অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে।
বারমুখী বুঝিলা উপেক্ষা কৈলা মোরে ॥
কান্দিতে কান্দিতে মোহরের থালি নিঞা।
চলিলেন আপনারে ধিৎকার করিয়া ॥
রঙ্গনাথ-ঠাকুর-সম্মুখে থালি রাখি।
কান্দয়ে বিলাপ করি বদন নিরখি ॥
বেশ্যা বলি সে দ্রব্য পূজারি না লইল।
চুড়া বানাইয়া দেহ পশ্চাৎ কহিল ॥
ঘরেতে যাইয়া বহু অর্থব্যয় করি।
নানা রত্ন হার মণি মুক্তা আদি ঝুরি ॥
যেখানে যে গহনা সাজয়ে রঙ্গনাথে।
বানাইয়া লইয়া গেলেন করি মাথে ॥
পূজারি কহেন পুনঃ বেশ্যার সামগ্রী।
কভু নাহি হয় ইহা ঠাকুরের যোগ্য ॥
ইহা শুনি তার মুখ ম্লান যে হইল।
অশ্রুধারা দু'নয়ানে পড়িতে লাগিল ॥
ঘরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল।
ছাড়িব এ পাপ প্রাণ প্রতিজ্ঞা করিল ॥
দয়াল হরি নাহি বাছে উত্তম অধম।
যেই প্রীত করে সেই হয় প্রিয়তম ॥
পূজারিরে আদেশ করয়ে ক্রোধ করি।
শীঘ্র বারমুখীরে আনহ স্তুতি করি ॥
বারমুখী নিজহস্তে পরাবে গহনা।
তুমি তারে শিষ্য কর না করিহ ঘৃণা ॥
পূজারি কাঁপিয়া ডরে তখনি চলিলা।
বিনতি করিয়া গিয়া ডাকিয়া আনিলা ॥
তার নিজহস্তে অলঙ্কার পরাইয়া।
সেবক করিলা মন্ত্র-উপদেশ দিয়া ॥
বারমুখী ঠাকুরাণী আনন্দ-সাগরে।
প্রেমামৃত-মদপান করিয়া সাঁতারে ॥
সর্ব্বস্ব লোটায়া কৈল মহামহোৎসব।
বিষ তেজি পান কৈল কমল-আসব ॥
অতেব ব্রাহ্মণ কিবা চণ্ডাল দুরাচার।
কৃষ্ণের সরকারে নাহি জাতির বিচার ॥
যেই ভজে সেই হয় দেবতার শ্রেষ্ঠ।
ইহার প্রমাণ পূর্ব্ব কহিল যথেষ্ট ॥

অতএব বারমুখী ধনি জগন্মাতা।
তার পদরজকণ ত্রিভুবনত্রাতা॥
এক কণা পাই যদি মো হেন অধমে।
তবে তো এড়াই এই সংসার বিষমে॥

চরিত্র রাজা ভক্তপ্রিয়।

এক মহারাজ হয় জগতে প্রসিদ্ধ।
বৈষ্ণবেতে প্রীত যার সম নাহি উর্দ্ধ॥
ডোম ভাঁড়গণ করি বৈষ্ণবের বেশ॥
সুন্দর সাজিয়া যথা নাহি রাগোদ্দেশ॥
রাজার সভায় আসি ফুৎকার ছাড়য়।
সঙ্কীর্ত্তন করে কেহ নাচে কেহ গায়॥
রাজার হইল তাহে দেখি প্রেমাবেশ।
যদ্যপি জানয়ে রাজা তাব সবিশেষ॥
কভু দণ্ডবৎ কভু আলিঙ্গন করে।
কভু তাহা-সবার চরণে গিয়া ধরে॥
থালী ভরি মোহর আনিঞা তথা দিল।
ভাঁড়গণ নিজ স্বার্থে কৃতার্থ হইল॥
কৃত্রিম জানিঞাও রাজা প্রেমাবিষ্ট হৈল।
ভাঁড়গণ ভাবে মোরা ভাল কাচ কৈল॥
অতেব কৃত্রিম বৈষ্ণবেহ নমস্কার।
রাজার তো পাদরজ জগতের সার॥

হরিভক্ত রাণীর চরিত্র।

এক রাজা হয় যে অন্তর-হরিভক্ত।
গোপনে রাখয়ে কোনমতে নহে ব্যক্ত॥
রাণী তাঁর পরমবৈষ্ণবী মহাভক্ত।
ভক্তি না দেখিয়া রাজার অন্তর উত্যক্ত॥
সদাই করয়ে খেদ হাহা কি দুর্দ্দৈব।
স্বামী মোর হরিভক্তিবিহীন অশিব॥
স্বামীরে বুঝায় তেঁহ কিছু না করয়।
উদাসীন-প্রায় কিন্তু মনে প্রশংসয়॥
একদিন রাজন দৈবাৎ নিদ্রাকালে।
অলস তেজিতে মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
রাণী তাহা শুনিঞা পরমানন্দ হৈল।
দামামি করিল মহবত বসাইল॥
রাণীর উৎসাহ দেখি রাজা জিজ্ঞাসিল।
আজি তব মঙ্গলের বিষয় কি হৈল॥
প্রফুল্লবদনে রাণী রাজারে কহিল।
আজি তব মুখে কৃষ্ণনাম নিকশিল॥
তটস্থ হইয়া রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসয়।
তবে তবে কিমতে কি নাম নিকশয়॥
পুনঃ রাণী কহে যবে অলস তেজিলা।
ঘুমের ঘোরেতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিলা॥
হাহাকার করি রাজা ভূমেতে পড়িল।
হিয়া হৈতে রতন কিবা মোর বাহিরিল॥
ইহা কহি তৎক্ষণাতে পরাণ তেজিল।
একি একি বলি রাণী কান্দিয়া উঠিল॥
হাহা মুঞি এতদিন ইহা না বুঝিল।
স্বামী মোর হেন মহা-অনুভব ছিল॥
হৃদয়পুটিকামধ্যে ছিল কৃষ্ণনাম।
এতদিন ইহা মুঞি নাহি জানিলাম॥
বাহিরিল বলি প্রাণ ছাড়ি দিল ভূপ।
এই এক মহান্তের ভাব অনুরূপ॥
তাহা বুঝিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
ছাড়ি গেল মোর মুখে অনল জ্বালিয়া॥
শিরে করাঘাত হানি রাণী বিলাপয়।
কেবল যে স্বামী বলি রাণী না কান্দয়॥
হেন কৃষ্ণভক্ত স্বামী বঞ্চিত হইনু।
হেন যে গুণের নিধি আগে না বুঝিনু॥
এই ভাবে বিলাপ করিয়া রাণী কান্দে।
দোঁহাকার গুণে কৃষ্ণ পড়ি গেলা ফান্দে॥
দরশন দিয়া সুধাময়-দৃষ্টি দিয়া।
বাঁচিয়া উঠিল রাজা আনন্দ পাইয়া॥
সম্মুখে দেখয়ে দোঁহে নবঘনশ্যাম।
বাঞ্ছিত রতননিধি মিলে অভিরাম॥
প্রেমানন্দে যত্ন করি রত্নসিংহাসনে।
বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে॥
কালেতে শ্রীধাম গিয়া হৈলা অনুচর।
তাঁহা-দোঁহার শ্রীচরণে কোটি নমস্কার॥

চরিত্র শ্রীগুরুনিষ্ঠ সাধু।

গুরুনিষ্ঠ এক ব্যক্তি মহা-অনুভব।
গুরু প্রাণ ধন মান সর্ব্বস্ব বৈভব॥
গুরুর সেবায় কৃষ্ণকৃপাতে পর্য্যন্ত।
সর্ব্বদেব প্রীত সদ্‌গুণের নাহি অন্ত॥
গুরুর কর্ম্মেতে কোন গ্রামান্তরে গেলা।
পীড়িত হইয়া তথা কালপ্রাপ্ত হৈলা॥
মরিবার পূর্ব্বক্ষণে আত্মীয় লোকেরে।
সভারে সম্পদ দিয়া কহে বারে বারে॥
আমি মৈলে আমার না পোড়াইহ দেহ।
গুরুর নিকটে শব লইয়া যাইহ॥
প্রাপ্তি হৈল তাঁহার যে বাক্য-অনুসারে।
লইয়া আইলা শব গুরু যথাকারে॥
লোকস্থানে গুরু সব বৃত্তান্ত শুনিলা।
ইহার কারণ কিবা বিচার করিলা॥
এক হেতু গুরু শব যদ্যপি দেখয়ে।
সর্ব্বপাপ নাশ হয় সদ্গতিকে পায়ে॥
তা না হবে আর কিছু থাকিবে আশয়।
মোর বাক্যে ছিল অতি বিশ্বস্তহৃদয়॥
অতএব মোর বাক্যে জীবন আশয়।
শব মোর নিকটেতে আনিতে কহয়॥
এতেক বিচার করি আচার্য্য কহিলা।
উঠ বাপু কেনে মৃত্যু শয়ন করিলা॥
কহিবামাত্রেতে উঠি নমস্কার কৈলা।
নিদ্রায় হইতে যেন জাগিয়া উঠিলা॥
অতএব গুরু ইষ্ট গুরু বন্ধু হন।
গুরু হৈতে মিলে কৃষ্ণ মিলে প্রেমধন॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেই যাহা চায়।
গুরুর চরণ-ধ্যানে সকলি মিলয়॥
গুরুভক্তি বিনে যদি শতযুগ ধ্যায়।
প্রেম কাম নাহি মিলে সব ব্যর্থ হয়॥
গুরুনিষ্ঠ তাঁহার চরণ করি ধ্যান।
শ্রীগুরুচরণে যেন থাকে মোর মন॥

চরিত্র শ্রীকবীরজী।

কবীরজীর জন্ম পূর্ব্ব যবনের ঘরে।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাহার উপরে॥
কি জানি কি পূর্ব্বে তাঁর সুকৃতি আছিল।
হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্রে মতি উপজিল॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রামমাত্র সার।
অনন্য-চিন্তায় দিবানিশি করে পার॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইল তাঁহাতে।
কৃপাবাক্য কহে প্রভু আকাশবাণীতে॥
রামানন্দস্থানে মন্ত্রদীক্ষা কর গিয়ে।
অচিরাতে পাবে মোরে তাঁহার আশ্রয়ে॥
শুনিঞা আকাশবাণী চিন্তয়ে কবীর।
মোরে কৃপা করিবেন কেনে তেঁহ ধীর॥
যবন অস্পৃশ্য মুঞি আমার বদন।
হেরিতে নিষেধ তাঁর বেদের বচন॥
এতেক চিন্তিয়া কিছু বিচার করিল।
কোন ছলে মন্ত্রদীক্ষা-উপায় সৃজিল॥
গুরু রামানন্দ-স্বামী প্রত্যুষে উঠিয়া।
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে গিয়া॥
অতিভোরে কিছু অন্ধকার আছে যবে।
ঘাটের নীচেতে গিয়া শুতি রহে তবে॥
গুরু রামানন্দ স্নানে আইলা সেইকালে।
অজ্ঞাতে চরণ তাঁর অঙ্গেতে অর্পিলে॥
তটস্থ হইয়া স্বামী রাম কহ বলে।
প্রবেশ করিল কবীরের কর্ণমূলে॥
সেই রামনাম মহামন্ত্র যে জানিঞা।
হৃদয়-সম্পুটে রাখে গোপন করিয়া॥
গৃহকর্ম্ম জাতি-পাঁতি সকল ছাড়িয়া।
তিলক তুলসীমালা ধারণ করিয়া॥
সদা সেই মন্ত্র জপ দিবানিশি করে।
মাতা পিতা বন্ধুগণ করে তিরস্কারে॥
আপন ইমান ছাড়ি লৈলি হিন্দুধর্ম্ম।
কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর্ম্ম॥
তেঁহ কহে গুরু মোর রামানন্দ-স্বামী।
দীক্ষা দিলা তেঁহ মোরে তাঁর দাস আমি॥
এত শুনি মাতা তাঁর কোপিত হইয়া।
গেলা স্বামী বৈসে যথা তথায় ধাইয়া॥
স্বামীকে কহয়ে তুমি আমার ছাওয়ালে।
শিষ্য যে করিয়া বাঁটা দিলে জাতিকুলে॥
তাহারে কহেন স্বামী করি মৃদুহাস্য।
কেটা সে নাহিক জানি নাহি করি শিষ্য॥

সে তো চলি গেল কবীর দণ্ডবতে আইল।
তাঁরে কহে আমি তোমার শিষ্য করে কৈল॥
কবীর কহেন প্রভু অমুক দিবসে।
কৃপা যে করিলে মোরে চমক-আবেশে॥
কলিভব-নিস্তারের এক মহামন্ত্র।
দুর্ব্বাদলশ্যামরূপের শুদ্ধ প্রেমযন্ত্র॥
স্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তান্ত।
কবীরের প্রতি প্রীত জন্মিল একান্ত॥
আনুষঙ্গ রামনাম মোর মুখে শুনি।
দীক্ষা-নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত্র করি জানি॥
এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
আলিঙ্গন কৈলা তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া॥
তুমি তো যবন নহ বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ।
যাথে রামনামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ॥
পুনঃ স্বামী তাঁরে কণ্ঠী তিলক যে দিল।
শুদ্ধ আনি বৈষ্ণবের পঙ্গতে লইল॥
যদি বল যবন কেমতে হৈল গ্রাহ্য।
ত্রৈলোক্যপাবন রামনাম মহাবীর্য্য॥
হাড়ি ডোম যবন কি ম্লেচ্ছ কেহ হয়।
যেই লয়ে হয়ে অর্হ যজ্ঞের বিষয়॥
দান গ্রহণের পাত্র অবশ্য সে জন।
বিধি-লিঙ্গ-লক্ষণে শ্রীগরুড়ে কহেন॥
শ্রীমদ্ভাগবতে কহে অভ্যাস-লক্ষণে।
সর্ব্বলক্ষণেতে কহে বিচার প্রমাণে॥
অতএব সত্য সত্য বেদের বচন।
হরিভক্ত যবন যে ত্রৈলোক্যপাবন॥
সহস্র সহস্র ইথে বেদের প্রমাণ।
দুই এক কহি মাত্র মূঢ়-প্রবোধন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ॥ ১॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে এবং ক্বচিৎ যাঁহাকে প্রণাম ও স্মরণ করিলে, চণ্ডালও [illegible]

তত্রৈব,—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত মনোবচনে হিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমান॥২

গারুড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে
সবিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডি
তস্মৈ দেয়ংততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরি
স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥ ৪
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে

ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে যে কি প
ত্রতা লাভ হয়, তাহা কি আর বলিতে হয়।

দ্বাদশ গুণযুক্ত (শম, দয়া, ক্ষমা,
প্রভৃতি) অথচ পদ্মনাভ শ্রীহরির পাদারবি
বিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ,—
চণ্ডাল আপন বাক্য-অর্থ-কায়মনোপ্রাণ ভ
বানে সমর্পণ করিয়াছে। সেই চণ্ডা
আপনার কুল পবিত্র করিয়া থাকে; কি
গর্ব্বান্বিত বিপ্র পারে না। ২।

যে ম্লেচ্ছে অষ্টবিধা ভক্তি (শ্রীহরির ন
কীর্ত্তন সহ প্রেমাশ্রু ত্যাগ প্রভৃতি) বিদ্যম
আছে, সে ম্লেচ্ছও বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনি ও
সম্পন্ন; সে যতি এবং সে পণ্ডিত। য
(শ্রীহরিকে) দেয় (পূজা প্রভৃতি), তাহা
সেই ম্লেচ্ছকে দিবে; এবং যাহা (শ্রীহ
নিকট হইতে) গ্রহণীয় (জ্ঞানাদি), ত
সেই ম্লেচ্ছের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে
সেই ম্লেচ্ছও শ্রীহরির ন্যায় পূজনীয়। ৩।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালকে
কোনরূপে স্মরণ সম্ভাষণ ও পূজা করি
(তিনিও) পবিত্র করিয়া থাকেন। ৪।

সহস্র সত্রযাজী অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদা
বিৎ এবং কোটি সর্ব্ববেদান্তবিৎ অপেক্ষা
[illegible]

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥ ৫ ॥

যদি কহ উত্তম অধিকারী প্রতি কহে।
প্রমাণ দেখহ তার তাহাও যে নহে ॥
পরের যে শ্লোকে দেখ প্রমাণ ইহার।
বুঝিবে সুবোধ যেই করিয়া বিচার ॥
বৈষ্ণভক্ত-সহস্রেক-তুল্য একজন।
একান্ত-ভক্তিবান যে বৈষ্ণব হন ॥
অতএব সামান্যতঃ ভক্তির যাজনে।
কোটি বিজ্ঞ বিপ্র হৈতে উত্তম যবনে ॥
সেহ মহা-পূজ্য এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ।
সেই বুঝে যেই জানে ভকতিসন্ধান ॥
বেদপারঙ্গত সর্ব্বশাস্ত্র-অর্থ-বেদ্য।
কিন্তু হরিভক্ত নহে অগ্রাহ্য অমেধ্য ॥
উদ্যমবিফল সেই পুরুষ অধম।
জগতে নিন্দিত আর নাহি তার সম।

তত্র—

অন্তঃ গতোহপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষোধমম্ ॥৬

বেদ-শাস্ত্র-অপঠিত সর্ব্বধর্ম্মহীন।
কিন্তু হরিভক্ত সে কিছুতে নহে হীন ॥
সন্ধ্যাদিবন্দনা সর্ব্বযজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্ম।
সকলি করিল সেই ধন্য তার জন্ম ॥

তত্র—

নাধীতবেদশাস্ত্রোহপি ন-কৃতাধ্বর ইত্যপি।
যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণৌ তেন সর্ব্বং
কৃতং ভবেৎ ॥ ৭ ॥

হরিভক্ত ব্যক্তি, সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হইতেও বিশিষ্ট। ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫।

সমগ্র বেদের অন্তপ্রবিষ্ট হইয়াও, সর্ব্ববিধ শাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও, সর্ব্বেশ্বর ভগবানের যিনি ভক্ত নহেন, তাঁহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে। ৬।

বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান না করিয়াও, যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্, তাঁহার দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মই সমাহিত (জানিবে)। ৭।

এতেক প্রমাণ দিয়া কহিবা-কারণ।
অজ্ঞে বুঝাইতে নহে কিছু প্রয়োজন ॥
অতেব কবীর-জীউ ভুবনপাবন।
প্রসিদ্ধ আছয়ে তাহা জানে জগজন ॥
তাঁহার মহিমা চমৎকার আরো শুন।
যাহার আওয়াসে রামচন্দ্র আইলা পুনঃ ॥
মাতার ভর্ৎসনে সাধু জীবিকা-কারণ।
তাঁত বুনে হয়ে মাত্র দিননির্ব্বাহন ॥
নলি যে চালায় দুই হাথে তালে তালে।
জয় রাম শ্রীরাঘো রাম সীতারাম বলে ॥
একদিন একখানি কাপড় বুনিঞা।
হাটের কিনারে গিয়া রহে দাণ্ডাইয়া ॥
বৈষ্ণব আসিয়া এক বস্ত্রখানি মাগে।
তেঁহ কহে ফাড়িয়া যে লহ অর্দ্ধভাগে ॥
বৈষ্ণব কহেন মোর সব-খানি দিনে।
কার্য্য না চলিবে দেহ যদি মন মানে ॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু সবখানি দিল।
ঘরে অন্ন নাহি তেঁহ লুকাঞা রহিল ॥
ঘরে গেলে মাতা-আদি করিবে ভর্ৎসনা।
শূন্যে এক গৃহে বসি গান রামগুণ ॥
হেথা দয়াময় রামচন্দ্র তাহা জানি।
কবীরের রূপ ধরি আইলা আপনি ॥
বলদে বলদে নানা সামগ্রী আনিঞা।
ঘর ভরি উঠায় আর দেয় বিলাইয়া ॥
মাতা কহে এতেক সামগ্রী কোথা হৈতে।
আনিলি ডাকাতি করে কৈলি বুঝি পথে ॥
ক্ষণেক বেয়াজে ঘরে চলিলা কবীর।
অন্তর্দ্ধান কৈলা তবে ছন্ন রঘুবীর ॥
ঘরে গিয়া দেখে মহামহোৎসব হয়।
কত আইসে কত যায় কত খায় লয়।
দেখিয়া বুঝিলা মনে এ কর্ম্ম প্রচুর।
নহে এত দ্রব্য কেবা আনিল প্রভুর ॥
বৈষ্ণব সজ্জনে সাধু বিলাইতে লাগিল।
ব্রাহ্মণগণের মনে অসূয়া জন্মিল ॥

কহে আরে বেটা জোলা তিলকধারিগণে।
অর্থ বিলাইলি কিছু না দিলি ব্রাহ্মণে॥
না দিবি তো আজি মোরা মারিব তোমারে।
কবীর বিনয় করি কহে সবাকারে॥
ঘরে তো নাহিক কিছু চেষ্টা করি গিয়া।
যদি কিছু পাই দিব বাঁটোয়ারা করিয়া॥
এত কহি হাটে শূন্যগৃহে গিয়া রহে।
ভয়ে নাহি গৃহে আইসে রাম রাম কহে॥
পুনঃ বহু ধন হরি আনে রূপান্তরে।
কবীর পাঠায় বলি আনি দিল ঘরে॥
কবীর আসিয়া মর্ম্ম বুঝিল অন্তরে।
অদৈন্য করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা না ছাড়য়।
বৈষ্ণব সহিতে যথা দেবে দৈত্যে হয়॥
এদানী বিপ্রের রীতে অনুভব হৈল।
পূর্ব্বেও বৈষ্ণবে যেন এমতি আছিল॥
কবীরের প্রতি ঈর্ষা করি বিপ্রগণ।
জনা চারি করে নিজ মস্তকমুণ্ডন॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি গ্রামে গ্রামে গিয়া।
আইলা ব্রাহ্মণগণ নেওতা করিয়া॥
সহস্রেক বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া।
কবীরের গৃহে মহোৎসব যে কহিয়া॥
কবীরের গৃহে আসি সবে জমা হৈল।
বৃত্তান্ত শুনিঞা সাধু চিন্তিত হইল॥
পূর্ব্ব যত সামগ্রী লইয়া প্রভু আইসে।
সব সমাধান কৈল কবীরের বেশে॥
উপায় না দেখি একস্থানে গিয়া বৈসে।
তেঁহ আসি মিলি সুখসাগরেতে ভাসে॥
সিদ্ধ বলি লোকে বড় জনরব হৈল।
আকারগোপনহেতু এক ছল কৈল॥
এক স্ত্রী বেশ্যা যে তাহার হাত ধরি।
নগরে লোকেরে দেখাইয়া বুলে ফিরি॥
সাধুলোক তা দেখি অন্তরে পায় ব্যথা।
অসাধুর হর্ষ চিত্তে লাভ-অংশে যথা॥
তাঁহার অন্তরে কিছু বিকার তো নাহি।
অবজ্ঞা করয়ে লোকে ভ্রষ্ট হৈল কহি॥
একদিন কবীর সেই বেশ্যার সহিতে।
রাজার সভাতে গেলা করোয়া বাঁ হাতে॥

রাজা দেখি পূর্ব্ববৎ ভক্তি নাহি কৈল।
দণ্ডবৎ না করিল আসন না দিল॥
হরিভক্ত ছাপাইলে ছাপা নাহি যায়।
মৃগমদগন্ধ যথা বস্ত্রে না লুকায়॥
সভা হৈতে ফিরে সাধু যাইবার কালে।
তটস্থ হইয়া কারোয়ার জল ঢালে॥
রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপজিল।
অবজ্ঞা-করিনু-হেতু কি জানি কি কৈল॥
একান্ত করিয়া রাজা পুছে বারবার।
বুঝি কিছু অনিষ্ট যে করিল আমার॥
সাধু কহে না না তব অনিষ্ট না করি।
রাজা কহে তবে কেনে ছিরিকাইলে বারি॥
সাধু কহে শ্রীমন্দিরে শ্রীলপুরুষোত্তমে।
আগুন পড়িয়াছিল কোন কার্য্যক্রমে॥
ভিড়েতে সেবকগণ পাদ দিতেছিল।
চরণ পড়িবে বলি জল ঢালি দিল॥
রাজা তাহা শুনি সেই দিন বার তিথি।
লিখিয়া পাঠায় ক্ষেত্রে লাগিয়া প্রতীতি॥
লোকদ্বারে রাজা তার জানিলেন তথ্য।
অগ্নি পড়্যাছিল বটে নিভাইল সত্য॥
তখন রাজার মনে ভয় জনমিল।
ভ্রষ্ট বলি বৈষ্ণবেরে অবজ্ঞা করিল॥
হাহা ছিছি ধিক ধিক কি কর্ম্ম করিনু।
না বুঝিয়া কেন হেন বিষ পান কৈনু॥
রাজা রাণী দোঁহে অতি আর্ত্তনাদ করি।
উপায় চিন্তয়ে অপরাধে কিসে তরি॥
ত্যজ্য বৃহত্তিমান রাজ-অহঙ্কার।
অনায়াসে তেজিল বৈষ্ণবে করি ডর॥
রাণীর সহিত রাজা দন্তে তৃণ করি।
গলায়ে কুড়ালি শিরে তৃণবোঝা ধরি॥
চলিল রাজন যথা সাধু আছে বসি।
অভিমান লজ্জা তেজি সহিত রূপসী॥
অহো কি সৌভাগ্য রাজার বলিহারি যাই।
ধন্য ধন্য মরি তার লইয়া বালাই॥
বৈষ্ণবেতে এত অনুরাগ যার হয়।
ত্রিভুবনে তাহার তুলনা না মিলয়॥
যাইয়া দম্পতী শ্রীমন্ কবীর-চরণে।
পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে দু'নয়নে॥

অপরাধ ক্ষেম' মোরে কর অঙ্গীকার।
না বুঝিয়া অবজ্ঞা করিনু মুঞি ছার॥
কবীর কহেন তুমি রাজরাজেশ্বর।
হেন কদর্থনা কেনে করিলা স্বীকার॥
আমি নীচ ক্ষুদ্র যে লক্ষ্যের মধ্যে নাহি।
মোরে এত স্তুতিনতি কর কিবা কহি॥
আমার নিকটে তব অপরাধ কিবা।
মোরে তুমি অপমান কবে করিলে বা॥
গৃহে যাও মহারাজ ভাল হৈবে তব।
রামচন্দ্রে মতি কর সাধু গিয়া সেব॥
প্রসন্ন দেখিয়া আর উপদেশ পায়্যা।
গৃহে গেলা সাধুর করুণারত্ন লয়্যা॥
সেই হৈতে রাজা প্রেমানন্দপদ পাইল।
রঘুনাথের কৃপা হৈতে সংসার ঘুচিল॥
পুনশ্চ ব্রাহ্মণগণ ঈরষা করিয়া।
পাৎসার নিকটে গিয়া কহে বাদ দিয়া॥
কবীর নামেতে এক হয় মোছলমান।
গুণ জ্ঞান জানে কার্য্য করয়ে বেমান॥
বহু বেটী লোকের বাহির করি আনে।
হাত ধরি ফিরে গ্রামে লজ্জা নাহি মানে॥
ঈমান ছাড়িয়া ভজে হিন্দুর ধরম।
কোথা হৈতে অর্থ আনে না বুঝি মরম॥
পাতসা শুনিঞা তবে তলব করিল।
সম্মুখে তাহারে খাড়া করিয়া রাখিল॥
কাজি কহে পাতসারে সেলাম করয়ে।
তেঁহ কহে সেলাম-যোগ্য নাহিক সংসারে॥
একা রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত।
আর যত দেখ সব সকলি অসত॥
তাহা শুনি পাৎসা কোপে অগ্নি-হেন জ্বলে।
এইক্ষণে বধ কর ভৃত্যগণে বলে॥
চরণে শিকলি দিয়া নদীতে ডারিল।
সবে কহে নদীজলে ডুবিয়া মরিল॥
ক্ষণমধ্যে দেখে তীরে দাণ্ডাইয়া সাধু।
বিতর্ক করয়ে বুঝি জানে কিছু যাদু॥
অগ্নিতে ডারিল পুনঃ তোপেতে ধরিল।
ভক্তির প্রভাবে যত সব ব্যর্থ হৈল॥
বিস্ময় হইয়া রাজা বিচার করিল।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র নিশ্চয় জানিল॥
বহু স্তুতিনতি করি সম্মান করিল।
পদানত হৈয়া অপরাধ ক্ষেমাইল॥
পুনর্ব্বার মায়াদেবী মোহিনী-রূপেতে।
বিড়ম্বন করিয়া আইলা ভুলাইতে॥
সংধু তাহা দেখিয়াও দৃক্পাত না কৈলা।
হরির ভকত-স্থানে হারি মানি গেলা॥
তবে চতুর্ভুজ-রূপে প্রভু দেখা দিলা।
যতেক উদ্যম এবে সফল হইলা॥
পরম আনন্দে কতদিবস বাতীতে।
প্রভুর নিকট যাইবারে হৈল চিতে॥
পাটনা-অঞ্চলে এক হয় রম্য স্থান।
তথাই রহিয়া সাধু করিলা পয়ান॥
বস্ত্র-আবরণ অঙ্গে করিয়া শুইল।
ঐমনি বৈকুণ্ঠ ধাম গমন করিল॥
হিন্দু আর মোছলমান দুই পক্ষে মেলি।
কলহ হইল বোলাবুলি ঠেলাঠেলি॥
কবর দিবার হেতু মোছলমান কহে।
হিন্দু তাহা নাহি মানে জ্বালাইতে চাহে॥
কেহ আসি কহে ভাই কলহ কি কর।
শব কোথা আগে তার মূল যে বিচার॥
ঝোপড়ার মধ্যে গিয়া শব যে না দেখি॥
আবরণ-বস্ত্রখানি আছে মাত্র সাখী।
তখন সবাই মনে বিস্ময় হইলা।
জানিল দেহের সহ বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥
আবরণ বস্ত্রখানি দেখে উঠাইয়ে।
কথোগুলি পুষ্প আর তুলসী আছয়ে॥
জোরাবরি মোছলমান পুষ্পগুলি লৈয়া।
কবর দিলেক তাহে উৎসাহ করিয়া।
হিন্দু যে বৈষ্ণবগণ তুলসী পাইয়া।
সমাধি করিলা নিজ মত আরোপিয়া॥
মহামহোৎসব করি সঙ্কীর্ত্তন কৈল।
যে ধ্বনিতে দশদিগ পবিত্র হইল॥
শ্রীল-কবীর মহাশয়ের সুযশ।
ভুবনপাবন যাহা অদ্যাপি প্রকাশ॥
তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি।
কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণভকতি মাধুরী॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ছোটবিপ্র-বড়বিপ্র-আদি-ভক্তচরিত্রবর্ণনং পঞ্চদশ-মালা॥

ষোড়শ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীরুইদাল।

গুরু রামানন্দ-শিষ্য এক ব্রহ্মচারী।
গুরুর প্রেক্ষিতে আনে মুষ্টিভিক্ষা করি॥
পাক-আদি করে তেঁহ ভোগ দেন গুরু।
টহলেতে আজ্ঞাবহ সদা রহে ভীরু॥
মুষ্টিভিক্ষা করিতে যখন বিপ্র যান।
প্রতিদিন কহে তাঁরে এক মহাজন॥
চুটকি না কর সিধা লহ মোর স্থানে।
লইতে না পারে বিপ্র গুরু আজ্ঞা বিনে॥
একদিন বড় বৃষ্টি দুর্দ্দিন দেখিয়া।
চুটকি না লৈল তথা সিধা লৈল গিয়া॥
পাক-আদি করি বিপ্র প্রস্তুত করিলা।
গুরু রামানন্দ ভোগ লাগাইতে গেলা॥
ভোগ লাগাইতে ইষ্টধ্যান নাহি আইসে।
ভোগসামগ্রী মনে ভাল নাহি বাসে॥
শিষ্য প্রতি জিজ্ঞাসেন ভিক্ষা কোথা কৈলে।
তেঁহ কহে এক বণিকের স্থানে মিলে॥
রামানন্দ-স্বামী কহে বিষয়ীর স্থানে।
নাহি কর স্থূল-ভিক্ষা মুষ্টিভিক্ষা বিনে॥
পূর্ব্বে যে তোমারে মো কহিনু বারেবার।
আপন স্বধর্ম্ম মুষ্টিভিক্ষা বিনু আর॥
যতেক যাচিঞা সব অনাচার হয়ে।
বিষয়ীর-অন্নে মন মলিন করয়ে॥
অতএব মোর বাক্য যেমন লঙ্ঘিলে।
জন্ম গিয়া লহ অচিরাৎ নীচকুলে॥
স্বামীর শাপেতে বিপ্র মুচির কুলেতে।
জনমিল গিয়া তবে সে দেহ পতিতে॥
সদ্গুরু-আশ্রয় আর সৎসঙ্গ হইতে।
[illegible]

জন্মমাত্র হরিভক্তি উদয় হইল।
জাতিস্মর হইয়া সংক্ষণে জনমিল॥
জনমিয়া গুরুতে বিচ্ছেদ সঙরিয়া।
দুগ্ধ নাহি খায় শিশু আকুল কান্দিয়া॥
মাতা পিতা নানামতে চেষ্টা সন্ধি করে।
কোনমতে দুগ্ধপান করাইতে নারে॥
উপায় চিন্তিয়া গেলা স্বামীর চরণ।
কাকুবাদ করি কহে পুত্রের কারণ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ-স্বামী শুনিতেই।
স্ফূর্ত্তি হৈল নিজশিষ্য জনমিল সেই॥
ভাবিয়া স্বামীর মনে দুঃখ উপজিল।
হাহা কেনে হেন পাত্রে অভিশাপ দিল॥
সম্প্রতি দুগ্ধ না খায় আমার বিচ্ছেদে।
মুঞি কৈনু অকর্ম্ম মাতিয়া নিজমদে॥
অতেব বিহিত মোরে হৈল করিতে।
এতেক ভাবিয়া কহে চামারের সাথে॥
কোথায় তোমার ঘর বালকে কি হৈল।
চিন্তা নাই আমি গিয়া করে দিব ভাল॥
চামার কুণ্ঠিত হইয়া যোড়হস্তে কহে।
আপনে আমার ঘরে যাবা-যোগ্য নহে॥
স্বামী কহে ইথে মোর লাঘবত কিবা।
পর-উপকার যেই সেই হরিসেবা॥
এতেক কহিয়া চলি গেলা তার ঘরে।
স্বামীরে দেখিয়া শিশু চকিতে নেহারে॥
তৃষিত চাতকে যেন জলধারা মিলে।
দারিদ্র রতন যেন পায় হারাইলে॥
দু'নয়ানে বহে ধারা না পারে কহিতে।
গুমরিয়া রহে নারে দুঃখ নিবেদিতে॥
স্বামী তার ভাব বুঝি অন্তরে কান্দয়॥
শিরে হস্ত দিয়া বহু আশ্বাস করয়॥
চিন্তা না করিহ হরি করিবেন দয়া।
অবশ্য যে দিবেন অভয় পদ-ছায়া॥
এত কহি কর্ণে মহামন্ত্র যে অর্পিলা।
কৃতার্থ করিয়া স্বামী নিজবাসে গেলা॥
ক্রমে ক্রমে সাধু যত হয়ে তো বর্দ্ধিষ্ঠ।
চন্দ্রবৎ ভক্তি তথা প্রকাশে প্রকৃষ্ট॥
দুই জুড়ি জুতা প্রতিদিন বানাইয়া।
[illegible]

এক জুড়ি বেচি করে দেহ-নির্ব্বাহণ।
বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বানাইয়া দেন ॥
এইমত কতক দিবস গত হৈল।
কুটুম্ব হইতে ভিন্ন স্থান এক কৈল ॥
ঝোপড়া বান্ধিয়া এক শালগ্রাম আনি।
তাহাতে রাখিয়া সেবা করয়ে আপনি ॥
রুইদাস বলি নাম লোকেতে কহয়।
হরির কৃপার পাত্র কেহ না জানয় ॥
কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা চলয়ে কোনমতে।
কোন দিন উপবাস হয় না মিলাতে ॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কেলেশ দেখিয়া।
ছদ্মরূপে আইলা এক পর্শমণি নিঞা ॥
রুইদাসে কহে কেনে কড়কা করহ।
পর্শমণি আনিয়াছি এই ধন লহ ॥
তেঁহ কহে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
প্রভু কহে আমি তব ইষ্ট রঘুবর ॥
পুনঃ কহে তুমি যদি রঘুবর হও।
তবে কেনে নিজরূপ নাহিক দেখাও ॥
প্রভু কহে দেখাইব তবে মণি লও।
তেঁহ কহে পাথর আনিঞা কি ভুলাও ॥
প্রভু কহে এ পাথর লৌহে ছোঁওাইলে।
তৎক্ষণেতে স্বর্ণ হয় বহু অর্থ মিলে ॥
এত কহি চামকাটা রাম্পি ছোঁওাইল।
দেখিতে দেখিতে রাম্পি সোনার হইল ॥
তেঁহ তাহা দেখি ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া।
কহেন এ করিলে কি দিলে বিগাড়িয়া ॥
দিন গুজরান মোর ইহা হৈতে হয়।
তুমি তা করিয়া সোণা কৈলে অপচয় ॥
কে তুমি করিতে আইলে মোরে বিড়ম্বন।
কায নাঞি মোর তুমি নিঞা যাও ধন ॥
প্রভু কহে স্বর্ণ হৈল অপচয় কহ।
তেঁহ কহে কায নাঞি তুমি নিঞা যাহ ॥
অর্থে মোর অপচয় সদাই হইবে।
রজগুণ বৃদ্ধি হৈলে সর্ব্বনাশ হবে ॥
তথাচ যতন করি প্রভু গছাইলা।
রুইদাস নিঞা চালে গুঁজিয়া রাখিলা ॥
প্রেমানন্দ-রত্নে যেই মগন আছয়।
প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন তায় ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাদশ সিদ্ধি।
দৃক্‌পাত না করে যাথে অতি তুচ্ছ বুদ্ধি ॥
সে কি বস্তুজ্ঞান করে পরশ-রতন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন ॥
কথোক দিবস পরে পুনঃ প্রভু আইলা।
পুছেন ভক্তেরে পর্শমণি কি করিলা ॥
তেঁহ কহে তব সে পাথর আর ঝাঁপি।
চালে খুসি রাখিয়াছি ঘাসগুলা ঝাঁপি ॥
বাহির করিয়া কহে এই নিঞা যাহ।
ওগুলা না আন এথা অন্য কারে দেহ ॥
প্রভু পুনঃ কহে এই দুঃখে কেনে মর।
যৎকিঞ্চিৎ কিছু দেই তাহি অঙ্গীকর ॥
তোমার যে ঠাকুর তাঁর আসনের তলে।
পাঁচটি মোহর আছে নিতানি সকালে ॥
তেঁহ কহে না না মোর তাহে কায নাঞি।
মোহর পাথর নিঞা দেহ অন্য ঠাঞি ॥
তবে প্রভু গেলা ঠাকুরের শয্যাতলে।
পাঁচটি মোহর আছে দেখয়ে সকালে ॥
দেখিয়া বড়ই মনে বেজার মানিল।
কহয়ে বড়ই মোর জঞ্জাল হইল ॥
টান মারি দূরে ডারি দিল ক্রোধ করি।
পুনঃ প্রভু আইলা তাহার কর্ম্ম হেরি ॥
ভকতবৎসল হরি ভক্তদুঃখ হেরি।
পুনঃপুনঃ আইসেন না রহিতে পারি ॥
পুনঃ আসি কহে তাঁর দুটি হাত ধরি।
একটী নেহারা মোর রাখ অঙ্গীকরি ॥
পর্শমণি না লইলে না লইলে ভাল।
পাঁচটী মোহর নিতি লবে মোরে বল ॥
সাধু বলে কে তুমি স্বরূপ কহ মোরে।
এতেক যতন কেনে কর মোর তরে ॥
তেঁহ কহে আমি তব রামচন্দ্র হই।
তব দুঃখ দেখিয়া অন্তরে দুঃখ পাই ॥
পুনঃ সাধু বলে যদি মোর প্রভু হও।
স্বরূপ দেখাইয়া মোরে প্রতীত করাও ॥
তবে হরি একবার নিজ মূর্ত্তি ধরি।
দেখা দিয়া ভক্তে গেলা অন্তর্দ্ধান করি ॥
বিদ্যুতের ন্যায় সাধু একবার হেরি।
স্থাবরের ন্যায় রহে অনিমিখ করি ॥

চমৎকার চিত্তে জ্ঞানহতপ্রায় রহে।
ক্ষণেকে সংবিত পাই ইথি-উথি চাহে॥
পুনঃ দেখিবারে না পাইয়া চিত্ত ভ্রমে।
ঘুরিয়া বুলয়ে তাপ উঠয়ে মরমে॥
উচ্চস্বরে কান্দে আহা কি দেখিনু মরি।
হেন রূপ আর কি আছয়ে জগ ভরি॥
পীতাম্বর নবঘন-শ্যামল সুন্দর।
কি দেখিল অপরূপ সুন্দর অধর॥
একবার কি দেখিনু আর দেখি নাঞি।
কি দোষ করিনু মুঞি বিধাতার ঠাঞি॥
দিয়া ধন হস্ত হৈতে কাড়িয়া লইল।
এহেন রতন পায়্যা বঞ্চিত হইল॥
পুনঃপুনঃ কহে মোরে মুঞি তোর প্রভু।
প্রত্যয় না কৈনু মুঞি না বুঝিনু তবু॥
তখন এমত যদি বুঝিতাম মনে।
ছাড়িয়া নাহিক দিতাম ধরিয়া চরণে॥
পর্শমণি আদি দিতে চাহিলেন মোরে।
বাক্যের হেলন তাঁর কৈনু বারে বারে॥
বুঝি সেই অপরাধে বঞ্চনা করিলা।
নহে কেনে দেখা দিয়া পুনঃ লুকাইলা॥
এতেক বিলাপ করি সম্বরণ কৈল।
আজ্ঞা হৈল অর্থ লৈতে বিচার করিল॥
তবে সেই পঞ্চ স্বর্ণ অঙ্গীকার কৈল।
স্বর্ণ নিঞা কি করিব মনে বিচারিল॥
ঠাকুর মন্দির আর সেবার শৃঙ্খলা।
করিলা হইল বহু বৈষ্ণবের মেলা॥
সদা গান নৃত্য বাদ্য যাত্রা মহোৎসব।
কৃষ্ণকথা বিনে আর নাহি অন্য রব॥
স্বয়ং শ্রীল-রামচন্দ্র ভোজন করয়।
যাথে স্থান দেখি মাত্র চমৎকার হয়॥
ঝালি নামে এক রাণী দীক্ষা নাহি হয়।
গুরুপরীক্ষার চেষ্টা সদাই করয়॥
কাশীর নিকটে রুইদাস ভাগবত।
গুরু-রামানন্দ-শিষ্য পরমমহৎ॥
দরশনে গেলা রাণী শুদ্ধভক্তিভাবে।
দরশনমাত্রেই রাণীর চিত্ত দ্রবে॥
সেবক হইতে মনে শ্রদ্ধা জনমিল।
তার্কিক ব্রাহ্মণগণ বারণ করিল॥

মুচির সন্তান-স্থানে দীক্ষা যে করিবে।
লোকে ধর্ম্মে বিরুদ্ধ এ কেমতে হইবে॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি রাণী কহে বিপ্রগণে।
কি কহিলে বিপরীত মুচির সন্তানে॥
আজন্ম তোমরা করি ব্রহ্ম অনুষ্ঠান।
কহ দেখি নিজ ত্রাণের কি কৈলে বিধান॥
স্বধর্ম্ম যাজন কর অধর্ম্মের ভয়ে।
না হয় অধিক হবে স্বর্গের বিষয়ে॥
অনিত্য সে তাহাও যে সুসিদ্ধ দুর্লভ।
বড় ফল করি মানো কৈবল্য অভব॥ *
সেহ মুক্তি ভুক্তি ধর্ম্ম হরির ভকত।
সাক্ষাতে আইলে নাহি করে দৃক্পাত॥
নীচ যে কহিলে অতি অনোচিত সেহ।
শাস্ত্র দূরে থাকু যুক্তি করিয়া বুঝহ॥
পরাৎপর জগতের পরম ঈশ্বর।
যে চরণে গঙ্গা হৈল ত্রৈলোক্যের স্যার॥
তাঁর শ্রীচরণ যেই হৃদয়ে ধরয়।
তাঁরে নীচ কহিলেই অপরাধ হয়॥
ব্রাহ্মণ পবিত্রজাতি হইয়া কি পায়।
নীচজাতি হরিভক্তে কি না লভ্য হয়॥
স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্মমৃত্যু হয়।
পুনর্ব্বার নীচ জাতিকুলেতে জন্ময়॥
নীচজাতি হরিভক্ত পুনঃ না জন্ময়।
ব্রহ্মার প্রার্থনা যাহা হেন পদ পায়॥
অপূর্ণ ভজনে যদি জনমিতে হয়।
উত্তম জনম পাঞা সাধুমার্গ পায়॥

শ্রীগীতায়াং—
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়

অতএব হরিভক্ত চণ্ডাল যে হয়।
ভুবনপাবন সেহ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
বেদশাস্ত্রে এ প্রমাণ অনুভব সর্ব্বে।
সাধারণ নাহি হয়ে রজের প্রভাবে॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি, শুচিসম্পন্ন শ্রীমন্ত গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ১।

---

* পাঠান্তরে—"কৈবল্য বৈভব।"

রজ আর তমের যে এমতি প্রভাব।
দেখিয়াও প্রত্যক্ষে না হয় অনুভব॥
এত কহি রাণী গিয়া রুইদাস-স্থানে॥
শরণ লইয়া মন্ত্র করিলা গ্রহণে॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা অচিরাৎ হৈল।
অনেক জন্মের ভাগ্যফল যে ফলিল॥
রাণীরে ব্রাহ্মণ কিছু কহিবারে নারে।
পরস্পর সব বিপ্র কাণাকাণি করে॥
একদিন ঝালি রাণী গুরু রুইদাসে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলা নিজ-বাসে॥
কথোগুলি ব্রাহ্মণ করিলা নিমন্ত্রণ।
একপংক্তি বসাইলা করিতে ভোজন॥
বিপ্রগণ তাহে দেখি উসিমুসি করে।
মুচি সহ কেমতে বসিব একত্তরে॥ *
রুইদাস-পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে।
সেখানেও দেখে রুইদাস বসি পাশে॥
পুনর্ব্বার তথা হইতে দূরে গিয়া বৈসে।
পুনঃ দেখে রুইদাস বসিয়াছে পাশে॥
এইমত পরস্পর সবাই দেখয়।
বিব্রত হইয়া পরস্পর যে কহয়॥
একি হৈল পাপ আজি মুচির সহিতে।
একপংক্তি বসি বুঝি হইল খাইতে॥
রমতি তমের ধর্ম্ম বুঝিয়া না বুঝে।
অলৌকিক দেখিয়া তথাপি নাহি রিঝে॥
প্রভু নিজভক্তের মহিমা প্রকাশিতে।
নানা খেলা করে অজ্ঞে না পারে বুঝিতে॥
রাণী সেই রঙ্গ দেখি মুচকিয়া হাসে।
অভিমানী বিপ্রগণ না জানে বিশেষে॥
ভোজন করিয়া সবে উঠিলেন পরে।
স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া সাধুবরে॥
চামর ব্যজন রাণী করে নিজ করে।
বিপ্রগণ আরো কিছু চমৎকার হেরে॥
রুইদাস-অঙ্গে তেজ ঝলমল করে।
স্বর্ণযজ্ঞোপবীত শোভে বাম স্কন্ধোপরে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ চমৎকার হৈল।
উঠিয়া চলিল কিন্তু আদর না কৈল॥

* পাঠান্তরে—"উকি ঝুকি করে।"

কাশীবাসী বিপ্রগণ জ্ঞানমার্গী হয়।
বৈষ্ণব যে সেবা তার মর্ম্ম না জানয়॥
শ্রীমান্ রুইদাস শ্রীমতী রাণীজীর।
চরণ ভরসা কৃষ্ণদাস নারকীর॥

চরিত্র শ্রীপিপাজীর।

গাঙ্গরোলের রাজা নাম পিপা হয় শাক্ত।
দেবীর প্রতিমা পুজে অতি অনুরক্ত॥
দৈবাৎ বৈষ্ণব এক অতিথি হইলা।
হেলা করি যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য দিলা॥
রন্ধন করিয়া সাধু খাইয়া রহিলা।
রাজা শাক্ত কৃষ্ণভক্তিবিহীন জানিলা॥
ক্ষোভিত হইয়া কিছু মনোরথ করে।
রাজা যদি হরিভক্ত হয় দেবীবরে॥ *
তবে এই রাজ্য ধন মানব জনম।
সফল যে হয় নহে কেবল ভরম॥
দেবীর কৃপার পাত্র সহজে রাজন।
বিশেষে সাধুর কৃপা পরম কারণ॥
শঙ্খিনী যোগিনী সহ নিশিতে ভবানী।
ভয়ঙ্কর রূপ ধরি যাইয়া আপনি॥
নিদ্রাকালে রাজার বসিয়া বক্ষঃস্থলে।
হুঙ্কার করিয়া কিছু ক্রোধাবেশে বলে॥
হাঁরে মূঢ় সাধু করি মান আপনারে।
অবজ্ঞা করিলে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবেরে॥
প্রাতঃকালে উঠি তার সন্মান করিবে।
স্তবন করিয়া অপরাধ মানাইবে॥ †
যুক্তি যে কহিবে তেঁহ তাহাই করিবে।
সর্ব্বসিদ্ধ সেই যাথে কল্যাণ হইবে॥
স্বপন দেখিয়া রাজা ভয়েতে কাতর।
কি দেখিনু বলিয়া চিন্তয়ে গাঢ়তর॥
প্রাতে উঠি গিয়া সেই বৈষ্ণব চরণে।
অষ্টাঙ্গ হইয়া সব কহে বিবরণে॥
চরণে ধরিয়া কহে কি আজ্ঞা করহ।
অপরাধ ক্ষেম আর করি যে বলহ॥

* পাঠান্তরে—"হয় সেবা করে।"
† এই দুই ছত্র কোন কোন গ্রন্থে নাই।

যে আজ্ঞা করহ তাহা করি শিরে ধরি।
বুঝিলাম বৈষ্ণবের মহিমা যে ভারি॥
বৈষ্ণব কহেন রাজা তুমি ভাগ্যবান্।
এতাদৃশ দেবী যে তোমারে কৃপাবান্॥
আমি যে মানস কৈনু তাহাতে সম্মতি।
হইয়া করিলা আজ্ঞা দিয়া অনুমতি॥
বড় কৃপা কৈল দেবী কৃষ্ণভক্তি দিল।
জগতের সার অর্থ বিতরণ কৈল॥
অতএব মহারাজ মোর মন-কথা।
কৃষ্ণভক্ত হও যাবে তাপত্রয়-ব্যথা॥
কৃষ্ণপ্রেমসুখোল্লাস আস্বাদ করহ।
সুধাপান কর আর বন্ধন ছুটাহ॥
ইহার অধিক নহে রাজ্য ধর্ম্ম অর্থ।
আর যত দেখ হয় সকলি অনর্থ॥
এতেক শুনিঞা রাজা ভাবিতে লাগিলা।
দেবীর আশয় এই সিদ্ধান্ত বুঝিলা॥
বৈষ্ণবেরে কহে রাজা কর্ত্তব্য হইলা।
তথাচ দেবীরে কিছু নিবেদিতে গেলা॥
তবে রাজা দেবীরে কহয়ে স্তুতি করি।
এবে বুঝিলাম যে নিতান্ত সেব্য হরি॥
তাহাতে বুঝিনু মোরে বড় কৃপা কৈলে।
সারাৎসার যেই অর্থ সেই ধন দিলে॥
রাজ্য ধন পাইয়া যে মানিলাম অর্থ।
এবে বুঝিলাম সেই সকলি অনর্থ॥
অতএব সারধন দিতে ইচ্ছা কৈলা।
আশ্রয় করি যে কোথা তাহা না কহিলা॥
গুরুপদ আশ্রয় করিব কোথা গিয়া।
তাহা আজ্ঞা কর মোরে করুণা করিয়া॥
এতেক শুনিঞা দেবী আদেশ করয়ে।
গুরু-রামানন্দ-পদ করহ আশ্রয়ে॥
কাশীতে শ্রীরামানন্দ-নিকটে চলিলা।
শিষ্যগণ নিকটে যাইতে নাহি দিলা॥
অবৈষ্ণব পিপা রাজা পূর্ব্বেতে জানয়।
অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয়॥
বাহিরে রহিয়া রাজা যোড়হাত করি।
বিনয় করয়ে বহু দন্তে তৃণ ধরি॥
দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কহিল।
[illegible] কাঁদিতে লাগিল॥

তবে স্বামী নিশ্চয় জানিঞা মনোবৃত্তি।
আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল অতি॥
তারকব্রহ্ম রামনাম উপদেশ দিয়া।
বড় কৃপা কৈলা তারে শক্তি সঞ্চারিয়া।
অভিমান তেজি রাজা কথোক দিবস।
সেবা কৈল গুরুর করিয়া অভিলাষ॥
গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন।
বৎসরেক কৈল হরি ভক্তির সাধন॥
বিষয় তেজিয়া বনে করিতে গমন।
হরি-অনুরাগে দৃঢ়তর হৈল মন॥
বিবেচনা করি কিছু অন্তরে চিন্তিলা।
স্ত্রীগণের হিত করিবারে বিচারিলা॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে ইহা-সবার মতি হয়।
অবশ্য আমার ইহা করিতে জুয়ায়॥
এতেক চিন্তিয়া স্বামি-রামানন্দ-স্থানে।
পত্রী পাঠাইলা এই অস্ফুট বচনে॥
একবার হেথা পদার্পণ যদি হয়।
নিবেদন করিব বিশেষ স্वविষয়॥
পাইয়া রাজার পত্রী স্বামী চলি আইল
রুইদাস-আদি শিষ্য সঙ্গে করি মেলা।
সম্যক প্রকারে রাজা পূজিলা স্বামীরে
দীক্ষা করাইলা রাণীগণ সবাকারে॥
রাজ্য তেয়াগিয়া রাজা বৈরাগ্য করিয়া
যাইবারে চাহে গুরুস্থানে নিবেদিয়া॥
স্বামী তাহে পরমসন্তোষ চিত্তে হৈলা
এইক্ষণে শুভ বলি অনুমতি দিলা॥
রাজ্য তেজি বৈরাগ্য করিয়া রাজা চ
যাইবার কালে সাত রাণী আসি মি
মোরা সমিভ্যারে যাব সবে মেলি ব
বিঘ্ন এক উপস্থিত পড়িল জঞ্জালে॥
নাহি ছাড়ে কেহ রাজা আপদে পড়ি
স্বামীজী স্ত্রীগণেরে অনেক বুঝাইলা।
না মানিল যদি তবে রাজা কিছু কহে
যে জন আসিতে যোগ্য হবে মোর স
অলঙ্কার বস্ত্র-আদি দূরে তেয়াগিয়া।
নগ্নবেশে সভা-মধ্যে আসিব ফিরিয়া।
কহিবামাত্রেতে সীতা নাম ছোট-রা
টান মারি ফেলি দিলা হার হীরা ম

াতে যোড় করি কহে উলঙ্গ হইতে।
পরাধ হবে এই গুরুর সাক্ষাতে॥
চ কহি ছিণ্ডা এক কম্বল ফাড়িয়া।
রিয়া লইল অরি-বস্ত্র তেয়াগিয়া॥
রা চমকিয়া স্বামি-মুখ-পানে চাহে।
তাহারে সঙ্কেতে লহ গুরুদেব কহে॥
র-অনুরাগী যেই সেই গ্রাহ্য হয়।
কি বল রমণীর সঙ্গ না জুয়ায়॥
ভয়ের রীত রাগ যদ্যপি জন্ময়।
াহিক সম্বন্ধে অভিমান নাহি রয়॥
বে যে পুরুষ-স্ত্রী-ভেদ কি রহিল।
াই সমান তাহে হরিভক্তি হৈল॥
ক্তিপক্ষে বন্ধুসম অবশ্য সে গ্রাহ্য।
পক্ষে রিপুতুল্য বাধে যায় ধৈর্য্য॥
পাজীর রাণীর অধিকার অনুরাগ।
ভয় সমাদরীতি বিষয়-বিরাগ॥
ক্ত বুঝি স্বামী অনুমতি দিলা।
াগ্য কোথায় যাথে স্বামী কৃপা কৈলা॥
: বিশেষত হরিভক্তের আশ্রম।
ভাগবতে কহে নাহিক নিয়ম॥ *

টীকা শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণ—
ক্তস্য আশ্রমনিয়মাভাবস্ত বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥ ১॥

ান্ রামানন্দ হন দ্বিতীয় শ্রীরাম।
। কৃপাকটাক্ষেতে পূরে সর্ব্বকাম॥
হ তাঁর পূর্ণকৃপা তাহে কি সংশয়।
টঘটন যাঁর কটাক্ষেতে হয়॥
তে যে না মিলয় সর্ব্বধর্ম্ম করি।
দেব সেবি মহাতপস্যা আচরি॥
। যে দুর্লভ হরিভক্তি যেই দাতা।
হার কৃপায় রাগনিবৃত্তি কা কথা॥
নিবর্ত্তন-আদি ভক্ত-অঙ্গ নহে।
াচ নিবর্ত্ত চাহি বাধা অন্যে যাহে॥

আরো আছে তাৎপর্য্য ঐকান্তিক মতে।
রাগোদ্বেশ নাহি থাকে একান্তী ভক্তে॥
যেমন জ্ঞানীর মতে বৈরাগ্য প্রধান।
ভক্তিমার্গে যেমন অবশ্য নাহি হন॥
তথাচ ভক্তির গুণ এমতি স্বভাব।
আপনি জন্ময়ে আসি সুনির্ব্বিন্ন ভাব॥
অতঃপর পিপাজীর নানা লীলাকর্ম্ম।
সকল না কহা যায় কিছু কহি কর্ম্ম॥
সীতা সঙ্গে চলে রাজ্য-ভোগ তেয়াগিয়া।
মৃত্তিকার করোয়া ছিণ্ডা কম্বল উড়াইয়া॥
বদনে শ্রীরামনাম ভিক্ষাধন করি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকানগরী॥
নিত্য শ্রীদ্বারকাধামে নিত্য লীলা হয়।
মনেতে প্রতীত আছে দেখিতে না পায়॥
না দেখিয়া মনে কিছু দুঃখ উপজিল।
আশপাশ লোকে সাধু পুছিতে লাগিল॥
এইখানে দ্বারকাপুরী কৃষ্ণ বিরাজয়। *
দেখিতে না পাই কেনে গেলেন কোথায়॥
হাসিয়া কহয়ে লোক এবে কি দেখিবে।
কলিকালে এখন দেখিতে কোথা পাবে॥
লীলা-অন্তে সপ্তরাত্রিপরে দ্বারাবতী।
সাগরে ডুবিলা কৃষ্ণ বিরাজয় তথি॥
এত শুনি উৎকণ্ঠাতে সীতার সহিতে।
দরশন-হেতু ঝাঁপ দিলা সাগরেতে॥
টাবুটুবু করিয়া ডুবিয়া রহে দোঁহে।
হোথা শ্রীরুক্মিণীদেবী কৃষ্ণসনে কহে॥ †
কেমন নির্দ্দয় তুমি দয়ালেশ নাই। ‡
এ কলঙ্ক তোমার জগতে রবে ছাই॥
ভক্ত দুটি ডুবিয়া মরয়ে সিন্ধুজলে।
কৃপা করি দোঁহারে আনহ নিজস্থলে॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে কহিয়া আনাইলা।
যুগল মোহনরূপ দরশন দিলা॥
হেরিয়া পরমানন্দ পাইল দু'জনে।
চাতক যেমন হর্ষে মেঘ বরিষণে॥

যেহেতু স্বভক্তের আশ্রমের নিয়মাভাব
াছেন। ১।

* পাঠান্তরে—"কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী হয়।"
† পাঠান্তরে—"তা দেখি রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণেরে কহে।"

করিয়া অমৃতপান কতেক দিবস।
রহিলা যে তথায় পাইয়া সেবারস॥
কৃষ্ণ কহে তাঁহা-দোঁহে আমার আজ্ঞায়ে।
দ্বারকা-প্রকাশ গিয়া কর উপরেতে॥
নিত্যধাম-দ্বারকা-বিনাশ কভু নহে।
তবে যে সমুদ্রে মগ্ন যাহা লোকে কহে॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার।
লোকে জানাইতে কৈনু লীলার প্রকার॥
সমুদ্রের স্থানে কিছু স্থান মাগি লৈনু।
অসুর মারণ-হেতু এ লীলা করিনু॥
অসুর বুঝিবে কৃষ্ণ পলাইয়া গেল।
সাগরের স্থানে গিয়া শরণ লইল॥
নতুবা যে নিত্যধাম উপরে অদ্যাপি।
আছয়ে নাহিক ক্ষয় সদাই চিদ্রূপি॥
তথায় সদাই মুঞি পরিবার সনে।
লীলা-অপ্রকটে থাকি সবে নাহি জানে॥
ভক্তজন জানে মোর সদা নিত্যলীলা।
অসুরস্বভাবে কহে সবে মরি গেলা॥
অসুরমোহের হেতু যদুবংশক্ষয়।
লীলা কৈনু যাথে বুঝে প্রাকৃতের ন্যায়॥
সেই ইন্দ্রজালবৎ যথার্থ না হয়।
ছলে দেবগণে পাঠাইলা স্বস্থালয়॥
সমুদ্রের ভিতরে যে এখন দেখহ।
সমুদ্রেরে কৃপা করি থাকি যে জানিহ॥
যেহেতুক সর্ব্বতীর্থময় যে সাগর।
যাথে স্নান-আদি হয় সর্ব্বসিদ্ধকর॥
অতএব তোমরা যাইয়া দ্বারকায়।
মহিমা প্রকাশ কর স্থানের প্রচার॥
যথা যেই লীলা তার স্থলে নির্দ্দেশিয়া।
আমার চিন্ময়-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া॥
সেবার শৃঙ্খলা কর মুঞি ভোগ করি।
বিরাজ করিব যে প্রতিমারূপ ধরি॥
লোকের নিস্তারহেতু ইহা কর গিয়া।
দেহ-অন্তে মোরে পুনঃ পাইবে আসিয়া॥
এতেক শুনিঞা সাধু চমকিত হৈল।
হাহা মৃত্যুলোকে বলে যদুবংশ মৈল॥
চিদানন্দময় নিত্য সবার কারণ।
[illegible] কোথা কোথায় মরণ॥

বুঝিলাম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিঞা॥
বিরুদ্ধার্থ করে লোক পণ্ডিত মানিঞা॥
আপনিহ নাশ যায় লোকেরে ডুবায়।
ইহকাল পরকাল দুই যায় ক্ষয়॥
এতেক ভাবিয়া স্তব্ধপ্রায় দোঁহে রহে।
ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণ গরুড়েরে কহে॥
গরুড় তৎক্ষণে দোঁহে শ্রীপুর হইতে।
উপর উঠাঞা দিলা সমুদ্র-বেলাতে॥
বিচ্ছেদে বিমর্ষ দোঁহে চারি-পানে চাহে।
সে রূপ না দেখি পুনঃ বিকল বিরহে॥ *
দ্বারকাপ্রকাশ কৈল আজ্ঞা-অনুসারে।
যেখানে যে লীলাস্থান সব ব্যক্ত করে॥
রণছোড়জী টীকমজী দুই শ্রীবিগ্রহ।
স্বয়ম্ভুব আসি তাহে কৈল অনুগ্রহ॥
নির্ম্মাণ করিয়া পুরী ঠাকুর প্রকাশি।
সেবায় মজিল মন দোঁহা দিবানিশি॥
মুদ্রা বিনে নাহি হয় ভক্তে অধিকারী।
তপ্তমুদ্রা ব্যবস্থিল স্থাননিয়ম করি॥
কতেক দিবস পরে সেবক স্থাপিয়া।
বেড়ান নানান তীর্থ ভ্রমণ করিয়া॥
একদিন এক অতি গভীর বনেতে।
বিকরাল ব্যাঘ্র এক আইসে খাইতে॥
তাহার জটেতে ধরি তিলক নাসায়।
আর তুলসীর মালা কণ্ঠেতে পরায়॥
কৃষ্ণনামমন্ত্র কর্ণে উপদেশ দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্র বনেতে চলিল॥
পরহিতকারী সাধু সবারে সমান।
সবারে নিস্তারে নর পশু নাহি জ্ঞান॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা শ্রীবৃন্দাবন। †
যথা শেষশায়ি-গৃহে শ্রীধর ব্রাহ্মণ॥
সর্ব্বস্ব ক্ষেপণ করে বৈষ্ণব-সেবায়।
বৈষ্ণবেতে প্রীতি তাঁর অসাধার হয়॥
পিপাজী সীতার সহ অতিথি হইল।
শ্রীধর পাইয়া বহু সমাদর কৈল॥
পাদ ধোয়াইয়া স্তব করি বসাইল।
ঘরে কিছু নাহি বিপ্র ভাবিতে লাগিল॥

* এই দুই ছত্র কোন কোন গ্রন্থে নাই
† পাঠান্তর—"দোঁহে গেলা বৃন্দাবন।"

স্ত্রী কহে মোর পরিধেয় লেঙ্গা বস্ত্র।
বেচিয়া আনহ খাদ্যদ্রব্য পাকপাত্র ॥
এত কহি উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র দিয়া।
গোধুমের কুঠি-মধ্যে রহিল বসিয়া ॥
এতাদৃশ অনুরাগ বৈষ্ণব-সেবাতে।
উলঙ্গ হইয়া দিলা বসন বেচিতে ॥
শ্রীধর সে বস্ত্র লিঞা বাজারে বেচিয়া।
সামগ্রী আনিলা কিনি বৈষ্ণব লাগিয়া ॥
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া।
পিপা আর সীতা দোঁহায় আনিল ডাকিয়া ॥
পিপা কহে সবে মেলি একত্রে বসিব।
প্রসাদের আস্বাদন একত্রে করিব ॥
তাঁহাদের আগ্রহেতে শ্রীধর বসিলা।
তাঁহার ঘরণী লাগি অপেক্ষা করিলা ॥
সীতা গৃহমধ্যে তাঁরে ডাকিতে যাইয়া।
দেখয়ে ডোলের মধ্যে উলঙ্গ বসিয়া ॥
হাথে ধরি উঠাইয়া জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
উলঙ্গ বসিয়া কেনে হেতু কহ মোরে ॥
ঘরে কিছু নাহি তাহে বসন বেচিয়া।
সামগ্রী আনিল তথ্য কহে বিবরিয়া ॥ *
সীতা চমৎকার হৈয়া আলিঙ্গন কৈল।
বৈষ্ণবে এতেক প্রীত কোথা না দেখিল ॥
ধন্য ধন্য করি সীতা প্রশংসা করিল।
মো-হেন জনার হেন রতি না জন্মিল ॥
এতেক কহিয়া নিজ অঙ্গবস্ত্র ফাড়ি।
পরাইয়া দিলা ঘেঙ-ভেঙ কটি বেড়ি ॥
ভোজন করিয়া সীতা পরামর্শ কৈলা।
হেন ব্যক্তি ঘরে প্রভু কিছুই না দিলা ॥
মুঞি কিছু ইহার বিহিত চেষ্টা করি।
এত কহি বাহিরিলা অনুরাগে ভরি ॥
বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে।
হাব ভাব কটাক্ষ করয়ে কত ভাণে ॥
বণিক ডাকিয়া নিজস্থানে বসাইল।
চৌদিগে অনেক লোক আসিয়া বেড়িলা ॥

হাস্য কৌতুক করি সবে মুগ্ধ কৈলা।
তণ্ডুল গোধুম বহু সবে মেলি দিলা ॥
স্ত্রীর স্বাভিযোগের যে এমতি বিক্রম।
ব্রজলোক ভ্রষ্ট নহে তবু হৈল ভ্রম ॥
ঠাকুরাণীর অনুরাগ বৈষ্ণবে এমতি।
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম নাহি দেখয়ে সুমতি ॥
কৃষ্ণের জনেরে পাপ নাহিক ঘটয়।
পাপপুণ্য দুই কাছে আসিতে নারয় ॥
শ্রীধরের গৃহে সেই গোধূমাদি যত।
রাশি করিলেন আনি হৈয়া আনন্দিত ॥
ইহার বিস্তার আর অনেক আছয়।
সংক্ষেপে কহিল মাত্র স্থূল যে আশয় ॥
একদিন সীতা যমুনায় স্নানে গেলা।
তীরে বৃক্ষতলে স্বর্ণভাণ্ড নিরখিলা ॥
রাত্রে পিপাজীর স্থানে কহিতে লাগিলা।
প্রাতে যমুনায় স্নানে মুঞি যবে গেলা ॥
স্বর্ণমুদ্রা একভাণ্ড যমুনার তীরে।
দেখিনু আনিতে কহ শ্রীধর বিপ্রেরে ॥
দৈবাৎ চোর চুরি করিতে আসিয়া।
সে বৃত্তান্ত শুনে সব আড়ালে থাকিয়া ॥
শুনিয়া অমনি চোর ছুটিয়া চলিলা।
সেইখানে গিয়া সেই ভাণ্ড উঠাইলা ॥
দেখে তার মধ্যে এক কালসর্প হয়।
তেমতি ঢাকনা দিয়া লইয়া চলয় ॥
ক্রোধ করি সেই ভাণ্ড তথায় আনিঞা।
সীতাজীর অঙ্গোপরি দিল ফেলাইয়া ॥
ঝনৎকার করি স্বর্ণমোহর পড়িল।
সর্পেতে দংশিল বলি চোর চলি গেল ॥
ভক্ত যে করিল বাঞ্ছা প্রভু পুরাইল।
ছল করি মোহরের ভাণ্ড আনি দিল ॥
ঠাকুরাণী তাহা নিঞা শ্রীধরকে দিল।
বৈষ্ণবসেবার হেতু আনন্দ জন্মিল ॥
শ্রীধরের বৈষ্ণবসেবার যে উল্লাস।
দেখি পিপাজীর মনে হৈল অভিলাষ ॥
এক নদীতীরে টোটা বান্ধি কৈল স্থান।
রাজা এক করি দিল সেবার সন্ধান ॥
সীতামাতা উল্লাসেতে করেন রন্ধন।
ভোজন করান আইসে যার সাধুগণ ॥

* কোনও কোনও পুস্তকে উপরের চারি ছত্র নাই।

একদিন সামগ্রী যে ছিল ফুরাইল।
হেনকালে কতগুলি বৈষ্ণব আইল॥
চিন্তায় মগন সাধু কি করি উপায়।
ভিক্ষা করিবারে ঠাকুরাণী বাহিরায়॥
নদীতে অলপ জল পারেতে যাইয়া।
বাজারে ভিক্ষার লাগি বেড়ান ফিরিয়া॥
এক যে বণিক তাঁরে সুন্দরী দেখিয়া।
অভিযোগ করে দুষ্ট আঁখি মটকিয়া॥
মাতা কহে গৃহে মোর আইলা অতিথি।
সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু নাহি স্থিতি॥
সেবা-উপযুক্ত যে সামগ্রী দেহ মোরে।
যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে॥
তাহা শুনি অনেক সামগ্রী তাঁরে দিয়া।
সন্ধ্যা-অন্তে আসিহ কহিল তুষ্টধিয়া॥ *
ঠাকুরাণী হৃষ্টমনে সাধুসেবা কৈলা।
পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা॥
তেঁহ পূর্ব্বাপর সব বৃত্তান্ত কহিল।
ভাল ভাল বলি সাধু প্রশংসা করিল॥
সন্ধ্যাকালে পিপাজী কহেন সীতাজীরে।
অদ্যে বদ্ধ হৈলে তথা হয় যাইবারে॥
অপূর্ব্বসামগ্রী হয় সৌন্দর্য্য-যৌবন।
নিজসুখহেতু বৃথা করয়ে ক্ষেপণ॥
ধন্য তুমি তোমার যে যৌবন সফল।
বৈষ্ণবার্থে বেচিলা না হইল বিফল॥
অতএব শীঘ্র করি যাহ তুমি তথা।
প্রতিশ্রুত হইলে বণিকস্থানে যথা॥
যে আজ্ঞা বলিয়া সীতা চলয়ে তথায়।
সাধু দেখে নদীজলে বসন ভিতয়॥
উঠাইয়া আপনি যে পার করি দিলা।
বণিকের গৃহে গিয়া উপনীত হৈলা॥
সত্যবাদী নির্ম্মৎসর তা দেখ এই দোঁহ। †
বৈষ্ণবেতে অনুরাগ ভক্তির প্রবাহ॥
আশ্চর্য্যকথন এই অলৌকিক হয়।
অনুরাগে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না জানয়॥
তবে ঠাকুরাণী বণিকের ঘরে গিয়া।
এক ভিতে বসি রহে মন কৃষ্ণে দিয়া॥

বণিক চাহয়ে অঙ্গস্পর্শ করিবারে।
আগুনের উল্কা যেন লাগয়ে শরীরে॥
নিকটে যাইতে নারে পোড়য়ে শরীর।
দূরে পলাইল মূঢ় হইয়া অস্থির॥
তখন বুঝিল এ তো প্রাকৃতিক নহে।
ঘৃণা হৈল আপনা ধিৎকার করি কহে॥
ছি ছি মোরে ধিক ধিক কি কর্ম্ম করিনু॥
হেন জনে হেন কর্ম্মে আশয় করিনু॥
আর্ত্তনাদ করে তাঁর চরণে পড়িয়া।
অনেক মিনতি কৈল কাতর হইয়া॥
জগন্মাতা তুমি মোর লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
অপরাধ ক্ষেম' মোরে মূঢ় অজ্ঞ জানি॥
চল মাতা গৃহে তব রাখি গিয়া আসি।
কৃপা করি খোল মোর নরকের ফাঁসি॥
তবে মাতা চলি গেলা আপন আশ্রমে।
বণিক যাইয়া তথা পড়য়ে সম্ভ্রমে॥
সাধুর চরণ ধরি কাকুবাদ কৈল।
সদাই প্রসন্ন তেঁহ আশ্বাস করিল॥
বৈষ্ণবসেবার যত সামগ্রী লাগয়।
নিতিনিতি বণিক লইয়া তথা যায়॥
পিপাজীর লীলাকথা অনেক রহিল।
সংক্ষেপে বর্ণিল যে সকল না লিখিল॥
ইহার শ্রবণে হরিভক্তিতে আগ্রহ।
অবশ্য অবশ্য জন্মে নাহিক সন্দেহ॥
মূঢ়জন শুনে যদি প্রবৃত্তি জনমে।
হরিভক্তি মহাদেবী তার হৃদে রমে॥
অতএব যার বাঞ্ছা হরিভক্তিধনে।
ভক্তমাল পুনঃপুনঃ শুনহ শ্রবণে॥
হে হে শ্রীমান্ পিপাজীউ সীতাঠাকুরাণী।
কৃষ্ণদাসে কর কৃপা দাসমধ্যে গণি॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীরুইদাস-আদি-ভক্ত-
চরিত্র বর্ণনং ষোড়শ-লীলা॥

---

* পাঠান্তরে—"তুষ্ট হৈয়া।"

সপ্তদশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
অন্যদেব-উপাসনা ছাড়ি বহু জন।
আশ্রয় করিয়া ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
এমত অসংখ্য জন সকল কহিতে।
না পারিয়া কিছু কহি প্রসঙ্গক্রমেতে॥

চরিত্র শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বুধুরি।
উপাসনা মহামায়া শক্তি শ্রীশঙ্করী॥
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে।
প্রতিমারূপেতে এক মূর্ত্তিতে বিরাজে॥
একদিন এক বিপ্র বৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইলা তাঁর মত না জানিঞা॥
সমাদর করি বিপ্রে স্নান করাইলা।
দেবীগৃহে সন্ধ্যাপূজা করিতে কহিলা॥
দেবীরমণ্ডপে বিপ্র যাইয়া দেখয়।
মুক্তকেশী এক কালীমূর্ত্তি বিরাজয়॥
তাঁহার সেবার যে নৈবেদ্য পুষ্প-আদি।
কতেক প্রকার তার নাহিক অবধি॥
সেই গৃহমধ্যে এক শালগ্রাম দেখি।
পূজা-আদি কৈল তাঁর হৈয়া বড় সুখী॥
সামগ্রী পুষ্পাদি দেখি আনন্দ জন্মিল।
সব দ্রব্য শালগ্রামে সমর্পণ কৈল॥
পূজা-আদি করি দ্বিজ রন্ধনেতে গেলা।
দেবীর পূজারি পূজা করিতে আইলা॥
নিত্য নিয়মিত পূজা করিল ব্রাহ্মণ।
সেই যে প্রসাদি সব কৈল নিবেদন॥
ব্রাহ্মণ নাহিক জানে প্রসাদ বলিয়া।
কিন্তু দেবী তুষ্ট হৈলা প্রসাদ পাইয়া॥
রাত্রে দেবী গোবিন্দেরে কহে কুতূহলে।

তোমার যে নিয়মিত কিছু না খাইনু।
আজি মুঞি মহাপ্রসাদ বিষ্ণুর পাইনু॥
গোবিন্দ কহেন মাতা কোথায় পাইলে।
দেবী কহে মোর ঘরে যতেক আনিলে॥
যে কিছু সামগ্রী অই অতিথি ব্রাহ্মণ।
সকলি শ্রীশালগ্রামে কৈল নিবেদন॥
পূজারি আসিয়া সেই প্রসাদ যতেক।
মোরে নিবেদন কৈল সামগ্রী প্রত্যেক॥
গোবিন্দ কহেন মাতা তুমি তো ঈশ্বরী।
তোমার ঈশ্বর কে বা বুঝিতে না পারি॥
তুমি কার প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হৈলে।
সংশয় ছেদন মোর কর কি কহিলে॥
দেবী কহেন গোবিন্দ মূলতত্ত্ব নাহি জানো।
আপনারে পণ্ডিত করিয়া মাত্র মানো॥
পরম ঈশ্বর যেই পরাৎপর হরি।
নির্গুণ পরমব্রহ্ম সর্ব্ব-অধিকারী॥
নিরাকার ব্রহ্মের যে পরম আশ্রয়।
সুন্দরবিগ্রহ সৎ-চিদানন্দ-ময়॥
তাঁহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয়।
চিৎ-শক্তি জীবশক্তি মায়া এই হয়॥
চিন্ময়স্বরূপশক্তি জীব যে তটস্থা।
মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বিকারি অবস্থা॥
সেই যে স্বরূপশক্তি-চিৎশক্তির বৃত্তি।
হ্লাদিনী সন্ধিনী আর সংবিত শকতি॥
হ্লাদিনীস্বরূপা তাঁর প্রেয়সীর গণ।
সন্ধিনীর বৃত্তি মাতা পিতা বন্ধু হন॥
বসন ভূষণ গৃহ-আদি বৃন্দ ধাম।
খাদ্যসামগ্রী-আদি যশ লীলাকাম॥
সংবিত শক্তির বৃত্তি কৃষ্ণভক্তিজ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞান-আদি যত তাঁর পরিজন॥
জীব যে তটস্থা শক্তি কৃষ্ণের নিত্যদাস।
শক্তির বিশেষ হেতু তাঁহার আভাস॥
তেঁহ স্বতঃসিদ্ধ জীব তাঁহার অধীন।
অতএব দাস ইহা সিদ্ধান্ত প্রবীণ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ত্রিগুণ-আত্মিকা।
স্বাভাবিকি জড় হন বিকারি-অত্মিকা॥
প্রভু ভগবানের ঈক্ষণে শক্তি হয়।
নানাবস্তু জন্মে তাহে ব্রহ্মাণ্ড রচয়॥

প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর এমতি শকতি।
ভুলাইলা আব্রহ্ম যে সবাকার মতি॥
অনিত্যেতে নিত্যবুদ্ধি সংসাররচন।
সদাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন॥
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার পঞ্চ মহাভূত।
পঞ্চতন্মাত্র-আদি চরাচর যত॥
যত দেখ সকলি প্রাকৃত মায়াময়ই।
এমতি শকতি তাঁর ত্রিভুবনজই॥
হেন মায়ামহিমা যে মন-অগোচর।
যোগমায়া যেঁহ তাঁর কোট্যংশের কর॥
যোগমায়া স্বরূপশকতি ঠাকুরাণী।
তাঁর দাসী-অভিমান করয়ে আপনি॥
সেই মায়াশক্তি হয় আমার অংশিনী।
মুঞি যার অংশ তোমায় কহিনু বাখানি॥
অতএব সেই যে স্বরূপশক্তি যেঁহ।
শক্তিবান সহিত অভেদ হয় তেঁহ॥
তত্ত্ববিবরণ তোমায় কহিলাম সার।
অতএব বুঝ কৃষ্ণ প্রভু যে আমার॥
তাঁহার অধরামৃত পূজ্যতম মোর।
ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার॥
শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বাসে।
বিমলা-রূপেতে মাত্র প্রসাদের আশে॥
গোবিন্দ এতেক শুনি মৌনেতে রহয়।
ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায়॥

পাদ্মে তথা স্কন্দে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং সর্ব্বদেবতা।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ১॥

ভগবতী যে কহিলা সব সত্য হয়।
বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন দেবতা বাঞ্ছয়॥
শাস্ত্রের সহিত দেখ একবাক্য হৈল।
সবার প্রতীত হেতু প্রমাণ যে দিল॥
বিষ্ণুর প্রসাদ যেই অন্নদেবে দেয়।
অসংখ্য অনন্ত ফল তাহাতে জন্ময়॥

গোবিন্দের মনে কিছু উদ্বেগ জন্মিয়া।
কতেক দিবস যায় ভাবিয়া গণিঞা॥
দৈবাৎ শরীরে হৈল গৃহিণী অস্বাস্থ্য।
মরণসময় আসি হৈল উপনীত॥
কণ্ঠাগত প্রাণ মাত্র শ্বাস ঊর্দ্ধ বহে।
কাতর হইয়া ইষ্টদেবী প্রতি কহে॥
এই তো আমার হৈল অবশেষ কাল।
কৃপাবলোকনে ছিণ্ড সংসারের জাল॥
আকাশবাণীতে দেবী কহে বারবার।
গোবিন্দ শরণ লও হইবে নিস্তার॥
গুরু সেইখানে বসি জিজ্ঞাসে তাহারে।*
তেঁহ কহে গতি নাই নারায়ণ বিনে॥
এতেক শুনিল যবে দোঁহার বচন।
কি হবে বলিয়া তবে করয়ে রোদন॥
কে আছে আমার লব কাহার শরণ।
আমি হেন দুরাচারে কে করয়ে ত্রাণ॥
দেবী যে কহিল পূর্ব্বে তাহা না বুঝিনু।
না ভজিয়া কৃষ্ণপদ আপনা খাইনু॥
ভাই মোর রামচন্দ্র সুবিচার কৈল।
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম আশ্রয় করিল॥
সেহ মোরে পূর্ব্বে পুনঃপুনঃ যুক্তি দিল।
তাহা না শুনিঞা পুনঃ ভর্ৎসন করিল॥
আচার্য্যপ্রভুর পদ সে কৈল আশ্রয়।
এবে বুঝি ভাল কৈল সাধু সেই হয়॥
এতেক চিন্তিয়া নিজ উপায় সৃজিল।
রামচন্দ্রে মোর দুঃখ লিখিতে হইল॥
শ্রীল-শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য্য ঠাকুর।
তাঁহা বিনে আমার উপায় দেখি দূর॥
এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ মনে।
শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা রামচন্দ্রস্থানে॥
পত্রীতে লিখিল সেই যত বিবরণ।
ভেষের সাহায্য ভাই করহ এখন॥
না বুঝিয়া তব বাক্য করিনু হেলন।
এবে বুঝিলাম সেই বাক্যে প্রয়োজন॥

বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন দ্বারা সকল দেবতাকে পূজা করিবে, এবং তাহা পিতৃগণকেও

* পাঠান্তরে—"জিজ্ঞাসে তাহাতে গুরু বসি

আমার আসন্নকাল যদি দয়া কর।
এ সময় আসি যদি একবার হের ॥
আমার উদ্ধার যদি বিচার করহ।
প্রভুরে যতনে যদি আনিতে পারহ ॥
তবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া।
পবিত্র হইয়া যাই সংসার তরিয়া ॥
যত অপরাধ মোর এবে ক্ষমা কর।
এ সময় মোর কিছু উপকার কর ॥
অনেক কাকুতি করি পত্রীতে লিখিল।
রাতি বিরাতি চারি লোক পাঠাইল ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে লোক সব ছুটিয়া যাইয়া।
রামচন্দ্র কবিরাজে পত্রী দিল নিঞা ॥
পত্রী পাঠ করি সাধু উল্লাসিত হৈলা।
আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা ॥
প্রভু তুমি মোদিগের কুলের দেবতা।
তোমা বিনা কেহ নাহি মো-সবার ত্রাতা ॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল।
কাতর হইয়া মোরে পত্রী পাঠাইল ॥
কৃপা করি একবার যদি যান তথা।
তবে আমা-সবার ঘুচয়ে মনোব্যথা ॥
আসন্ন সময় তার গৌণ নাহি আর।
কৃতার্থ করিতে মনে যে হয় বিচার ॥
প্রভু কহে চল তবে এইক্ষণে যাব।
অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ তার মঙ্গল করিব ॥
এত কহি প্রভু তবে করিলা গমন।
রামচন্দ্র চলে সাথে আনন্দিত-মন ॥
কবিরাজ গৃহে গিয়া উত্তরিলা প্রভু।
এমন দয়াল আর না হইবে কভু ॥
গোবিন্দ শুইয়া যথা তথায় যাইয়া।
নিরখয়ে কৃপাদৃষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া ॥
গোবিন্দের শক্তি নাহি প্রণাম করয়ে।
কৃচ্ছ্রে দুটি হাত মাত্র শিরেতে উঠায়ে ॥
মৃদুমৃদু স্বরে * কিছু স্তবন করয়।
দু'নয়ানে ধারা বহে বুক বাহি যায়।
এবার আমারে প্রভু যদি রক্ষা কর।
তবে জানি পতিতপাবন নাম ধর ॥

ত্রিজগতে কেহ নাহি মোর রক্ষাকর্ত্তা।
একা তোমা বিনে আর নাহি কেহ ভর্ত্তা ॥
এ'আসন্নকালে মোরে নিস্তারক হও।
পতিতপাবন খ্যাতি জগতে বাড়াও ॥ *
এতেক করুণা শুনি প্রভু দয়াময়।
আশ্বাস করিয়া কিছু কহেন তাহায় ॥
অচিরাৎ কৃষ্ণ কৃপা তোমারে করিবে।
সর্ব্ববিঘ্ন দূরে যাবে মঙ্গল হইবে ॥
এত কহি হরিনাম-মহামন্ত্র দিলা।
স্নেহ করি শ্রীচরণ মস্তকে অর্পিলা ॥
তৎক্ষণাৎ তাঁর সর্ব্বরোগশান্তি হৈল।
স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিয়া বসিল ॥
প্রভুর সেবার নানা আয়োজন করি।
মহামহোৎসব কৈল মঙ্গল আচরি ॥
পরদিনে গোবিন্দেরে প্রভুর আজ্ঞায়।
স্নান করাইয়া নোতুন বস্ত্র পরায় ॥
প্রভু রাধাকৃষ্ণমন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা।
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি গগনে উঠিলা ॥
নানাবাদ্য মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন হৈল।
গ্রামের যতেক লোক দেখিতে আইল ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব ভজন প্রক্রিয়া।
সকলি কহিলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া ॥
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিঞা।
শ্রীচরণে গোবিন্দ পড়য়ে লোটাইয়া ॥
উঠিয়া গোবিন্দ এক পদ যে বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥

তথাহিপদং—

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
মনুষ্য দুর্লভ দেহ, সৎসঙ্গে সেবহ,
হরিপদ নিত্য রে ॥
শীত আতপ, বাত বরীখণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বৃথায় সেবিনু, কৃপণ দুরুজন,
চপল সুখলব লাগি রে ॥

* পাঠান্তরে—"গদগদ স্বরে।"

* পাঠান্তরে—"নিস্তার করহ এবং ধরহ।"

শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীগণ, আত্ম-নিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥

পদ শুনি প্রভুর নয়ানে বহে বারি।
আলিঙ্গন কৈলা গোবিন্দেরে হৃদে ধরি॥
প্রভু ভৃত্য দোঁহে কান্দে প্রেমানন্দরসে।
রামচন্দ্র দেখি নাচে আনন্দ-উল্লাসে॥
প্রভু চলি গেলা তবে আপন স্বধাম।
শ্রীগোবিন্দদাস ঠাকুর হৈল নাম
তাঁহার মহিমাগুণ কে কহিতে পারে।
সর্ব্বলোকে গায় যশ প্রসিদ্ধ সংসারে॥
কৃষ্ণকৃপা পাত্র যাহা ব্রহ্মার দুর্লভ।
মহান্ত স্বভাব স্নিগ্ধ মহা-অনুভব॥
নানারস পদ পদাবলি প্রকাশিলা।
প্রভুর চরণস্পর্শ সর্ব্বাংশে ফলিলা॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ।
দোঁহে দোঁহা তুলনা কেবল প্রেমানন্দ॥
কিঞ্চিৎ কহিব আগে নাহি যার সীমা।
রামচন্দ্র-গুণগান করিয়া গরিমা॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভুপদ স্মরণ করিয়া।
তাঁর ভক্তগুণ গাই কৃপা আকাঙ্ক্ষিয়া॥

চরিত্র শ্রীচান্দরায়।

রাজমহলেতে স্থিতি চান্দরায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যুবৃত্তি কাম॥
বিশ লক্ষ মুদ্রা খায় কর নাহি দেয়।
নবাব-আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না আঁটয়॥
দেশে দেশে দস্যুপনা করিয়া লুটয়।
ঘাটে মাঠে পথে লোক ভয়ে না চলয়॥
পরের রমণী আনি বলাৎকার করে।
কে কোথা সুন্দরী খুজি ফিরে ঘরে ঘরে॥
শক্তিমন্ত্র-উপাসক দুর্গোৎসব করি।
প্রজাদণ্ড করি লয় পুণ্য ছল করি॥
ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো-ব্রাহ্মণ-আদি বধ করিতে না ডরে॥
কত যে করয়ে পাপ সীমা নাহি হয়।
চিত্রগুপ্ত লিখিবারে নাহিক পারয়॥
পাপের শরীরে হয় প্রেতের যে ভোগ।
ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় করিয়া হইল রোগ॥
মহাবাই প্রচণ্ড হইয়া জ্ঞানহত।
হইল উন্মাদপ্রায় প্রলপয়ে কত॥
ভাই যে সন্তোষ-রায় উদ্বিগ্ন হইয়া।
নানা তৈল ঔষধ করয়ে বৈদ্য দিয়া॥
ওঝা কতশত আসি মন্ত্রেতে ঝাড়য়।
কিছুতেই তাহার সোয়াস্ত নাহি হয়॥
একদিন এক সাধু বৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইয়া আসি গেলেন ফিরিয়া॥
বাটীর বাহিরে কোন লোকেরে কহিল।
বৈষ্ণব-আশ্রয় বিনে না হইবে ভাল॥
সে কথা লোকেতে আসি রায়েরে কহিলা।
দৈবাৎ তথায় এক গণক আইলা॥
সেই খড়ি পাতি গণি ঐমতি কহিলা।
কৃষ্ণকৃপাবলে বাক্য হৃদয়ে গছিলা॥
দুই বাক্য ঐক্য হৈতে রায়ের হৃদয়।
গছিল সে কথা বুঝি তার ভাগ্যোদয়॥
পরামর্শ স্থির কৈল শ্রীকৃষ্ণভজন।
জন্মান্তরে কি সুকৃতি আছিল কল্যাণ॥
গড়ের-হাট নাম স্থানে তাঁহা বাস হয়।
শ্রীল-নরোত্তম যে ঠাকুর মহাশয়॥
তাঁহার মহিমা যে সন্তোষ-রায় জানে।
শীঘ্রগতি চলি গেলা তাঁহার চরণে॥
নানাদ্রব্য ভেট শ্রীচরণ-আগে রাখি।
চরণে পড়িল রায় ঝরে দুটী আঁখি॥
কৃপা কর মহাশয় লইনু শরণ।
মো-সবায় আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ॥
শ্রীকৃষ্ণভজনে মোরা নিশ্চয় করিনু।
কায়মনে তোমার চরণে বিকাইনু॥
একবার মোর গৃহে চরণ অর্পিয়া।
আমা-সবার সবংশে আইস উদ্ধারিয়া॥
এত শুনি শ্রীমান ঠাকুর মহাশয়।
হরিষ বিষাদ দুই জন্মিল হৃদয়॥

এ-হেন পাপীর হেন মতি কি হইব।
মদ্যপ ইহার বাটী কেমতে যাইব ॥
আশ্বাস করিয়া বাসাস্থান দিয়া তারে।
গেলেন ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে ॥
এ সব বৃত্তান্ত নিবেদন কৈলা তথা।
রাত্রে পড়ি রহিলেন দ্বারে দিয়া মাথা ॥
নিদ্রাকালে প্রভু কহে শুন নরোত্তম।
পর-উপকার যেই সেই সে উত্তম ॥
অতএব শীঘ্র যাহ ইথে কি বিচার।
লোকের নিস্তার এই শ্রেষ্ঠ সদাচার ॥
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দ জন্মিল।
রায়ের সহিত তার গৃহেতে চলিল ॥
রায়ের বাটীতে মঙ্গলাচরণ কৈল।
দ্বারে দ্বারে ঘট পাতি নহবত বসাইল ॥
ঠাকুরের আগমন হইবামাত্রেতে।
শঙ্খধ্বনি করে হুলুহুলু স্ত্রীলোকেতে ॥
ঠাকুরের পদার্পণ গৃহে হবামাত্র।
চান্দরায় নির্ব্ব্যাধি হইলা সুপবিত্র ॥
পরিবার সহ আসি চরণে পড়িল।
ক্ষিতি লোটাইয়া কৃতকৃতার্থ মানিল।
চান্দরায় কহে প্রভু অস্বাস্থ্যে বিকল।
তব আগমনমাত্রে হইল নির্ম্মল ॥
হেন পদ ছাড়ি হায় হায় কি করিনু।
কেবল পাপের কূপে পড়িয়া মজিনু।
আমা-সম পাতকী এ ত্রিভুবনে নাঞি ॥
লক্ষ অংশে নাহি হবে জগাই মাধাই।
অতএব কৃপা করি আমারে উদ্ধার'।
চান্দরায়-ত্রাতা করি এক নাম ধর ॥
কাকুবাদ শুনি ঠাকুরের দয়া হৈল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া আশ্বাস করিল ॥
হরিনাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র।
দীক্ষা দিয়া শিখাইলা ভক্তিমার্গতন্ত্র ॥
শুদ্ধমাধুর্য্যভক্তি প্রসন্ন হইয়া।
দীক্ষা দিল ঠাকুর যে স্বচ্ছন্দ জানিঞা ॥
কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ।
সদাচারময় বাক্য সাধনবিশেষ ॥
শুন বাপু চান্দরায় এই মোর বাক্য।
এ কথা যে রাখিবে হৃদয়ে তাঁরি সৌখ্য ॥

পরের অনিষ্ট কভু কায়মনবাক্যে।
কোনো জীবে নাহি করো কিবা পশুপক্ষে ॥
বিবেচনা করি দেখ আপনার দেহে।
ক্ষুদ্র যে কণ্টক বিন্ধে তাহাও না সহে ॥
তেমতিহ জানিবে যে অন্যের শরীরে।
অল্প দুঃখেতে হয় কাতর অন্তরে ॥
ধন-জন সুহৃদাদি-বিয়োগে তেমতি।
আপনার সমান জানিবে অন্য প্রতি ॥
প্রাণিবধ পশুহিংসা নির্দ্দয়ের কায।
অতি নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ ॥
আসুরিক ধর্ম্ম সেই তামসের মধ্যে।
কখন সে শ্রেয়ঃ নহে পর-পরিচ্ছেদে।
বিচারিয়া দেখ ইহা বড় বিপর্যায়।
এমন কোথাও বা যে হইতে পারয় ॥
পরের মস্তক কাটি আপন মঙ্গল।
কভু নাহি হয় হয় নরকেতে স্থল ॥
আত্যন্তিক শ্রেয় মাত্র হরি ভক্তি বিনে।
হয় নাহি হবার নহে কভু কোন জনে ॥
অতএব পরদুঃখ নিজদুঃখ মানি।
সবারে করিবে দয়া পুত্রবৎ জানি ॥
অধর্ম্মে না কর মতি কায়বাক্যমনে।
সদাচারে বিরোধী অধর্ম্ম আচরণে ॥
অন্তর মলিন হয় রজ-তম-ধর্ম্মে। *
বুদ্ধিনাশ যায় তার ভক্তি কোথা রহে ॥
পুণ্য যে বাখানে লোক তাহা না কর্ত্তব্য।
ভক্তি-ব্যভিচার হয় অনন্যতা খর্ব্ব ॥
পতিব্রতা স্বামী প্রতি একনিষ্ঠ যথা।
কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে অনন্যতা তথা ॥
ঐকান্তিক নহে শাস্ত্রে কহয়ে বিচিত্র।
অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই হেয় মত ॥

মনঃশিক্ষায়াং—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিকুলনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু ॥ ১ ॥

শ্রুতিকুলনিরুক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনসংযে
না করিয়া, ব্রজধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর প
চর্য্যা কর। ১।

---

* .... "রজ-তম-ধর্ম্মে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেত স সত্তমঃ॥ ২॥

চান্দরায় কহে প্রভু তোমার চরণ।
আশ্রয় করিনু যবে শুদ্ধ হৈল মন॥
অধর্ম্ম সে দূরে রহু অন্য যে ধরম।
এবে জ্ঞান হইতেছে অধর্ম্মের সম॥
এক কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি অনর্থ।
এবে বুঝিলাম প্রভু যত সব ব্যর্থ।
হেন মহাপাপী মুঞি মূঢ় দুরাচার।
হেন মোহ গেল মোর এ কর্ম্ম তোমার॥
তবে গোষ্ঠিবর্গেতে সন্তোষরায়-আদি।
প্রভুর আশ্রয় কৈল বালক অবধি॥
বিদায় হইয়া তবে চলিলেন গৃহে।
বিরলে কহিলা কিছু চান্দরায় সহে॥
এক কথা কহি তব হিতো কারণ।
দেবস্ব ব্রহ্মস্ব আর রাজস্ব হরণ॥
কদাচ না করিবে এ তিন পাপ সম।
রাজস্বহরণে বাপু সদাই বিরম'॥
তবে নৌকা আনিঞা ঠাকুরে চড়াইয়া।
বহু অর্থ বস্ত্র অলঙ্কার সমর্পিয়া॥
ঠাকুরের সহিত সন্তোষরায় গিয়া।
গৃহে পঁহুছিয়া আইলা বিমর্ষ হইয়া॥
প্রভুর আজ্ঞায় রাজকর বুঝি দিল।
সেই হইতে শিষ্ট শান্ত সুস্বভাব হৈল॥
শ্রীমান ঠাকুমহাশয়ের চরণ।
পরশমণির সহ না করি তুলন॥
তুলনা করিতে যার স্থান কোথা নাঞি।
অতএব হায় হায় বলিহারি যাই॥
যার পর্শমাত্র হে পাপী চান্দরায়।
ভুবনপাবন হৈল মহান-আশয়॥

ঠাকুরমহাশয়ের শ্রীচরণ করি আশ।
তাঁহার ভক্তের গুণ গায় কৃষ্ণদাস॥

অন্য উপাসনা তেজি কৃষ্ণাশ্রিত
ইদানীন্ত পুণ্য চরিত্রে চরিত্র *

শ্রীভাইয়া দেবকীনন্দন রায় চরিত্র

দেবকীনন্দন নাম ভাইয়া করি বাখানি।
নিবাস জালালপুর আঢ্য মহাধনী॥
কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে।
শক্তি-উপাসক হয়ে ভজে বামাচারে॥
প্রথম-সংসারে এক পুত্র জনমিল।
পুত্রটি রহিল স্ত্রীর বিয়োগ হইল॥
যমুনার তীরে ঘর নিত্যানি যমুনা।
স্নান আদি করে সদা সন্ধ্যাদি-বন্দনা॥
হস্তী যে বৃহৎ এক বৃহৎ দশন।
দশন উপরে কার চৌকির আসন॥
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া।
দেবীপূজা করে এক বড়াই করিয়া॥
রক্তচন্দনের পঙ্ক † সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া।
মহাভৈরবের ন্যায় আকার হইয়া॥
রক্তচন্দন জবাপুষ্প তাম্র শঙ্খ।
পূজয়ে বসিয়া করিয়াস্ত-পরিষঙ্ক॥
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল তার শুন কথা।
বিধির ঘটনা এক-আশ্চর্য্য বারতা॥
ভাইয়ার সুকৃতি বহু পুর্ব্বের আছিল।
কিংবা হঠাৎকার কোন সাধুকৃপা হৈল॥
বিবাহ করিল এক বৈষ্ণবের কন্যা।
বাপ-ঘরে থাকি দীক্ষা করি হৈল ধন্যা॥

মৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও, মদাদিষ্ট ধর্ম্মা-ধর্ম্মের দোষগুণ পরিজ্ঞাত হইয়াও, সম্যক্‌প্রকারে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যিনি আমার ভজনা ...

* কোনও কোনও গ্রন্থে "ইদানীন্ত পুন" ... এক ছত্র পয়ার-রূপে প্রকাশিত আছে, এবং ... কোনও গ্রন্থে দুই ছত্র পয়াররূপে "চরিত্র" ... সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। পরন্তু "অন্য" ... 'চরিত্র" পর্য্যন্ত শব্দগুলি "শ্রীভাইয়া দে... নন্দনের" বিশেষণ বলিয়াই বোধ হয়।

† পাঠান্তর—"কৌটা।"

শ্রীআচার্য্য-প্রভুর ঘরের হয়ে শিষ্য।
ভক্তিমতে জ্ঞানবান দৃঢ় সুরহস্য ॥
লিখন পঠন জানে গ্রন্থের বিচার।
সুন্দর ভকতিমতে বোধ অধিকার ॥
সদাচাররত সাধুসঙ্গে অভিলাষ।
সদাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মনের বিলাস॥
বিবাহের পরে যবে নববধ্বাগমনে।
ব্যবহারমতে আইলা স্বামীর ভবনে ॥
আসিয়া দেখয়ে সব বিপর্য্যয়ভাব।
তমগুণময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব ॥
ভুম ভুম করি চলে দেখিতে করাল ॥
রক্তচন্দন অঙ্গে জবাপুষ্পমাল।
কাটা ছেঁড়া মদ্যমাংস সদা ব্যবহার ॥
যোগিনীচক্রেতে বসি করয়ে আহার ॥
এতেক দেখিয়া কন্যা চমকিয়া চায়।
এই বুঝি হয় মোর শ্বশুর-আলয়
আহা বিধি হেন বিড়ম্বন কেনে কৈল।
কি দোষে আমারে হেন পঙ্কেতে ডারিল ॥
পিতামাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া।
অবলা আমারে দিল কূপেতে ডারিয়া ॥
কোন্ অপরাধে কৃষ্ণ হইলা নির্দ্দয়।
কিংবা কোন সাধুর করিনু অপচয়॥
বিলাপ করিয়া কান্দি ভূমে পড়ি যায় ॥
এখন আমার তবে কি হবে উপায় ॥
এ সঙ্গে এ ভোজনেতে কভু না রহিব।
কৃষ্ণভক্তি হেন ধন হঠাতে হারাব ॥
মনুষ্য দুর্লভ হেন জনম পাইয়ে।
সদ্গুরুচরণ পাইনু পিতার আশ্রয়ে ॥
কৃষ্ণভক্তিনিধি পাব সাধ কৈনু চিতে।
আমার করমে শিরে হৈল বজ্রাঘাতে ॥
সমুদ্রে ডুবিনু রত্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া।
রত্ন হাতে নাহি আইল করিনু খুড়িয়া ॥
হায় হায় কি করিব কি হবে উপায়।
দাসীরে কহয়ে তুঞি বিষ লঞা আয় ॥
বিষ পান করি আজি পরাণ তেজিব।
কিংবা জলে প্রবেশিয়া ডুবিয়া মরিব ॥
দাসী কান্দি কহে বিষ খাইয়া মরিবে।
আত্মঘাতী হইয়া কি নরকে যাইবে।
তেঁহ কহে সত্য বটে এ কথা নিশ্চয়।
আত্মঘাতীরে কৃষ্ণ না হন সদয় ॥
তবে কি আমার গতি হইবে এখন।
পলাইতে পথ নাই অবলাজনম ॥
উপায় আছয়ে এইমাত্র দেখি তবে।
অনাহার করিয়া শরীর ত্যজি তবে॥
এতেক ভাবিয়া ভূমে কান্দি পড়ি যায়।
হেন সাধুজনে কভু বিঘ্ন কি জন্ময় ॥
কৃষ্ণ যার একনাথ তার কোথা বিঘ্ন।
বিঘ্নের মস্তকে পাদ দিয়া রহে মগ্ন ॥
ভোজন করিতে ডাকে শাশুড়ী ননদে।
কিছু নাহি কহে মাত্র ফুকরিয়া কান্দে॥
পড়সীর নারীগণ আসিয়া মিলয়।
সবে কহে মায়েরে না দেখিয়া কান্দয়॥
তুষিয়া কহয়ে শাশ খাও আইস মাতা।
কেহ না জানে তার মরমের ব্যথা ॥
এইমত দুই দিন উপবাস গেল।
অনেক সাধিল কিছু আহার না কৈল॥
তবে তাঁর শাশুড়ী ননদ পুনঃ কহে।
কি তোমার ইচ্ছা কহ তাহি করি নহে॥
তবে ধীরে ধীরে কহে যদি খাইতে কহ।
একমুষ্টি চাউল একটি পাকপাত্র দেহ॥
জল মোর এই দাসী যাইয়া আনিব।
আপন হস্তেতে পাক করিয়া খাইব ॥
নহিলে না খাব প্রাণ তেজিব নিশ্চয়।
প্রাণপণ যাথে কৈনু তাথে কারে ভয় ॥
এত শুনি নারীগুলা হাসিয়া কহয়।
কেন গো ইহারা কিছু হাড়ি ডোম নয় ॥
অন্ন নাহি খাবে পর করিবে কেমনে।
এ তো বড় তুষ্টি দেখি অসঙ্গত মেনে ॥
কেহ কহে অগো উনি বৈষ্ণবের ঝি।
না খাবে শাক্তের অন্ন এই হবে বুঝি ॥
ইহা কহি হাসিয়া নিন্দয়ে নারীগুলা।
শাশুড়ী ননদ বহু তিরস্কার কৈলা ॥
তুষ্টি কৈল প্রাণত্যাগ সেহ তো না ভাল।
হাঁড়ী চাউল-আদি আনি যথাযোগ্য দিল ॥
স্বপাক করিয়া কন্যা কৃষ্ণে নিবেদিয়া।
খাইল কিঞ্চিৎ প্রাণধারণ লাগিয়া ॥

প্রতিদিন এইমত কত দিন যায়।
বৈষ্ণব হইতে সদা স্বামীরে কহয় ॥
গোস্বামী শুনিঞা তাহা ভর্ৎসন করয়।
তুঞি মোর গুরু হৈলি কহিয়া কহয়ে ॥
তথাচ নাহিক চুকে পুনঃপুনঃ কহে।
শাহি শুনে ভাইয়া মুখ হেঁট করি রহে ॥
কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের দেখ গুণ।
ক্রমে ক্রমে তার কিছু তম হৈল নূন ॥
স্ত্রীর ভজন-রীত-চরিত্র দেখিয়া।
মনে প্রশংসয়ে কিছু দ্রবীভূত হিয়া ॥
কথোক দিবস পরে পুত্রটি মরিল।
শোকেতে কাতর ভাইয়া আকুল হইল ॥
স্ত্রী কহে কান্দ কেনে কি করিবে আর।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ যেই এই গতি তার ॥
শোক রোগ জন্ম মৃত্যু সদাই তাহার।
কৃষ্ণের কিঙ্কর যে সে ভবনিধিপার ॥
দুঃখের সময় বিনে যথার্থ না বুঝে।
কৃষ্ণে নাহি পশে মন শুনিলে না রিঝে ॥
তখন ভাইয়ার কিছু চিত্ত নরমিল।
স্ত্রীর বচন কিছু মনে বিচারিল ॥
তারে কহে তুমি অনুযোগ যে করহ।
তোমার মনস্থ কি বা কি করিতে কহ ॥
তেঁহ কহে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ।
নতুবা যে ব্যর্থ এই অর্থ আর দেহ ॥
ভাইয়া কহে যে আশ্রয় করিয়াছি আমি।
স্ত্রী কহে মর্ম্ম তার নাহি জান তুমি ॥
গণেশ পার্ব্বতী শিব ব্রহ্মার ভজন।
বহুজন্ম কৈলে কৃষ্ণে অধিকারী হন ॥
কৃষ্ণ বিনে সংসারতারণে কার শক্তি।
কদাচ না হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-উক্তি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥

অতএব হরি ভজ সর্ব্বসিদ্ধি হবে।
দেবীও তাহাতে অতিসন্তোষ হইবে ॥
ভাইয়া কহে ভাল তবে বিচার করিয়া।
কর্ত্তব্য যে হয় তাহা করিব বুঝিয়া ॥
স্ত্রী কহে তবে যদি করহ বিচার।
ব্রাহ্মণপণ্ডিতস্থানে না পাইবে সার ॥
গোসাঞি মহান্ত আর শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব।
লইয়া বিচারো পাবে সিদ্ধান্ত-আসব ॥
তবে ভাইয়া সব গোসাঞি মহান্ত লইয়া।
বিচার করিল বহু আগ্রহ করিয়া ॥
তাহাতে সিদ্ধান্ত স্থির প্রতীত হইল।
কৃষ্ণ ভজিবারে মনে সার নিরূপিল ॥
পরিহার হৈল শ্রীমান্ আচার্য্যপ্রভুর।
আশ্রয় করিল মালিহাটির ঠাকুর ॥
আপনার পরিজন যে কেহ আছিল।
সকলসহিত হরি-আশ্রয় করিল ॥
শুদ্ধসত্ত্ব সদাচার পরমপবিত্র।
আশ্রয়মাত্রেতে হৈল মহাযোগ্যপাত্র ॥
যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন।
মহাভাগবত হৈল অনন্যশরণ ॥
পরিপাটী বাটী সেবা প্রকাশ করিল।
নন্দদুলাল নাম তাঁহার হইল ॥
সেবার শৃঙ্খলা আর বৈষ্ণবসেবন।
প্রেমানন্দ করে সেই আশ্চর্য্যকথন ॥
অদ্যাপি বিরাজমান ঠাকুর তথায়।
সুঠাম দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মায় ॥
তবে শুন ভাইয়া মহাশয়ের চরিত্র।
আশ্চর্য্যকথন সেই পরমপবিত্র ॥
চমৎকার দেখ হরিভক্তির মহিমা।
ভাইয়ার জন্মিল তাহে বৈরাগ্যের সীমা ॥
ঠাকুরসেবার আর স্ত্রীর কারণ।
গ্রাম ভূমি রাখি আর কৈল বিতরণ ॥

যিনি বিষয়ের অতীত, যিনি আত্ম-লাভেই পরিপূর্ণকাম, যিনি প্রশান্ত ও সমভাব সম্পন্ন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরের আশ্রয়প্রার্থী হয়, সে মূঢ় কুক্কুর-লাঙ্গুল দ্বারা মহাসিন্ধু পার হইতে চায়। ভা

গালত লোটাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে।
বৃন্দাবন গেলা কৃষ্ণ-অনুরাগ-ভাবে॥
যমুনার তীরে বসি কৃষ্ণনাম করে।
অযাচকবৃত্তি মাত্র রহে অনাহারে॥
কতেক দিবসে কৃষ্ণচরণ পাইলা।
কহা নাহি যায় কৃষ্ণভক্তির কি লীলা॥
যে স্ত্রীর সঙ্গেতে মহামোহ উপজয়।
সেই স্ত্রী হৈতে হৈল ভক্তির উদয়॥
অন্য যাগ্রয় জীবহিংসা তেয়াগিয়া।
ভাগবত হৈল কৃষ্ণময় হৈল হিয়া॥
সেই ঠাকুরাণীর গুণ কতেক কহিব।
কহিতে তাঁহার গুণ সীমা না হইব॥
বহুকাল প্রকট থাকিয়া বৃদ্ধ হইল।
দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বায় বর্ত্তিল॥
আঁখে প্রেমধারা বহে গঙ্গাস্রোতস্থায়।
দুটি আঁখি বাহি দিবারজনী বহয়॥
অপ্রকটসময় শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া।
নামের সহিত গেলা স্বধাম চলিয়া॥
তাঁহার চরণে যদি শরণ লইতে।
কোনো জন্মে কভু পাই কোনো ভাগ্য হৈতে॥
তবে এই সংসারের যাতনা এড়াই।
পরমরতন কৃষ্ণপ্রেমভক্তি পাই॥
তাঁহা-দোঁহার চরণসেবন-অনুরাগে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণদাস অভাগিয়া মাগে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগোবিন্দকবিরাজ-আদি-
ভক্তচরিত্রবর্ণনং সপ্তদশ-মালা॥

অষ্টাদশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীরাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়।

পদ্মাপারের রাজা পুঁটিয়া রাজধানী।
রবীন্দ্রনারায়ণ নাম ধুর্জ্জিবাল ধনী॥
ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্যদিগের সেবক।
শাক্ত শিবশক্তি-মহামায়া-উপাসক॥
দুর্গামূর্ত্তিপ্রতিমা গৃহেতে সেবা হয়।
বামাচার মত পঞ্চ-মকার করয়॥
পরে তার যে অবস্থা শুন তার কথা।
কর্ণপেয় চমৎকার আশ্চর্য্য বারতা॥
শ্রীপাট মাল্যাটি শ্রীমান্ আচার্য্যসন্তান।
পদ্মাপার পাঠাইলা বৈষ্ণব দু'জন॥
বিলাত সাধিতে আর কোন প্রয়োজন।
তার মধ্যে পণ্ডিত হয়েন একজন॥
কয়েক-দিবস-মধ্যে * কার্য্য উদ্ধারিয়া।
ফিরিয়া আইসে দোঁহে একত্রে মিলিয়া॥
পুঁটিয়া মোকামে আসি সন্ধ্যাকাল হৈলা।
রজনীযাপনহেতু রাজগৃহে গেলা॥
অতিথি জানিঞা তবে রাজভৃত্যগণ।
থাকিবার স্থান দিলা বসিতে আসন॥
দুইদণ্ড-রাত্রিপরে দুই থালী ভরি।
নানান মিষ্টান্ন আর সামগ্রী লুচি পুরী॥
কালীর প্রসাদ এক বিপ্র আনি দিল।
কোথাকার দ্রব্য বলি বৈষ্ণব পুছিলা॥
বিপ্র কহে বৈকালীয় কালীর প্রসাদ।
বৈষ্ণব কহেন হয় ব্যবস্থা-বিবাদ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনে আমরা না খাই।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ইহা জানয়ে সবাই॥
অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহা শুনিঞা কোপিল।
বৈষ্ণবেরে বিপ্র বহু ভৎর্সন করিল॥
কালীর প্রসাদ যেমন না খাইলি তুঞি।
ইহার সাজাই কালি দিব তোরে মুঞি॥
বৈষ্ণব কহেন ভাল ভাল সাজা দিহ।
আজি যাহ মহাশয় যে হয় করিহ॥
তবে বিপ্র দ্রুত গিয়া রাজারে কহিল।
রাজা তাহা শুনি কোপে অগ্নিসম হৈল॥
দুয়ারী লোকেরে তবে কহিল কহিতে।
প্রাতে দুই বৈরাগীকে না দেহ যাইতে॥
প্রভাতে বৈষ্ণব চলি যাইবার কালে।
রাজার হুকুম নাঞি যাইতে দ্বারী বলে॥

* পাঠান্তরে—"কতেক দিবসে নিজ।"

বৈষ্ণব বুঝিলা সেই প্রসাদ কারণ।
রাজা শুনি ক্রোধে কৈল এই প্রকরণ॥
ভাল ভাল খেতি নাঞি দেখি কি করয়।
আমিহ করিব ইহার বিহিত যে হয়॥
পণ্ডিত বৈষ্ণব যে সাধনে তেজীয়ান।
তাহাতে গোস্বামীদিগের যেমত প্রধান॥
রায়রেঞে মহারাজ শ্রীনন্দকুমার।
কালদণ্ডসম রুদ্রপ্রতাপ তাঁহার॥
রাজা-রাজোড়া যত যাহার অধীন।
চাহে রাখে চাহে মারে চাহে লহে ছিন॥
শ্রীপাট মালিহাটির যে দাস তেঁহ হয়।
যেহেতুক রাজারে বৈষ্ণব না ডরায়॥
দরোয়ান যদি নাহি দিলেক যাইতে।
বসিয়া রহিলা কোন ক্ষোভ নাহি চিতে॥
কথোক্ষণে রাজা তবে বাহিরে আইলা।
বৈষ্ণব-দোঁহারে লোক দিয়া ডাকাইলা॥
ডাকিয়া কহয়ে হাঁরে বৈরাগী বেটারা।
কালীর প্রসাদ না কি না খাইস তোরা॥
বৈষ্ণব কহেন মহারাজ বটে সত্য।
কর্ত্তব্য যে বৈষ্ণবের এই ধর্ম্ম নিত্য॥
অন্যদেবপূজা-আদি প্রসাদভোজন।
অকর্ত্তব্য ইহা হয় শাস্ত্রনিরূপণ॥
সাহজিক দুই দোষ প্রসাদভোজন।
বৈষ্ণবতা যায় আর দেবস্বহরণ॥
বিশেষে ব্রাহ্মণপর অধিক নিষেধে।
চান্দ্রায়ণ করিবারে হয় কহে বেদে॥
ইহা শুনি রাজা কটু কহিয়া কহয়।
হাঁরে মূঢ় বৈরাগী এ কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
রাজা যদি কটু-কথা কহিতে লাগিলা।
তবে কিছু বৈষ্ণব তাহারে শুনাইলা॥
থাক থাক মহারাজ পচাল না পাড়।
ভাল না হইবে ইথে কহিলাম দঢ়॥
ভয় কি দেখাও তুমি-হেন জমিদার।
শত শত রাজা নন্দকুমারের সেবাপর॥ *
তাঁহার ঠাকুরবাটির ভৃত্য আমি।
আমারেহ মানে বহু রাজা যথা তুমি॥

এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল।
অন্তঃকরণেতে কিছু ভয় উপজিল॥
তখন শিথিল হৈয়া বিনয়পূর্ব্বক।
জিজ্ঞাসে শাস্ত্রীয় কথা হইয়া সম্মুখ॥
আপনি কহিলে যেই কথোপকথন।
তাহার ব্যবস্থা কহ কোথায় প্রমাণ॥
বৈষ্ণব কহেন মহারাজ যদি শুন।
বিশেষে ইহার ক্রমে কহি তরে পুনঃ॥
ইহার প্রমাণ ভাগবতশাস্ত্র হয়।
অন্যান্য শাস্ত্রেও বহু নিষেধ আছয়॥
হরিভক্তিবিলাসেতে সিদ্ধান্ত করিলা।
অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ তাঁহা দিলা॥
স্মার্ত্তবাগীশের মত তোমা-সবাকার।
তাহার সিদ্ধান্ত এই করহ বিচার॥
বৈষ্ণব হইয়া নিজ দেবের প্রসাদ।
না খাইব যাথে নিজ ধর্ম্ম যায় বাদ॥

স্কান্দে—

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃত
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরে

রাজার যে ক্রোধ-অংশ যবে দূর গেলা।
বৈষ্ণবের বাক্য কিছু লইতে লাগিলা॥
সাধুর সঙ্গের দেখ কি রঙ্গ-প্রভাব।
আছিল কি রাজা পরে উঠে কোন্ ভাব॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

কৃষ্ণভুক্তেন ভোক্তব্যং নান্যনির্ম্মাল্যমেব চ
অন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং ভক্ষ্যপেয়াদিকং দ্বিজঃ
সাত্বতৈস্তু ন তদ্গ্রাহ্যং সুরাতুল্যং ন সংশয়

বিষ্ণুর নৈবেদ্যকেই সুর ঋষি ও সি
পবিত্র জ্ঞান করেন। অন্যান্য দেবতার নৈ
ভোজনে চান্দ্রায়ণ (প্রায়শ্চিত্তের) অ
করিবে। ১।
শ্রীকৃষ্ণের ভুক্ত দ্রব্যই ভোজন করি
অন্যের নির্ম্মাল্য ভোক্তব্য নহে। ১।
অন্য দেবতাদিগের ভক্ষ্যপেয়াদি নি
অগ্রাহ্য এবং সুরাতুল্য, তদ্বিষয়ে সংশয় না

* পাঠান্তরে—"আজ্ঞাকারী নন্দকুমারের।"

নৈবেদ্যগ্রহণস্পর্শদর্শনং ভক্ষণং তথা।
দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ।
নাশ্নীয়াদন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং বৈষ্ণবঃ সদা।
নান্যস্যোপাসনা কার্য্যা প্রাণাঃ কণ্ঠাগতা যদি ॥৪॥
দেবতান্তরস্য নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
ন কাষ্ণানাং ভক্ষণীয়মগ্রাহ্যং মুনিপুঙ্গব ॥ ৫ ॥
যদ্ভক্ষ্যং দেবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
তদ্ভুঙ্ক্তে যদি মূঢ়াত্মা তৎসর্ব্বং সুরয়া সমম্ ॥৬
প্রাণত্যাগং বরং কুর্য্যাৎ কালকূটাদিভোজনৈঃ।
তথাপি দেবতোচ্ছিষ্টভোজনস্তু ন বৈষ্ণবঃ ॥ ৭

রাজা কহে অন্যদেবপ্রসাদ খাইলে।
দেবস্বহরণ হয় ইহা যে কহিলে ॥
বিষ্ণুর প্রসাদে সেই দোষ নাহি হয়।
সাধু কহে নাহি হয় বেদের আজ্ঞায় ॥
দেবতার মধ্যে তাঁরে না হয় গণনা।
সর্ব্বময় যেহ বস্তু নাহি যাহা বিনা ॥
সর্ব্বেশ্বর যেঁহ নাহি নিজ পরকীয়।
তাঁহার উচ্ছিষ্ট যে অবশ্য গ্রহণীয় ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন-বস্ত্র-আদি যত।
আসন ভূষণ গৃহ দেহ অভিমত ॥
ব্যবহার অবশ্যকর্ত্তব্য শাস্ত্রে কহে।
বিষ্ণুর নিবেদিত বিনে কিছু গ্রাহ্য নহে ॥

হে দ্বিজ! সুধী বৈষ্ণবগণ অন্যান্য দেবতাদিগের পেয় নৈবেদ্য গ্রহণ, স্পর্শন, দর্শন ও ভক্ষণ করিবেন না। ৩।

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও, বৈষ্ণবগণ অন্য দেবতাদিগের উপাসনা করিবেন না, অথবা তাঁহাদিগের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবেন না। ৪।

হে মুনিপুঙ্গব! অন্য দেবতার নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল, কৃষ্ণভক্তগণের ভক্ষণীয় নহে এবং অগ্রাহ্য। ৫।'

দেবতাদিগের ভক্ষ্য যে নির্ম্মাল্য, পত্র, পুষ্প ফল ও জল যদি কোনও মূঢ়াত্মা ভক্ষণ করে, তৎসমস্ত সুরার সমান। ৬।

কালকূটাদি ভোজনে বরং প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি বৈষ্ণবগণ দেবতাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেন না। ৭।

গ্রহণ করিলে তাহে অপরাধ হয়।
ভক্তি না স্ফুরয়ে আর নরকে বৈসয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ১
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালং বিচারয়েৎ ॥২

অপরাধা যথা—

শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণম্।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্ ॥ ৩ ॥

আর কহি মহারাজ নিগূঢ় যে কথা।
হরি বিনে উপায় নাহিক যাহ যথা ॥
প্রেমভক্তিসুখদ যে কহিব পশ্চাতে।
আত্যন্তিক শ্রেয় নাহি কহি শুন যাতে ॥
মুক্তিদাতৃত্বশক্তি আর কারু নাই।
ত্রিবর্গ যে দাতা আর জানিহ সবাই ॥
হরির অধীন সব আব্রহ্ম স্থাবর।
হরি সবাকার প্রভু সকলি কিঙ্কর ॥
নানার্থগতিক শাস্ত্র লোক বিড়ম্বিতে।
কহয়ে লোকেতে তাহা না পারে বুঝিতে ॥
কাল্পনিক শাস্ত্র কথোগুলি প্রকাশিল।
তম-গুণী লোক তাহে প্রামাণ্য করিল ॥
মহামায়া তুমি যাঁরে কহিছ ঈশ্বরী।
ত্রিগুণ-আত্মিকা তেঁহ হরির কিঙ্করী ॥
রজ-তম-বিষয় যে দেন সবাকার।
যে বিষয়মোহমদে ভুলিছে সংসার ॥

তোমার উপযোগী মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা, তোমার মায়াকে জয় করিতে পারি। ১।

শুষ্ক, পর্য্যুষিত কিংবা দূরদেশ হইতে আনীত হইলেও, প্রসাদ প্রাপ্তি-মাত্রই ভোক্তব্য, সে বিষয়ে কদাচ কালবিচার করিবে না। ২ ॥

শক্তি থাকিতেও গৌণ উপচারে (ভগবানের) পূজা, (ভগবানে) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ, এবং যথাকালজাত ফলাদি (ভগবানকে) অর্পণ না করা,—অপরাধ বলিয়া গণ্য ॥ ৩ ॥

অতএব মহারাজ হরি বিনা গতি।
ত্রিজগতে নাহি আর কোনো যে যুকতি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—
সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥১॥

শ্রীমদ্গীতায়াং—
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥২

শ্রীমদ্ভাগবতে—
অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥৩॥

প্রথমে স্কন্ধে—
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥৪॥

বহুশাস্ত্রে অনেক তো আছয়ে প্রমাণ।
গীতা ভাগবত দুই হয় যে প্রধান॥
তাহার প্রমাণ এই কহিল নিশ্চয়
তবে যে যতেক শুন আগমাদিচয়॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন বিবরিয়া কহি।
এ সব কারণ কেহ অজ্ঞে বুঝে নাহি॥
শ্রীমান্ ভগবান আজ্ঞা দিলা মহাদেবে।
কল্পিত আগম করি মোহ কর জীবে॥
আমাতে বিমুখ যাহা দেখি লোক হয়।
তাহে মোর তোষ যাথে সৃষ্টিবৃদ্ধি হয়॥
তবে মহাদেব সৃষ্টি করিলা আগম।
দেখাইলা ফল আপাতত মনোরম॥
সহজে লোকের রজ-তমের স্বভাব।
তাহাতে দেখিল শাস্ত্র সেই-অনুভব॥
সেই পথে গমন করিয়া লোক ফিরে।
হরি যে পরম গতি তাহা নাহি বুঝে॥

পাদ্মে—
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

প্রকৃতিখণ্ডেতে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।
ভগবান কহিলা শ্রীমন্ত পঞ্চাননে॥
তোমার শক্তির আরাধনা-আদি মন্ত্র।
আমারে গোপন করি কর নানা তন্ত্র॥
সংসারমোচন কাহা হৈতে নাহি হয়।
তার এক ইতিহাস শুন মহাশয়॥
পদ্মপুরাণেতে ইহা প্রচুররূপ হয়। *
কাশীতে যে হৈল রামনামের উদয়॥
শ্রীমান্ কাশীনাথের যে ভক্ত কথোগুলি।
তুষ্ট কৈল মহাদেবে ভজি সবে মেলি॥
বর মাগিল ফল সংসারমুক্তি।
দেব কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি॥

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির এই গুণত্রয়যুক্ত এক পরম পুরুষ যদিও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই সংজ্ঞাত্রয়ে এই সংসার ধারণ করেন; তথাপি নরগণের পক্ষে সত্ত্ব-স্বরূপ বাসুদেবই নিশ্চয় শ্রেয়ঃজনক। ১।

হে কৌন্তেয়! যাহারা অন্যান্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের ভজনা করে, তাহারাও আমারই ভক্ত সত্য; তবে তাহাদের ভজনা বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন হয় না। ২।

যিনি বিস্ময়ের অতীত, যিনি আত্ম-লাভেই পরিপূর্ণকাম, যিনি প্রশান্ত ও সমভাবসম্পন্ন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরের প্রার্থী হয়, সে মূঢ়, কুকুর-লাঙ্গুল-ধারণে মহাসিন্ধু পার হইতে চায়। ৩।

মুমুক্ষুগণ, ঘোররূপী ভূতপতিগণকে ত্যাগ করিয়া, এবং অন্যান্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন না হইয়া, নারায়ণের শান্তমূর্ত্তির ভ[illegible] করেন। ৪।

কল্পিত আগম সৃষ্টি করিয়া আমার [illegible] জনগণকে বিমুখ কর, এবং আমাকে গো[illegible] কর; তাহাতে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর [illegible] থাকিবে। ৫।

* পাঠান্তরে—প্রচুররূপ হয়।

পুনঃপুনঃ তারা নাহি চাহে মুক্তি বিনে।
মহাদেব বিচার করিলা কিছু মনে॥
হরির ধেয়ান করি প্রসন্ন করিলা।
নিজভক্তগণহেতু মুকতি প্রার্থিলা॥
ভগবান নিজ ব্রহ্ম রামনাম দিলা।
কাশীর রতন এই হইল কহিলা॥
কাশীপুরে যার দেহপতন হইবে।
তৎকালীন এই নাম তার কর্ণে দিবে॥
নিশ্চয় হইবে মুক্তি নাহিক সন্দেহ।
বৈকুণ্ঠ পাইবে সেই নিজগণ সহ॥
গদগদভাবে মহাদেব রামনাম।
পাইয়া ধারণ কৈলা কণ্ঠে অবিরাম॥
কাশীতে মরয়ে যেই পশু কীট নর।
রামনাম দিয়া তারে করেন উদ্ধার॥
প্রসিদ্ধ এ প্রকরণ জগতে জানয়।
অতএব হরি বিনে নাহিক উপায়॥
অন্য শাস্ত্রে যদি কোথাও অন্যদেব হৈতে।
মুক্তিফল কহে তাহা না যাও প্রতীতে॥
রজ-তম-শাস্ত্র বিনে সাত্ত্বিকে না কহে।
লোকবিড়ম্বনহেতু যথার্থ সে নহে॥
যদি কহ অযথার্থ শাস্ত্রেরে কহিলে।
তাহার কারণ শুন শাস্ত্রেতেই বলে॥
পরোক্ষবাদ যে শব্দশাস্ত্রেতে কহয়।
হরি তুষ্ট তাহে ষট্‌সন্দর্ভে বলয়॥
সন্দর্ভশব্দের অর্থ গূঢ়ার্থ প্রকাশ।
অতএব সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তনির্যাস॥
তাহাতে যে সিদ্ধান্ত কহিল তাহা শুন।
যাহার হৈতে অধিক বিচার নাহি পুনঃ॥
শাস্ত্রের স্বভাব তাতে বিচার করিল।
সর্ব্বশাস্ত্রে ঐক্য করি সমাধান কৈল॥
এক শব্দে আর অর্থ নানার্থে কহয়।
রোচকার্থে শব্দান্তর লোকে না বুঝয়॥
কোথাও লক্ষণা-গৌণ-আদি শব্দে কহে।
লোকে আর বুঝে শাস্ত্রে ঐক্য না করয়ে॥
না বুঝিয়া কহে শাস্ত্রে নানা মত কহে।
সব এক-ঐক্য নানা মত কভু নহে॥
নানা মত শাস্ত্রে কভু ব্যভিচার নয়ে।
তাহা হৈতে বিষ্ণু সত্য বিষ্ণু মিথ্যা হয়ে॥

তবে যে বিরোধ-মত-কল্পিত আগম।
তামসিক সেই শুন তাহার মরম॥
যথা যথা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের যে বিরোধী।
তামস করিয়া তাহা জানিবে যে সুধী॥
সন্দর্ভে যে ইহার বিচার কৈল শুন।
যাথে মনে সন্দেহ না হইবেক পুনঃ॥
দশধা-প্রমাণ-মধ্যে চারি যে প্রধান।
প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য শব্দ আর অনুমান॥
তার মধ্যে অনুমান প্রত্যক্ষ যে দুই।
ব্যভিচার দেখি তাতে সুপ্রতীত নাই॥
জল-বরিষণ-অন্তে ধূমদরশন।
মায়ামুণ্ডদরশনে করয়ে ক্রন্দন॥
শব্দমাত্র শাস্ত্রে যে নাহিক ব্যভিচার।
ঐতিহ্য যে সাধুপরম্পরা সেহ সার॥
তবে বাদী কহে শাস্ত্রে ব্যভিচার হয়।
তুমি কহ একবাক্য এ বড় সংশয়॥
নানা মত নানা বিধি নানা শাস্ত্রে দেখি।
আচার্য্য কহেন যার নাহি সূক্ষ্ম আঁখি॥
সেই দেখে নানা মত বিচারিতে নারে।
ব্যভিচার বলি নানাবিধান আচরে॥
কিন্তু যে ইহার শুন সিদ্ধান্তনিদান।
মূলশ্রুতিবিচার যে ইহার প্রমাণ॥
সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে ব্যভিচার যথা।
তামস করিয়া সেই জানিহ যে তথা॥
সদাচারবিপর্য্যয় মকরাদি যত।
হাড়মাল জটা ভস্ম বিষ্ণুতে বিরত॥
বিষ্ণু তেজি উপাসনা দেবতা-অন্তর।
একাদশী জন্মাষ্টমী আর মতান্তর॥
অন্যদেব-উপাসক-স্থানে বিষ্ণুমন্ত্র।
দীক্ষা-শিক্ষা করেন পূজন তন্ত্র-যন্ত্র॥
কেশ-অবতার আর ঈশ্বর নিঃশক্তি।
মায়াবাদমত যাহা নিন্দনীয় অতি॥
বিষ্ণুর বিগ্রহ ধাম কর্ম্ম পারিষদ।
সগুণ কহয়ে যাথে বড়ই প্রমাদ॥
সেই শাস্ত্র না শুনিবে কর্ণে দিবে হাথ।
যে তাহা আদরে নাহি বৈস তার সাথ॥
ভগবত-আজ্ঞায় শিব বিপ্ররূপ ধরি।
বেদার্থ কল্পিত কৈল মায়াবাদ করি॥

শাঙ্করি ভাষ্য যে তাহা অন্তে প্রশংসয়।
এ বৃত্তান্ত স্বয়ং শিব গৌরীয়ে কহয়॥

পাদ্মে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥১॥

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে বিরোধি যতেক।
অসুরমোহের হেতু কহে পরতেক॥
মনুষ্যেই দেবাসুর দুইমত জন্মে।
কৃষ্ণভক্ত দেব-অংশে অন্য অন্তে রমে॥

পাদ্মে—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্
দৈবো হ্যাসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ ভবেদ্দৈবো
হ্যাসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ২॥

তামস-পুরাণ হয় ইহা যদি কহ।
তামস যে কহে তার কারণ শুনহ॥
তামস কল্পেতে তার উদ্ভব হইল।
যে হেতু তামস মত কিছু সঞ্চারিল॥
সেই সেই মত তাহা গ্রাহ্য নাহি হয়।
অসুরমোহের হেতু জানিহ নিশ্চয়॥
নতুবা পুরাণ শুদ্ধ তামস না হয়।
যে হয় তামসমত তাহি গ্রাহ্য নয়॥
অতএব আগম-পুরাণ-শ্রুতি-মতে।
নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শরণ্য জগতে॥*
বেদের সিদ্ধান্ত এই কৃষ্ণে ভক্তি কর।
আর যত ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিহর॥
সংসারমোচন যাহা হৈতে নাহি হয়।
সেই গুরু ইষ্টদেব বন্ধু কেহ নয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ ৩॥

ইহাতে দৃষ্টান্ত দেখ প্রত্যক্ষ আছয়।
পূর্ব্বে সাধুগণ হেন সকলি তেজয়॥
হরিভক্তি প্রতিকূল গুরু বলিরাজ।
উপেক্ষা করিয়া সাধু সাধে নিজকায॥

পাদ্মে—

বামনায় মহীদানে বলিঃ পরমবৈষ্ণবঃ।
লঙ্ঘয়িত্বা গুরোরুক্তিং ত্যাগ এব বিধীয়তে।

স্বজন তেজিলা মহারাজ বিভীষণ।
উপেক্ষিলা বন্ধুবর্গ ভাই যে রাবণ॥
পিতা ত্যাগ কৈলা ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ।
যেহেতুক ভক্তিপথে করিল বিবাদ॥
শ্রীমান্ ভরত নিজ কৈকেয়ী মাতারে।
ত্যাগ করি মস্তক চাহিলা কাটিবারে॥*
দেবতা ত্যজিলা শ্রীমান্ বশিষ্ঠ দেবর্ষি।
কোনোকালে ছিলা তেঁহ শক্তির উপাসী॥
মহামায়া-স্থানে তেঁহ চাহিলেন মুক্তি।
তেঁহ কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি॥
সংসারমোচনহেতু এক হরিভক্তি।
তাহা বিনু কাহার নাহিক সেই শক্তি॥

অসৎশাস্ত্র মায়াবাদ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়। হে দেবি! ব্রাহ্মণমূর্ত্তি গ্রহণে কলিকালে মৎকর্ত্তৃক উহা বিহিত হইয়াছে।১।

ইহলোকে দৈবী ও আসুরী দ্বিবিধ প্রকারে প্রাণীসৃষ্টি; দৈবী সৃষ্টি বিষ্ণুভক্তগণ এবং আসুরী সৃষ্টি তদ্বিপরীতগণ।২।

তিনি গুরু নন, তিনি স্বজন নন, পিতা নন, তিনি জননী নন, তিনি দেবতা তিনি পতি নন,—যিনি মৃত্যু হইতে [illegible] করিতে না পারেন।৩।

গুরুবাক্য লঙ্ঘনে বামন দেবকে [illegible] করিয়া বলিরাজ পরম বৈষ্ণব হওয়ায় [illegible] বিধান হইতেছে।৪।

---

* পাঠান্তরে—"জানিহ জগতে।"

* পাঠান্তরে—
"শ্রীমান্ ভরত নিজ কৈকেয় মাতাকে।
ত্যাগ করি চাহিলেন কাটিতে মস্তকে॥"

এত শুনি তাঁহারে তেজিয়া দ্বিজমণি।
বিচারিয়া হরিপদে লইল শরণি॥
পতি-পুত্র-আদি ত্যাগ কৈল বহু জন।
কৃষ্ণভক্তি-অনুকূল সেই বন্ধুজন॥

আগমে—
বিষ্ণুভক্তিং বিনা রাজন্! যো চান্যমুপদিশ্যতি।
আত্মনা সহিতং তস্য পিতরং নরকং নয়েৎ॥১॥

রাজা কহে তবে কেন ব্রাহ্মণপণ্ডিত।
সকলি সমান কহে বিষ্ণুর সহিত॥
সাধু কহে তারা তত্ত্ব না বুঝিয়া কহে।
বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর তাঁর সম কেহ নহে॥
তাঁহার বিভূতি ব্রহ্ম-রুদ্র-আদি করি।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহরি॥
ব্রহ্মা মায়াধীন রুদ্র ঈষৎ আবৃত।
নির্গুণ শ্রীহরি সর্ব্বশাস্ত্রের সম্মত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—
শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥২

বিষ্ণুসহ অন্য দেব যে করে সমান।
পাষণ্ডীর মধ্যে সেই শাস্ত্রের প্রমাণ॥

পাদ্মে—
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥৩॥

বিষ্ণু বিনে শিব যে পৃথক্ না মন্তব্য।
বিষ্ণুর অংশাংশ করি মানিতে কর্ত্তব্য।

হে রাজন্! বিষ্ণুভক্তি ত্যাগ করিয়া নরাধমগণ কিছুই দেখিতে পায় না; তাহারা আপনাদের সহিত পিতৃগণকেও নীরয়গামী করে।১।

শিব-শক্তিযুক্ত (প্রকৃতির সহিত মিলিত) এবং ত্রিবিধ গুণসংযুত। শ্রীহরি নির্গুণ, দৃশ্যমান্, প্রকৃতির অতীত পুরুষ।২।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকে নারায়ণের সহিত সমভাবে দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় পাষণ্ড।৩।

অথবা হরির ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
বৈষ্ণবের মধ্যে যে নাহিক যাঁহা-সম॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥৪॥

অতএব সর্ব্বধর্ম্ম তেজি হরি ভজ।
সাংসারনিগড় দৃঢ় চরণের ত্যজ॥

শ্রীমদ্গীতায়াং—
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৫

শ্রীমদ্ভাগবতে—
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥৬

ব্রহ্মসংহিতায়াং—
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কৃষ্ণৈকং শরণং ব্রজ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥৭॥ *

গঙ্গা যেমন নদীগণের মধ্যে, নারায়ণ যেমন দেবতাদিগের মধ্যে, শম্ভু যেমন বৈষ্ণবগণের মধ্যে, এই গ্রন্থ (শ্রীমদ্ভাগবত) তদ্রূপ পুরাণের মধ্যে (প্রসিদ্ধ)।৪।

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও; আমি তোমার সর্ব্বপাপ দূর করিব। ক্ষোভ করিও না।৫।

মৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও, মদাদিষ্ট ধর্ম্মের দোষগুণ পরিজ্ঞাত হইয়াও, সম্যক্ প্রকারে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমার ভজনা করেন, তিনিই সত্তম (সাধুশ্রেষ্ঠ)।৬।

সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও; যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি লাভ হয়।৭।

---

* শ্লোকটী এই ভাবে 'ভক্তমাল' গ্রন্থে প্রচলিত কিন্তু ব্রহ্মসংহিতায় শ্লোকটীর রূপ স্বতন্ত্র। যথা,—
ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক বাহভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ১॥

সর্ব্বধর্ম্ম-পদে কৃষ্ণভক্তির ইতর।
কর্ম্ম যোগ জ্ঞান অন্য উপাসনা আর॥
পরিত্যজ্য-পদে যত কৃত যে সাকল্যে।
তেজিয়া ভজহ হরি পাবে সর্ব্বফলে॥
কভি যে প্রত্যয় করি ত্যাগের অন্তর।
কৃত না হইলে নহে ত্যাগের বিচার॥
সর্ব্বধর্ম্মদোষগুণ বিচার করহ।
সকল তেজিয়া হরিচরণ ভজহ॥
শান্ত মতি যার সেই কারে না ভজয়ে।
হরির কলাকে ভজে অন্যেরে তেজিয়া॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ ২॥

যে-তক জীবের মোহ মুক্তির ব্যত্যয়।
আছয়ে সে-তক নাহি বুঝয়ে নিশ্চয়॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যবে নির্ব্বেদ জন্ময়।
শ্রোতব্য যে আর শ্রুত সকলি তেজয়॥
শ্রোতব্য যে যত ধর্ম্মশাস্ত্র অভিমত।
শ্রুত যাহা কৃত গুরু-উপদেশ যত॥
কৃত করণীয় যত সকলি তেজিয়া।
তখন শ্রীকৃষ্ণ ভজে নির্ব্বেদ পাইয়া॥

কৃষ্ণ উপদেষ্টা গুরু আশ্রয় করিয়া।
কৃষ্ণভক্তি পরাৎপরমহত্ত্ব জানিঞা॥
চক্ষুষ্মান হয় তবে দেখিবারে পায়।
পরমনির্বৃতি তবে তখন জন্ময়॥

শ্রীমদ্গীতায়াং—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যা
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলা
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্র
তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচো
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ

অষ্টমস্কন্ধের শেষে রাজা সত্যব্রত।
মৎস্যদেব প্রতি সাধু কহে এইমত॥
অন্য উপদেষ্টা উপদেশ-আদি ত্যাজ্য।
টীকাতে বাখানে চক্রবর্ত্তী যে আচার্য্য॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

শৈবশাক্তোগাণপত্যসৌরস্বদেবপূজকং।

যদি কেহ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে শ্রীহরির চরণা-ম্বুজ ভজনায় অপক্ক (অসিদ্ধ) অবস্থায় পতিত (ভ্রষ্ট) হয়, তবে তাহার অভজত্ব-হেতুই (নীচ যোনিতে জন্মহেতু) বা কি অশুভ হয়; আর যাঁহারা শ্রীহরির ভজনা করেন না, মাত্র স্বধর্ম্ম হইতেই বা তাঁহাদের কি অর্থলাভ হয়?। ১।

মুমুক্ষুগণ ঘোররূপী ভূতপতিগণকে পরি-ত্যাগ করিয়া অবিদ্বেষভাবে নারায়ণের শান্ত-মূর্ত্তির ভজনা করেন। ২।

যখন তোমার বুদ্ধি মোহারণ্য প
করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত
নির্ব্বেদ লাভ করিবে (অর্থাৎ বৈ
হইবে)। ৩।

মৎপ্রতি কামনাযুক্তা অবলা (ব্রজ
দিগের সহিত রতিক্রীড়ায় আমি উপপতি
প্রতীয়মান হইলেও, তাহারা আমাকে
রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিল; এবং তাহ
সঙ্গলাভে অপর শতসহস্রজনও আমা
ভাবে পাইয়াছিল। ৪।

সেইহেতু হে উদ্ধব! তুমি প্রবৃত্ত,
শ্রুত, শ্রোতব্য, বিধি ও নিষেধ সমস্ত প
করিয়া, সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা একমাত্র আ
শরণ লও; আমার সর্ব্বাত্মভাবের যা
নিশ্চয় অকুতোভয় হইবে। ৫—৬।

...বিন্দশরণং পশ্চাত্তবেদ্‌যদি স বৈষ্ণবঃ ॥ ১ ॥
...ক্রান্ত বৈষ্ণবো ভূত্বা দুর্গেত ত্রায়ণে হরে ॥ ২ ॥

...তএব অন্য ছাড়ি হরির আশ্রয়।
...বশ্য কর্ত্তব্য ইহা নাহিক সংশয় ॥
...র্ম্ম জ্ঞান দুই যে তাহাতে নাহি শ্রেয়ঃ।
...সহ মাত্র কেবল জীবের ভ্রমময় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

...দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
...প্রীয়তেহমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্‌বিড়ম্বনম্ ॥ ৩ ॥

...অতএব কর্ম্ম কভু নাহি হয় শ্রেয়।
...সংসারভ্রমণমাত্র তাহাতে নিশ্চয় ॥
...হরিভক্তি মিশ্র বিনে সেই সিদ্ধ নহে।
...প্রসিদ্ধ ব্যবস্থা ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
...কেবল যে জ্ঞান হরিভাবেতে বর্জ্জিত।
...তাহাতেও শ্রেয়ঃ নাহি বিশেষে অনহিত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো!
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪ ॥
যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৫ ॥

শুদ্ধভক্তি বিনে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
জ্ঞান-কর্ম্ম-আদি তেজি ভজন যে শ্রয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৬ ॥

তীব্রভক্তি-পদে জ্ঞানকর্ম্ম-অনাবৃত।
টীকাকার-চক্রবর্ত্তি-আচার্য্য-সম্মত ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ৭ ॥

জ্ঞানমিশ্রা ভকতি যে আশ্রয় করয়।
নির্ব্বাণের হেতু কিন্তু কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
ভক্তিহীন জ্ঞান-কর্ম্ম বিফল কেবল।
অধঃপতনমাত্র হয় তার ফল ॥
নিষ্কাম যে কর্ম্ম করে বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ।
তাহার যে ফল তাহা শুনহ যথার্থ ॥
অন্তরশুদ্ধির প্রতি কারণ সে হয়।
মনশুদ্ধি হৈলে তাহে বৈরাগ্য জন্ময় ॥
সেই যে বৈরাগ্য শুদ্ধ জ্ঞানের কারণ।
ভক্তি প্রতি কভু কর্ম্ম কারণ না হন ॥
কর্ম্মার্পণ ভক্তি যে কেচিত মতে কন।
পরম্পরারূপে কষ্টে মুক্তি প্রতি হন ॥

...ক যদি গোবিন্দের শরণাপন্ন হন, পশ্চাৎ তাঁহারাও বৈষ্ণব হন। ১।

...শাক্তই বৈষ্ণব হইয়া শ্রীহরি কর্ত্তৃক ত্রাণ-লাভ করেন। ২।

দানে নহে, তপস্যায় নহে, শৌচে নহে, ব্রতাদিতে নহে; কেবল অমলা ভক্তিতেই শ্রীহরি প্রীত হন; অন্য সকলই বিড়ম্বনা। ৩।

হে বিভো! আপনার ভক্তিপথে মঙ্গল-স্রোত প্রবাহিত; (তৎপথ পরিত্যাগে) যাহারা কেবল জ্ঞানমার্গানুসারী, তাহারা কষ্টই পাইয়া থাকে; স্থূলতুষাবঘাতীরা যেমন বৃহত্তর দর্শনে ...গড়ায় অবঘাত করে, তাহারাও তদ্রূপ বৃথা ক্লেশ পায়। ৪।

হে অরবিন্দাক্ষ! আর যাহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধির অভাব, অথচ যাহারা বিমুক্তাভিমানী, অতি কষ্টে পরম পদে আরোহণ করিয়াও, আপনার পার্ষদগণের প্রতি অনাদর প্রযুক্ত তাহারা পতিত হয়। ৫।

উদারবুদ্ধি ব্যক্তি, কামনারহিত, সর্ব্বকাম-নাযুক্ত অথবা মোক্ষাভিলাষী হইয়াও, তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরম পুরুষেরই আরাধনা করেন। ৬।

অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা আচ্ছন্ন নহে, অথচ শ্রীকৃষ্ণের জন্য যে অনুকূল অনুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। ৭।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহা হৈতে না মিলয়।
বিনে সাধুসঙ্গ আর নাহিক উপায়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥১

জ্ঞান-কর্ম্ম ত্যজি ভজে অনন্য ভাবেতে।
প্রশংসা তাহার সেই পায় ব্রজনাথে॥
সদাচারহীন যদি দুরাচার হয়।
কৃষ্ণপ্রিয় সেই সাধু কহি মানি তায়॥

শ্রীমদ্গীতায়াম্—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥২॥

কৃষ্ণভক্ত চতুর্ব্বর্গ নাহিক মাগয়।
মুমুক্ষু যে কৃষ্ণভক্তিযোগ্য নাহি হয়॥
নিষ্কাম অন্য শুদ্ধমাধুর্য্য ভকতি।
এইমাত্র সার যার ফল প্রেমরতি॥
অন্য অন্য যোগ-ধর্ম্মে সিদ্ধি অষ্টাদশ।
শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধি হয় প্রেমরস।
অন্য যোগ-ধর্ম্মে সিদ্ধি ধর্ম্ম অর্থ কাম।
শ্রীকৃষ্ণভজনে মিলে ব্রজ প্রেমধাম॥
প্রাকৃত যে সিদ্ধি ভক্ত দৃক্পাত না করে।
মুক্তিচতুষ্টয়নাম নাহি লয় ডরে॥
প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ মাত্র চাহে।
দিলেও যে না লয় অনর্থ মানে তাহে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥৩॥

হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ভক্তিযোগ ভিন্ন সংসার-ত্রাণের অন্য উপায় নাই; আমি সাধুদিগেরই পরম আশ্রয়। ১।

যে ব্যক্তি একান্তচিত্তে আমার ভজনা করে, সুদুরাচার হইলেও, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; কারণ সে মৎপ্রতি একান্তচিত্ত।২।

সমান লোকে বাস, সমান ঐশ্বর্য্য, সমীপাবস্থান, সমান রূপ এবং সর্ব্ববিষয়ে সমত্ব প্রদান করিলেও, আমার ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না।৩॥

কৃষ্ণ যে আনন্দময় তাঁহার ভকত।
সেই মগ্ন সদা তার তুচ্ছ ত্রিজগত॥
অতএব মহারাজ সদা ভজ হরি।
পরাৎপর পরম ব্রহ্ম সবার উপরি॥
সচ্চিৎ-আনন্দময় শ্যামলবিগ্রহ।
স্বরূপ শকতি ধাম পরিকর সহ॥
বেদের তাৎপর্য্য শ্যামসুন্দরভজন।
আর যত কহে সেই ত্রিবর্গসাধন॥
পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন।
বারবার ভজ গোপীনাথের চরণ॥

শ্রীমধুসূদনাচার্য্যস্য ভাষ্যে—

চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং
ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়া
বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো
হরিং বারংবারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ।

বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাৎ অরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাৎ অরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ৩

শ্রুতিবাণী যাঁহাকে চিদানন্দরূপ মেঘশ্রে কান্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ব্রজা গণের যিনি কণ্ঠহার-স্বরূপ; কৃতবুদ্ধি (আত্মসংযমীগণের) যিনি ভবপারাবারের মাত্র কর্ণধার; যিনি ভূভার-হরণের জন্য যুগে নানা অবতার-রূপ ধারণ করিয়াছেন; হিতব্রতানুষ্ঠাতৃগণ, তোমরা সেই শ্রীহ পুনঃপুনঃ ভজনা কর। ১।

বংশীবিভূষিতকর, নবনীরদকান্তি, পীত অরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠ, পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখ, অ ন্দনেত্র, সেই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কোনও পরম ত আমি জানি না। ২।

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অ ও অনাদি, গোবিন্দ, এবং সর্ব্বকারণ-কারণ

কৃষ্ণের চিন্ময় রূপ মায়িক করিয়া।
যে অধম কহে সেই জন মন্দধিয়া॥
তার মুখদরশনে মহাপাপ জন্মে।
সে জনার অধিকার নাহি কোন কর্ম্মে॥
তার স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করিতে জুয়ায়।
শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য রামানুজ-স্বামী কয়॥
বস্ত্রের সহিত জলে পড়ি স্নান করি।
স্মরণ করিব উঠি নাম বিষ্ণু হরি॥
মায়াবাদ-ভাষ্য-কল্পনার্থে মধ্বাচার্য্য।
দূষিলা শতেক-মতে মত শঙ্করাচার্য্য॥
শত দোষ দিয়া শতদূষণী নামেতে।
গ্রন্থপুর প্রকাশিলা প্রসিদ্ধ জগতে॥
কুসঙ্গ সদাই ত্যাগ সৎসঙ্গকরণ।
নিতান্ত শ্রেয়াংশ এই বেদের বচন॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে যাহার নাহি রতি।
নিন্দুক পাষণ্ড সে বিরোধী ভক্তি প্রতি॥
বিষয়-আসক্ত অবৈষ্ণব স্ত্রিয়া-বিট।
সে সকল জানিবে যে সংসারের কীট॥
তার সঙ্গ না করিব সদা সাবধান।
আপনা রাখিতে এই পরমবিধান॥
কর্ম্মী জ্ঞানী নানাদেবসেবী যেই নর।
তার সঙ্গ বিশেষত সদা নিন্দস্কর॥

কাত্যায়নসংহিতায়াং—

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥ ১ ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাম্॥
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্॥২॥

পঞ্জর ভিতরে অনুক্ষণ অগ্নিশিখার অবস্থানও বরং সহ্য হয়, তথাপি শ্রীহরির চিন্তায় বিমুখ জনের সংসর্গজনিত পীড়া সহ্য হয় না। ১।

সর্প, ব্যাঘ্র ও জলৌকার আলিঙ্গনও বরং ভাল বলিয়া মনে করি, কিন্তু নানাদেবৈকসেবী শল্যযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও ভাল বলিয়া

সবার অন্নজল গ্রহণ নিন্দিত।
বৈষ্ণবের অন্ন খাইতে হয় যে উচিত॥
অভাবে কিঞ্চিৎ জল মাগিয়া খাইব।
শাক্তাদির অন্ন ত্যাগ অবশ্য করিব॥

পাদ্মে—

প্রার্থয়েদ্‌বৈষ্ণবাদন্নং তদভাবে জলং পিবেৎ।
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েচ্চৈব শাক্তাদীনাস্তু বৈষ্ণবঃ॥ ১ ॥
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ।
নান্নং লভেত শাক্তানাং শৈবাদীনাঞ্চ বেশ্মনি॥২

বিশেষত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাদোদক।
পরমপদার্থ সেই কহিব কি-তক॥
তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়
যাতে চতুর্ব্বর্গ মিলে কৃষ্ণভক্তি হয়॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণহেতুনা।
পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্॥৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

উচ্ছিষ্টলেপানমুমোদিতো দ্বিজৈঃ॥ ৪॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং—

শ্রীবিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকম্।
সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং ন হি॥ ৫॥

বৈষ্ণবের নিকট হইতেই অন্ন প্রার্থনা করিবে; তদভাবে জল মাত্র পান করিবে; বৈষ্ণব সর্ব্ব প্রকারেই শাক্তাদির সঙ্গ ত্যাগ করিবেন। ১।

তাহাদিগের (শাক্তাদির) দ্রব্য অশুদ্ধ; তাহা প্রার্থনা করা অকর্ত্তব্য। শাক্ত ও শৈবদিগের অন্ন কখনও গ্রহণ করিবে না। ২।

বৈষ্ণবে কন্যাদান পরম নির্ব্বাণের হেতু; বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনও পরম নির্ব্বাণের হেতু। ৩।

(বৈষ্ণবের) উচ্ছিষ্ট ভোজন দ্বিজগণের অনুমোদিত। ৪।

শ্রীবিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের পাদোদক সর্ব্বতীর্থময় পবিত্র; তাহা পান করিয়া আচমন করিবে না। ৫।

নীচ উচ্চ জাতি বলি নাহি বিচারিব।
জাতিবুদ্ধি করিলে নরকে যায় ধ্রুব ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥১

বৈষ্ণবের পূজা বিষ্ণুসহিত সমান।
অবশ্যকর্ত্তব্য এই বেদের বিধান ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—
এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥ ২ ॥

যে জনার গৃহে নাহি বৈষ্ণবসেবন।
সেই গৃহ হয় তার শ্মশানসমান ॥
পণ্ডিত সমান সেই গাধার সমান।
কুকুরের তুল্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জন ॥

পাদ্মে—
যদাগারেহকৃষ্ণসেবা কাষ্ণসেবা তথৈব চ।
শ্মশানতুল্যং তদ্‌গৃহং স এব শ্বপচাধমঃ ॥ ৩ ॥
তন্মন্দিরং চিতাতুল্যং তদ্দর্শনং খরোপমম্।
শুনতুল্যং তদাস্যং যঃ কার্ষ্ণকৃষ্ণবহির্ম্মুখঃ ॥ ৪ ॥

বৈষ্ণবসেবন বিনে কৃষ্ণভক্ত নহে।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে শ্রীঅর্জ্জুনেরে কহে ॥

ভগবদ্ভক্ত শূদ্র, ব্যাধ বা চণ্ডালকে যে ব্যক্তি সামান্য জাতির ন্যায় দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় নিরয়গামী হয় ॥ ১ ॥

এইরূপে কৃষ্ণাত্মনাথ মনুষ্যের সহিত সৌহার্দ্দ, এবং জড় ও চেতন উভয়ত্রের এবং মনুষ্যগণের সাধুগণের ও মহৎগণের পরিচর্য্যা করিবেন ॥ ২ ॥

যাহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের সেবা না হয়, তাহার গৃহ শ্মশানতুল্য; এবং সে ব্যক্তি চণ্ডালাধম ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তগণের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ, তাহার গৃহ চিতাতুল্য, তাহার পরিচয় গর্দ্দভ-সমান, এবং তাহার মুখ [illegible] ॥ ৪ ॥

আদিপুরাণে—
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ! ন মে ভক্তাশ্চ [illegible]

প্রাতঃকালে করে বৈষ্ণবের নামগান।
ভাগবতোত্তম সেই কৃষ্ণের সমান ॥

দ্বারকামহাত্ম্যে—
নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্ত[illegible]
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ [illegible]

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমা অপার।
শুন মহারাজ এক ইতিহাস তার ॥
কিছুদূর আচার্য্য প্রভুর গৃহ হৈতে।
একঘর কামার আছয়ে সে গ্রামেতে ॥
প্রভুর বাটীতে এক বিড়াল আছয়ে।
রোঙা বলি সবে তারে কৌতুকে ডাকয়ে
প্রভুগৃহে বৈষ্ণবের ভোজনের শেষে।
উচ্ছিষ্ট খাইল গিয়া সবার বিশেষে ॥
বিড়ালস্বভাব যে সবার গৃহে যায়।
কামারের গৃহে গেল খাইয়া হেথায় ॥
দৈবাৎ তাহার মুখে এক কণা ছিল।
কামারের বধূর অন্নেতে মুখ দিল ॥
সেই কণা মুখে হৈতে অন্নে রহি গেলা।
না জানি অন্নের সহ বধূ তাহা খাইলা ॥
খাইতেই মাত্র কৃষ্ণ-উন্মাদ হইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল ॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে।
ভূত ঘাড়ে চাপিল কামারগুলা বলে ॥
ওঝা আনি ঝাড়ায় কতেক তুক করে ॥
কান্দয়ে সগোষ্ঠী বুক চাপড়িয়া মরে ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু সিদ্ধপুরুষ বলিয়া।
ইতর লোকের মুখে কামার শুনিএগ ॥
কান্দিয়া পড়িল গিয়া ধরি প্রভুর পায়।
রক্ষা কর প্রভু মোর বধূটি মরয় ॥

হে পার্থ ! যাহারা কেবল আমা[illegible]
তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে ॥ ৫ ॥

হে বলিরাজ ! প্রতিদিন প্রত্যুষে [illegible]
গান করিয়া যাহারা বৈষ্ণবগুণানুকীর্ত্তন [illegible]

ু কহে কহ তার কি ব্যাধি হইল।
মার কহয়ে ভূত ঘাড়েতে চাপিল ॥
সে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে।
ই চক্ষে জল পড়ে স্বর ভেসে চলে ॥
বিজ্ঞ আচার্য্যপ্রভু বুঝিলেন মনে।
দশা হইল বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের গুণে ॥
মারকে কহেন প্রভু আরে মূর্খ শুন।
ত নহে কৃষ্ণপ্রেম হৈল বড় গুণ ॥
মার কান্দিয়া কহে তাহে কায নাই।
ল যাথে হয় প্রভু করহ তাহাই ॥
সিয়া কহেন তবে প্রভু কামারেরে।
হার ঔষধ তবে কহি যে তোমারে ॥
জমানিঞা এক বিপ্র * ব্রাহ্মণের ঘরে।
কমুষ্টি অন্ন আনি খাওয়াও তাহারে ॥
হা শুনি কামার গলে বস্ত্র জড়াইয়া।
ণবৎ করি হর্ষে চলিল ধাইয়া ॥
নেক যজমান যার হেন বিপ্র জানি।
কমুষ্টি অন্ন মাগি খাওয়াইল আনি ॥
ওয়াইবামাত্র বধূ পূর্ব্ববৎ হৈল।
রিভক্তি উড়ি গেল আপনা নিন্দিল ॥
তএব বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের যে মহিমা।
মতি জানিবে যার নাহিক উপমা ॥
দি কহ এমত যে দেখিতে না পাই।
হা শুন যেহেতু তৎক্ষণে ফলে নাঞি ॥
ষ্ণবেতে অপরাধ যাহার প্রচুর।
র ফল প্রাপ্ত হৈতে হয় বহুদূর ॥
ষ্ণব-অধরামৃত খাইতে খাইতে।
পরাধ ক্ষয় পায় প্রকাশে পশ্চাতে ॥
ষ্ণবনিকটে অপরাধ ভীক্ষবিষে।
র্ব্বনাশ হয়ে নরকেতে বাস শেষে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

য়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
ন্ত শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥৭

মহজ্জনের অতিক্রমকারী ব্যক্তির, আয়ু,
, যশ, ধর্ম্ম, দেবাদি লোক, বাঞ্ছনীয় দ্রব্য
ং সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

অপরাধে সাবধান যেই সুধী হয়।
অতিশীঘ্র কৃষ্ণে তার প্রেম উপজয় ॥
রাজা কহে যজমানিঞা ব্রাহ্মণের অন্নে।
হরিভক্তি নাশ যায় কহ কি কারণে ॥
সাধু কহে বিপ্র যজমানেরে বঞ্চিয়া।
নানাদেবপ্রসাদ শ্রাদ্ধ-আদি অন্ন লৈয়া ॥
পাক-আদি করি খায় যাথে ভক্তি যায়।
যেহেতু বৈষ্ণবে তাহা কভু নাহি খায় ॥
সেবা-অপরাধ নামাপরাধ কহি শুন।
যেহেতুক সাধন করিলে পুনঃপুনঃ ॥
প্রেম নাহি জন্মে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি নাহি হয়। *
নহে এক কৃষ্ণনামে প্রেম উপজয় ॥
সেবা-অপরাধ নামগ্রহণেতে যায়।
নাম-অপরাধে নরে নরক ভুঞ্জয় ॥
তবে যদি বল তার উপায় কি নাই।
উপায় আছয়ে কিন্তু অতিকৃচ্ছ্র তাই ॥
একান্ত জিহ্বায় যার সদা নাম বৈসে।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষেমেন তবে সে ॥
কোটি কোটি মহাপাপ নামাভাসে যায়।
অপরাধমাত্রে ভক্তিবাধাকে জন্মায় ॥
সেবা অপরাধ কহি শুনহ প্রথমে।
সদা সাবধান ইথে না জন্ময়ে প্রেমে ॥

সেবা-অপরাধ।

ভগবত-শাস্ত্রেতে করিয়া অনাদর।
অন্য অন্য শাস্ত্র শ্রবণাদিতে আদর ॥
ভগবত-বিগ্রহ-অগ্রে তাম্বূলচর্ব্বণ।
এরণ্ডপত্রেতে পুষ্প রাখিয়া অর্চ্চন ॥
আসুরকালেতে পূজা পীঠে তথা ভূমে।
বসিয়া পূজন নাহি করিবেক ভ্রমে ॥
স্নানকালে † বামহস্তে স্পর্শ না করিবে।
পর্য্যুষিত যাচিত বা পুষ্পে না পূজিব ॥
পূজাকালে ষ্ঠীবন নিজগর্ব্ব-প্রকাশন।
না করিব অর্দ্ধচন্দ্র-তিলক-ধারণ ॥
পাদ ধৌত বিনে নাহি মন্দিরে গমন।
না করিবে অবৈষ্ণবপক্ব নিবেদন ॥

* পাঠান্তরে—"কৃষ্ণ প্রাপ্তি নাহি হয়।"

কাপালিক কিংবা অবৈষ্ণব দরশন।
না করিবে পূজাকালে হবে সাবধান॥
মখাম্বু-জলেতে স্নান নাহিক করিব।
ঘর্মাক্ত দেহেতে তথা পূজা না করিব॥
রাজান্নভক্ষণ অন্ধকারে হরিস্পর্শ।
বিধি বিনে ভোজন পানীয় দান অর্শ॥
বাদ্য বিনে শ্রীমন্দিরদ্বার-উদ্‌ঘাটন।
কুক্কুরদৃষ্ট ভক্ষণীয়সামগ্রী অর্পণ॥
পূজাকালে মৌনভঙ্গ অন্যবাক্যব্যয়।
বিড়্মূত্রত্যাগ তৎকালীন না জুয়ায়॥
গন্ধ-মাল্যাদিক-দান-পূর্ব্বে ধূপদান।
অনর্হ পুষ্পেতে পূজা অদন্তধাবন॥
স্ত্রীসঙ্গ করিয়া দেহসংস্কারাদি বিনে।
রজস্বলা স্ত্রীর স্পর্শ সামগ্রী অর্চ্চনে॥
মৃতকস্পর্শ যে তথা সামগ্রী অদেয়।
রক্ত নীল মলিন অধৌত পরকীয়॥
বস্ত্র পরিধানে পূজাদিক না করিবে।
পূজাকালে মৃতকশরীর না হেরিবে॥
অধিক-উদ্বেগ-কালে অর্চ্চনকারণ।
পূজাকালে নহে আপন-মারুত-মোচন॥ *
ক্রোধ করা আর শ্মশান হৈতে আগমন।
কুসুম্ভ পিণ্যাক যুক্ † করিয়া ভোজন॥
তৈলাভ্যঙ্গ শরীরেতে অর্চ্চনকরণ।
হরির স্পর্শ হরির কর্ম্ম পাতকবহন॥
যানে চড়ি কিংবা পদে পাদুকাসহিত।
গমন ভগবত-গৃহে না হয় উচিত॥
উৎসব- অদর্শন অপ্রণাম তদগ্রত।
উচ্ছিষ্টে বা অশৌচে বা বন্দনাদি কৃত॥
একহস্তে প্রণাম বামে রাখি প্রদক্ষিণ।
পাদপ্রসারণ অগ্রে পর্য্যঙ্ক-বন্ধন॥
শয়ন ভোজন মিথ্যাভাষা উচ্চভাষা।
রোদনাদি অগ্রে যুদ্ধ অন্যজন মৃষা॥
নিগ্রহানুগ্রহ নরে ক্রূরভাষণ।
কম্বলাবরণ পর-নিন্দাদি-স্তবন॥

অশ্লীলভাষণ অধোবায়ু-বিমোক্ষণ।
মুখ্যকাল ত্যজি শক্তে পূজাদিক গৌণ॥
ভোজনপানাদি পর্ব ঔষধসেবন।
যৎকিঞ্চ অনিবেদিতমাত্রেতে ভক্ষণ॥
যে কালে যে ফল মূল-আদি অনর্পণ।
আযুক্তাবশিষ্ট ব্যঞ্জনাদিক প্রদান॥
পশ্চাৎ করিয়া বৈসে অগ্রের বন্দন।
তদগ্রেতে ইহা না করিব কদাচন॥
গুরুর অগ্রেতে শিষ্য মৌনে না থাকিব।
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিব॥
নিজযশকথন অন্যদেবতানিন্দন।
বত্রিশ অপরাধ এই শাস্ত্রের বচন॥

অথ নামাপরাধ।

সেবা-অপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন।
নামাপরাধেতে ধ্রুব নরকে গমন॥
তবে যদি একান্ত শরণ লয় নামে।
তবে ক্ষমা হৈতে পারে কভু কালক্রমে॥

অপরাধ যথা।

বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক্ ঈশজ্ঞান।
গুরুদেবে মানে যথা মনুষ্যসমান॥
বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র-আগম-নিন্দন।
নামে অর্থবাদ আর কুব্যাখ্যাকরণ॥
নামবলে পাপকর্ম্মে করয়ে প্রবৃত্তি।
নাম নূন জ্ঞানে * অন্য শুভকর্ম্মে মতি॥
অশ্রদ্ধালু জনে করে নাম-উপদেশ।
নামের মাহাত্ম্য শুনি না করে বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবের নিন্দা-আদি কিঞ্চিৎ-করণ।
নামে দশ অপরাধ এই বিবরণ॥
নামে ভগবানে হয় একুই সমান।
তথাপিহ শীঘ্র নাম করে ফলদান॥
এই দশ নাম-অপরাধের কারণ।
নাম কৃপা করি নাহি দেন প্রেমধন॥
অতএব অপরাধে হও সাবধান।
হরির নামেতে শীঘ্র লহগা শরণ॥

---

* পাঠান্তরে—"নহে পান মারুত ব্যজন।"

নাম মন্ত্রে অভেদ জানিও জপ ভাই। *
কলিকালে বিশেষত আর গতি নাই॥
"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব" যে ইত্যাদি করিয়া।
অনেক প্রমাণ হয় জগৎ ভরিয়া॥
কৃষ্ণদাসের মাত্র এই এক গতি হয়।
নাম বিনে আর কিছু নাহিক উপায়॥

অথ চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি।

গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্মজিজ্ঞাসা শিক্ষা সৎমার্গে গমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
দেহরক্ষামাত্র ত্যাগ অন্য অভিলাষ॥
একাদশীব্রত ধাত্রী-অশ্বত্থ-সেবন।
বিপ্র-গো-বৈষ্ণব-সেবা অপরাধ-বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণবসঙ্গ আর বহুশিষ্য ত্যাগ।
বহুশাস্ত্র ব্যাখ্যা হানিলাভেতে বিরাগ॥
অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব।
শোক-মোহ-ক্রোধাদির বশ না হইব॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-গুরু-নিন্দা না শুনিব।
গ্রাম্যকথা প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পূজা স্মরণ বন্দন।
পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন॥
নৃত্য গীত দণ্ডবৎ-নতি অভ্যুত্থান।
অনুব্রজ্যা ভগবানের গৃহেতে গমন॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ-আদি প্রসাদসেবন॥
আরাত্রিক-মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
প্রিয়বস্তুদান ধ্যান তদীয়সেবন॥
তদীয় যে চারি হয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তি-অঙ্গ।
তুলসী-সেবন-আদি বৈষ্ণব-সেবা-সঙ্গ॥
মথুরামণ্ডলে বাস শ্রীমদ্ভাগবত।
শ্রবণ কর্ত্তব্য সহ সজাতীয় সত॥

রসামৃতসিন্ধৌ—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥১

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মযাত্রামহোৎসব একান্তশরণ॥
কার্ত্তিকেশ্বরব্রত দৃঢ়নিয়ম কর্ত্তব্য।
যত্তেক কহিল সারাৎসার হয় সর্ব্ব॥
তার মধ্যে বিশেষ মহিমা পাঁচ অঙ্গে।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে যার অতি-অল্প সঙ্গে॥
সাধুসঙ্গ শ্রীল-ভাগবত-আস্বাদন।
মথুরামণ্ডলে বাস নামসঙ্কীর্ত্তন॥
শ্রীমূর্ত্তিসেবন শ্রদ্ধা-পিরীতি-পূর্ব্বক।
পঞ্চ সহ চতুঃষষ্টি ত্রৈলোক্যতারক॥
চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে নব অঙ্গ শ্রেষ্ঠ।
নব-অঙ্গ-আস্বাদন অধিক সুমিষ্ট॥

যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥২॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥৩॥

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন॥
আশ্রয় করিয়া এই নববিধা ভক্তি।
শ্রীকৃষ্ণে শরণ লও পরম যুকতি॥
কৃষ্ণ বিনে গতি নাই এ তিন জগতে।
বেদবিধি সর্ব্বশাস্ত্র সাধুর সম্মতে॥

শ্রীধরস্বামিপাদানাং—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা-
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।

রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদ গ্রহণ এবং সজাতীয়াশয় (সমবাসনাপরায়ণ), আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্নিগ্ধমূর্ত্তি সাধুর সঙ্গ,—ভজনের অঙ্গ॥১॥

বিষ্ণুর নাম-গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার চরণসেবন, পূজা, বন্দনা, দাস্য, তাঁহাতে সখ্য ও আত্ম-নিবেদন,—এই নবলক্ষণা ভক্তি পুরুষ কর্ত্তৃক যদি একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, তাহাকেই উত্তম অনুশীলন বলিয়া মনে করি॥২—৩॥

লোকসকল ... তাপিত হউন, পর্ব্বত

যজন্ত যাগৈর্বিবদন্ত বাদৈ-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥ ৪ ॥

নানা সিদ্ধি ঋদ্ধ্যাদি * তাবৎ চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেমগন্ধ না হৃদয়ে পৈশে যার ॥ †

মহাজনস্তু—
ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রযাতি ॥ ৫ ॥

গুণের সাগর হরি রূপের অবধি।
লীলায় রসময় প্রেমানন্দ-রসনিধি ॥
তাঁহারে না ভজি আর কাহারে ভজিবে।
কাহারে ভজিয়া আর কি ধন পাইবে ॥
প্রেমরত্নধন রাখ হৃদয়ে ভরিয়া।
কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া ॥
এ-হেন রত্নধন তাহা তেয়াগিয়া।
কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া ॥
ভজ ভজ কিশোরকিশোরী সুখময়।
ইহার অধিক আর কি ধন আছয় ॥
প্রেমের সম্পুটে ভরি রাখহ দোঁহায়।
ইহার অধিক ধন আর কি আছয় ॥
দেহ গেহ জীবনের আশা তেয়াগিয়া।
প্রাণ কর পণ সেই ধনের লাগিয়া ॥

যজ্ঞেতেই পতিত হউন, তীর্থাদিই পরিভ্রমণ করুন, আগমাদিই পাঠ করুন, যাগ-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করুন, কিংবা তর্কাশ্রয়ে বিবাদই করুন, শ্রীহরির সাহায্য ব্যতীত কেহই মৃত্যু-মুখ হইতে ত্রাণ পাইতে পারেন না। ৪ ॥

যে পর্য্যন্ত মধুরিপুর বশীকরণে সিদ্ধৌষধি-স্বরূপ প্রেমের গন্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সেই পর্য্যন্তই সিদ্ধিসমূহের দ্বারা সুসমৃদ্ধি বা বিজয়িতা, সত্যধর্ম্মসহ সমাধি, এবং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ চমৎকৃত করিতে পারেন। ৫।

* পাঠান্তরে—"নানা সিদ্ধ বিদ্যাদি।"

'দয়াল শ্রীকৃষ্ণ' একবার যেই কহে।
'প্রপন্নোঽস্মি তব' কায়-মন-বাক্য সহে ॥
তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে প্রতিজ্ঞা করিল।
বড়ই ভরসা নিজভক্তগণে দিল ॥

শ্রীরামায়ণে—
সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্গীতায়াং—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ২।

দুর্লঙ্ঘ্য দুরূহ মায়া দুষ্করতরণ।
হরির আশ্রয়মাত্রে করয়ে লঙ্ঘন ॥
এমন দয়াল ত্রিজগতে নাহি আন।
পুতনারে দিলা যেই মাতৃগতিদান ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—
অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৩ ॥

তাহাতে যে দেখহ বড়ই চমৎকার।
নীচ উচ্চ-জাতিভেদ না করে বিচার ॥
যেই ভজে সেই পায় চণ্ডাল কি যবনে।
সর্ব্বে অধিকারী হয় শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে ॥

"তোমারই হইলাম" বলিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়া যে জন প্রার্থনা করে, আমি সর্ব্বদা তাহাকে অভয় প্রদান করি; এই আমার ব্রত। ১।

আমার মায়া—দৈবী, গুণময়ী, দুরতিক্রম্য; আমার যাঁহারা শরণাগত হন, তাঁহারা এই মায়া হইতেও উত্তীর্ণ হন। ২।

অসাধ্বী পুতনা কালকূটপূর্ণ স্তনপান করাইয়া যাঁহাকে হনন করিতে গিয়াও (তাঁহার নিকট) ধাত্রীযোগ্যা গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তিনি ভিন্ন এমন দয়ালু কে আছেন—যাঁহার

শ্রীমদ্ভাগবতে—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ শকাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ১

নীরব হইয়া রাজা শুনিতে শুনিতে।
নয়নে গলয়ে ধারা চমকিত চিতে॥
গদগদ ভাবে বৈষ্ণবের পদ ধরি।
লোটাইয়া কান্দে রাজা ফুকরি ফুকরি॥
বৈষ্ণব হৃদয়ে লঞা আলিঙ্গন করি।
দোঁহে গলাগলি কান্দে সঙরি সঙরি॥
তবে রাজা সম্বরণ করিয়া বৈষ্ণবে।
করযোড়ে করে স্তুতি গদগদ ভাবে॥
বুঝিলাম আমার উদ্ধারহেতু হরি।
তোমা পাঠাইলা ভবসাগরের তরি॥
আমি মূঢ় না বুঝিয়া করিনু উপেক্ষা।
তুমি দয়াময় না ছাড়িয়া কৈলে রক্ষা॥
সাধুর স্বভাব হয় দয়ালু-হৃদয়॥
দীনহীন জন প্রতি সদাই সদয়।
অপরাধ যত সব ক্ষম মহাশয়।
এবে মোর গতি তার করহ উপায়॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিব।
একান্ত করিনু পণ এবে না ভুলিব॥
বৈষ্ণব কহেন তব পরম উপায়।
কহি তবে শুন যাথে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
শ্রীপাট মালিহাটী শ্রীমান্ আচার্য্যসন্তান।
তাঁ-সবার পাদাশ্রয় পরমকল্যাণ॥
সৎ-সম্প্রদা নিত্যসিদ্ধ তেঁহ সব হন।
আবির্ভাবমাত্র লোকনিস্তারকারণ॥
শ্রীচৈতন্যের নিত্যপারিষদ ঞিহো সব।
আশ্রয় করিলে সব হবে অনুভব॥
গুরুপদ-আশ্রয় কর্ত্তব্য সম্প্রদায়।
সম্প্রদাবিহীন দীক্ষা নিষ্ফলতা হয়॥
শ্রীমাধ্বী রুদ্র সনক হন চারি ব্যূহ।
বৈষ্ণবসম্প্রদা কৃষ্ণনিষ্ঠ-ভক্তিবহ॥

পাদ্মে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥ ১॥

অন্যত্র—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥ ২॥

ভক্তি-অধিকারী নহে সম্প্রদায়ী বিনে।
সম্প্রদায়ী বিনে যত দেখহ ভুবনে॥
কৃষ্ণনিষ্ঠ কেহ নহে ব্যভিচারী হয়।
কর্ম্ম জ্ঞান বিনে ভক্তিমর্ম্ম না বুঝয়॥
অন্য-উপাসক-স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে।
বিপর্য্যয় হয় সেই সংসার না তরে॥

পাদ্মে তথা নারদপঞ্চরাত্রে হরিভক্তি-বিলাসোক্ত—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।॥ ৩॥

সম্প্রদা সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর যে প্রসিদ্ধ।
যোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধুশাস্ত্রে সিদ্ধ॥
শ্রুতিপ্রবর্ত্তক ভাগবতপ্রবর্ত্তক।
যতিপ্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক॥
ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বমতের সম্প্রদা।
সর্ব্বত্র প্রকট হয় স্বস্বসিদ্ধিপ্রদা॥
শ্রীধরগোস্বামী ভাগবতের টীকায়।
সম্প্রদায়-অনুরোধ করিয়া লিখয়॥
সম্প্রদায়রক্ষাহেতু আচার্য্যের প্রতি।
স্থানে স্থানে হয়ে শিষ্যকরণের বিধি॥
শ্রীমান্ মাধবাচার্য্য-স্বামী ভাষ্যে স্থানে স্থানে।
সম্প্রদায়-অনুরোধ করিয়া বাখানে॥
অন্যপরে কা কথা যে ব্রাহ্মণভোজন।
সম্প্রদায়ী বিপ্রে করাইব যে বিধান॥

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক, যবন ও শকাদি জাতিগণ ও অন্যান্য পাপিগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রভাবিত বিষ্ণুকে নমস্কার করি। ১।

কলিকালে নিশ্চিত চারিটি ধর্ম্মসম্প্রদা হইবে। ১।

সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র, তাহা নিষ্ফল বলি জানিবে। ২।

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রগ্রাণে নিরয়গা হইতে হয়। ৩।

অতএব যার যেই নিজ সম্প্রদায়।
দীক্ষা-আদি করিব শ্রুতির বিধি হয়॥
ব্যত্যয় হইলে সেই কাযে না কুলায়।
পরিশ্রমমাত্র হিতে বিপরীত হয়॥
মহারাজ জয়সিংহ শ্রীবৃন্দাবনে।
ঠাকুর ছিনিয়া লৈলা অসম্প্রদায়ি-স্থানে॥
এ সকল বিবরণ বিশেষবিস্তার।
মনেতে আগ্রহ যদি হয় জানিবার॥
জয়সিংহ রাজার সংগ্রহগ্রন্থশূর।
জয়সিংহ-নাম গ্রন্থ অতি সুমধুর॥
প্রাচীন আর গ্রন্থ ভক্তিসিদ্ধান্তদীপিকা।
দেখিলে সন্দেহ যাবে অন্তর-করকা॥
বৈষ্ণবের উপদেশ পাইয়া রাজন।
আশ্রয় করিলা শ্রীমান্ আচার্য্যসন্তান॥
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্ররত্ন পাইয়া রাজার।
মন ডুবি গেল হৈল ভক্তি চমৎকার॥
যে চরণস্পর্শ হৈল তাহে কি আশ্চর্য্য।
কত কত মূঢ় যাথে হৈল মুনিবর্য্য॥
অচিরাতে হৈল রাজা মহাভাগবত।
গোবিন্দবিগ্রহসেবা কৈল নিজমাথ॥
এতেক যে রাজকর্ম্ম তথাচ যে মতি।
এক তিল শ্রীচরণে নাহিক বিগতি॥

যথা—

ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতাঃ
পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি।
সঙ্গীতবাদ্যলয়তালবশং গতাপি
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥ ১।

যে দেশে পণ্ডিত বিপ্র অবৈষ্ণব হন।
রাজা অবৈষ্ণব আর অনর্থকারণ॥
সে দেশ পাষণ্ডী হয় দানবসমান।
কৃষ্ণভক্তি নাহি হয় যাহাতে কল্যাণ॥

যে দেশে বৈষ্ণব রাজা প্রজায় সৌভাগ্য।
নতুবা পাষণ্ডী হয় পাইয়া কুমার্গ॥

পাদ্মে—

যদ্রাজ্যে ন নৃপঃ কার্ফো বিদ্বান্ বিপ্রস্তথৈব
তত্র পাষণ্ডিনো লোকা ভবন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
যদ্দেশে বৈষ্ণবো রাজা শাস্ত্রভূতসুরস্তথা।
স দেশঃ পরমশ্লাঘ্যঃ প্রজাশ্চ সুখিনোত্তমাঃ॥

কতেক দিবস-পরে বৃন্দাবন গেলা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের সেবা-সম্মান করিলা॥
জয়পুরে গোবিন্দের পোষাক যে ছিলা।
রাজা তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংসিলা॥
অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে যশ অতিশয়।
ঘোষয়ে সকল লোক বালবৃদ্ধচয়॥
পরে ব্রজভূম দয়া করিলেন তাঁরে।
সফল হইল শুভ আশাতরুবরে॥
তাঁহার চরণযুগে করি এই আশ।
কৃষ্ণদাসের ইথে যেন না হয়ে নৈরাশ॥
ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীরাজা-রবীন্দ্রনারায়ণ-র
চরিত্রবর্ণনং নাম অষ্টাদশ-মালা॥

ঊনবিংশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর

বুধুরি নিবাস রামচন্দ্র কবিরাজ।
শাস্ত্রোক্ত প্রশংসনীয় পণ্ডিত-সমাজ॥

মুকুন্দনিবিষ্টচিত্ত ধীর জন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়-কার্য্য পরিদর্শনে তৎপর থাকিয়াও, মোহ প্রাপ্ত হন না; যেমন নর্ত্তকী সঙ্গীত-বাদ্য-লয়-তালবশে নিযুক্ত থাকিয়াও, মস্তকস্থ কুম্ভ পরি-

যে রাজ্যে নৃপতি কৃষ্ণভক্ত এবং বিদ্বান্ না হন, সে রাজ্যের লোক পাষণ্ডী তদ্বিষয়ে সংশয় নাই॥ ২॥

যে দেশে রাজা বিষ্ণুভক্ত হন, এবং যে শাস্ত্রভূত, সেই দেশ পরম শ্লাঘ্য এবং প্র

শ্রীআচার্য্যপ্রভু নিজগৃহের সম্মুখে।
দুই চারি ভক্ত সহ কৃষ্ণকথাসুখে॥
বৃক্ষতলাতে বসি আছেন ঠাকুর।
বিভা করি রামচন্দ্র যান নিজপুর॥
প্রভুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে।
শিবিকা রাখিলা সেই বৃক্ষের তলাতে॥
বহু লোকজন নানা বাদ্যকর যত।
বিশ্রাম করিতে বৈসে সকল-সহিত॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গৌরবরণ।
সুদৃশ্য সৌন্দর্য্য যথা জিনিঞা মদন॥
প্রভুর নিকট হয়ে শিবিকায়ে বসি।
প্রভু হেরি নিজগণে কহে হাসি হাসি॥
এই যে পুরুষ হেনে সৌন্দর্য্য যে হয়।
কৃষ্ণদাস হয় যদি তবে সে শোভয়॥
পুনঃ কিছু খেদ-উক্তি কহেন ঠাকুর।
হাহা কি আশ্চর্য্য এই ভব মায়াপুর॥
যে স্ত্রীর সঙ্গ হয় নরক-দুয়ার।
সেই স্ত্রীর লাগি লোক করে হাহাকার
মহামহোৎসব করি মঙ্গল আচরে।
শুদ্ধ অমঙ্গলে মঙ্গলাচরণ করে॥
স্ত্রীসঙ্গে মহামত্ত আসক্ত হইয়া।
কৃষ্ণ না ভজিয়া বুলে সংসার ভ্রমিয়া॥
একেলা আছিল পুনঃ দুইজন হৈল।
সন্তান জন্মিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥
ভরণপোষণহেতু নানা ব্যবসায়।
নানাদুঃখে ফিরিয়া তাহাতে কাল যায়॥
সুখের লাগিয়া ফিরে দুঃখে কাল যায়।
কভু অপমান কভু রাজদণ্ড হয়॥
ধনলোভে নানাপাপ সঞ্চয় করিয়া।
সংসারে ভ্রময়ে আর নরক ভুঞ্জিয়া॥
এই দেখ বিবাহের এতেক উৎসাহ।
অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ।
গলে ফাঁস দিল মায়া তাহা না বুঝিয়া।
মঙ্গলাচরণ করে কৌতুক করিয়া॥
অমঙ্গলে শুভজ্ঞান সদাই করিয়া। *
উৎসাহ করয়ে জীব কৃতার্থ মানিয়া॥

কন্যা-সম্প্রদান কালে বরণ অঙ্গুরী।
অঙ্গুলিতে পরাইয়া দেয় কর ধরি॥
অঙ্গুরী সে নহে মায়া অধিকার ছাড়ি।
যায় পাছে দিল তার হাতে হাতকড়ি॥
বর-কন্যা করে দোঁহে মাল্য যে বদল।
মাল্য সেই নহে গলে দিল দৃঢ় জেল॥
শুভদৃষ্টি করে করি বস্ত্র-আবরণ।
শুভ নহে সেই হয়ে পিশাচী-ঈক্ষণ॥
হস্তে হস্ত সঁপে সেই মায়া অধিকারি।
রাক্ষসী মহসিল দিল নিজ অনুচরী॥
মায়া নিজ অধিকার করিয়া জীবেরে।
নানা বাদ্যোদ্যম্ করি মঙ্গল আচরে॥
শিবিকায় বসি রামচন্দ্র সব শুনি।
ঘৃণায় ধিৎকার করে আপনা আপনি॥
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বিবেক জন্মিল।
ঘরে গেলা কিন্তু মনে উৎসাহ না হৈল॥
দুই তিন দিন পরে কারে না কহিয়া।
প্রভুর নিকটে গেলা মনে বিচারিয়া॥
কান্দিয়া শ্রীআচার্য্য যে প্রভুর চরণে।
পড়িয়া কহেন কিছু কাতরবচনে॥
প্রভু মোরে কৃপা কর লইনু শরণ।
বিষয় কুসঙ্গে মোর জড়িত জীবন॥
অধম দুর্গতি মো দুঃশীল পাপাচার।
আমারে করহ দয়া ঘুচুক সংসার॥
এতেক কাকুতি তবে শুনি দয়াময়।
দয়া উপজিল তুলি লইল হৃদয়॥
প্রভু কহে চিন্তা নাহি কৃষ্ণ কৃপাময়।
অবশ্য করিব দয়া নাহিক সংশয়॥
তবে প্রভু তার সহ আলাপ করিতে।
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন চিতে॥
শাস্ত্রীয় বিচার প্রভু অনেক করিলা।
রামচন্দ্র তাহাতে সুপ্রতিপন্ন হৈলা॥
তুষ্ট হৈয়া প্রভু মনে করিয়া বিচার।
যোগ্যপাত্র বটে ভক্তিশাস্ত্র পড়াবার॥
এতেক ভাবিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দিলা শক্তি সঞ্চারিয়া॥
তৎক্ষণাত প্রেমানন্দে ভাসি মহাশয়।
ভাগবতশ্রেষ্ঠ হৈল মহান আশয়॥

*পাঠান্তরে—"অমঙ্গল শুভ সদাই মনেতে করিয়া।"

প্রভু অতি প্রীত কৈলা নিজ আত্মাতুল্য।
রামচন্দ্র জানে যেন রতন অমূল্য ॥
গুরুভক্ত এমন জগতে নাহি কোথা।
পরম আশ্চর্য্য তার শুন এক কথা।
একদিন প্রভু রাত্রে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
আঙ্গিনায় ফিরিতেছেন রামচন্দ্র সঙ্গে ॥
এক যে খড়ের বড় আছে আঙ্গিনায়।
প্রভু কহে রামচন্দ্র সর্প বুঝি হয় ॥
খড়-বড় বলি রামচন্দ্র তা জানেন।
প্রভুর আজ্ঞায় তাহা সর্পই দেখেন ॥
কহে যটে যটে প্রভু বড় সর্প হয়।
পুন প্রভু কহে নাহি খড়-বড় হয় ॥
সর্প ঘুচি পুন রামচন্দ্র দেখে বড়।
অর্জ্জুন যেমন পক্ষিচক্ষে মারে শর ॥
আর এক কহি শুন অপূর্ব্ব কথনে।
শ্রীরাধার কুণ্ডল খুঁজি দিলেন যেমনে ॥
একদিন প্রভু বৈসেন স্মরণ-মননে।
দেখে জলকেলি কৃষ্ণ করে গোপীসনে ॥
আপনিহ নিত্য নিজ গোপীদেহ মেলি।
আনন্দে দেখয়ে রাধাকৃষ্ণ-জলকেলি ॥
হেনকালে শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল।
খসিয়া পড়িল জলে হেরিয়া বিকল ॥
আর আর সখীগণে খুঁজিয়া না পাইলা।
প্রভু তবে খুঁজিবারে যমুনা নামিলা ॥
খুঁজিতে খুঁজিতে হেথা সপ্ত রাত্রি গেলা।
বাহ্য নাহি একাসনে বসিয়া রহিলা ॥
শ্রীমতী-গৌরাঙ্গপ্রিয়া-ঠাকুরাণী-আদি।
কান্দিয়া আকুল চক্ষে বহে জলনদী ॥
ভক্তবৃন্দ শতেক বীরহাম্বীর রাজন।
ব্যস্তসমস্ত সবে করয়ে ক্রন্দন ॥
সাত দিন-রাত্রি ধ্যানভঙ্গ না হইলা।
সভে কহে প্রভু বুঝি লীলা সম্বরিলা ॥
কান্দিয়া কহেন ঠাকুরাণী সবা-স্থানে।
প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাল জানে ॥
অতি প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ।
শীঘ্র তাঁহাকে ডাক নাহি কর ব্যাজ ॥
এইকালে রামচন্দ্র আসি উপনীত।
[illegible] দেখিয়া সবে হৈলা হরষিত ॥

তেঁহ কহে ব্যস্ত সবে হেতু কি ইহার।
সভে কহে প্রভুর আদ্যন্ত ব্যবহার ॥
রামচন্দ্র অষ্টাঙ্গ করিয়া প্রভুপদে।
বুঝিয়া যে অন্তর্বৃত্তি ভাসয়ে আনন্দে ॥
প্রভুর নিকটে বস্ত্র-আবৃত হইয়া।
ধ্যানস্থ হইলা বসি সমাধি করিয়া ॥
দেখেন যে প্রভু তবে যমুনার জলে।
শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল খুঁজি বুলে ॥
আপনিহ নিজ সিদ্ধদেহ আরোপিয়া।
প্রভু-সখীরূপা-সঙ্গে বেড়ান খুঁজিয়া ॥
খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদ্মপত্রতলে।
পাইলেন সেই কৃষ্ণপ্রিয় যে কুণ্ডলে ॥
দুই সখী কোলাকুলি পাইয়া আনন্দে।
পরাইলা গিয়া শ্রীমতীর গণ্ডচন্দ্রে ॥
প্রসন্ন হইয়া প্যারী তাম্বূলচর্ব্বিত।
দোঁহা-হস্তে দিলেন হইয়া আনন্দিত ॥
চর্ব্বিত তাম্বুল সেই দোঁহে হস্তে করি।
এ দেহেতে স্ফূর্ত্তি হৈল চমৎকারকারী ॥
বাহ্য হৈল দোঁহাকার তাম্বুলসহিত।
চারিদিকে ভক্তবৃন্দ দেখি চমকিত ॥
তাম্বূলের সৌরভেতে আমোদ করিল।
সকলেই প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইল ॥
তাম্বূল বাঁটিয়া সবাকারে প্রভু দিল।
প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইল ॥
ত্রিজগতে পরমদুর্লভ যে অমৃত।
যে অমৃত লাগি ব্রহ্মা-আদি ধরে ব্রত ॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শুভ চরণ-আশ্রয়।
অনায়াসে হৈল সবাকার শুভোদয় ॥
অতএব শ্রীল-রামচন্দ্র কবিরাজ।
আচার্য্য প্রভুর প্রিয় ভক্তরাজরাজ ॥
রামচন্দ্র-কবিরাজ-ঠাকুরের উক্তি।
অপূর্ব্ব শুনহ এক সুসিদ্ধান্ত যুক্তি ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গঙ্গাস্নানে যান।
স্নান-পূজা করিয়া চলিয়া আইসেন ॥
একত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেই গঙ্গাঘাটে।
স্নান করি শিবপূজা করে বসি তটে ॥
কবিরাজে তাঁহারা কহেন ক্রোধমনে।
পূজা কর শিবপূজা নাহি কর কেনে ॥

কবিরাজ কহেন শ্রীকৃষ্ণ বিনে আর।
কাহারে না পুজি এই হয় সদাচার॥
অনন্য ভাবেতে কৃষ্ণ ভজিতে উচিত।
গীতা ভাগবতে ইহা আছয়ে বিদিত॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ মর্ম্ম না বুঝিয়া।
রুষ্টভাবে কহে পুন হাত চালাইয়া॥
তোমার যে কৃষ্ণ শিব-আরাধনা করে।
শিব-আরাধনা নাহি করি সেব কারে॥
মহাতম-স্বভাব ব্রাহ্মণগণে হেরি।
কবিরাজ কহে কিছু যোড়হাত করি॥
মহাশয় শুন কিছু নিবেদন করি।
আমি মূর্খ শাস্ত্র কিছু বিচারিতে নারি॥
স্বাভাবিক এক ক্রম দেখি বিচারিনু।
উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ জানি শরণ লইনু॥
এতেক কহিয়া চারি শ্লোক পাঠ কৈলা।
ব্রাহ্মণগণেরা শুনি মউন হইলা॥

শ্লোক—

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ং
তথা সমতয়াস্তু বা বিধিহরাদি মূর্ত্তিত্রয়ম্॥ ১॥
বিলোক্য ভববেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমং
প্রণম্য শিরসা হি তৌ বয়মুপেন্দ্রদাস্যং শ্রিতাঃ॥২
প্রহ্লাদ-ধ্রুব-রাবণানুজ-বলি-ব্যাসাম্বরীষাদয়-
স্তে বৈ বিষ্ণুপরায়ণা বিধিভবপ্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ॥৩
যেঽন্যে রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্রক-বৃকাঃ
ক্রোকান্ধকাদ্যা অমী যদ্ভক্তা
ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥ ৪

শিবই বৈষ্ণব হউন—আর বিষ্ণুই শৈব হউন, অথবা বিধি বিষ্ণু শিব তিনটী মূর্ত্তিই এক হউন, আমরা শিব এবং ব্রহ্মাকে নত-শিরে প্রণাম করিয়া এবং উহাদের ভক্তদের মধ্যে ক্রম দেখিয়া বিষ্ণুরই দাসত্ব আশ্রয় করিলাম। প্রহ্লাদ ধ্রুব রামানুজ, বলি, ব্যাস এবং অম্বরীষ প্রভৃতি সকলেই বিষ্ণু ভক্ত সুতরাং অন্যান্য সকল দেবতারই প্রীতিভাজন এবং জগতের মঙ্গলবিধায়ক রূপে পূজিত হইয়াছেন।

শ্লোকার্থঃ।

শিব বিষ্ণু ভজু কিংবা বিষ্ণু শৈব হন।
কিংবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হন বা সমান॥
আমি নাহি জানি কিন্তু ইহাঁ সবাকার।
ভক্তের যে ক্রম দেখি করিনু বিচার॥
বিষ্ণু ভজনীয় বলি লইনু শরণ।
ভক্তের যে ক্রম তার শুন বিবরণ॥
হরির ভকত ধ্রুব ব্যাস বিভীষণ।
প্রহ্লাদাম্বরীষ বলি-আদি যত জন॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব সবাকার প্রিয়তম।
সর্ব্বদেবতার মাঝ প্রীয়মাণ সম॥
সর্ব্বগুণালয় সর্ব্বজনহিতকারী।
মঙ্গলস্বরূপ ভবসাগরের তরি॥
ব্রহ্মা-শিব-ভক্ত বাণ রাবণ পৌণ্ড্রক।
বৃকাসুর-আদি করি নরক ক্রোঞ্চক॥
কেহ যুদ্ধ চাহে নিজ-ইষ্টদেব-সনে।
কেহ নিজবল হইতে তুচ্ছ করি মানে॥
কেহ শিরে হস্ত দিয়া ভস্ম করিবারে।
ত্রিলোক ভ্রমায় নিজ ইষ্টদেবতারে॥
কেহ ত কৈলাস প্রভু হইতে চাহিল।
কেহ অনোচিত বাক্য গৌরীকে কহিল॥
কি আশ্চর্য্য যার ভক্ত তার নহে প্রিয়।
দমন করিলা বিষ্ণু করিয়া অসীম॥
জগতের বৈরী সর্ব্বজনবিঘ্নকারী।
ইহা দেখি আশ্রয় করিনু মুই হরি॥
অতএব হরি বিনে না দেখি উপায়।
মুকতি যে দূরে থাকু তম নাহি যায়॥
হরির ভকত মুক্তিপর্য্যন্ত না চাহে।
কেবল প্রভুর প্রেমানন্দে ভাসি রহে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে

অন্ধকাদি, ব্রহ্মাও শিবের ভক্ত হইলেও তঁ দেরই প্রিয় ছিলেন না সুতরাং শ্রীকৃ প্রীতিভাজন নহেন। তজ্জন্য তাহারা জগতের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥১॥

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের সাগর।
রসিক ভকত যাঁহা-সম নাহি আর॥
তাঁর শ্রীচরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
বড় আশা কৃষ্ণদাস আছয়ে করিয়া॥

চরিত্র শ্রীজগন্নাথ মাধবদাস।

জগন্নাথ মাধবদাস কৃষ্ণ-অনুরাগে।
অর্থ দারা পুত্র গৃহ সকলি তেয়াগে॥
নীলগিরিধামে সিন্ধুতীরে বাস কৈল।
একান্তী হইয়া সুখবাঞ্ছা তেয়াগিল॥
ভিক্ষা নাহি করে অযাচকবৃত্তি কৈল।
তিনদিন উপবাসে অমনি রহিল॥
দয়ালু শ্রীজগন্নাথ উৎকণ্ঠা হইয়া।
লক্ষ্মীরে পাঠান প্রভু যতন করিয়া॥
রাত্রে শয়নের কালে সোণার থালীতে।
নিত্যানি লাগয়ে ভোগ আছে নিয়মিতে॥
সেই অন্নথালী হাতে ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
গেলেন লইয়া মাধবদাসের কোঠরি॥
ঝলমল অঙ্গে নানা মণি-অভরণ।
ঝমঝম শব্দ তাহে কর্ণরসায়ন॥
বিদ্যুতের ন্যায় সাধু দেখি চমকিত।
থালী রাখি ঠাকুরাণী হৈলা অন্তর্হিত॥
ক্ষণেক ভাবিয়া সাধু স্থির কৈল মন।
বুঝিলাম ইহ জগন্নাথের করণ॥
স্বর্ণথালী প্রসাদ শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
আনিলেন কৃপা করি উপবাসী জানি॥
ভাবাবেশে সাধু মহাপ্রসাদ পাইয়া।
থালীখানি বাহিরেতে রাখিলা ধুইয়া॥
হেথা প্রাতঃকালে স্বর্ণথালী না পাইয়া।
পাণ্ডাগণ চতুর্দ্দিকে না পায় * খুজিয়া॥

পরস্পর চোর বলি কলহ করিয়া।
মধিবদাসের স্থানে পাইল যাইয়া॥
এই চোর কেমতে আনিল চুরি করি।
ইহা কহি বান্ধি আনে বেত্রাঘাত করি॥
সাধু চুপ করি রহে কিছু না কহয়।
যতেক নিগ্রহ প্রভু পিঠ পাতি লয়॥
আদেশ করিলা প্রভু সেবকগণেরে।
উহারে যে মারিলে সে লাগিল আমারে॥
মোর পিঠ ফুলিয়া রহিল বেত্রাঘাতে।
থালী পাঠাইনু মুই অন্নের সহিতে॥
পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিলা জগন্নাথ।
শুনি হাহাকার করি শিরে হানে হাত॥
হেন প্রিয়পাত্রে যত নিগ্রহ করিনু।
জগন্নাথে বান্ধিল যে ইহা না জানিনু॥
পরিহার করিল অনেক সাধু-স্থানে।
নিন্দা আর স্তুতি তাঁর একুই সমানে॥
সেই হৈতে মাধবদাসের যে প্রভাব।
প্রকাশ হইল কৈল লোকে অনুভব॥
মাধবদাসের পীড়া হৈল আমাশয়।
বালুর উপর গিয়া পড়িয়া রহয়॥
জল আনিবার শক্তি নাহিক শরীরে।
জগন্নাথ দেখি দুঃখ হইল অন্তরে॥
ছদ্মরূপে জলপাত্র লইয়া আপনি।
জল উঠাইয়া দেন দয়াল গুণমণি॥
মাধব কহেন তুমি কে বট আপনি।
কাঙ্গালেরে এত দয়া কিবা স্বার্থ মানি॥
তেঁহ কহে অন্য নহে মুই জগন্নাথ।
দুঃখ দেখি আইনু তব ধোয়াইতে হাত॥
মাধব কহেন তব এ ত অনোচিত।
হেন কর্ম্ম কেনে কর যাহাতে অনীত॥
রত্নসিংহাসনে বৈস দেবনরে সেবে।
কত রাজা দ্বারে খাড়া রহে ভৃত্যভাবে॥
আমি নীচ কাঙ্গাল যে আমারে সেবিতে।
কেমতে আইলা নিজ ঈশ ধোয়াইতে॥
লোকে শুনি পরিহাস ইহাতে করিবে।
লক্ষ্মীঠাকুরাণী যে এখনি লজ্জা দিবে॥
জগন্নাথ কহে নিন্দা লজ্জা হয় হব।

মুনিগণ, শ্রীহরির এইরূপ গুণ দেখিয়া তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ১।

সাধু কহে নিন্দা কেনে স্বীকার করহ।
পীড়াই আমার নহে ভাল করি দেহ॥
পীড়াশান্তি সাধুর যে তাৎপর্য্য নহে॥
পাছে জগন্নাথে কেহ নিন্দাবাক্য কহে।
এই ভয়ে সাধুর প্রেমের রীত হয়॥
শুদ্ধ মাধুর্য্য তার নিষ্কাম ভাবাশয়॥
পুরীর ভিতরে একদিন মাধোদাস।
রাত্রিযোগে রহে শীতকাল মাঘমাস॥
শীত লাগে বুঝিয়া স্নেহেতে জগন্নাথ।
অঙ্গ হৈতে উড়াইয়া দিলা সকলাত॥
প্রাতঃকালে দেখে সবে মাধবের গায়।
সকলাত বহুমূল্য শ্রীঅঙ্গের হয়॥
বুঝিল সবাই জগন্নাথ পরাইল।
ভয়ে পাণ্ডাগণ কেহ কিছু না কহিল॥
উঠিয়া দেখয়ে গায় অপূর্ব্ব বসন।
টান মারি ফেলিলা না কৈলা বস্তুজ্ঞান॥
যদি বল কেহ অপ্রাকৃত সে বসন।
টান মারি ফেল দিলা হইল কেমন॥
শুদ্ধমাধুর্য্য ভাব প্রেমাকারাকার।
হেন দশা যার সে বিচার কোথা তার॥
মাধোদাস-জগন্নাথে শুদ্ধ সখ্যভাব।
মমতা কৌতুক সদা যাতে অনুভাব॥
একদিন বড়ই কৌতুক হৈল শুন।
জগন্নাথ মাধোদাসে কহে পুনঃপুন॥
সত্যবাদী গোপালের বাগে চল যাই॥
চুরি করি দুজনে কাঁঠাল গিয়া খাই॥
মাধব কহেন ভাই আমি তো না যাব।
যাইতে হয় তুমি যাও মানা না করিব॥
স্বাভাবিক স্বভাব মাধব সাধুত্তম॥
উহারে আইসে বহু রকম-সকম॥
মাধব একান্ত নাহি যাইতে চাহিলা।
চল চল বলি তাঁরে ধরি নিয়া গেলা॥ *
সলাপ মারিয়া দোঁহে বাগিচাতে গেলা।
বড় এক সুপক্ক কাঁটাল নামাইলা॥
খাইবার উদ্‌যোগ করিতে দুইজনে।
চোর আইল বাগানে জানিল মালিগণে॥

ধর ধর করি সবে ছুটিয়া চলিল।
তাহা শুনি জগন্নাথ আগে পলাইল॥
মাধব উদাররীত বসিয়া রহিল॥
তাঁরে গিয়া মালিগণ ধরিয়া বান্ধিলা।
মালিগণ তাঁহার মহিমা নাহি জানে।
কাঁটাল সহিত তাঁরে পাকড়িয়া আনে॥
তেঁহ কহে মুই চোর কভু নহি ভাই।
চোর যে তাঁহারে চল দেখাইয়া দেই॥
জগন্নাথ জোরাবরি আনিল আমারে।
দেখাইয়া দেই চল বান্ধি আন তাঁরে॥
সঙ্গেতে আনিয়া মোরে শঠতা করিয়া।
আপনি পলায়া গেল মোরে বান্ধাইয়া॥
ধৃষ্ট শঠের কর্ম্ম দেখ দেখি ভাই।
আপনি হইল সাধু আমারে বান্ধাই॥
দেখাইয়া দিই চল আনহ বান্ধিয়া।
কাঁঠালের দাম লহ তাঁহারে ধরিয়া॥
প্রতীত না হয় যদি তবে দেখসিয়া।
পলাইতে তাঁর বস্ত্র রহিল পড়িয়া॥
কাঁটাঝোড়ে পিতাম্বর বসন পাইবে।
জগন্নাথ চোর কি না প্রতীত হইবে॥
মালিগণ কহে একি প্রলাপ কহয়।
চুরি করি চোর জগন্নাথেরে দেখায়॥
প্রাতে পাণ্ডাগণ সব আসিয়া দেখিয়া।
হাহাকার করি দিলা বন্ধন খুলিয়া॥
সাধুস্থানে পুনর্ব্বার বৃত্তান্ত শুনিয়া।
চমকিত হৈলা সবে আশ্চর্য্য মানিয়া॥
শ্রীঅঙ্গের উত্তরীয় বস্ত্র কিছুদূরে।
পড়ি গেলা পলাইয়া যাইতে সত্বরে॥
উঠাইয়া নিয়া আসি পুলক অন্তরে।
অনেক কাঁঠাল নারিকেল ভারে ভারে॥
পাঠাইয়া দিল জগন্নাথের নিকটে।
তৎক্ষণাত এ কৌতুক গ্রামে গ্রামে রটে॥
ক্রোধান্বিত হইয়া মাধব শীঘ্র গিয়া।
জগন্নাথে কহে বহু ভর্ৎসনা করিয়া॥
হাঁরে চোরা ধৃষ্ট দুষ্ট শঠ লম্পটিয়া।
তুই চুরি করি আইলি মোরে বান্ধাইয়া॥
চোরা যে স্বভাব তোর আছে পূর্ব্ব হৈতে।
ননীচোর বলি খ্যাতি আছয়ে জগতে॥

* পাঠান্তরে—"হাত ধরি নিলা"।

নারীচোর মনচোর প্রসিদ্ধ যে হয়।
কাঁঠালতস্কর বলি আর হৈল তায়॥
হায় হায় কি সহজ সুমাধুর্য্য ভাব।
গাঢ়প্রেম যথা তথা এই মিষ্ট স্তব॥
গালি নহে সেই বেদস্তুতি হৈতে শ্রেষ্ঠ।
বেদস্তুতি আপনারে মানয়ে কনিষ্ঠ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ'সন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥"
এতেক ভৎ'সন শুনি হাসে জগন্নাথ।
আনন্দে মগন হয়ি উল্লসিত গাত॥
কতক-দিবস পরে মনে কিছু হৈল।
বৃন্দাবন দরশনে উৎকণ্ঠা জন্মিল॥
শ্রীমন্ জগন্নাথ-আজ্ঞা লইয়া চলিলা।
পথে নিজশিষ্য এক স্ত্রীর গৃহে গেলা॥
ভকতিপূর্ব্বক নারী বহু সেবা কৈলা।
পরে তথা হৈতে উঠি গমন করিলা॥
জগন্নাথ সুকুমার চলে সাধুসনে।
পাছে পাছে চলে সদা তেঁহ নাহি জানে॥
উঠিয়া-যাওন-কালে নারী তা দেখিল।
অপূর্ব্ব বালক দেখি চমৎকার হৈল॥
গুরুকে পুছয়ে আহা হেন সুকুমার।
কোথা হৈতে আনিলে এ ছাওয়াল কাহার।
আহা মরি হেন রূপ হেন সুকুমার।
হাঁটাইয়া কেমনে আনিলে সমিভ্যার॥
মাধব শুনিয়া কিছু চমকিতা হৈলা।
অন্তরে বুঝিয়া কিছু বাক্য না কহিলা॥
চলিয়া গেলেন পথে লয় কৃষ্ণনাম।
কতদিন উত্তরিলা বৃন্দাবন-ধাম॥
বৃন্দাবন-দরশনে ভাসে প্রেমানন্দে।
হাসে গায় নাচে সাধু ভূমে পড়ি কান্দে॥
সর্ব্বলীলাস্থান মদনমোহন গোবিন্দ।
দরশন করিয়া বাড়য়ে প্রেমানন্দ॥
শ্রীল-নিধুবনে শ্রীমান্ বঙ্কবিহারী।
হেরিয়া মোহিত হৈল রূপের মাধুরী॥
বিরক্ত শ্রী-স্বামি-হরিদাস সেবা করে।
কত বা প্রণয় আর কত বা আদরে॥

হেরিয়া মাধব দাস চমকিত হৈলা।
প্রেমানন্দে মগ্ন সাধু নাচিতে লাগিলা॥
কতক্ষণ নৃত্য-গীত-আদি তথা করি।
যমুনার তীরে গেলা প্রেমাব্ধি সম্বরি॥
কিছুই না মিলে সাধু রহে উপবাসী।
পরদিন যমুনার তীরে আছে বসি॥
কতগুলি চনাভাজা কেহ আনি দিলা।
বঙ্কবিহারীকে তাহা ভোগ লাগাইলা॥
প্রসাদ পাইয়া তাঁহা বসিয়া আছেন।
কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গান করিছেন।
হোথা নিধুবনে বঙ্কবিহারীর ভোগ।
স্বামী হরিদাস কৈল নানা উপযোগ॥
মিষ্টান্ন পক্বান্ন ব্যঞ্জনাদি কত।
দশদণ্ডমধ্যেতে প্রস্তুত হৈল যত॥
সম্মুখে বিহারীজীর ধরিলেন আনি।
দুয়ার মুদিয়া দিলা যেমন নিত্তানি॥
নিয়মিত দুই দণ্ড ভোজন করেন।
তবে দ্বার খুলি গিয়া আচমনী দেন॥
ভোজন করিলে পরে শ্রীহস্তপরশে।
পরিপূর্ণ হয় পুন সবাই দরশে॥
কিন্তু নিতি ভোজনের চিহ্ন কিছু থাকে।
আর কেহ নাহি বুঝে স্বামী মাত্র দেখে॥
সে দিন না দেখি তাহা মনে হৈল দ্বিধা।
বড়ই উদ্বিগ্ন চিত্তে জনমিল বাধা।
করযোড় করিয়া বিহারিজীর আগে॥
পুছেন শ্রীহরিদাস অতি অনুরাগে॥
কেনে আজি নাহি খাও কি বিঘ্ন হইল।
বিহারী কহেন মোর ক্ষুধা না জন্মিল॥
জগন্নাথী-মাধোদাস যমুনার তীরে।
খাওয়াইলা চনাভাজা অপূর্ব্ব আমারে॥
তাহাতে ভরিল পেট ক্ষুধা নাহি লেশ।
উদরস্পন্দন তাতে হইল বিশেষ॥
এত শুনি স্বামী তবে মুচকি হাসিলা।
বাহিরে আইলা আর কিছু না কহিলা॥
হরিষ বিষাদ মনে দুই উপজিল।
না খাইল বলি তাহে বিষাদ জন্মিল॥
হর্ষ হৈল দেখিতে কেমন ভক্ত সেই।
চনা খাওয়াইয়া তৃপ্তি জন্মাইল যেই॥

অন্তরে আনন্দ বাহেতে ক্রোধের ন্যায়।
চেলাগণে স্বামী তবে ডাকিয়া কহয়॥
ধীরসমীরে মাধবদাস যে কে বটে।
ধ্যান করয়ে বসি যমুনার তটে॥
শীঘ্র আনহ তারে বিহারী কহিল।
চনা খাওয়াইয়া তেঁহ পেট ফুলাইল॥
এত শুনি চেলাগণ ধাইয়া চলয়।
সাধুরে যাইয়া সবে ঘেরিয়া পুছয়॥
কোন জন মাধোদাস কার নাম হয়।
তেঁহ কহে মাধোদাস মুই হয় হয়॥
চেলাগণে কহে তবে এখনি উঠহ।
আজ্ঞা শ্রীবিহারিজীর শীঘ্র চলহ॥
এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দিত-হিয়া।
পুলক হইল অঙ্গ চলিল ধাইয়া॥
নিধুবন গিয়া হেরি মধুর মূরতি।
প্রেমানন্দসাগরে ভাসয়ে মহামতি॥
হরিদাস-স্বামী বহু সম্মান করিয়া।
বসাইলা সম্মুখেতে আনন্দিত হিয়া॥
অনিমিখে আপাদমস্তক নিরখয়।
এই যে মহানুভাব ইহাঁর হৃদয়॥
কৃষ্ণ নিরন্তর বাস করয়ে নিতান্ত।
কৃষ্ণ বশীভূত হন ইহাঁর একান্ত॥
এতেক ভাবিয়া সাধু মুচকি * হাসিয়া।
কহেন শ্রীমাধোদাসে শেলেষ করিয়া॥
চনা খাওয়াইয়া তুমি পেট ফুলাইলে।
মিষ্টান্ন পক্বান্ন কিছু খাইতে না দিলে॥
পীড়া জন্মাইলা দেহে উদগার উঠিছে।
অই দেখ মিষ্টান্নাদি পড়িয়া রহিছে॥
সেই চনা-ভাজাতে বা না জানি কতেক।
আস্বাদ আছিলা যাতে পিরীতি এতেক॥
তোমার গুণেতে চনা অমৃত হইল।
এতেক মিষ্টান্ন দ্রব্য যেহেতু তেজিল॥
শুনিতে শুনিতে তবে শ্রীমাধবদাসে।
ফ্যাল ফ্যাল করি চাহে অদভুত রসে॥
একবার চাহে শ্রীবিহারিজীর পানে।
আরবার নিরখয়ে স্বামিজী-বদনে॥
চনা ভোগ দিল প্রাতে স্মরণ হইল।
বুঝিলা যে সেই চনা খাইয়া বিহারী।
প্রকাশ করিয়া কহে হৈল পেট ভারি॥
শুনিয়া কাহিনী সাধু মূর্চ্ছাগত হৈল।
আপনারে ধিৎকার যে করিতে লাগিল॥
ধিক ধিক মোরে হেন কমলবদনে।
চনা খাওয়াইনু কিছু দয়া নৈল মনে॥
ক্ষীর-সর-ননী যেই মুখে না রোচয়।
সে বদনে চনা খাওয়াইতে কি জুয়ায়॥
দরদর ধারা বহি পড়ে দুনয়ানে।
হরিদাস-ঠাকুর প্রশংসেন মনে মনে॥
এই যে মহান্ত ঞিহো বড় অধিকারী।
ইহাঁর সমান নাহি দেখি জগ ভরি॥
পুলক হইয়া স্বামী আলিঙ্গন করি।
দোঁহে প্রেমানন্দে কান্দে দোঁহে কণ্ঠ ধরি॥
তবে স্বামী তাঁরে রাখি দিন দুই তিন।
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করে রাত্রিদিন॥
শ্রীমান মাধবদাস তথা হৈতে গিয়া।
শ্রীমদ-ভাণ্ডীর বট দর্শন করিয়া॥
ভাণ্ডারবনেতে এক উচ্চ টিলা হয়।
তাহার উপরে ঘরদ্বারাদি আছয়॥
তথায় আছয়ে এক ব্রহ্মচারী বেশে।
নিকৃষ্ট স্বভাব নাহি জানে ভক্তিলেশে॥
তণ্ডুল গোধুম ঘৃত গুড় চিনি-আদি।
ঘরভরা আছয়ে যেমন রাখে মুদি॥
অতিথি বৈষ্ণবে এক রতি নাহি দেয়।
চাহিলে মারিতে ধায় আপনি না খায়॥
দড়ির শিকলি-সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া।
উপর হইতে পুন উঠায় টানিয়া॥
সেই টিলাতলে সাধু রহিলা পড়িয়া।
কৃষ্ণনামপ্রেমরসে পুলকিত হিয়া॥
উপর হইতে সেই ব্যক্তি ফুকারয়।
কেরে বেটা উঠিয়া যা না রহ এথায়॥
পুনঃপুন গালি বলি পাড়িতে লাগিলা।
সর্ব্বজ্ঞ মাধব তার স্বভাব বুঝিলা॥
সাধুর স্বভাব হয় দয়ার সাগর।
প্রতিজ্ঞা একান্ত যার পর-উপকার॥
মনেতে চিন্তিলা এই মূঢ় অভাজন।
[illegible]

এত ভাবি হঠাৎকার চড়িলা উপরে।
দেখে নানাসামগ্রী আছয়ে থরে থরে॥
তারে প্রীতবাক্যে সাধু বুঝাইতে চাহে।
নাহি শুনে তাহা গালি পাড়ি যাইতে কহে॥
দেখিলেন সাধু পাত্র নহে বুঝাবার।
বিচারিলা আর কিছু উপায় তাহার॥
টিলা হৈতে নামিয়া চলিলা মহাশয়।
যতেক সামগ্রী তার ঘরেতে আছয়॥
কীড়াময় হইল সব ব্যাপে ঘরদ্বার।
হেরিয়া কান্দয়ে সেই করিয়া ফুৎকার॥
ধাইয়া যাইয়া পড়ে সাধুর চরণে।
মহাশয় মোর সর্ব্বনাশ কৈলে কেনে।
খাইতে আমার ঘরে কিছু না পাইলে।
বুঝি সেই কোপে সব কীড়া পাড়াইলে॥
আইস ফিরিয়া পুন ভাল করসিয়ে।
অর্দ্ধেক তোমারে দিব কহিনু নিশ্চয়ে॥
মহাশয় শুনি তাহা মুচকি হাসয়।
বিনয় করিয়া পুন তাহাকে কহয়॥
ভাল হবে তবে যদি শুন মোর কথা।
তেঁহ কহে অবশ্য যে নাহিক অন্যথা॥
সাধু কহে তুমি নিজে হও একামাত্র।
নাহি তব পিতা-মাতা নাহি কন্যা-পুত্র॥
সঞ্চয় করহ তুমি কাহার লাগিয়া।
অতিথি বৈষ্ণবে কেনে না দেও বাঁটিয়া॥
বৃথা কেনে কালক্ষেপ বসিয়া করহ।
শ্রীকৃষ্ণচরণ কেনে নাহিক ভজহ॥
সাঙ্খ্য আধ্যাত্মিক যোগ-আদি শুনাইলা।
শ্রীকৃষ্ণভজনতত্ত্ব পশ্চাতে কহিলা॥
প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইয়া ভক্তিতত্ত্ব।
পশ্চাত কহিলা যাতে পরম মহত্ত্ব॥
যদ্যপি বৈরাগ্য ভক্তি-অঙ্গ নাহি হয়।
তথাপিহ ঈষত-উপযোগিতা-সহায়॥
যেহেতুক প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইলা।
পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে পশিলা॥
শুনিতে শুনিতে তার মন ফিরি গেল।
সাধুসঙ্গ-কল্পবৃক্ষ তৎক্ষণে ফলিল॥

সেইক্ষণে জন্মিল শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগ।
তদগত মানস হৈল সব করি ত্যাগ॥
মহাজন যে কহিল ইহার প্রমাণ।
তাহা কহি শুন ইথে কর অবধান॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
তবে শ্রীমাধবদাস শ্রীবৃন্দাবন।
পুন চলে নীলাচলচন্দ্রের চরণ॥
কতোক দূরেতে তার আছে এক শিষ্য।
কৃষ্ণপরায়ণ সেই পরমরহস্য॥
সেই গ্রামে গিয়া পরম্পরা লোকদ্বারে।
শুনিলা তাহার যশ আনন্দ অন্তরে॥
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবানন্দে কাল যায়।
রাত্রে সব বৈষ্ণব গিয়া তথাই মিলয়॥
হরিসঙ্কীর্ত্তন নৃত্যগীত গ্রন্থপাঠে।
প্রতিদিন এইমত করি নিশি কাটে॥
এতেক শুনিয়া সাধু তাহা দেখিবারে।
উৎসাহ হইল কিন্তু মনেতে বিচারে॥
প্রকাশ-রূপেতে গেলে আমারে লইয়া।
উৎসব করিবে নানা সে সব ছাড়িয়া॥
অতএব মুই কোন ছদ্মভাব করি।
যাইয়া তাহার গৃহে সে আনন্দ হেরি॥
এতেক চিন্তিয়া সাধু গেলা সন্ধ্যাঅন্তে।
যেসময় সঙ্কীর্ত্তন করে সব সন্তে॥
কিছুদূর আঙ্গিনাতে বসি মহাশয়।
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরঙ্গ আনন্দে শুনয়॥
সে সবসুরঙ্গ দেখি লোভ জনমিল।
প্রতিদিন শুনিবার উপায় সৃজিল॥
সঙ্কীর্ত্তন বিরামেতে বিশ্রামের কালে।
নিজ সেই শিষ্যস্থানে গিয়া কিছু বলে॥
কাঙ্গাল হই যে মুই কেহ মোর নাই।
পেটের নিমিত্ত মাত্র ফিরিয়া বেড়াই॥
আপনে যদ্যপি রাখ তবে থাকি হেথা।
কিছুই না চাহি মাত্র চাহি পেটভাতা॥
গরুর সেবায় মোরে নিযুক্ত করহ।
অনুগ্রহ করি মোরে যদ্যপি রাখহ॥
তেঁহ বলে ভাল ভাল তবে ত থাকহ।

তবে তারে গো-সেবায় অন্য যে মহলে।
নিযুক্ত করিয়া তবে রাখে কুতূহলে॥
মহা-অনুভব সিদ্ধ শ্রীমাধবদাস।
ছন্নরূপে শিষ্যগৃহে করি অপ্রকাশ॥
রহিলেন ভক্তিরঙ্গ দেখিবার আশে।
যাহা শুনি সাধুগণের হৃদয় উল্লাসে॥
হাহা কিবা আর্ত্তি তাঁর বলিহারি যাই।
না জানি বা কৃষ্ণরস কেমনি বা সেই॥
তাঁহার যে শিষ্য সেই কেমনি বা হয়।
যাহার সদ্‌গুণেতে মজিলা মহাশয়॥
মো-সবার সে গুণের বিন্দু না স্পর্শিল।
ধিংকার এদেহে কোন্ বিধি সিরজিল॥
হায় হায় ধিক ধিক ছিছি থুথু থুথু।
আমা-হেন মহাপাতকীর মুখে গু॥
বরঞ্চ যে পশুজন্ম আমা হৈতে ভাল।
কে মোর পাষাণ দিয়া হিয়া নিরমিল॥
পশু যে অজ্ঞান কিন্তু অপরাধহীন।
কৃষ্ণনাম শুনি বস্তুশক্ত্যে হয় ত্রাণ॥
অপরাধী জানিয়া যে মো-হেন পশুরে।
প্রেমদান দূরে রহু সংসার না তরে॥
কিছু না বুঝিনু ভক্তিমর্ম্ম না জানিনু।
হেন যে সুধার সিন্ধু কণা না স্পর্শিনু॥
কেমন কঠিন করি কেমন বিধাতা।
নিরমিল এই দেহ সৃষ্টির অন্যথা॥
ইহার উপায় নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
এক দয়াময় মাত্র শ্রীচৈতন্য বিনে॥
তাঁহার অভয়পদ করিলাম সার।
তেঁহ বিনে নাহি দেখি এ দুঃখের পার॥
তেঁহ কি করিবে দয়া হেরি মুই ছার।
যে করুন তাঁহার চরণে দিনু ভার॥
ভরসা করিনু তাঁর যে করে বিচার।
হইবে কপালে তবে যে থাকে আমার॥
তবে শ্রীমাধবদাস গো-সেবার ছলে।
একমাস রহি সেই কৌতুক নেহালে॥
আর এক শিষ্য তথা আইল মাধবের।
দুই পরমার্থ-ভাই মিলে বের বের॥
দুই তিন দিন সাধু রহি তাঁর ঘরে।
একদিন গেলা সাধু গোয়াল- দুয়ারে॥
দেখে গিয়া এক ব্যক্তি মুদ্রিত নয়ান।
দরদর ধারা চক্ষে করয়ে ধেয়ান॥
কৃশাঙ্গ মলিন যেন কাঙ্গালের প্রায়।
অন্ধকার গোহালেতে বসিয়া ধেয়ায়॥
বিস্ময় হইয়া তথা পুছে কোন লোকে।
সে কহয়ে হেথায় রাখাল মিনুসা থাকে॥
মনে ভাবে রাখালের হেন কি চরিত্র।
বাহ্য নাহি প্রেমজলে পূরিত দু'নেত্র॥
শুন ইয়া ধীরে ধীরে নিকট যাইয়া।
মুখে নাহি সরে বাণী আকৃতি দেখিয়া॥
নিজগুরু শ্রীমাধবদাসের আকৃতি।
যেমন আকৃতি দেখে তেমন প্রকৃতি॥
অথচ রাখাল হেথা আছে গো-সেবায়।
বড়ই হইল ভ্রম স্থির নাহি হয়॥
তটস্থ হইয়া গিয়া কহয়ে ভায়েরে।
হের আইস দেখ দেখি কে গোহালি-ঘরে॥
তেঁহ কেহ কহ কেটা দেখিলে কাহারে।
বড় যে চঞ্চল তুমি কি হেতু কহ মোরে॥
তেঁহ কহে ভাল তাহা কহিব পশ্চাতে।
আগে নিরখহ আসি গোহালি-ঘরেতে॥
চমকিত হইয়া ধাইয়া তথা গেলা।
দেখিয়া তাঁহারে গিয়া কাষ্ঠবত হৈলা॥
মুখে নাহি সরে বাণী মনে ধকধকি।
গুরু যে আমার একি চমৎকার দেখি॥
গোলমাল দেখি সব লোক জমা হৈল।
পরস্পর কি কি বলি ফুকার পড়িল॥
তবে সাধু নিজগুরু শ্রীমাধব দাস।
জানিয়া কহয়ে হাহা একি সর্ব্বনাশ।
হেন ছন্নরূপে কেনে করিলে এ কর্ম্ম॥
ইহার কারণ কিছু নাহি জানি মর্ম্ম॥
এত কহি মহাশয়ের চরণ ধরিয়া।
দাবিতেই বাহ্য হৈল চাহে চমকিয়া॥ *
দেখে শিষ্যগণ কাছে বহু জনরব।
লজ্জিত হইয়া সাধু মুখে নাহি রব॥
শিষ্য চরণেতে পড়ি অষ্টাঙ্গ হইয়া।
কান্দে উচ্চনাদ করি ভূমে গড়ি দিয়া॥

---

* পাঠান্তরে—"দাসের হইল বাহ্য চমকি চাহিল।"

কেনে প্রভু এত বিড়ম্বন কৈলে মোরে।
হেন কর্ম্ম কেনে কৈল কি তব অন্তরে ॥
যদি ভৃত্য অপরাধী হয় শ্রীচরণে।
দণ্ড করি তবে কেনে না কৈলে শোধনে ॥
অপরাধ ক্ষেম' প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হের।
ঘরে আইস তবে শ্রীচরণ ধৌত কর ॥
তবে উঠি মহাশয় হৃদয়েতে ধরি।
অঙ্গে হস্ত বুলায় নয়নে বহে বারি ॥
তব অপরাধ নাহি না করিহ খেদ।
ইহার কারণে শুন কহি তবে ভেদ ॥
তুমি মোর অতিপ্রিয় গুণের সাগর।
ভুবনে নাহিক দেখি সমান তোমার ॥
তোমার যে ভক্তিরসরঙ্গ দেখিবারে।
ছাপাইয়া আসিয়া রহিনু তব ঘরে ॥
আমারে দেখিলে তুমি কুণ্ঠিত হইবে।
রসভঙ্গ হবে হেতু রহি ছন্নভাবে ॥
তবে সাধু ঘরে লৈয়া শুশ্রূষা করিয়া।
প্রেমানন্দে মগ্ন হৈল নিজ পাসরিয়া ॥
মহামহোৎসব কৈল মঙ্গলাচরণ।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কথন ॥
কতক দিবস সাধু থাকিয়া তথায়।
চলিলেন জগন্নাথ ধরিয়া হৃদয় ॥
কথক দূরেতে আর এক শিষ্য হয়।
বণিক সে জাত্যংশে বাণিজ্য ব্যবসায় ॥
বণিক শ্রীপুরুষোত্তম যবে গিয়াছিল।
মোর গৃহে যাবে বলি প্রার্থনা করিল ॥
তাহে অঙ্গীকার কৈল সেই অনুসারে।
বণিকের গৃহে গেলা কৃপা করি তারে ॥
গৃহে গিয়া দেখেন বণিক নাহি ঘরে।
তাঁর স্ত্রী সম্মান করিলা সাধুবরে ॥
পদ ধোয়াইয়া দিলা বসিতে আসন।
ব্যস্তসমস্ত হৈলা ভোজনকারণ ॥
এক বিপ্র অন্তরঙ্গ কোঠরি-উপরে।
পাকের উদ্যোগে আছে আপনার তরে।
স্ত্রী গিয়া বিনয় করিয়া বিপ্রে কহে।
অতিথি বৈষ্ণব এক আইলা মোর গৃহে ॥
একমুষ্টি তণ্ডুল দিই তোমার হাণ্ডিতে।
[illegible]

এতেক কহিতে বিপ্র রাগত হইয়া।
কহেন তোমার হেন কে আছে বসুয়া ॥
আমি ত নারিব তুমি তাঁহারে রান্ধাও।
নহে চাহ এ সব সামগ্রী নিয়া যাও ॥
তাহা শুনি স্ত্রী তত্রে নামিয়া আইল।
সে সব বৃত্তান্ত সাধু শুনিতে পাইল ॥
মাধবের শিষ্য হন সেহ যে ব্রাহ্মণ।
গুরু আসিয়াছেন বলি না জানে তখন ॥
বণিকের স্ত্রী তবে দুগ্ধাদি আনিয়া।
সাধুরে ভোজন করাইল আউটিয়া ॥
সাধু দুগ্ধপান করি উঠিয়া চলিল।
যাইতে বণিক সহ পথে দেখা হৈল ॥
বণিক চরণে ধরি পুনশ্চ আনিলা।
বড় ভক্তিভাব করি গৃহে বসাইলা ॥
তখন যে সেই বিপ্র নামিয়া আসিয়া।
দণ্ডবত কৈল নিজ অভীষ্ট জানিয়া ॥
সাধু কহে তব মুখ মুই না দেখিব।
মোর আগে রহ যদি হেথা না রহিব ॥
বণিকের স্ত্রী এক বৈষ্ণবের অর্থে।
একমুষ্টি তণ্ডুল তোমার পাকপাত্রে ॥
চাহিল দিবারে তুমি তাহা না পারিলে।
উপেক্ষা করিলে আর রাগত হইলে ॥
আমি ইহা নাহি কহি স্বার্থে আপনার।
বৈষ্ণবের প্রতি তব এই ব্যবহার ॥
বুঝিনু বৈষ্ণবে তুমি বহির্মুখ হও।
শ্রীকৃষ্ণভজনে কভু অধিকারী নও ॥
তবে বিপ্র কাকুবাদ করিতে লাগিলা।
কাতর দেখিয়া সাধু প্রসন্ন হইলা ॥
শাসন করিয়া শিষ্যে শোধন করিলা।
দয়ার্দ্র হইলা কিছু কোপ না রহিলা ॥
তবে শ্রীমাধবদাস তথা হৈতে গিয়া।
পূর্ব্বাশ্রমে গেলা মাতা-দর্শন লাগিয়া ॥
পরিক্রমা করি কৈলা দণ্ডবত নতি।
মাতা অঙ্গে হস্ত দিয়া স্নেহ কৈলা অতি
মাতাও ভজনানন্দ ভাগবতোত্তম।
পূর্ব্বাশ্রমে আইলা বলি মানিলা বিষম।
অনুযোগ করি পুত্রে ভৎর্সন করিলা।
এখানে আসিতে তব উচিত না ছিলা ॥

স্ত্রী পুত্র গৃহ তব পূর্ব্বের আছয়।
হঠাৎ জন্মিবে মোহ কি তাহে বিস্ময়॥
অতএব শীঘ্র বাপু স্থানান্তর যাহ।
পুন একক্ষণ এই স্থানে নাহি রহ॥
মাতার যে উপদেশ প্রশংসা করিয়া।
দণ্ডবত করি মাত্র গেলেন চলিয়া॥
পুরুষোত্তমে শ্রীমন্-জগন্নাথ-স্থানে।
যাইয়া দর্শন করি ভাসে প্রেম-বানে॥
জগন্নাথ তাঁরে দেখি হৈলা আনন্দিত।
পূর্ব্বে যে সখ্যভাব হইল উদিত॥
শ্রীমন্মাধবদাসের গুণগান।
গাইয়া মাগয়ে কৃষ্ণদাস শ্রীচরণ॥

চরিত্র শ্রীসূরদাস।

শ্রীল-সূরদাস সাধু জগতে বিখ্যাত।
পরমরসিক কৃষ্ণনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত॥
তাহার কবিত্ব শুনি হেন কে আছয়।
অন্তর-পুলক-ভাবে শির না চালয়॥
মহা-অনুভব হয় বিরক্ত মহাপ্রেমী।
শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাত বাস বৃন্দাবনভূমি॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি যেহ-উপেক্ষা করিল।
চারি মুক্তি আদি চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিল॥
শিষ্য-অনুশিষ্য-ক্রমে জগত তারিল।
যার নাম-ভেলা লোকে আশ্রয় করিল॥
শ্রীমান্ সূর দাস সাধু ত্রিজগতশূর।
জগতের আরাধ্য মনুষ্য-সুরাসুর॥ ১২৫॥

চরিত্র শ্রীকেশবভট্ট।

শ্রীকেশবভট্ট শান্ত শিষ্ট কৃষ্ণভক্ত।
সিদ্ধ শকতিবান পরমবিরক্ত॥
মোছলমান সদা চেষ্টা হিন্দুর ধরমে।
মথুরায় কৈল বাধা তীর্থ যে বিশ্রামে॥
সেই হিন্দু স্নানে যায় জোরাবরি করি।
মোছলমানগণ ভ্রষ্ট করে ধরি ধরি॥

ভট্টজীর উপরে যতেক মোছলমান।
উদ্যুক্ত হইল সবে করিতে আক্রমণ॥
সেইকালে ভট্টজীউ হুঙ্কার করিল।
যতেক যবনগণ পঙ্গুপ্রায় হৈল॥
অঙ্গেতে বিষের জ্বালা হইতে লাগিল।
ছটফট করি সব মৃত্যুবৎ হৈল॥
প্রধান যে পীর তেঁহ দেখি সবার গতি।
ভট্টজীর চরণে পড়িয়া কৈল নতি॥
তবে মহাশয় তারে প্রসন্ন হইয়া।
সবাকারে সুস্থ কৈল কৃপাদৃষ্টি দিয়া॥
সেই হৈতে দৌরাত্ম্য না করে মোছলমান।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া লোক তীর্থে করে স্নান॥
কেশবভট্টের গুণ কহা নাহি যায়।
কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র কহিল ইহায়॥

চরিত্র শ্রীহরিব্যাসজী।

শ্রীহরিব্যাস নাম পরমমহান্ত।
যার গুনগান কহি নাহি হয় অন্ত॥
দেবী মহামায়া যাঁরে গৌরব করিয়া।
কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা কৈল যার স্থানে গিয়া॥
গ্রামশুদ্ধ যত লোক দেবীর শাসনে।
বৈষ্ণব হইল দীক্ষা কৈল যার স্থানে॥
তাঁহার বিশেষ কিছু কহিব বিস্তারি।
ইথে অবিশ্বাস নাহি কর হেলা করি॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বজ্ঞ নিস্পৃহ।
নাভাজী কহিল যাহা অতি সত্যবহ॥
চটথাবল নাম এক গ্রাম হয়।
ভ্রমিয়া শ্রীহরিব্যাস গেলেন তথায়॥
এক বাগিচায় দেবীমণ্ডপ আছয়।
সেইখানে গিয়া সাধু বিশ্রাম করয়॥
হেনকালে গ্রামী কোন ইতর যে লোকে।
ছাগ বলিদান কৈল দেবীর সম্মুখে॥
দেখিয়া শ্রীহরিব্যাস চমকিত হৈলা।
জীবহিংসা দেখি বড় কাতর হইলা॥

এ অষ্টইতরের কর্ম্ম নির্দ্দয় যে হয়।
জগন্মাতা বলি সবে তোমারে পূজয়॥
জগন্মাতা কেমতে হইতে চাহ তুমি।
বিষদৃষ্টি না করে যে সবাকার স্বামী॥
তোমারে দেখি যে কার অনুগ্রহ কর।
কার মাথা কাটিয়া রকতপান কর॥
এতেক শুনিয়া দেবী লজ্জিত হইলা।
সাধু দুঃখ ভাবিয়া অন্যত্র উঠি গেলা॥ *
উপবাস করি সাধু রহিলা পড়িয়া।
দেবীর উচিত আজি করিব বলিয়া॥
দেবী জমিদারের কন্যার রূপ ধরি।
রন্ধনের সামগ্রী তণ্ডুল-আদি করি॥
লইয়া গেলেন যথা সাধু আছে পড়ি।
রন্ধন করিয়া খাও কহে হাত জুড়ি॥
শরণ লইনু মোরে কর অনুগ্রহ।
কৃপা করি মোরে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দেহ॥
তাহার অমৃত বাক্য আর সুচরিতে।
পরিতোষ হৈল সাধু তুষ্ট হৈল চিতে॥
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয় রসুই করিয়া।
ভোজন করিলা অন্ন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া॥
রাত্রে দেবী গ্রামে ভয়ঙ্কর রূপ ধরি।
গিয়া উপদ্রব করে হুহুঙ্কার করি॥
কাহারে ধরিয়া আছাড়য়ে ভূমিতল।
কাহারে চাপড় চড় কাহারে মারে কীল॥
কার ঘর ভাঙ্গি পাড়ে কার হাঁড়িকুড়ি।
স্তুতি নতি করয়ে সবেই হাত যুড়ি॥
কে তুমি কি আজ্ঞা কর কহ তাহা করি।
কেন' অপরাধ কেনে মার অবিচারি'॥
তবে দেবী কহে যদি পরাণে বাঁচিবে।
মোর আজ্ঞা মত প্রাতে সবাই করিবে॥
সবে কহে যেই আজ্ঞা আপনি করিব।
প্রাতঃকালে সেই আজ্ঞা অবশ্য পালিব॥
তবে কহে মুই দেবী গ্রামের তোমার।
মুই তুষ্ট হব ভাল হবে সবাকার॥
বাগিচায় অই যে বৈষ্ণব উত্তরিল।
মুই তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা কৈল॥
তাঁর স্থানে গ্রামের সহিত সবে গিয়া।
কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা কর উৎসব করিয়া॥
সবেই বৈষ্ণব হও শ্রীকৃষ্ণ ভজহ।
মুই যাঁর দাসী মোর ইষ্টদেব যেঁহ॥
প্রকারে ঈশ্বরতত্ত্ব চুষকে কহিল।
অজ্ঞ বিজ্ঞ সবাকার শ্রদ্ধা উপজিল॥
আর কহে দেবী আজি হৈতে যেই জনে।
জীবহিংসা করিবেক আমার সদনে॥
তাহার উচিত ফল তৎক্ষণাতে দিব।
পরিবার সহ তারে সবংশে মারিব॥
দেবীর যে আজ্ঞা সবে নিশ্চয় করিলা।
দেবা যথা সাধু বসি তথা চলি গেলা॥
যোড়হস্ত করি কিছু কহিতে লাগিলা।
মুই তব স্থানে কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা কৈলা॥
মোর অপরাধ কিছু না লইবে আর।
জীবহিংসা আর নাহি হবে গৃহে মোর॥
কল্য এই গ্রামশুদ্ধা বৈষ্ণব হইবে।
তোমার চরণ আসি আশ্রয় করিবে॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিব্যাস অনুভব কৈলা।
দেবীর বাক্যেতে অতি সন্তুষ্ট হইলা॥
দেবার সম্মান করি তথা বসাইয়া।
কৃষ্ণকথারসে নিশি পোহায় জাগিয়া॥
প্রাতঃকালে গ্রামের বাল বৃদ্ধ বনিতে।
সাধুর নিকটে গেলা কৃষ্ণমন্ত্র লৈতে॥
দীক্ষা করি গ্রামশুদ্ধা হইল বৈষ্ণব।
হুলাহুলি পড়ি গেল মহাকলরব॥
তুলসীর মালা কণ্ঠে ললাটে তিলক।
দেখিতে সুন্দর দেশ করিলা আলোক॥
সাক্ষাৎ কি ভক্তিদেবী মূর্ত্তিমান হৈল।
অথবা বৈকুণ্ঠ আসি আবির্ভাব কৈল॥
মহামহোৎসব চটথাবল-নগরে।
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবা হৈল ঘরে ঘরে॥
ইথে যদি কেহ কর কুতর্কবিশেষ।
দেবী বৈষ্ণবের স্থানে কৈল উপদেশ॥
ইথে কি বিস্ময় এ তো সুসম্ভব হয়।
কৃষ্ণভক্তে দেবতাগণের পূজা হয়॥

যথা—

বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃ শক্রো ভবেদ্‌যদি।
ন কেহপি সমতাং যান্তি কৃষ্ণভক্তস্য নারদ ॥ ১ ॥

সে বিচার দূরে রহ সাক্ষাত দেখহ।
কৃষ্ণের স্বরূপ হন বৈষ্ণব-বিগ্রহ ॥
চৌষট্টি-ভজন-অঙ্গ-মধ্যে উক্ত সেবা।
পরমরহস্য আর ছাড়ি দেবী-দেবা ॥
কৃষ্ণের সেবন হৈতে অধিক বৈষ্ণবে।
সাধুশাস্ত্রমতসিদ্ধ সেবন করিবে ॥

তথা—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ॥ ২ ॥

অতএব বৈষ্ণব কৃষ্ণের মূর্ত্তি হয়।
নর সুর সর্ব্বারাধ্য ইথে কি বিস্ময় ॥
ছোট বড় বৈষ্ণবের সেবা-আরাধনে।
সর্ব্বফল পাই আর সংসার-মোচনে ॥
সেই ফল আর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি মিলে।
এ ফল মিলয়ে কোন্ দেবতা পূজিলে ॥
কৃষ্ণভক্তি দূরে থাকু সংসার না যায়।
ত্রিবর্গের ফল-সাধ্য দেবগণ হয় ॥
দেবগণ মুক্ত নহে যে মুক্তি প্রার্থয়ে।
হরিভক্ত সেই মুক্তি বিষম দেখয়ে ॥
স্বভাবে জীবনমুক্ত মুক্তি না চাহিয়ে।
শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ কহে দিলেও না লয়ে ॥

শ্রীভাগবতে—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা ॥ ৩ ॥

হে নারদ! সমগ্র দেবগণের কথা কহিব কি, স্বয়ং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রও যদি পুনরায় আবির্ভূত হন, কৃষ্ণভক্তের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না ॥ ১ ॥

আমার ভক্তই অধিক পূজার্হ। ২।

সমান লোকে বাস, সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য সারূপ্য ও সাযুজ্য (একত্ব) প্রাপ্ত হইলেও আমার ভক্তজন আমার সেবা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না। ৩।

অতএব দেবগণ হৈতে হরিভক্ত।
শ্রেষ্ঠতম পরাৎপর সার বেদ-উক্ত ॥
হরিভক্তগণে যেই সামান্য গণয়।
নিজ গলে ছুরি দিলে কে রাখিবে তায় ॥
হরিদাস-ঠাকুরেরে মায়া প্রণময়।
চৈতন্যচরিতামৃতে প্রসিদ্ধ আছয় ॥
অতএব সংশয় ইহাতে কিছু নাই।
বৈষ্ণব পরমপূজ্য সবাকার ঠাই ॥
শ্রীল-হরিব্যাস প্রভু পতিতপাবন।
শুনি কৃষ্ণদাস চাহে চরণে শরণ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ-আদি-গুণবর্ণনং উনবিংশ-মালা।

বিংশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

চরিত্র শ্রীত্রিপুরদাস।

শ্রীমান ত্রিপুরদাস নামেতে কায়স্থ।
একান্ত শ্রীনাথজীর পদে মন ন্যস্ত ॥
মোহরের পাতসা-সরকারে ধনবান।
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-অর্থে সকলি লোটান ॥
শীতকাল হৈলে গোবর্দ্ধনে নাথজীর।
জাড়াও অনেক বস্ত্র দেন ভক্ত ধীর ॥
সাল পট্টু বনাত রেজাই নানামত।
প্রতিদিন নূতন পরান অভিমত ॥
কতদিন পরে সেই ত্রিপুর কায়স্থ।
ধনশূন্য হইয়া হইল অসমর্থ ॥
কিছুমাত্র নাহি অর্থ খাইতে না পান।
তথাচ জাড়াও নাথজীর অঙ্গে দেন ॥
পরে এক বৎসর যে শীতের সময়।
কিছুই সঙ্গতি নাই ভাবেন উপায় ॥
গৃহে গিয়া নিজঘরে চৌদিক নেহারে।
কিছু না দেখিয়া সাধু ফাঁফর অন্তরে ॥

পিত্তলের দোয়াতি একটিমাত্র ছিল।
তাহাই লইয়া হস্তে বাজারে চলিল ॥
একটি যে মুদ্রা তাহা বেচিয়া পাইল।
তাহে একখানি মোটা বসন কিনিল ॥
কিঞ্চিৎ কুসুমি রং করিয়া তাহাতে।
লইয়া চলিল সাধু কান্দিতে কান্দিতে ॥
সুকুমার সুন্দর শ্রীনাথজী আমার।
কেমনে এমন বস্ত্র অঙ্গে দিব তাঁর ॥
কোভিত হইয়া বস্ত্রখানি নিয়া দিলা।
ঠাকুরের ভাণ্ডারী তা লইয়া রাখিলা ॥
আর আর বড় বড় মনুষ্যে অনেক।
জাড়াও আনিয়া দিছে সালাদি যতেক ॥
তাহার বেটন করি বান্ধিয়া রাখিল।
ভাল ভাল বস্ত্র নাথজীকে পরাইল।
সেবাইত যে গোসাঞি তাঁরে নাথজী কহিল।
মোর অঙ্গে শীতনিবারণ নাহি হৈল ॥
তা শুনি গোসাঞি সাল পাগুরি যতেক।
পরাইলা শ্রীঅঙ্গেতে যতেক কতেক ॥
তথাচ না যায় শীত পুনরপি কহে।
শত বস্ত্র দিলে শীতনিবারণ নহে ॥
ত্রিপুরদাসের বস্ত্র আনি দেহ কহে।
তাহা বিনে মোর শীতনিবারণ নহে ॥
এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি চিন্তিয়া।
ভাণ্ডার-গোমস্তা-স্থানে গেলেন ধাইয়া ॥
যাইয়া কহেন এ বৎসর ঠাকুরের।
জাড়াও না পঁহুছে কি ত্রিপুরদাসের ॥
ত্রিপুরদাসের বস্ত্র বিনে নাথজীর।
শীতনিবারণ নহে হইলা অস্থির ॥
গোমস্তা শুনিয়া ভাণ্ডারীরে জিজ্ঞাসিলা।
ভাণ্ডারী কহেন এক মোটা বস্ত্র দিলা ॥
লজ্জায় তোমার স্থানে নাহি দেখাইল।
আমি তাহা অন্য বস্ত্রে বেটন করিল ॥
শ্রীমান ত্রিপুরদাস প্রিয়ভক্ত হয়।
মহামহিমা যে তাঁর সবাই জানয় ॥
দন্তে জিহ্বা কাটি তবে গোমস্তা কহয়।
হাহা কি করেছ কর্ম্ম অনোচিত হয় ॥
শীঘ্র লইয়া আইস তাহা তেই কাম।
সেই সে সকল-সার সেই অনুপাম।
মোটা যে বসন সেই জগতে উৎকৃষ্ট।
সাল পাগুরি হৈতে সেই অতিশ্রেষ্ঠ ॥
শ্রদ্ধায় বিনাট সিক্ত দিয়া ভক্তিধাগা।
প্রেমরসে কষায়িত অনুরাগে রাঙ্গা ॥
নয়নজলেতে ধোয়া উৎকণ্ঠা-আতপে।
শুষ্ক হইল যার কিরণের তাপে ॥
এক সেই বস্ত্র আর গোপীস্তনদ্বয়ে।
তাহা বিনে শীতনিবারণ নাহি হয়ে ॥
তবে সেই বস্ত্রখানি আনিয়া ঝাড়িয়া।
নাথজীর শ্রীঅঙ্গে দিলেন উড়াইয়া ॥
তখন যতেক শীত নিবারণ হৈল।
মহামহোৎসব মঙ্গলাচরণ কৈল ॥
সে যে ত্রিপুরদাসের অনুদাস।
জন্মে জন্মে হৈতে কৃষ্ণদাস করে আশ ॥

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস মহানুভব।

শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস সাধু মহা-অনুভব।
প্রেমানন্দে সদা মগ্ন উদারস্বভাব ॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যরসে সদাই মগন।
কৃষ্ণগুণগান বিনে নাহিক কথন ॥
নৃত্য-গান-রসে কৃষ্ণ বশীভূত হৈল।
ভক্তবাৎসল্য হরি আপনা সঁপিল ॥
একদিন দেখে সাধু দিল্লীর বাজারে।
অপূর্ব্ব জিলাপি করি রাখে থরে থরে ॥
দেখিয়া উৎসাহ হৈল এ-হেন সামিগ্রী।
বৃথা অন্যে খাবে এ ত নাথজীর যোগ্য ॥
এতেক চিন্তিয়া কারে কিছু না কহিলা।
দোকানে যাইয়া মনে মনে ভোগ দিলা ॥
থালীর সহিত সেই জিলাপির রাশি।
তৎক্ষণাত গোবর্দ্ধনে পঁহুছিল আসি ॥
নাথজী খাইয়া তাহা অতিতৃপ্ত হৈল।
হোথা দোকানদার কহে জিলাপি কি হৈল ॥
চমকিত হইয়া জাগয়ে সবে মেলি।
নাথজী খাইল বলি সাধু কুতুহলী ॥
দোকানদারেরে কহে চিন্তা না করিহ।

গোবর্দ্ধনে গেল তথা ঠাকুর খাইল।
থালী শূন্য আন গিয়া বিশেষ কহিল॥
এতেক শুনিয়া তবে হালোয়াইগণ।
উৎসাহ করিল অতি আনন্দিত মন॥
দিল্লী আর গোবর্দ্ধনে পাঁচদিনের পথ।
হালুই আইল তথা চড়ি মনোরথ॥
নানান সামগ্রী অতি উত্তম উত্তম।
করিয়া লইয়া আইল করি বাদ্যোদ্যম॥
নাথজীর ভোগ দিয়া নিজ থালী লয়্যা।
চলিয়া গেলেন সবে আনন্দিত হিয়া॥
তাঁহার চরণে করি কোটী নমস্কার।
শ্রীকৃষ্ণে ভকতি মাগে কৃষ্ণদাস ছার॥

চরিত্র শ্রীবিঠ্‌ঠলদাস।

মথুরানিবাসী শ্রীবিঠ্‌ঠলদাস নাম।
বালা রাজার পুরোহিত ভক্ত অভিরাম॥
কৃষ্ণেতে আটকি চিত্ত সর্ব্বারম্ভ ত্যাগি।
সদাই বিরলে থাকে প্রেমরসরাগী॥
রাজা তাহা শুনি নিজ-পুরোহিত-রীত।
দেখিতে করিলা বাঞ্ছা ভিজি গেল চিত॥
একদিন একাদশী-জাগরণ-রাত্রে।
ডাকিয়া আনিলা সেই প্রেমী মহাপাত্রে॥
দোমহলা ছাতের উপরে রাজা বৈসে।
অনেক বৈষ্ণব তথা জাগরণে আইসে॥
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠি কীর্ত্তন নর্ত্তন।
করিতে লাগিলা মেলি বৈষ্ণবের গণ॥
শ্রীমান বিঠ্‌ঠলদাস শুনিতে শুনিতে।
প্রেমানন্দে অচেতন নাহিক সংবিতে॥
কতক রাত্রের পরে উঠি বাহ্যহীন।
নাচিতে লাগিলা মাত্র প্রেমের অধীন॥
কোথায় পড়য়ে পদ কাহার উপরে।
স্মৃতিমাত্র নাহি ভাসে আনন্দসাগরে॥
হুঙ্কার উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে।
ছাতের উপর হৈতে পড়িলা নাবোতে॥*
কৃষ্ণের করুণা কিছুমাত্র না লাগিল।
রাজা-আদি হাহাকার করিয়া উঠিল॥
শীঘ্র আসি নামি সবে ধরিয়া দেখয়।
কিঞ্চিত বেদনা দেহে নাহিক লাগয়॥
যতন করিয়া রাজা গৃহে পাঠাইল।
নিত্যানি খরচ যে বন্ধান করি দিল॥
সাধু গৃহ ছাড়ি বাটখরাতে রহিলা।
মাতার আগ্রহে শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা॥
গোবিন্দ-আজ্ঞাতে পুন গৃহেতে যাইয়া।
দিবস যাপন করে বৈষ্ণব সেবিয়া॥
কতক দিবসে এক পুত্র জনমিল।
রঙ্গিরায় বলি নামকরণ করিল॥
অষ্টাদশ বর্ষ যবে বয়স হইল।
পিতার সমান কৃষ্ণে ভক্তি উপজিল॥
দৈবাধীন মৃত্তিকাভিতরে কিছু ধন।
আর এক শ্রীবিগ্রহ অতিসুগঠন॥
পাইয়া আনন্দে সেবা করিলা প্রকাশ।
পিতা তাহা দেখি অতি হইল উল্লাস॥
পিতা পুত্রে সেবা নৃত্য-গীত প্রেমে করি।
আনন্দে কাটায় কাল দিবস-শর্ব্বরী॥
রাজার তনয়া রাঙ্গরায়ের চরিত।
দেখিয়া অন্তরে বড় হৈল শ্রদ্ধান্বিত॥
কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা তাঁর স্থানেতে করিল।
তাহাতে পরম প্রেমভকতি জন্মিল॥
বিঠ্‌ঠলের ঘরে এক নটিনী আইল।
ঠাকুরের গৃহে গান আরম্ভ করিল॥
রাসলীলা গান করে মধুর স্বরেতে।
বিঠ্‌ঠল শুনিয়া প্রেমে নারে সম্বরিতে॥
ঘরে যত অলঙ্কার অর্থ বস্ত্র ছিল।
সকল আনিয়া নটীনীর আগে দিল॥
শেষে আর কোথাও কিছু যদি না পাইল।
রঙ্গিরায়-পুত্রের হাত ধরি সমর্পিল॥
নটিনী তাঁহার হাত ধরি বসাইল।
গান-অন্তে হস্ত ধরি লইয়া চলিল॥
তখন বিঠ্‌ঠলদাস কহে নটিনীরে।
বহু অর্থ দেই লহ পুত্র দেহ মোরে॥
রঙ্গিরায় কহে পিতা অনোচিত হয়।
কৃষ্ণের সম্বন্ধে দান করেছ আমায়॥
এখন উচিত নহে পুন লইবারে।
বিঠ্‌ঠল শুনিয়া লজ্জা পাইল অন্তরে॥

নটী রঙ্গিরায়ে লৈয়া পুত্রভাব করি।
লইয়া চলয়ে তবে আপন নগরী॥
হেনকালে রাজকন্যা বৃত্তান্ত শুনিয়া।
তৎক্ষণাত গুরুগৃহে আইল ধাইয়া॥
কহেন নটিনী-আগে বিনয় করিয়া।
গুরু মোয় ভিক্ষা দেহ করুণা করিয়া॥
নটী কহে তবে দিব ইহার সমান।
স্বর্ণ যদি দেও তুলে করিয়া প্রমাণ॥
রাজকন্যা কহে ধিক স্বর্ণ কিবা কহ।
সরবস অর্থ গৃহ প্রাণ চাহ লহ॥
রাজার কন্যার ভাব-ভকতি দেখিয়া।
পুলক হইয়া নটী কহয়ে বুঝিয়া॥
কিছু নাহি চাহি মুই গুরু তব লহ।
সুখে থাক মোর বাছা ঘরে চলি যাহ॥
তথাচ যে রাজকন্যা নিজ অঙ্গ হৈতে।
সর্ব্ব অলঙ্কার খুলি দিল সুচরিতে॥
গুরুকে লইয়া নিজগৃহে চলি গেল।
পিতার স্থানেতে দিতে বিশ্বাস নহিল॥
পুন কোনদিন কারে দিবে প্রেমাবেশে।
প্রাণধন প্রভু মুই হারাইব শেষে॥
অপূর্ব্ব মন্দিরে রাখি সেবা আরম্ভিল।
অলৌকিক কেহ কভু হেন না দেখিল॥
পূজা গন্ধ মাল্য অলঙ্কার বস্ত্র দান।
ত্রিসন্ধ্যা আরতি পাদসেবন স্তবন॥
বিবিধ সেবন করি দিবসযাপন।
ইথে কি বিচিত্র পাইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
গুরুরূপ-কৃষ্ণ-ভজনের যে মহত্ত্ব।
বেদ-বিধি কহিতে না পারে তার তত্ত্ব॥
গুরুর চরণ ভজি কৃষ্ণচন্দ্র পাই।
গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজিলে পাই নাই॥
অতএব রাজকন্যা ধন্য ধন্য হয়।
কৃষ্ণভজনের তত্ত্ব সেই সে জানয়॥
শ্রীমান বিঠ্‌ঠলদাস আর রঙ্গিরায়।
আর রাজকন্যা শুভমতি মহাশয়॥
সবাকার শ্রীচরণে করিয়া বিনতি।
কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণ চরণে ভকতি॥

চরিত্র শ্রীনারায়ণ-ভট্ট।

শ্রীমন্‌নারায়ণ-ভট্ট বড় অধিকারী।
যাঁহার আশ্রয় শ্রীল-বলদেব হরি॥
শ্রীমন্‌ বৃন্দাবনে উঁচাগ্রামে হয় বাস
দাউজীর সেবারসে বড়ই উল্লাস॥
নিরীহ নিশ্চেষ্ট মহাবিরক্ত উদার।
সর্ব্বগুণাকর সদাচার-ব্যবহার॥
পর্ব্বত-উপরে স্থিতি নিতি শত শত।
বৈষ্ণবসেবনে হয় লেখা নাহি কত॥
নানান সামগ্রী পরিপূর্ণ যে ভাণ্ডারে।
কোথা হৈতে আইসে কেহ কহিতে না পারে
অপ্রকটসময় হইল যবে আসি।
এক ধনী অজ্ঞ কহে নিকটেতে বসি॥
শেষকাল হৈল এবে প্রয়াগ চলহ॥
তীর্থরাজ ত্রিবেণীর আশ্রয় করহ॥
এতেক শুনিয়া সাধু দুঃখ পাইল মনে।
ব্রজ ছাড়ি আশ্রয় করিতে কহে আনে॥
শ্রীবৃন্দাবনধামের যে মহিমা না জানে।
নাহি জানাইলে নাহি জানে অজ্ঞজনে॥
আমি ত শ্রীব্রজধামের অনুচর হই।
অজ্ঞ যে লোকের কিছু হিত করি মুই॥
এতেক ভাবিয়া শ্রীপ্রয়াগ তীর্থরাজে।
স্মরণ করিল সেই অজ্ঞের সমাজে॥
স্মরণ করিবামাত্র প্রকট হইল।
মহাকোলাহল করি তরঙ্গ চলিল॥
শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন ধারা।
তিন বর্ণে সুন্দর বহয়ে বেণীপারা॥
সর্ব্বতীর্থ মথুরামণ্ডলে করে বাস।
হরিভক্ত-অনুরোধে হইল প্রকাশ॥
পর্ব্বত উপর হৈতে দেখি অজ্ঞগণ।
পুছয়ে সাধুরে তবে করিয়া যতন॥
একি আচম্বিতে দেখি নদীর প্রবাহ।
তিন বর্ণ অপূর্ব্ব যে শোভা একি কহ॥
ভট্টজী কহেন শুন এই ব্রজধাম।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহ হন সর্ব্ব-অভিরাম॥
যতেক তীর্থের তীর্থ সবার উপাস্য।
সর্ব্বতীর্থ শ্রীল-মথুরায় করে দাস্য॥

তুমি কহ বৃন্দাবন ছাড়িয়া প্রয়াগ।
যাইতে আমারে ইহা বড়ই বিরাগ॥
এতেক শুনিয়া সেই ধনী মহাজন।
অপরাধ মানি তাঁর ধরিল চরণ॥
আমি অজ্ঞ মূঢ় মূর্খ ইহা জানি নাই।
এবে বুঝিলাম শিখিলাম তব ঠাঁই॥
অপরাধ ক্ষেম মোর লইনু শরণ।
প্রসন্ন হইয়া সাধু কৈল আশ্বাসন॥
অদ্যাপিহ উঠাগ্রামে পর্ব্বতের তলে।
নিম্ন খাল আছয়ে প্রয়াগ লোকে বলে॥
হরিভক্তজনের অনুরোধ কে না করে।
হরি নিজভক্তপদরজ বাঞ্ছা করে॥
ইহার অধিক আর কি আছে মহিমা।
শ্রীমদ্‌-ভাগবতে কহে মহিমার সীমা॥
শ্রীল-নারায়ণ-ভট্ট-মহান্ত-চরণ।
কৃপা-আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণদাস অজ্ঞজন॥

পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন চরিত্র।

(মূল হিন্দী।)

শ্রীব্রজবল্লভ বল্লভ সুদুর্লভ সুখ নৈনা নদিয়ে॥

কলিভবসংসারের তারণকারণ।
তরণী সৃজিলা বিধি রূপ-সনাতন॥
সর্ব্ববেদশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিলা।
অমৃত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি উদ্ধারিলা॥
মীমাংসক মায়াবাদী অসুর বঞ্চিয়া।
কৃষ্ণভক্ত দেবে দিলা অমৃত বাঁটিয়া॥
শ্রীল-রূপ-সনাতন-কৃত যত গ্রন্থ।
নাভাজী দেখিয়া হৈল চমৎকারবন্ত॥
সুমিষ্ট সুচ্ছন্দ সে বিচিত্র অলঙ্কার।
পরমপাণ্ডিত্য সিদ্ধান্ত বেদসার॥
শব্দে নানা অর্থ অথচ এক ভাব।
পরম প্রসাদগুণ বড়ই প্রভাব॥
নন্দগ্রামে একদিন শ্রীল-সনাতন।
শ্রীরূপের স্থানে গেলা করিতে মিলন॥
শ্রীরূপগোস্বামী করি দণ্ডবত নতি।
আসনাদি অর্পিলা [illegible]॥

ভোজন-কারণ দুগ্ধ-শর্করাদি আনি।
পরমান্ন-আদি পাক করিলা আপনি॥
সনাতন কিছু কিছু আভাস দেখেন।
শ্রীমতী কিশোরীজীউ টহল করেন॥
দেখিয়া নয়নে প্রেমধারা বহি যায়।
না কহে কাহারে কিছু বসিয়া দেখয়॥
শ্রীরূপ রন্ধন করি যুগলকিশোরে।
ক্ষীরভোগ লাগাইলা পুলক-অন্তরে॥
কিশোর কিশোরী দোঁহে ভোজন করেন।
তাহাও শ্রীসনাতন আভাসে দেখেন॥
ভোজন করিয়া যবে দোঁহে চলি গেলা।
শ্রীরূপের কণ্ঠ ধরি কান্দিতে লাগিলা॥
তুমি ধন্যধন্য তব বলিহারি যাই।
শ্যাম-শ্যামায় খাওয়াইলে করিয়া রসুই॥
কিন্তু এক দেখিয়া যে দুঃখ হৈল মনে।
টহল করিলা প্যারী তোমার রন্ধনে॥
তুমি বেনে * কভু যে রন্ধন না করিহ।
সুকুমারী প্যারীজীকে দুঃখ নাহি দিহ॥
তবে সেই প্রসাদ যে গোস্বামী পাইয়া।
কুটীরে চলিয়া গেলা প্রেমানন্দ-হিয়া॥
অবশেষ শ্রীল-রূপগোস্বামী পাইলা।
স্বাদু আস্বাদন করি আপনা ভুলিলা॥
যে প্রসাদকণায় মহাদেব মত্ত হৈল।
যে প্রসাদ লাগিয়া পার্ব্বতী তপ কৈল॥
যে প্রসাদ লাগি পুরুষোত্তম শ্রীবিমলা।
অদ্যাপি করেন বাস অতি কুতূহলা॥
হেন যে প্রসাদ শ্রীল-রূপ সনাতন॥
অনায়াসে নিতি পান হেরে শ্রীবদন॥
অতএব গোসাঞি শ্রীরূপ-সনাতন।
সম নাহি গণি ব্রহ্মা আদি দেবগণ॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
যাহা শুনি সাধুগণ না ধরে পরাণি॥
শ্রীরূপ গোসাঞি শ্রীমদ্‌ রাধিকার রূপ।
বর্ণন করিলা সে যে অতি অপরূপ॥
বেণীর তুলনা দিলা ফণীর সহিতে।
শ্রীসনাতনের তাহে দুঃখ হইল চিতে॥

---

* পাঠান্তরে—"যেনে।"

বিম্বধর সহ সুধা-ধরের তুলনা।
না ভাইল মনে তাতে পাইল বেদনা॥
ফণীর স্বরূপ শ্রেণী আকৃতির অংশে।
শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি নহে রসাভাসে॥
সনাতনে জানাইতে কৈলা এক লীলা।
ছলে শ্রীমতীর বেণী তাঁরে দেখাইলা॥
একদিন রাধাকুণ্ডতীরে বৃক্ষডালে।
ঝুলনায় প্যারীরে লইয়া কৃষ্ণ ঝুলে॥
কিছু দূরে হৈতে শ্রীমান্ সনাতন দেখে।
প্যারীজীর বেণী যেন ফণী লকলকে॥
কৃষ্ণসর্পাকৃতি বেণী দেখি সনাতন।
তখন প্রশংসে তবে রূপের বর্ণন॥
অন্য ফণিদর্শনে উপজে মনে ভয়।
সে ফণিদর্শনে হৈল আনন্দ উদয়॥
প্রেমানন্দে জাড্য হৈল বিবর্ণ শরীর॥
সর্পাঘাতে যেন হয় বিবর্ণ অস্থির॥
হেন বুঝি বেণী-ফণী দংশন করিল।
গরল-আকৃতে দেহে অমৃতে ব্যাপিল॥
প্রেমামৃতে-ব্যাপি দেহে শ্রীল-সনাতন।
ভূমে পড়ি গড়ি যায় নাহিক চেতন॥
প্যারী-পীতাম্বর হেরি আনন্দে ভাসিলা।
চকিতমাত্রেতে দেখা দিয়া দোঁহে গেলা॥
শ্রীল-সনাতনের মহাপ্রভাব শুনিয়া।
আকব্বর পাৎসা আইলা দর্শন লাগিয়া॥
যোড়হস্তে রাজা দাণ্ডাইয়া তাঁর আগে।
বাক্য শুনিবারে প্রশ্ন করে অনুরাগে॥
সনাতন রাজদরশন নিন্দা মানি।
হেট-মাথে রহিলা না কহে কিছু বাণী।
পুন আকব্বর শাহা কৃষ্ণভক্ত সঙরিয়া।
আলাপ করিলা তবে সম্মান করিয়া॥
রাজা বহু স্তুতি-নতি করিয়া চলিলা।
যাওন-কালেতে রাজা কহিতে লাগিলা॥
গোসাঞি তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা যে থাকে।
ব্যক্ত করিয়া তাহা কহ ত আমাকে॥
যে আজ্ঞা করহ তাহা জাহের করিব।
যাহা চাবে তাহা দিব ব্যর্থ না হইব॥
সনাতন কহেন আকাঙ্ক্ষা কিছু নাহি।
পুন রাজা কহে পুন কহে নহি নাহি॥
একান্ত যদ্যপি রাজা পুনঃপুন কহে।
তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
অর্থ ত তোমার স্থানে কিছু নাহি চাহি।
এক যে বাসনা তবে যদি শুন কহি॥
এই যে যমুনাতীর তোমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্পস্থান হয়।
এই স্থানটুকি মোর বান্ধাইয়া দেহ।
আর কিছু মুই তব স্থানে নাহি চাহি॥
এতেক শুনিয়া রাজা ডাকি ভৃত্যগণে।
দাণ্ডাইয়া দেখেন সেইখানে॥
দেখে নানা মণি মুক্তা পরশ রতনে।
যমুনার তীর বান্ধা কতেক ভাণ্ডনে॥
মনোহর অলৌকিক পরমমোহন॥
যাহা হেরি মোহ যায় ব্রহ্মা-আদি গণ॥
শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল।
দেখিতে দেখিতে তেন আর না দেখিল
বিচার করিল মনে এই বৃন্দাবন।
স্বরূপ যে হয়ে এই পরমমোহন॥
আমি কিছু সনাতনে দিতে যে চাহিল
তাহারি উত্তর মোরে ছল করি দিল॥
তুমি কিবা দিবে মুই পাইল যে ধন।
তার এক কণার কোটি কোটির যে কণ
তোমা-হেন লক্ষকোটি রাজার যে ধন।
অধিক নাহিক হবে না হবে সমান॥
এইভাবে সনাতন যমুনার তীর।
বান্ধিতে কহিল এই আশায় গম্ভীর॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা মুচকি হাসিয়া।
গোসাঞির আগে কহে স্তবন করিয়া॥
এবে বুঝিলাম তুমি এক ত্রিজগতে।
মহা-আঢ্য ধনি-জন নাহি তোমা হৈতে
ত্রিজগতনাথ যেই পরমদুর্লভ।
দুরারাধ্য যেঁহ তেঁহ তোমাতে সুলভ॥
অতএব তোমারে যে আমি দিব কি।
আমি যে পাৎসাহ। অভিমান করেছি।
এতেক কহিয়া তবে রাজা চলি গেল॥
কিঞ্চিত মহিমা সনাতনের কহিল॥
শ্রীরূপ-সনাতন-চরণের আশ।
জয়ে জয়ে রহ আশা কৃষ্ণদাস॥

...রিত্র শ্রীহরিবংশ গোস্বামী।

...-হরিবংশ-গোস্বামি-চরিত্র।
...ত ব্যাপিত হয় পরমপবিত্র॥
...-গোপাল-ভট্টজীর শিষ্য তেঁহ।
...ক্তিবান তেঁহ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমবহ॥
...ক একাদশীদিনে তাম্বুল প্রসাদি।
...ইলা বলিয়া গুরু কৈলা অপরাধী॥
...ত্তরে গোসাঞি রুষ্ট নাহি ত হইলা।
...হে লোকশিক্ষা-হেতু শাসন করিলা॥
...রিবংশ-গোসাঞির শিষ্য-অনুক্রমে।
...বে রাধাবল্লভি গোসাঞি ব্রজধামে॥
...মন্-গোপাল-ভট্ট শাসন করিল।
...হাতে কিছুই মাত্র দোষ নাহি ছিল॥
...চার্য্য শ্রীগোপালভট্ট তাহাতে প্রণালী।
...ষাইলা কি-হেতুক না জানি কি বলি॥
...হেতুক অন্য অন্য সম্প্রদায় সনে।
...বহার আহার পরমার্থে নাহি বনে॥
...চ্ছেদ হইল এক-পঙ্গত না হয়।
...জা জয়সিংহ বহু বিচার করয়॥
... সব কহাতে এবে ফল কিছু নাই।
...টি কোটি দণ্ডবত সবাকার ঠাঁই॥ ১৩৩॥

চরিত্র শ্রীহরিদাস স্বামী।

...মন্-হরিদাস-স্বামী প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীমন্-বঙ্কবিহারীর কৃপাপাত্র-মতে।
শ্রীমন্-বৃন্দাবন-ধামে নিধুবনে বাস।
বিরক্ত উদার প্রেমভক্তি-রসরাস॥
শ্রীবঙ্কবিহারী কৃপা করিলা যেমনে।
আশ্চর্য্যকথন সেই শুনহ শ্রবণে॥
স্বত প্রকাশিত চিদানন্দ শ্রীবিহারী।
নিধুবনে আছিলেন মৃত্তিকা-ভিতরি॥
হরিদাসস্বামী প্রতি প্রত্যাদেশ কৈলা।
স্বামী যত্ন করি মাটি খুদি উঠাইলা॥
পরমসৌন্দর্য্য মণিময় অপ্রাকৃত।
ভুবনমোহন রূপ অতি চমৎকৃত॥
অভিষেক করি সিংহাসনে বসাইয়া।
...

অলঙ্কার বস্ত্র নানা সেবার সামিগ্র।
রাজা-রাজোড়া সব আনে করি ব্যগ্র॥
সেবার শৃঙ্খলা অতি সুন্দর হইল।
স্বামী প্রেমানন্দে অই রসেতে মাতিল॥
শিষ্য হইবারে এক ব্যক্তি নিবেদয়।
তার স্থানে গুপ্ত এক পর্শমণি হয়॥
স্বামী সর্ব্বজ্ঞ তাহা জানিয়া কহয়।
এক পর্শমণি তব গাঁঠিতে আছয়॥
রজগুণশক্তি তার তাহা ও থাকিতে।
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব না পশিবে চিতে॥
তাহা যদি দূর কর তবে যে কহিবে।
করিতে যে পারি যাতে কৃষ্ণভক্তি পাবে॥
নতুবা যাইয়া কর বিষয়সেবন।
গতায়াত পুনঃপুন সংসারভ্রমণ॥
এতেক শুনিয়া সেই ব্যক্তি পুন কহে।
তবে হেন বস্তুতে কি কাজ রাখি মোহে॥
পুন সাধু কহে যদি আমার সাক্ষাতে।
যমুনার দূরজলে পারহ ডারিতে॥
তবে মোর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র আসি লও।
শ্রীমন্ বিহারিজার টহলিয়া হও॥
তবে সেই ব্যক্তি পর্শমণিকে লইয়া।
যমুনায় টান মারি দিল ফেলাইয়া॥
দেখি হরিদাস স্বামী আলিঙ্গন করি।
কৃষ্ণদীক্ষা দিলা প্রশংশিয়া বেরি বেরি॥
সেবায় বিহারিজীর নিযুক্ত করিল।
অলৌকিক চমৎকার রঙ্গ চড়ি গেল॥
এক মহাজন যে বিহারিজীর তরে।
বহুমূল্য আতর পাঠায় লোকদ্বারে॥
স্বামী যে বালুকা'পরি আছেন বসিয়া।
হেনকালে লোক দিল আতর লইয়া॥
তখন বিহারিজিউ শয়নে আছয়।
দ্বার বন্ধ অঙ্গে দিতে না হয় সময়॥
স্বামী হস্তে করি সেই আতরের শিশি।
ভূমে ডারি দিলা সব সেইখানে বসি॥
লোক কহে মহাশয় কি হেতু ইহার।
হেন বস্তু ডারিলে উপরে বালুকার॥
স্বামী কহে বিহারীর অঙ্গে পরাইনু।
বরঞ্চ দেখহ চল ঠাকুরের তনু॥

পাত্রোত্থানের তবে সময় হইল।
লোকেরে যাইয়া তবে অঙ্গ দেখাইল॥
শ্রীঅঙ্গ বাহিয়া সেই আতর পড়িছে।
সদগন্ধেতে দশদিক আমোদ করিছে॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সেই লোক চলি গেলা।
শ্রীকৃষ্ণভক্তের কেবা জানে কোন্ লীলা॥
শ্রীমন-শ্রীহরিদাস-স্বামীর চরণ।
কৃপা লাগি কৃষ্ণদাস করয়ে বরণ॥

চরিত্র শ্রীহরিরাম ব্যাসজী।

শ্রীমন্ হরিরাম নাম ব্যাস গোস্বামী।
মহা-অনুভব ভক্তিবান মহাপ্রেমী॥
ঝন্নাপন্না নাম দেশ তথায় নিবাস।
সর্ব্বত্যাগ করি যেঁহ ব্রজে কৈলা বাস॥
শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর।
শিষ্য শ্রীমাধব নাম শিষ্ট শান্ত ধীর॥
তাঁর শিষ্য শ্রীল-হরিরাম যে গোসাঞি।
অতএব তাঁর বংশ মাধ্বী-সম্প্রদাই॥
শ্রীমন্ ব্যাস কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবন।
বিনে নাহি ভায় জ্ঞাতি-কুটুম্ব ভোজন॥
একদিন গৃহে কোন বিবাহ-উৎসাহ।
ভাই ভাতিজায় করে পক্বান্নসমূহ॥
মিষ্টান্নাদি সামগ্রীর ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী।
আপনি হইল মনে পরামর্শ করি॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী সব ইতরে খাইবে।
বৈষ্ণবের যোগ্য যাতে কৃষ্ণ তৃপ্ত হবে॥
এতেক ভাবিয়া কারে কিছু না কহিয়া।
বৈষ্ণব নিমন্ত্রি সব দিল খাওয়াইয়া॥
ভ্রাতা-আদি-গণ গালি পাড়িয়া কহয়।
বিবাহের কার্য্যে এবে কি হবে উপায়॥
তেঁহ কহে অনর্থক কেনে কর এত।
বৈষ্ণব খাওয়াও যাহা সাধুর সম্মত॥
ব্যাসজীর চরিত্র যে অপূর্ব্বকথন।
পরমনৈষ্ঠিক নাহি যাহার সমান॥
একদিন মহোৎসব হৈল কোনস্থানে।
[illegible]

ব্যাসজীউ জিজ্ঞাসিলা সেই হাড়িগণে।
কোথায় পাইলি অন্ন ভোজ কোন্ স্থানে
হাড়িগণ কহে আজি অমুকের স্থানে।
মহোৎসব হইল খাইল সাধুগণে॥
তাহা শুনি ব্যাঁসজীউ আনন্দিত হৈল।
তাহা হৈতে একমুষ্টি লইয়া খাইল॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট এমতি গুণ তার।
খাইবামাত্রেতে হৈল প্রেমের বিকার॥
জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তাহা দেখি কৈল অসংগ্রহ
ব্যাসজীর তাহে কিছু না হৈল অসহ॥
ঠাকুরাণী সহ যবে বৃন্দাবনে গেলা।
মহিমা দেখিয়া সবে চমৎকার হৈলা॥
সেই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আসি চরণে পড়িলা
প্রার্থনা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলা॥
গৃহ ছাড়ি সাধু বৃন্দাবনে কৈল বাস।
তথায় নর্ত্তকগণ করে লীলা রাস॥
নাচিতে নাচিতে রাধিকার যে নূপুর।
খসিয়া পড়িল ছিণ্ডি অঙ্গুলির ডোর॥
ব্যাসজী উঠিয়া ছিণ্ডি যজ্ঞ-উপবীত।
নূপুর বান্ধিয়া দিলা গদগদ চিত॥
কহে সাধু আজি মোর এ যজ্ঞোপবীত।
সফল হইল কর্ম্মে লাগিল উচিত॥
তিন পুত্রে ব্যাসজীউ আপনার ধন।
বাঁটোয়ারা করিয়া দিবারে হৈল মন॥
পুন বিচারিল অর্থ পাইয়া সবাই।
কৃষ্ণ না ভজিবে কেহ হইয়া বিষই॥
বৈরাগ্য অন্বয় কার শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।
পরামর্শ করি মনে চিন্তিল উপায়॥
এক বাট কৈল ধনে ধান্য-বাটী-ঘর।
এক বাট ঠাকুর শ্রীকিশোরী-কিশোর॥
এক বাটে মালা শ্যামবন্দনী তিলক।
তিন বাটে কৈল এক শুনিতে কৌতুক।
গুলি বাঁট করি উঠাইলা তিন জন।
তিন জনে তিন বস্তু করিলা গ্রহণ॥
ব্যাসজীর স্ত্রী অতি পতিব্রতা সতী।
বৃন্দাবনে আইলেন লইবারে পতি॥
ব্যাসজী তাঁহারে গৃহে যাইতে কহেন।
তেঁহ নাহি যান ব্রজে পড়িয়া রহেন॥

রে সাধু দূরে থাকি বৈষ্ণবসেবনে।
খিলেন নিজ স্ত্রী জ্ঞান নাহি মনে ॥
কদিন ব্যাসজীউ বৈষ্ণবের সহ।
প্রসাদ পাইতে বৈসে করিয়া উৎসাহ ॥
কুরাণী দুগ্ধ পরিবেশন করিতে।
রখানা কাড়ি দিল ব্যাসজীর পাতে ॥
সজী কহেন হারে দুষ্টিনী কুমতি।
ড় সরখানা দিলে মোরে জানি পতি ॥
জি হৈতে মুখ নাহি দেখিব তোমার।
ত কহি তাঁহারে করিল বেরেস্তর ॥
বোধ সুশীলা তেঁহ পরামর্শ কৈল।
জ অলঙ্কার দশসহস্রের ছিল ॥
ইয়া শ্রীব্যাসজীর নিকটে ধরিয়া।
রযোড়ে কহে কিছু মিনতি করিয়া ॥
মনু কিশোরীজীর মন্দির যে নাই।
ন্দর বানাও এইগুলিকে ভাঙ্গাই ॥
হার চরিত্র দেখি প্রসন্ন হইল।
হাতে কিশোরীজীর মন্দির বনিল।
সজীর প্রভাব কতেক কহা যায় ॥
যুগলের প্রেমানন্দে দিবানিশি যায় ॥
হরিরাম ব্যাস আর শ্রীআনন্দঘন।
আর হরিদাস স্বামী এই তিন জন ॥
মহা-অনুভব সিদ্ধ শুনিয়া পাতসা।
দেখিবারে মনে বড় হইল তিরিষা ॥
লইয়া যাইতে রাজা এই তিন জনে।
যান পাঠাইয়া দিলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥
ইঁহারা যাইতে কেহ সম্মত নহিলা।
তথাপিহ একান্ত করিয়া নিয়া গেলা ॥
তিনই বিরক্ত অবধূতবেশ হয়।
অর্দ্ধোন্মীলিত দৃষ্টি উন্মত্তের প্রায় ॥
পাতসা লইয়া বহু সম্মান করিল।
নির্জ্জন পবিত্র স্থানে সবারে রাখিল ॥
কৃষ্ণকথা পুছে রাজা সুসন্দর্ভমতে।
সাধুগণ অতিতুষ্ট হইলা তাহাতে ॥
দুই তিন দিন থাকি উৎকণ্ঠিত হৈলা।
বৃন্দাবনে যাইবারে রাজারে কহিলা ॥
রাজা কহে এতেক উৎকণ্ঠা কেনে হও।
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দিত হৈলা।
তিন দোঁহা তিন জনে প্রেমেতে পড়িলা ॥
ব্যাসজীর সেবা সদা পিকদানি হাতে।
থাকেন যুগলপার্শ্বে রঙ্গমহলেতে ॥

(দোঁহা-মূল হিন্দী।)

নবকুমার চক্রচূড়া নৃপতি সাম্বরো
শ্রীরাধিকা তবন মন পট্টরাণী।
শেষ গৃহ আদি বৈকুণ্ঠ পরয়ন্ত
সব লোক থানে তবন রাজধানী ॥
মেঘ ছাপ্পান্ন কোট রাগ সঁ চিত যাঁহা
মুক্তি চারো জাঁহা ভরত পাণি।
সূর শশী পাহরু পবন জল ইন্দ্রা
চরণদাসী ভট্ট নিগমবাণী ॥
ধর্ম্ম কোতোয়াল শুক সূত নারদ জাঁহা
করত চরাচর সনকাদি জ্ঞানী।
সত্বগুণ পহরিয়া কাল বঁধুয়া যাঁহা
দাঁড়ি এত কর্ম্ম কামরতি সুখ নিশানি ॥
কনক মরকত ধর নিকুঞ্জ কুসুমিত মহল
মধ্য কমনীয় সেনি আটানি।
পলন বিহরত দোউ যাঁহা না পৌছে কোউ
শ্রীব্যাসমহলন নিয়া পীকদানী ॥
হরিদাস ঠাকুরের চামর সেবন।
আনন্দঘনের সেবা পাদসম্বাহন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত হৈল।
কিছু ভাব উদয় হইয়া বিচারিল ॥
ব্যাসজীকে অতিশীঘ্র কহিলা যাইতে।
সদা কার্য্য পীকদানির পীকাদি ডারিতে ॥
আর দুই জনকে কহেন স্তুতি করি।
তোমরা চামর-পদসেবা-অধিকারী ॥
তাহাতে কিঞ্চিত গৌন হৈলে ক্ষতি নাই।
কৃপা করি রহ দুই দিন এই ঠাঁই ॥
ব্যাসজী চলিয়া গেলা তাঁহারা রহিলা।
দুই তিন দিন পরে তাঁহারাও গেলা ॥
অতএব ব্যাসজীর অলৌকিক লীলা।
কিঞ্চিত কহিল সব কহিতে নারিলা ॥

চরিত্র শ্রীঅলিভগবান।

শ্রীল-অলি-ভগবান নাম বড় সাধু।
কৃষ্ণরসে মত্তপান করে প্রেমমধু॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে মাতোয়ার-প্রায়।
বৃন্দাবন-দরশনে হইল আশয়॥
বৃন্দাবনে গেলা বহু কৃচ্ছ্রে মহাশয়।
অশ্রুধারা অবিরাম দেখিতে না পায়॥
বৃন্দাবন গিয়া দেখে রতনজড়িত।
ভূমি গৃহ বৃক্ষ স্তম্ভ যমুনার ভিত॥
কল্পবৃক্ষময় কল্পলতা সুশোভিত॥
যেদিকে নেহারে হেরি হয় চমকিত॥
যমুনাপুলিনে দেখে শ্রীরাসমণ্ডল।
ত্রিজগমোহন শোভা পরম-বিরল॥
তথায় যাইবামাত্র স্ত্রীরূপ হইল।
গোপী-অভিমান হৈল সে দেহ ভুলিল॥
গোপীসহ রাধাকৃষ্ণ হেরিয়া মোহিত।
চারিপানে চাহে হয়ে চমকিত চিত॥
গোপীগণ হাতে ধরি নিকটে আনিয়া।
হাস্য পরিহাস্য করে প্রণয় ভরিয়া॥
রাসরসে কৃষ্ণরসে হইল মগন।
ক্ষণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পান॥
বিরহে কাতর যে কতক দিন পরে।
সে দেহ ছাড়িয়া সেই রসে নৃত্য করে॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
সর্ব্বসিদ্ধি পাইল যেঁহ জিতিল সংসার॥

চরিত্র শ্রীরসিক মুরারী।

শ্রীমান রসিক মুরারি মহাভাগ।
সিদ্ধ মহান্ত কৃষ্ণে মহা-অনুরাগ॥
সহস্রেক চেলা সকলেই শক্তিবন্ত।
সকলেই ভক্তিবন্ত সকলেই শান্ত॥
ঠাকুরসেবার আর বৈষ্ণবসেবার।
গ্রাম ভূমি আছে তার চেলার উপর॥
গোমস্তা-স্বরূপ এক চেলা গ্রামে থাকে।
দৈবাত যে সেই গ্রাম রাজার আজ্ঞাতে
অন্য কেহ আইলেক দখল করিতে॥
শিষ্য সেই সমাচার গুরুকে লিখিলা।
রসিক মুরারি ভাল বুঝিতে নারিলা॥
শিষ্যকে লিখিলা তেঁহ পত্রপাঠ হেথা।
চলিয়া আসিবে তুমি শুনিব কি কথা॥
ভোজন করিতে বসি ছিলা সেই চেলা।
হেনই সময়ে পত্র লোকে দিয়া দিলা॥
খাইতে খাইতে সেই লিখন পড়িয়া।
অমনি চলিল তবে অন্ন তেয়াগিয়া॥
আচমন নাহি করি সকড়া মুখেতে।
হস্তে বস্ত্র জড়াইয়া চলিলা তুরিতে॥
গুরুর অগ্রেতে গিয়া দণ্ডবত করি॥
দাণ্ডাইলা সঙ্কোচিত চক্ষে বহে বারি।
রসিক-মুরারি-জাউ প্রসন্নবদনে।
পুছেন হস্তেতে বস্ত্র জড়াইলে কেনে॥
শিষ্য কহে পাঠমাত্র আসিতে লিখিলা।
ভোজন রাখিয়া অমনি চলি আইলা॥
আচমন করিতে যে হইবে গউন।
একারণে আইনু হইবে লপটি বসন॥
শিষ্যের এ রীত শুনি রসিক মুরারি।
প্রসন্ন হইয়া কহে যাও ত্বরা করি॥
আচমন করিয়া আইস শীঘ্র করি।
তবে তারে বিশেষ পুছেন যে মুরারি॥
গ্রামরোধ করিল রাজার লোক আসি।
বিশেষ কহিলা তবে গুরুস্থানে বসি॥
রসিক মুরারি তবে সহস্রেক চেলা।
তাঁর সমিভ্যারে দিয়া আজ্ঞা করি দিলা॥
রাজার যে লোক সব দূর করি দেহ।
গ্রাম গিয়া আপন দখল করি লহ॥
তবে তেঁহ পরমার্থ-ভ্রাতাগণ-সঙ্গে।
গিয়া রাজভৃত্য সব দূর কৈল রঙ্গে॥
রাজা শুনি ক্রোধ করি ফৌজ পাঠাইলা। *
এক মত্তহস্তী তার সমিভ্যার দিলা॥
ইহাদিগের প্রতাপে সে ফৌজ পলাইল।
মত্তহস্তী আক্রমণ করিয়া আইল॥

গুরুভক্ত সেই শিষ্য হস্তীর শ্রবণে।
কৃষ্ণনাম দীক্ষা দিলা ধরিয়া তৎক্ষণে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হস্তী নাচিতে লাগিলা।
মাহুতেরে দূরে টান মারি ফেলি দিলা॥
নাম গোপালদাস বলিয়া রাখিল।
নাসে টীকা দিল গলে তুলসীর মালা॥
গ্রামে গ্রামে ফিরে হস্তী সবে প্রীত করে।
শান্ত স্বভাব কার অনিষ্ট না করে॥
রাজার লোকেতে যবে ধরিবারে যায়।
সে সব লোকেরে তবে মারিয়া ভাগায়॥
রসিক মুরারি-জীর আশ্রমে যখন॥
বৈষ্ণব ভোজন করে যায় সে তখন॥
দুয়ারে পড়িয়া থাকে বৈষ্ণব খাইলে।
উচ্ছিষ্ট পত্রাদি নিয়া বাহিরে ডারিলে॥
তাহাই খাইয়া যায় আর নাহি চায়।
রসিক-মুরারি-জিউ কৃপা করে তায়॥
একদিন মহোৎসবে অনেক বৈষ্ণব।
প্রসাদ পাইতে বৈসে দেখিতে সৌষ্ঠব॥
রসিক-মুরারি-জিউ শিষ্যে আজ্ঞা দিলা।
বৈষ্ণবের পাদোদক লইতে বলিলা॥
তার মধ্যে একজনার অঙ্গে কুষ্ঠ ছিল।
তার পাদোদক ঘৃণা করি না লইল॥
গুরু আগে আনি দিল তেঁহ পান করি।
না পাইল স্বাদ কহে শিষ্যপানে হেরি॥
কেহ তথা কহে পদদোক যে আনিল।
কুষ্ঠ অঙ্গে দেখি এক বৈষ্ণবের না লৈল॥
এতেক শুনিয়া সাধু শিষ্যেরে ভৎ'সয়।
পাদোদক আন সেই বৈষ্ণব যথায়॥
পুনর্ব্বার গিয়া তাঁর পাদোদক আনি।
দিলা তবে সাধু পান করিলা তখনি॥
পঙ্গতের * মধ্যে এক বৈষ্ণবের মাত।
বাতিক স্বভাবে কিছু চঞ্চল প্রকৃতি॥
খাইতে খাইতে কহে সবাই পাইলা।
পঙ্গতের মধ্যে এক সাধু রহি গেলা॥
আমার হস্তের এই সোঁটা না পাইলা। †
সোঁটারে আমার সাধু মধ্যে না গণিলা॥

* পাঠান্তরে—"পঙক্তের।"

অতএব শীঘ্র এক পামোড়া আনহ।
সে কথায় মন-যোগ না করিল কেহ॥
তবে ক্রোধ করি নিজ পত্র উঠাইয়া।
উচ্ছিষ্ট অন্নের সহ মারিল ফেলিয়া॥
রসিক-মুরারি-জীর মুখে গিয়া লাগে।
সাধু মৃদু হাসি তাহা খায় অনুরাগে॥
কহে মুই বৈষ্ণবের অধর-অমৃতে।
চেষ্টা না করিনু নাহ শ্রদ্ধা কৈনু চিতে॥
বৈষ্ণব-গোসাঞি মোরে করুণা করিয়া।
অধর-অমৃত দিলা মুখেতে ডারিয়া॥
সাধুর স্বভাব দেখ কৃতার্থ মানিলা।
সেই বৈষ্ণবের বহু সম্মান করিলা॥
শ্রীমন্‌-রসিক-বিহারি-শ্রীচরণে।
কোটি পরণাম করি কৃষ্ণদাস ভণে॥

চরিত্র শ্রীসধনা।

জাত্যংশে কসাই সে সধনা নাম হয়।
যাহার স্মরণে যায় অন্তর-কষায়॥
কৃষ্ণগুণগান সদা বৈষ্ণবসেবক।
জাতিধর্ম্ম নাহি হয়ে জীবের হিংসক॥
কিনিয়া আনিয়া মাংস বেচি গুজুরান।
বাটখারা তার এক শালগ্রাম হন॥
তেঁহ নাহি জানে কারে বলে শালগ্রাম।
বাটখারা বলি জানে পাথরের থুন॥
পথের কিনারে বসি বিকি-কিনি করে।
দৈবাত বৈষ্ণব এক যাইতে তাহারে॥
দাণ্ডাইয়া দেখিলা যে শালগ্রাম হয়।
মাংসের বাটখারা দেখি দুঃখ উপজয়॥
তথা হৈতে লইবার মনস্থ করিলা।
ধীরে ধীরে সধনারে কহিতে লাগিলা॥
এই যে পাথরখানি মোরে তুমি দেহ।
আর এক বাটখারা দেই তাহা লহ॥
এখানি ত দিতে নারি সধনা কহয়।
যতেক ওজন করি ইহাতেই হয়॥
সের-পোয়া-আদিক ওজন করি যত।
ইহার এমতি [illegible] পরা হয় তত॥

বৈষ্ণব কহয়ে ভাই অবশ্য আমারে।
অই যে পাথরখানি দিতে হবে তোরে ॥
বৈষ্ণবের একান্ত আগ্রহ দেখি দিলা।
তেঁহ নিজগৃহে লৈয়া অভিষেক কৈলা ॥
চন্দন তুলসী পুষ্প-আদি করি দিয়া ॥
ভক্তিতে করিলা পূজা ভোগ লাগাইয়া ॥
রাত্রিযোগে তারে কহে ঠাকুর স্বপনে।
তুমি কেনে আমারে যে আনিলে এখানে ॥
সধনার স্থানে মুঞি সুখে আছিলাম।
তার মুখে মোর গুণগান শুনিতাম ॥
তাহাতে আমার বড় সুখ জনময়।
অতএব শীঘ্র নিয়া রাখহ তথায় ॥
বৈষ্ণব চেতন পাই করয়ে বিচার।
কসাইর স্থানে যাইতে চাহে পুনর্ব্বার ॥
ইহাতেই বুঝি সেই বড় ভাগ্যবান।
প্রাকৃত না হবে সেই ভক্তির নিধান ॥
এতেক বিচারি তবে ঠাকুর লইয়া।
প্রাতঃকালে সধনার বাটী গিয়া দিয়া ॥
নিরখিয়া তার সাধু অন্তর-বাহির।
অনুভব কৈলা এই মহান গম্ভীর ॥
দণ্ডবত প্রণাম করিয়া তাঁরে কহে।
এই বাটখারা তব প্রাকৃতিক নহে ॥
শালগ্রাম ইহ তুমি ভজহ যাহারে।
সাক্ষাত সে ইঁহ কৃপা করিল তোমারে ॥
আমি ছল করিয়া লইয়া গেনু ঘরে।
মোরে কৃপা নাহি কৈল সম্মত তোমারে ॥
এতেক শুনিয়া সধনার চিত্ত দ্রবে।
প্রাণের অধিক মানি রাখিলেন তবে ॥
গৃহ পরিবার কুলাচার তেয়াগিয়া।
ভিন্ন এক স্থানে রহে ঠাকুর লইয়া ॥
ভিক্ষা করি ঠাকুরের সেবন করয়ে।
নাহি কোন ব্যবসা না যাচয়ে কোথায়ে ॥
কতক দিবস পরে বাঞ্ছা হইল মনে।
শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথ-দরশনে ॥
প্রেমাবেশে জগন্নাথ-দর্শনে চলিল।
সে-দেশীয় যাত্রী বহু পথেতে মিলিল।
তণ্ডুল গোধূম সবে দেয় খাইবারে।

কতক দূরেতে গিয়া সঙ্গছাড়া হৈলা।
ভিক্ষা করিবারে এক গ্রামমধ্যে গেলা
সেই গ্রামে এক গৃহস্থের বধূ ভ্রষ্টা।
সধনা সুন্দর দেখি হৈল কামচেষ্টা ॥
খাইবারে দিব বলি গৃহে লৈয়া গেলা।
দ্বাররোধ করি ভ্রষ্টাচার প্রকাশিলা ॥
তেঁহ কহে মুই স্ত্রীর সঙ্গ নাহি করি।
বধু কহে মুই হৈনু নিশ্চয় তোমারি ॥
বরঞ্চ স্বামীর মুই মস্তক কাটিয়া।
তোমায় সাক্ষাতে আনি প্রত্যয় লাগিয়
অন্য ঘরে স্বামি তার নিদ্রিত আছিলা
ছুটিয়া যাইয়া তার মস্তক কাটিলা ॥
কাটা-মুণ্ড আনিয়া সাধুর আগে ধরে।
কহয়ে তোমার হইনু থাক মোর ঘরে ॥
তাহাতেও যদ্যপি সম্মত না দেখিল।
ক্রোধে তবে ভ্রষ্টা এক কুমন্ত্র করিল।
চীৎকার করিয়া কহে ওহে পাড়াপড়সি
চোর ধরিয়াছি সবে আগুয়াও আসি ॥
আমার স্বামীর এই মস্তক কাটিল।
ধন নিয়া যাইতে কপাট দ্বারে দিল ॥
এতেক শুনিয়া পাড়ার লোক যে আইল
হাকিম আসিয়া সধনারে নিয়া গেল ॥
হাকিম পুছয়ে তুমি মানুষ মারিলে।
তেঁহ মনে ভাবে ইহা স্বীকার না কৈলে
কি জানি স্ত্রীটাকে পাছে নিয়া দেয় শূলে
তারে ত বাঁচাই মোর যে থাকে কপালে
যে হয় সে হবে মুই স্বীকার করিব।
পর-উপকার ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য ॥
এত ভাবি সাধু কহে আমি মারিয়াছি।
অর্থগুলি বটে মুই চুরি করিয়াছি ॥
কৃষ্ণের ভক্তের কভু হিংসা নাহি হয়।
দেখহ যাহারি পাপ তাহারি ক্ষয় ॥
হোথা সেই ভ্রষ্টা স্ত্রী দম্ভ প্রকাশিয়া।
নিজ-মত স্ত্রীগণেরে কহে ফুকারিয়া ॥
পতির মাথা ত মুই স্বহস্তে কাটিল।
তথাপিহ দুষ্ট মোর মুখ না চাহিল ॥
তাহার উচিত সাজা দিনু ভাল-মতে।

...ন্পর সেই কথা প্রচার হইয়া।
...য়া লইয়া গেলা হাকিম শুনিয়া॥
...নারে সাধু জানি বিদায় করিল।
...যে রাঁড়ের সাজা উচিত করিল॥
...না শ্রীকৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে।
...া উত্তরিল কটকের নিকটেতে॥
...থা জগন্নাথ পাণ্ডাগণে আজ্ঞা দিলা
...না নামেতে মোর ভক্ত এক আইলা॥
...লকিতে চড়াইয়া আনহ তাহারে।
...জ্ঞামাত্র সবে গেলা তারে আনিবারে॥
...লকিতে চড়াইয়া চামর করিয়া।
...ভুর সম্মুখে তারে দিলেন আনিয়া॥
...ভু ভৃত্য-দরশনে আনন্দ হইল।
...না শ্রীমুখ হেরি আপনা ভুলিল॥
...রা কসাই বলি পথে ঘৃণা কৈল।
...রা দেখিয়া সবে চমকিত হৈল॥
...ন তাহারা সেই সধনা-চরণ।
... পাদোদক শিরে ধরে করে পান॥
...প্রজন্মের পুণ্য দিয়া যদি মুই।
...চরণরজ পাই তবে কিনে লই॥
...ভক্তিসুধার সাগরে অবগাই।
...প প প জ্বালা মোহ সংসার এড়াই॥

চরিত্র শ্রীকাশীশ্বর গোসাঞি।

...ন্-ঈশ্বরপুরী-গোস্বামীর শিষ্য।
...র সতীর্থ হন জগতে উপাস্য॥
...ব উদার অতি পণ্ডিত গম্ভীর।
...হ নিশ্চেষ্ট মৌনী অতি সে সুধীর॥
...প্রেমভাব শ্রীমন-বৃন্দাবনধামে।
...লর প্রায় কৃষ্ণ-অন্বেষণে ভ্রমে॥
...উপবাস কভু শাক মূল ফল।
...মাধুকুরী কভু পান মাত্র জল॥
...র তীরে পড়ি ডাকে উচ্চস্বরে।
...রাধাকৃষ্ণ বলি সদাই ফুকারে॥
...তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিল।

বেনুকূপ-নিকটে যে সমাজ তাঁহার।
অদ্যাপি বিরাজমান কুঞ্জের ভিতর॥
নিত্যসিদ্ধ হন দেহত্যাগ মাত্র ছল।
নানালীলা করি জীবে দেন ভক্তিবল॥
তাঁহার চরণে ভক্তি রহুক সদাই।
আমা-সবার আশ্রয় যে আর কেহ নাই॥

চরিত্র শ্রীখোজেজী।

খোজেজীউ মহাভাগবত হন সিদ্ধ।
বয়স অনেককাল হইলেন বৃদ্ধ॥
শিষ্যগণে কহে মোর কাল প্রাপ্ত হৈল।
বৈকুণ্ঠের দূত মোরে লইতে আইল॥
চলিলাম মুই তবে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মন করি॥
সে সময় শ্রীবৈকুণ্ঠপুরীতে যাইব।
সেইকালে এখানেতে ঘণ্টাবাদ্য হব॥
ইহা কহি সাধু তবে দেহত্যাগ কৈল।
কিন্তু যে হেথায় ঘণ্টাবাদ্য না হইল॥
না বাজিল জানি শিষ্যগণ চিন্তা করে।
কারণ কিছু কেহ বুঝিতে না পারে॥
আর এক শিষ্য কোন দূরগ্রামে আছে।
সমাচার ইহাঁরা দিলেন তাঁর কাছে॥
তেঁহ সিদ্ধ ভক্তিমন্ত দৃঢ়ভক্তিবান।
চলিয়া আইলা শুনি গুরুর পয়ান॥
পরমার্থ-ভ্রাতাগণ সম্মান করিলা।
গুরুর যে বাক্য তাহা তাঁরে শুনাইলা॥
বৈকুণ্ঠ যাইবামাত্র ঘণ্টাবাদ্য হবে।
শ্রীচরণ পাইলাম তাহাতে জানিবে॥
কিন্তু তাহা না বাজিল বড়ই সন্দেহ।
ইহার কারণ কিবা বিচারিয়া কহ॥
ইহা শুনি তেঁহ কহে কারণ আছয়।
যাব যে বাসনা মনে ভোগ ইচ্ছা হয়॥
কৃষ্ণ তাহা পুরাইয়া নিজধামে লয়।
ইহার প্রমাণ ধ্রুব-আদি করি হয়॥
স্বামী এই আম্রতলে দেহ তেজিয়াছে।
... ... করিয়াছে॥

দেহত্যাগকালে আম্র খাইতে হৈল মন।
আম্রভোগহেতু নহে বৈকুণ্ঠে গমন॥
আম্রভোগ করাইয়া কৃষ্ণ দয়াময়।
লইবেন তবে তাঁরে আপন আলয়॥
ইহা কহি তবে ভ্রাতাগণেরে কহয়।
আম্রবৃক্ষে অই যে সুপক্ক আম্র হয়॥
অইটি পাড়িয়া আন বুঝিবে নিশ্চয়।
যে কারণে স্বামিজী বৈকুণ্ঠে নাহি যায়॥
তবে বৃক্ষে উঠি সেই আম্রটি আনিল।
অস্ত্রের দ্বারায় তাহা দোফাঁক করিল॥
ভিতর হইতে এক কীট নিকশিল।
নিকশিয়া মাত্র কীট দেহত্যাগ কৈল॥
দেহ তেজি দিব্যরূপ শ্যাম-কলেবর।
চতুর্ভুজ বনমালা-শঙ্খ-চক্রধর॥
হইয়া চলিলা স্বর্ণবিমানে চড়িয়া।
দেখিয়া হইলা সবে চমকিত-হিয়া॥
ভোগ করাইয়া কৃষ্ণ লয় নিজধাম।
পাছে কেহ মনে কর প্রারব্ধাদি কাম॥
প্রারব্ধাদি কর্ম্ম সে ত প্রথমেতে যায়।
কৃষ্ণভক্তে বাধা জন্মাইতে না পারয়॥
এই যে সাধুর আম্র ভোগ যে করিল।
সুদামা বিপ্রের আর ধ্রুবে যথা হৈল॥
ভক্তে বুঝিবে কুতার্কিকে না বুঝিবে।
প্রারব্ধের ভোগ বলি কুতর্কে কহিবে॥
খোজেজীর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া।
বাসনা তেজিতে চাহে কৃষ্ণদাস-হিয়া॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ত্রিপুরদাস-আদি-ভক্ত-
গুণবর্ণনং বিংশ-মালা॥

একবিংশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।

চরিত্র শ্রীবাঁকা পতি রাঁব

বাঁকা নামে পতি তাঁর রাঁকা নামে
পাণ্ডুর পুরেতে বাস বড় অধিকারী॥
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অনন্যশরণ।
তৃণ কাষ্ঠ বেচি করে দিন গুজুরান॥
নারদ-গোসাঞি তাহা অন্তরীক্ষ হৈ
কৃষ্ণের ভকত বলি দয়া হৈল চিতে
বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভগবানেরে কহেন।
তোমার হৃদয় প্রভু বড়ই কঠিন॥
তোমার একান্ত ভক্ত রাঁকা-বাঁকা হ
কাষ্ঠ বেচি খায় তাহা পুরা না পড়য়ে
এত দুঃখ কেনে দেহ তোমার ভকতে
ভগবান কহে মোর দোষ নাহি তাতে
আমি দিতে চাহি ধন সে না তাহা
ধনে পাছে মোরে ভুলে এই তার ভ
সাক্ষাতে দেখহ মুই দেখাই তোমা
যবে বাঁকা-রাঁকা যায় কাষ্ঠ আনিবারে
সেইকালে হরি এক স্বর্ণমুদ্রাথলি।
রাখিলেন বনের বাহিরে পথে ফেলি
বাঁকা আগে চলি গেল তাহা না দেখি
পশ্চাতে যাইতে রাঁকা দেখিতে পাই
দেখি মোহরের তোড়া মনে মনেভাবে
স্বামী মোর জানিলে ত লইতে না দি
ধুলা-মাটি চাপা দিয়া এখন ত রাখি
পাছে কি বিচার করে তেঁহ তাহা দে
এত ভাবি ধুলা চাপা দিয়া রাখি গে
দুই জনে দুই বোঝা কাষ্ঠ বান্ধি নিল
ফিরিয়া আসিতে সেইখানে রাঁকা র
স্বামীরে কহয়ে এক কথা শুন কহি
একথলি স্বর্ণমুদ্রা আছয়ে পড়িয়া।
আমি রাখিয়াছি ধুলা-মাটি চাপা দি
বাঁকা তাহা শুনি কহে ভাল করিয়াছ
অর্থের উপরে ধুলা-মাটি যে দিয়াছ
উহার পানেতে আর ফিরে না তাক
হেথা হৈতে চলহ ত্বরায় পার হও॥
এত শুনি রাঁকা কিছু লজ্জিত হইয়

ন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীনারদ কহেন।
য় ভক্তচরিত্র যে না গায় কথন॥
তোমার যে প্রেমসুধারস আস্বাদিল।
ার মন প্রাকৃত-বিষয়-বাহ্য হৈল॥
ন নাহি কেহ তারে আটকিতে পারে।
াকৃত-বিষয় দিয়া এ তিন সংসারে॥
ে শ্রীনারদ-সহ প্রভু চলি গেলা।
ষ্ণদাস-মূঢ়-পানে ফিরে না চাহিলা॥

চরিত্র শ্রীলড়ু ভক্ত।

ড়ু নামে ভক্ত অতিশয় চমৎকার।
হ্যবৃত্তি নাহিক অন্তরে প্রেমাকার॥
প্রেমাবেশে অচেতন রাত্রে কোনস্থানে।
ড়িয়া আছেন যথা মত্ত মদপানে॥
ন্য গ্রামে চোরগণ দেবীপূজা করে।
রপশু খুঁজি বুলে বলি দিবার তরে॥
মুখে দখয়ে সেই মহাভাগবতে।
রপশু বলি নিয়া গেলা বলি দিতে॥
শুতুল্য চোরগুলা না চিনিল তাঁরে।
াটিবার উদ্‌যোগ দেবীর আগে করে॥
ষ্ণের ভকতে হিংসা করয়ে জানিয়া।
ক্রোধে নিকশিলা দেবী প্রতিমা ফাটিয়া॥
ড়্গ হস্তে করি দেবী কাটি চোরগুলা।
স্তক লইয়া হস্তে লুফিতে লাগিলা॥
ড়ভক্তের অনুরাগে চোরগণে।
স্তক কাটিয়া যথা করিল ক্রীড়নে॥
এমতি মস্তক নিয়া কন্দুক খেলিলা।
ভক্তরাজে সম্মান করিয়া পাঠাইলা॥
ষ্ণভক্ত-পক্ষপাত যেই জন করে।
াহার চরণে করি কোটি নমস্কারে॥

চরিত্র শ্রীসন্ত ভক্ত।

ল-সন্ত ভক্ত নাম পরম-সুজন।
বৈষ্ণবসেবনমাত্র তাঁহার ভজন॥
থা হৈতে আইসে দ্রব্য কেহ নাহি জানে

একদিন সন্ত ভক্ত বাজারে গিয়াছে।
আর কোন বৈষ্ণব গৃহেতে আসি পুছে॥
সাধু ঘরে দেখি নাই, গিয়াছে কোথায়।
সাধুর ঘরণী কহে গিয়াছে চুলায়॥
এতেক শুনিয়া সে বৈষ্ণব ফিরি গেলা।
যাইতে পথেতে তার সনে দেখা হৈলা॥
সন্ত কহে কি কারণে ফিরিয়া চলিলে।
বুঝি মোর গৃহেতে সম্মান না পাইলে॥
বৈষ্ণব কহেন তব গৃহেতে যাইয়ে।
পুছিলাম সন্ত ইহ গেলেন কোথায়ে॥
তোমার ঘরণী কহে গিয়াছে চুলায়।
শুনিয়া চলিনু মুই কি বলিব তায়॥
ইহা শুনি সন্ত তাঁর চরণে ধরিয়া।
গৃহে আনি সেবা কৈল ভকতি করিয়া॥
তৎক্ষণাত গৃহাশ্রম তেজিয়া চলিলা।
একান্ত হইয়া গিয়া বনেতে বসিলা॥
কালে কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব পাইলেন সাধু।
আস্বাদয় মহাশয় সেবানন্দ-মধু॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার॥
বৈষ্ণবের পদে মতি রহুক আমার॥

চরিত্র শ্রীত্রিলোক সোণার।

ত্রিলোক নামেতে এক স্বর্ণকার হয়।
একান্ত ভকতি তাঁর বৈষ্ণবসেবায়।
রাজার কন্যার বিভা-কারণ তাঁহারে।
সোণার কলস দুই দিল গড়িবারে॥
ওজন করিয়া সোণা ঘরে নিয়া গেলা।
বৈষ্ণবসেবনে বড় উৎসাহ হইলা॥
সেই স্বর্ণ সমুদায় বিক্রয় করিয়া।
মহামহোৎসব কৈলা বৈষ্ণব লইয়া॥
এমতি উৎসাহ হৈল বৈষ্ণবসেবনে।
পশ্চাৎ কি হবে তাহা নাহি গণে মনে॥
হোথা বিবাহের তিন দিবস থাকিতে।
রাজদূত আইল স্বর্ণকলস লইতে॥
ত্রিলোক কহেন তাহা তৈয়ার না হয়।

প্রভুর প্রতিজ্ঞা খর্ব্ব হইয়া তখন।
বশীভূত হইলেন বিক্রীত যেমন॥
মহারাজা শ্রীচৈতন্য সাধিল যেমনে।
কি আশ্চর্য্য কথা সেই-সুখদ শ্রবণে॥
পণ্ডিত গম্ভীর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
যতেক পুরুষোত্তমে গম্ভীর আচার্য্য॥
সভাসদ-প্রধান শ্রীপ্রতাপরুদ্রের।
ব্যবস্থা প্রমাণ্য যাঁর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের॥
মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীমন্দিরে যবে গেলা।
প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলা॥
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অষ্ট সাত্ত্বিক দেখিয়া।
কোলে করি নিয়া গেলা বিস্মিত হইয়া॥
নিজগৃহে নিয়া তবে শুশ্রূষা করিয়া।
গোপীনাথ-আচার্য্যেরে কহেন পুছিয়া॥
রূপ দেখি চমৎকার অলৌকিক প্রেম।
কেটা বটে কহ ইহ কোথা পূর্ব্বাশ্রম॥
পরিচয় দিয়া পরে কহেন আচার্য্য।
ইহ শ্রীমান্ ভগবান অবতারবর্য্য॥
তাহা শুনি ভট্টাচার্য্য উপহাস কৈল।
আচার্য্য পাইয়া ক্ষোভ প্রহুড়ি করিল॥
অনেক বিচার কৈল সার্ব্বভৌম-সনে।
ঈশ্বর করিয়া সার্ব্বভৌম নাহি মানে॥
তবে শ্রীআচার্য্য সার্ব্বভৌমেরে কহিল।
আমি এই ভিতে আঁক কাটিয়া রাখিল॥
প্রভুর করুণা যবে তোমারে হইবে।
তোমার বুদ্ধির মোহ যবে দূরে যাবে॥
তুমি ত তখন এই সিদ্ধান্ত করিবে।
এই মহাপুরুষের শরণ লইবে॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল ভাল তা পারিবে।
এখন স্বকার্য্যে যাহ পশ্চাত শিখাবে॥
ইহা কহি ভট্টাচার্য্য উড়াইয়া দিলা।
আচার্য্য তখন তবে কিছু না বলিলা॥
স্থূল স্থূল কহি কিছু সংক্ষেপ-কথনে।
এ সকল লীলা প্রত্যক্ষ ত্রিভুবনে॥
যেমতে পাইল রাজা প্রভুর চরণ।
তাহার প্রসঙ্গে কহি এ সব কথন॥
[illegible] পরে কহয়ে প্রভুরে।

প্রভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত
হয় তাই কর কৃপা করি যে উচিত॥
মূর্খ মুই মোর নাহি দিগ-পাশ-জ্ঞান।
দয়া করি কর যাতে মোর পরিত্রাণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে।
ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে॥
এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত বাখানে।
সাতদিন ধরি প্রভু বসি মাত্র শুনে॥
নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান।
মায়াবাদময় যাহা পাষণ্ডী বিধান॥
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য।
কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য
ভটাচার্য্য কহে তুমি মৌন করি রহ।
বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ॥
প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ
সকলি যে বিপর্য্যয়-ব্যাখ্যান অনর্থ॥
সৎ-চিৎ-আনন্দময়-রূপ ভগবান।
অনন্ত স্বরূপশক্তি যোগমায়া হন॥
জীব নিত্যদাস সেব্যসেবকসম্বন্ধ।
ইহার অন্যথা কর বড়ই এ ধন্দ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ ব্যাখ্যা
লক্ষণা করিয়া সব কহ অবিধান॥
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনিত্য।
অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ।
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে।
ভট্টাচার্য্য ইহা শুনি ক্রোধ হৈল ম
কহয়ে তুমি যে বড় আমারে শিখা
কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি ব
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তু
কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি
তবে প্রভু সেই সূত্রব্যাখ্যা আরম্ভি
ষাইট-প্রকার তার সদর্থ করিল॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে চমকিয়া কহে
ইহা ত সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নহে
ভট্টাচার্য্যের যে ছিল পাণ্ডিত্য-অভি
গেল যদি তবে প্রভু হৈলা কৃপাবান
আচম্বিতে ভট্টাচার্য্য দেখয়ে প্রভুরে

এতেক তাপরা লোক যাইয়া কহিলা।
ত্রিলোক ভাগিয়া এক বনে লুকাইলা॥
বিবাহের পূর্ব্বদিন পুন লোক আইল।
লাগ না পাইয়া গিয়া রাজারে কহিল॥
রাজা শুনি নিজ ভৃত্যগণেরে কহয়ে।
স্বর্ণকারে বান্ধি আন যেখানে থাকয়ে॥
কৃষ্ণচন্দ্র দেখি নিজ ভক্তের উপর।
আপদ পড়িল বলি হইলা কাতর॥
ভকতবৎসল ভক্তরক্ষার কারণ।
দুই স্বর্ণকলস যে অপূর্ব্বগঠন॥
ত্রিলোকের রূপ ধরি আপনি লইয়া।
রাজার নিকটে প্রভু আইলা ধাইয়া॥
রাজার সভায় নিয়া সম্মুখে রাখিলা।
রাজা সভাসদ সহ আনন্দ হইলা॥
সবাই প্রশংসে অতি সুগঠন হেরি।
পুনঃপুন দেখে রাজা নিজহস্তে ধরি॥
রাজা কহে এতেক গঠন হৈল কেনে।
তেঁহ কহে বনাইতে করি সুগঠনে॥
মার্জ্জন করিতে গেনু সুমিষ্ট জলেতে।
পলাইল বলি মোর যাইয়া গৃহেতে॥
ব্যবহার করি মহা-উৎপাত করিল।
যেমত করি তার এই ফল হৈল॥
এতেক কহিয়া প্রভু ভঙ্গি উঠাইলা।
ক্রোধ করিয়া চারি পাঁচ পদ গেলা॥
শুনাইয়া রাজা অতি লজ্জিত হইয়া।
নিজলোকে কহে ত্রিলোকের বাটী গিয়া॥
জ্ঞাতিকগণে শীঘ্র উঠাইয়া আন।
কোন উপদ্রব তথা নাহি করে যেন॥
ত্রিলোক-জ্ঞানেতে রাজা শিরপা করিল।
বহু অর্থ দিয়া পুন তাহারে তুষিল॥
প্রভু সেই অর্থ-আদি ত্রিলোকের ঘরে।
লইয়া যাইয়া রাখি ধরি রূপান্তরে॥
বনেতে ত্রিলোক যথা আছেন বসিয়া।
দ্রব্যসামগ্রী নিয়া গেলেন চলিয়া॥
সামগ্রী সম্মুখে দিয়া কহে ক্রুদ্ধতর।
রাজা বহু অর্থ দিলা শীঘ্র যাহ ঘর॥
সোনার কলস পাই অতি তুষ্ট হৈল।
কহিতে কহিতে হরি অন্তর্দ্ধান হৈল।
ত্রিলোক অন্তরে অনুমানেতে বুঝিল॥
জানিলাম কৃষ্ণ এই মায়া প্রকটিল।
ধাইয়া চলিল কিছু কারে না কহিল॥
ঘরে গিয়া দেখে নানাদ্রব্য কতমত।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় আর হইল শত শত।
অর্থ পাইয়া সাধু করে কৃষ্ণসেবা।
প্রেমানন্দে রহে মগ্ন সদা রাত্রি দিবা॥
সোনার কলস আনে যেই কারিগর।
তাহার সহিত যে ত্রিলোক স্বর্ণকার॥
আমার হৃদয় রহ সেই দু'জনার।
অভয়-চরণ যাহা বিনে নাহি আর॥

চরিত্র শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজার।

শ্রীপুরুষোত্তমবাসী রাজা প্রতাপরুদ্র।
যাঁহার স্মরণে নাশে সকল অভদ্র॥
প্রতাপ প্রচণ্ড যাঁর প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়তা।
অন্য ক্ষত্রিয়ে তাঁরে-আগে মানি কাপুরুষতা॥
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা যে দৃঢ়তর হয়।
তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা সাধি শ্লাঘা করয়॥
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের যে প্রতিজ্ঞে॥
যে প্রতিজ্ঞা ত্রিভুবনে প্রশংসয় বিজ্ঞে॥
মুনি ঋষি তপস্বী বেধস ভব শেষ।
কোটি কল্প তপে যার না পায় উদ্দেশ॥
তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রদ করি তাহা।
সাধিল আপন পণ নিজসাধ্য যাহা॥
ত্রৈলোক্যের নাথ শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র হরি।
তাঁহারে জিনিল তাঁর সনে হঠ করি॥
গৌরচন্দ্র কহয়ে যে রাজদরশন।
কদাচ না করিব করিল দৃঢ় পণ॥
মহারাজা কহে মুই অবশ্য মিলিব।
শ্রীচরণে দৃঢ় মন আত্ম সমর্পিব॥
রাজ্যধন দেহ প্রাণ গণনা না কৈলা।
ধন্য মহারাজ সেই প্রতিজ্ঞা রাখিলা।
অভয় পরমনিধি শ্রীচরণপদ্ম।

শ্যামলসুন্দর বনমালা পীতবাস।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ স্বর্ণরেখা শ্রীনিবাস॥
দেখি চমৎকার ভট্ট অনিমিখে চাহে।
প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত সংবিত নাহি দেহে॥
দেখিতে দেখিতে আর সে রূপ না দেখে।
পূর্ণব্রহ্মরূপ পুন গৌরাঙ্গ নিরখে॥
তখন যে গোপীনাথ-আচার্য্যের বাক্য।
স্মরণ হইল তাহা হইল প্রত্যক্ষ॥
পরম-ভকতিভাবে যতন করিয়া।
রাখিল আপন গৃহে সেবা নিরূপিয়া॥
গুহ্যভাবেতে গিয়া কহে রাজস্থানে।
এক মহাপুরুষ আইলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥
শ্রীচৈতন্য নাম শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
চতুর্ভুজ রূপ মোর হইল গোচর॥
অনির্ব্বচনীয় সেই অলৌকিক রূপ।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া কান্তি পরম অনুপ॥
রাজা শুনি চিত্তে কিছু আশ্চর্য্য মানিল।
অনেক বিতর্ক করি ভাবিতে লাগিল॥
পুরুষোত্তমমধ্যে চতুর্ভুজ হয় সবে।
তার মধ্যে বিশেষপ্রকার কিছু হবে॥
রাজা যদি এত মনে বিতর্ক করিলা।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি প্রভু তা জানিলা॥
আরদিন ভট্টাচার্য্য দেখে আচম্বিতে।
ষড়্ভুজ প্রভু তিন-অবতার মতে॥
শ্যামবর্ণ দুই হস্ত মুরলীবদন।
দুর্ব্বাদলশ্যাম দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ॥
হেমবর্ণ দুই হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হেরি জুড়ায় নয়ান॥
ভট্টাচার্য্য দেখি পুন রাজারে কহিল।
অন্তস্পটে প্রভু নৃপে কৃপাবান হৈল॥
রাজার জন্মিল মহাপ্রেম অনুরাগ।
চৈতন্যে হইল রাগ সর্ব্বত্র বিরাগ॥
শ্রীচৈতন্য ধ্যান-জ্ঞান শ্রীচৈতন্য প্রাণ।
শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর নাহি সুঝে * আন॥
শিষ্টলোক পাঠায় শ্রীচৈতন্যচরণে।
একান্ত মিলিয়া চাহে লইতে শরণে॥

প্রভু তাহা নাহি শুনে উপেক্ষা করা
কহে সন্ন্যাসীর রাজভেট না জুয়ায়।
তবে রাজা ভক্তবৃন্দগণের চরণে।
ধরিয়া পড়িল মিলিবারে প্রভুসনে।
ভক্তগণ যোগ্যপাত্র জানিয়া রাজারে
যোড় কর করি সবে কহয়ে প্রভুরে।
রাজা তব চরণে শরণ লইবারে।
কাতর হইল একবার হের তারে॥
প্রভু কহে হেন বাক্য পুন না কহি
পুন যদি কহ তবে হেথা না দেখি
সন্ন্যাসীর অনুচিত রাজদরশন।
স্ত্রীদরশন সম বিষের ভক্ষণ॥
এত শুনি ভক্তবৃন্দ আর না কহিল
রাজা তাহা শুনি অতি খেদিত হই
আর্ত্তনাদ করি কহে তাপিত হইয়া
আইলা প্রভু ত্রিভুবননিস্তার লাগি
একান্ত যে এই কি প্রতিজ্ঞা কৈর
জগত তারিব একা প্রতাপরুদ্র বি
শুনিলাম জগাই-মাধাই তরাইল
আমি ত পাতকী তবে কি দোষ ব
তবে যদি উপেক্ষিলা কি কায বাঁচি
প্রাণ ত্যাগ করি তবে তাঁরে সঙরি
রায় রামানন্দ তবে আশ্বাস করিয়া
রাখয়ে রাজার প্রাণ মরিতে না দি
পুনর্ব্বার ভক্তবৃন্দ প্রভুস্থানে কহে
তোমা বিনে রাজা প্রাণ তেজিবা
অন্তরে রাজার প্রতি প্রভু কৃপাবা
বাহে কিছু লোকশিক্ষাহেতু করে
কপট করিয়া পুন কহে ভক্তগণে
নারায়ণ বলি দুই হস্ত দিয়া কাণে
মহাবিষয়ী যে রাজা তাহার মিল
পুন যদি কহ তবে না রব এখানে
ভয়ে ভক্তবৃন্দ তবে পুন না কহি
রাজার আগ্রহ দেখি চিন্তিত হই
প্রভুর প্রতিজ্ঞা নাহি করিব মি
রাজার প্রতিজ্ঞা তবে ছাড়িব জী
তবে ভক্তবৃন্দ এক উপায় সৃজি

ভু যবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিবে।
র্দ্ধবাহ্য দশাভাব যখন জানিবে॥
ইকালে রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক।
রিতে করিতে পাঠ যাই সম্মুখ॥
ানন্দে ধরিয়া প্রভু আলিঙ্গন দিবে।
পা করিবেন তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে॥
হা শুনি রাজা বড় আনন্দিত হৈল।
সই শুভকাল লক্ষ্য করিয়া রহিল॥
থাগ্রে নর্ত্তন প্রভুর মহা-চমৎকার।
প্রসিদ্ধ সে ধ্যান হৃদে আছে সবাকার॥
র্ত্তনের পরে ভক্তবৃন্দের সহিতে।
বশ্রাম করিলা জগন্নাথের বাগিচাতে॥
অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে।
অল্পে অল্পে রাজা গিয়া দাণ্ডাইলা পাশে॥
রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক পাঠ করি।
উচ্চ করি গায় তাহা শুনি গৌরহরি॥
প্রেমানন্দ-সুখে কহে কে তুমি হে বন্ধু।
কর্ণেতে ঢালিলে মোর সুধারসসিন্ধু॥

শ্লোক শ্রীগোপীগীতা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ১॥

এত কহি প্রেমাবেশে উঠিয়া রাজারে।
গাঢ় আলিঙ্গন করি দুনয়ান ঝুরে॥
দোঁহে ভূমে পড়ি কান্দে দৃঢ় আলিঙ্গনে।
আনন্দেতে জয় জয় করে ভক্তগণে॥
ক্ষণে মহাপ্রভু সংবিত পাইল।
উঠিয়া সম্ভ্রমে দেখে নৃপে আলিঙ্গিল॥

কৃষ্ণকথা সন্তপ্ত জীবনে অমৃত বর্ষণ
র। তত্ত্বদর্শী কবিগণ উঁহাকে পাপক্ষয়কারী
লিয়া কীর্ত্তন করেন। উহা শ্রবণ মঙ্গলময়
শান্তিপ্রদ। এই পৃথিবীতে যাঁহারা বিস্তা-
ভাবে কৃষ্ণ কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,
তাহারাই ভূরিদা অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে

যদ্যপি রাজারে প্রভু দৃঢ়কৃপা কৈল।
ভক্তগণশিক্ষাহেতু ভঙ্গি উঠাইল॥
ছি ছি বিষয়ীর সঙ্গ হইল আমার।
নারায়ণ নারায়ণ ধিক তিরস্কার॥
শ্রীমান প্রতাপরুদ্র মহারাজ ধীর।
যতেক ক্ষাত্রিয়মধ্যে এক মহাবীর॥
যত দৃঢ়ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠ দৃঢ়ব্রত।
গৌরাঙ্গ জিতল যাথে অদ্ভুত-চরিত্র॥
তুচ্ছ রাজাগণ গ্রাম জিতি করে শ্লাঘ্য।
চৈতন্যে নাহিক রতি অতি সে দুর্ভাগ্য॥
ধন্য ধন্য ধন্য রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র।
যার পাদরজে যায় সংসার অভদ্র॥
প্রভুর পার্ষদ হৈল প্রেমানন্দে ভাসে।
দেবগণ জয়শব্দ করয়ে আকাশে॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিত স্থূল করিনু কীর্ত্তন।
আমার শকতি নহে বাহুল্য লিখন॥
তাঁহার শ্রীচরণরজের এক কণ।
আশা করি কৃষ্ণদাস করে নিরীক্ষণ॥

চরিত্র শ্রীগোবিন্দদাস গোস্বামী।

গোবর্দ্ধনগ্রামে বাস শ্রীগোবিন্দদাস।
নাথজী গোপাল গোবর্দ্ধনে যাঁর বাস॥
তাঁর সহ সখ্যভাব সদা কেলি করে।
শুদ্ধভাবাক্রান্ত যাথে ঐশ্বর্য্য না স্ফুরে॥
গোবিন্দদাসের দেখ সৌভাগ্যের সীমা।
চমৎকার-কারী যার নাহিক উপমা॥
অলপ বয়স হয় গোবিন্দদাসের।
পরিপাক সাধন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের॥
গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীনাথজীর সহ।
খেলাইতে যান মাঠে করিয়া উৎসাহ॥
একদিন ডাণ্ডাগুলি খেলে দুই জনে।
গোবিন্দের দাণ্ডা হৈল নাথজীর সনে॥
খেলা ছাড়ি নাথজী আইসে পলাইয়া।
পাছু পাছু গোবিন্দ ধরিতে যায় ধায়া॥
নাথজী মন্দিরে গিয়া সিংহাসনোপরি।

গোবিন্দ যাইয়া নাথজীর শিরোপরি।
তাকিয়া মারিল এক গুলি দণ্ড করি॥
পূজারি সেবকগণ তাহারা দেখিয়া।
সোরসার করি সবে আইল হাঁকিয়া॥
ধরিয়া তাহারে চড়-চাপড় মারিয়া।
বাহির করিয়া দিলা গলে হাত দিয়া॥
ক্রোধ করি গোবিন্দ কহয়ে নাথজীরে।
মোর দাণ্ডা ভাঙ্গি গিয়া রহিলি মন্দিরে॥
আর মোরে লোক দিয়া নিগ্রহ করিলি।
ভাল অরে দুষ্ট ছোঁড়া শিখাব যে কালি॥
ইহার সাজাই তোরে ভালমতে দিব।
সাজাই না দিয়া তোরে জল না খাইব॥
এত কহি গোবিন্দ গৃহেতে নাহি গেলা।
গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসিয়া রহিল।
হেথা নাথজীর ভোগ প্রস্তুত হইল॥
গোসাঞিরে নাথজীউ ক্রোধে জানাইল॥
গোবিন্দ আমার সহ খেলিতে আইল।
নিগ্রহ করিয়া তারে নিকালিয়া দিল॥
যতেক মারিল মোর শরীরে বাজিল।
সব অঙ্গে অঙ্গে মোর বেদনা হইল॥
নিগ্রহ খাইয়া গিয়া গোবিন্দকুণ্ডের।
তীরে বসি আছে নাহি যায় নিজঘর॥
অন্ন জল নাহি খায় উপবাসী হয়।
আমি নাহি খাব সে না আইলে হেথায়॥
এতেক শুনিয়া যে চমক পড়ি গেলা।
পরস্পর সবে ব্যস্তসমস্ত হইলা॥
এত যে মহিমা গোবিন্দের জানি নাই।
হাহাকার করি মূর্চ্ছা হইলা গোসাঞি॥
গোবিন্দের তল্লাসে চলিলা সবে ধাই।
ঘরে বনে মাঠে খুঁজি কোথাও না পাই॥
গোবিন্দকুণ্ডের তীরে দেখে বসি আছে।
রাগান্বিত হাতে এক ছড়ি নাচাইছে॥
নিকটে যাইয়া কহে বিনতি করিয়া।
নাথজী তোমার স্থানে দিলা পাঠাইয়া॥
তোমা না দেখিয়া তেঁহ কিছু না খাইলা।
তুমি রুষ্ট হৈলে বলি উপবাস কৈলা॥
গোবিন্দ কহয়ে আঁখি হইয়া পলাইল।
তারে আমি এই ছড়ি দিয়া যে পিটিব
যেমন সে তার আজি উচিত করিব॥
গোবিন্দের ভাব-ভক্তি তাঁহারা বুঝিয়া
কহেন শ্রীনাথজীর আশয় জানিয়া॥
হারি মানি নাথজীউ তোমার নিকটে।
কহি পাঠাইল পুন খেলিবেক মাঠে॥
তা শুনি গোবিন্দ হর্ষ হইয়া কহয়।
হারি মানি নিল তবে যাইব তথায়॥
ইহা কহি উঠিয়া চলিলা শ্রীমন্দিরে
কটিতে লেঙ্গটি এক ধূলায় ধূসরে॥
হাতে দাণ্ডা গুলি ডাটা খেলার সামি
হাসিতে হাসিতে গিয়া নাথজীর অগ্র।
টিটকারি দিয়া কহে এখন কেমন।
হারি মানি মোর ঠাঁই বাঁচিলে-যে ধন
মন্দিরে যাইয়া দেখে শ্রীমুখ মলিন।
না খাইল জানিয়া হৃদয় হৈল খিন॥
গোবিন্দ কহয়ে ভাই খাও নাহি কে
বদন মলিন দেখি দগধে পরাণে॥
মন্দিরে কপাট দিয়া দোঁহে বসি খায়
হাসিতে খেলিতে মহা-আনন্দ-উদয়।
তখন সকল লোক গোবিন্দদাসের।
মহিমা জানিয়া ধূলী লয় চরণের॥
একদিন শ্রীগোবিন্দ শৌচ ফিরিতে।
বসিয়াছে মাঠে কিন্তু মন নাথজীতে।
নাথজী দেখিয়া তারে মুচকি হাসিয়া।
আকন্দের ফলগুলা উঠাইয়া নিয়া॥
কোঁচড়ে করিয়া মৃদু হাসিতে হাসি
রঙ্গভঙ্গি করি যায় নাচতে নাচিতে।
মুহুর্মুহু স্বরে গান করিতে করিতে।
কভু গালবাদ্য কভু তুড়ি দিতে দিতে
হেলিয়া দুলিয়া নানা ভঙ্গি করি চলে
নূপুর ঘুঙ্গুর বাজে চরণকমলে॥
ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ।
ঝমঝম করি বাজে কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
মাথায় মোলক দোলে যেন পূর্ণশশী
গোবিন্দের সম্মুখে যাইয়া হাসি হাসি
কোঁচড় হইতে আকন্দের ফল দিয়া

রূপ দেখি শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দে চাহে।
যাহে বিস্মৃত সাধু জড়বত রহে॥
পুনঃপুন মাথজাউ মারিতে মারিতে।
যাহ হৈল গোবিন্দের উঠিল ত্বরিতে॥
জলশৌচ না করিয়া অমনি উঠিয়া।
নাথজীর পাছে পাছে চলয়ে ধাইয়া॥
মাকন্দের ফল তুলি তুলি ফিকি মারে।
হাসি হাসি নাথজী ছুটিয়া যায় দূরে॥
হায় হায় সে রূপ সে হাস্য সে গমন।
সে ভঙ্গি সে রঙ্গি নাট সে চন্দ্রবদন॥
দেখে কি পরাণ কেহ ধরিবারে পারে।
গোপীর কি দোষ কেবা সম্বরিতে পারে॥
আকাশে দেবতাগণ হেরে অনিমিখে।
দেবকন্যা গন্ধর্ব্বাদি-স্ত্রী লাখে লাখে॥
পলাইয়া গিয়া নিজমন্দিরে রহিলা।
গোবিন্দ গোবিন্দকুণ্ডতীরেতে বসিলা॥
মাতা তাঁর আসি বহু ভৎর্সন করিয়া।
ঘরেতে লইয়া গেলা ভোজন লাগিয়া॥
ভোজন করিতে বসি মনেতে পড়িল।
শৌচ করিয়া জলশৌচ না করিল॥
মাতারে কহয়ে মুই নাহি ছোচাইল।
মাতা তাহা শুনি পুন ভর্ৎসন করিল॥
অন্ন ত্যেয়া গমা উঠি ছোচাইল গিয়া।
ভোজন না হৈল হোথা নাথজী জানিয়া॥
গোসাঞিরে আজ্ঞা দিলা গোবিন্দ লাগিয়া।
প্রসাদসামগ্রী পাঠাও প্রচুর করিয়া॥
নানান সামগ্রী নানা প্রসাদ-উপচয়।
থালী ভরি গোবিন্দের গৃহেতে পাঠায়।
গোবিন্দ কহয়ে হাসি মারি খাবার ভয়ে।
নাথজী আমার তরে সামগ্রী পাঠায়ে॥
মাতা শুনি কহে দূর দূর দুষ্ট ছোঁড়া।
বিশেষ না বুঝে তেঁহ ব্রজবাসী ভোরা॥ *
নাথজীর সহ নিজ পুত্রের যে সম্বন্ধ।
না বুঝি পুত্রের ভাব পাড়ে গালি মন্দ॥

* পাঠান্তরে—"বিশেষ নহিক জানে ব্রজবাসী ভোরা।"

গোবিন্দ-চরিত্র হয়ে সুধার সদন।
সর্ব্ব-মন-রঞ্জন বিশেষে সাধুজন॥
গাইয়া তাঁহার আগে প্রেমের অঙ্কুর।
কৃষ্ণদাস মাগে এই কলির অসুর॥

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস গুপ্তামালী।

কৃষ্ণদাস নাম এক ব্রাহ্মণকুমার।
পঞ্চাল লাহোরদেশে উদ্ভব তাঁহার॥
বয়েস সপ্তমবর্ষ আচম্বিতে তাঁর।
গৌরাঙ্গ উদয় হৈল হৃদয়-মাঝার॥
গৌরাঙ্গ নাহিক দেখে নাম নাহি শুনে।
প্রভুর কি ভঙ্গি যে উদয় হৈল মনে॥
গৌড়দেশ আর যে দক্ষিণ উদ্ধারিলা।
পশ্চিম-উদ্ধার-হেতু এক ভঙ্গি কৈলা॥
ভাগ্যবান অই বিপ্র-বালক-অন্তরে।
প্রকাশ হইয়া কৈলা উদাস তাহারে॥
নিত্যসিদ্ধ তেঁহ গৌরাঙ্গের অনুচর।
জন্মাইলা পশ্চিমে লোক করিতে উদ্ধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি কান্দেন বালক।
কিছু নাহি ভায় চিত্তে করে ধকধক॥
গৃহ হৈতে বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে।
ধাইয়া চলিলা শ্রীচৈতন্য বলি ডাকে॥
দু'নয়ানে বহে ধারা উন্মত্তের ন্যায়।
ফল জল গব্য মাত্র আহার করয়॥
উপনীত হৈল আসি শ্রীবৃন্দাবন।
দরশন করিলা শ্রীমন্-গোবর্দ্ধন॥
গোবর্দ্ধন-উপরে গোপাল-দরশন।
করিয়া হইলা শিশু আনন্দিত মন॥
শ্রীল-মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির সেবক।
গোপালের পূজারি দেখে অপূর্ব্ব বালক॥
গোপাল হেরিয়া যে নয়ান-জলে ভাসে।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে প্রেমের আবেশে॥
দেখিয়া আনন্দ হৈল পরমযতনে।
নিকটে রাখিলা অতি প্রেমের বিধানে॥
সেবক হইলা শিশু পূজারির স্থানে।
উৎকণ্ঠা হইল শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে॥

গৌড়দেশ যাইবারে উৎযুটী হইলা ॥
সেইকালে শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন আইলা ॥
দরশন করি শ্রীগৌরাঙ্গ বলি কান্দে।
বামন যেমন হাতে পাইলেক চান্দে ॥
শিশু কহে মোর হৃদে প্রবেশিলা যেই।
দেখিয়া জানিনু প্রভু তুমি হও সেই ॥
শরণ লইনু প্রভু কৃপা কর মোরে।
নিজদাস বলিয়া করহ অঙ্গীকারে ॥
মুচকি হাসিয়া প্রভু দয়ার্দ্র হইলা।
নিজকণ্ঠ হৈতে গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা ॥
অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া বহু স্নেহ কৈলা।
গুঞ্জামালী বলিয়া আখ্যান তাঁর দিলা ॥
সেই হৈতে গুঞ্জমালী নাম তাঁর হৈল।
গুঞ্জামালী বলি নাম ভুবনে ব্যাপিল ॥
শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে।
পশ্চিমদেশেতে কর ভক্তির প্রচারে ॥
পঞ্জাব লাহোর আর মুল্‌তানাদি করি।
শাসন করগা কৃষ্ণভক্তি দান করি ॥
তেঁহ কহে প্রভু মোর আছে কি শকতি।
আমার শাসনে কেনে লইবে ভকতি ॥
প্রভু কহে আমার বিভূতি তুমি হও।
মোর শক্ত্যে শাসন হইবে তুমি যাও ॥
প্রথমে মুলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া।
লোক নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া ॥
বড়ই প্রতাপ হৈল লোকে চমৎকার।
অলৌকিক দরশন আকার প্রকার ॥
যারে কৃপা করে সেই কৃষ্ণভক্ত হয়।
শ্রীচৈতন্যপদে তার মতি উপজয় ॥
চৈতন্য ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে।
প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে ॥
পরম্পরা সম্প্রদায়ক্রমে সব লোক।
বৈষ্ণব হইল গেল সংসারের রোগ ॥
তথা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বনয়ারি-চন্দ্র।
তাঁরে শিষ্য করি ভক্তি দিলা প্রেমানন্দ ॥
গাদির মহান্ত করি তাঁরে বসাইয়া।
আপনি চলিলা পুন গুজুরাট যাইয়া ॥
সেবার শৃঙ্খলা তথাই বড়ই করিলা।
[illegible]

তথাকার লোক ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি জানে।
শিশ্নোদরপরায়ণ ধনী সব জনে ॥
গুঞ্জামালী গোসাঞি দেখিয়া মূঢ়লোক
দয়ার্দ্র হইয়া মনে পাইল অতি দুঃখ ॥
কৃপা করি নিজ-শক্তি ভক্তি প্রকাশিয়া
উদ্ধারিলা সব লোক কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া ॥
বৈষ্ণব হইল সবে বলে হরি হরি।
প্রেমানন্দে নাচয়ে যতেক নর-নারী ॥
প্রভুর যে গাদি বড় গৌড়ীয়া-আখ্যান
ছোট গৌড়ীয়ার তথা শুন বিবরণ ॥
শ্রীঅদ্বৈত্য-প্রভুর শাখা চক্রপাণি না
পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-ধাম ॥
প্রভুর প্রেরিতে গেলা পশ্চিম দিশাতে
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
গুজুরাট গেলেন গুঞ্জামালি-নাম শুনি
যাইয়া তাঁহার সনে হইল মেলানি ॥
পরিচয় হইয়া মিলিয়া দুইজনে।
বহয়ে আনন্দধারা দোঁহার নয়ানে ॥
কতক-দিবস-পরে শ্রীল-চক্রপাণি।
আর এক স্থানে সেবা প্রকাশে আপ
যাত্রা-মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন।
শিষ্য প্রশিষ্য কৈলা ভক্তি-বিতরণ ॥
অদ্বৈতপ্রভুর দায় দিল বহুজন।
চৈতন্যের জয় বলি নাচে সর্ব্বজন ॥
ছোট গৌড়ীয়া বলি গাদির খেয়াতি
আচার্য্যের গাদি সেই সবার সম্মতি
ছোট গৌড়ীয়া আর বড় যে গৌড়ীয়া
অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপি
পরে গুঞ্জামালী গোসাঞি পঞ্জাবে
ওলম্বা নামেতে গ্রাম তথায় বসিয়া ॥
সেবা প্রকাশিলা বহু সেবক করিয়া।
জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া।
জনার্দ্দন নামে বিপ্রকুলোদ্ভব শান্ত।
শিষ্য করি তাঁরে কৈলা গাদির মহা
তেঁহ নিজ ছোট ভাই শ্যামজী গোস
তাঁহারে করিয়া শিষ্য গাদিতে বসাই
পঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিন্ধুনামে দেশ
[illegible]

ূত যতেক ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
ছলমান যত ছিল হরিভক্ত হৈলা॥
াসাঞির সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া যবন।
াভাবে সেই নাম করিল গ্রহণ॥
নাম জপে মালা-তিলক ধারণ।
নের আচার তেজিল সর্ব্বজন॥
ষ্ণব-আচার করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
দ্যাবধি সেই রাজ্যে মোছলমানগণ॥
হ পূজ্যতম হয় শাস্ত্র অভিমতে।
ভক্ত পবিত্র সন্দেহ নাহি ইথে॥

তথাহি—

ক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে॥১

ার পরে পঞ্জাব মুলতান্ গুজুরাত।
রত আদি দেশে প্রভু-চৈতন্য-ভকত॥
মে ক্রমে দিল সব শ্রীচৈতন্যদায়।
ত্যানন্দ প্রভুর সন্তানের শিষ্য হয়॥
থক শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামি-পরিবার।
শ্রীঅদ্বৈতপরিবার হয়ে বহুতর॥
বে গুঞ্জামালী সর্ব্ববিষয় তেজিয়া।
ন্দাবনে বাস কৈলা একাকী হইয়া॥
চতন্যপার্ষদ গুঞ্জামালী মহামতি।
ার শ্রীচরণে কৃষ্ণদাসের মুকতি॥

কীর্ত্তন শ্রীমথুরাবাসি-বৈষ্ণবগণ।

ার যত মথুরামণ্ডলবাসী সাধু।
তোকগুলিনের করি নামগানমধু॥
ঘুনাথ গোপীনাথ রামদাস দাশু।
গুঞ্জামালী বিঠ্ঠল শ্রীরামানন্দ অমু॥
গোবিন্দ মুরলী সোতি শ্রীযদুনন্দন।
হরিদাস মিশ্র আর মুকুন্দ ভগবান॥
চতুর্ভুজ বিষ্ণুদাস আর রঘুনাথ।
মহা-অনুভব সব কৃষ্ণ যার নাথ॥
ইত্যাদি করিয়া বহু ব্রজের বৈষ্ণব।
কৃষ্ণদাস মাগে ইহাঁ-সবার কৃপালব॥

শ্রীস্ত্রীসাধুগণ।

কলিযুগে ভক্তরাজ যত নারীগণ।
তার মধ্যে কতগুলি করিব গণন॥
সীতাঝালী গঙ্গা আর উমা ভটিয়ানী।
সুমতি কুমারী গৌরী গণেশদেবরাণী॥
কলা লখা মানবতী শুচি সত্যভামা।
যমুনা কমলা মৃগা দেবী কোলী রামা॥
জুগো জেবা হীরা হরিচেড়ী আর দেবকী।
কৃষ্ণদাসশিরে পদ দিয়া কর সুখী॥

চরিত্র শ্রীগণেশদে রাণী।

ওড়ছো বলিয়া দেশ রাজা তথাকার।
মধুকর-সাহা নাম পাটরাণী তার॥
গণেশদেরাণী নাম সাধুসেবী হয়।
বৈষ্ণবের ভেক দেখি চরণে লুটায়॥
অবারি দুয়ার গৃহে বৈষ্ণব যাইতে।
অন্দরে লইয়া রাণী সেবে বিধিমতে॥
একদিন চোর এক বৈষ্ণবের বেশে।
অন্দরেতে গেলা চুরি করিবার আশে॥
রাণী দেখি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া।
অতি সমাদর কৈল সৌভাগ্য মানিয়া॥
নানামত সেবা কৈল ভকতি করিয়া।
চরণ-সেবন কৈল গদগদ হিয়া॥
নির্জন পাইয়া চোর নিজমূর্ত্তি ধরি।
কহে মোহরের থলি দেহ বাহির করি॥
আনন্দিত হৈয়া রাণী একথলি দিল।
আর দেহ বলি চোর রাগন্ত হইল॥
আর দিব বলি রাণী সম্মত হইল।
তথাচ স্বভাব দুষ্ট দৌরাত্ম্য করিল॥
রাণীর উরুতে তীক্ষ্ণ কাটারী মারিয়া।
মোহরের তোড়া নিয়া গেল পলাইয়া॥
রক্ত বহি যায় অতি দুঃসহ বেদনা।
তথাপি প্রকাশ নাহি করিল সূচনা॥

পটি বান্ধি উরুতে মৌনেতে পড়ি রহে।
রাজা জিজ্ঞাসিলে রজোযোগ হয়ে কহে॥
দুই তিন দিন পরে পুন রাজা কহে।
কি হইল এ ত তব রজোযোগ নহে।
পীড়া কিছু হৈল কিংবা কারণ কি কও।
পীড়া দেখি তব দেহে অথচ ছাপাও॥
তবে রাণী পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিল।
অপরাধ লাগি কোন বৈষ্ণবে মারিল।
না বুঝিয়া পাছে লোক বৈষ্ণব নিন্দয়।
এ কারণে না কহিনু রাখিনু হৃদয়॥
এতেক শুনিয়া রাজা চমৎকার হৈল।
সাধু সাধু বলিয়া রাণীরে প্রশংসিল॥
এতেক বিশ্বাস তব বৈষ্ণবের প্রতি।
মুই না জানিনু মর্ম্ম মোর ধিক মতি॥
অতএব বৈষ্ণবের ভেক দেখি মাত্র।
আদর কর্ত্তব্য না বিচার পাত্রাপাত্র॥
গনেশ-দেরাণী রাণী-পাদধৌত-পানি।
কৃষ্ণদাস বাঞ্ছয়ে পরম-ত্রাতা জানি॥

চরিত্র শ্রীলাখাজীর।

লাখা নামে ভক্ত লোকে ডোমজাতি কহে।
কিন্তু দেব-পিতৃ তাহে পূজিবারে চাহে॥
সাধুর সম্বন্ধে তেঁহ ভুবনপাবন।
অভক্তের সম্বন্ধে নীচজাতি অভাজন॥
লাখাজী কহেন মোর মাথার মুকুট।
বৈষ্ণবসেবনে যার ভকতি অটুট॥
আকাল-সময়ে মালা-তিলক-ধারণ।
করিয়া আইসে যে ইতর যত জন॥ *
বৈষ্ণবের বেশ দেখি বৈষ্ণবসমান।
সেবা-পূজা করে নাহি করে হেয়-জ্ঞান॥
তাহে পরিতোষ কৃষ্ণ ছন্নরূপ ধরি।
বলদে বলদে বহু গম বব ভরি॥
আনিয়া ঢালিয়া দিলা আঙ্গিনার মাঝে।
দুগ্ধবতী দুটি গরু আনে দুগ্ধ-কাযে॥

আঙ্গিনাতে আনি প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈল।
কে আনিল কে রাখিল কেহ না জানিল॥
রাত্রে স্বপ্নে কহে হরি লাখা ভকতেরে।
কুঠী ভরি রাখ গম গাই দুটি ঘরে॥
যত গম নিতি নিতি খরচ করিবে।
নাহি ফুরাইবে দুগ্ধ অইমত পাবে॥
এতেক শুনিয়া সাধু বড় হর্ষ হৈল।
বৈষ্ণবসেবার বড় ঘটা আরম্ভিল॥
তবে পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেখিবারে।
প্রেমাবেশে উৎকণ্ঠিত হইল অন্তরে॥
মাড়োয়ার দেশ হৈতে অষ্টাঙ্গ করিয়া।
চলিলেন মহাশয় গদগদ হিয়া॥
বহুদিন পরে যবে নিকট হইলা।
জগন্নাথ তবে পাণ্ডাগণে আজ্ঞা দিলা॥
লাখা নামে ভক্ত এক আমায় আসিছে,
যানে চড়াইয়া তারে আন মোর কাছে॥
আজ্ঞা পাইয়া তারে পালকিতে করি।
আনিয়া দিলেন তবে প্রভু বর বরি॥
প্রভু ভৃত্য দরশনে আনন্দ হইল।
ভকতবৎসল হরি লোকেতে দেখিল॥
কতোক দিবস থাকি লাখাজী চলিলা।
পথে পথে একদিন ভাবিতে লাগিলা॥
বিবাহের যোগ্য এক কন্যা ঘরে হয়।
ঘরে অর্থ কিছুমাত্র নাহিক সঞ্চয়॥
বিবাহ কিমতে হবে নাহিক উপায়।
যাহা হয় হইবেক কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥
ভক্তাধীন জগন্নাথ জানিয়া অন্তরে।
এক মহাজনে স্বপ্নে কহে মাড়োয়ারে॥
লাখা নামে ভক্ত মোর শীঘ্র তার ঘরে
সহস্রেক মুদ্রা দিবে না চাহিবে পরে॥
মহাজন স্বপ্ন দেখি বিচার করিয়া।
লাখার ঘরণী-স্থানে টাকা দিলা নিয়া॥
কি-হেতুক টাকা দিলে কহে ঠাকুরাণী
তেঁহ কহে মুই কিছু হেতু নাহি জানি
শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথের আজ্ঞা হেতু
ইহা কহি মহাজন গৃহে চলি গেলা॥

বিচার করিয়া সাধু অন্তরে বুঝিলা।
শ্রীমান্ জগন্নাথের হয় এ সকল লীলা॥
গাখাজীর শ্রীচরণ করিয়া ধেয়ান।
কৃষ্ণদাস কিছু তাঁর করে গুণগান॥

ইতি শ্রীভক্তমালে বাঁকা-রাঁকা-আদি-ভক্ত
গুণকথনম্ একবিংশ-মালা॥

দ্বাবিংশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীনরসী ভক্ত।

জুনাগড় বাস হয় কৃষ্ণে ভক্তিমন্ত।
নরসী ভকত নাম সবার সুশান্ত॥
শক্তি নাহি করিবারে অর্থ উপার্জ্জন।
ভাই অপমানে করে ভরণ-পোষণ॥
নরসী যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একদিনে।
জল চাহে গিয়া নিজ ভাউজের স্থানে॥
বেজার হইয়া কহে ভাউজ মুখরা।
খাইতে আছহ মাত্র অতিথের পারা॥
যোগ্যতা নাহিক কিছু আশিন করিয়া।
খাইতে অনেক আছে শিরে হস্ত দিয়া॥
এইমত ফক্কিয়ত অনেক করিল।
বাহির করিয়া দিল জল নাহি দিল।
ভাউজ এতেক যদি অপমান কৈল।
অভিমানে তৎক্ষণাত বাহির হইল॥
প্রাণ তেয়াগিব বলি বনে প্রবেশিল।
ব্যাঘ্রে খাউক বলি সঙ্কল্প করিল॥
প্রবেশ করিল গিয়া বহুদূরবনে।
এক শিবালয় হয় তথা সুনির্জ্জনে॥
শিবের আলয়ে গিয়া পড়িয়া রহিল।
সাত দিন অনাহার কিছু না খাইল॥
আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া।
নরসী কহয়ে দণ্ডবত ভক্তি করি।
কি বর মাগিব মুই বুঝিতে না পারি॥
সর্ব্বোত্তম যাহা হয় তাহি মোরে দেহ।
আপনি সকল জান বিচার করহ॥
চিন্তিয়া দেখিলা দেব কৃষ্ণভক্তি বিনে।
সর্ব্বোত্তম কিছু নাই এ তিন ভুবনে॥
নরসীও বৈষ্ণব কৃষ্ণচরণ-আশ্রিত।
কৃষ্ণপ্রেমদান হয় ইহারে উচিত॥
কৃষ্ণপ্রেমদাতামধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্কর।
বড় কৃপা কৈল দেব নরসী-উপর॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিয়া তাহারে লইয়া।
বৃন্দাবন গেলা দেব হরষিত হৈয়া॥
যথা নিত্য রাসলীলা কৃষ্ণচন্দ্র করে।
ভক্তির প্রভাবে দোঁহে গোপীরূপ ধরে॥
গোপীরূপে শ্রীরাসমণ্ডলে যবে গেলা।
মুচকিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে লাগিলা॥
গোপীগণ ঠারে-ঠোরে হাসিয়া কহয়।
কোথা হৈতে আইল এ নূতন সখীদ্বয়॥
নরসী দেখিয়া শ্রীমান্ রাধাকৃষ্ণরূপ।
গোপীগণশোভা রাসমণ্ডল অনুপ॥
বিভোল হইলা মুখে নাহি সরে বাণী।
গোপীগণ হাঁসেন ধরিয়া তাঁর পাণি॥
এইরূপে অনেক যে কৌতুক হইল।
ক্ষণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পাইল॥
হাহাকার করি মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়।
যাহা দেখিবারে চাহে দেখিতে না পায়।
সেই রূপ সদাই হৃদয়ে বদ্ধ হইল।
অন্য চেষ্টা বাসনা সকল দূরে গেল॥
পরে নিজদেশে আসি গৃহে বসি থাকে।
পাগল বলিয়া উপহাস করে লোকে॥
এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকাদর্শনে।
হুণ্ডি করিবারে গেলা মহাজন স্থানে॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিদ্রূপ করিয়া।
নরসী-ভকত-স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া॥
উদার বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানে।
ছুটিতে ছুটিতে গেলা নরসীর স্থানে॥
তাহারে কহেন একশত টাকা লহ।

তেঁহ কহে ভাল ভাল শও টাকা দেহ।
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেই লহ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্যামল-সাহা-নামে।
কহে সে তুখর বড় শ্রীদ্বারকাধামে॥
যার হুণ্ডি চলে সর্ব্বদেশ বেয়াপিয়া।
দ্বারামন্ত্র টাকা পাবে হুণ্ডি সমর্পিয়া॥
উদার স্বভাব সাহজিক বৈষ্ণবের।
না বুঝে নরসীজীর কথা অন্তরের॥
প্রতীত করিয়া হুণ্ডি লইয়া চলিলা।
দ্বারকা যাইয়া কতদিনে উত্তরিলা॥
শ্যামল-সাহা কে বলি সহরে খুঁজিয়া।
বেড়ায় বৈষ্ণব সব লোকে জিজ্ঞাসিয়া॥
সবে বলে শ্যামল-সাহাকে জানি নাই।
হেনকালে সম্মুখেতে দেখে একঠাঁই॥
একজন একথলি টাকা কান্ধে করি।
আসিয়া কহয়ে বৈষ্ণবের বরাবরি॥
জুনাগড় হৈতে এক চিঠি আসিয়াছে।
মোর নামে নরসী এক হুণ্ডি লিখিয়াছে॥
তাহা শুনি হর্ষে তবে বৈষ্ণব কহেন।
হাজার টাকার হুণ্ডি মোরে দিয়াছেন॥
শ্যামল-সাহা কি তবে হয় তব নাম।
তেঁহ কহে হয় হয় আমারি আখ্যান॥
হুণ্ডি লইয়া তবে টাকা গুণি দিল।
ভক্ত-অনুরোধে বোঝা বহিয়া আনিল॥
শ্যামল-সাহা যে কৃষ্ণ যথার্থ লিখিল।
বৈষ্ণব সরল তাহা কিছু না বুঝিল॥
আর একরবড়ই কৌতুক শুন কহি।
নরসীর সম যে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি॥
দুই কন্যা নরসীর তার একের পুত্রের।
বিবাহ দিবারে ইচ্ছা হইল মায়ের॥
পিতারে কহয়ে মোর পুত্রের বিবাহ।
কন্যা ঠাহরিয়া তার উদ্‌যোগ করহ॥
তেঁহ কহে কৃষ্ণ দিবে আমি কি করিব।
জগতে যে করে সেই সম্পন্ন করিব॥
এত শুনি কন্যা তার আপনি উদ্‌যোগি।
হইয়া ঘটক ডাকি কহে কন্যা লাগি॥

তখন শুনিল সব কন্যাকর্ত্তাগণ।
নরসী কাঙ্গাল সদা করয়ে ভজন॥
তাহার দৌহিত্র তার অন্ন নাহি ঘরে।
ইহা শুনি সবে মেলি আর্ত্তনাদ করে॥
বিবাহের দুই এক দিন যবে রহে।
নরসীর তনয়া নিজ-পিতা-স্থানে কহে॥
বিবাহের উদ্‌যোগ করহ শীঘ্র তবে।
নরসী কহে যার ভার সেই বিত্ত দিবে॥
কন্যা তার চিত্তে অতি ভাবিত হইল।
লগ্নপত্র দিয়া গেল লজ্জান্তর হৈল॥
পিতা মন যোগ না করিল কি হইবে।
ইহার সম্পন্ন তবে আর কে করিবে॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুঃখিত হইল।
বিবাহের দিন অতি কৌতুক জন্মিল॥
নরসী নিজ প্রিয়ভক্ত লজ্জা-নিন্দা-ভয়।
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী সহ আইলা তথায়॥
ছদ্মরূপে আসি বিবাহের আয়োজন।
করিলা সকলি সঙ্গে নিয়া বহুজন।
সন্ধ্যাকালে হাতী ঘোড়া মসাল দীপক।
লইয়া আইল তথা যত যত লোক॥
কোথা হৈতে আইসে তাহা কেহ না স
নরসী আনিল বলি সব লোকে বুঝে॥
বরসজ্জা বড়ই অতুল করি হরি।
নরসীকে কহে আইস ভাল বস্ত্র পরি
তেঁহ কহে ভাল বস্ত্র পরিলে কি হবে
চলহ যাইব মোরে যথা নিয়া যাবে॥
ছিণ্ডা কটিবেস্তা বস্ত্র করতাল হাতে।
উঠিয়া চলিলা নাম গাইতে গাইতে॥
কৃষ্ণ মুচকিয়া হাসেন দেখিয়া দেখিয়া।
এক হস্তিপৃষ্ঠে তাঁরে দিলেন চড়াইয়া
হস্তি'পর চড়ি করতাল বাজাইয়া।
হরে কৃষ্ণ হরিনাম চলিল গাইয়া॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অধ্যক্ষ হইয়া।
চলিলা সমৃদ্ধি করি বরেরে লইয়া॥
কন্যাকর্ত্তা-গৃহে গিয়া সবে পঁহুছিলা।
সমৃদ্ধি দেখিয়া তারা বিস্মিত হইলা॥

লোকজনে খাইতে দিবার নাহি যোত্র।
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল দেখিয়া বিচিত্র॥
বিবাহকালীন নরসী সভাতে বসিয়া।
নামগান করে করতাল বাজাইয়া॥
চারিদিকে ঘেরি লোক দেখিতে আইল।
বাউল দেখিয়া লোক হাসিতে লাগিল॥
ভক্তবৎসল কৃষ্ণ যতন করিয়া।
এতেক করিল ভক্তযশের লাগিয়া॥
ভক্ত সেই যশ-আদি দৃকপাত না করে।
তথাপিহ মহোৎসাহ কৃষ্ণের অন্তরে॥
পরদিন বর নিয়া ঘরেতে আইলা।
লোকজন কোথা গেল কেহ না জানিলা।
আর এক নরসীর কাহিনী যে শুন।
ভক্তপক্ষপাত কৃষ্ণ করিলা যে পুন॥
নরসীর সেই কন্যা স্বামিগৃহে গেলা।
তাহারা দারিদ্র অতি অন্নব বিকলা॥
শ্বশুর শাশুড়ী কহে তোমার পিতারে।
কহিয়া পাঠাও কিছু উপকার করে॥
তাহা শুনি বারবার নিজ-পিতা-স্থানে।
মানুষ পাঠায় কিছু অর্থের কারণে॥
নরসী তাহা নাহি শুনে মনে নাহি ভায়।
পুনর্ব্বার বহু কান্দি কহিয়া পাঠায়।
নরক আমারে তেঁহ কিছু নাহি দেন।
একবার আসি মাত্র দেখা দিয়া যান॥
এতেক শুনিয়া সাধু কন্যার বাটীতে।
সেই ছিণ্ডাবস্ত্র বেশে করতাল হাতে॥
চলিলেন পথে পথে কীর্ত্তন করিতে।
পঁহুছিলা গিয়া তথা হরষিত চিতে॥
বেহাই বেহানী তারা হাল যে দেখিয়া।
নিরাশা হইল অর্থ-আশা তেয়াগিয়া॥
অনাদর করি হাসি-বিদ্রূপ করিয়া।
বাসা দিল ভাঙ্গা এক চালাতে লইয়া॥
ধূপ তুলসী নিয়া পূজাতে বসিল।
হেনকালে বড় বৃষ্টি হইতে লাগিল॥
ভাঙ্গা ছাপরেতে জল পড়িতে লাগিল।
ধূপ তুলসী গুলি ভাসিয়া চলিল॥
[illegible]

এতেক কহিতে জল নাহি পড়ে তথা।
চতুর্দ্দিকে বর্ষে মুষলের ধার যথা॥
বিহাই দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য মানিল।
কারণ কি তার কিছু বুঝিতে নারিল॥
তবে তাঁর কন্যা তাঁর পাকের সামগ্রী।
যথাশক্তি আনি দিল হৈয়া অতিব্যগ্র॥
পাক না করিয়া সাধু গব্য কিছু খাইল।
দুহিতা নিকটে বসি কহিতে লাগিল॥
শ্বশুর-শাশুড়ী-আদি ইহাঁরা দারিদ্র।
অন্ন না খাইতে জোড়ে সদাই অভদ্র॥
তুমি কিছু উপকার করিবে বলিয়ে।
শ্বশুর-শাশের মোর আছিল আশয়ে॥
তুমি যদি শূন্যহস্তে আইলে দেখিয়া।
মোরে উপহাস করে গঞ্জনা করিয়া॥
ইহা শুনি সাধু তবে কন্যারে কহয়।
শাশুড়ীরে কহ তুমি কি তেঁহ চাহয়॥
যাহা চাহে তাহি দিব নাহিক সংশয়।
আমার প্রভুর ঘরে কি বা না অ[illegible]॥
এত শুনি কন্যা তবে আনন্দিত-হিয়া।
শাশুড়ীর স্থানে তবে কহে দ্রুত গিয়া॥
পিতা মোর কহে যাহা চাহ তাহা দিব।
অতএব কহ তাঁর স্থানে কি চাহিব॥
শাশুড়ী এ কথা শুনি ক্রোধাবেশে কহে।
যাহা চাব তাহি দিবে কল্পতরু নহে॥
কটিতে কেবল এক টেনামাত্র হেরি।
ছাই না পাথর দিবে বুঝিতে না পারি॥
পানিহারায় দিতে হবে দুইটা পাথর।
তাহি গিয়া চাহ তব পিতার গোচর॥
এত শুনি দুঃখ ভাবি ফিরিয়া আইল।
পিতার নিকটে সব বৃত্তান্ত কহিল॥
পিতা কহে মাতা তুমি দুঃখ না ভাবিহ।
দিয়া যাব আমি কিবা চাহি তাহা কহ॥
স্ত্রীর স্বভাব অল্প অল্প স্ত্রীর স্থানে।
শ্লাঘা হইবে বড় শ্রেষ্ঠ করি মানে॥
পিতাস্থানে কহে তবে পাড়ার যতেক।
স্ত্রীলোকেরে বস্ত্র দেহ প্রত্যেক প্রত্যেক॥

সাধু কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
পাথর যে চাহে শাশ তাহা আনি দিব॥
তবে সাধু শ্যামল-সাহার স্থানে কহে।
গাড়া ভরি নানা বস্ত্র আইসে তার গৃহে॥
আর স্বর্ণময় এক আর রূপ্যময়।
দুইখানা পাথর যে আনিয়া ডারয়॥
গ্রামে গ্রামে পাড়া পাড়া প্রতি ঘরে ঘরে।
বহুমূল্য বস্ত্র বিলাইলা সবাকারে॥
ঘরে তাঁর রহিল পাথর দুইখান।
সাধু তবে নিজস্থানে করিলা পয়ান॥
কন্যা নিজ পিতার যে মহিমা দেখিয়া।
ভক্তিতে জন্মিল লোভ একান্ত হইয়া॥
শ্বশুর-আলয় ছাড়ি পিতৃগৃহে গেলা।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিব বলি তাঁহারে কহিলা॥
শ্বশুর-আলয় মুই কভু নাহি যাব।
তোমার চরণে থাকি ভজন করিব॥
তাঁর ছোট ভগ্নী তাঁর বিবাহ না হয়।
তেঁহ কহে আমার যে এই আশা হয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা এই বিভা না করিব।
শ্যামল সাহারে মুই একান্ত ভজিব॥
সেই মোর পতি সেই বন্ধু যে বান্ধব।
মায়ার প্রভাব মাত্র অন্যে পতিভাব॥
এতেক বিচার করি বহিনী যে দুই।
হৃদয় উঘাড়ি কহে পিতার স্থানে যাই॥
পিতা শুনি বড় তুষ্ট হইল অন্তরে।
ভাল ভাল বলি প্রশংসয়ে দোঁহাকারে॥
দুই কন্যা তম্বুরা লইয়া কৃষ্ণগুণ।
গান করে প্রেমানন্দে ভাসি তিন জন॥
গ্রামে গ্রামে বনে বনে নগর বাজারে।
বাহ্যস্ফূর্তি নাহি কৃষ্ণগান করি ফিরে॥
নগরিয়া লোক তার মর্ম্ম নাহি জানি।
নিন্দা করে দুষ্ট বাক্য করে কাণাকাণি॥
জ্ঞাতি-কুটুম্ব নিমন্ত্রণ নাহি করে।
তাহাতেও ক্ষোভ কিছু নাহিক অন্তরে॥
সালঙ্গ নামেতে রাজা-স্থানে দুষ্ট গিয়া।
[illegible] করিল কই অপবাদ দিয়া॥

ক্রোধাবেশে রাজা কিছু কহিবারে চাহে
কটু নাহি আইসে মুখে মৌন করি রহে
তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া সঙ্কোচ হৈল চিতে
স্তব-স্তোত্র করে রাজা করি যোড়হাতে
ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতি-সময় হইল।
তা-সবারে রাজা দরশনে নিয়া গেল॥
তিনজনে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।
প্রেমাবেশে সাধুগণ উন্মত্ত হইল॥
রাজা পাত্র মিত্র-আদি চৌদিকে বেড়ি
গানেতে মগন হৈল প্রেমাবিষ্ট হিয়া॥
হেনকালে ঠাকুরের কণ্ঠেতে হইতে।
এক পুষ্পহার আসি নরসীর গলেতে
আচম্বিতে পড়িল যে সবেই দেখিল
রাজার অন্তরে কিছু চমৎকার হৈল
ভকতি করিয়া রাজা পাদ ধোয়াইয়া
নানা মিষ্ট-অন্ন তাঁহা-সবা খাওয়াইয়
অধর অমৃত পাদোদক পান করি।
ঢেঁডরা ফিরায়্যা দিল নগরী নগরী॥
নরসী সাধুর উপহাস যে করিব।
অপযশ কহি দুষ্ট করি যে মানিব॥
তার দণ্ড হবে ঘর-সর্ব্বস্ব লুটিয়া।
মস্তকমুণ্ডন করি দিব খেদাড়িয়া॥
তখন জানিল লোক নরসীর মহিমা
দুই কন্যা আর তেঁহ নিষ্পাপের সী
তাঁ সবা-দর্শনে জগৎ পবিত্র হইল
একা কৃষ্ণদাস মাত্র বঞ্চিত রহিল॥

চরিত্র শ্রীঅঙ্গদ ভ

রায়সেন গড় নামে দেশপতি রাজ
তার জ্ঞাতি-খুড়া হন যুদ্ধে মহাতে
রাজার চাকর সেনাপতির প্রধান।
রাজা খুড়া বলি তাঁরে করে বহুম
অঙ্গদ তাহার নাম অতি মূঢ়মতি
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানে নাহি কৃষ্ণে।

পরম বৈষ্ণব তেঁহ দৃঢ়ভক্তিমতী।
সুশীল সুশান্ত দান্ত সাধুর প্রকৃতি ॥
স্বামীরে কহেন সদা কৃষ্ণ ভজিবারে।
মূঢ়ের স্বভাব তেঁহ গ্রাহ্য নাহি করে ॥
একদিন স্ত্রীর গুরুদেব গৃহে আইলা।
মন্দিরে লইয়া সতী সেবন করিলা ॥
অঙ্গদ তাঁহার স্বামী তাহা ত দেখিয়া।
স্ত্রীকে কহয়ে কিছু ভর্ৎসন করিয়া ॥
গৃহমধ্যে কেনে পরপুরুষ আনিলে ॥
বুঝি নারী হইয়া যে স্বতন্ত্রা হইলে ॥
ইহার কি ভাব কিছু বুঝিতে না পারি।
বুঝি ভ্রষ্টা হইলে ইহা অনুমান করি ॥
এই মত রমণীরে ভর্ৎসনা করিল।
তাঁর গুরুকেও কিছু দুর্ব্বাক্য কহিল ॥
তাহা শুনি স্ত্রীর মনে দুঃখ উপজিল।
হায় হায় বিধি মোর হেন সঙ্গ দিল ॥
নির্ব্বোধ সুমূঢ় স্বামী নাহি বুঝে ধর্ম্ম।
বুঝিলাম মোর ভাগ্যে বিধির এ কর্ম্ম ॥
সহজে স্ত্রীলোক মুই নাহিক উপায়।
ইহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ-ত্যেয়াগ জুয়ায় ॥
এত ভাবি অনাহারে পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি নিশ্চয় জানিল ॥
স্বামী তাঁর অঙ্গদ যে স্বভাবে স্ত্রীজিত।
মানিনী দেখিয়া তবে হৈল পদানত ॥
কাতর হইয়া বহু সাধনা করিল।
কহে এবে তাহি যে করিব যাহা বল ॥
নারী কহে তবে আমি পরাণ রাখিব।
অন্ন-জল তবে আমি গ্রহণ করিব।
যদি মোর এক কথা করহ শ্রবণ।
যাহা বলি তাহা যদি করহ গ্রহণ ॥
অঙ্গদ কহেন তুমি যে আজ্ঞা করিবে।
অবশ্য করিব তাহা অন্যথা না হবে ॥
স্ত্রী কহে তবে তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজহ।
আমার গুরুর স্থানে দীক্ষা যে করহ ॥
অঙ্গদ কহেন তাহা অবশ্য করিব।
রিতেও কহ যদি তাহায় * মরিব ॥

অঙ্গদ কৃষ্ণভক্তির যে মর্ম্ম নাহি জানে।
নারীর সোহাগ-হেতু করিবারে মানে ॥
তবে সেই নারীর গুরুর স্থানে হৈতে।
মন্ত্রদীক্ষা কৈল স্ত্রীর অনুরোধ-মতে ॥
নিমাত সম্প্রদায় হন গুরু অপ্রাকৃত।
তাঁহার স্পর্শের গুণ দেখ চমৎকৃত ॥
আশ্রয় মাত্রেতে তাঁর চক্ষু খুলি গেল।
অজ্ঞানতিমির নাশি প্রকাশ হইল ॥
ক্রমে ক্রমে মন যদি গছিল কৃষ্ণেতে।
স্বাদু বোধ হৈল যত্ন লাগিল হইতে ॥
পরাৎপর পরম পদার্থ মহানিধি।
জানিয়া তাহাতে তবে ডুবে নিরবধি ॥
কায়-মন-বাক্যে তবে স্ত্রীরে প্রশংসে।
তোমা হৈতে মোর ভবদুর্গতি বিনাশে ॥
তোমা হৈতে পাইনু মুই শ্রীকৃষ্ণে ভকতি।
তোমারে যে গুরু-সম মানিতে যুকতি ॥
স্ত্রী কিবা পুত্র কিবা পশু কেনে নয়।
কৃষ্ণে মতি যাহা হৈতে সেই গুরু হয় ॥
বিপ্র কিংবা ন্যাসী কিংবা শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥

"পদ্যাবল্যাম্—
আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসাং
মুচ্চাটনং চাংহসা
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো
বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়া
পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব
ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ১ ॥

যিনি স্থিরচিত্ত সিদ্ধগণের আকর্ষণী-শক্তি তুল্য, যিনি অশেষবিধ পাপের মোচনকর্ত্তা, যিনি মূক ভিন্ন চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের পক্ষে সহজ-লভ্য অর্থাৎ সহজেই যাঁহাকে পাওয়া যায়; যিনি একমাত্র মোক্ষদাতা, কি দীক্ষা কি দক্ষিণা, কি পুরশ্চরণ কিছুতে যাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারে না, সেই শ্রীকৃষ্ণ

---

* পাপীতের মিতাইও।"

কৃতার্থ মানিয়া রমণীরে প্রশংসয়।
কি আশ্চর্য্য দেখহ সদ্‌গুরুর আশ্রয় ॥
দুর্ঘটঘটন সদ্‌গুরুর চরণ।
অদ্যাপিহ কর ইহা সাক্ষাতে দর্শন ॥
অসম্প্রদায় উপদিষ্ট তার মতি গতি।
সম্প্রদায়নিষ্ঠ যেই তাহার প্রকৃতি ॥
সুবোধ যে হয় সেই অনুভব করে।
বর্ব্বর যে তার কিছু না হয় গোচরে ॥
তবে শ্রীঅঙ্গদ রাজবিষয় ছাড়িয়া।
শ্রীকৃষ্ণভজন করে গৃহেতে বসিয়া ॥
রাজা বোলাইলা যুদ্ধে যাইতে হইবে।
তেঁহ কহে আমা হৈতে তাহা না চলিবে ॥
বহু-জীব-হিংসা হয় যুদ্ধের আড়ম্বে।
অন্যেরে পাঠাও আমা হৈতে না হইবে ॥
তথাচ না শুনে রাজা যুদ্ধে পাঠাইল।
কি করিবে রাজ-আজ্ঞা যাইতে হইল ॥
যুদ্ধে গিয়া প্রতিযোগী রাজারে জিতিল।
রাজার পাগেতে বহুমূল্য হীরা ছিল ॥
নির্ম্মল সুন্দর স্থূল সুদুর্লভ হীরে।
পাইয়া অঙ্গদ সাধু অন্তরে বিচারে ॥
এই যে অপূর্ব্ব দ্রব্য অন্যযোগ্য নহে।
পরাইব পুরুষোত্তমে জগন্নাথদেহে ॥
এতেক ভাবিয়া হীরা যতনে রাখিল।
নিজপ্রভু রাজার নিকটে তবে আইল ॥
লুটিয়া আনিল যত সব দ্রব্য দিল।
হীরাখানি নাহি দিল গোপনে রাখিল ॥
পরে পরম্পরা রাজা হীরার কথন।
শুনিয়া অন্তরে কিছু হৈল ক্রোধমন ॥
অঙ্গদের স্থানে হীরা মাগিল রাজন।
তেঁহ কহে নাহি দিব থাকিতে জীবন ॥
অন্য কার যোগ্য নহে সে হীরা-রতন।
জগন্নাথ অঙ্গে যোগ্য হইবে ভূষণ ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ক্রোধাবিষ্ট হৈল।
খুড়া বলি তখনে যে কিছু না কহিল ॥

পুনঃপুন চাহিতেও যদ্যপি না দিলা।
রাজা তাঁর ঘরদ্বার সকলি ঘেরিলা ॥
সাধুর একান্ত মনে জগন্নাথে দিব।
পরাণ তেজিতে হয় তাহাও তেজিব ॥
এত ভাবি হীরাখানি বান্ধি পাগড়িতে।
কতগুলি সওয়ার লইল নিজসাথে ॥
পলাইয়া চলিল শ্রীপুরুষোত্তমপথে।
রাজা শুনি পাত্রে কহে ধরিয়া আনিতে।
পাঁচশত সওয়ার পাত্র পাঠায় অমনি।
অঙ্গদ দুষ্টেরে ধরি আনহ এখনি ॥
হীরাখানি যদি দেয় আপন ইচ্ছায়।
লইয়া আসিবে তবে ছাড়িয়া তাহায় ॥
লড়িতে প্রবর্ত্ত দুষ্ট যদি হয় তবে।
হীরা যে লইবে আর মস্তক ছেদিবে ॥
এতেক শুনিয়া সব সওয়ার চলিল।
কতদূরে লাগ পাই তাঁহারে ঘেরিল।
তাঁরে কহে হীরা দেহ নতুবা তোমার।
মস্তক ছেদিব ইহা হুকুম রাজার ॥
ফাঁফর হইয়া তেঁহ ভাবে মনে মনে।
ইহার যে উপায় কি করিব এখনে ॥
এক পরামর্শ ঠাহরিল নিজ মনে।
সওয়ারগণের বলে বৈস এইখানে ॥
এই পুষ্করীতে আমি স্নান পূজা করি।
পশ্চাতে তোমার হস্তে হীরা দিব ধরি
এত কহি স্নান-পূজা করিয়া অঙ্গদ।
হীরা খুলি হস্তে লৈল ভাবিয়া বিপদ।
ধ্যান করি জগন্নাথ-চরণ-কমল।
স্তুতি করি কহে কিছু হইয়া বিকল ॥
তোমার কারণে প্রভু হীরা রেখেছিনু
দুর্ভাগা যে আমি পরাইতে না পারিনু
এ-হেন সামগ্রী পরিবেক কোন ছার
ইহা পরাইতে যোগ্য কপালে তোমার
তোমার উদ্দেশে এই জলে সমর্পিনু
যে ইচ্ছা তোমার কর পদে নিবেদিনু
এত কহি অগাধ জলেতে দিল ডারি
দেখিয়া সওয়ারগণ উঠে হাহা করি।

নাম-মন্ত্র যদি একবার উচ্চারিত হইবা মাত্রই

পুনশ্চ সওয়ারগণ মনে হৃষ্ট হৈল।
ভাল ভাল হীরা মো সবার হাতে আইল॥
জলে হৈতে উলাসি এখনি উঠাইব।
যায় যাকু অঙ্গদের পিছে না করিব॥
অঙ্গদ শ্রীপুরুষোত্তমপথে চলি গেলা।
সওয়ারগণেতে হীরা তলাসে লাগিলা॥
শীঘ্র জল সেঁচাইয়া পঙ্ক উঠাইলা।
অনেক যতন কৈলা হীরা না পাইলা॥
রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিলা।
উপায় না দেখি রাজা নিরস্ত হইলা॥
হোথা শ্রীপুরুষোত্তমে অঙ্গদ যাইয়া।
দেখে শ্রীবদনে হীরা শোভে ঝলকিয়া॥
পাণ্ডাগণ পরস্পর চমকিয়া বলে।
কোথা হৈতে আইল হীরা প্রভুর কপালে॥
জগন্নাথ আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে।
কপালেতে হীরা মোর পরায় যে জনে॥
অঙ্গদ তাহার নাম ক্ষেত্রে মোর আইল।
তাহারে জানাও মুই হীরা যে পরিল॥
তবে পাণ্ডাগণ তাঁর তলাস করিয়া।
বহু সমাদর করি আনি সম্মানিয়া॥
জগন্নাথ-আজ্ঞা দেই হীরার বৃত্তান্ত।
কহিল তাঁহারে যে সকল আদ্যোপান্ত॥
দরশন করাইল নিয়া শ্রীবদন।
হীরা ভালে শোভে দেখি উল্লসিত মন॥
প্রেমানন্দে গদগদ পুলকশরীর।
দয়াল প্রভুর গুণ দেখিয়া অস্থির॥
জগন্নাথ-শ্রীবদনে মন্দমন্দ হাস।
প্রভু ভৃত্য দোঁহাকার অন্তরে উল্লাস॥
সেই হীরা অদ্যাবধি কপালে শোভয়।
পর্ব্বে পর্ব্বে পরয়ে সতত না পরয়॥
সেই শ্রীঅঙ্গদের যে পদধূলীকণ।
বহুপুণ্যফলে যদি পাই সে রতন॥
তবে এই তাপত্রয় সংসার এড়াই।
কৃষ্ণভক্তি অমূল্য রতন-ধন পাই॥

চরিত্র শ্রীকরুরির রাজা শ্রীচতুর্ভুজ

চতুর্ভুজ নাম করুরির মহারাজা।
মহাভাগবত ছুই অংশে মহাতেজা॥
বৈষ্ণবসেবায় প্রীত কায়-মন-বাক্যে।
গৃহ হৈতে চারি-ক্রোশ-তক চৌকি রাখে॥
বৈষ্ণব দেখিয়া মাত্র যতন করিয়া।
একান্ত করিয়া আনে চরণে ধরিয়া॥
সুবিধি বিবিধ * রূপে করয়ে সেবন।
যাওন-কালেতে তাঁরে দেয় বহুধন॥
এই ব্রত রাজার অন্যধর্ম্মেতে বিরত।
প্রতিদিন বৈষ্ণব আইসে শতশত॥
সব বৈষ্ণবের পাদোদক ভুক্তশেষে।
খাইয়া ভকতিপূর্ণ অশেষবিশেষে॥
আর এক কোন রাজা পশ্চিমদেশীয়।
এ সব বৃত্তান্ত শুনি জ্ঞান হৈল হেয়॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি যেই জন যায়।
তাহারে পুজয়ে আর উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জয়॥
জানিয়া শুনিয়া নাহি বৈষ্ণব সেবয়ে।
ভাঁড় এক পাঠাই মুই দেখি কি করয়ে॥
এত কহি ডোম এক ভাঁড় আনাইয়া।
পাঠাইল বৈষ্ণবের ভেক বানাইয়া॥
করুরির রাজার গৃহে উপনীত হৈল।
বৈষ্ণব দেখিয়া রাজা সমাদর কৈল॥
কৃত্রিম বৈষ্ণব ভাঁড় ডোমজাতি হয়।
অন্য রাজা তারে পাঠাইল অনুয়ায়॥
এ কথা শুনিয়া রাজা কোন পরম্পরা।
তথ চ ভকতি কৈলা করিয়া সুধারা॥
বৈষ্ণবের ভেকমাত্র দেখিয়া ভকতি।
অবশ্যকর্ত্তব্য বিচারিলা মহামতি॥
বহু স্তুতি নতি সেবা ভকতি করিল।
অর্থ দিয়া তাহার সন্তোষ জন্মাইল॥
ভাঁড় মনে ভাবে মুই ঠকাইয়া লৈনু।
রাজা মনে ভাবে মুই কৃতার্থ হইনু॥
ভাঁড় যে বৈষ্ণব তবে বিদায় মাগিল।
ভাল ভাল কহি রাজা বিশেষ কহিল॥

শুনিলাম অমুক যে রাজা কৃপা করি।
তোমা পাঠাইল মোরে পবিত্র বিচারি॥
তেঁহ বড় দয়ালু আমার হিতকারী।
তাঁরে এক দ্রব্য আমি দিব মূল্য ভারি॥
যতন করিয়া নিয়া দিবে তাঁর স্থানে।
পৌছ-সমাচার যেন পাঠান এখানে॥
ইহা শুনি ভাঁড় কিছু কুণ্ঠিত হইল।
আমি যে কপট বুঝি রাজা তা জানিল॥
তবে রাজা সাঁচা এক জরির ফালিতে।
একবড়া কাণা কড়ি বান্ধিয়া তাহাতে॥
মোহর করিয়া দিলা যতন করিয়া।
ভাঁড়ের হস্তেতে দিলা চলিল লইয়া॥
সেই রাজা-স্থানে গিয়া কহিল হাসিয়া।
মোরে বহু ভক্তি কৈল বৈষ্ণব জানিয়া॥
তুমি মোরে পাঠাইলা জানিল কেমনে।
তোমারেও বহুস্তুতি কৈল কায়মনে॥
আর কি অপূর্ব্ব দ্রব্য তোমার কারণে।
মোর হস্তে দিয়া পাঠাইলেন যতনে॥
এত কহি জরির ফালির যে পুঁটলি।
রাজার হস্তেতে দিলা অতি শ্লাঘা করি॥
রাজা খুলি দেখে কাণা কড়ি এক কড়া।
সুন্দর জরির ফালি তাহাতেই মোড়া॥
দেখিয়া রাজন তবে ভাবে মনে মন।
পাঠাইল কাণা কড়ি বড়া কি কারণ॥
পাত্র মিত্র সভাসদ সবারে পুছিল।
আদ্যোপান্ত সব বিবরণ জানাইল॥
পূর্ব্বাপর শুনি সবে বিচার করিল।
তাহার সিদ্ধান্ত তবে নিশ্চয় কহিল॥
ভাঁড় যে বৈষ্ণবে তুমি পাঠাইলা তথা।
তারি উদাহরণ যে পাঠাইলা হেথা॥
ভাঁড় যে সে কাণাকড়ি ভেক যে সে জরি।
কাণাকড়ি লঘু কিন্তু জরি দীপ্ত করি॥
জরির আদর কাণাকড়ির কি মূল।
জরি-আচ্ছাদিত-হেতু জরি-সমতুল॥
অতএব পূজনীয় ভেক-আচ্ছাদিত।
ভাঁড় পূজনীয় হৈল তাহার সহিত॥
[illegible] এ কহিল এ হয়।

রাজা কহে ইহার প্রমাণ কোথা হয়।
সভাসদ কহে আদিপুরাণাদি কয়॥
চোর ভেক ধরি চুরি করিবারে গেল।
জানিয়াও রাজা তার সম্মান করিল॥
বিস্তার করিয়া সভাসদ শুনাইল।
প্রতীত হইয়া রাজা চমকিত হৈল॥
এত শুনি রাজা বহু প্রশংসা করিল।
আপনারে অপরাধী করিয়া মানিল॥
আপনি চলিল করুরির রাজা পাশ।
চরণে পড়িয়া ক্ষেমাইল নিজদোষ॥
দুই জনে মেলামিলি করি কৃষ্ণকথা।
কহিয়া আনন্দ হৈল দুই বন্ধু যথা॥
করুরির রাজা এক প্রার্থনা করিয়া।
কহেন তাঁহার দুটি হস্তেতে ধরিয়া॥
শুনি এক পড়া শুয়া আছয়ে তোমার
কৃষ্ণগুণ গান করে অতি চমৎকার॥
পক্ষিটি আমারে যদি দেহ কৃপা করি।
তেঁহ কহে ক্ষেম' মোরে তাহা ত না
রাজ্য লও ধন লও প্রাণ দিতে পারি।
শুয়া যে আমার প্রিয় তাহা দিতে না
আমার সুসঙ্গ সেই উপদেশকর্ত্তা।
গুরু করি মানি তারে সেই মোর ত্রা
বিষয় উন্মত্ত মুই যবে থাকি ভুলি।
চেতন করায় সেহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি॥
তাহার প্রসাদে মুই কৃষ্ণনাম শুনি।
স্মরণ করায় বুঝি মোরে মূঢ় জানি॥
তুলসীর মালা গলে তিলক শোভয়।
কৃষ্ণের অধরামৃত বিনে নাহি খায়॥
অপ্রাকৃত হয় সেই অসম্ভব গুণ।
কৃষ্ণভক্তিমতে তাঁর কিছু নাহি নূন
করুরির রাজা শুনি চমৎকার হৈল
এতেক আসক্তি শুনি পুন না চাহি
পুন সেই রাজা কহে গদগদ ভাবে
তোমা হৈতে মোর এক রোগ গেল
বৈষ্ণবেরে ছোট বড় করিয়া মানিত
ভজন আছয়ে কি না পরখ করিত
এবে মোর সে চণ্ডাল-রোগ শান্তি

এবে মুই বৈষ্ণবেরে দেখি ভেকমাত্র।
শরণ লইব পদে দেখিয়া পবিত্র॥
রাজা কহে তোমার অপেক্ষা আছে কি বা।
যাতে গুরু করি মানি শুয়া কর সেবা॥
এতাদৃক মতি যদি শত জন্মে হয়।
তবে মুই ধন্য হই তোমার কৃপায়॥
তবে সেই রাজা নিজগৃহে চলি গেলা।
করুরির রাজা বহু সওগাদ ধরিলা॥
করুরির রাজা চতুর্ভুজ নৃপমণি।
আর সেই অন্য রাজা মহাভক্তিধনী॥
আর সেই শুয়াপক্ষী মহাপূজ্যতম।
কৃষ্ণদাস-হৃদয়েতে করুন বিশ্রাম॥

চরিত্র শ্রীমীরাবাই।

মেরতা গ্রামেতে জন্ম মীরাবাই নাম।
রাণা যে রাজার বধূ গুণে অনুপাম॥
একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনন্যমানস।
প্রেমভক্তি চমৎকৃত কৃষ্ণ যাতে বশ॥
অন্যকথা অন্যচেষ্টা অন্যসঙ্গ হীন।
কাম-ক্রোধ-লোভ-আদি আপনা-অধীন॥
অন্দরে শ্রীমূর্ত্তি এক প্রকাশ করিয়া।
যতনে সেবন করে ভাবাবিষ্ট হিয়া॥
অষ্টকাল যখন সে সেবার নিয়ম।
পিরীতে করয়ে শুদ্ধহৃদয় নিষ্কাম॥
বৈষ্ণব অবারি-দ্বার সদা আইসে যায়।
যথা কৃষ্ণসেবা তথা বৈষ্ণবসেবায়॥
নৃত্য গীত বাদ্য করে বৈষ্ণবসহিত।
কৃষ্ণরসরঙ্গে বাই সদা আনন্দিত॥
গানশক্তি অসম্ভব অমৃতনিন্দিত।
যাতে দ্রবীভূত হৈল শ্রীকৃষ্ণের চিত॥
বাইজীর গানশক্তি আকবর সাহা।
পাতসা শুনিতে মনে করিলা উৎসাহা॥
তানসেন সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।
বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে॥
বৈষ্ণব জানিয়া বাই সমাদর কৈল।
গান-শুনিবারে তবে পাৎসাহা কহিল॥
ঠাকুরের আগে বাই গাইতে লাগিলা।
গান শুনি তানসেন আপনা নিন্দিলা॥
পাতসা শুনিয়া তবে চমৎকার হৈল।
প্রেমাবেশে দুইজন অধৈর্য্য হইল
পাতসা চলিয়া গেলা তবে রাজা রাণা।
অন্দরে বৈষ্ণব যাওয়া করি দিল মানা॥
বধূ ভ্রষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।
ছুটিয়া কাটিতে গেলা তলোয়ার নিয়া॥
বাইজীর উপরে গিয়া তলোয়ার হানিল।
কাটিবার থাকু কাষ অঙ্গে না ফুটিল॥
বিষ-আদি খাওয়াইলা কিছুই না হয়।
হরির ভকতজনে বিঘ্ন কে করয়॥
বৈষ্ণব আসিতে যবে বারণ করিল।
বাইজী অন্তরে কিছু ক্ষোভিত হইল॥
গৃহ হৈতে নিকাশিলা গেলা বৃন্দাবন।
রাজা পাছে পাছে পাঠাইলা নিজজন॥
ধরিয়া আনিতে চাহে ছুঁইতে না পারে।
আগুনের শিখা যেন দেহ দগ্ধ করে॥
ফিরিয়া চলিল সবে যত পাছে আইল।
তখন চমকি রাজা মরম বুঝিল॥
অপরাধ মানি আর কিছু না কহিল।
কৃষ্ণপ্রিয় জন এই নিশ্চয় জানিল॥
বৃন্দাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন।
বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপ-গোস্বামী দরশন॥
কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কার দ্বারে।
দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে॥
গোসাঞি কহেন মুই করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥
এ কথা শুনিয়া বাই ক্ষোভ পাই মনে।
পুন কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে॥
এত দিন শুনি নাই শ্রীমদ্‌-বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥
পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদির অগম্য।
তেঁহ যে আইলা তাতে নাহি বুঝি মর্ম্ম।
প্যারীজীর প্রিয়সখী ললিতা জানিলে।
কেমনে রহিবে তেঁহ অন্তঃপুরস্থলে॥
এতেক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা।
শুনিয়া শ্রীরূপ কিছু লজ্জিত হইলা॥

কহিতে কহিলা পুন বাইজীর স্থানে।
কৃপা করি আসি যেন দেন দরশনে॥
তবে বাই হৃষ্টমনে গোসাঞির স্থানে।
যাইয়া অষ্টাঙ্গ করি পড়িলা চরণে॥
পরমসুন্দরী বাই অলপ বয়েস।
গোপী-উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ॥
দুইজন পরস্পর কৃষ্ণকথারসে।
মগন হইল প্রেম-আনন্দ-উল্লাসে॥
বাইজীর কত গুণ কহা নাহি যায়।
কৃষ্ণদাস মাগে তাঁর চরণ সহায়॥

চরিত্র শ্রীপৃথ্বীনাথ রাজা।

পৃথ্বীনাথ নাম রাজা গুরুভক্ত অতি।
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিলা সুপ্রসন্ন মতি॥
গুরু নাহি লৈলা তাঁরে পুনসমর্পিলা।
গুরু-আজ্ঞা-হেতু কষ্টে গ্রহণ করিলা॥
গুরু শ্রীদ্বারকানাথ-দর্শনে চলিলা।
তাঁহার সহিত রাজা গমন করিলা॥
দৃঢ় ভক্তিভাবে করে গুরুর সেবন।
নীচসেবা করে তেজি' রাজ-অভিমান॥
গুরুসেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলা।
কতদূর যাইতে তাঁরে আদেশ করিলা॥
পৃথ্বীনাথ রাজা তুমি ঘরে ফিরি যাহ।
ঘরেতে বসিয়া গিয়া মোর নাম লহ॥
প্রসন্ন হইনু আমি তোমার উপর।
গৃহে বসি দরশন পাইবে আমার॥
দ্বারকাদর্শন আর গোমতীতে স্নান।
দ্বারকাসম্বন্ধে তপ্তমুদ্রা যে ধারণ॥
গৃহেতে বসিয়া গিয়া করহ স্বচ্ছন্দে।
গৃহেতে পাইবে সব তোমার সম্বন্ধে॥
স্বপন দেখিয়া রাজা চেতন পাইয়া।
অন্তরে বিচার করে তটস্থ হইয়া॥
কৃষ্ণ মোরে আজ্ঞা দিলা গৃহেতে যাইতে।
কি করি ইহার কিছু না পারি বুঝিতে॥
কৃষ্ণকৃপা হৈল যেই গুরুকৃপা হৈতে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা-অপালন নাহি মোর দোষ
গুরু-রূপে তেঁহ যদি থাকেন সন্তোষ॥
অতএব গুরুসেবা ছাড়িতে নারিব।
নরকে যাইতে হয় বরঞ্চ যাইব॥
এত ভাবি গুরুসেবা করিয়া চলিল॥
অন্তরে রহিল কারে কিছু না কহিলা।
পুনর্ব্বার কৃষ্ণ কহে পৃথ্বীনাথ তুমি।
ঘরে ফিরি যাহ সুপ্রসন্ন হৈনু আমি॥
গুরু যে তোমার সে ত আমার মূরতি
মোর বাক্য রাখ যাতে আমার পিরীতি
পুনর্ব্বার স্বপন দেখিয়া বিচারয়।
পুন আজ্ঞা কৈল কৃষ্ণ কি করি উপায়
গুরুর সাক্ষাতে তবে বিবরি কহিলা।
গুরু শুনি চমকিয়া কহিতে লাগিলা॥
আহা মরি বাপু তব বলিহারি যাই।
তুমি ধন্য তোমার জগতে সম নাই॥
কৃষ্ণকৃপামৃত এত তোমার উপর।
ঘরে যাহ বাপু সেই আজ্ঞা কর সার
গুরু যদি উপদেশ এতেক কহিলা।
তবে মহারাজা ঘরে ফিরিয়া চলিলা॥
গুরুর বিচ্ছেদে রাজা ক্ষোভিত হইল
গুরুসেবা ছাড়ি চিত্ত প্রসন্ন নহিল॥
দুই চারি দিন পাছে দেখে রাত্রিযোগে
গোমতী পাবন-নদী আইলেন বেগে।
শ্রীদ্বারকানাথ শ্রীমান টীকম রণছোড়
দুই যে ঠাকুর দেখে গৃহের ভিতর॥
দ্বারকার অনুচর তপ্তমুদ্রা দিয়া।
বাহুমূলে রাজার বরিল ছাবা দিয়া॥
বহু সাধু সন্ত আনি রাজা দেখাইল।
দেখিয়া সকলে নিজ কৃতার্থ মানিল।
আনন্দে গোমতী নদী-স্নান সবে কৈ
দ্বারকানাথের পদে প্রণাম করিল॥
রাজার মহিমা দেখি আশ্চর্য্য মানিল
স্তব-স্তোত্র করি বহু সৎকার করিল
বৈদ্যনাথ-দেব স্থানে এক অন্ধ দ্বিজ
চক্ষু লাগি কৈল বহু তপ ব্রত পূজ।
মহাদেব আজ্ঞা দিলা অমুক যে দে
পৃথ্বীনাথ নাম এক সাধু রাজা বৈসে

তাহার গামছা-বস্ত্রে আঁখি মুছ গিয়া।
চক্ষুস্মান হবে সব শান্তিকে পাইয়া॥
ব্রাহ্মণ যাইয়া তাঁর গামছা লইয়া।
চক্ষুস্মান হৈল চক্ষু তাহাতে মুছিয়া॥
কৃষ্ণের করুণা যারে তাহার মহিমা।
ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পায় সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে পারে কটাক্ষ-কিরণে।
তাহে কি আশ্চর্য্য কার অন্ধচক্ষুদানে॥
গুরুভক্তি বিনে কভু কৃষ্ণ নাহি পাই।
ইথে বুঝি আমা-সবার অধিকার নাই॥
মহারাজ পৃথ্বীনাথ চরণে পড়িয়া।
গুরুভক্তি মাগে কৃষ্ণদাস অভাগিয়া॥

চরিত্র শ্রীমধুকর সাহা।

ওড়ছো নামেতে গ্রাম মধুকর সাহা।
বৈষ্ণবে যে কত প্রীত নাহি যায় কহা॥
যথানাম সারগ্রাহী মধুকরতুল্য।
অনন্যশরণ কৃষ্ণে ভক্তি যে অমূল্য॥
বৈষ্ণবের নামগান বৈষ্ণবস্মরণ।
ত্রিসন্ধ্যা বৈষ্ণব-পূজা-চরণ-সেবন॥
বিদূষক লোক যত পাষণ্ড নিন্দুক।
তমের স্বভাবে তারা দেখি পায় দুখ॥
যুথ করি তারা এক গাধার গলায়।
তুলসীর.মালা দিয়া তিলক নাসায়॥
মধুকর-সাহার গৃহে হাঁকাইয়া দিল।
মধুকর তাহা দেখি বিচার করিল॥
ভগবদ্ ভক্তের ভেখ ইহার যে হয়।
ইহ পূজ্য হয় পূজা করিতে জুয়ায়॥
ইহাকে অবজ্ঞা কৈলে অপরাধ হয়।
সাধকের ধর্ম্মহানি শাস্ত্রেতে কহয়॥
কৃষ্ণের ভকত ইহ মোর প্রভুর দাস।
মোর মিত্র কৃপা করি আইল মোর বাস॥
এত চিন্তি আদর করিয়া গৃহে আনি।
চরণ-ক্ষালন করি কহি মিষ্টবাণী॥
[illegible]

দণ্ডবৎ প্রণাম গদগদ ভাবে কৈল।
সেবন-সম্মান করি বিদায় করিল॥
অতএব ধন্য ধন্য তাঁর মতি রীতি।
ধন্য যে স্বভাব তাঁর ধন্য কৃষ্ণে রতি॥
রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপ গোসাঞি।
বৈষ্ণবের মাহাত্ম্যেতে কহিল তাহাই॥
বৈষ্ণব দুর্ব্বৃত্তমতি সেহ পূজ্যতম।
পশু-পক্ষ সেহ যদি লয় কৃষ্ণনাম॥
সেহ ত পরমপূজ্য দূরে থাকু সেহ।
গাধার শরীরে যদি ভেক দেখি কহ॥
দণ্ডবত প্রনাম সম্মান নাহি করে।
কেমন ভরসা তার কি সাহস করে॥
অপরাধে ভয় নাহি নরকে না ডরে।
কৃষ্ণভক্তিধনে বুঝি আকাঙ্ক্ষা না ধরে॥
সর্ব্ব অর্থে বহিষ্কৃত বুঝি হৈতে চাহে।
এই যে আশয়ে শ্রীল গোস্বামীজী কহে॥
অতএব বৈষ্ণবের সাধন ভজন।
বিচার কর্ত্তব্য নহে ভেক-দরশন॥
মাত্রেতে আদর পূজা সৎকার কর্ত্তব্য।
ইহাতে সন্দেহ নাহি অবশ্য সুসেব্য॥
অতএব মধুকর-সাহা যে করিল।
ধন্য বটে আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মিলিল॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
কুমতি যাউক কৃষ্ণদাস অভাগার॥

চরিত্র শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগমার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥
বেদান্তে পণ্ডিত যে শাঙ্করীভাষ্যমতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশ যাতে॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টব্রহ্মেতে অভিন্ন॥
মায়াবাদী ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি।
যোগমায়া নাহি মানে ব্যতিক্রম-মতি॥
[illegible]

বেদের তাৎপর্য্য-অর্থ প্রেম যে পর্য্যন্ত।
কল্পিতার্থ বাদে তার নাহি জানে অন্ত॥
প্রমাণ তন্ত্রে—
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥১॥

সেইকালে মহাপ্রভু প্রকট শ্রীক্ষেত্রে।
প্রচণ্ড প্রতাপ গুণ ব্যক্ত ত্রিজগতে॥
প্রভুর প্রেমভক্তি যেই অলৌকিক ক্রিয়া।
কাশীতে প্রকাশানন্দ বিশেষ শুনিয়া॥
প্রসন্ন না হৈল তাহে লোক প্রতারক।
ভাবকালি দেখি ভুলে ইতর যে লোক॥
এত কহি এক শ্লোক আপনি রচিয়া।
পাঠাইলা মহাপ্রভুর স্থানে লোক দিয়া॥

শ্লোকঃ—
যত্রাস্তে মণিকর্ণিকাহমলসরঃ
স্বর্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা
রত্নং তারকমক্ষরং তনুভৃতে
শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
তস্মিন্নদ্ভুতধামনি
স্মররিপোর্নির্ব্বাণমার্গে স্থিতে
মূঢ়োহন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ
প্রত্যাশয়া ধাবতি ইতি॥২॥

শ্লোক পড়িয়া প্রভু মুচকি হাসিলা।
তাহার উত্তর-শ্লোক লিখি পাঠাইলা॥

শ্লোকঃ—
যদ্ধর্ম্মাম্ভো মণিকর্ণিকা ভগ-
বতঃ পদাম্বু ভাগীরথী কাশীনাং
পতিরর্দ্ধমস্য ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ম্।
এতস্যৈব হি নাম শম্ভুনগরে
নিস্তারকং তারকং তস্মাৎ কৃষ্ণ-
পদাম্বুজং ভজ সখে! শ্রীপাদ!
নির্ব্বাণদম্॥৩॥

পুন এক শ্লোক তেঁহ লিখি পাঠাইলা।
প্রভু দেখি ফল্গু বলি আদর না কৈলা॥

শ্লোকঃ—
বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো
বাতাম্বুপর্ণাশনা-
স্তেহপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং
সুললিতং দৃষ্টৈব মোহংগতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং
যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি
ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরম্। ৪

ভক্তবৃন্দ দেখি তার উত্তর লিখিলা।
শ্লোক লিখি পাঠাইলা প্রভু না জানিলা॥

মায়াবাদময় অসৎ শাস্ত্র বৌদ্ধ শাস্ত্র নামে অভিহিত। হে দেবি! কলিকালে আমিই ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি ধরিয়া উহা প্রণয়ন করিয়াছি। ১।

যেখানে মণিকর্ণিকা, অমলসরোবর প্রভৃতি পুণ্য-সলিলা দীর্ঘিকা এবং স্বর্দীর্ঘিকা বিরাজমান; যেখানে শম্ভু নিজেই জীবগণকে "তারক"—ত্রাণকর্ত্তা—এই দুর্লভ অক্ষররত্ন দান করিতেছেন এবং যে স্থান মদনের ক্রীড়াভূমি নহে, মূঢ় ব্যক্তিগণই স্মররিপুর মুক্তিপথ স্বরূপ এরূপ অদ্ভুত স্থান পরিত্যাগ করিয়া পশুর ন্যায় প্রত্যাশায় মোহিনী-মূর্ত্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া মরীচিকা লোভে অন্যত্র ধাবিত হয়। ২।

যাঁহার ধর্ম্মজল হইতে মণিকর্ণিকার উৎপত্তি এবং যাঁহার পাদপদ্ম হইতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জন্ম; স্বয়ং শম্ভু অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া যাঁহাকে ভজনা করেন এবং শিবনগরে যাঁহার তারক নাম জীবগণের নিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত আছে, হে সখে শ্রীপাদ! তুমি সেই মোক্ষপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দই ভজনা কর॥ ৩॥

পরাশর বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ বায়ু-জল বৃক্ষপত্র মাত্র আহার করিয়াও স্ত্রীগণের যে কমনীয়কান্তি মুখকমল দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, দধি-ঘৃত-শাল্যন্নভোজী মানবের যদি তদ্দর্শনে মোহাচ্ছন্ন হওয়া অসম্ভব হয় তবে বিন্ধ্যগিরিরও সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে॥ ৪॥

শ্লোকঃ—
সিংহো বলী দ্বিরদশূকরমাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোগী
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোহত্র হেতুঃ॥ ৫

তবে মহাপ্রভু যবে বৃন্দাবন গেলা।
প্রকাশানন্দের তবে মতি ফিরাইলা॥
কাশীপুরে প্রভু তবে থাকি দুই মাস।
যত বহির্ম্মুখ ছিল কৈলা নিজ দাস॥
প্রকাশানন্দের সহ বিচার করিয়া।
মায়াবাদপাণ্ডিত্য দিলেন ঘুচাইয়া॥
কল্পিত বেদান্ত-অর্থ তখন বুঝিলা।
প্রভুর আশ্চর্য্য তেজ দেখিতে পাইলা॥
শিষ্য সমিভ্যারে সব বৈষ্ণব হইল।
প্রভুর চরণজলে শরণ লইল॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিনু যেন শকতি আমার॥
কৃষ্ণসেবানন্দ ভক্তি প্রধান মানিল।
আর যে যতেক মত হেয়-বুদ্ধি হৈল॥
সেই মুখে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন করি।
স্তুতি কৈল প্রভুর অভয়পদ ধরি॥
মূর্খ মুই সে বিচার স্তুতি যে করিল।
বুঝিতে না পারি তাহা বর্ণিতে নারিল॥
প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল।
প্রভুহ প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল॥
অতঃপর তাঁহার মহিমা কি পর্য্যন্ত।
মহাভাগবত হৈলা পরম-সুশান্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনে নাহি জানে আন।
চৈতন্য পরম-ধর্ম্ম চৈতন্য গেয়ান॥
চৈতন্য ভজন সদা চৈতন্য ধেয়ান।
চৈতন্য পরমতত্ত্ব করয়ে বাখান॥
চৈতন্য শয়নে দেখে চৈতন্য স্বপনে।
যে দিকে ফিরায় আঁখি শ্রীচৈতন্য মানে॥
ক্ষণে ক্ষণে কহে প্রভু বড় দয়াময়।
কুতার্কিক মুই মোর ঘুচাইলে সংশয়॥
বড় দয়াময় প্রভু বড় দয়াময়।
শুষ্ক তার্কিকে দিলে ভক্তির আশ্রয়॥
তবে অনুরাগে লীলা-গুণ যে প্রভুর।
বর্ণন করিলা এক গ্রন্থ মহাশূর॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাম সুমধুর।
মধুর বর্ণন চমৎকার রসপুর॥
আস্বাদে অমৃত আর শ্রবনে মঙ্গল।
শুনিয়াছে যেই সেই জানে তার বল॥
শুনিতে শুনিতে আর বাড়য়ে পিয়াস।
প্রেমদান করিয়া হৃদয়ে করে বাস॥
শ্রীমান প্রবোধানন্দ সরস্বতীর গুণ।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু শোধিতে * আপন॥
মূর্খ মুই বিস্তার করিতে নাহি জানি।
সাধ করে মনে বলি করি টানাটানি॥
শ্রীমান প্রকাশানন্দ নিত্যসিদ্ধ হন।
লীলা লাগি এই এক প্রভুর গঠন॥
যতেক শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরিবার।
শ্রীমান প্রবোধানন্দ আরাধ্য সবার॥
তাঁহার চরণে মুই শরণ লইনু।
বৈষ্ণবের স্থানে এই উপদেশ পাইনু।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণের কৃপা আশ।
করিয়া আছয়ে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীভক্তমালে নরসী-ভক্ত-আদি-গুণকথনং দ্বাবিংশ-মালা॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ এবং হস্তী ও শূকরের মাংস ভোজন করিয়াও সম্বৎসরে একবারমাত্র একবার ইন্দ্রিয়সুখে নিরত হয়। কিন্তু শিলাকণভোজী পারাবত সর্ব্বদাই রতি-ক্রিয়ায় রত থাকে। ইহার কারণ কি, বল দেখি?॥ ৫॥

* পাঠান্তরে—"শুনিয়া।"

চরিত্র নিবাই গ্রামেতে কোন সাধু।

নিবাই নামেতে গ্রামে একজন চোর।
আজন্ম করয়ে চুরি পাপাচারে ভোর॥
হাজার টাকার এক থলি চুরি করি।
আনিল কাহার তাতে ভুল হৈল ভারি॥
প্রসিদ্ধ যে চোর যত ধরি নিয়া যায়।
হাকিম-তপ্ত-সবাকারে পরীক্ষা করায়॥
তাহা জানি সেই চোর চিন্তিত হইল।
কি করি উপায় বলি ভাবিতে লাগিল॥
আমারে ধরিয়া নিয়া পরীক্ষা করাবে।
ঠেকিলে গর্দ্দান লবে কিংবা শালে দিবে॥
সেই গ্রামে কোথাও হয় পুরাণের কথা।
দৈবাত শুনিতে সেই চোর গেল তথা॥
যাইয়া শুনয়ে কৃষ্ণমন্ত্রের গ্রহণ।
হইতেছে সেইক্ষণে মহিমাকথন॥
কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণমাত্রেতে পুনর্জন্ম।
হয় ক্ষয় পায় যত প্রারব্ধাদি কর্ম্ম॥
দ্বিজশব্দ হয় তার দুর্জ্জাতিত্ব যায়।
সাবিত্রীদীক্ষাতে যথা বিপ্র দ্বিজ হয়॥

তথা—

পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ ১॥

বসিয়া শুনিল চোর এ সব কথন।
ঘরে গিয়া হর্ষ হৈয়া ভাবে মনে মন॥
টাকা চুরি করিয়াছি আমি ত নিশ্চয়।
পরীক্ষা করাবে কালি ধরিয়া আমায়॥
চোর ধরা নিশ্চয় পড়িব পরীক্ষায়।
অতএব যে শুনিলাম পরম উপায়॥
পুরাণে কহিল কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষামাত্র।
সে জনম যায় হয় দ্বিজ মহাপাত্র॥
অতএব শীঘ্র আমি কৃষ্ণমন্ত্র লই।
পরীক্ষাতে উত্তরিব জন্মান্তর হই॥

এত ভাবি এক যে বৈষ্ণব-স্থানে গেলা।
কৃষ্ণমন্ত্র দেহ বলি বিনতি করিলা॥
বৈষ্ণব কহেন আজি নহে কালি দিব।
তেঁহ কহে নহি নহি এখনি লইব॥ *
একান্ত আগ্রহ দেখি সাধু দীক্ষা দিলা।
দীক্ষা করি মনে মনে আনন্দিত হৈলা॥
পরদিনে হাকিমের পদাতি আসিয়া।
ধরিয়া লইয়া গেল তস্কর বলিয়া॥
গোইন্দা কহয়ে এই চোর চুরি কৈল।
রাজা তাহা শুনি তদ্বি করিতে লাগিল॥
তেঁহ কহে মহারাজ চোর কভু নহি।
এ জন্মেতে আমি চুরি কভু করি নাহি॥
বরঞ্চ আমারে কোন পরীক্ষা করাও।
ঠেকি যদি তবে মোর ধন-প্রাণ লও॥
তবে তারে কহে রাজা পরীক্ষা করাতে।
তপত সাবল কহে হস্তেতে লইতে॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস তার অন্তরে আছয়।
কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা কৈলে পুনর্জন্ম হয়॥
অতএব কহে মুই এ জন্মে কখন।
চুরি করে থাকি কিংবা পাপাদিক কোন॥ †
তবে এই হস্ত মোর সাবলে জ্বলিবে।
নতুবা আমার হিংসা কিছু না হইবে॥
এতেক কহিয়া হস্তে সাবল লইল।
অগ্নিবত লৌহ হস্তে শীতল ঠেকিল॥
শুদ্ধ জানিয়া তারে রাজা প্রীত কৈল।
গোইন্দার গর্দ্দান মারিতে আজ্ঞা দিল॥
তবে সাধু গোইন্দার প্রাণ যায় জানি।
দয়ার্দ্র হইয়া কহে যুড়ি দুই পাণি॥
মহারাজ উহার অপরাধ কিছু নাই।
মিথ্যা না কহিল চুরি কৈনু সত্য মুই॥
এ জন্মে না কৈনু পূর্ব্বজন্মেতে করিনু।
যদবধি কৃষ্ণমন্ত্র-আশ্রয় না কৈনু॥
এত কহি আদ্যোপান্ত সকলি কহিল।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল॥

বিবাহের পর কন্যা যেমন পিতৃ-গোত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বামী-গোত্র-বিশিষ্টা হয়। সেইরূপ দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে মানবগণ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।

* পাঠান্তর ;—"তেঁহ কহে কালি নহে এখনি লইব।"

† পাঠান্তর ;—চুরি করে থাকি কিম্বা পাপ কোন অন্য।

তবে রাজা তারে বহু সম্মান করিল।
গোইন্দায় প্রাণদান করি ছাড়ি দিল॥
অতএব কৃষ্ণমন্ত্রমহিমা এমতি।
অপরাধী জনে কভু না হয় প্রতীতি॥
গুরুকৃপা মন্ত্রবলে সেই যে তস্কর।
ভাগবতোত্তম হৈল কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
মূল সহ পাপে মতি তৎক্ষণে ছুটিল।
অনন্য ভাবেতে কৃষ্ণশরণ লইল॥
ভুবনপাবন তাঁর চরণের রজ।
আমা-সবা পাতকীর যাহা নিয়া কাজ॥
সেই শ্রীচরণরজ বাঞ্ছে কৃষ্ণদাস।
জনমে জনমে করে দাস হৈতে আশ॥

চরিত্র শ্রীঅন্য-সূরদাস।

পরগণ্ডে সণ্ডিলা নাম তাহাতে বৈসয়।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণের আশ্রয়॥
পাৎসার চাকর তের লক্ষের তসিল।
করেন কিন্তু যে মন শ্রীকৃষ্ণের শীল॥
সূরদাস নাম কিন্তু কমললোচন।
রূপে গুণে শীলে সর্ব্বলোকের রঞ্জন॥
মহাজন-লোক গুড়-বেপারের তরে।
শত মোন গাড়ী ভড়ি আনিল বাজারে॥
অতি চমৎকার গুড় মিছরির প্রায়।
নজরে দেখিয়া সূরদাস মহাশয়॥
মনেতে বাসনা হৈল উৎসাহ সহিত।
হেন বস্তু শ্রীমদনমোহন-উচিত॥
এত ভাবি সব গুড় আটক করিয়া।
খতন করিয়া নিল দুনা দাম দিয়া॥
সেইক্ষণে গাড়ী সহ শ্রীবৃন্দাবন।
চালান করিয়া যথা মদনমোহন॥
দ্বিতীয়-প্রহর-রাত্রি-কালে আসি গাড়ী।
পহুঁছিল বৃন্দাবন শ্রীজীয়ের বাড়ী॥
দুয়ারে কপাট দিয়া শুইয়াছে সবে।
গাড়োয়ান ফুকারয় করি উচ্চরবে॥
সণ্ডিলা হইতে গুড় আইল শত মোন।
ভাণ্ডারে উঠাও আসি দেহ লোকজন॥

ভিতর হইতে কেহ ডাকি কহিলেক।
আজি নহে প্রাতঃকালে উঠান যাবেক॥
দ্বার না খুলিল হোথা মদনমোহন।
তখন যে পূজারিরে কহেন স্বপন॥
সূরদাস গুড় পাঠাইল মোর তরে।
সন্ধ্যায় যে খাইনু তাহে পেট নাহি ভরে॥
অতএব গুড় যে ভাণ্ডারে উঠাইয়া।
মালপুয়া কর কিছু আমার লাগিয়া॥
এখনি করহ তবে না হয় গউন।
ক্ষুধা মোর হইয়াছে অতি অসহন॥
স্বপন দেখিয়া শীঘ্র উঠিয়া পূজারি।
দ্বার খুলি বাহিরে আইলা ত্বরা করি॥
তটস্থ হইয়া গুড় ভাণ্ডারে উঠায়।
স্নান চৌকা করি তবে কড়াই চড়ায়॥
অতিশীঘ্র মালপুয়া প্রচুর করিল।
মদনমোহন-আগে ভোগ লাগাইল।
আস্বাদন করিয়া শ্রীমদনমোহন॥
প্রসাদ রাখিলা ভক্তগণের কারণ॥
যথা সূরদাস তাঁর স্থানে সেই রাত্রে।
মালপুয়া প্রসাদ পহুঁছিল এক পাত্রে॥
স্বপন দেখিয়া সূরদাস চমকিয়া।
উঠিয়া প্রসাদ পাইল আনন্দিত হিয়া॥
গদগদ প্রেমভাবে প্রসাদ পাইল।
নিজ জন্ম তনুধন্য করিয়া মানিল॥
সেই সূরদাস সেই পূজারিঠাকুর।
সেই গুড় মালপুয়া সুস্বাদু মধুর॥
তাঁহা-সবা-স্থানে মোর একান্ত প্রার্থনা।
ভক্তি দিয়া নিস্তারুন করিয়া করুণা॥

চরিত্র শ্রীমুরারিদাস ভক্ত।

শ্রীমুরারিদাস নামে পরমবৈষ্ণব।
লোকাপেক্ষা চামারের কুলেতে উদ্ভব॥
অতি শিষ্ট শান্ত মৃদু প্রিয়ম্বদ ধীর।
গ্রাম্যবার্ত্তাহীন বুদ্ধিমান অতি স্থির॥
আপনাতে নীচ-দৈন্য বুদ্ধি দম্ভহীন।
জিতেন্দ্রিয় সদাচার ভক্তিতে প্রবীণ॥

রসিক-মুরারি-জীউ মহান্ত প্রধান।
তাঁরে দেখি হৈল কিছু চমৎকারজ্ঞান॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু চিত্ত পুলকিত।
হঠাৎ তাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত॥
মুরারি তাঁহারে দেখি কুণ্ঠিত হইয়া।
মুখে না আইসে বাণী ভয়ে ভীত হিয়া॥
হাত কচালিয়া পাছু পাছু হাঁটি যায়।
করিবে কি কহিবে কি কিছু না জুয়ায়॥
আসন দিবার উপযুক্ত নাহি ঘরে।
বসিতেও কহিতে নাহিক পারে ডরে॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে দূরেতে থাকিয়া।
রসিক-মুরারি কোলে করিলা ধাইয়া॥
তেঁহ কহে মোরে স্পর্শ না কর ঠাকুর।
নীচজাতি মুই সম না হয় কুক্কুর॥
রসিক-মুরারি কহে তুমি সাধুত্তম।
তোমারে স্পর্শিয়া মুই হইব উত্তম॥
এত কহি বসি তাঁহা করি কোন ছল।
পান কৈলা মুরারিদাসের পাদজল॥
স্তুতি-নতি করি বহু উঠিয়া আইলা।
পাদোদক পান করি কৃতার্থ মানিলা॥
তাঁর শিষ্য রাজা সব বৃত্তান্ত শুনিল।
মুরারি-দাসের পাদোদক গুরু খাইল॥
শুনিয়া রাজার কিছু অবজ্ঞা জন্মিল।
মুচির চরণোদক কেমতে খাইল॥
রসিক-মুরারি-জীউ জানিয়া অন্তরে।
রাজার অজ্ঞতা নাশ করিবার তরে॥
রাজার নিকটে তবে আপনি চলিলা।
দেখিয়াও রাজা সমাদর নাহি কৈলা॥
মুচকি হাসিয়া সাধু নিকটে বসিয়া।
কহিতে লাগিলা নৃপে অজ্ঞতা বুঝিয়া॥
আমি গুরু আইনু যে নিকটে তোমার।
প্রসন্ন না হৈলে কহ কি হেতু ইহার॥
রাজা ক্রোধে কহে এথা কি কায আছয়।
মুরারি-মুচির বাটী যাও মহাশয়॥
শুনিলাম্ তার পাদোদক পান কৈলে।
লোকে লজ্জা দিতে কেনে এখানে আইলে॥
এত শুনি সাধু মনে বিচার করিল।
ইহার কুমতি শান্তি করিতে হইল॥

রসিক-মুরারি তবে কহেন রাজারে।
আরে মূর্খ শোন্ কিছু হিত কহি তোরে॥
বুঝিলাম পাদোদক মুরারিদাসের।
পান কৈনু জানি তব উদয় তমের॥
বড় মূর্খ তুমি তব নাহি কিছু জ্ঞান।
কেবল করহ মাত্র বিষয়ের ধ্যান॥
বৈষ্ণব যে কি পদার্থ তাহা নাহি জান।
হরিভক্ত বলি তুমি আপনারে মান॥
বৈষ্ণবেতে রতি বিনে ভক্ত নাহি হয়।
কৃষ্ণকৃপা নাহি হয় ভক্তি না জন্ময়॥
বৈষ্ণবেতে নীচবুদ্ধি বড় অপরাধ।
সর্ব্বনাশ হয় সর্ব্বধর্ম্ম যায় বাদ॥
চণ্ডালের বংশে জন্ম হরিভক্তি হয়।
পরমপাবন সেই বেদে দৃঢ় কয়॥
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র যবন বা হয়।
সেব্যতম হয় সেই অবশ্য নিশ্চয়॥
উত্তম-ভকতি এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
লোকশাস্ত্র ধর্ম্মমার্গে করয়ে বাখান॥
এত কহি শাস্ত্রের প্রমাণ বহু দিলা।
তোর মুখ না দেখিব রাজারে কহিলা॥
এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈলা।
গুরুর উপেক্ষা শুনি ভয়েতে কাঁপিলা॥
তখন গুরুর পদে পড়িয়া কান্দয়।
শরণ লইনু প্রভু না তেজ' আমায়॥
আমি মূর্খ নাহি জানি এবে বুঝিলাম॥
নীচ যে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দৃঢ় জানিলাম॥
বৈষ্ণবের সেবা মুই একান্ত করিব।
পাদোদক অধর-অমৃত যে খাইব॥
তোমার চরণে যেই অপরাধ কৈনু।
সে সকল ক্ষেম' মোর শরণ লইনু॥
তখন প্রসন্ন হৈলা রসিক-মুরারি।
রাজার মস্তকে শ্রীচরণ দিলা ধরি॥
রাজা সেই হৈতে করে বৈষ্ণবসেবন।
বৈষ্ণবে অনন্য রতি একান্ত শরণ॥
কৃষ্ণের করুণা তবে হঠাৎ হইল।
রাজ্যত্যাগ করি বনে গমন করিল॥
রসিক-মুরারি আর শ্রীমুরারিদাস।
আর মহারাজ মোরে করহ আশ্বাস॥

শ্রীচরণ ধর মোর মস্তক-উপরে।
তবে সে নিস্তার পাই এ দুঃখসাগরে॥

চরিত্র. শ্রীতুলসীদাস মহান্ত।

শ্রীমান তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত।
অলৌকিক অদভুত যাহার চরিত॥
পূর্ব্বে তেঁহ আছিলা বাল্মীকি মুনিবর।
লোকের নিস্তার-হেতু কৈলা অবতার॥
লৌকিক-লীলাতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
জন্মিলেন মহাশয় লোকব্যবহারে॥
কালেতে বিবাহ করি গৃহস্থালি কৈল।
স্ত্রীর বশীভূত বিপ্র একান্ত হইল॥
একক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গ বিনে নাহি রহে।
যথা তথা স্ত্রীর প্রশংসাই গিয়া কহে॥
বসিতে কহিলে বৈসে উঠিতে উঠয়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
স্ত্রীর বাপের বাটী হইতে লইতে।
পুনঃপুন আইসে লোক না দেয় যাইতে॥
অনেক কষ্টেতে যদি পাঠাইয়া দিলা।
স্ত্রীর বিচ্ছেদে ঘরে রহিতে নারিলা॥
কান্দিয়া ডুলির পাছে পাছে চলি গেলা।
স্ত্রী তাহা দেখি অতি লজ্জিত হইলা॥
ভর্ৎসন করিলা বহু স্বামীর উপর।
হারে মূঢ় হতভাগা নির্লজ্জ বর্ব্বর॥
স্ত্রীর আঁচল ধরি সদাই বেড়াও।
ছিছি ধিক ধিক লজ্জা তুমি নাহি পাও॥
লোকে উপহাস করে ঘৃণা নাহি হয়;
গলায় দড়ি দিয়া মরিতে জুয়ায়॥
এত আর্ত্তি তব যদি ঈশ্বরে হইত।
না জানি ভাগ্যের ফল তবে কি না হৈত॥
এতেক ভর্ৎসন যদ্যপি স্ত্রী করিল।
শুনিয়া বিপ্রের কিছু ধিৎকার জন্মিল॥
তৎক্ষণে হইল মনে বিবেক উদয়।
অমনি ফিরিয়া আইলা ঘরেও না যায়॥
সর্ব্বত্যাগ করি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ।
আশ্রয় করিয়া লৈল একান্ত শরণ॥

বিগ্রহ প্রকাশি কৈলা সেবা চমৎকার।
অদভুত হৈল তবে প্রেমের বিকার॥
অল্পকালে রামচন্দ্রের অনুকম্পা হৈল।
অনেক সংসার সাধু পবিত্র করিল॥
শ্রীমদ্-রঘুনাথ-লীলা চরিত্র বর্ণন।
ভাষা-ছন্দে করি কৈলা ভুবন পাবন॥
তাঁহার মহিমা কিছু কহি শুন আর।
যার পদজলে ভূত পাইল নিস্তার॥
কাশীর অন্যত্র সাধু আর কোন স্থানে।
কোন প্রয়োজনে গেলা করিয়া ভ্রমণে॥
এক বৃক্ষতলে গিয়া বিশ্রাম করিলা।
পাক করি খাইবারে উদ্যোগ করিলা॥
সেই বৃক্ষে এক ভূত বহুকাল রহে।
যাতনাশরীর দিবানিশি দুঃখে দহে॥
সাধু সেই বৃক্ষতলে পাদ ধৌত কৈলা।
পাদ-ধৌত-ছিটা গিয়া বৃক্ষেতে লাগিলা॥
তৎক্ষণাত সেই ভূত নিস্তার হইলা।
দিব্যদেহ ধরিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিলা॥
দেখিয়া তুলসীদাস কহেন তাহারে।
কে তুমি স্বরূপে কহ কৃপা করি মোরে॥
তেঁহ কহে ভূতযোনি আছিলাম আমি।
চরণ-অমৃত দিয়া তরাইলে তুমি॥
স্তুতি-নতি করি নিজবৃত্তান্ত কহিলা।
বুঝিয়া তুলসীদাস কহিতে লাগিলা॥
বৈকুণ্ঠের পারিষদ এবে হৈলে তুমি।
এক যে প্রার্থনা তব ঠাঁই করি আমি॥
শ্রীরামদর্শন আমি কি উপায়ে পাই।
কৃপা করি কহ মোর নিবেদন এই॥
তেঁহ কহে তুমি সাধু যোগ্যপাত্র হও।
তথাপিহ এক যুক্তি কহি তাহা লও॥
শ্রীল-হনুমান রামচন্দ্র-প্রিয়তম।
তাঁহার কৃপাতে অতি পাইতে সুগম॥
তুলসী কহেন তাঁর লাগ পাব কোথা।
তেঁহ কহে কহি শুন লাগ পাবে যথা॥
এই গ্রামে অমুক যে ব্রাহ্মণগৃহেতে।
তিনি আইসেন রামায়ণশ্রবণেতে॥
মনুষ্যবেশেতে অবধূতবেশধারী।
অমুক দিকেতে বৈসেন ছদ্মরূপ করি।

পাঠ-অন্তে তাঁহার চরণ দৃঢ় করি।
ধরিয়া কহিবে মোরে দেখাও শ্রীহরি ॥
তুমি যোগ্যপাত্র শ্রীমান্ হনূমান জানি।
দেখাইবে অবশ্য তোমারে রঘুমণি ॥
এত কহি তেঁহ পরব্যোম চলি গেলা।
রামায়ণ যথা হয় তথায় চলিলা ॥
দেখেন সহস্র লোক চারিভিতে হয়।
অবধৌত-বেশ কোন্ জন নিরখয় ॥
সেইরূপ একব্যক্তি দেখেন বসিয়া।
শ্রীরামচরিত্র শুনি পুলকিত-হিয়া ॥
তথায় বসিয়া সাধু শ্রবণ করয়।
মধ্যে মধ্যে দোঁহে দোঁহাপানে নিরখয় ॥
দোঁহার অন্তরকথা দোঁহাতে বুঝিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে হাসয়ে মুচকিয়া ॥
পাঠ-অন্তে লোক সব উঠিয়া চলিলা।
অমনি যে হনূমান গমন করিলা ॥
তুলসী সম্মুখে গিয়া অষ্টাঙ্গ হইয়া।
পড়িলা প্রণাম করি চরণে ধরিয়া ॥
মৃদু হাসি হনূমান আলিঙ্গন কৈল।
তুলসী অভীষ্ট আপনার যে কহিল ॥
তব প্রিয় রামচন্দ্র আমারে দেখাও।
অকপটে তোমার স্বরূপ দরশাও ॥
প্রসন্ন হইয়া তবে নিজরূপ ধরি।
বর দিলা অচিরাতে দেখা দিবে হরি ॥
হনূমানে বহু তবে স্তুতি-নতি কৈলা।
তেঁহ চলি গেলা ইঁহ নিজস্থানে আইলা ॥
সহজেই রামচন্দ্র তাহে কৃপাবান।
তবে যে এতেক চেষ্টা উৎকণ্ঠা-কারণ ॥
তুলসীদাসের প্রভু শ্রীরঘুনন্দন।
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা জানে সর্ব্বজন ॥
এক যে ব্রাহ্মণ সেই গোহত্যা করিয়া।
তীর্থভ্রমন করি বেড়ায় ফিরিয়া ॥
কাশীতে গেলেন বিপ্র তীর্থের রটনে।
রামনাম মহামন্ত্র জপয়ে বদনে ॥
তুলসীদাসের স্থানে গিয়া প্রণমিয়া।
পূর্ব্বাপর কহে নিজকর্ম্ম বিবরিয়া ॥
মুই দুষ্ট অধম যে গোহত্যা করিনু।
যেহেতুক তীর্থভ্রমণে নিকশিনু ॥

শ্রীমান তুলসীদাস আশ্চর্য্য মানিয়া।
তার মুখপানে চাহে চকিত হইয়া ॥
রামনাম জপে আর ক্ষুদ্রপাপজন্য।
তীর্থভ্রমণ করে আর কহে অন্য ॥
তবে সাধু ক্রোধাবেশে কহে ব্রাহ্মণেরে।
হাঁরে দুষ্ট কুমতি দেখিতে নাহি তোরে ॥
রামনাম জপিতেছ আর প্রায়শ্চিত্ত।
কারণ ভাবিছ আর ভ্রমিতেছ তীর্থ ॥
আনুষঙ্গ্য এক নামে যত পাপ হরয়।
কোটি কল্পে পাপী তাহা করিতে নারয়।
শ্রীমন্নাম-উচ্চারণ-উপক্রম হৈতে।
পাপ যায় শুভ হয় সর্ব্ব তৎক্ষণাতে ॥

*প্রমাণ —

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলংহরের্নাম ॥ ১ ॥

হেন পরাৎপর যে তারকব্রহ্ম নাম।
তাহে অল্প বুদ্ধি করি করে অন্য কাম ॥
অন্য ধর্ম্ম বড় বড় যজ্ঞ দান করে।
নাম অঙ্গ যজ্ঞ অঙ্গী করিয়া আচরে ॥
সেই অপরাধে তার নিস্তার না হয়।
নানা যোনি নরকাদি ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তি-অধিকারী নহে।
তমময় হয় দম্ভ-অহঙ্কার-সহে ॥
অতএব যদি মোর বাক্য এবে ধর।
যদি আত্যন্তিক নিজ হিত চেষ্টা কর ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজি' তবে রামচন্দ্র ভজ।
অন্য অভিলাষ কুটিনাটি সব তেজ' ॥
প্রায়শ্চিত্ত করিতেও না হইবে আর।
আনুষঙ্গ্য পাপ আর যাইবে সংসার ॥

সূর্য্যদেব উদিত হইলেই যেমন পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার বিদূরিত হয়; তদ্রূপ এই ভবজলধির তরণী-স্বরূপ জগন্মঙ্গলকারী শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইবা মাত্রই নিখিল পাপ বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করে ॥ ১ ॥

প্রেমানন্দ-মহোৎসব অনা'সে পাইবে।
ইহার অধিক লাভ আর কোথা পাবে॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র চমকিত হৈলা।
সাধুর চরণে তবে শরণ লইলা॥
তবে কৃপা করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
বিপ্র ভাগবত হৈল সকল ছাড়িয়া॥
বিপ্র কহে মহাশয় কৃপা করি মোরে।
নামের মহিমা যদি কিঞ্চিৎ আমারে॥
শুনাও জনম মোর হউক সফল।
তোমার প্রসাদে পাইনু ভক্তিজ্ঞানবল॥
তবে সাধু প্রেমাবেশে প্রশংসা করিয়া।
নামের মহিমা কিছু কহে হৃষ্ট হৈয়া॥

নামের মহিমা কথন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥১॥

শ্রীমন্নামমচিন্তামণি সর্ব্বফলদাতা।
পূর্ণ চৈতন্যরস কৃষ্ণে অভিন্নাত্মা॥
নিত্যমুক্ত নির্গুণ পরাৎপর বিভু।
নাম নামী অভেদ ত্রিজগতের প্রভু॥

যথা—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥২॥

শ্রীহরির নাম—চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত; নাম ও নামী অভিন্ন। (অর্থাৎ ভগবানে ও তাঁহার নামে কোনই ভেদ নাই ১।

হে ভৃগুবর! কৃষ্ণনামামৃত অতি মধুর, এবং সর্ব্বমঙ্গল আলয়; সকল নিগম সমূহের পরম উপাদেয় ফল এবং চিদানন্দ স্বরূপ। সুতরাং এই মধুর কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধায় কিম্বা অশ্রদ্ধায় একটীবার মাত্রও ব্যক্তাব্যক্তরূপে উচ্চারিত হইলে লো৷কসমূহকে ত্রাণ করিয়া থাকেন। ২।

মধুর মধুর মঙ্গলের যে মঙ্গল।
সহস্রবল্লী যে বেদ তাহার সৎফল॥
চিৎস্বরূপ সেই কৃষ্ণনাম একবার।
হেলা কিম্বা শ্রদ্ধাক্রমে করয়ে উচ্চার॥
নরমাত্রে কেহ হয় তারয়ে সংসার।
নাহিক করয়ে পাত্রাপাত্রের বিচার॥
নরমাত্র কহেন যে তার বিবরণ।
শুনহ বিস্তারি তার অপূর্ব্ব কথন॥
যবন-চণ্ডাল-আদি যত নীচগণে।
অধিকারী নহে কোন কর্ম্ম যজ্ঞ দানে
এবং মহাপাতকাদিকৃত সেই নর।
তাহার নাহিক কোন কর্ম্মে অধিকার॥
এ সব অনধিকারী যজ্ঞাদি করিলে।
ব্যর্থ হয় তার কিছু ফল নাহি মিলে॥
কৃষ্ণনাম তেমন দুর্ব্বল নাহি হন।
সকল ধর্ম্মের প্রভু মহাবলবান॥
সকল ধর্ম্মের ফলদাতা মহাবিভু।
কেহ ফল দিতে নারে নাম বিনে কভু॥
চণ্ডাল যবন খস ম্লেচ্ছ-আদি গণ।
একবার হেলায় যদ্যপি করে গান॥
নিশ্চয় সে হয় ত্রাণ নাহিক সন্দেহ।
জীবনমুকতি হয় আত্মকুল সহ॥
অতএব কৃষ্ণনাম জগতের সার।
সকলের ত্রাতা সেই সবার অধিকার.
এমন মহিমা কার আছয়ে ভুবনে।
হেলা করি একবার গায় যেই জনে॥
নীচ উচ্চ না বাছে পাতকী শ্রদ্ধাহীন।
পবিত্র করয়ে তারে কহয়ে প্রবীণ॥

যথা—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং
ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।

যাঁহার নাম প্রভাবে চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়। যাঁহার প্রভাবে ভবারণ্যের মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, যিনি সমুদায় কল্যাণ-নিদান; যিনি বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ, যাঁহার নাম

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

মার্জ্জন করেন চিত্তরূপ যে দর্পণ।
ভবমহাদাবাগ্নি করেন নির্ব্বাপন ॥
শ্রেয়-রূপ কৈরব যে চন্দ্রিমা তাহার।
অমঙ্গল নাশি করে মঙ্গল বিস্তার ॥
অবিদ্যানাশক বিদ্যাবধূর জীবন।
যাহা বিনে বিদ্যা নাশ হয় অনুক্ষণ ॥
প্রতিপদ আনন্দ-অম্বুধিকে বর্দ্ধন।
প্রেম-অমৃত-রস করান আস্বাদন ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় স্নিগ্ধ করি নির্বৃতি করায়।
অতএব কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনে জয় ॥

যথা—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ ॥ ২ ॥

যে করে ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
ম্লেচ্ছ-আদি করি খল চণ্ডাল যবন ॥
তৎক্ষণাৎ নীচ সেই যজ্ঞ-অর্হ হয়।
দুর্জাতিত্ব যায় বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় ॥

যথা—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণশক্তি যত।
অপ্রাকৃত সর্ব্বশক্তি নামেতে অর্পিত ॥
তাহে কালাকাল নাহি কীর্ত্তনে বিচার।
এত কৃপা ঈশ্বরের জীবের উপর ॥
তথাপি দুর্দ্দৈব জীবের হেন যে পদার্থে।
অনুরাগ না জন্মিয়া মজয়ে অনর্থে ॥ *
নামসংকীর্ত্তনে দেখ কালাকাল নাস্তি।
সর্ব্বদা লইবে নাম দৃঢ় করি অস্তি ॥

যথা—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ৪

নারদ গোস্বামী উপদেশ দিলা ব্যাধে।
নামসঙ্কীর্ত্তন শুচি অশৌচ না বাধে ॥
স্থানের নিয়ম নাহি কালের নিয়ম।
উচ্ছিষ্টমুখেতে জপ বেদের বচন ॥
অতএব হরির নামেতে সদাচার।
জিহ্বায় ধারণ কর কাল না বিচার ॥

যথা—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্ ॥ ৫ ॥

স্মরণে আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠে, যাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপে অমৃত বর্ষণ হয়; যিনি সর্ব্ব জীবকে নিজ আনন্দবারি সিঞ্চনে পরিপ্লুত করেন, সেই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া বিরাজ করিতেছে। ১।

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, যাহাকে নমস্কার ও স্মরণ করিলে চণ্ডালও সোমযোগের যোগ্যতা লাভ করে, হে দেব! তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবা যে পবিত্র হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ২ ॥

হে ভগবন! তুমি বিভিন্ন-স্বভাব জীবের জন্য, নিজের সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়া কতই নাম প্রচার করিয়াছ; ঐ সকল নাম স্মরণেরও কালাকাল নাই। কিন্তু আমি এতই দুর্ভাগ্য যে, তোমার এবম্বিধ কৃপা সত্ত্বেও, এরূপ নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না। ৩।

হে ব্যাধ! শ্রীহরির এই মহিমাময় নাম কীর্ত্তন কোন দেশ-কাল-নিয়ম নাই। উচ্ছিষ্টাদি বিষয়েও কোনরূপ নিষেধ নাই। ৪।

যে শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইলে, স্মরণ করিলে কিম্বা শ্রবণ করিলে, শুদ্ধভাবে কিম্বা অশুদ্ধ ব্যবহৃত হইলে, কোনরূপ অঙ্গহীন

---

* পাঠান্তর—অনুরাগ নাহি জন্মে মজয়ে অনর্থে।

এক কৃষ্ণনাম যেই মুখে উচ্চারয়।
কিংবা যে স্মরণ করে কর্ণে বা শুনয় ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণের অপেক্ষা তাতে নাই।
আশ্চর্য্য মহিমা হেন ত্রিজগতে নাই ॥
মধ্য অক্ষরে কিন্তু ব্যবধান বিনে।
ধ্রুব ত্রাণ করে বেদে সত্য করি ভণে ॥
এব-কারে অন্যব্যবচ্ছেদ করি কহে।
এতাদৃশ সত্য কোন ধর্ম্ম হৈতে নহে ॥

যথা—

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ ৬ ॥

এক নাম উচ্চারণ-উন্মুখ হইতে।
অখিলপাতক হরে তরে ভব হৈতে ॥
ঘোরতিমির-ভবসংসারের তরি।
জয় জয় জগমঙ্গল নাম হরি ॥
অতএব সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া আমার।
হে জিহ্বা কেবল হরিনাম কর সার ॥

যথা—

"স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ
দীনয়ত্যেব লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং
কেবলং ক্লেশভাজম্।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু ॥৭

স্বর্গার্থী হইয়া নানাকর্ম্ম যেই করে।
দীনহীন সেই জন ভ্রময়ে সংসারে ॥
মুমুক্ষু যে জ্ঞানযোগ করয়ে আস্থান।
ক্লেশমাত্র-তার যে হারায় প্রেমধন ॥
যোগীর যে যোগ সেহ পরমবিরস।
অরে মন সব তেজি হও মোর বশ ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ তপ যতনে তেজহ।
আমার রসনা মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ ॥
এক স্ত্রী স্বামীর সহ সতী হৈতে যায়।
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করয় ॥
এই স্ত্রী এই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যে মানিয়া।
প্রাণান্তিক দেহে দণ্ড করে জানাইয়া ॥
স্বর্গভোগ ফল অতিতুচ্ছ না বুঝিয়া।
পরম যে ধর্ম্ম করি অন্তরে জানিয়া ॥
আত্যন্তিক ক্লেশ দেহ দগধ করিয়া।
যন্ত্র অর্থ পায় পরিণাম না বুঝিয়া ॥
সম্মুখে দারুণ কাল সংসার আনল।
ফল্গুসুখলোভে নাহি বুঝে তার বল ॥
দয়ালহৃদয় সাধু এতেক চিন্তিয়া।
স্ত্রীর নিকটে গেলা করুণা করিয়া ॥
মহান্ত তুলসীদাস জানয়ে সে নারী।
প্রণাম করিলা অতি ভক্তিভাব করি ॥
সেই যে সুকৃত তার সাক্ষাতে ফলিল।
শুন তার কথা সাধু যে কৃপা করিল ॥
আগে ত নারীকে অতি প্রশংসা করিলা।
শেষে ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা ॥
শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে।
ইহাতে যে পরলোকে কি গতি পাইবে ॥
নারী কহে স্বামিসঙ্গে স্বর্গেতে যাইব।
চৌদ্দ মহেন্দ্রকাল বিষয় ভুঞ্জিব ॥
সাধু কহে তাহার অন্তেতে কি হইবে।
তেঁহ কহে কর্ম্মবশে যে হয় হইবে ॥

হইলেও, সংসার হইতে যে ত্রাণ করেন, ইহা সত্য। ৫।

সূর্য্যদেব উদিত হইলেই যেমন পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার বিদূরিত হয়, তদ্রূপ এই ভবজলধর তরণী স্বরূপ জগন্মঙ্গলকারী শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই নিখিল পাপ বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করে। ৬।

স্বর্গার্থী স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং মোক্ষ-কাঙ্খী লোক সমূহ দীনদশা পন্ন এবং ক্লেশ ভাগীই হইয়া থাকে। যোগাভ্যাস পরম বিরস, সুতরাং সে সমস্ত প্রয়াসের প্রয়োজন কি? আমি সমস্ত ছাড়িয়া হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে থাকিব। ৭।

সাধু কহে কর্ম্মক্ষয় ইথে ত না হৈল।
দারুণ সংসারজ্বালা তবে ত না গেল॥
যদি কহ বহুকাল সুখ-আস্বাদন।
বহু জ্ঞান করিতেছ মোহের কারণ॥
বহু নহে সেই অতি অল্পকাল হয়।
কালের প্রবাহে কত ইন্দ্র বহি যায়॥
লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রপাত কালে হইতেছে।
চৌদ্দ ইন্দ্র ব্রহ্মার একদিনে যাইতেছে॥
স্বর্গ সেই স্বাভাবিক অনিত্য যে হয়।
সেহ থাকু ব্রহ্মাণ্ড যে ইহা নাশ যায়॥
জীব কত কত ব্রহ্মার আয়ু যে পর্য্যন্ত।
ভ্রমণ করিছে তার নাহি হয় অন্ত॥
অতএব অল্পসুখ বিষয় লাগিয়া।
মিথ্যা মায়ামোহে মরে দেহ জ্বালাইয়া॥
নারী কহে মহাশয় কর্ত্তব্য কি হয়।
জন্ম-মৃত্যু মায়া-মোহ কি করিলে যায়॥
সাধু কহে মাতা তব শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে কিছু কহি শুন ইহার উপায়॥
জীয়ন্ত শরীর পোড়াইয়া যাহা নহে।
সর্ব্বধর্ম্ম আচরিয়া বেদে যত কহে॥
সুন্দর বিধানে করিলেও যা না হয়।
শ্রীরামচরণাশ্রয়মাত্র সুখে পায়॥
রামনাম মহামন্ত্র যে জন জপয়।
সেই ধন্য ধন্য সেই ত্রৈলোক্যবিজয়॥
এক নামে কোটি মহাপাতক নাশিয়া।
জীবনমুক্ত হয়ে নির্ম্মল হইয়া॥
পুনঃপুন সাধনেতে কি হয় না জানি।
চতুর্ব্বর্গ নাহি চাহে অতি তুচ্ছ মানি॥
যে স্বর্গ লাগিয়া তুমি দেহ কৈলে পণ।
তার নাম শুনিতেহ কর্ণে হস্ত দেন॥
তাঁহার দর্শনে লোক পবিত্র হইয়া।
সেই রামচন্দ্রে ভজে শরণ লইয়া॥
দেবগণ পিতৃগণ ধন্য ধন্য করে।
সর্ব্বগুণ সহ বৈসে তাঁহার শরীরে॥

তথা—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা"

তুমি দেহ পোড়াইতেছ স্বর্গফল-আশে।
সেই মহাফল পায় সুখে অনায়াসে॥
প্রেমভক্তি মহাফল সর্ব্বফলের ফল।
সর্ব্বসুখময় সর্ব্বশুভের মঙ্গল॥
নিত্যসুখ সেই তার নাহিক বিনাশ।
চিদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠে হয় তার বাস॥
স্বর্গ যে অনিত্য তাহে দুঃখেতে মিশ্রিত।
ঈর্ষাদি-মাৎসর্য্য ভয়-বিচ্ছেদ-বিব্রত॥
বৈকুণ্ঠ পরমধাম নিত্য চিদানন্দ।
ঈর্ষা রাগ দ্বেষ মোহ নাহি মায়াগন্ধ॥
অতেব শ্রীরামপদে শরণ যে লয়।
তাঁহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়॥
এতেক শুনিয়া স্ত্রীর মন ফিরি গেল।
স্বামি সহগমনেতে নিবর্ত্ত হইল॥
তুলসীদাসের পদে শরণ লইল।
মোহ দূর গেল চিত্ত প্রকাশ হইল॥
কহে মোর কর্ত্তব্য কি কহ মহাশয়।
কৃপা করি কহ যাতে মোর হিত হয়॥
তবে সাধু রামচন্দ্র * উপদেশ দিল।
তাঁহার কৃপাতে তাঁর রং ফিরি গেল॥
তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি উদয় হইল।
জন্ম-অন্ধ জন যেন চক্ষুষ্মান হৈল॥
শ্রীমান তুলসীদাস নিজভক্তিবলে।
শক্তিসঞ্চারণ কৈলা ভাসে প্রেমজলে॥
কৃপা করি স্বামীরে বাঁচাইয়া দিলা।
তাহারেও রামচন্দ্রচরণে সঁপিলা॥
এই কথা শুনিয়া তবে আকব্বর সাহা।
সাধুর দর্শনে তাঁর হইলা উৎসাহ॥
যতন করিয়া তবে নিয়া গেলা তাঁরে।
সম্মান করিয়া কিছু কহে মৃদুস্বরে॥
তোমার জহরা যে শুনিনু পরম্পরা।
সতীর স্বামীরে তুমি বাঁচাইলা মরা॥
আমি কিছু চাহি তব জহরা দেখিতে।
সাধু কহে জহরা কি না পারি বুঝিতে॥
কাঙ্গাল ভিক্ষুক মুই উদর লাগিয়া।
দ্বারে দ্বারে ফিরি ঝুলি যাচিঞা করিয়া॥
এইমাত্র জানি মুই জহরা না জানি।
রাজা কহে কপট কহিলে এই বাণী॥

---

* পাঠান্তরে—'রামদাস'।

পুনঃপুন পাৎসা কহে সাধু দৈন্য করে।
তাহাতে সক্রোধ হৈল পাৎসা অন্তরে॥
সাধুরে লইয়া তবে কয়েদ রাখিল।
ভকতবৎসল রাম সহিতে নারিল॥
হনুমানে আজ্ঞা দিলা কুবুদ্ধি রাজার।
উচিত করিয়া কর ভক্তের উদ্ধার॥
হনুমান নিজ অনুচর কপিগণ।
পাঠাইলা রাজপুরী-ভঞ্জন-কারণ॥
সহস্র সহস্র কপি আসিয়া পশিল।
রাজার পুরীতে আসি আক্রমণ কৈল॥
অট্টালিকা গৃহ সব ভাঙ্গিতে লাগিল।
স্তম্ভ উপাড়িয়া দ্বারে ক্ষেপণ করিল॥
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ লোক ধরিয়া ধরিয়া।
দূরে টান মারি ফেলে আছাড় মারিয়া॥
ঘর-দ্বার লুটি অর্থ নদীতে ফেলায়।
হুঙ্কার করিয়া সবে লম্ফে লম্ফে ধায়॥
বিপদ পড়িল রাজা ভাবয়ে অপার।
যুক্তি করি কোনমতে নাহি প্রতিকার॥
সহরে লোকের হৈল ক্রন্দনের রোল।
পরস্পর ডাকাডাকি পড়ি গেল গোল॥
রাজার সভায় এক হিন্দু প্রামাণিক।
শিষ্ট শান্ত ধর্ম্মভীত বুদ্ধিতে অধিক॥
করযোড় করি তেঁহ রাজারে কহেন।
এ যে অনর্থ ইহার আছয়ে কারণ॥
তুলসীদাসের যাতে অপমান হৈল।
যেহেতুক এ দুরন্ত বিপদ পড়িল॥
তাহা শুনি রাজা শীঘ্র তুলসীদাসেরে।
কয়েদ হইতে আনাইয়া স্তুতি করে॥
বুঝিলাম তুমি মহাপুরুষ সুজন।
প্রিয়তম প্রভুর ভকতে শ্রেষ্ঠ জন॥
অপরাধ হইতে মোরে বাঁচাইয়া লহ।
প্রসন্ন হইয়া শ্রীচরণ মাথে দেহ'॥
সাধুর স্বভাব সুখে দুঃখে অপমানে।
সমান কিঞ্চিত নাহি ক্ষোভ গ্লানি মনে॥
প্রসন্ন হইয়া নৃপে আশিষ করিলা।
সকল আপদ সেইক্ষণে দূর হৈলা॥
যদ্যপি ভকতমনে ক্ষোভ নাহি হয়।
ভকতবৎসল হরি তেঁহ না সহয়॥

ভক্তে অপরাধ যেই মূঢ়জন করে।
পক্ষপাতে করি হরি দণ্ড করে তারে॥
শাস্তি দিয়া রাজারে চলিয়া গেলা সাধু।
মঙ্গল হইল যথা তম নাশে বিধু॥
তাঁর শ্রীচরণগুণ কীর্ত্তন করিয়া।
কৃষ্ণদাস প্রেম মাগে দন্তে তৃণ দিয়া॥

চরিত্র শ্রীকরমানন্দ।

করমানন্দ নামে সাধু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।
শান্ত শিষ্ট যাঁর সম নাহিক দ্বিতীয়॥
কৃষ্ণদরশন করি বহু স্তব কৈলা।
নিজদোষ মানি দৈন্য করিতে লাগিলা॥
অধম যে আমি মোর নাম সেই লয়।
নরকে গমন করে পুণ্য যার ক্ষয়॥
হরি কহে তুমি কেনে অধম হইবে।
তোমার যে নাম লয় সে বৈকুণ্ঠে যাবে॥
বিশেষ কহিনু মুই আজি যে হইতে।
তব নাম যেই লবে প্রীতপূর্ব্ব চিতে॥
সেইমতে * প্রেমভক্তি পাইবে নিশ্চিতে।
অচিরাৎ মুক্ত হবে সংসার হইতে॥
অতএব যে করে সন্ধান বড় হয়।
পরম উপায় যার প্রেমভক্ত্যাশয়॥
করমানন্দ করমানন্দ জপ সবে ভাই।
প্রেম-অমৃত পাইতে ইহা-সম নাই॥
আমি ত বান্ধিনু গলে কবজ করিয়া।
কৃষ্ণনামনিধি পার্শ্বে রাখিনু ধরিয়া॥
উষর ভূমি যে মোর হৃদি তীক্ষ্ণ ক্ষারে।
রোপিলাম বীজ দেখি বিধাতা কি করে॥
ভাগ্যহীন করে কল্পতরুর আশ্রয়।
তথাচ তাহার দারিদ্রতা নাহি যায়॥
সমুদ্রে ডুবয়ে যদি রত্নের লাগিয়ে।
রত্ন নাহি হাতে আইসে শুগুলি উঠয়ে॥

(দোঁহা মূল হিন্দী)

ভাগ্যহীন জন সমুদ্রে ডুবে যাঁহা রত্ন কি ঢেরি।
কর লাগে ঘুঙ্ঘা উঠে উহ করমকি ফেরি॥

---

* পাঠান্তরে—"সেই জন।"

কৃষ্ণদাস অভাগিয়া বড় ভাগ্যহীন।
শরণ না দেয় কেহ দেখি দীনহীন॥

চরিত্র শ্রীকালা ভক্ত।

গোবর্দ্ধনে নাথজীর পুরীর বাহির।
ঝাড়ুকসি করিয়া ছিটায় সদা নীর॥
মন্দিরের পাছে এক আছয়ে ঝরকা।
নাথজীর চরণ তাহাতে যায় দেখা॥
সেইখান হৈতে হাড়ি দরশন করে।
আনন্দে মগন হয় পুলকেতে ভরে॥
নিতি নিতি হাড়ি দরশন করি যায়।
গোসাঞি দেখিয়া তাহা মনে দুঃখ পায়॥
ঝরকার পথে হাড়ি উঁকি মারি দেখে।
খাদ্য-পানীয় ঠাকুরের আগে থাকে॥
অনোচিত হয় বলি মন্দিরপশ্চাত।
এক ভিত বানাইয়া দিল হাতাহাত॥
পরদিন হাড়ি দরশন না পাইয়া।
অনেক করুণা কৈল শিরে হাত দিয়া॥
রাত্রিযোগে নাথজী গোসাঞি-স্থানে কহে।
মুই বড় দুঃখ পাইনু পরাণে না সহে॥
ঝরকা করিয়া রোধ দেওয়াল পাতিয়া।
হাড়ির যে দরশন দিলে ছুটাইয়া॥
তাহে মোর বড় দুঃখ হইল অন্তরে।
দেওয়াল পাতিলে মোর বুকের উপরে॥
এতেক স্বপন দেখি চমকি গোসাঞি।
দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দিলা সেই রাত্রে যাই॥
হাড়ির বাটীতে গিয়া স্তুতি-নতি করি।
চরণে ধরিয়া আনে অতি সমাদরি॥
নাথজীর মন্দিরের দুয়ারে আনিয়া।
দরশন করাইল সবাই বেড়িয়া॥
হাড়ড-ঠাকুর বলি তাঁর নাম হৈল।
ভাগবত বলি সবে পূজিতে লাগিল॥
জীবিকা বাড়াঞা দিলা প্রসাদে বন্ধান।
নাথজী প্রসন্ন হৈলা দেখি তাঁর মান॥
সেই হড়িড ঠাকুরের বিষ্ঠায় জনম।
কৃষ্ণদাস মাগে কৃপা করিতে করম॥

চরিত্র শ্রীপরশুরাম রাজগুরু।

পরশুরাম নাম এক রাজগুরু হন।
মহাভাগবত কৃষ্ণভক্তের প্রধান॥
কৃষ্ণে মন নিবেশিয়া উৎকণ্ঠা সদাই।
বহু ধন-জন কিন্তু তাতে মন নাই॥
তথাচ জন্ময়ে বাধা রক্ষানুপেক্ষনে।
নিরপেক্ষ হইয়া যে না হয় ভজনে॥
তাহাতে ক্ষোভিত অতি উৎকণ্ঠিত মন।
উপায় কি করি কার লইব শরণ॥
দৈবাত বৈষ্ণব এক গৃহেতে আইলা।
ভক্তি করিয়া তাঁর আতিথ্য করিলা॥
তেঁহ অতি বিজ্ঞতম পণ্ডিত সুজন।
সুখ হৈল তাঁর সনে করি আলাপন॥
তাঁহারে কহেন কিছু নিবেদন করি।
এ দুস্তর মায়া হইতে কি উপায়ে তরি॥
অর্থ-পরিবার-রক্ষা-মতে কাল যায়।
কৃষ্ণে নাহি মন গছে ভজন না হয়॥
তাহার উপায় কিছু কহ মহাশয়।
কৃপা কর মোরে যাতে মোর হিত হয়॥
তবে সেই বৈষ্ণব কহেন উপদেশ।
অপূর্ব্ব সুগুহ্য কথা পরম উদ্দেশ॥
মহাশয় তব মন কৃষ্ণে লাগিয়াছে।
কিন্তু যে বিষয়-রিপু বাধা করিতেছে॥
সম্যক প্রকারে মন ধারণ না হয়।
উষ্ণ অন্নে ফিরি যেন বিড়াল বেড়ায়॥
এতেক বিষয় যার এত পরিবার।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্য চিত্ত কোথা হয় তার॥
মন নিরপেক্ষ বিনে স্থির নাহি হয়।
অন্য চেষ্টা থাকিতে কি নিরপেক্ষ হয়॥
এক মন সূক্ষ্ম কীট কতেক বিষয়।
গ্রহণ করিতে তার কি শকতি হয়॥
স্বাভাবিক বিষয়লালসাযুক্ত মন।
বিশেষ হইয়া আছে তাহাতে পতন॥
সূক্ষ্ম তৃণ অগ্নি যথা একত্র সংযোগে।
দাহ বিনে নাহি থাকে উভয় বিভাগে॥
অতএব মহাশয় বিষয় ত্যেজিয়া।
এইরূপে চল বন বিহিত আনিয়া॥

তেঁহ কহে মহাশয় যে কহিলে সত্য।
যোগভ্রষ্টকারী এই সংসার অনিত্য॥
অতএব কৃপা করি সঙ্গে মোরে হল।
মায়াবন্ধ হৈতে মোর উদ্ধার করহ॥
এতেক বিচার করি সর্ব্বত্যাগ করি।
পর্ব্বতকন্দরে গেলা ইন্দ্রিয় সম্বরি॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে মন নিয়োজিয়া।
আছেন কতক দিন নির্বৃত্তি পাইয়া॥
রাজা হেথা শুনিলা যে বৈরাগ্য করিয়া।
অমুক পর্ব্বতে গুরু বসিলেন গিয়া॥
সেবাহেতু দুই হাজার মুদ্রা পাঠাইল।
তেঁহ তাহা দেখি অতি বিষন্ন হইল॥
যেই মায়া ছাড়াইতে বৈরাগ্য করিল।
সেই মায়া পুন পাছে পাছে গোড়াইল॥
বৈষ্ণবেরে কহে এবে উদ্ধার করহ।
ইহা হৈতে নিয়া মোরে পুনশ্চ পলাহ॥
বৈষ্ণব কহেন বটে যে কহিলে সত্য।
পলাইতে উচিত যে বাঁচাইতে আত্ম॥
টাকা সহ সেই লোক তথায় রহিলা।
না কহিয়া দুই জনে পলাইয়া গেলা॥
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠি করি দুই জন।
আনন্দে মগন দিবা নিশি নাহি জ্ঞান॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়া দুজন।
পরমনিবৃত্তি হৈল পাইলা বৃন্দাবন॥
তাঁহা-দোঁহার শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ।
কৃষ্ণদাস মাগে প্রেমভকতিরতন॥

চরিত্র শ্রীগদাধর ভট্ট।

গদাধর-ভট্ট নাম রসিক ভকত।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-রসে উনমত॥
এক পদ বানাইয়া ভট্ট মহাশয়।
শ্রীজীবগোস্বামি-স্থানে আনন্দে পাঠায়॥
বৃন্দাবনে গোস্বামী পাইয়া সেই পদ।
উথলিল গোস্বামীর প্রেমানন্দমদ॥
গোস্বামিজী ভট্টজীকে লিখি পাঠাইলা।
পদ পাঠাইলা সে যে সুধায় সিঞ্চিলা॥
পদের যে স্বাদ আস্বাদিতে বৃন্দাবনে।
বিনি নাহি রঙ্গ চড়ে গৃহের অঙ্গনে॥
ভট্টজী পাইয়া লিপি মস্তকে ধরিয়া।
দু'নয়নে গলে ধারা পড়য়ে বাহিয়া॥
পত্রী পাঠ করি ভট্ট চলিলা অমনি।
শ্রীবৃন্দাবন যথা শ্রীজীবগোস্বামী॥ *
যাইয়া পড়িলা পদে গোস্বামী তুলিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন হৃদয় ধরিয়া॥
পরস্পর প্রেমানন্দে কৃষ্ণকথারঙ্গে।
রজনী-দিবস যায় রসের প্রসঙ্গে॥
ভট্টজী কহেন মোরে কৃপাবলোকন।
করিয়া বিস্তারি কহ রসপ্রকরণ॥
গোসাঞি শ্রীজীব তবে আনন্দ পাইয়া।
রাধাকৃষ্ণরসলীলা কহে বিস্তারিয়া॥
শুন শুন ভট্ট তবে অপূর্ব্বকথন।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা রসপ্রকরণ॥

রসপ্রকরণ যথা।

নাভাজীউ রসতত্ত্ব পষ্ট না বর্ণিলা।
কেবল কহিলা মাত্র ভট্টে শুনাইলা॥
অতএব নাভাজীর আশয়-অমৃত।
বুঝিয়া যে লিখি কিছু শুচি রসরীত॥
কর্ণরসায়ন রাধাকৃষ্ণের চরিত।
শ্রীল-জীবগোস্বামীর শ্রীমুখগলিত॥
রসপ্রকরণ অন্য সাধুর চরিত।
দোঁহা-আদি লিখিয়া বর্ণিব মনোনীত॥

(দোঁহা হিন্দী)

রসময়মুরতি য়ো গোকুল নিত্যবিহার।
মনমে উপজি বাসনা গৌর ভেয় অবতার॥
রাধাপ্রেম নিজমাধুরী ঔর আপনেহি নীত।
ইহ আস্বাদন-হেতবে মনমে উপজে প্রীত॥
নিশিদিন রাধাভাব ধরি শ্যাম ভেয় দ্যুতি গৌর।
মম ঔর আনন-নয়নমে রাধা বিনা নাহি ঔর॥
মনমে রাধাভাব ধরি আস্বাদত নিজপ্রীত।
হিয় বসি রূপগোসাঞিকে প্রকটিয়ে রসরীত॥

---

* পাঠান্তরে—"বৃন্দাবনে যথায় আছেন শ্রীজীব গোস্বামী"।

তিনি করি উজ্জ্বলনীলমণি নিজগনে হিয়-হার॥
জয়শায়ে সব রসিকোকো রসসাগরকে পার।
সো অনুমতি লয় যথাশকতি
তিহি পদপঙ্কজ আশ।
যুগলপ্রেমরসবোধিকা রচতু হৈঁ হরিদাস॥
রস যেঁ কেমন কি বিধানে কিবা নাম।
কিঞ্চিত লিখিব যুগলের পদকাম॥
শ্রীল-রূপগোস্বামীর চরণকমল।
স্মরণ করিয়া যাতে হইবে সফল॥

অথ রসভেদলক্ষণ।

গৌণ মুখ্য দুই ভেদ রস যে দ্বাদশ।
তার মধ্যে পাঁচ মুখ্য সপ্ত গৌণ রস॥

অথ গৌণরস।

হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ আর রৌদ্র।
ভয়ানক বীভৎস এই সাত ভদ্রাভদ্র॥
অভদ্র যে সেহ ভদ্ররূপে প্রকাশয়।
পাত্রবিশেষে চমৎকার রস হয়॥

মুখ্য পঞ্চ।

শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য শৃঙ্গার।
পঞ্চ-মুখ্য-মধ্যে যে শৃঙ্গাররস সার॥
সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ যে মধুররস হয়।
তাহাই কহিব কিছু শক্তি-অনুযায়॥

অথ রস-উৎপত্তি-লক্ষণ।

বিভাব অনুভাবে মেলি সাত্ত্বিক সঞ্চারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় চমৎকারকারী॥

তত্র বিভাব।

বিভাব যে দুই আলম্বন উদ্দীপন।
আশ্রয় বিষয় দুই-বিধি আলম্বন॥
বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ রসময়রূপ।
রসিকশেখর সর্ব্বনায়কের ভূপ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণ যথা।

মনমোহন সুন্দরচরণ—
কমলদ্যুতি হেরিয়া যুবতি।
কুলগৌরব— লাজ বৃহতি
তেজিয়া করে কাননে বসতি॥
কেলিকলানিধি দুর্লভ শ্যামরু
যুবতীগণমে আক মিলে।
ধন্য ধন্য সেই পুণ্যপুঞ্জকৃত
ধরণি জনমে অতি ভাগ্যফলে॥
অতি রমণীয় মধুর দেহ
সকল সুলক্ষণ অতি বলবন্ত।
নবযুবা নীল— লাবণ্য প্রিয়ংবদ
মধুর হাস বদনে রসবন্ত॥
বহু প্রতিভা অতি বিদগধ চতুরক
শিরোমণি ললিত সুধীর।
করুণাময় দক্ষিণ প্রেমবশ্য সুখী
সুবাবদূক গভীর॥
সুন্দর বুদ্ধি প্রতিক্ষণ নৌতুন
ত্রিভুবনমোহন পুরুষবর।
অনুপম সুন্দর মোহন মুরলী
করকমলে শোভিত মনহর॥
সকলকীর্ত্তিধর অতুলিত ত্রিভুবনে
সবগুণসাগর নায়কনিধি।
নিত্য বেহারত শ্রীবৃন্দাবন—
ভুবি উজ্জ্বল-সরসে নিরবধি॥

অথ নায়কভেদ।

ব্রজ আর মথুরা দ্বারকা তিন ধামে।
পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ হরি ক্রমে॥
লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী।
রসের মাধুরী বংশী মাধুরীর ধুরী॥
বস্যবেশ রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনে।
বিনে আর এ চারি নাহিক কোন স্থানে॥
অতএব পূর্ণতম শ্যাম নটরাজ।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ব্রজেতে বিরাজ॥
ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরশান্ত আর।
ধীরললিত এই চারি যে প্রকার॥
এ চারি স্বভাব কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
সাহজিক কিন্তু ধীরললিত কৃষ্ণেতে॥
দ্বাদশ রস আর চারি যে স্বভাব।
আগে আর কহিব কৃষ্ণের রসভাব॥

অথ ধীরোদাত্ত-লক্ষণ।

স্বভাব বিনয়ী মৃদু করুণা গভীর।
নির্দ্দাম্ভিক ধীরোদাত্ত অত্যুদাত্ত-ধীর॥

ধীরশান্ত।

সর্ব্বত্র সমান ভাব আত্ম-পরকীয়ে।
সহিষ্ণুতা বিনয়ী বিবেকী শান্তাশয়ে॥

ধীরোদ্ধত।

অহঙ্কার মৎসর কপট ক্রোধ বল।
সভায় প্রকাশ স্পর্দ্ধা ব্যাপক চপল॥
ধীরোদ্ধত স্বভাবের লক্ষণ যে এহি।
ললিত কৃষ্ণের যে সহজ ভাব কহি॥

ললিত।

প্রেয়সী-অধীন নবযুবা বিদগ্ধতা।
নিশ্চিন্ত সদাই পরিহাস চঞ্চলতা॥
পতি-উপপতি-ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হৈয়া করয়ে প্রকাশ॥
কন্যকা-বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাবভেদে এই যে চব্বিশ রসরীতি॥
পুন চারিগুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই॥
এই সব নামভেদে নায়কের ভেদ।
পুন কহি তাহার লক্ষণ যে বিভেদ॥

অত্র অনুকূল-লক্ষণ।

অন্যাপেক্ষা অতি অনুরাগ যে একেতে।
অনুকূল সেই তার সাক্ষী রাধিকাতে॥

তস্য উদাহরণ, শ্রীরাধা প্রতি সখী উক্তি।

গোকুলনগরে, অনেক রূপসী,
আছয়ে নবযৌবনী।
কেলিকলারসে, রূপে গুণে ধনি,
তোমা-সম নাহি গণি॥
যেহেতু নাগর, সে সব নাগরী,
হেরিয়া নাহিক ভুলে।
ফিরে নাহি চায়, তোমারে চিন্তয়,
কর দিয়া শ্রুতিমূলে॥
কি গুণে বেন্ধেছ, কি গুণ করেছ,
কি রূপেতে ভুলায়েছ।
তোমা বিনে নাহি, জানে দিবা নিশি,
কি ভাগ্য তুমি করেছ॥

অথ দক্ষিণ।

অনেক-রমণী-সনে বিহার করয়।
সবাতে সমান ভাব দক্ষিণ কহয়॥

তদ্‌যথা।—

বহু গোপী-সনে কৃষ্ণ বিহার করিতে।
সমান আদর ভাব দেখিয়া সবাতে॥
রাধার হইল মান নিজ উৎকর্ষতা।
স্বাভাবিক পূর্ব্ববত হেরিয়া খর্ব্বতা॥

অথ শঠ।

সম্মুখেতে অতিপ্রিয় কহয়ে বচন।
অসাক্ষাতে নিন্দয়ে যে শঠের লক্ষণ॥

তদ্‌যথা।—

একদিন নিশিযোগে, শ্রীরাধার অনুরাগে,
কৃষ্ণচন্দ্র করি অভিসার।
যাইতে কুঞ্জ বিপিনে, চন্দ্রাবলী সখীসনে,
দেখা হৈল পথের মাঝার॥
হাসিয়া কহয়ে সখী, বড় যে কৌতুক দেখি,
এনা বেশে গমন কোথারে।
কোন্ রমণীর প্রেমে, বাধিত হেয়াছ কামে,
দ্রুতগতি যাইছ তথারে॥
যাইতে নারিবে তথা, পাও পাবে মনে ব্যথা,
আজি তোমায় না দিব ছাড়িয়া।
মো-সবার প্রিয়সখী, চন্দ্রাবলী বিধুমুখী,
তোমায় যাব তথায় লইয়া॥
এত কহি মুচকিয়া, বসন ধরিয়া নিয়া,
কৃষ্ণ কিছু কহয়ে চাতুরী।
আমি ত তাহাই চাই, চন্দ্রাবলী-স্থানে যাই,
কিন্তু মুই আসি শীঘ্র করি॥
সখী কহে তা না হবে, কি কাযে কোথায় যাবে,
বল আমি যাইয়া করিব।
যেখানে যে কাযে করে, তখনি করিব সবে,
যাহা চাহ তাহি আনি দিব॥
কৃষ্ণ মনে ভাবে তবে, চাতুরী ত না লাগিবে,
নিশ্চয় যে যাইতে হইল।
শঠতা করিয়া তবে, কহয়ে পুলকভাবে,
তবে সখি শীঘ্র করি চল॥
চন্দ্রাবলী-চন্দ্রানন, -রূপ-আশে মোর মন,—
চকোর পিয়াসে উৎকণ্ঠিত।
মিলাইয়া তাহা সনে, অমিয়ার সিঞ্চনে,
প্রাণদান দিয়া কর হিত॥

তবে চন্দ্রাবলী-স্থানে, লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সনে,
মিলাইলা শৈব্যা-আদি সখী।
চন্দ্রাবলী বিধুমুখী, আনন্দে পরম সুখী
প্রাণনাথ-বদন নিরখি॥
কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী প্রতি, প্রিয়বাক্য নানাভাতি,
কহে কিন্তু মন রাধিকাতে।
কৃষ্ণ কহে চন্দ্রাননি, রূপে গুণে তুমি ধনি,
তোমা-সম না দেখি জগতে॥
বিদগ্ধার শিরোমণি, প্রেমরসে রসখনি,
রসময়ী সুরমণীমণি।
যতেক প্রেয়সী রামা, তুমি মোর শ্রেষ্ঠতমা,
তোমা বিনে আর নাহি জানি॥
বিনয়পূর্ব্বক বহু রজনী বঞ্চিয়া।
প্রভাতে শ্রীরাধা-স্থানে আসি দেখা দিয়া॥
চন্দ্রাবলীর নিন্দা কহে ভঙ্গি করি।
শঠের লক্ষণ এই ইহাতে বিচারি॥

অথ ধৃষ্ট।

অন্যনায়িকার ভোগচিহ্ন দেহে হয়।
প্রত্যক্ষ দর্শন তথাপিহ করে নয়॥
যত্নেতে মুছয়ে আর কহে চিহ্ন কোথা।
লাজভয় নাহি মিথ্যা কহয়ে ধৃষ্টতা॥
শ্রীনন্দকিশোরে ইহা ভেদ ছেয়ানব্বই।
বিষয়ালম্বন হরি কহিল যে এই॥

অথ আশ্রয় আলম্বন।

আশ্রয়ালম্বন কৃষ্ণবল্লভা নায়িকা।
কৃষ্ণের সমান গুণ জগতে অধিকা॥
দেব-নর-আদি ত্রিভুবনে যত নারী।
সবার মুকুটমণি ব্রজের সুন্দরী॥
রূপে গুণে বিদগ্ধাতে চমৎকারকারী।
হেরিয়া লজ্জিত সব জগতের নারী॥
সফল যৌবন কৃষ্ণসনে স্মর কেলি॥
ধন্য রূপ যৌবন ধন্য ধন্য ভালি ভালি।
প্রথমে নায়কা হয় দ্বিবিধ-প্রকার।
স্বকীয়া যে বিবাহিতা পরকীয়া আর॥
স্বকীয়া যে ধর্ম্মপরা পতিব্রতা হয়।
পতিশুশ্রূষণে রত পতিসুখময়॥
দ্বারকায় শ্রীরুক্মিণী-আদি যত গণ।
পতিব্রতা সতী লক্ষ্মী জানে জগজন॥

ব্রজে পরকীয়াভাব শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণেতে।
লোক বেদ ধর্ম্ম ছাড়ি মজিলা পিরীতে॥
কুল শীল গৌরব সব লোকলাজভয়।
কৃষ্ণপ্রেম-অনুরাগে গোপিকা ছাড়য়॥
অনেক আপদ যে সম্পদ করি মানে।
কৃষ্ণচন্দ্রে কোটিকোটি প্রাণতুল্য জানে॥
যদ্যপিহ কৃষ্ণচন্দ্রে জারভাব হয়।
সতীগণ পদ সেবে লক্ষ্মী প্রশংসয়॥
পরকীয়া দুইমত পরোঢ়া কন্যকা।
কন্যকা যে বিবাহিতা অন্য যে পরোঢ়িকা॥
ধন্যা-আদি নাম গোপকন্যা সহস্রেক।
মুগ্ধাস্বভাব বিবাহিতা সবে পরতেক॥
কাত্যায়নীব্রতপরা ইহ সব হল।
কৃষ্ণসনে বিভা নাহি জানে গুরুজন॥
লুকাছাপা কৃষ্ণসনে বনেতে বিহার।
স্বকীয়া হইয়া পরকীয়া-ব্যবহার॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে পিতা-মাতারে ছাপায়।
কৃষ্ণসঙ্গে পাছে কোন বাধা জনমায়॥
পরোঢ়ার লক্ষণ কহি শুন তার কথা।
গোপের রমণী নব-যৌবন-অবস্থা॥
বয়েস কিশোরী রাধাদিক শতশত।
পরমমাধুরী রূপে গুণে সুচরিত॥
নিত্যসিদ্ধ অসংখ্য সাধনসিদ্ধ আর।
তাহার মধ্যেতে ভাব কত যে প্রকার॥
সকল গোপিনামোহনের সম্মোহিনী।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীল-রাধা-ঠাকুরাণী॥
রূপে গুণে প্রেমরসে পরমমাধুরী।
সবার মুকুটমণি হরি-মন-হারি॥

অমিত্র-ত্রিপদীচ্ছন্দ।

নবীনকিশোরী হেম,— বরণ সু-উজ্জ্বল,
অতি কমনীয় শরীর।
কুচ-কলস-যুগ, কঠিন সুচিক্কণ,
শ্যামমন যাহাতে সুস্থির॥
লোল দৃগঞ্চল, হাস্যবদন মৃদু,
নিন্দি সুধারসধার।
কর-পদ-নখ-আদি,— অগ্রে রত্নভূষা,
আপনারে করয়ে ধিকার॥

...হে অঙ্গেতে যোল, শিক্ষায় যে শোভয়ে,
তাহার শুনহ বোল নাম।
যাহাতে কৃষ্ণের মন, সদাই মোহন করে,
উদ্দীপন করে হিয়া-কাম॥
মজ্জন রঞ্জন,— অঞ্জন মোহন,
দীর্ঘ সুলোচনে সাজে।
নাসিকা-অগ্রে, সুশোভিত গজমতি,
বক্ষে যে হার বিরাজে॥
কটিতটে নীলপট্ট, নীবিবন্ধ সুশোভিত,
বেণি রচিত কুচভারে।
মল্লিকা-মাল, প্রফুল্লিত বেষ্টিত,
কুচ'পরি কুঙ্কুম-সারে॥
মণিময় ভূষণ, শ্রবণোপরি দোলিত,
মৃগমদ-তিলক সুনাসে।
ইন্দুমুখে চিবুকে, নীলবিন্দু প্রকাশিত,
শ্যামমণি বদ্ধ সেই কাঁদে॥
নীলাকমল, কমলকরে সুশোভিত,
তাম্বুলে লোহিত অধরে।
কপোল যুগকপে, বল্লি সুচিত্রিত,
পদযুগে মহাবর-সারে॥

অথ দ্বাদশ অভরণ।

...রে রত্নফুল শোভে কণ্ঠে চাঁপকলি।
...দক মুকুতা-মালা লম্বি হালি হালি॥
...রেতে কঙ্কণ চুড়ি নিতম্বে রসনা।
...হযুগে বাজুবন্ধ রতনে জোটনা॥
...গ-অঙ্গুলে শোভে রতন-চুটুকি।
...পুর সুন্দর বোলে বাজয়ে ঝুমুকি॥
...দশ অভরণ হয় প্যারীজীর অঙ্গে।
...মশোভিত ভূষা প্যারী-অঙ্গ-সঙ্গে॥

অথ শ্রীরাধিকার গুণ।

যৌবনি ধনি, মধু-রস লাবণি,
অতিচঞ্চল দৃগভঙ্গি।
মৃদু হাসত, সুধারস বরিখত
হেরিয়া মোহন রস-রঙ্গি॥
...বাদ্য-আর্ত্তি, বিদগ্ধতা সিদ্ধি,
[illegible]॥

কৌতুক-কলা-রসে, অধিক দক্ষিণে,
রসময়-হরি-মন বান্ধে॥
বিনয়-করুণা-বীর লাজশীল সুগম্ভীর,
মর্য্যাদক পর-উপকারি।
মহাভাব-প্রেমবতী, অঙ্গে অনুভাব-জ্যোতি,
শুদ্ধ সমর্থা রতি তারি॥
ব্রজে সকলের মান্য, রূপে গুণে ধন্য ধন্য,
সকল লোকেতে প্রশংসয়।
গুরুজন ঘরে ঘরে, আদর সভাই করে,
প্রাণসম সবলে মানয়॥
সখীর প্রণয়ে, আনন্দ হৃদয়ে,
প্রিয়াগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা।
কৃষ্ণ বশীভূত, প্রণয়-সহিত,
প্রাণের অধিক প্রেষ্ঠা॥
শ্রীরাধিকা যত, গুণে অলঙ্কৃত,
কৃষ্ণেতে অতেক নহে।
যে হেতু মোহন, শ্রীরাধিকা বিন,
ক্ষণেক সুখে না রহে॥

সেই পরকীয়া আর স্বকীয়াতে দুই।
তিন তিন ভেবে নায়িকার গুণ কই॥
মুগ্ধা আর মধ্য প্রগলভা তিন নাম।
পৃথক পৃথক কহি অতি অনুপাম॥

অত্র মুগ্ধা-লক্ষণ।

নবীন বয়েসে নব-মন্মথ-উদয়।
রতিতে বামতা অতি লজ্জাযুত হয়॥
অন্তরে বাসনা বাহে লাজেতে ছাপায়।
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে ঠেলিয়া ফেলায়॥
মানবিদগ্ধতা নাহি জানে মুগ্ধা মতি।
কান্দয়ে কেবল মান করি প্রিয় প্রতি॥
প্রিয়-প্রীত-বাক্যেতে হইয়া অতিসুখি।
মান দূরে যায় হয় প্রফুল্লিতমুখী॥
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে মুচকি হাসিয়া।
পুনঃপুন উরজ ঝাঁপয়ে বস্ত্র দিয়া॥
বসনে ঝাঁপিয়া পুন বদন ফিরায়।
প্রিয়ে প্রিয়বাক্যে হয় আনন্দ-হৃদয়॥
ছল-ছুতা করি প্রিয়-বদন হেরয়।
রতি-রস-প্রসঙ্গে অন্তরে-ভয় হয়॥

মুগ্ধা-জাতিশেষ রসেতে হরি সুখী।
সে রস দেখিয়া আনন্দিত সব সখী॥ *

অথ মধ্যা-লক্ষণ।

প্রিয়ের সহিত, যব মিলনে ঈষত,
লজ্জিত কিঞ্চিৎ পরথর বচনে।
কহয়ে প্রিয়ের † সনে, সুরতপ্রসঙ্গমে,
অন্তরে সম্মতি রমণের॥
তরুণ বয়স কুচ, সুন্দর সুবলিত, ‡
পুষ্ট হইতে কিছু নীন।
অঙ্গ সুজ্যোতি, ভাব-হাস-যুত,
কিন্তু তা কটি খীণ॥
প্রিয়ের সহিত, নয়ানে নয়ানে,
বচন কহিতে আঁখি।
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, করিয়া নয়ান,
লজ্জে হয় হেঁটমুখী॥
রসিক নাগর, হৃদয়েতে যবে,
কর চালাইতে চাহে।
দুই বাহু দিয়া, হৃদয় চাপিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া কহে॥
পুনঃপুন' মোর, হৃদয়ে চালাও,
কর করি জোরাবরি।
তোমার কি কিছু, থাতি ধন মোর,
হৃদয়ে রেখেছি ধরি॥
নাগর কহয়ে, তোমার হৃদয়ে,
রতন-গাগর হয়।
আমি সুদারিদ্র, উহাই দেখিয়া,
লোভ মোর উপজয়॥

[দোঁহা সওইয়া হিন্দী]

অবহী প্রিয়সঙ্গসোঁ, নয়নে ন জোড়ত,
নেক নিহারি ফিরি হসিঁকে।
অব বরবক্ষ চলে, হরিকে তব বাঁধত
হেম চকত্তা কুচকসিকেঁ॥
পুনি বোলত হেম মন,— মোহনী অরু হেম
অঙ্গমে তুমসেঁ রসিকেঁ।
কেলি কলোলমে, লোল ক্রিয়া সুধী,
ভুলি রহি ভুজবন্ধন খসিকেঁ॥

ধীর অধীরা আর ধীরাধীরা নাম।
মান-বিদগ্ধ তা তিন অতি অনুপাম॥

তত্র ধীরমধ্যা-লক্ষণ।

ধীরমধ্যা প্রিয় যদি অপরাধ করে।
বক্র-উক্তিতে ভৎ'সে শ্লেষবাক্য-দ্বারে॥ *

ত্রিপদী।

আহা মধ্যে যাই- কভু দেখি নাই
এমন বেশ তোমার।
হরি ছাড়ি আজু, হর হইয়াছ
অপরূপ রূপসার॥
ভালেতে যাবক, অঞ্জনের দাগে
লেখা ত্রিলোচন ভাল।
প্রেয়সীর অঙ্গে, অঙ্গ-ঘরিষণে
চন্দন বিভূতি মাল॥
চন্দনের বিন্দু, আধো মিশিয়াছে
আধো শশী শোভিয়াছে,
সহজে তুমি ত, পশুপতি হও
শীঘ্র যাও সতীকাছে॥
নাগর কহয়ে, এ গোপনগরে,
তোমা-সম সতী কে বা।
পশুপতি মুই, করিতে আইনু,
তোমারি চরণসেবা॥

অথ অধীরা মধ্যা।

অধীরা মধ্যা যে রামা মানিনী হইয়া,
কঠোর উক্তিতে কহে প্রিয়েরে ভর্ৎসিয়া॥

তদ্যথা।—

উচ কুচ পৃঠে কঠোরস্তনী কোন্।
রসিক-রমণী হরি' নিল তব মন॥
সে সুখ ছাড়িয়া হেথা আইলা কি কারণে।
শীঘ্র যাও দুঃখ সে যে পাইবেক মনে॥
তোমা-হেন নাগর পাইয়া সে রমণী।
কেমন করেছে টোনা ধন্য সেই ধনী॥
গুণহীনি কুকুরূপিণী আমি অরসজ্ঞ।

* পাঠান্তরে—"রসমুখী।"
† পাঠান্তরে—"হিয়ার।"
‡ পাঠান্তরে—"সুললিত।"
* পাঠান্তরে,—"শ্লেষবাক্য দ্বারে।"

হথা তব যোগ্য নহে যাহ যথাযোগ্য।
লিয়া এসেছ কিংবা গ্রহ * লাগিয়াছে।
শীঘ্র গমন কর ধনী আনে পাছে॥

অথ ধীরাধীরমধ্যা।

ধীরাধীরমধ্যার লক্ষণ সেই হয়।
বক্র-উক্তিতে মানে প্রিয়কে ভর্ৎসয়॥

তদ্‌যথা।—

হথা কেন হে নাগর কি কায হেথায়।
ক কহিল আসিবারে নিজ অভিপ্রায়॥
চান্দাইতে আমারে তোমারে পাঠাইল।
রে যাহ কহ গিয়া কার্য্য সিদ্ধ হৈল॥
চরণযাবক শিরে ধর তুমি যার।
তাহার চরণ গিয়া পূজ বারবার॥
সেই দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিবে।
রসের সাগরে ডুবি বড় সুখ পাবে॥

অথ প্রগল্‌ভা।

সর্ব্বোপরি মধ্যাতে সরস রস হয়।
মুগ্ধা-প্রগল্‌ভা-গুণ তাহাতে বর্ত্তয়॥
প্রগল্‌ভা-লক্ষণ এবে কহি কিছু শুন।
এক রাধিকাতে বর্ত্তে সকল এ গুণ॥
পূর্ণ-যৌবন মদ-অন্ধ রতিরসে।
উৎসাহ সদাই স্বাভিযোগ পরকাশে॥
প্রৌঢ় বচন ক্রিয়া হাস পরিহাস।
প্রগল্‌ভতা-রীত ইহ প্রিয় যাতে বশ॥

তদ্‌যথা।

প্রিয়ের সহিত, কৌতুকচরিত,
হাস-পরিহাস সদা।
হিয়া-হিয়া মিলি, রঙ্গে রসকেলি,
করয়ে হইয়া মুদা॥
প্রিয়ে রতি যবে, চাহে ধনি তবে,
মুখ ঝাঁপে মুচকিয়া।
অভিলাষ মনে, জানায় যতনে,
স্বাভিযোগ প্রকাশিয়া।
রতিরসরঙ্গে, মাতি প্রিয়সঙ্গে,
বিহরে নিলাজ-প্রায়।
বিপরীত রতি, বিপরীত রীতি,
করি প্রিয় সুখ দেয়॥
মানিনী যখন, হয়েন তখন,
তাড়ন ভর্ৎসন করে।
ধীরাধীরা আর, অধীরা প্রকার,
আর ধীরা পরচারে॥

অথ ধীরপ্রগল্‌ভা।

ধীরপ্রগল্‌ভা রতিরসেতে উদাস।
মানের সময়ে কহে প্রিয়বত ভাষ॥

তদ্‌যথা।—

রসিক নায়ক অপরাধী যবে হরি।
আগমনকালে দূরে হইতে নেহারি॥
আইস আইস বলি আদর করিয়া।
বসনে বীজনে * বরে কাছে বসাইয়া
অন্তরে উদাস বাহে প্রসন্নের প্রায়।
বিরস বদন কিন্তু রুক্ষ না কহয়॥
প্রিয়ে কুচে কর দিতে কর না রোখয়।
চুম্বন করিতে মুখ বাড়াইয়া দেয়॥
আলিঙ্গন করিতে আপনি আলিঙ্গয়।
হৈল ত এখন বলি উদাস কহয়॥

অথ অধীরপ্রগল্‌ভা।

অধীর প্রগল্‌ভা যবে মানবতী হয়।
নিম্নের ন্যায় বাক্য কঠোর কহয়॥
তাড়ন ভর্ৎসন করে নয়নের ভঙ্গী।
মালায় বন্ধন করে গর্জ্জে যেন ভৃঙ্গী॥
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে কোপ করি।
গালি দেয় ক্রুর শঠ বলিয়া সুন্দরী॥
রসিক নাগর তাহে আনন্দিত-হিয়া।
বাহেতে বিনয় করে ভয় প্রকাশিয়া॥

অথ ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা।

অধীরা-ধীরার গুণ দুই যাতে বর্ত্তে।
ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা যে জানিহ তাহাতে॥ *

তদ্‌যথা।—

মানের পোষণ করে আদরভাবেতে।
বাহেতে সহজপ্রায় উদাস রতিতে॥

---

* পাঠান্তরে—"দিশা।"

* পাঠান্তরে—"ব্যজন।"

কখন নিয়েহবত রুষ্টবাক্য কহে।
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে মৌনে রহে॥
মধ্য প্রগল্‌ভা এই তিন তিন মত।
ছয় আর মুগ্ধা একের সহ সাত॥
স্বকীয়া-পরকীয়া-মতে তাহার দ্বিগুণ।
কন্যকা মিলিয়া যে পোনর হয় পুন॥
সেই পোনর আর আট প্রকার গণন।
অষ্ট-নায়িকা-মতে কহে বিজ্ঞজন॥
তবে কহি শুন সেই আটের লক্ষণ।
কৃষ্ণদাস চিত্তে যাহা করয়ে ধারণ॥

অথ অষ্টনায়িকা-ব্যবস্থা।

প্রথম নায়িকা অভিসারিকা-অবস্থা।
দ্বিতীয় বাসকসজ্জা তিন উৎকণ্ঠিতা॥
চতুর্থ যে বিপ্রলব্ধা পঞ্চম খণ্ডিতা।
ষষ্ঠ বিরহাবস্থা কলহান্তরিতা॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা সাত প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
সহিত গণনা আট রসাময়টীকা॥

তত্র অভিসারিকা-লক্ষণ।

প্রিয়ের মিলন-আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচপূর্ব্বক অভিসারের লক্ষণ॥
তাহাতে যে বেশ-ভূষা দুই ত প্রকার।
শুভ্রবস্ত্র শুক্লপক্ষে শুভ্র মণিহার।
নীলবস্ত্র কৃষ্ণপক্ষে নীল আভরণ।
মৃগমদ-আদি করি অঙ্গেতে লেপন॥
দূরে হৈতে লোকে পাছে দেখিয়া জানয়।
যেহেতুক শুক্লকৃষ্ণ-বেশে বাহিরায়॥

অথ বাসকসজ্জা।

প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশ করি।
গৃহ শয্যা মাল্য তাম্বূল স্নিগ্ধ বারি॥
চন্দনাদি নানাগন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ের কারণ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা।

প্রিয় আগমন যবে শীঘ্র না করয়।
পথপানে চাহি রহে উৎকণ্ঠা-হৃদয়॥
বিরহে তাপিত অতি করয়ে বিলাপ।
নয়ানে গলয়ে বারি কহয়ে প্রলাপ॥
অধীনতা আশা করয়ে বহুমতে।
এখনি আসিবে প্রিয় স্থির কর চিতে॥

হোথা প্রিয় আগমন সঙ্কেতকুঞ্জেতে।
করিতেই দেখা চন্দ্রাবলী-সখী-সাথে॥
ধরি নিয়া গেলা চন্দ্রাবলীর সমীপে।
রজনী বঞ্চিলা তথা রসের আলাপে।

অথ বিপ্রলব্ধা।

সখীর আশ্বাসে ধনি স্থির করি মন।
প্রিয়-আগমন-পথ করে নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের যে পত্রে পত্রে শব্দ যদি হয়।
ঐ আইল প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ের কারণে।
ফিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে॥
এইরূপ বিচ্ছেদ-বিষাদে নিশি যায়।
না আইলা যবে তবে মানবতী হয়॥

অথ খণ্ডিতা।

অন্যনায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক।
আইসে অঙ্গেতে নখচিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কোপিতা মনে ভর্ৎসনাদি করি।
উপেক্ষা করয়ে যে খণ্ডিতাবতী নারী॥

তদ্‌যথা।—

প্রভাতসময়ে, বনশোভা অতি,
নানাফুল বিকসিত।
প্রফুল্লিত লতা, পরমশোভিতা,
বৃক্ষ ফল-ফুল-যুত॥
কোকিল কুহরে, নাচয়ে ময়ূরে,
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে।
রতনে জড়িত, অতি সুললিত,
বেদী হয় স্থানে স্থানে॥
হেনই সময়, বিদগধ-রাজ,
মদনমোহন হরি।
চন্দ্রাবলী-সহ, বিহার করিয়া,
সত্বরি আইসে প্যারী॥
সঙ্কেত করিয়া, না আইনু ভাবিয়া,
অন্তরে কম্পিত হিয়া।
ধৃষ্টমতি অতি, চাতুরী যুকতি,
চলে চিতে ভাঁড়াইয়া॥
ভালেতে সিন্দুর, নয়ানে কাজর
হৃদয়ে নখের রেখা।

কঙ্কণের দাগ, রহে বাহভাগ,
রতিচিহ্ন দিছে দেখা॥
অন্তরসঙ্কোচে, নিজদেহে তাহা,
অনুভব কিছু নাই।
অপরাধ জানি, পাছে সুবদনী,
উপেখয়ে মোরে রাই॥
ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে ধীরে পথে,
চলয়ে নাগররায়।
রজনী জাগিয়া, ঢুলুঢুলু আঁখি
লোহিত নয়ান তায়॥
যথায়ে মানিনী, রাই সুবদনী,
কুঞ্জের ভিতরে বসি।
ধীরে ধীরে গিয়া, দেখা দিলা তথা,
নাগর গোকুলশশী॥
সব সখীগণে, বিরসবদনে,
হেরিয়া নয়ানকোণে।
কোপ করি কহে, কে বট তুমি হে,
হেথা যাহ কি কারণে॥
নিজ মরিযাদ,* রাখিবারে সাধ,
যদি থাকে তব মনে।
বচন রাখহ, শীঘ্র চলি যাহ,
ফিরিয়া নিজভবনে॥
হরি ডরি চিতে, দাণ্ডাইয়া ভিতে
যোড় করি দুটি কর।
নয়ানযুগল, করে ছলছল,
কম্পিত দুটি অধর॥
প্যারী সুবদনী, মানিনী ভামিনী,
হেরিয়া পিয়ার বেশ।
দ্বিগুণ কোপেতে, ভরি গেলা চিতে
কহয়ে কিছু শ্লেষ॥
আইস আইস পিয়া, এ বেশ করিয়া,
সাজায়্যা কে দিল তোমা।
বড় সাধ করি, রসিকা নাগরী,
কোন্ যে সুন্দরী রামা॥
বদনে কাজর, আলতা সুন্দর,
ভালে পরায়্যাছে ভাল।
দেখাইতে মোরে, আইলা নিশিভোরে,
দেখিনু এখন চল॥
কি বা কাজ আর, এখানে তোমার,
এখন চলিয়া যাহ।
আমিরা দুখিনী, কুরূপ রমণী,
মোদিকে কেনে কান্দাহ॥
শঠের শিখর, তুমি যে নাগর,
তোমারে বিশেষে জানি।
ভালমতে আর, জানিনু তোমার
ভাল হৈল এবে মানি॥
কুলের গৌরব, রহি গেলা সব,
সদয়হৃদয় বিধি।
কথায় তোমার, না ভুলিব আর,
যাবত জীবনাবধি॥
তবে কর যোড়ি, কিছু কহে হরি,
বিরস বদন করি।
তোমা বিনে মুই, আর জানি নাই,
ত্রিজগতে কোন নারী॥
আলতা সিন্দূর, কোথা ভালে মোর,
কি দেখিয়া কি কহিলে।
তবে বুঝি হবে, ফাগুয়ার গুঁড়ি,
লেগেছে মোর কপালে॥
পুন প্যারী কহে, বটে বটে অহে,
ধূর্ত্তের মুকুটমণি।
হাতের কঙ্কণ, দেখিতে দর্পণ,
চাহে বা কোন্ নন্দনী॥
হেথা হৈতে যাহ, মিছে কেনে রহ,
চাতুরী করিয়া বাত।
তুমি যে আমার, যেমন সুজন,
সকলি হইনু জ্ঞাত॥
চন্দ্রাবলীসুধা, পান কর গিয়া,
পরমসুখে ভাসিবে।
সব দুখ যাবে, আনন্দ পাইবে,
যুগে যুগে জীয়ে রবে॥
পুন হরি স্তুতি যত করে বারম্বার।
তত দেখে মানের গৌরব বাড়ে আর॥
রসিক নাগর তবে মরম বুঝিয়া।
পীতাম্বর গলে ডারি কাতর হইয়া॥

* পাঠান্তরে—মরিয়াদ।

চরণে ধরিয়া কহে ক্ষেম' মোরে রাই।
নিশ্চয় কহিনু তোমা বিনে কারু নই॥
দুর্জ্জয় মানের সিন্ধু তরঙ্গে ব্যাপিল।
কৃপা না করিল ধনি ফিরিয়া বসিল॥
নাগর বুঝিয়া যে রাইয়ের অনাদর।
অভিমানে গমন করিলা বনান্তর॥

অথ কলহান্তরিতা।

মান-অন্তে পিয়ার বিচ্ছেদের সূচন।
অনুতাপে সেই কালহান্তরিতা-লক্ষণ॥

তদ্‌যথা।—

পিয়ার বিচ্ছেদে, তাপিত হইয়া
কুঞ্জে হেতে নিকশিয়া।
উৎফুল্ল বদন, করয়ে রোদন,
সখীমুখ নিরখিয়া॥
হারে সখি মোর, প্রাণনাথ কোথা,
কোন্ পথে গেল কহ।
আমার পরাণ, রাখহ যদ্যপি,
সেই পথে মোরে লেহ॥
আহা মরি মরি, কমলনয়ানে,
কত বা ঝরিল বারি।
চরণে ধরিয়া, সাধন কত বা,
কত বা খণ্ডন করি॥
মোর মুখে আগি, ফিরে না চাহিনু,
কঠিন হৃদয় মোর।
সে চাঁদবদন, মলিন হেরিয়া,
দয়া না হইল ঘোর॥ *
সখী কহে রাই, এ হেন যুগতি, †
তোমার হইল কেনে।
যারে না দেখিলে, পরাণে মরহ,
তারে মান কি কারণে॥
এখন পোড়হ, বিরহ-আনলে,
মোরা কি করিব বল।
স্বর্ণ কেলি দিলে, আঁচলেতে গিরা,
মান শিখেছিলে ভাল॥
রাই কহে সখি, একে কৃষ্ণহারা,
হইয়া পরাণ যায়।

আর তাহে তোরা, গঞ্জন-বচনে,
আনল জ্বালিছ প্রায়॥
যাবার সময়, তোরা ত গো সখি,
সবাই এখানে ছিলি।
আমি মৈলে তোরা, ভালবাস নহে,
ফিরায়্যা কেন না রাখিলি॥
তবে সখীগণ, যুকতি করিয়া,
কৃষ্ণ-অন্বেষণে গেলা।
বেতসীর কুঞ্জ, হইতে তখন,
নাগর আনিয়া দিলা॥

(কবিত্ব হিন্দী।)

তেজো মৃগাক্ষী তেতো পূজি পূজি দেয়ন কোঁ
কান্তপদ * সেওন কো সাধন মরতু হেয়।
সোই কানুদাসকী পায়নকে ধূর নেয়
নেয় কীয়োজু মিনতি মেরে
জীয়তে ন টরতু হেয়॥
দশন তৃনকা করি হাহা খায় ফেরি ফেরি
মণ্ডল চিতয়ে অব নয়নু ঝুরতু হেয়।
হরি মেরি বামতামে বাম ভেয়ো ভাগ আনি
কাহু বিন মান হিয়ে আগ সিবরতু হেয়॥

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা লক্ষণ।

নায়িকার অধীন-মতে বেশাদিরচন।
নায়ক করয়ে স্বাধীনভর্ত্তৃকা-লক্ষণ॥
আলুয়াইয়া কেশ করে বেণীর রচন।
কুচযুগে করে পত্রাবলির লিখন॥
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু ললাটে তিলক।
গলে মণিহার দেয় চরণে যাবক॥
চুম্ব আলিঙ্গন করে আনন্দিত-হিয়া।
আজ্ঞাকারিবত থাকে কর পসারিয়া॥

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা যার প্রিয় দূরদেশ।
বিরহিণী অঙ্গ মলিন নাহি বান্ধে কেশ॥
চিন্তায় আকুল দীনমনা অঙ্গ ক্ষীণ।
হায় হায় হুতাশ করয়ে রাত্রিদিন॥

তদ্‌যথা।—

হরি গেল মধুপুরী আমারে ছাড়িয়া।
প্রবোধিয়া গেলা কালি আসিব বলিয়া॥

* পাঠান্তরে—"মোর।"
† পাঠান্তরে—"কুমতি।"
* পাঠান্তরে—"কৃষ্ণপদ।"

না আইল প্রিয় চিত রহিল আশায়।
না জানি যে কেলের আর কদিন আছয়॥
নখ গেল দিন লিখি আঁখি পথ হেরি।
চরণ অবশ ঘর-বাহির করি করি॥
চন্দ্রের কিরণ বিষসম জ্ঞান হয়।
কোকিলের ধ্বনি শেল হানয়ে হৃদয়॥
কি করিব রে সখি কোথায় যাইব।
কোথা গেলে মোর প্রাণনাথ বন্ধু পাব॥
প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রী অনেক প্রকার।
শ্রীল-রাধিকাতে বর্ত্তে সকল বিকার॥

অথ দূতী।

স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী দুই ভেদ হয়।
শুনহ তাহার রীত ভেদের বিষয়॥

অথ স্বয়ংদূতী।

অতি-অনুরাগে লাজ তেজি' প্রিয়সনে।
মিলিবারে চাহে স্বাভিযোগের কারণে॥
স্বয়ংদূতী সেই স্বয়ং দূত্যপনা করি।
প্রিয়সনে মিলে গিয়া আপনি সুন্দরী॥
তাহাতে যে তিন ভেদ বাক্য কায় নয়ন।
বাক্যের অনেক ভেদ না যায় বর্ণন॥

তত্র আঙ্গিক।

অঙ্গুলের ধ্বনি করে মুখে দেই হাত।
অন্যমনা ভুলবাক্য কহে সখীসাত॥
চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলে ধরণী খোদয়।
কর্ণকণ্ডূয়ন করি ভ্রম দরশায়॥
সখীর কণ্ঠেতে ধরি করে আলিঙ্গন।
পুনর্ব্বার ছাড়ি করে তাড়ন-ভর্ৎসন॥
চঞ্চলনয়ানে পুন ইথি-উথি চাহে।
স্তম্ভপ্রায় রহে অকারণ বাক্য কহে॥
অধর দংশন করে সখীর কর্ণেতে।
মিছামিছি কহে কথা ধরিয়া কণ্ঠেতে॥

অথ চাক্ষুষ।

ঈষত নয়ানে হেরি বদন ফিরায়।
হাসি হাসি আছি পুন নয়ান ঢুলায়॥
মুদ্রিত নয়ান পুন আধ আধ হেরি।
কটাক্ষ করয়ে বামনয়ান পসারি॥

অথ আপ্তদূতী।

অতি অন্তরঙ্গা মন বুঝি কার্য্য করে।
প্রিয়ংবদা চতুর আপ্তদূতী কহি তারে॥
সেই আপ্তদূতী হয় তিন প্রকারিণী।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রীহারিণী॥

তত্র অমিতার্থা।

দোঁহ-মনকথা বুঝি শীঘ্র যে মিলায়।
সুন্দর চতুর অমিতার্থা সে কহয়॥

তদযথা।—

প্রিয়ের সাক্ষাতে দূতী যাইয়া কহয়।
কেমন হে তুমি তব কঠিন হৃদয়॥
কামময় বিষাক্ত কটাক্ষশর হানি।
বিন্ধিলে হৃদয়েতে অবলা কমলিনী॥
তাহাতে ব্যথিত হৈয়া লাজভয় তেজি।
বনে বনে ফিরয়ে তোমার প্রেমে মজি॥
ত্বরিতে চলহ রাখ অবলার প্রাণ।
বিরহ-অনল হৈতে কর পরিত্রাণ॥

অথ পত্রহারী।

পত্রী লইয়া যেঁহ জানায় সন্দেশ।
ভর্ৎসনের সহ কহে বিনয়-বিশেষ॥
অনেক কৌশল করি আনয়ে নাগর।
পত্রহারী দূতী ইহঁ পরমচতুর॥

অথোদ্দীপনবিভাব লক্ষণ।

যাহাতে প্রীতিমভাব হৃদে উপজয়।
উদ্দীপনভাব সেই জানিহ নিশ্চয়॥
দোঁহ গুণ রূপ আর চরিত্র ভূষণ।
ইহ সব উদ্দীপন-বিভাবের গুণ॥

তত্র গুণ।

কায় মন বাক্যে তিন গুণ অসাধার।
তার মধ্যে কায়গুণ অনেক প্রকার॥
বয়েস লাবণ্য রূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য।
অভিরূপ কোমলতা সাত কায়কার্য্য॥

তত্র বয়েস।

বয়েস প্রকার চারি পরমমোহন।
বয়ঃসন্ধি নবযুবা সুব্যক্তযৌবন॥
পূর্ণযৌবন আর এ চারি প্রকার।
পরমমধুর আস্বাদয় বিধি হয়॥

অথ বয়ঃসন্ধি।

শৈশবতা তরুণতা একত্র মিলয়।
লাজ চপলতা শোভা গুণ প্রকাশয়।

অথ নবযৌবন।

সৌন্দর্য্য বিশেষ বক্ষঃস্থলে প্রকাশয়।
দৃষ্টের চঞ্চল মন্দহাস্য মুখে হয়॥
সদাই আনন্দভাব কৌতুক বাড়য়।
নবযৌবনের এই লক্ষণ কহয়।

অথ ব্যক্ত যৌবন।

চক্ষের দুই ভাগ পুষ্ট অঙ্গ সুচিক্কণ।
ত্রিবলি প্রকট হয় বেকত-যৌবন॥

অথ পূর্ণযৌবন।

নিবিড় নিতম্ব ক্ষীণ কটি অঙ্গে জ্যোতি।
পুষ্ট কুচ উরুযুগ কদলীর ভাতি॥
পূর্ণযৌবন কৃষ্ণচন্দ্রে না সম্ভবে।
কোন কোন প্রেয়সীর গণেতে উদ্ভবে॥

লাবণ্য।

মণি মুক্তা জিনি অঙ্গে করে ঝলমলাট।
যাহার বৈভবে হয় মন্মথের নাট॥

অথ রূপ।

সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল বর্ণ যাহার পরশে।
নারীগণ মূর্চ্ছা যায় মদনহুতাশে॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-আদি ইত্যাদি করিয়া।
কিঞ্চিত কিঞ্চিত ভেদ জানে রসধিয়া॥
বিভাব-লক্ষণ কিছু সংক্ষেপে কহিল।
কৃষ্ণদাসের বুদ্ধে যাহা উপজিল॥

অথ অনুভাব-লক্ষণ।

অন্তরের ভাব বাহ্যদেশ প্রকাশয়।
হরিপ্রেমরসে সেই অনুভাব হয়॥
অলঙ্কার উদ্ভাস্বর বাচিক এ তিন।
প্রকারে অনুভাবরস শৃঙ্গারের চিন॥

অত্র অলঙ্কার।

যৌবনের তেজে উপজয়ে অলঙ্কার।
বিংশতিপ্রকার সেই আশ্চর্য্য বিকার॥
প্রিয়ে তাহা হেরি ভাসে সুখের সাগরে।
রসিকা রমণী বলি রাখাতে সকারে॥
অঙ্গজ প্রথম তিন ভাব হাব [illegible]।
আপন-অধীন তিন হৃদয়ে লীলা॥
শোভা কান্তি দীপ্তি মাধুর্য্যভাব আর।
প্রাগল্ভ্য ঔদার্য্য ধৈর্য্য সপ্ত অলঙ্কার॥
অযত্নজ স্বর্ভাসিদ্ধ করয়ে প্রকাশ।
যাহা হেরি মাধবের পরম উল্লাস॥
লীলা বিলাস বিভ্রম কিলকিঞ্চিত।
বিচ্ছিত্তি বিব্বোক মোট্টায়িত কুট্টমিত॥
ললিত বিকৃতি আর এ দশ প্রকার।
স্ব-ভাবজ বিংশতি এই ত অলঙ্কার॥

তত্র ভাব-লক্ষণ।

উজ্জ্বলের প্রসঙ্গে পহিলা কহি ভাব।
ক্ষোভিত করয়ে চিত্ত চঞ্চল স্বভাব॥

তদ্যথা।

রতির প্রসঙ্গে অতি-লজ্জাশীল-মতি।
নিকটে নাহিক যায় সভয়-প্রকৃতি॥
অঙ্গে হস্ত দিতে অঙ্গে বসন ঝাঁপয়।
সখীর অঞ্চল ধরে ছাড়িয়া না দেয়॥
সখী কহে তুমি ত হে রসিকশেখর।
নবীন বয়েস হয় সখীর আমার॥
রসের বিভেদ নাহি জানয়ে রমণী।
এতেক চঞ্চল কেনে হও হে আপনি॥
ধীরে ধীরে সব কার্য্য সাধিবারে হয়।
অসাধনে কোন কার্য্য হস্তে না মিলয়॥

অথ হাব।

ভাব হৈতে হাব কিছু অধিক-প্রকাশ।
গ্রীবা বক্রে থাকে কিন্তু নয়নবিকাশ॥

হেলা।

হাব হৈতে হেলা আর কিছু প্রকাশয়।
শৃঙ্গারবিষয়ে

শোভা।

দেহে শোভা প্রকাশয়॥

তদ্যথা।

সখীগণ বেড়ি, মুচকি হাসয়ে,
বদনে বসন দিয়া।
কেনে লো সখিরি, বদন তোমার,
মলিন কিবা লাগিয়া॥
আলুথালু * বেশ, অঙ্গেতে অলস,
কাঁপিছে কুচযুগল।

* পাঠান্তরে—আলথালু।

স্বেদ বহি যায়, নয়ান ঘুমায়,
উঠিতে নাহিক বল ॥
অঙ্গে রোমাবলি, উকসি উঠিছে,
হৃদে দেখি নখ-চিন।*
না জানিয়া কি বা, বিপদে পড়িলে,
শরীর হয়েছে খীণ ॥
তাহা শুনি ধনি, সুধাংশুবদনী,
লাজেতে ঝাঁপিল মুখ।
সে শোভা দেখিয়া রসিক নাগর,
বড়ই পাইল সুখ ॥

সেই শোভা জানিহ যে পরমসোহাগ।
রসিক নাগর জানে অতিরসভাগ্ ॥

অথ কান্তি।

শোভা হৈতে হয় যবে মদনপ্রভাব।
কান্তি কহায় সেই শ্রেষ্ঠ রসভাব * ॥

অথ দীপ্তি।

দেশ-কাল-বয়-ভোগে কান্তি যে উজ্জ্বল।
তাহাতে বিস্তারে দীপ্তি শরীরে প্রবল ॥

অথ মাধুর্য্য।

নানা রঙ্গ-ভঙ্গি প্রিয়সনে যবে করে।
অঙ্গে হেলাহেলি করি কৌতুকে বিহরে ॥
পরম মাধুর্য্য সেই সর্ব্বরসসীমা।
ভাব-অলঙ্কার-মধ্যে পরমগরিমা ॥

অথ প্রগল্‌ভতা।

সঙ্কোচ তেজিয়া প্রিয়সনে ক্রীড়া করে।
নানারসরঙ্গে প্রগল্‌ভতা কহি তারে ॥
প্রিয়সঙ্গে বদাবদি হাতাহাতি করি।
উচ্চবাক্য কহয়ে করিয়া জোরাবরি ॥
পরিহাসবাক্যেতে করয়ে পরাভব।
ভর্ৎসনা করয়ে কিছু কহি মিষ্ট রব ॥
অঙ্গে অঙ্গহেলা দিয়া বদন চুম্বয়।
মোহন মদনমোহে পুলকিত হয় ॥

অথ ঔদার্য্য।

কামরসে হরি যবে করয়ে মিনতি।
মান করয়ে প্যারী ঔদার্য্যের রীতি ॥

অথ ধৈর্য্য।

প্রিয়ের বিচ্ছেদে যদ্যপি হয় বহু দুখ।
তথাপিহ প্রিয়সুখে মানে নিজ সুখ ॥
অতএব সুখে দুখে সমান থাকয়।
ধৈরয করিয়া তারে রসিকে কহয় ॥

অথ লীলা।

বিপর্য্যয়-বেশ করি প্রিয়ের সহিত।
বিহার করয়ে বিপর্য্যয়-রসরীত ॥
চূড়া বংশী বনমালা পীতাম্বর পরি।
মৃগমদে গৌর অঙ্গ শ্যামবর্ণ করি ॥
হাস্য পরিহাস অনুকরণ করয়।
লীলা-অলঙ্কার ইহ রসিকে জানয় ॥

অথ বিলাস।

প্রিয় প্রেয়সীর মুখচন্দ্রিকা হেরিয়া।
অঙ্গে অঙ্গে পুলকিত আনন্দিত হিয়া ॥
অনিমিখে চাহিয়া করিয়া রহে ভঙ্গি।
ঈষত লজ্জিত তাহে প্যারী রসরঙ্গি ॥
হাসে সহচরীগণ বদন ঝাঁপিয়া।
রসজ্ঞ কহয়ে ইহা বিলাস করিয়া ॥

অথ বিচ্ছিত্তি।

অলপ-বিশেষ ভূষা শ্রীঅঙ্গে পরিতে।
পরম অদ্ভুত শোভে হরি যাতে যাতে ॥
মাধবীলতায় গুচ্ছা সিঁথিতে শোভয়।
শ্রুতিমূলে আম্রের মুকুল লটকায় ॥
অল্প অল্প ঋতু কিংবা বসন্ত-উচিত।
কিংবা অলঙ্কারেতে বিচ্ছিত্তি ভাব-রীত ॥

অথ বিভ্রম।

প্রিয়ের মিলন-আশে উৎকণ্ঠিত মন।
প্রেমাবেশে ভুলিয়া যে পরয়ে ভূষণ ॥
চরণের ভূষা বরে করের ভূষণ।
চরণে পরিয়ে শীঘ্র করয়ে গমন ॥
বসন-অঞ্জন-আদি বিপর্য্যয় হয়।
ভাব-অলঙ্কার ইহ বিভ্রম কহয় ॥

অথ কিলকিঞ্চিত।

গর্ব্ব অভিলাষ আর ঈষত রোদন।
কিঞ্চিৎ হাস্যের সহ অসূয়া কোপন ॥
একত্র উদয় হয় হাস্যের সহিত।
[illegible] সেই হয় কিলকিঞ্চিতের রীত ॥

* পাঠান্তরে—"শোভেরে অভাব [illegible]



তদ্‌যথা।—

একদিন প্যারী, রাধিকা সুন্দরী,
যমুনা-সিনানে যায়।
পথের মাঝারে, নাগর হইয়া, *
বাহু পসারিয়া ধায়॥
চুম্বন করিয়া, কুচে কর দিতে,
ধনি মুখ অঙ্গ মোড়ি।
যাও যাও করি, করে কর ঠেলি,
ঝমকে কঙ্কণ চুড়ি॥
নয়ান ভ্রূকুটি, করিয়া চাহয়ে,
রোদনের সহ হাস।
গর্ব্ব অভিলাষ,— আদি যে করিয়া,
সাত-মত পরকাশ॥
তাহা ত হেরিয়া, রসিক নগর,
ভাসয়ে সুখ সাগরে।
অঙ্গ পুলকিত, সখীর সহিত,
তাহার বাখান করে॥

অথ মোট্টায়িত।

প্রিয়ের স্মরণ করি ভাবেতে ভাবিত।
মিলনে যে অভিলাষ সেই মোট্টায়িত॥

তদ্‌যথা।—

প্রিয়ের মিলন, লাগিয়া সুন্দরী,
রস-অভিলাষে ভরি।
সময় নিরখে, উৎকণ্ঠা হইয়া,
সখীর বদন হেরি॥
খেণে খেণে ধনি, ঝমকি উঠিয়া,
বাহির যাইয়া দেখে।
অনেক পিয়ার, সহিত বিহার,—
মনোরথ করি থাকে॥
খেণে অঙ্গ মুড়ি, আলিস তেজয়ে,
পড়য়ে সখীর কোলে।
নিয়া যাও সখি প্রাণনাথ যথা,
আমারে সদাই বলে॥

অথ কুট্টমিত।

কুচে কর দিতে প্রিয়ে ধনি অঙ্গ মোড়ি।
না না না না কহে মৃদু স্বরে কর যোড়ি॥

* পাঠান্তরে—"যাইয়া।"

বাহে আহা উহু করে বেদনার প্রায়।
মনে অভিলাষ ইহ কুট্টমিত হয়॥

তদ্‌যথা।—

কেন হে নাগর, ঠেটাই * না কর,
কর যুড়ি তব পায়।
পুনঃপুন কর, চালাহ আমার,
হৃদয়ে কি বা আছয়॥
তোমার কি কিছু, থাতি ধন আছে
লইতে আইস তাহা।
কিংবা কিছু খাদ্য, লাড্ডু কি মোদক,
আছয়ে তা কর চাহা॥
ইহু বাহ মেনে, বেদন লাগয়ে,
কাঁচলি ছিঁড়িয়া গেল।
টুটি গেল হার, শিল্প যে তোমার,
কস্তুরী-চিত্র মোছিল॥
আহা উহু মরি, কিঞ্চিত তোমার,
হৃদয়ে নাহিক দয়া।
এখন কেমহ, পরে যাহা কহ,
তুষিব তোমায়ে দিয়া॥

অথ বিব্বোক। †

অনাদর করি মান-গরবে করে রোষ।
তাহারে কহিয়ে যে অলঙ্কার বিব্বোক॥

তদ্‌যথা।—

কুঞ্জে বসি প্যারী কৃষ্ণ-সহ সখী-সঙ্গে॥
কৌতুক করিয়া কৃষ্ণরচিত প্রসঙ্গে। ‡
হাসিয়া হাসিয়া সখীগণেরে কহয়।
এই যে কালিয়া ইহাঁর কুটিল আশয়॥
অন্তরমণীর সনে বিহার করিয়া।
তোমা বই কারু নই কহেন আসিয়া॥
ইহার প্রেয়সীগণে দেখেছ গো তোরা।
পরমরূপসী না কি সুরসিকা বরা॥
এতেক কহিতে সেই নয়ানের ভঙ্গি।
হেরিয়া শুনিয়া আর সেই বাক্য ব্যঙ্গি॥
আনন্দে মগন কৃষ্ণ নিজ কণ্ঠহারে।
খুলি পরাইল প্যারী-গলে নিজকরে॥

* পাঠান্তরে—"ঢিটাই।"
† পাঠান্তরে—"বিব্বোধ।"
‡ পাঠান্তরে—"কৃষ্ণচরিত্র প্রসঙ্গে।"

প্যারীজী যে হার ধরি নাসায় শুঙ্গিয়া।
মোর কায় নাই বলি নাক সিঁটকিয়া॥
কহয়ে ইহাতে তব প্রেয়সীগণের।
অঙ্গগন্ধ আছয়ে কুঙ্কুম যে স্তনের॥
তোমারে সে ভাল লাগে মোরে নাহি ভায়।
এত বলি হার খুলি টানিয়া ফেলায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি আনন্দিত হৈলা।
বাহে কিছু সঙ্কোচিত ভঙ্গি প্রকাশিলা॥

অথ ললিত।

প্রিয়সনে সন্দর্শনে যে অঙ্গ ভঙ্গিমা।
ললিত কহয়ে তারে রসময়সীমা॥

উদাহরণ।—

প্রিয়সনে দর্শন হইতে হঠাৎকার।
দাণ্ডায় সুভঙ্গি করি অতি চমৎকার॥
অড়ঘোমা টানি ঈষৎ ভ্রুকুটি করিয়া।
চাহয়ে প্রিয়ের পানে ঈষত হাসিয়া॥
বামপদে অঙ্গভার অর্পিয়া দাণ্ডায়।
অঙ্গের সৌগন্ধে অলিকুল বেড়ি ধায়॥

অথ বিকৃতি।

কহিতে বিরল-কথা সলজ্জিত হয়॥
ক্রোড়-উপযুক্ত আদি বিকৃতি কহায়॥

অথ উদ্ভাস্বর॥

ক্রীড়ারস মনোবৃত্তে অলস তেজয়।
জৃম্ভাত্যাগ করে শ্বাস নাসায় বহয়॥
এ সকল অনুভাবে শোভা যে উদয়।
উদ্ভাস্বর নাম সেই কৃষ্ণদাস কয়॥

অথ সাত্ত্বিক লক্ষণ।

প্রিয়েতে যে রতি প্রেমে উপজে বিকার।
সাত্ত্বিক কহিয়ে তারে সে অষ্ট-প্রকার॥
স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ আর স্বরভেদ।
কম্প বৈবর্ণ্য অশ্রু প্রলয় বিভেদ॥

অথ সঞ্চারী।

রতির বিকারে হয় তেত্রিশ যে ভাব।
স্থায়ী হৈতে সঞ্চরে সঞ্চারী অনুভব॥
নির্বেদ বিষাদ আর বিনতিদৈন্যভাব।
দুর্বলতা শ্রম মদ গর্ব্ব শঙ্কা ত্রাস॥
আবেগ উন্মাদ অপস্মার ব্যাধি প্রায়।
মোহ জাড্য মৃতি লজ্জা অলসতা হয়॥
বিতর্ক চিন্তা আর ঔৎসুক্য সুজতি।
স্মৃতি ঔগ্র্য অমর্ষ অসূয়া সুপ্তি ধৃতি॥*
চপলতা নিদ্রা আর নিশিজাগরণ।
ভাবের গোপন অবহিত্থা হর্ষ-মন॥
এই যে তেত্রিশ ভাব মিলি রস হয়।
প্রত্যেকে বর্ণিতে অতি পুস্তক বাড়য়॥
সঞ্চারী মিলিয়া ব্যভিচারীর উদয়।
সকলের মূল রতি স্থায়ী ভাব হয়॥

অথ স্থায়িভাব-লক্ষণ।

স্থায়ী যে শৃঙ্গাররসে তিনমত হয়।
তিন ধামে ব্যক্ত সেই তিন গুণোদয়॥
সমর্থা সমঞ্জসা আর সাধারণী।
মধুর-রতির শুন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কুব্জার সামান্য রতি সাধারণী তেঁহ।
দ্বারকামহিষীগণ সমঞ্জসা যেহ॥
ব্রজগোপীগণের সমর্থা রতি হয়।
অতি চমৎকার শুকদেব প্রশংশয়॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী আত্মসুখের তাৎপর্য্য।
সাধারণী-লক্ষণ সাধয়ে নিজকার্য্য॥
স্বকীয়া মহিষীগণে নিজ নিজ কাম।
অলপ বাসনা যাতে সমঞ্জসা নাম॥
সমর্থ শ্রীব্রজগোপী কামগন্ধহীন।
প্রিয়সুখতাৎপর্য্য শুদ্ধপ্রেমচিন॥
তাহাতে প্রণয় মান স্নেহ রাগ অনুরাগ।
মহাভাব জন্মে যথা ইক্ষু রসভাগ॥
ক্রমে যথা জন্মে গুড় শর্করা মিছিরি।
তেমতি বাড়য়ে প্রেমরসের মাধুরী॥

তত্র প্রেমের লক্ষণ।

অনেক বিপদে মন কিঞ্চিত না টলে।
প্রেমের লক্ষণ সেই সাধুশাস্ত্রে বলে॥

স্নেহের লক্ষণ।

সেই প্রেম পরিপাক হৃদয়েতে হয়।
'স্নেহ' নাম ধরি সুখ অধিক বাড়য়॥
স্নেহের স্বভাব হেরি আশা না পূরয়।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত সদা বিষয় না ভায়॥

---

* পাঠান্তরে—
"শোভা ব্যাপ্ত সূয়া আর তেজো ধৃতি।"

সেই স্নেহ দুইমত ঘৃত-মধু প্রায়।
মধু সদা দ্রব রহে ঘৃত জমি যায়॥
সহজে সুদৃঢ় মধু অধিক আস্বাদ।
ঘৃতের মধুত্ব মতান্তর কিছু ভেদ॥
মধুস্নেহ শ্রীরাধার চন্দ্রাবলী ঘৃত।
অতেব দৃষ্টান্ত হয় বিশেষ সম্মত॥

অথ মান-লক্ষণ।

স্নেহ-পরিণামে তবে 'মান' নাম হয়।
বক্রেগতি শোভা হয় রস সুখময়॥

অথ প্রণয়-লক্ষণ।

মানপরিপাকেতে বিশ্বাস মিত্রবৃত্তি।
সখ্য দুই ভাত হয় সুখের উন্নতি॥
প্রণয় বলিয়া তবে হয় ত আখ্যান।
প্রণয়ের পরিপাকে রাগের লক্ষণ॥

রাগ।

বহু যে দুঃখেতে সুখ করিয়া মানয়।
ঈষত না টলে মন রাগ সেই হয়॥

অনুরাগ।

প্রিয়-মুখকমল যে যখন দেখয়।
নূতন নূতন বুদ্ধি প্রতিক্ষণে হয়॥
দেখিয়াও দেখি নাই মনে উপজয়।
তৃপ্তি নাহি হয় অনুরাগের বিষয়॥

তদ্যথা।—

সখীর সহিত, কহয়ে সুন্দরী,
কিশোরী অনুরাগিণী।
কি করিব সখি, কহ না উপায়,
কেমনে ধরয়ে পরাণি॥
একতিল প্রিয়,— বদন মাধুরী,
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হেরিয়াও মোর, না পুরয়ে আশা,
বাসনা নয়ানে ভরি॥
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, নূতন যে হেরি,
যেন কভু দেখি নাই।
কি দিয়া বান্ধিল, পরাণ আমার,
ভাবিয়া কিছু না পাই॥
যে দিকে নিরখি, শ্যামসুন্দর,—
মোহন-মূরতী দেখি।
শ্যাম বহি আর, কিছু দেখি নাহি,
একি জ্বালা হৈল সখি॥

অথ পরস্পর-বশীভাব।

দোঁহার রূপেতে, দোঁহার নয়ান,
ভুলিয়া সদাই ঝুরয়ে।
দোঁহার গুণেতে, দোঁহার হৃদয়,
সদা আকর্ষণ করয়ে॥
দোঁহার পিরীতে, দোঁহে মাতিয়াছে,
একত্রেতে হৈয়া চিত।
দোঁহার মাধুরী, দোঁহে পান করি,
ভুলিয়াছে লোকরীত॥
দোঁহার মরম, দোঁহে সে জানয়ে,
অন্যে নাহি কেহ বুঝে।
দোঁহার তুলনা, দোঁহ বিনু আর,
নাহিক ভুবনমাঝে।
কিশোর-কিশোরী, রসের মাধুরী,
তুলনা দিবার নাই।
কোটি কোটি সুধা, নিছনি যাউক,
কৃষ্ণদাস গুণ গাই॥

বিপ্রলম্ভ মহাভাব দিব্যোন্মাদ-আদি।
অনেক প্রকার হয় মোহন অবধি॥
বিস্তারিত বহু মানি বর্ণিতে নারিল।
বুদ্ধির প্রবেশ গ্রন্থে সুন্দর না হৈল।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ যে এই দুই প্রকার।
তাহার অন্তরগর্ভ অনেক বিচার *॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি দিগ-দরশন।
বাহুল্য করিতে হয় বহু প্রকরণ॥

তত্র বিপ্রলম্ভ।

পূর্ব্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস।
চারি ভেদ হয় বিপ্রলম্ভের প্রকাশ॥

তত্র পূর্ব্বরাগ-লক্ষণ।

সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া।
অনুরাগে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ তার বিষয় কেবল।
দর্শন শ্রবণ বহু ভেদ কহি পূনঃ॥

---

* পশ্চাত্তাপ—প্রকাশ।

অত্র দর্শন যথা।

চিত্রপট স্বপ্ন আর সাক্ষাৎ তিন ভাঁতি।
দরশনভেদে পূর্ব্বরাগের উৎপত্তি॥

অত্র সাক্ষাত।

যমুনার জলে যাইতে কদম্বের তলে।
হেরিয়া নাগর কানু পরাণ বিকলে॥
ঘরে গিয়া সুন্দরী স্তম্ভের ন্যায় রহে।
ধীরে ধীরে নির্জ্জনে সখীরে কিছু কহে॥
যমুনার তীরে সখি কাহারে দেখিনু।
প্রাণ মন দেহ মুই সঁপিয়া আইনু॥
না দেখিলে সখি তারে প্রাণ বাহিরায়।
বুঝি ধর্ম্ম কুল শীল সব নাশ যায়॥

অথ চিত্রপট-দর্শন।

কৃষ্ণের মুরতি চিত্রপটেতে লিখিয়া।
দেখাইল্য যবে সখী বিশাখা আনিয়া॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত রাই হৃদয়ে ধরিয়া।
হাহাকার করি কান্দে ক্ষিতি লোটাইয়া॥

অথ স্বপ্ন-দর্শন।

আজু সখি নিশিতে কি স্বপন দেখিনু।
অতি অপরূপ রূপ জলধর-তনু॥
অঙ্গে অঙ্গে সখি তার অনঙ্গ-নিছনি।
কিশোর-বয়েস এক জন কে না জানি॥
তাহারে দেখিতে পুন লালসা অক্ষয়।
না দেখিয়া প্রাণ মোর বাহিরাতে চায়॥

অথ শ্রবণ যথা।

বন্দি স্তুতি দূতীমুখে সখীমুখে আর।
পূর্ব্বরাগে শ্রবণ এই তিন পরকার॥
এ সবার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ।
শুনিয়া শ্রীরাধা করে ধূলায় লুণ্ঠন॥

অত্র বংশীদূতী।

পরম আনন্দে রাই পুষ্পের কাননে।
ফুল তুলি তুলি ফিরয়ে সখীগণসনে॥
হেনকালে বংশীধ্বনি কদম্বকাননে।
হইতে আসিয়া যথা লাগিল শ্রবণে॥
হৃদয় পশিয়া তবে উঠিল তরঙ্গ।
অঙ্গ অবশ হইল উছলি অনঙ্গ॥

অথ বন্দিস্তুতি।

বৃষভানুরাজার সভায় বন্দিগণ।
শ্রীনন্দনন্দন-রূপ-গুণ করে গান॥
গোপতে থাকিয়া তাহা শুনিয়া শ্রীমতী।
অধৈর্য্য হইয়া মজি গেল বুদ্ধি-মতি॥

অথ মান।

প্রেমের আশ্চর্য্য গতি মান স্বাভাবিক।
জনমে কখন স্বল্প কখন অধিক॥
সেই দুইমত হেতু নির্হেতু উপজে।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে পরমসুখ ভুঞ্জে॥

অত্র সহেতুক।

কৃষ্ণ অন্যনায়িকার সনে বিহারাদি।
করয়ে দেখয়ে শুনয়ে ধনি যদি॥
কোপ করি মান করে প্রিয়ের উপর।
সহেতুক মান সেই অপূর্ব্ব মধুর॥
স্নেহ বিনে ভয় ঈর্ষা বিনা যে প্রণয়।
নাহি হয় যাতে মান প্রেম প্রকাশয়॥
শ্রবণ দর্শন আর এক অনুমান।
তার মধ্যে শ্রবণ হয় দ্বিবিধ-বিধান॥
সখীমুখে শুনি আর শুকমুখে শুনি।
মানিনী যে হয় তবে বিদগ্ধ-রমণী॥

অনুমিতি যথা।

ভোগচিহ্ন বাক্যস্খলন আর স্বপ্ন তিন।
মানের কারণ ইহ অনুমান-চিন॥
অন্যনায়িকা-ভোগচিহ্ন প্রিয়দেহে।
দেখিয়া করয়ে মান ঈর্ষায় না সহে॥
নিকটে বসিয়া ভ্রমে সতীনীর নাম।
যবে লয় প্রিয় সেই বাক্যের স্খলন॥
স্বপনে দেখিয়া প্রিয় অন্য-রামা-সনে।
বিহার করয়ে হেরি বিরসয়ে মানে॥

অথ নির্হেতু-মান-লক্ষণ।

অকারণে উঠে যেই মানের তরঙ্গ।
নির্হেতুক হয় সেই এক রসরঙ্গ॥
প্রেমের কুটিল-গতি সাহজিক হয়।
বক্রগতি * সদাই প্রকাশে সর্পপ্রায়॥
হাসিয়া হাসিয়া হরি সখীর সহিতে।
সাধন করিতে মানভঙ্গ হয় ক্রমে॥

* পাঠান্তরে,—'বক্রগতি'।

অথ প্রেমবৈচিত্ত্য-লক্ষণ।
প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনি।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা এনে গণি॥
চৌদিকে হেরিয়া কান্দে বিরহ-হুতাশে।
প্রেমবৈচিত্ত্য ইহা হেরি হরি হাসে॥
তদ্‌যথা।—
শ্যামের নিকটে বসি, রঙ্গরসে হাসি হাসি,
বিবিধ কৌতুকে শশিমুখী।
বিহরয় প্রিয়সনে, চারুপাশে সখীগণে,
আনন্দিত সে কৌতুক দেখি॥
হেনই সময় চিতে, প্রেম-উদ্দীপন-রীতে,
প্রিয়ের বিচ্ছেদ-স্ফূর্ত্তি-ভাবে।
কান্দিয়া সখীর স্থানে, কহয়ে কাতরমনে,
বিরহ-উৎকণ্ঠা মৃদুরবে॥
কহ সখি প্রিয় কোথা, আমার অন্তর-বেথা,
ঘুচাও আনিয়া মিলাইয়া।
নতুবা না বাঁচে প্রাণ, এ দুখে করহ ত্রাণ,
নহে চল আমারে লইয়া॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, হাস্য মুখে মন্দ মন্দ,
নিরখয়ে প্রফুল্লবদনে।
সখীগণ চারিপাশে, মুচকি মুচকি হাসে,
কহে কিছু মধুর বচনে॥
কহ সখি কি কারণে, বিরহিণী হৈলে কেনে,
প্রিয়ে তব গেল কোথাকারে।
কেহ ইহ শ্যামলশশী, তোমার দক্ষিণে বসি,
রসের মাধুরী তব হেরে॥
নয়ান পসারি চাহ, এই তব প্রিয়ে লহ,
তেজ' সখি বিরহবেদনা।
তাহা শুনি সুধামুখী, চেতন পাইয়া আঁখি,
কুঞ্চিত করিয়া সুবদনা॥
লজ্জিত সহাস্যমুখে, তর্জ্জনী অর্পিয়া নাকে,
যৎকিঞ্চিৎ টানিয়া ঘোমটা।
হেঁটবদনেতে রহে, সখীর পানেতে চাহে,
হেরি হরি সে ভাবের ছটা॥
পরম আনন্দ মনে, ধরি প্যারী-চন্দ্রাননে,
চুম্বন করয়ে অনেখন।
পুনঃপুন আলিঙ্গন, অরুণ নয়ানে বয়,
এই প্রেমবৈচিত্ত্য-লক্ষণ॥

অথ প্রবাস।
প্রেয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূরদেশে যায়।
তাহাতে যে রীত সেই প্রবাস কহায়॥
সেই সে প্রবাস সেই দুই ত প্রকার।
এক যে কিঞ্চিৎ-দূর দেশান্তর আর॥
নিকটে প্রবাস গোচারণের কারণ।
দূর-দেশান্তর হয় মথুরাগমন॥
নিকট প্রবাসে হয় নিকটে মিলন।
সব দুখ দূরে যায় করি দরশন॥
সুদূর-গমনে হয় দুরন্তবেদনা।
তিন যে প্রকার সেহ অশোচ্য সূচনা॥
ভাবী ভবন ভূত এই তিন হয়।
সংক্ষেপে কহিল বিপ্রলম্ভ-অভিপ্রায়॥
ইহাতে যে দশদশা বিরহ-উন্মাদ।
শুনিতেই জন্মে ভক্তের অন্তরে বিষাদ॥
অথ দশদশা যথা।
চিন্তা জাগরোদ্বেগ খীণ মলিন।
প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মূর্চ্ছা মরণ॥
এই দশ দশা হয় ক্রমেতে উদয়।
শুনিতে বিদরে কৃষ্ণদাসের হৃদয়॥
অথ সম্ভোগ-লক্ষণ।
দরশন আলিঙ্গন চুম্বনাদি করি।
তাহেযে উপজে সুখ সম্ভোগ বিচারি॥
তাহাতে যে ভেদ দুই মুখ্য আর গৌণ।
মুখ্য চেতন আর গউণ স্বপন॥
তত্র মুখ্য।
মুখ্য পুন চারি-ভেদ সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ।
সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান চারি মুখ্য গণ্য॥
তত্র সংক্ষিপ্ত।
পূর্ব্বরাগ-অন্তে কৃষ্ণসনে যে মিলন।
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ বলি তাহার গণন॥
তদ্‌যথা।—
প্রথম মিলনে কৃষ্ণসনে সুবদনী।
অঙ্গভঙ্গি করি হয় সুলজ্জ-বদনী॥
চুম্বন করিতে মুখ বস্ত্রেতে ঝাপয়।
কুচে কর দিতে হস্ত ঠেলিয়া ফেলয়॥
সঙ্গম-প্রসঙ্গে অঙ্গ মুড়িয়া হেলায়।
সভয় অন্তর দেহে কম্প প্রকাশয়॥

অথ সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ।
মানের পশ্চাতে যে সম্ভোগ-উপচার॥
সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ বলি গণনা তাহার॥
নির্ভয় সঙ্কোচহীন কিন্তু যে মানের।
ঈষত গতিতে হয় ভঙ্গি সু-অঙ্গের॥
সঙ্গমপ্রসঙ্গে করে বাক্যের তাড়ন।
বদন ফিরায় মুখ করিতে চুম্বন॥
কোপদৃষ্টি করিয়া চাহয়ে প্রিয়পানে।
আনন্দে ভাসয়ে হরি অন্তরে বাখানে॥

অথ সম্পন্ন * সম্ভোগ।
প্রবাস হইতে প্রিয় আসি যে সম্ভোগ।
সম্পন্ন যে সেই যাতে সর্ব্ব উপযোগ॥
ফিরিয়া আসিব সে যে হয় দুইমত।
এক প্রাদুর্ভাব আর আগমন লোকবত॥

প্রাদুর্ভাব যথা।
বিরহিণী প্রেয়সীর রাখিতে পরাণ।
আচানক দেখা দিয়া হয় অদর্শন॥
রতিকেলি-আদি নানাক্রীড়া যায় করি।
স্বপনের ন্যায় তাহা মানয়ে সুন্দরী॥

অথ সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।
পরবশ-বাধা হৈতে ছুটি যে দর্শন।
দুর্লভ দর্শন সে সম্ভোগ বিচক্ষণ॥
রসময় সর্ব্ব সর্ব্ব উপচার তাহে হয়।
সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান করিয়া কহয়॥

অথ গৌণ-সম্ভোগ লক্ষণ।
স্বপনেতে নানা রঙ্গ-রসের সংযোগ।
তাহাতে যে সুখ সেই গউণ-সম্ভোগ॥
স্বপন দেখিয়া ধনি অতি প্রমোদিত।
সখীর সহিত কহে করিয়া বিদিত॥

তদ্‌যথা।—
আজু সখি মোর, হিয়ার আনন্দ,
কিছু যে কহিব তোরে।
স্বপনে দেখিনু, প্রিয়তম আসি,
বসিয়া মোর শিয়রে॥
বদন চুম্বন, করয়ে আমার,
মুচকি মুচকি হাসি।
নাসায় মুকুতা,— দোলক তুলিছে,
তাহে শোভে মুখশশী॥
উরজে কমল,— করযুগ দিতে,
বাহু পসারিয়া তারে।
ধরিতে চাহিনু, করে না পাইনু,
ছুটি পলাইল দূরে।
ঘুমের ঘোরেতে, শয্যায় হাতাড়ি,
এ পাশ ও পাশ করি।
না পাইয়া বন্ধু, ক্ষোভিত হইনু,
নয়নে ঝরয়ে বারি॥
তখন বুঝিনু, স্বপন দেখিনু,
চেতন পাইয়া মনে।
উঠিয়া বসিয়া, স্থির কৈনু হিয়া,
কৃষ্ণদাস রস ভণে॥

সংক্ষেপে কহিনু এই রসপ্রকরণ।
কিশোর কিশোরী দোঁহে ইহার শোভন।
দেব-নর-গন্ধর্ব্বাদি যতেক আছয়।
কোথা ও না সম্ভবে ইহ রসের বিষয়॥
রসিক করিয়া অভিমানী যত হয়।
বৃথা অভিমানমাত্র শোভা নাহি পায়॥
রাধাকৃষ্ণ বিনে রস না করে উদয়।
সুধাকর বিনে সুধা নাহি বরিষয়॥
যতনে গোপন করি হৃদয়ে রাখিবে।
মূঢ় কামুক-স্থানে কভু না কহিবে॥
অধিকারী বিনে যেহ ইহ লীলারস।
আস্বাদিতে চায় সেই জন যায় নাশ॥
ইহা শুনি ভট্টজীউ আনন্দসাগরে।
ভাসয়ে করয়ে পান অমৃতের ধারে॥
ধোরেরা-গ্রামের শ্রীকল্যাণসিংহ নাম।
কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধমতি অতি অনুপাম॥
গৃহ ছাড়ি ভট্টজী গেলেন ইহা শুনি।
কৌতুক দেখিতে তথা গেলেন আপনি॥
যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে তথায় বসিয়া।
উদাস হইল চিত্ত সে রস শুনিয়া॥
তেঁহ গৃহত্যাগ করি ভট্টজীর সঙ্গে।
মাতিলেন দুইজন কৃষ্ণরসরঙ্গে॥
স্ত্রী তাঁর দুঃখ মানি ভট্টজীর পাশ।
কহি পাঠাইলা শুনি স্বামীর উদাস॥

* পাঠান্তরে,—"সম্পূর্ণ"।

স্বামী মোর ছাড়ি গেলা আমার পালন।
কে করিবে তাঁরে কহ পাঠাইয়া কেন॥
ভট্টজী কহেন তেঁহ অজ্ঞ মূর্খ হয়।
স্বামী কেটা অদ্যাবধি নাহিক জানেন॥
নিত্যস্বামী যেই তারে কহ ভজিবারে।
পালন করিবে সেই ভার লাগে যারে॥
জগতের পতি কৃষ্ণ তাঁহারে ছাড়িয়া।
ভ্রষ্টভাবে ফিরে কেনে অন্তেরে চাহিয়া॥
এ কথা যাইয়া সেই লোক শুনাইল।
বুঝিতে নারিল স্ত্রী প্রসন্ন নহিল॥
কোন গুণিগণ-দ্বারে যাদু করিবারে।
পাঠাইলা কোনরূপে স্বামী আইসে ঘরে॥
গুণী গিয়া ছিটাকোঁটা-তন্ত্রমন্ত্র-ছলে।
করিল অনেক সব হইল বিফলে॥
সাধুসঙ্গ-ছিটাকোঁটা যাহারে লাগিল।
কৃষ্ণের পিরীতিরসে যে জন ভুলিল॥
তাহারে প্রাকৃত ছিটাকোঁটায় ভুলাতে।
অন্যে কি কখন পারে উৎপথে লইতে॥
রাজার আগে নাহি হয় প্রজার দোহাই।
মত্তহস্তী পোয়ালেতে বান্ধা যায় নাই॥
জগত যাহার বশ তারে বশীকার।
যে জন করিল তারে ঔষধি কি ছার॥
ভট্টজীর স্থানে গ্রন্থপাঠ শুনিবারে।
ত্রিবিধ মনুষ্য চারিভিতে বৈসে ফিরে॥
বৈষ্ণবগণের দেহে পুলকাঙ্ক হয়।
এক যে তাঁহার দেহে প্রেম না জন্মায়॥
লজ্জিত হয়েন তেঁহ বৈষ্ণব-সভায়।
মনে মনে তার এক সৃজিল উপায়॥
গোপতে মুঠায় এক মরিচ রাখিয়া।
কথার সময়ে কান্দে চক্ষে বুলাইয়া॥
কোন ব্যক্তি জানি তেঁহ ভট্টেরে কহিলা।
ভট্টজী মুচকি হাসি কহিতে লাগিলা॥
সাধু সাধু সেই ব্যক্তি ভাল বুঝিয়াছে।
সেই দুষ্টচক্ষের উচিত করিয়াছে॥
কৃষ্ণকথা শুনি যেই চক্ষু নাহি ঝুরে।
লঙ্কা-মরিচ দিতে উপযুক্ত হয় তারে॥
ভট্টজীর কত [illegible] নাহি যায়॥
নির্মৎসর [illegible]॥

গৃহেতে থাকিতে চোর সিন্ধ কাটি ঘরে।
দ্রব্য নিকাশিয়া মোট বান্ধি সিন্ধ-দ্বারে॥
উঠাইতে নাহি পারে শিরের উপরে।
ভটজী দেখিয়া তাহা ঝরকায় দ্বারে॥
দয়া উপজিল ধীরে ধীরে তথা যাই।
চোরের মস্তকে মোট দিবারে উঠাই॥
চোর ভয়ে পলাইতে চাহয়ে ছুটিয়া।
ভটজী আশ্বাস করি রাখয়ে ধরিয়া॥
ভয় নাহি আমি কিছু না কহিব তোরে।
সামগ্রী লইয়া যাও বেচিকিনি ঘরে॥
চোর কুণ্ঠভাবে অতি লজ্জিত হইল।
ভট্টজীর আগ্রহে লইয়া ঘরে গেল॥
ভট্টের পরশে তার চিত্তশুদ্ধি হৈল।
সেই মোট-সহ পরদিন তথা আইল॥
ভট্টজীর শ্রীচরণে সমর্পণ করি।
কান্দিয়া পড়িল নিজ উদ্ধারে বিচারি॥
কৃপা করি ভট্ট তারে নিজ শিষ্য কৈল।
শুদ্ধসত্ত্ব পরম যে ভাগবত হৈল॥
অপচয়ে তুষ্ট তার কহিনু বিশেষ।
তবে শুন লাভেও নাহিক পরিতোষ॥
একদিন ঠাকুরের মন্দির-মার্জ্জন।
করিছেন ভট্টজীউ আনন্দিত মন॥
সেইকালে এক ধনী শিষ্য হইবারে।
লইয়া আইল বহু ধন-অলঙ্কারে॥
ভট্টজীকে এক শিষ্য যাইয়া কহিল।
শিষ্য না করিব বলি তারে উপেক্ষিল॥
অতএব কৃষ্ণে প্রীত তাৎপর্য্য মাত্র।
ত্রৈলোক্য ঐশ্বর্য্য মুক্তি না মানে বিচিত্র॥
তাঁহার চরণ-পদ্ম-রজে অধিকার।
কবে হেন শুভ ভাগ্য হইবে আমার॥
কবে তাঁর কৃপালেশ কৃষ্ণদাসে হবে।
এ দেহে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ঈষৎ পশিবে।

ইতি শ্রীভক্তমালে নিবাই-গ্রামীয়-সাধু-আদি
ভক্ত গুণবর্ণনং ত্রয়োবিংশ-মালা॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ-মালা।

চরিত্র শ্রীমাধবসিংহের রাণী।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

পুরের রাজা মানসিংহের কনিষ্ঠ।
ধবসিংহ নাম রাজ্য শাসনে বরিষ্ঠ॥
র পাটরাণী অতি সুন্দরী সুশীলা।
দ্ধি সুমতি সতী শুন তাঁর লীলা॥
দিন রাণী গৃহে শয়নে আছয়ে।
দী তাঁর পাদসেবা করয়ে বসিয়ে॥
দী সেই কৃষ্ণভক্ত ভাবযুক্তমতি।
মুখে কৃষ্ণনাম জপে দিবারাতি॥
ণীর পাদসেবা করিতে করিতে।
উচ্চারিয়া দাসী লাগিলা কান্দিতে॥
ন্দ কিশোর হে হে শ্রীনন্দকিশোর।
য়া ফুৎকার করি প্রেমানন্দে ভোর॥
র্ব্ব ফুৎকার করে প্রেমের সহিতে।
তের ধারা যেন বহে বদনেতে॥
র শুনিয়া তাহা হৃদয় দ্রবিল।
হ পুনঃপুন কহ আহা বল বল॥
নিতে শুনিতে রাণী মগন হইল।
র প্রশংসা করি কহিতে লাগিল॥
ত আমার পাদসেবা যোগ্য নহ।
া যে তোমারে বলি অপরাধ সেহ॥
র করিলে তব দাসীর যে দাসী।
তে যোগ্য না হইব বিনে ভাগ্যরাশি॥
এব তুমি মোর পাদ ছাড়ি দেহ।
রে আইস শিরে চরণ ধরহ॥
ক কহিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কৈল।
নে প্রেমাবেশে বিহ্বল হইল॥
া কহে ঠাকুরাণি দেখহ ভাবিয়া।
নে বিষয় সুখ ভোগিতে হইয়া॥

অনিত্য সে সুখ তাতে কত বা আস্বাদ।
কৃষ্ণপ্রেমভকতি বা কি-জাতীয় স্বাদ॥
অনিত্য বিষয়সুখ হৈল আর গেল।
কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আল॥
রাণী কহে তোমার সঙ্গেতে তা বুঝিনু।
আজি হৈতে গুরু করি তোমারে মানিনু॥
আজি হৈতে বিষয় যে সুখ তেয়াগিনু।
কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্ম লাগি জীবন সঁপিনু॥
এত কহি কৃষ্ণ বলি লুঠয়ে ধরণী।
মহোৎকণ্ঠা হৈল চিত্তে ইন্দ্রনীলমণি॥
তবে সর্ব্ববিষয়বাসনা ভোগ তেজি।
গোকুল-কিশোর প্রেমে মন গেল মজি॥
ইন্দ্রনীলমণি-ছবি-মূর্ত্তি-প্রকাশিয়া।
নির্জ্জন মহলে থাকে তাঁহারে সেবিয়া॥
নানান শিঙ্গার ভোগ মনের সহিতে।
কতমত প্রকার যে করে আনন্দিতে॥
সাজাইয়া কাচাইয়া আপনি দেখয়।
খাওয়াইয়া শোওয়াইয়া বাতাস করয়॥
পুষ্পমালা নিজহস্তে গাঁথিয়া পরায়।
চুয়া-চন্দনাদি গন্ধ অঙ্গেতে লেপয়॥
শ্রীমতীর মানভঙ্গি করিয়া বসায়।
পক্ষপাত করি নিজ কিশোরে ভর্ৎসয়॥
পুনর্ব্বার শ্রীবদন মলিন দেখিয়া।
প্যারীরে সাধয় সুকুমারের হইয়া॥
তাতে যদি মানভঙ্গ না হৈল বুঝিয়া।
চরণে ধরিতে কৃষ্ণে কহয়ে ঠারিয়া॥
গলেতে বসন দিয়া চরণ ধরায়।
তা দেখি পরমানন্দসাগরে ডুবয়॥
এইরূপ রসরঙ্গ কিশোর-কিশোরী।
লইয়া করয়ে রাণী দিবস-শর্ব্বরী॥
আনন্দসাগরে ডুবি হাসে কান্দে নাচে।
কিশোর-কিশোরী দোঁহার নানালীলা রচে॥
দিনে দিনে সেবানন্দে আনন্দ বাড়িল।
একদিন মনে কিছু উৎসাহ হইল॥
দুয়ারের ফাঁকে আড়ি পাতিয়া রহয়।
যুগলকিশোর কিবা সুখেতে বিহরয়॥
কতেক আদর করে প্যারীজীর প্রতি।
তাহাতে পরমানন্দ নিজ মনোবৃত্তি॥

মনে হৈল এই যে পরমানন্দসার।
একেলা যে আস্বাদিতে নহে চমৎকার॥
বৈষ্ণবসহিত রস আস্বাদিতে সুখ।
নতুবা, অন্তরে গুমরিয়া হয় দুখ॥
বৈষ্ণবসেবাও বিনে কৃষ্ণের পিরীতি।
নাহি হয় শুনিয়াছি ভজমান প্রতি॥
ইহা বুঝি আরম্ভিলা বৈষ্ণবসেবন।
যূথে যূথে আসিতে লাগিলা সাধুগণ॥
নানান-জাতীয় লাড্ডু পেড়া মিষ্ট অন্ন।
পাকোয়ান করি নিজহস্তে ভিন্ন ভিন্ন॥
কৃষ্ণে নিবেদিয়া সাধুগণেরে খাওয়ায়।
ভুক্তশেষ চরণ-অমৃত শেষে পায়॥
নূতন-কিশোর-আগে বৈষ্ণবসহিত।
নৃত্য-গীত ইষ্টগোষ্ঠী করে মনোনীত॥
মাল্য-চন্দন দিয়া পুজয়ে বৈষ্ণবে।
চরণ সেবয়ে নিজহস্তে ভক্তিভাবে॥
অন্দরে বৈষ্ণবগণ সদা আইসে যায়।
বেপর্দ্দা দেখিয়া দেওয়ানাদি ক্ষোভ পায়॥
দেওয়ান রাণীর স্থানে কহি পাঠাইলা।
রাজরাণী হৈয়া কেনে পর্দ্দা ঘুচাইলা॥
রাণী কহে রাণীনাম না কহিও মোরে।
দাসীনাম লিখি দিনু যুগলকিশোরে॥
পর্দ্দা উঠাইয়া নূতন-কিশোরের সঙ্গে।
অঙ্গসমর্পিনু ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে॥
জাতি-পাঁতি তেয়াগিনু বৈষ্ণবসমাজে।
চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিনু পিরীতের কাজে॥
জীবনের অংশ। তেয়াগিনু পাইবারে।
যুগলের সেবাদরশন ব্রজপুরে॥
সরম ধরম মান ধন জন প্রাণ।
যুগলের বালাইয়ের সনে তেজিলাম॥
এ সব রিপুর হাত যদি ছাড়াইনু।
তবে আর কারে ভয় নির্ভিয় হইনু॥
অতএব বিবরণ দেওয়ানেরে কহ।
শ্রীচরণে সঁপিয়াছি দেহ পর্দ্দা সহ॥
এ সব কাহিনী তবে দেওয়ান শুনিয়া।
মৌন হইল তবে ক্ষোভিত হইয়া॥
রাজা মাধোসিংহ পুত্র প্রেমসিংহ সনে।
কাবেল গিয়াছে রাজ্যশাসনকারণে॥
রাণীর বেপর্দ্দা আর বাক্যবিবরণ।
বিস্তারিত লিখি পাঠাইলেন দেওয়ান॥
রাজা পত্রী পাইয়া পুত্রেরে কহে ডাকি।
তব মাতা নাড়া সঙ্গে নাড়া হৈল না কি॥
বেপর্দ্দা হইয়া স্বেচ্ছাময় আচরিল।
ইহা কহি দেওয়ানের পত্র দেখাইল॥
প্রেমসিংহ পত্র পড়ি আনন্দিত হৈল।
বুঝিলাম মাতা বড় পদে আরোহিল॥
পিতারে কহয়ে এ ত বুঝিলাম ভাল।
মাতা মোর তিন কুল উজ্জ্বল করিল॥
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবাব্রত ধরিয়াছে।
ইহা বিনে ভাগ্য আর জগতে কি আছে॥
প্রেমসিংহ কৃষ্ণভক্ত সাধুমত কহে।
রাজা বিপর্য্যয় বুঝি ক্রোধানলে দহে॥
রাগত হইয়া রাজা পুত্রেরে ভর্ৎসিল।
রাণীর মস্তকচ্ছেদ করিতে কহিল॥
প্রেমসিংহ কহে মোর মস্তক থাকিতে।
কার সাধ্য আছে মোর মাতারে হিংসিতে॥
এত কহি প্রেমসিংহ সৈন্য সাজাইয়া।
উদ্যুক্ত হইল যুদ্ধে প্রতাপ করিয়া॥
রাজাও করিতে যুদ্ধ প্রবর্ত্ত হইল।
শিষ্টলোক মধ্যে থাকি দোঁহা থামাইল॥
ক্রোধে রাজা রাণীর মস্তক ছেদিবারে।
গৃহেতে চলিলা দ্রুত সাঁড়িনী সওয়ারে॥
গৃহে গিয়া মন্ত্রী সনে পরামর্শ কৈল।
হঠাৎ স্ত্রীহত্যা করা উচিত নহিল॥
বৃহৎ যে ব্যাঘ্র পালা আছে পিঁজিরাতে।
তাহা নিয়া ছাড়ি দিলা রাণীর গৃহেতে॥
ব্যাঘ্রে খাইবেক বলি উদ্যম করিল।
কৃষ্ণভক্ত প্রতি সেই উদ্যম ব্যর্থ হৈল॥
খাইবে কি ব্যাঘ্র সেই বৈষ্ণব হইল।
রাণীর চরণস্পর্শে নাচিতে লাগিল॥
কৃষ্ণ-সেবা-পূজা রাণী করিতেছে বসি।
সেইকালে ব্যাঘ্র তথা দাণ্ডাইল আসি॥
রাণী দেখি স্নেহ করি তাহাকে ডাকিল।
আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল॥
পুলক হইয়া ব্যাঘ্র অষ্টাঙ্গ হইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল॥

কণ্ঠে তুলসীর মালা তিলক নাসায়।
রচিয়া দিলেন রাণী আনন্দ হিয়ায়॥
তখন বুঝিল রাজা প্রাকৃত না হবে।
আমার দৌরাত্ম্য এত কৃষ্ণ না সহিবে॥
এই অপরাধে মোর না জানি কি হয়।
বিচারিলা অপরাধ-ভঞ্জন-উপায়॥
পাত্র মিত্র সভাসদ সব সমিভ্যার।
রাণীর নিকটে গেলা করি পরিহার॥
নিকটে যাইয়া রাজা অষ্টাঙ্গে পড়িল।
নিজ স্ত্রী বলি অভিমান নাহি কৈল॥
যোড়-হস্তে স্তব-স্তোত্র অনেক করিল।
অপরাধ-ক্ষেম বলি কাকুবাদ কৈল॥
রাণী কহে মোরে এত পরিহার কেন।
অপরাধ কি করিলে মুই ত না জান॥
যাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মঙ্গল হইবে।
মুই তব অধীন দয়া অবশ্য রাখিবে॥
রাজা কহে তুমি ত অধীন কার নহ।
সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ তুমি করিতে পারহ॥
যাহার অধীন এই জগত সংসার।
সে তব অধীন তাহে বিচিত্র কি আর॥
অতএব যেই ইচ্ছা তাই তুমি কর।
তোমারে সহায় করি রাজ্য মুই ধর॥ *
এত পরিহার করি রাজা চলি গেলা।
অর্থে সামর্থ্যে রাজা অনুকূল হৈলা॥
একদিন মানসিংহ মাধোসিংহ দুই।
নৌকায় সয়াল করে দরিয়ায় যাই॥
হেনকালে প্রচণ্ড বাতাস ঝড় হৈল।
দরিয়ায় বড় ঢেউ-তুফান উঠিল॥
ঝলকে ঝলকে জল নৌকায় উঠয়।
নৌকা ডুবি যায় প্রায় হইল সংশয়॥
ভয়ে অসাড় ভাব † রাজা দুইজন।
ভাবে এ সময় লব কাহার শরণ॥
বিচারিয়া সেই রাণীর স্মরণ করিল।
চক্ষের নিমেষে সর্ব্ব আপদ ঘুচিল॥
ঝড় বাতাস নাহি দরিয়া জুড়িয়।
অনায়াসে তরণী লাগিল গিয়া তীর॥
গৃহেতে যাইয়া রাজা রাণীরে প্রণতি।
করিয়া কহিল হাত যুড়ি বহু স্তুতি॥
বিপদনাশের হেতু সম্পদের দাতা।
ভুক্তি-মুক্তি-আদি-কৃষ্ণ প্রেমভক্তি প্রদা॥
হরিভক্তি বিনে আর হেন কেহ নাই।
ত্রিজগতে এমন কদাচ নাই নাই॥
অতএব সেই যে রাণীর পদযুগে।
হরি-অনুরাগ অর্থ কৃষ্ণদাস মাগে॥

চরিত্র শ্রীবিদুর-নাম ভক্ত।

বিদুর নামেতে ভক্ত জৈতারণ গ্রামে।
নিরন্তর সাধুসেবা করয়ে নিষ্কামে॥
বৈষ্ণবেতে প্রীতি তাঁর একান্ত ভাবেতে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন তাঁরে হৈলা যাহা হৈতে॥
বরিষা না হৈল হৈল আকাল বৎসর।
বৈষ্ণবসেবার হেতু উদ্বিগ্ন অন্তর॥
ভূমি চাস করিবারে করিলা যুকতি।
জল নাহি বীজ নাহি কিসে হবে ক্ষেতি॥
ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র রাত্রিযোগে স্বপনে কহয়॥
চাস গিয়া চস তুমি অন্ন উপজিবে।
বিনা জল বিনা বীজ ধান্যাদি ফলিবে॥
আদেশ পাইয়া সাধু ভূমি চাস দিল।
দুই চারি দিনে ভূম অঙ্কুরিত হৈল॥
ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ফল হৈল।
বহু অন্ন হৈল গৃহে আনি স্তূপ কৈল॥
পাড়ার সকল লোক দেখি চমকিত।
জানিল কৃষ্ণের কৃপা হইল বিদিত॥
বৈষ্ণবসেবার হেন মহিমা অপার।
কৃষ্ণ কৃপা অনায়াসে হয় হঠাৎকার॥
হেন যে বৈষ্ণবপাদপদ্মে রতি মতি।
বিধাতা বঞ্চিত কৃষ্ণদাস পাপ প্রতি॥

---

* পাঠান্তরে,—"করো।"
† পাঠান্তরে,—"ভাবি।"

চরিত্র শ্রীচতুরস্বামী।

চতুরস্বামী নাম এক ভকত প্রধান।
তুল্য নিন্দা-স্তুতি আর মান অপমান॥
কৃষ্ণৈকতাৎপর্য্য আর সকল বিষয়।
অনাসক্ত যথা পদ্মপত্র জলাশয়॥
গৃহেতে আইলা গুরু আনন্দিত হৈলা।
কায়-মন-বাক্যে সেবা করিতে লাগিলা॥
গৃহেতে যুবতী ভার্য্যা গুরুর সেবায়।
নিযুক্ত করিল পাছে ক্রুটী কিছু হয়॥
শয়ন করিলে গুরু চরণ সেবয়।
দৈবাত্ত মনেতে কিছু হৈল অপচয়॥
স্ত্রীর সহিত তাঁর অঙ্গসঙ্গ হৈল।
চতুরস্বামী তাহা বিশেষ জানিল॥
ক্রোধ না করিল কিছু প্রকাশ না কৈল।
মনে মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিল॥
এই স্ত্রী মোর স্পর্শযোগ্য না হইল।
গুরুদেব যার অঙ্গে পরশ করিল॥
এতেক ভাবিয়া গুরুস্থানে নিবেদয়।
এই স্ত্রী গৃহ অর্থ যে মোর আছয়॥
সকল অর্পিনু মুই অই শ্রীচরণে।
গ্রহণ করিয়া কর যাহা লয় মনে॥
গুরু নিজ দোষ ভাবি লজ্জিত হইলা।
মাথা হেঁট করি লাজে মউনে রহিলা॥
চতুরস্বামী তবে নিজগুরুর চরণে।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি গেলা বৃন্দাবনে॥
বৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণচরণারবিন্দে।
সঁপিলা মানস নিজ পরম আনন্দে॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরণাম।
যাহা হৈতে অনায়াসে পূরে সর্ব্বকাম॥

পুনশ্চ চরিত্র শ্রীকবীরজীর।

কাশীবাসী সাহা এক মহাব্যাধিগ্রস্ত।
সংকুষ্ঠ নাহিক হয় সদাই অসুস্থ॥
গঙ্গায় প্রবেশ করিবারে সাহা যায়।
হেনকালে কবীরজী তাহারে কহয়॥
প্রাণ কেনে ত্যেজ ইহার ঔষধ আছয়।
আমি ভাল করি আইল যদি মনে লয়॥
কৃতার্থ মানিয়া সাহা সাধুর চরণে।
পড়িয়া কাকুতি করে যাতনা কারণে॥
সাধুর স্বভাব পরদুঃখেতে কাতর।
রামনাম-মহামন্ত্র জপে তিনবার॥
তৎক্ষণে নির্ব্যাধি পুষ্টশরীর হইল।
সাধু গুরুস্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল॥
গুরু রামানন্দ তাঁর কোপা করি কহে।
অপরাধী তুই তোর মতি শুদ্ধ নহে॥
এক রামনামে হয় ব্রহ্মাণ্ডশোধন।
ক্ষুদ্র বিষয়েতে কৈলি তিন উচ্চারণ॥
তাহা শুনি কবীরজী লজ্জিত হইয়া।
পরিহার করে গুরুর চরণে ধরিয়া॥
হেন রামনাম যে ত্রিজগতের সার।
প্রাকৃত করিয়া মানি কি হবে আমার॥
জন্মে জন্মে অপরাধ কতেক করিল।
যে-হেতুক ভক্তিপথে বঞ্চিত হইল॥

চরিত্র শ্রীকেবলকুবা।

কেবলকুবা নামে এক জাত্যংশে কুমার।
ভাগবতোত্তম মহিমার নাহি পার॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সুখী উদার চরিত্র।
বৈষ্ণবসেবায় তাঁর একান্ত পিরীত॥
উপায় করয়ে যাহা বৈষ্ণবসেবায়।
লুঠাইয়া দেয় ঘরে কিছু না রাখয়॥
একদিন দুই চারি বৈষ্ণব আইলা।
সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু না দেখিলা॥
বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে।
সামগ্রী মাগিলা সাধুসেবার কারণে॥
বণিক কহয়ে খাদ্যসামগ্রী যে লবে।
ইহার যে মূল্য হৈতে কর্ম্ম করি দিবে॥
কূয়া খনিতেছে মোর তাহাতে খাটিবে।
ভিতর পশিয়া মাটি খুদিয়া উঠাবে॥
কেবল কহেন ভাল করিব তাহাই।
বৈষ্ণবসেবায় দিধা কেহ দেখা যাই॥
এতেক কহিয়া সাধু সামগ্রী আনিয়া।
বৈষ্ণবসেবন কৈল আনন্দিত হিয়া॥

পরে সেই বণিকের কূয়া খুদিবারে।
গেলেন তথায় পূর্ব্ববাক্য অনুসারে॥
কূয়ার ভিতর পশি মৃত্তিকা খুদিতে।
ধসিয়া পড়িল কূয়া দুই দিক হৈতে॥
উপরে সকল লোক হাহাকার করি।
কহয়ে কেবল কূয়া-মধ্যে গেল মরি॥
লোক মারা গেল বলি কূয়া না খুদিল।
ক্ষান্ত হইয়া সবে ঘরে চলি গেল॥
কেহ কোন কার্য্যক্রমে একমাস পরে।
গেল সেই বুজাকূয়া-গাড়োলা-ভিতরে॥
মৃত্তিকা-ভিতর হৈতে অপূর্ব্ব সুস্বরে।
শুনে রাম-কৃষ্ণ-নাম কে জানি উচ্চারে॥
গ্রামে গিয়া সেই ব্যক্তি রহস্য কহিল।
শুনিয়া সকল লোক ধাইয়া চলিল॥
আশ্চর্য্য মানিয়া লোক মৃত্তিকা খুদিয়া।
দেখেন কেবল নাম লয়েন বসিয়া॥
একটুক মৃত্তিকা না পড়ে তাঁর গায়।
কিছুমাত্র বেদনা ব্যামহ নাহি পায়॥
দুই দিক হইতে পড়িয়া দুই চাল।
মেরাপের ন্যায় মধ্যে রহে সন্ধিস্থল॥
তার মধ্যে বসি সাধু হরিনাম লয়।
যার নিজজন তেঁহ আহার যোগায়॥
দেখে তথা আছে খাদ্যসামগ্রী কতেক।
ভাণ্ডভরা জল নানা মিষ্টান্ন অনেক॥
উঠাইয়া গৃহে তাঁরে আনিল সবাই।
জনতা হইল লোক না হয় সামাই॥
কেহ দণ্ডবত নতি করিয়া পড়য়।
কেহ পাদোদক খায় স্তবন করয়॥
এক শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি ভুড়ুরপুর হৈতে।
নির্ম্মাণ করিয়া আনে বিক্রয় করিতে॥
কেবলকুবার বাটী আসি উত্তরিল।
সাধু তাহা দেখি মনে লালসা হইল॥
সেবা করিবারে মনে উৎসাহ জন্মিল।
পুষ্পমূল্য কি লইবে ভাস্করে পুছিল॥
সাধুর আগ্রহ দেখি বহু মূল্য কহে।
অসমর্থ হেতু সাধু চুপ করি রহে॥
ভাস্কর ঠাকুর নিয়া চলিবারে চাহে।
উঠাইতে নাহি পারি চারিপানে চাহে॥
ক্রমে দুই চারি পাঁচ সাত লোকে ঝাঁকে।
উঠাইতে না পারিয়া হাত দিলা নাকে॥
বুঝিলা মরম এই সাধুর ইচ্ছায়।
ঠাকুর হইল ভারি যাইতে না চায়॥
তবে সে ভাস্করগণ সাধুর চরণে।
পড়িয়া কহয়ে লহ করহ গ্রহণে॥
আমরা বলদমাত্র বেড়াই বহিয়া।
বেচি ও বেড়াই আর অর্থের লাগিয়া॥
তোমার ঠাকুর তুমি ঘরে নিয়া সেব।
মূল্য অর্থ মোরা কিছুমাত্র নাহি লব॥
এতেক বলিয়া সেই ভাস্করগণ গেল।
সাধু তবে ঠাকুরের সেবা আরম্ভিল॥
পরম-পিরীতি-ভক্তি-ভাবে সেবা করে।
ঠাকুর একান্ত বশীভূত হৈলা তাঁরে॥
অনেক হইল চেলা প্রেমভক্তিবান।
গ্রামে গ্রামে সর্ব্বলোক করে পূজামান॥
স্ত্রী তাঁর অল্পবুদ্ধি ভক্তিহীনপ্রায়।
সাধুসন্ত দেখি তাঁর মান্য না করয়॥
কেবল দেখিয়া তাহা দুঃখিত অন্তরে।
বুঝাইলে নাহি বুঝে গ্রাহ্য নাহি করে॥
একদিন তাঁর ভ্রাতা প্রাকৃত কুমার।
অবৈষ্ণব অভব্য না জানে ব্যবহার॥
গাধায় চড়িয়া আইল ভগিনীর স্থান।
তেঁহ তারে আদর করিয়া বহুমান॥
রন্ধন করিল অতি পরিপাটি করি।
নানাজাতি ব্যঞ্জন পিষ্টক-আদি পুরি।
ভ্রাতার কারণ বহু আয়োজন কৈল।
তার কোন পুরুষে কখন যা না খাইল॥
কেবল দেখিয়া মনে মনে যুক্তি কৈল।
অনেক সামগ্রী স্ত্রী প্রস্তুত করিল॥
ইতরের যোগ্য নহে কৃষ্ণভক্ত বিনে।
তাহাই করিব যাতে খায় সাধুগণে॥
এতেক ভাবিয়া কোন ছল করি সাধু।
অন্য কর্ম্মে পাঠাইয়া দিল নিজ বধূ॥
হেথা যত সামগ্রী যতেক উপচার।
বৈষ্ণবে খাওয়ায় সার করিয়া বিচার॥
হেনকালে স্ত্রী তাঁর আসিয়া দেখিল।
ভাল দ্রব্য যত সব বৈষ্ণবে খাইল॥

দেখিয়া সে সব ব্যবহার ক্রোধে জ্বলি।
বৈষ্ণবগণেরে গালি দিল কটু বলি॥
তাহা শুনি কেবলের সংস্ফূর্ত্তি না হৈল।
ঝুঁটি ধরি স্ত্রীকে তবে বাহির করি দিল॥
অসতী যে সেই স্ত্রী রাগে চলি গেলা।
তখনি যাইয়া এক উপপতি কৈলা॥
তাহাতে জন্মিল দুই তিন কন্যা পুত্র।
দারিদ্রতা তাহার সহিত হৈল মিত্র॥
আকাল সময় হৈল খাইতে না পায়।
কাঙ্গাল হইয়া ফিরে ভিক্ষা না মিলয়॥
কেবলের বাটী নিত্য মহোৎসব হয়।
কাঙ্গাল গরিব যেই যায় সেই পায়॥
খাইতে না পাইয়া বালকগুলি সাতে।
তথায় যাইয়া বসিলা দরজাতে॥
কেবলকুবার এক শিষ্য শান্তমতি।
গুরুর সাক্ষাতে কহে করিয়া বিনতি॥
মোর মাতা-গুরু অতি কেলেশ পাইয়া।
দুয়ারে আইলা রাখ পালন করিয়া॥
কেবল কহেন সেই নহে মোর ভার্য্যা।
ব্যভিচারি' সেই মোর বহুকাল-তেজ্যা॥
দুখে পড়ি আসিয়াছে দেই খাইবারে।
অন্ন দিতে উপযুক্ত হয় সবাকারে॥
বাহিরে রাখিয়া তারে আকালপর্য্যন্ত।
পালন করিলা সাধু যাতে দয়াবন্ত॥
আকাল-অতীতে তারে বিদায় করিল।
মাগি গিয়া খাও এবে তাহারে কহিল॥
আর কিছু কহিলেন অপূর্ব্ব কথন।
যাহাতে তাহার মনে হইল চেতন॥
তোমার যে স্বামী হতে হৈল কি তোমার।
একমুষ্টি অন্ন দিতে শক্তি নৈল তার॥
আমার যে স্বামী তাঁর দেখহ মহিমা।
ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা যে গৃহিণী যাঁর রমা॥
মোরে পালিতেছে আর মোর পরিবার।
আর নিজজন কত হাজার হাজার॥
এতেক শুনিয়া তার বিবেক জন্মিল।
আপনা ধিৎকার করি মন দৃঢ় কৈল॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে মন সমর্পিয়া।
পাইল নির্বৃতি মন্ত্র কুবার দেখিয়া॥

কেবলকুবার পায় কোটি পরণাম।
পরম সুশান্ত যেহ কৃষ্ণভক্তধাম॥

চরিত্র শ্রীহরিদাস বণিক।

হরিদাস বণিক বাস কাশীর নিকট।
নিবাস সুশান্ত অতি ভক্ত নিষ্কপট॥
বহুকালাবধি আশা করিয়াছে মনে।
বৃন্দাবনধামে গিয়া শরীর-ত্যেজনে॥
পীড়িত হইয়া অতি সঙ্কট হইলা।
ডুলি চড়ি শীঘ্রগতি শ্রীধাম চলিলা॥
যাইতে যাইতে পথে কালপ্রাপ্ত হৈলা।
সেইখানে বৃন্দাবন দরশন দিলা॥
শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাসহ শ্রীরাসমণ্ডলে।
দরশন পাইলা জীবতে সেইকালে॥
দেহত্যাগ করিয়া পাইয়া গোপীদেহ॥
বিহারে মাতিলা বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সহ॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিয়া স্মরণ।
কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণভকতিরতন॥

চরিত্র শ্রীকরমেতি বাই।

খড়েল্যা-গ্রামেতে বাস রাজপুরোহিত।
পরশুরাম নাম তাঁর কন্যা সুচরিত॥
করমেতি তাঁর নাম অলপ বয়েস।
স্বামীঘর নাহি যায় বিবাহের শেষ॥
তাঁহার চরিত্র কথা অতি চমৎকার।
এমন আশ্চর্য্য কিছু নাহি শুনি আর॥
একে স্ত্রী তাহাতে হয় বালিকা-বয়েস।
বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণে এতেক আবেশ॥
মহা-অনুরাগ-পরাকাষ্ঠা ঐকান্তিক।
দেহ-অনুরোধ নাহি কি কব অধিক॥
প্রাক্তনিক-মতি কৃষ্ণে হঠাৎ লাগিল।
কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-রসে মন ডুবি গেল॥
দশদিকে কৃষ্ণময় দেখয়ে সকল।
কৃষ্ণ লাগি সদা মন বিরহে বিকল॥
নির্জ্জনে বসিয়া সদা অন্তরে চিন্তয়।
প্রেমাবেশে হাসে কান্দে পাগলীর প্রায়॥

কৃষ্ণলীলা প্রস্ফুটিত কমল দেখিয়া।
মন মত্ত মধুকর পড়িল মাতিয়া॥
কৃষ্ণরূপ-অমৃতের সাগরে পড়িল।
উঠিতে না পারে সুখে ডুবিয়া রহিল॥
কৃষ্ণগুণ-কল্পলতা জড়াইয়া অঙ্গে।
চালাইতে নারে অঙ্গ স্তম্ভ রসরঙ্গে॥
কৃষ্ণনাম-কল্পবৃক্ষ হৃদয়ে রূপিয়া।
প্রেমানন্দ-ফল খায় যুকিয়া বুকিয়া॥
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে ত্রিজগতে আর।
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সুখসার॥
এইরূপ রসে থাকে কতদিন পরে।
লইতে আইল যাইতে হবে স্বামিঘরে॥
স্বামিসঙ্গ বিষতুল্য করিয়া মানয়।
বিশেষে বিষয়ী সেই অবৈষ্ণব হয়॥
বড়ই পড়িল শোচ চিন্তায় আকুল।
উপায় হইবে কি ইহার অনুকূল॥
তথায় যাইলে মোর কুসঙ্গ সঙ্করে।
মন বুদ্ধি হরি' লবে বিষয়-তস্করে॥
কৃষ্ণভক্তি-পরশরতন হারাইব।
হায় হায় মোর তবে কি দশা হইব॥
রাত্রি প্রভাতে মোরে লইয়া যাইবে।
ইহার যুকতি মুই কি করি কি হবে॥
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমেতে পড়িয়া।
স্থির হৈল চিত্তে তবে যাই পলাইয়া॥
বৃন্দাবন যাই যথা যুগলকিশোর।
নিত্যসখীসঙ্গে রঙ্গে করয়ে বিহার॥
পুনঃপুন মন বুঝাইয়া ধনি কহে।
কাতর হইয়া দুটি চক্ষে ধারা বহে॥
অরে মন মোর কিছু অনুকূল হও।
কৃষ্ণ-অন্বেষণে মোরে শীঘ্র নিয়া যাও॥
কমলবদন শুভ সুখময়ধাম।
রসের সাগর রূপে গুণে অনুপাম॥
তাহারে মিলাও মোরে এই হিতকর।
চল তবে এই অভাগীর কর ধর॥
লইয়া যাইয়া পাছে আছাড় মারহ।
পুনর্ব্বার গৃহফাঁসে ফিরিয়া আনহ॥
ভেজ্য যেই সুধাস্বাদ বিষয়ের সহ।
মিলাইয়া পাছে পুন বাস্তাসি করহ॥

তোমার চরণ ধরি নিবেদন করি।
হে মন মোর সহে পাছে করহ চাতুরী॥
যে পথে চলিবে দৃঢ় সেই পথে যাবে।
পুন পাছুপানে নাহি ফিরিয়া চাহিবে॥
সুখ মান অর্থ আর জীবনের আশা।
তেজিয়া করহ কৃষ্ণ-আশালতা-বাসা॥
প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ-অন্বেষণে।
কৃষ্ণ বিনে অনর্থক কি কায জীবনে॥
দৃঢ় কর প্রতিজ্ঞা যে যে পর্য্যন্ত শ্বাস।
যে সাধনে পাই সেই যোগে কর আশ॥
এতেক চিন্তিয়া ধনি অর্দ্ধনিশিযোগে।
ঘর হৈতে বাহিরিল মহা-অনুরাগে॥
বাটী হৈতে বাহির হৈতে না পারিয়া।
কোঠার উপর হৈতে পড়ে লম্ফ দিয়া॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ-বন্ধু ধরি নামাইল।
কিঞ্চিৎ শরীরে নাহি বেদনা লাগিল॥
পড়িয়া চলিলা ধনি বৃন্দাবনপথে।
তল্লাস পড়িয়া গেলা গৃহেতে প্রভাতে॥
হাহাকার করে সবে কন্যা কোথা গেল।
লোকধর্ম্মভয়ে সবে অধোমুখ হৈল॥
রাজার নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণ কহিল।
মহারাজ মোর নাক-কাণ কাটা গেল॥
কন্যা মোর রাত্রিযোগে কোথাকারে গেল।
কি জানি কি দুঃখ ভাবি বনে প্রবেশিল॥
রাজা শুনি তৎক্ষণে চতুর্দ্দিকে লোক।
পাঠাইল তল্লাসে পাইয়া মন-দুখ॥
যাঁড়নী উটেতে চড়ি চলিলা খুঁজিতে।
দূর হৈতে বাই তাহা পাইল দেখিতে॥
বুঝিল আমার তত্ত্বে লোক আসিতেছে।
দ্রুত চলি যায় ক্ষণে ক্ষণে চায় পাছে॥
ময়দানের মধ্যে লুকাইতে নাহি স্থান।
মৃত এক উট পড়ি আছয়ে দেখেন॥
উদর ভিতর তার সড়িয়া গিয়াছে।
পঞ্জরের ন্যায় চাম শুখাইয়া আছে॥
দুর্গন্ধি কেলেদ তাতে অতিশয় হয়।
ভিতর পশিয়া গিয়া লুকাইয়া রয়॥
বিষয়ের দুর্গন্ধি স্ফূর্ত্তি নাহি হৈল।
উটে যে দুর্গন্ধি সেহ সুগন্ধি মানিল॥

কৃষ্ণ-অনুরাগের এমতি রীত হয়।
পরম যে দুঃখ তাহে বাধা না জন্ময় ॥
তিনদিন উপবাসী তাহার ভিতরে।
রহিয়া কেবল কৃষ্ণনামে প্রাণ ধরে ॥
লোকজন ফিরি গেল দেখা না পাইয়া।
বাহির হইয়া বাই গঙ্গাতে যাইয়া ॥
গঙ্গাস্নান করি শ্রীমন্ বৃন্দাবন গেলা।
দরশন করিয়া পরমানন্দ হৈলা ॥
ব্রহ্মকুণ্ডতীরে ঘোর বনের ভিতর।
বসিয়া চিন্তয়ে কৃষ্ণ আনন্দ-অন্তর ॥
পিতা তাঁর পরশুরাম ঢূঁড়িতে ঢূঁড়িতে।
বৃন্দাবন গেলা দুই চারি লোক সাথে ॥
বনে বনে ফিরি বহু অন্বেষণ করি।
না দেখিয়া উঠে এক উচ্চ বৃক্ষোপরি ॥
বৃক্ষ হৈতে নিরখয়ে চারিদিক-পানে।
দেখে বসি আছে বনে ধ্যানপরায়ণে ॥
নামিয়া নিকট গিয়া দেখে চমৎকার।
বাহ্যবৃত্তি নাহি চক্ষে বহে গঙ্গাধার ॥
তেজে করিয়াছে আলো চৌদিক ব্যাপিয়া।
মুখে না আইসে বাণী আশ্চর্য্য দেখিয়া ॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া দ্বিজ কৈল নমস্কার।
পিতা হৈয়া করিলেন শিষ্য ব্যবহার ॥
কিবা পুত্র কিবা কন্যা নীচ কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণভক্ত সেই পূজ্যতম হয় ॥
বহুক্ষণপরে বাইজীর বাহ্য হৈল।
আঁখি মেলি সম্মুখেতে পিতারে দেখিল ॥
নমস্কার করি হেঁটমাথে বসি রহে।
বিনয়পূর্ব্বক তবে পিতা কিছু কহে ॥
মাতা মোর গৃহে চল বনেতে কি কায।
ঘরে বসি কৃষ্ণ ভজ করিয়া বিরাজ ॥
তুমি মোর কুলের দীপক গৃহলক্ষ্মী।
অমৃতাভিষিক্ত হৈনু তোমারে নিরখি ॥
তেঁহ কহে পিতা কেনে এত স্তুতি কর।
মোর লাগি এত কেনে আগ্রহ বিস্তার ॥
শ্যামসুন্দর-সিন্ধুতরঙ্গ-পাথারে।
ডুবিয়াছে মোর মন উঠিতে না পারে ॥
দেহ দিয়া গিয়া মোর কি কায আছয়।
বৃথা কেনে আগ্রহ করহ মো-বিষয় ॥

মোর আশা ত্যাগ করি গৃহে চলি যাও।
মরিল যে জন তার পাছে কেনে ধাও ॥
কালিয়া-পাথারে যেই ডুবিয়া মরিল।
সংসারের কর্ম্মে সেই অযোগ্য হইল ॥
অতএব পিতা শুন ঘরে চলি যাহ।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করহ ॥
বিষয়-বিষমে বৃথা ইন্দ্রিয় চরাও।
দূরে তেজি' তাহা সুধাসাগরে ডুবাও ॥
বড় সুখ পাবে দুঃখ যাইবেক দূর।
দিনে দিনে প্রেমানন্দ বাড়িবে প্রচুর ॥
কহিতে কহিতে ধনি নয়নের জলে।
ভাসিয়া হইয়া মূর্চ্ছা পড়িল ভূতলে ॥
পরশুরাম দেখিয়া কন্যার ব্যবহার।
চমৎকৃত আপনারে করিয়া ধিৎকার ॥
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র ঘরে চলি গেলা।
রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিলা ॥
রাজা শুনি প্রশংসিয়া তারে দেখিবারে।
বৃন্দাবন গেলা যথা বাইজী বিহরে ॥
দেখে যমুনার তীরে বসিয়া একাকি।
কৃষ্ণনাম জপিছে ঝুরিছে দুই আঁখি ॥
অষ্টাঙ্গ করিয়া রাজা প্রণাম করিল।
ঈষৎ নামাইয়া মাথা বাই প্রণমিল ॥
রাজা বহুবাক্য স্তুতি বহুক্ষণ কৈল।
বাইজীউ একবার দৃষ্টি না করিল ॥
তবে রাজা ব্রহ্মকুণ্ডতীরে কিছুদূরে।
কুটীর করিতে আরম্ভিল তাঁর তরে ॥
তেঁহ কহে অকর্ত্তব্য কুটীর বনাইতে।
বহু জীবহিংসা হবে মৃত্তিকা খুদিতে ॥
তথাচ রাজন পাকা কুটীর বানায়া।
দিলেন তাঁহার দেহরক্ষার লাগিয়া ॥
বনমধ্যে তাহাতে রহিলা সতী ধনি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে দিবসরজনী ॥
শাক মূল ফল কভু চনা চাবাইয়া।
প্রাণরক্ষাহেতু মাত্র থাকেন খাইয়া ॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহ প্রেমসীমা পাইলা।
যাঁর গুণ নাভাজীউ পুস্তকে বর্ণিলা ॥
তাঁর সেই কুঠরী অদ্যাপি বর্ত্তমান।
না ভাঙ্গে না টুটে তাহা আছয়ে সমান ॥

নয়েমেত্তি বাইর কুটীর বলি খ্যাত হয়।
তাহাতে কখন কোন বৈষ্ণব রহয় ॥
তাঁর শ্রীচরণগুণ বর্ণিতে বর্ণিতে।
ক্ষণমাত্র শান্তি হৈল কৃষ্ণদাস-চিতে॥
কিঞ্চিত দ্রবিল চিত্ত পূর্ব্ববত পুন।
কুঞ্জর-শউচ বিনে তৈল বাতি যেন॥

চরিত্র শ্রীখড়্গাসেন।

গোয়ালিয়র স্থানে এক বসতি কায়স্থ।
কৃষ্ণ-অনুরাগে সাধু সদা মনে ব্যস্ত ॥
বড়ই উৎকণ্ঠা চিত্তে কৃষ্ণদরশনে।
হাহাকার করয়ে সদাই রাত্রি-দিনে ॥
রাসযাত্রাপর্ব্বে সাধু ঠাকুরের আগে।
উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে অনুরাগে॥
করিতে করিতে নৃত্য বিরহ-আবেশে।
পড়িলা ভূমেতে প্রাণ অমনি নিকশে ॥
অমনি শ্রীনিত্যরাসলীলায় প্রবেশ।
শ্রীকৃষ্ণসহিত নৃত্য হাস পরিহাস ॥
ভক্তির মহিমা মহা-অপার-সমুদ্র।
বঞ্চিত সুমূঢ় কৃষ্ণদাসিয়া অভদ্র ॥

চরিত্র শ্রীপ্রেমনিধি।

প্রেমনিধি নাম সাধু আগরা নিবাস।
শুদ্ধাচার অতি মতি শুদ্ধ সুপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণসেবারসে মন মগন সদাই।
অষ্ট-যাম যথন যে সবার ত্রুটি নাই ॥
আগরা সহরস্থান অনেক যবন।
জল আনিবারে নারে পরশ-কারণ ॥
লোকভিড় নাহি থাকে অনেক নিশিতে।
সেইকালে জলহেতু যায় যমুনাতে ॥
একদিন ঘোর মেঘ বর্ষে অতিশয়।
মহা-অন্ধকার পথ দেখা নাহি যায় ॥
কলসী লইয়া সাধু চলিলা যমুনা।
মশাল লইয়া যায় দেখে একজনা ॥
যে পথে চলয়ে সাধু আগে আগে যায়।
কে যায় মশাল ধরি সাধু না জানয় ॥
যমুনার জল ভরি ফিরিয়া আসিতে।
আগে আগে আইসে পুন সেই সেই পথে ॥
প্রেমনিধি নিজগৃহে প্রবেশ করিল।
মশালজী কোথায় গেল আর না দেখিল ॥
ঘরে আসি চিন্তায় আকুল সাধুবর।
মশাল ধরিয়া আগে কে চলিল মোর ॥
ঠাকুরের ঘরে যবে প্রবেশ করিল।
সেই সে মশাল সিংহাসনেতে দেখিল ॥
শ্রীহস্তে মশাল-গুল-তৈল লাগিয়াছে।
চরণেতে কাদা অঙ্গে ঘর্ম্ম হইয়াছে ॥
আর্ত্তনাদ করি সাধু মুর্চ্ছাইয়া দিলা।
সেই হৈতে রাত্রে আর যমুনা না গেলা ॥
বৈকালে শ্রীভাগবৎ নিতি পাঠ করে।
গ্রামস্থ যে স্ত্রী-পুরুষ আইসে শুনিবারে ॥
দুষ্ট ধেষ্টা লোক গিয়া কহয়ে পাৎসারে।
প্রেমনিধি পরস্ত্রী নিয়া আইসে ঘরে ॥
ক্রোধ করি পাৎসা ধরি আনিতে কহিল।
চারি চোবদার ধরি আনিবারে গেল ॥
বৈকালিক জলপান ঠাকুরেরে দিয়া।
পানার্থক জল পাছে দিবার লাগিয়া ॥
যাইবার কালে সেই সমে চোবদার।
ধরিয়া লইয়া গেল নিকট পাৎসার ॥
পাতসা হুকুম কৈল কয়েদ রাখিতে।
কয়েদ করিল নিয়া পঞ্জতখানাতে ॥
অন্তরে বড়ই দুঃখ রহয়ে সাধুর।
জল না পাইলা রহে তৃষ্ণায় ঠাকুর ॥
রাত্রিযোগে পাৎসা নিদ্রাসময় স্বপনে।
ক্রোধান্বিত বক্ষোপরি বসি একজনে ॥
ঘাড় মুচাড়িয়া ধরি কহে বারবার।
প্রেমনিধি সাধু প্রিয়ভক্ত সে আমার ॥
তৃষ্ণাসমে জল দিতেছিল যে আমার।
জল দিতে নাহি দিল তুড়ুক তোমার ॥
তৃষ্ণার্ত্ত রহিনু মুই জল না পাইয়া।
এ দুঃখ মিটাব আজি তোমারে মারিয়া ॥
এখন ছাড়াইয়া ঘরে পাঠাও তাহারে।
নতুবা এখনি বধ করিব তোমারে ॥
এতেক স্বপন দেখি জাগিয়া বিচারে।
তখনি ডাকিয়া নিজগণ-অনুচরে ॥

প্রেমনিধি সাধুরে তখনি আনাইয়া।
স্তুতি-নতি করি বহু চরণে পড়িয়া॥
কহয়ে ঠাকুর তব তৃষ্ণার্ত্ত আছয়।
জলপান করাও এখনি গিয়া তায়॥
দুই চারি মশাল সহিত দিল তাঁর।
আনন্দিত-হিয়া সাধু গিয়া শীঘ্রতর॥
স্নান করি পুন ভোগ-রাগ-আদি দিল।
কর্পূরবাসিত জল পান করাইল॥
লোকে ধন্য ধন্য সবে কহিতে লাগিলা।
তাঁহার প্রসাদে কত বৈষ্ণব হইলা॥
বিষয়-বিষম-তৃষ্ণা-শান্তির কারণে।
কৃষ্ণদাস নিবেদয় তাঁহার চরণে॥

চরিত্র শ্রীকেবলরাম ভক্ত।

ভক্ত শ্রীকেবলরাম সাধু সদাচারে।
তাঁহার সমান কেহ নাহিক সংসারে॥
পরমদয়ালু পরদুঃখেতে কাতর।
কৃষ্ণভক্তি জানয়ে করিয়া রত্নসার॥
যারে দেখে তারে কহে কৃষ্ণপদ ভজ।
বিষয়-বিষম-বিষ এইক্ষণে তেজ॥
সাম দান দণ্ড ভেদ উপায় করয়ে।
কোনমতে কৃষ্ণভক্তি লওয়াইতে চাহে॥
চরণে ধরিয়া পড়ে ছাড়িয়া না দেয়।
যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপদ নাহিক ভজয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উন্মত্তবত ফিরে।
সব লোক ত্রাণ কৈল গ্রামে ঘরে ঘরে॥
তাঁহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল।
দারুণ সংসারসিন্ধু উদ্ধার করিল॥
কৃষ্ণনাম ঘরে ঘরে উচ্চস্বরে গায়।
ভবনদীতীরে যেন খেয়ারি বৈসয়॥
পার-হওনের কালে বহুলোক মেলি।
কোলাহল করে যেন হৈয়া কুতুহলী॥
দয়ার সাগর গুণনিধি মহাশয়।
জীবের দেখিয়া দুঃখ দুঃখিত হৃদয়॥
পথে কোন লোক এক বলদের দেহে।
বেত্রাঘাত কৈল দেখি সাধু পুন কহে॥
কেনে ভাই আমারে করিলা বেত্রাঘাত।
সেই কহে কেন হেন কহ মিথ্যাবাত॥
সাধু কহে হয় নয় দেখ ভাই সবে।
বেত্রাঘাতচিহ্ন পৃষ্ঠে দেখেসবে তবে॥
গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-অপমান মহাশয়।
সহিতে না পারে দেখি দহয়ে হৃদয়॥
তাহার সদ্‌গুণ-দয়া-ভক্তির-কণিকা।
কৃষ্ণদাস মাগে মানি প্রাণের অধিকা॥

চরিত্র শ্রীনরবরের রাজা।

নরবর-দেশের রাজা মহাভাগবত।
সাধন-নিয়ম পাষাণের রেখবত॥
স্মরণ মনন পূজা দণ্ডবত-নতি।
আর যে নিয়ম কত আছে নিতি নিতি॥
তাহার অন্যথা একতিল নাহি হয়।
রাজ্য ধন পুত্র দারা প্রাণ যদি যায়॥
একদিন নিয়মিত পূজায় বসিয়া।
আছয়ে রাজন কৃষ্ণে মন আরোপিয়া॥
হেনকালে পাৎসা তার নগরে আসিয়া।
বোলাইলা কার্য্য লাগি লোক পাঠাইয়া॥
তাহে না আইলা রাজা উত্তর না দিলা।
ফিরিয়া আসিয়া লোক পাৎসারে কহিলা॥
না আইলা শুনি পাৎসা ক্রোধ যে করিয়া।
আপনি চলিলা সঙ্গে ফউজ লইয়া॥
রাজা যথা পূজা করে তথায় যাইয়া।
কটু কহি ডাকে হস্তে তলোয়ার নিয়া॥
তথাচ উত্তর নাহি দিলা নৃপবর।
ক্রোধাবেশে পাৎসা তবে করিলা ওয়ার॥
এক পদ কাটিয়া ডারিল তথাপিহ।
বাহ্য নাহি কৃষ্ণে মন সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ॥
পাৎসার মনেতে কিছু চমৎকার হৈল।
দুই দণ্ড নিরখিয়া ভাবিতে লাগিল॥
এই যে পুরুষ এ ত সামান্য না হয়।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইবে নিশ্চয়॥
রাজার নিয়ম তবে সমাপন কৈল।
ঠাকুরেরে দণ্ডবত উঠিয়া করিল॥

রণে বেদনা তবে অনুভব হৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূমিতে পড়িল॥
লজ্জিত হইয়া তবে পাৎসাহা আপনি।
ধরিয়া তুলিয়া তাঁরে কহে স্তুতিবাণী॥
শুশ্রূষা করিয়া তাঁর পীড়াশান্তি কৈল।
গ্রাম-ভূম-আদি বহু ইনাম করিল॥
সেই ঠাকুরের সেবা নানা বিধিমতে।
অদ্যাপি বরাদ্দ আছে সরকার হৈতে॥
অলৌকিক সেই মহারাজার চরিত্র।
কৃষ্ণকৃপা যারে তারে এ কোন্ বিচিত্র॥
তাহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
ধন্য হই যদি পাদরজ পাই তাঁর॥

চরিত্র শ্রীজগদেব পমার।

জগদেব নাম তাঁর খেয়াতি পমার।
ভক্তসমাজে তুলনা নাহি যাঁর॥
সে দেশের রাজার তনয়া ভাগ্যবতী।
কৃষ্ণভক্তা তেঁহ অতি সুশীলা সুমতি॥
বিবাহ দিবারে রাজা উদ্‌যুক্ত হইল।
কন্যা কার ঘরে নিজ মত জানাইল॥
জগদেব পমার যদি মোর স্বামী হয়।
নতুবা কাটারি দিব গলায় নিশ্চয়॥
রাজা শুনি মনে কিছু বিচার করিল।
কন্যার চরিত্র বুঝি আনন্দ হইল॥
জগদেব সাধু কৃষ্ণভক্ত মহাশয়।
এই হেতু কন্যা মোর বরিতে চাহয়॥ *
ভাল ভাল আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
হেন ভাগবত মোর হইবে জামাই॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা ডাকি জগদেবে।
বিনয়পূর্ব্বক কিছু কহে মৃদুরবে॥
তুমি মোর কন্যা অঙ্গীকর কৃপা করি।
প্রসাদে এ দুস্তর ভবসিন্ধু তরি॥
পমার কহেন মুই বিভা না করিব।
বনেতে গমন করি শ্রীকৃষ্ণ ভজিব॥

বহু যত্ন কৈলা রাজা না হৈলা সম্মত।
কন্যারে বিশেষ তবে কহিলা পরত॥
কন্যা শুনি বড়ই ক্ষোভিত হৈল মনে।
অন্ন-জল তেয়াগিব তাহার কারণে॥
রাজা-রাণী শোকাকুলি উপায় না দেখি।
কন্যার আগ্রহে অতিশয় মনদুখী॥
একদিন রাজার সভায় নাচে নটী।
কৃষ্ণলীলা গায় নটী অতি পরিপাটী॥
পমারে করিলা নিমন্ত্রণ শুনিবারে।
পমার শুনিতে আইলা আনন্দ-অন্তরে॥
সম্মান করিয়া রাজা বসাইলা তাঁরে।
গান শুনি মহাভাব সাধুর সঞ্চারে॥
আনন্দসাগরে ভাসি কহে নটিনীরে।
অমৃত করালে পান কি দিব তোমারে॥
ধন কিছু নাহি মোর দেহমাত্র এই।
কি দিয়া শুধিব ঋণ প্রাণ চাহ দিই॥
হাসিয়া নটিনী কহে প্রাণ চাহি দেহ'।
শুনিয়া কহয়ে সাধু এই দিই লহ॥
এত কহি নিজ মাথা কাটিয়া তৎক্ষণে।
অমনি ডারিয়া দিলা নটিনী-চরণে॥
চিকের ভিতর হৈতে রাজকন্যা দেখি।
কান্দিয়া আকুল হৈল ঝরে দুটী আঁখি॥
পমার আমার স্বামী মরিল বলিয়া!
কান্দে ধনি দুই কর বুকেতে হানিয়া॥
রাজা-রাণী-আদি সবে সান্ত্বনা করিতে।
কহে মোর প্রাণ চাহে বাহির হইতে।
যদি মোর এ পরাণ রাখিবারে চাহ।
পমারের কাটা মুণ্ড আনি মোরে দেহ॥
তবে সেই কাটা মুণ্ড তারে আনি দিল।
রাজকন্যা তাহা এক থালীতে রাখিল॥
সম্মুখ হইয়া যবে দেখয়ে নয়ানে।
পশ্চাৎ হইয়া মুণ্ড ফিরয়ে আপনে॥
পুন থালী ফিরাইয়া সম্মুখ করায়।
পুন মুণ্ড আপনিহ পশ্চাত করয়॥
স্ত্রীসঙ্গ না করিব প্রতিজ্ঞা আছিল।
মরিয়াও সেই সমস্কার প্রকাশিল॥
পুন রাজকন্যা সেই ধড় আনাইয়া।
মুণ্ড স্কন্ধোপরি ধরি দিল বসাইয়া॥

---

* পাঠান্তরে,—"এই হেতু কন্যা বিভা করিবারে
।"

বসাইবা মাত্র যোড় লাগি পূর্ব্ববত।
হইল শরীর যাতে কৃষ্ণের ভকত॥
চেতন পাইয়া পুন ফিরিয়া বসিল।
রাজকন্যা বহু স্তুতি করিতে লাগিল॥
অঙ্গসঙ্গ তোমারে করিতে নাহি কহি।
দাসী অঙ্গীকার মোরে কর মাত্র এহি॥
তোমার সেবায় মুই কৃতার্থ হইব।
কৃষ্ণ-নাম-লীলা-গুণ সদাই শুনিব॥
এই বাঞ্ছামাত্র মোর কৃপা কর মোরে।
নতুবা তেজিব প্রাণ কহিল তোমারে॥
এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দিত হৈল।
কৃষ্ণ-অনুরাগি' রাজকন্যারে বুঝিল॥
হৃদয়ে জন্মিল সুখ প্রসন্ন হইয়া।
অঙ্গীকার কৈল তার প্রীত্ব মানিয়া॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব দেখি চমৎকার।
প্রশংসা করয়ে করে জয়জয়কার॥
তবে দুই জনে তেজি' বিষয়-বিভোগ।
নির্জ্জনে থাকয়ে সদা ছাড়ি অন্য যোগ॥
কৃষ্ণকথা-আলাপন বিনে অন্য কথা।
যথায় প্রসঙ্গ হয় নাহি যান তথা॥
পূর্ণ কৃষ্ণকৃপা হৈল দোঁহার উপরে।
ডুবিল দোঁহার মন প্রেমের পাথারে॥
প্রেমামৃত-সিন্ধুনীরে দোঁহে ক্রীড়া করে।
পরমনির্বৃতি হৈল মায়া গেল দূরে॥
রাজার বৈষ্ণবে রতি হয় অসাধার।
কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ-নিষ্ঠা-শান্তি নির্ম্মৎসর॥
আর এক কন্যা তাঁর আছয়ে যুবতী।
ধর্ম্মেতে নাহিক মতি স্বভাব অসতী॥
এক যে বৈষ্ণব গৃহে কতকদিবস।
থাকয়ে অন্দরে যায় আছয়ে বিশ্বাস॥
কিন্তু অন্তঃপুরে সেই কন্যার সহিত।
আসক্তি জন্মিয়া দোঁহে হইল পিরীত॥
রাজা প্রাতঃকালে উঠি বাহির যাইতে।
দোঁহে কেলি ক্রীড়া করে হাতে সেই পথে॥
দৈবাত আলসে নিদ্রা গেল দুই জনে।
উলঙ্গ হইয়া দোঁহে করি আলিঙ্গনে॥
রজনী প্রভাত হৈল তাহা নাহি জানে।
হেনকালে রাজা [illegible]॥

আগে গিয়া দেখে কন্যা বৈষ্ণব সহিত।
শুতিয়া আছয়ে কিছু নাহিক সংবিত॥
দেখিয়া রাজন কিছু বিচার করিল।
যদ্যপি বৈষ্ণব হেন অতিক্রম কৈল॥
তথাপি আমার ইহঁ দণ্ড-অর্হ নহে।
বৈষ্ণবের দণ্ডকর্ত্তা কভু রাজা নহে॥
কৃষ্ণের ভকত হয় কৃষ্ণ যার প্রভু।
অন্যের শাসন-অর্হ নহে সেই কভু॥
এতেক বিচার করি কিছু না কহিয়া।
নিজ উত্তরীয় বস্ত্র উড়নি লইয়া॥
তাহা দোঁহার অঙ্গে ঢাকি গেলেন চলিয়া।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল দোঁহে উঠে চমকিয়া॥
রাজার উড়নি অঙ্গে দেখিয়া ভাবয়।
কম্পিত হইয়া উঠি গেলা নিজালয়॥
বৈষ্ণব সভয় অতি কম্পিত অন্তরে।
রাজা তাহা দেখি অতি সম্মান আচরে॥
পূর্ব্ব হৈতে অধিক ভকতি আচরিল।
বৈষ্ণব অন্তরে তবে আনন্দ পাইল॥
বৈষ্ণবে এতেক ভক্তি অতএব ধন্য।
সাধু সাধু সেই এক ত্রিজগতে মান্য॥
নির্ম্মৎসরমধ্যে তাঁরে মানি শ্রেষ্ঠ করি।
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্করি॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীমাধবসিংহ-রাজরাণী-আ
ভক্তগুণ-বর্ণনং চতুর্ব্বিংশ-মালা॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ-মালা।

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস সোণার।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

কৃষ্ণদাস নাম হয় সোণার বৈষ্ণব।
কৃষ্ণসেবাপরায়ণ শুদ্ধপ্রেমভাব॥
দিবা-রাত্রি নাহি জানে প্রেমসেবানন্দে।
চকোর যেমন সুধা পান করে চন্দ্রে॥

প্রাতঃকাল অবধি গঙ্গায় স্রোত-স্নায়।
যখন যে সেবা তার ত্রুটি নাহি হয়॥
মধ্যে মধ্যে নিয়মিত নৃত্য-গীত-বাদ্য।
করেন নিতান্ত সাধু অনুরাগ-সিদ্ধ॥
একদিন নৃত্যগীত করিতে করিতে।
পায়ের নূপুর খসি পড়িল ভূমিতে॥
নৃত্য দেখি ঠাকুরের আনন্দ জন্মিল।
কিন্তু রসান্তর হৈল নূপুর খসিল॥
আপনি সামান্য বালকের রূপ ধরি।
নূপুর চরণে পরাইলা যত্ন করি॥
কে তুমি কহিতে সাধু আর দেখে নাই।
সংশয় সাধুর মনে হইল বড়ই॥
স্নেহাবেশে অনুযোগ অনেক করিল।
প্রণয়কলহেতে ধিৎকার বহু দিল॥
ভৃত্যের চরণ ধরি নূপুর পরালে।
ছি ছি তব লাজ নাই ঘৃণা না করিলে॥
ঠাকুর শুনিয়া তাহা চমকিয়া * হাসে।
তাহার মরম নাহি বুঝে কৃষ্ণদাসে॥

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস সাধুর।

গোবর্দ্ধনবাসী কৃষ্ণদাস মহাশয়।
গোফাতে থাকেন কৃষ্ণভক্তির আলয়॥
দিবানিশি কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গায়।
আহার-বিহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা না বাধয়॥
কৃষ্ণ বলি সদাই করুণা করি ডাকে।
উন্মত্ত সদাই সাধু প্রেমানন্দ সুখে॥
একদিন গোফার দুয়ারে এক ব্যাঘ্র।
আসি দাণ্ডাইল ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি উগ্র॥
সাধু তারে দেখি বহু সম্মান করিল।
অতিথি বলিয়া আদি আসন অর্পিল॥
খাইতে কি দিব বলি করয়ে চিন্তন।
ংসভোগী হয় ব্যাঘ্র আদি পশুগণ॥
ংস আর কোথা পাব দিব অন্ন বিনা।
ত ভাবি নিজ পায় কাটিয়া আপনা॥
ত্রেরে ভোজন করিবারে সাধু দিল।
াঘ্র তা ভোজন করি উঠিয়া চলিল॥

কর্ম্মাস্থ আকার পাছে কেহ কয় মনে।
সাধুর আশয় গূঢ় কেহ নাহি জানে॥
পরদুঃখে দুঃখী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব।
নাহি দেখে নিজ সুখ-দুঃখ লাভালাভ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি করিয়া কামনা।
তাঁহার চরণে চাহি সঁপিতে আপনা॥

চরিত্র শ্রীগদাধর ভক্তের।

বরহানপুরের সন্নিকটে এক গ্রাম।
তাহাতে বসতি হয় গদাধর নাম॥
অপূর্ব্বমন্দিরে কৃষ্ণসেবা অনুপাম।
লালবেহারী হয়েন শ্রীঠাকুরের নাম॥
দিবানিশি নানা উপচারে সেবা করে।
বৈষ্ণবে পিরীত সেবা যতেক প্রকারে॥
কিন্তু যে সঞ্চয় অর্থ অন্ন আদি করি।
কিছুমাত্র নাহিক রাখয়ে ঘরে ধরি॥
অন্ন-জল-ফল-মূল যখন যে পায়।
সংস্কার করিয়া ভোগ তখনি লাগায়॥
তথাপিহ নিতি হয় মহামহোৎসব।
নানা ভোগ লাগে খায় শতেক বৈষ্ণব॥
কৃষ্ণেতে প্রসন্ন যেই তার কি অভাব।
না চাহিতে হয় তার চতুর্ব্বর্গ লাভ॥
একদিবস যে প্রহর দুই হৈল।
সেবা নাহি হয় দ্রব্য কিছু না মিলিল॥
আনন্দে বসিয়া সাধু কৃষ্ণগুণ গায়।
ঠাকুর আনিবে মনে আছয়ে নিশ্চয়॥
হেনকালে এক মহাজন দুইশত।
টাকা দিয়া ঠাকুরে করিল প্রণিপাত॥
সেই দুই শত টাকা তখনি লইয়া।
সামগ্রী আনিয়া নানা পাকাদি করিয়া॥
ভোগরাগ দিয়া মহামহোৎসব কৈল।
কল্য হইবেক বলি কিছু না রাখিল॥
নিতি নিতি এইমত করে মহোৎসব।
প্রেমানন্দে কাটে কাল নাহি কোন ক্ষোভ॥
যোরা যে বিষয়সুখ মস্তকে ধরিল।
তেঁহ সেই বিষয়ের মাথে পদ দিল॥

---

* পাঠান্তরে—"মুচকিয়া।"

বিষয় নামাইয়া ভূমে তাঁর পাদদ্বয়।
মস্তকে ধারণ করি শক্তি নাহি হয়॥
যেহেতুক মায়ার যে চরণ-আঘাতে।
না মরি না বাঁচি সদা মগ্ন যাতনাতে॥
বৈষ্ণব গোসাঞি বিনে ইহার উপায়।
অনেক ঢুঁড়িয়া কৃষ্ণদাস না দেখয়॥

চরিত্র শ্রীভগবানদাস।

ভগবানদাস নাম একান্ত নৈষ্ঠিক।
ভজননিয়ম যেন পাষাণের রেখ॥
রাজা ছল করি তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবারে।
সহরে ঢেঁড়রা দিল নিজভৃত্যদ্বারে॥
তিলক তুলসী মালা যে জন ধরিব।
তৃতীয় দিবসে তার মস্তক ছেদিব॥
অনৈষ্ঠীক যাহারা তাহারা তাহা শুনি।
কণ্ঠি-তিলক-হীন হইল অমনি॥
ভগবানদাস কহে এ বড় প্রমাদ।
কণ্ঠী তিলক ছাড়ি জীবনে কি সাধ॥
যায় যাবে পরাণ বাঁচিয়া কিবা ফল।
যদ্যপি ছাড়িতে হয় তুলসীর মাল॥
পরাণ থাকিতে এ ত না পারি ছাড়িতে।
মৃত্যু ত নিশ্চয় আছে কি ভয় তাহাতে॥
এত কহি সর্ব্বাঙ্গে তিলক-ছাব কৈল।
কণ্ঠ ভরিয়া কণ্ঠী ধারণ করিল॥
দুই তিন দিন পরে রাজা বোলাইল।
ভক্তিনিষ্ঠা জানি তাঁরে পরিতোষ হৈল॥
যাহারা ভয়েতে মালা-তিলক ছাড়িল।
তাহাদিগে লজ্জা দিয়া ভক্তি শিখাইল॥
রাজার চরণে করি কোটি পরণাম।
অন্য-সবাকারে যদি শিখায় ধরম॥

চরিত্র শ্রীসুবার দেওয়ান।

সুবার দেওয়ান এক বড় ভক্তিমান।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণপদে মন॥
স্বভাব সুশান্ত নিষ্কিঞ্চন সদাদীন।
কৃষ্ণ বিনে মিথ্যা সংসারেতে বাদিল॥
স্ত্রী তাঁর তেমতি সুবিজ্ঞা কৃষ্ণভক্তা।
গুরু কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সমান অনুরক্তা॥
গুরু গৃহে আইলেন অতি ভক্তিভাবে।
স্ত্রী পুরুষ মিলি কায়-মন-বাক্যে সেবে॥
গুরুর গমনকালে বিদায়কারণ।
কি দিব স্ত্রীকে তবে পুছেন দেওয়ান॥
স্ত্রী কহে যদ্যপি আমারে জিজ্ঞাসহ।
তবে যে উচিত যদি মোর বাক্য লহ॥
'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ' এই তন্ত্রপ্রমাণ।
যারে সমর্পণ যে করিলে দেহ-প্রাণ॥
অতএব গৃহ-অর্থ সকলি সঁপিয়া।
চলহ বাহির হই এক বস্ত্র নিয়া॥
কৃষ্ণ পাইবার পথ বড়ই সুগম।
পরম উপায় যে পাইতে প্রেমধন॥
যার দ্রব্য তাঁরে দিয়া পাবে রত্ন সার।
ইহাতে কি পরামর্শ কিবা সে বিচার॥
স্ত্রীর সুন্দর বাক্য সাধুর সম্মত।
বেদের নিগূঢ় সার পরম সিদ্ধান্ত॥
শুনিয়া দেওয়ান তাঁরে প্রশংসিয়া কহে।
গদগদ স্বরে দুটি চক্ষে ধারা বহে॥
ধন্য তুমি তোমার বালাই নিয়া মরি।
স্ত্রীর এমন মতি কভু নাহি হেরি॥
তোমার মায়ায় আমি হইয়া মোহিত।
সঞ্চয় করি যে মুই অর্থে মোর প্রীত॥
সেই তুমি তাতে যদি অনাসক্ত হৈয়া।
গুরুকে সর্ব্বস্ব দিতে হৃষ্ট হৈল হিয়া॥
ইহার অধিক আর সুখ কিবা আছে।
এ মোহে তরিনু যাতে কৃষ্ণ পাব পাছে॥
ভাল ভাল তবে সেই অবশ্য কর্ত্তব্য।
চল নিকশিয়া যাই দিয়া সব দ্রব্য॥
তবে স্ত্রী নিজ অঙ্গ ভূষণ যতেক।
খুলিয়া ধরিল অঙ্গ অঙ্গের প্রত্যেক॥
দুই হাতে দুই গাছি বান্ধি রাঙ্গা সূত্র।
স্বামী বর্ত্তমান চিহ্ন রাখিলেন মাত্র॥
দুই বস্ত্র দু'জনার পরিধান হয়।
তাহাই লইয়া মাত্র দোঁহে নিকশয়॥
গুরুকে সর্ব্বস্ব সাধু সমর্পণ কৈল।
গুরু তাহা নাহি নিল দোঁহে হেঁট হৈল॥

সাধু স্ত্রী-পুরুষে মেলি চাহে সমর্পিতে।
গুরু শিষ্য প্রীতি স্নেহে না চাহেন নিতে॥
গুরু আজ্ঞা করি তবে গৃহে চলি গেলা।
আজ্ঞাক্রমে সেই গৃহে বসতি করিলা॥
গুরু সেই অর্থ কিছু গ্রহণ না কৈলা।
কিন্তু ছলে বলে পাছে তারি সাত কৈলা॥
তাঁহার চরণরজ হৃদয়ে অর্পিয়া।
ভকতির কণা মাগে এ কৃষ্ণদাসিয়া॥

চরিত্র শ্রীলালমতি বাই।

লালমতি বাই নাম শুন তাঁর কথা।
ভক্তিপথে নাহি বুঝি তাঁহার সমতা॥
বুঝি তেঁহ ভকতিদেবীর প্রিয়ধাম।
অথবা দেবীর তাঁর অঙ্গেতে বিশ্রাম॥
কিংবা তাঁর অঙ্গের কিরণ লালমতি।
কিংবা তেঁহ স্বয়ং প্রকাশরূপে স্থিতি॥
গুরু কৃষ্ণ ভক্ত ভক্তি এক করি জানে।
অন্য দেবা দেবী জ্ঞান কর্ম্ম নাহি মানে॥
অনন্তমাধুর্য্য দৃঢ় অচলা ভকতি।
অষ্ট সাত্ত্বিক মহাপ্রেমময়-রতি॥
দিবা নিশি জ্ঞান নাহি কৃষ্ণময় দেখে।
কৃষ্ণনাম বিনে অন্য শব্দ নাহি মুখে॥
আহার বিহার নিদ্রা কোন চেষ্টা নাহি।
হাহা কৃষ্ণ বলিয়া ফুৎকারে রহি রহি॥
বৈষ্ণব দেখিয়া শ্রীল-কৃষ্ণ বুদ্ধি করি।
প্রেমাবেশে কান্দয়ে চরণযুগ ধরি॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত-পাদোদক-রজ।
সেবনে করেন সদা ধরেন হৃদিমাঝ॥
বৈষ্ণবের গুণ গান ছন্দ গাথা গীত।
দুর্ব্বাসারে ভগবান কহে যেই নীত॥
নাম গুণ লীলা সদা উচ্চস্বরে গায়।
দুই চক্ষে যেন গঙ্গাধারা বহি যায়॥
কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ যাতে চারি তত্ত্বে সম।
চেয়ে এক একে চারি নাহিক বিষম॥

[দোঁহা হিন্দী]

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদ বন্দন কিয়ে নাশে বিঘন অনেক॥

অতএব উপদেশ সাধুর সিদ্ধান্ত।
উপনিষদের মতে সিদ্ধান্ত নিতান্ত॥
চারি এক একে চারি জানিয়া নিশ্চয়।
শরণ লইতে তবে কৃষ্ণদাস ধায়॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীকৃষ্ণদাস গোসার আদি ভক্তগুণ-কথনং নাম পঞ্চবিংশ-মালা॥

ষড়্বিংশ-মালা।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-সহ শ্রীবৃন্দাবন-মহিমাকথনম্।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

এবে কহি বৃন্দাবনধামের মহিমা।
পরম অদ্ভুত যার নাহি হয় সীমা॥
মথুরামণ্ডল ব্যাপি লীলা অনুকূল।
গিরি নদী বৃক্ষ বন মহিমা অতুল॥
কূপ-সরোবর-আদি ভুবনপাবন।
প্রধান প্রধান কিছু করিব বর্ণন॥
সপ্ত গিরি চারি ধাম দ্বাদশ বন।
দ্বাদশ উপবন পরমমোহন॥
ত্রিসপ্ত কদম্বখণ্ডিসপ্ত বট হয়।
সপ্ত নদী সপ্ত সরোবর বিরাজয়॥
চৌরাশীতি কুণ্ড চৌরাশীতি হয় কূপ।
অসংখ্য লীলার স্থান লীলা-অনুরূপ॥
তাঁ-সবার নামসঙ্কীর্ত্তন পুন করি।
মহিমা-গুণের কথা কহিবারে নারি॥
বর্ষানের গিরি নন্দীশ্বর গিরিবর।
কাম্যবনে গিরি কৃষ্ণপদচিহ্নধর॥
চরণপাহাড়ি * বলি খ্যাত ত্রিজগতে।
অদ্যাপি দর্শন শ্রীচরণচিহ্ন তাতে॥

---

* পাঠান্তরে—"প্রহার।"

কদম্বখণ্ডির গিরি পরমমোহন।
যথা গূঢ় রাসলীলা সহ-গোপীগণ॥
আদিবদ্রি গিরিবর পরমসুরম্য।
বদ্রিনাথরূপে তথা কানন সুরম্য॥
চরণপাহাড়ি যথা চরণ পরশ হয়।
গো-মহিষ-আদি তথা পদচিহ্নচয়॥
সপ্তম শ্রীগোবর্দ্ধন যাহার মহিমা।
বেদ-বিধি-অগোচর না হয় বর্ণিমা॥
ইহ-সবার মহিমা যে প্রত্যেকে বর্ণিতে।
নারিব বর্ণিতে তাহা যে আইসে বুদ্ধিতে॥
প্রথমে শ্রীনন্দীশ্বর-গুণগান করি।
চিদানন্দময় নিত্য ব্রহ্মময় গিরি।
যোগপীঠ যোগেশ্বর জগত-আরাধ্য।
পরাৎপর কৃষ্ণক্রোড়াধাম নিত্যসিদ্ধ॥
পিতা শ্রীল নন্দরাজ মাতা শ্রীযশোদা।
গো-গোপ-গোপিকা-সহ যথা লীলা সদা॥
প্রাতঃকালে মাতা গাত্রোত্থান করাইয়া।
ক্রোড়ে করি শত শত চুম্বন করিয়া॥
অশ্রুজলে ভাসি যায় স্তনে ক্ষীর বহে।
স্নেহে মাতা নাহি ছাড়ে কণ্ঠে ধরি রহে॥
স্বর্ণ-অলঙ্কার কৃষ্ণ-অঙ্গেতে শোভিত।
নীলরতন যেন সোণায় জড়িত॥
যশোদামাতার কণ্ঠে ভাল শোভা করে।
ত্রৈলোক্যে উপমা তার নাহিক দিবারে॥
মায়ের আদরে কৃষ্ণ আলুথাইয়া পা।
নাচায় দুখানি পদ আধ আধ রা॥
বদন মায়ের স্কন্ধে করে কণ্ঠ ধরি।
মৃদু হাস্য শ্রীবদনে চমৎকারকারি॥
নাসায় দোলক গজমতি আন্দোলিত।
কি আশ্চর্য্য তাহা হেরি ভুবন মোহিত॥
লালন করয়ে মাতা ছাড়িতে না পারে॥
দূরেতে রাখিতে মাতার অন্তর বিদরে॥
কতক্ষণ পরে তবে দাসগণ-দ্বারে।
মুখপ্রক্ষালন-আদি করান সত্বরে॥
অলঙ্কার-বস্ত্র পরাইয়া তবে দিলা।
বলরাম সহ গোচারণ-হেতু গেলা॥
গোচারণ করে মধুমঙ্গল সহিতে।
হেনকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে॥

কৃষ্ণ লাগি অন্ন-আদি পাক করিবারে।
আইসেন শ্রীযশোদা-মাতার আগারে॥
নব-গোরোচনা-মিশা সোণার পুতলী।
ক্ষীণ মধ্যভাগে তাহে শোভয়ে ত্রিবলী॥
অঙ্গের ছটায় দশদিক আলোকিত।
সুস্থির চপলা যেন বেড়িয়া উদিত॥
সুন্দর কুটিল নব কাদম্বিনী জিনি।
স্থূলগাছা কেশ পৃষ্ঠে লোঠন দোলনি॥
অপূর্ব্ব লোহিত কটিবসন ঘাগরা।
ঝালর তাহার প্রান্তে দোলে মণি-হীরা॥
সূক্ষ্ম নীল বস্ত্র অঙ্গে উড়নি শোভয়।
মণি মুক্তা হীরা জরি খচিত তাহায়॥
চরণে ঘুঙ্গুর হেমনূপুর পঞ্চম।
চালাইতে চরণ বাজিছে ঝমঝম॥
কটিতে কিঙ্কিণী কণ্ঠে মুকুতার হারি।
মণি-চন্দ্রহার শোভে উরজ-উপরি॥
অমূল্য রতন মণি সোণায় জড়িত।
বক্ষঃস্থলে শোভা করে কৃষ্ণমনোনীত॥
কর্ণে রত্ন-টেঁড়ি তাহে ঝুমুকা লটকে।
নাসাতলে মুক্তা দোলে বিজুরি চমকে॥
নাসায় তিলক মৃগমদ সুশোভন।
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু শ্রীকৃষ্ণমোহন॥
সিন্দূরের বিন্দু ভালে অলক-কুন্তল।
অর্দ্ধকুণ্ডলীরূপে করে ঝলমল॥
সোণার কমলে যেন ভ্রমরায় পাঁতি।
হেমচন্দ্রোপরি যেন নবঘনকাঁতি॥
তাহার উপরে শোভে মণিময় সিঁথি।
হেম-জড়াওনে আন্দোলিত মুক্তাপাঁতি॥
তাহে লগ্ন মধ্যে মণি মাণিক্যে রচিত।
চৌদিকে মুকুতা গাঁথি পরম শোভিত॥
টীকা আন্দোলায়মান সুচিক্কণ ভালে।
তাহে চমৎকার শোভা বদনকমলে॥
বাহুযুগে বাজুবন্ধ রতনে জড়িত।
তাটঙ্ক তাবিজ তাহে ঝাঁপা সুলম্বিত॥
নীলমণি-চুড়ি করে কঙ্কণ বলয়া।
আঙ্গুলে অঙ্গুরী হীরা-মাণিক-বলয়া॥
গজেন্দ্রগমনে আইসে সঙ্গে সহচরী।
সমান বয়েস বেশ পরমসুন্দরী॥

কথা-আলাপনে হাসিতে খেলিতে।
হিত পুষ্পের গেণ্ডু লুফিতে লুফিতে॥
ঠের খিড়িকে আসি উপনীত হৈল।
হেরি হৃদয়কমল বিকসিল॥
সহ পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা।
ডনয়ানে হেরি চমকিত ভেলা॥
মের বিকার লোকভয়ে সামালিয়া।
দনে দিলা আড়ঘোমটা টানিয়া॥
ই যে গ্রীবার ভঙ্গি শ্রীহস্তের শোভা।
রতল রক্ত করপৃষ্ঠ স্বর্ণ-আভা॥
হাতে রত্নাঙ্গুরী পরমমোহন।
রিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলা মগন
র তাহে ছলক্রমে বসন উঘারি।
মটা খুলিয়া চাহে নয়ান পসারি॥
ষ্ণচন্দ্র তাহা হেরি পুলক হৃদয়।
জানুসন্ধান ভুলি চমকিয়া চায়॥
কুল-কমল হেরি যেমন ভ্রমর।
র্ণচন্দ্র হেরি যেন লোভিত চকোর॥
ঘনপানে যেন চাতক চাহয়।
ন্দ্রের উদয়ে যেন সিন্ধু উথলয়॥
মনি কৃষ্ণের হৃদি-নয়ান উন্মত্ত।
সলোভী জানিয়া রসের পরতত্ত্ব॥
বিয়া রসের সিন্ধু উঠিতে নারয়।
খি-মন-হীন কৃষ্ণ করাদি চালায়॥
াহন করয়ে বাঁটে দুগ্ধ নাহি ক্ষরে।
ধুই চালায় হস্ত বাহ নাহি স্ফুরে॥
লীর ভ্রময়ে বর্দ্ধনপদ * ছান্দি।
মচেষ্টা দোহন করয়ে মুষ্টি বান্ধি॥
হ-মন দোঁহো-প্রেমসাগরে মগন।
হাকার ভ্রমচেষ্টা আত্ম-বিস্মারণ॥
মাদ হেরিয়া ললিতাদি সখীগণ।
পায় চিন্তিয়া তার কৈলা সমাধান॥
রীজীর সম্মুখ করিয়া আচ্ছাদন।
রিয়া চলিলা সবে করি আবরণ॥
ন্দালয়ে যাইয়া শ্রীযশোদাচরণে।
প্রণাম করিলা সবে সুনম্রবদনে॥

মাতা শ্রীরাধিকা হেরি আনন্দিত হৈলা।
ক্রোড়ে করি শতশত বদন চুম্বিলা॥
আহা বৎস তোমার বালাই লৈয়া মরি।
তোমা-সম গুণবতী ব্রজে নাহি হেরি॥
রূপে গুণে শীলে কর্ম্মে কুশল রন্ধনে।
এমন বালিকা আর না দেখি ভুবনে॥
আহা মরি কোন্ বিধি সিরজিল তোমা।
ত্রিভুবনে তোমা সম নাহিক উপমা॥
আমার কৃষ্ণের রূপ যেমন সুন্দর।
তাহার সহিত হয় তুলনা তোমার॥
বিধাতা বিমুখ মোরে বঞ্চনা করিল।
হেন যে রূপসী বধূ মোর না হইল॥
তথাচ আমার স্বাভাবিক হয় জ্ঞান।
তোমারে দেখিয়ে মোর বধূর সমান॥
এত কহি বক্ষস্থলে স্নেহাবেশে রাখি।
বদন চুম্বয়ে মাতা ছলছল আঁখি॥
তবে আজ্ঞা দিলা রন্ধনে যাইতে।
লইয়া রোহিণী মাতা চলিলা ত্বরিতে॥
অনুগতা দাসী শ্রীচরণ ধোয়াইলা।
সোনার পুতলী গোরী রন্ধনে চলিলা॥
যোগাইয়া দেন তবে শ্রীরোহিণী মাতা।
ক্ষণমাত্রে পাক কৈলা অমৃতনিন্দিতা॥
কতেক ব্যঞ্জন তার না যায় বর্ণন।
শাল্যন্ন পিষ্টক ক্ষীর স্বাদু বিলক্ষণ॥
অন্য গোপীগণ জলপানীয় সামিগ্র।
বনাইলা সুন্দর হইয়া চিত্তব্যগ্র॥
উৎকণ্ঠা হইয়া মাতা কৃষ্ণে বোলাইয়া।
স্নান করাইয়া জলপান করাইয়া॥
শ্রীমধুমঙ্গল আর শ্রীদামাদিগণ।
কৃষ্ণের যতেক সখা প্রণয়ভাজন॥
কৃষ্ণ-বলরামে মাতা সবার সহিত।
ভোজন করায় অতিস্নেহে আর্দ্র চিত॥
ভোজনকালীন কৃষ্ণ সখীগণ-সঙ্গে।
কত বা কৌতুক করে হাসে কত রঙ্গে॥
বর্ণিতে নারিনু তাহা বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু ভোজনের ক্রিয়া॥
সমাপন করিয়া ভোজন আচমন।
শয়ন করিলা করি তাম্বুলচর্ব্বণ॥

* পাঠান্তরে—"ধবল পদ।"

দুই দণ্ড শয়ন করিয়া উঠি তবে।
গোচারণে গেলা দশদণ্ড বেলা যবে॥
স্নেহেতে কাতর মাতা সাজাইয়া দিলা।
গোধন লইয়া সখাসঙ্গে গোষ্ঠে গেলা॥
কৃষ্ণের অধরামৃত ধনিষ্ঠা আনিয়া।
প্যারীজীকে দিলা অতি গোপন করিয়া॥
সখীসঙ্গে মিলি প্যারী ভোজন করিলা।
কৃষ্ণদরশনহেতু উৎকণ্ঠা হইলা॥
যশোমতী মাতা বহু আদর করিয়া।
মণি-অলঙ্কার-বস্ত্র দিলা পরাইয়া॥
কুন্দলতা-সহ গৃহে দিলা পাঠাইয়া।
ঘরে গিয়া অট্টালিকা-উপরে চড়িয়া॥
কৃষ্ণদরশন করে উৎকণ্ঠা হইয়া।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিত সখী রাখয়ে ধরিয়া॥
কৃষ্ণ চলি গেলা বনে না মিলে দর্শন।
বিরহে কাতর হেরি মিলি সখীগণ॥
গুরুজন-অনুমতি লইয়া আইলা।
সূর্য্যপূজা-ছলে বনে লইয়া চলিলা॥
বৃন্দাবন প্রিয় রাধাকুণ্ডতীরকুঞ্জে।
অতিপ্রিয় স্থান যাতে কৃষ্ণমন রঞ্জে॥
তথায় মিলন হৈল কৃষ্ণের সহিত।
বাসনা পূরিল নিজ নিজ মনোনীত॥
অতএব শ্রীল-নন্দীশ্বরে নিত্যলীলা।
অনাদ্যন্ত অখণ্ডিত পরম-রসিলা॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের ধাম।
ত্রিজগতে এক পূজ্য মাত্র অভিরাম॥
তাঁহার চরণে করি কোটি কোটি নতি।
মরণে জীবনে মো-সবার যেঁহ গতি॥

অথ কাম্যবনে চরণপাহাড়-মহিমাবর্ণন।

কাম্যবনে বহু লীলা কহিতে নারিব।
চরণপাহাড়িগুণ কিঞ্চিত বর্ণিব॥
লুকালুকি কুণ্ড হয় তাহার পার্শ্বেতে।
গোপীসহ কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে তাতে॥
জল ফেলাফেলি করি পিচকারি-কেলি।
করিতে করিতে কহে গোপীগণ মেলি॥
জলে ডুবি থাকিতে কে কতক্ষণ পারে।
আইস সকলে ডুবি কহেন কৃষ্ণেরে॥
ইহা কহি গোপীগণ আপনে আপনে।
আঁখি-ঠারাঠারি করে হসিত বদনে॥
ছল করি হারাইব ইহাতে কৃষ্ণেরে।
কেমন চতুর আজি বুঝিব উহাঁরে॥
কৃষ্ণসহ এককালে সবাই ডুবিব।
চতুরাই করি মোরা উঠিয়া রহিব॥
কৃষ্ণ উঠিবার সমে আনি ডুব দিব।
আগেতে উঠিল বলি ছলে হারাইব॥
পাছে হাততালি দিয়া টিটকারি দিব।
পণ করি চূড়া-বাঁশী ছিনিয়া লইব॥
এতেক যুকতি করি ডুবে কৃষ্ণসহ।
খেলিতে খেলিতে হৈল প্রেমের কলহ॥
কৃষ্ণ কহে জিনিলাম তোমরা হারিলে।
গোপীগণে কহে তুমি লাজ না মানিলে॥
হারিয়া জিনিতে চাহ করিয়া অন্যায়।
বংশী কাড়িয়া লব দেখি কে রাখয়॥
কৃষ্ণ কহে পুন আইস ডুবি পণ করি।
তোমরা যদ্যপি হার কিংবা আমি হারি॥
তোমরা শতেক চুম্ব-আলিঙ্গন দিবে।
নতুবা যে মোর স্থানে বুঝিয়া লইবে॥
কৃষ্ণের চাতুরী আর বাক্যের কৌশল।
দুই পক্ষে হয় নিজ প্রয়োজন ফল॥
গোপী তাহা না বুঝিয়া অঙ্গীকার কৈল।
পুন বুঝি মুচকিয়া মুখ ফিরাইল॥
পুনর্ব্বার এককালে ডুবিলা সবাই।
গোপীগণ উঠি দেখে কৃষ্ণ উঠে নাই।
বহুক্ষণ হৈল যদি কৃষ্ণ না উঠিল।
মুখম্লানি হৈল সবার ভয় জন্মাইল॥
কৃষ্ণ কেনে না উঠিল কি হেতু ইহার।
আঁখি ছলছল সবে কহে পরস্পর॥
খুঁজিয়া সবাই বুলে জলের ভিতর।
কান্দিয়া আকুল সবে বিকল অন্তর॥
মণিহারা ফণী যেন প্রাণ বিনে দেহ।
তেমতি না মিলি কৃষ্ণ স্থির নহে কেহ॥
ব্যাধের বাণেতে যেন চঞ্চল হরিণী।
ইথি-উথি ধায় কান্দি করি উচ্চধ্বনি॥
কৃষ্ণচন্দ্র ডুবি জলের ভিতর হইয়া।
গমন করিয়া গিয়া পর্ব্বতে চড়িয়া॥

গোপীগণে কাতর দেখিয়া দুঃখ হৈল।
পর্ব্বতশিখর হৈতে বংশী বাজাইল॥
সে যে বংশীধ্বনি তার উপমা না হয়।
অন্যপর কার কথা পাষাণ দ্রবয়॥
পর্ব্বতসহিত দ্রবি মোহবত * হৈল।
শ্রীচরণপদ্মচিহ্ন তাহাতে হইল॥
সুমধুর কোটি কোটি অমৃত নিন্দিত।
শুনি চমৎকার গোপী হইল মোহিত॥
সর্ব্ব তাপ গেল দূরে আনন্দসাগরে।
ভাসিল জানিয়া কৃষ্ণ পর্ব্বত-উপরে॥
সুখের সাগর কৃষ্ণ রূপের মাধুরী।
হেরিয়া গোপীকা দেহ ধরিতে না পারি॥
কৃষ্ণসঙ্গে মিলি পুন সুরঙ্গ-কৌতুকে।
বিহার করয়ে দিবা নিশি নাহি দেখে॥
অতএব চরণপাহাড়ি ধন্য ধন্য।
মস্তকে বিরাজে যার শ্রীচরণচিহ্ন॥
কদম্বখণ্ডির গিরি যাঁহা রসলীলা।
শোভা করে ফলে ফুলে গিরি ধাতু শিলা॥
আদিবদ্রি গিরিবর পরমমহত্ত্ব।
নর-নারায়ণ-রূপে যথা কহে তত্ত্ব॥
অদ্যাপি বিরাজমান চতুর্ভুজরূপে।
নিজ নাম ধ্যান করে নিজ নাম জপে॥
ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তি-অধিকারি-গণ।
মুনি যোগী ঋষিগণের আশ্রয়ের স্থান॥
চরণপাহাড়ি খ্যাত অন্য গিরিবর।
কৃষ্ণ-বলরাম গো-মহিষ অনুচর॥
সখাকার পদচিহ্ন অদ্যাপি প্রকাশ।
কৃষ্ণপদচিহ্নোদ্ভবা গঙ্গা তাঁর পাশ॥
শ্রীচরণগঙ্গা বলি তাঁহার খেয়াতি।
ভুবনপাবনী তেঁহ সর্ব্বলোকগতি॥
একদিন কৃষ্ণ-বলরাম সখা-সঙ্গে।
গো-মহিষ চারণ করয়ে রসরঙ্গে॥
কৌতুকী হইয়া কৃষ্ণ বংশীধ্বনি কৈল।
মধুর ধ্বনিতে গিরি দ্রবীভূত হৈল॥
যেখানে যে সখাগণ গো-মহিষ ছিল।
সবাকার পদচিহ্ন পর্ব্বতে হইল॥

* পাঠান্তরে—"মবৎ।"

কৃষ্ণ-বলরাম-পদচিহ্ন স্থানে স্থানে।
হাঁটু গাড়ি বসি ছিল সখা কোনখানে॥
তাহার যে চিহ্নখননন অদ্যাপিহ।
অলৌকিক দুর্লভ জগতে শুভাবহ॥
চরণপাহাড়ি-গিরিবর-পদছায়া।
আশ্রয় করিয়া হর তাপ পাপ মায়া॥
শ্রীমন্ গোবর্দ্ধন গিরিরাজ।
তাঁহার তুলনা নাই ত্রৈলোক্যের মাঝ॥
অন্যপর কা কথা শ্রীবৈকুণ্ঠের সনে।
না হয় তুলনা তাঁর মহিমা কে জানে॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর গোবর্দ্ধন।
গোবর্দ্ধন বিনে নাহি শোভে বৃন্দাবন॥
মথুরামণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনসর্ব্বোত্তম গিরি গোবর্দ্ধন॥

তথা—

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্‌বৃন্দারণ্য-
মুদারপাণিরমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো
গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥"

গোবর্দ্ধন দরশনে কৃষ্ণ-দরশন।
গোবর্দ্ধনশিলা-পূজা কৃষ্ণের পূজন॥
গোবর্দ্ধনশিলারূপে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
ইহাতে কুতর্ক যার সেই অভাজন॥
গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য যে লীলা।
রাধাসহ নানাকেলি পরম-রসিলা॥

মধুপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, এইজন্য বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর। তথায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হেতু বৃন্দাবন। উদার পাণি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান বলিয়া তাহাতে আবার গোবর্দ্ধন। গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের উদ্বেলিত প্রেমামৃত সিঞ্চন হেতু এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত-মধ্যস্থিত রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কোন্ বিবেকী-ব্যক্তি গোবর্দ্ধন-গিরিতটস্থিত এই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবে?

কন্দ-মূল ফল-জল পুষ্প মুক্তা মণি।
অজস্র সুখদ স্বাদু কতেক ভাণ্ডনি ॥
মণিময় স্থান গৃহ উচ্চ নীচ স্থানে।
কল্প-লতা-তরু শোভে তে রর্ণগঠনে ॥
পনস খর্জ্জুর তাল গুবাক পিয়াল।
লতা-আম্র বৃক্ষ-আম্র বেল বংশ শাল ॥
নানাবৃক্ষ শ্রেণীমত পরমশোভিত।
বৃক্ষমূলে স্তম্ভ বদ্ধ রতনে জড়িত ॥
কৃষ্ণের পরমপ্রিয় প্রেয়সী-সহিত।
রাসলীলা সদা করে বসন্ত-উচিত ॥
গোবর্দ্ধননামের মহিমা পরাৎপর।
স্মরণমাত্রেতে হয় কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
শ্রবণ-দর্শন-আদি পরম সাধন।
অল্প সঙ্গে মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন-চরণে শরণ।
লইনু করিনু নিজ দেহ সমর্পণ ॥

সপ্ত সরোবর।

সপ্ত সরোবর হয় পরমমোহন।
তাহার মহিমা-গুণ না যায় কথন ॥
নয়ন নামেতে সরোবর রমণীয়।
নারায়ণ-সরোবর মহামহোদয় ॥
চন্দ্র-সরোবর চন্দ্রাবলীজীর হয়।
পরম সৌন্দর্য্য তীরে কল্পবৃক্ষময় ॥
কুসুম-সরোবর-তীরে কুসুমবিহার।
নন্দগ্রামে পাবন-সরোবর মনোহর ॥
বিশাখা-সখীর পিতা পাবন আভীর।
তাহার নির্ম্মিত হয় সুধাসম নীর ॥
প্রেম-সরোবর যবে কিশোরী-কিশোর।
সঙ্কেতমিলন হৈল গোপতে দোঁহার ॥
বিচ্ছেদ কালে যে দোঁহার নয়ান ঝরিল।
তাহাতে সুন্দর সরোবর জনমিল ॥
মান-সরোবর যার পরমমাধুরী।
মান করি যথা গিয়া বসিলেন প্যারী ॥
কৃষ্ণের সুখদ অতি আনন্দজনক।
অতিশয় মহিমা পাবন সর্ব্বলোক ॥

সপ্তবট।

সপ্ত বটবৃক্ষ কৃষ্ণলীলা-অনুকূল।
অতিশয় উচ্চ হয় অতিশয় স্থূল ॥

ভাণ্ডীর নামে যে বট কৃষ্ণ যার তলে।
সখাগণ-সনে নিত্য নানা খেলা খেলে ॥
শিঙ্গার নামেতে বট রাধা প্রেয়সীরে।
যার তলে বসি বেশ কৈল নিজ করে ॥
বংশীবট নাম তার তলে দাণ্ডাইয়া।
বংশীধ্বনি কৈলা গোপীগণে আকর্ষিয়া ॥
অক্রূরবটের তলে রাসাদিক করে।
সঙ্কেত যে বট প্যারী সহিত বিহরে ॥
প্রথম মিলন যবে রাধাসনে হৈল।
দূতীগণ বটতলে সঙ্কেত করিল ॥
সন্ধ্যা-অন্তে কৃষ্ণ আসি তথায় রহিল।
দূতীগণ কিশোরীরে আনি মিলাইল ॥
মুগ্ধাবস্থা নবীন যে নায়ক সহিত।
কখন মিলন নাহি ভয়েতে কম্পিত ॥
কুঞ্জের ভিতর ধনি না যায় চলিয়া।
রহয়ে সখীর কটি ধরি জড়াইয়া ॥
না না সখি চল আমি হেথা না রহিব।
উহার নিকটে মুই কি করিতে যাব ॥
আধ আধ রোদন কিঞ্চিত রোষ করি।
টানয়ে সখীর কর ধরি জোরাবরি ॥
সখীগণ কহে কেনে ভিতপ্রায় সখি।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি হেরি হও সুখী।
পরম বাঞ্ছিত অভিলাষের রতন।
বহুদুঃখে মিলে কৃষ্ণচন্দ্র-হেন ধন ॥
রসের সাগর কৃষ্ণ রূপের অবধি।
হৃদয়ে ধারণ কর হেন গুণনিধি ॥
রসময় হেন যে উরজ-চক্রবাকে।
চরাও অমিয়া-সুখ-হ্রদ কৃষ্ণবক্ষে ॥
হেম-পদ্মমুখ কৃষ্ণ-নীলপদ্ম-মুখে।
সখ্যতা করিয়া মিল প্রেমানন্দ-সুখে ॥
কৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণি স্বর্ণকান্তি দিয়া।
অধিক শোভিত কর হেমে জড়াইয়া ॥
হেম-ভুজ-মৃণাল গ্রীবায় সমর্পিয়া।
মধুকর তৃপ্ত কর মুখমধু দিয়া ॥
কৃষ্ণ-কাদম্বিনী-পার্শ্বে রাকা-চন্দ্রানন। *
উদয় করাও হবে পরম-মোহন ॥

* পাঠান্তরে—"রাধা চন্দ্রাননা।"

রসময় কৃষ্ণচন্দ্র তুমি রসময়ী।
দোঁহা রস পান দোঁহে করহ অম্বাই॥
তাহা শুনি কিশোরীর আনন্দ অপার।
অন্তরে বাসনা কিন্তু বাহে ভাবান্তর॥
তবে সখী পৃষ্ঠে কর দিয়া বাহু ধরি।
কৃষ্ণ-আগে লইয়া যায়েন সবে ঘেরি॥
নহি নহি পুনঃপুন বলিয়া চলেন।
দুই পদ আগে যান এক পদ পিছেন॥
উহার নিকটে কেনে মোরে নিয়া যাহ।
কি কায আছয়ে তোমা-সবার তা কহ॥
কৃষ্ণরূপ হেরিয়া অন্তরে রসোল্লাস।
লজ্জা-ভয়-হেতু বাহে অন্যথা প্রকাশ॥
অন্তর-আশয় চাহে উড়িয়া পড়িতে।
লজ্জা যে বৃহতী রাধা রাখে সঙ্কোচিতে॥
কৃষ্ণচন্দ্র হেরিয়া সে পরমরূপসী।
চমকিয়া চাহয়ে অনঙ্গরঙ্গে ভাসি॥
হেন চমৎকার রূপ কভু নাহি হেরি।
এ কি অপরূপ কান্তি ভুবনসুন্দরী॥
সোণার লতিকা কিবা তড়িতে জড়িত।
হেম-রাকা-চন্দ্র কিবা ভূমেতে উদিত॥
স্বর্ণ-কমলিনী কিবা পুঞ্জ সৌদামিনী।
কোন্ বিধি নিরমিল এ-হেন রমণী॥
অন্তরে না সহে ব্যাজ উরু * দুরুদুরু।
অনিমিখে চাহিয়া রহয়ে তুলি ভুরু॥
সখীগণ ধরাধরি নিকটে আনিতে।
আগুসরি কৃষ্ণ কর ধরিতে চাহিতে॥
ঝঙ্কার করিয়া করে কর ফেলে ঠেলি।
শপথ কতেক দেয় র সময় গালি॥
দুষ্ট লম্পট ধৃষ্ট মানা কর সই।
মোর অঙ্গস্পর্শ যেন কভু করে নাই॥
যে মোর অঙ্গেতে হাত দিবে জোরাবরি।
গোধন শপথ † তার বংশী যাবে চুরি॥
সখীগণ কর্ণে কর্ণে প্রবোধ জন্মায়।
শির হেলাইয়া পুন উলটিয়া ধায়॥

সখীগণ ধরি পুন অনেক তুষিয়া।
কৃষ্ণের নিকটে দিলা বামে বসাইয়া॥
যদ্যপিহ উৎকণ্ঠা পরম হৃদিমাঝ।
তথাপিহ-না না না না কহে করি লাজ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ধরি তবে আলিঙ্গিতে চাহে।
ঈষত রোদন মুখে না না না না কহে॥
উঠিয়া যাইতে পুন উদ্যম করিল।
কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষস্থলে ধরি আগলিল॥
ঈষত রোদন করি করেতে ঠেলয়।
লম্ফঝম্প দিয়া সখীগণেরে ধরয়॥
তাহাতে যে অভরণ-শবদ ঝনকে।
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-হৃদয় চমকে॥
অনিমিখে চাহে হৃদি করে দুরুদুরু।
হাত যোড়ে সখী-আগে নাচাইয়া ভুরু॥
মুচকি হাসিয়া সখীগণ আশ্বাসয়।
স্থির হও বৈস তব পূরিব আশয়॥
তবে কৃষ্ণ ভ্রমে বসিলেন ভূমিতলে।
হাঁসিয়া রমণীগণ শ্লেষে * কিছু বলে॥
এত কেনে দিশাহারা হইলে নাগর।
আকাশের চান্দ কি হঠাত মিলে কর॥
ক্ষুধার্ত্ত হইলে কিবা গৌন নাহি সহে।
অমৃতের আশ্রয় কি মুখ মেলি রহে॥
এত কহি বদনে বসন দিয়া হাঁসে।
চেতন পাইয়া কৃষ্ণ আসনেতে বৈসে॥
পুনর্ব্বার ধরি সবে আনি কৃষ্ণবামে।
বসাইল সখীগণ তুষি ক্রমে ক্রমে॥
বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে পশ্চাত করিয়া।
সখীর বস্ত্র ধরি আড়ঘোমটা টানিয়া॥ †
কৃষ্ণচন্দ্র সখীগণে কহে আঁখি ঠারি।
তোমরা বাহিরে যাহ দ্বার রুদ্ধ করি॥
মুচকি হাসিয়া সখীগণ উঠি যায়।
অঞ্চল ধরিয়া রহে নাহিক ছাড়য়॥

---

* পাঠান্তরে—"হিয়া।"
† পাঠান্তরে—"সম্পদে।"

* পাঠান্তরে—"স্নেহে।"
† পাঠান্তরে—
"রহিলা সখির বস্ত্রে ঘোমটা টানিয়া।"

কৃষ্ণ কথাছলে অন্যমনা করাইয়া।
ছুটিয়া বাহির গেলা দ্বার লাগাইয়া॥
কৃষ্ণের কম্পিত অঙ্গ মদন হুতাশে।
কমলে ভ্রমর যেন মধুর পিয়াসে॥
দুরুদুরু হিয়া অতি চঞ্চল হইল।
আলিঙ্গন করিবারে উদ্যম করিল॥
প্যারী করে কর ঠেলি উঠি একভিতে।
দাণ্ডাইলা কাঁপে অঙ্গ লজ্জা-ভয়-রীতে
কৃষ্ণচন্দ্র যাই বহু বিনতি করয়ে।
মদনে মোহিত হৈয়া চরণে পড়য়ে॥
চরণে পড়িয়ে কহে প্রসন্ন যে হও।
স্মর খরতর হৈতে আমারে তরাও॥
কৃষ্ণের করুণা শুনি দ্রবিল অন্তরে।
মানতে বাসনা কিন্তু লাজে শুঙ্গি করে॥
তবে উন্মত্তের ন্যায় অধৈর্য্য হইয়া।
গাঢ় আলিঙ্গন কৃষ্ণ করে ধরি হিয়া॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে প্যারী বিবশ হইলা।
লোমাঞ্চ শরীর বক্ষে লটকি রহিলা॥
লজ্জা-ভয় গেল নিজ দেহ পাসরিলা।
কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষে ধরি শয্যায় লইলা॥
আলিঙ্গন চুম্বন করয়ে বারে বারে।
আকাশের চাঁদ যেন মিলি গেল করে॥
চাতকের মিলে যেন মেঘবরিষণ।
শতাব্দ ক্ষুধিতে যেন মিলে সুধাপান॥
কত বা আদর করে কত বা তোষয়ে।
চিবুক ধরিয়া পুন বদন হেরয়ে॥
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে কপোলে কপোলে।
মিলিয়া চুম্বয়ে পুন বদনকমলে॥
গিরিধর হেমগিরি হৃদয়ে ধরিয়া।
সহিতে না পারে ভার পড়ে আলুয়াইয়া॥
অঙ্গুলি-অগ্রেতে যেঁহ পূর্ব্বে ধরে গিরি।
এবে হেমগিরি ধরে হৃদয় পসারি॥
তথাচ না পারে তার ভার সহিবারে।
ভূমে রাখি কোপে পুন উঠায় উপরে॥
বজ্র দিয়া চূর্ণ করিবারে চাহে গিরি।
ভ্রমাইয়া উপাড়িতে চাহি করে ধরি।
ক্রীড়ারস-বিশেষ-অমৃত পান করি।
হাস্ত উপজিল মুখে হেরিয়া সুন্দরী॥

সুন্দরী তখন লজ্জা পাইয়া উঠিয়া।
বিমুখ হইয়া বৈসে বস্ত্র সম্বরিয়া॥
কৃষ্ণচন্দ্র পবন করয়ে বস্ত্র দিয়া।
মিষ্টবাক্য কহি মুখ দেয় মুছাইয়া॥
ধনি করপদ্মে কর ঝঙ্কার করিয়া।
উৎফুল্ল বদন কোপে ফেলায় ঠেলিয়া॥
পুন কৃষ্ণ-অঙ্গ-স্পর্শে লজ্জা দূরে গেল।
রসের উল্লাসে দোঁহে রজনী বঞ্চিল॥
প্রভাতসময়ে সখীগণ কুঞ্জে আসি।
বদনে বসন দিয়া কহে হাসি হাসি॥
কি করহ সখি হেথা কুঞ্জের ভিতর।
গৃহে না যাইতে চাহ পাইয়া নাগর॥
আহা মরি অঙ্গে ক্ষত বেশ ছিন্নভিন্ন।
মুখ ম্লান দেখি তাহে তাম্বুলের চিহ্ন॥
কৃষ্ণেরে কহয়ে তুমি কেমন গোঁয়ার।
ছি ছি তব কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার॥
সোণার লতিকা রাই নব কমলিনী।
দলন করিলে করী মাতোয়ার জিনি॥
পীড়া দিলে সর্ব্ব অঙ্গে পেষণ করিয়া।
উঠিতে নারয়ে রাই ধরণী ধরিয়া॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হাসে মুচকিয়া।
লজ্জায় উঠয়ে রাই বস্ত্র সম্বরিয়া॥
ঝমকিয়া তুরিতে সখীর আড়ে গিয়া।
তর্জ্জন করয়ে সখীগণেরে ভর্ৎসিয়া॥
মিছা ইকি বলিস গো কিসের বা চিহ্ন।
অঙ্গ বা দলিল কেটা কিবা ছিন্ন ভিন্ন॥
তোদের সহিত আর কোথাও না যাব।
মিথ্যা অপবাদ এত সহিতে নারিব॥
কবাট মুদিয়া মোরে রাখি গেলা কুঞ্জে।
পুন নানা কথা কহি মিছামিছি গঞ্জে॥
আমি ঘরে যাই বলি ক্রোধভাবে ধায়।
ধরতর করি দুই চারি পদ যায়॥
বিপর্য্যয় বস্ত্র গৌরী-অঙ্গেতে আছয়।
তাহা দেখি সখীগণ হাসিয়া কহয়॥
সখি তুমি ঘরে যাও তার নাহি দায়।
পরের বসন কেনে উড়ি যাও গায়॥
তাহা শুনি নিজ-অঙ্গবস্ত্র-পানে চায়।
লজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ায়॥

সখীগণ পরস্পর মুচকি হাসয়।
সে কৌতুক দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসয়॥
তবে রাই ঈষত রোদন মৃদু হাস্য।
লজ্জার সহিত সে যে পরম রহস্য॥
আঁখি কচালিয়া পাছু গ্রীবা ফিরাইয়া।
ঈষত কুঞ্চিত আড়নয়নে চাহিয়া॥
সখীগণে কহে মোর বস্ত্র দেহ আনি।
দেহে মোর উড়াইলি কাহার উড়ানি॥
সখীগণ কহে তবে হাসিয়া হাসিয়া।
আমরা কখন দিনু উড়ানি আনিয়া॥
কাহার সহিত তুমি পরিবর্ত্ত কৈলে।
পুরুষের বস্ত্র কোথা কি আনি পাইলে॥
তাহা শুনি ক্রোধমনে বঙ্কিমনয়ানে।
চাহিয়া ভর্ৎসন তবে করে সখীগণে॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে তবে সখীগণ রঙ্গে।
নীলবস্ত্র নিয়া পরাইল রাই-অঙ্গে॥
নিজ অঙ্গ হৈতে রাই পীতবস্ত্র খুলি।
ঝঙ্কার করিয়া টান মারি দিল ফেলি॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ অনঙ্গ-সাগরে।
ভাসিয়া না পায় কুল তরঙ্গে সাঁতারে॥
তবে নিশি অবসান সূর্য্যের উদয়।
বুঝিয়া তটস্থ হৈল সখীগণচয়॥
রাই লইয়া যাইতে সবে উদ্যম করিলা।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহে অতি নিরুৎসা হইলা॥
রাই-মুখ ম্লান হৈল অন্তরে কাতর।
ছল করি কৃষ্ণপানে চাহে বারেবার॥
অতএব হেন রসলীলা যে সঙ্কেতে।
তাহার তুলনা দিতে কি আছে জগতে॥
সঙ্কেত-বটের পদে শরণ লইতে।
বড়ই বাসনা হয় কৃষ্ণদাস চিতে॥
নন্দবট নন্দ মহারাজের কীরিতি।
গোচারণকালে স্নিগ্ধচ্ছায়ে বৈসে তথি॥
বন্ধুগণসহ নানা কথোপকথনে।
বৈসেন করেন মিষ্ট অন্ন জলপানে॥
শ্রীমন্নন্দরাজ-মহাসুখ-অনুকূল।
ধন্য যে পরমশ্রেষ্ঠ সেই বটমূল॥
অতএব তাঁহার চরণে নমস্কার।
উপায় পরম ইষ্ট তেঁহ যে আমার॥

অথ যাবট।

যাবট কিশোরীজীর গ্রামের ভূষণ।
যাবট বলিয়া সেই গ্রামের আখ্যান॥
অভিমন্যালয় মণিমাণিক্যে নির্ম্মাণ।
ঐশ্বর্য্য-গোধন-আদি নাহিক গণন॥
শ্রীমতীর পতি-অভিমানী অভিমন্যু।
নপুংসক দৃষ্টিমাত্র পুরুষের চিহ্ন॥
জটিলা শাশুড়ী আর ননন্দা কুটিলা।
দেবর দুর্ম্মুখ নামে গোষ্ঠে সদা মেলা॥
অনঙ্গমঞ্জরী ভগিনীর তেঁহ পতি।
ভগিনীর সহ এক ঘরেতে বসতি॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহ পরমরূপসী।
তুলনা নাহিক যার জিনি কোটি শশী॥
সহজে মঞ্জরী সখী পরমপ্রেয়সী।
শ্রীমতীর ভগ্নী তাহে অধিক সরসী॥
শ্রীমতীর মহল নির্জ্জন মণিময়।
সুন্দর যে শোভা তার বর্ণন না হয়॥
গৃহ সব হেমময় জড়াও মণিতে।
তাহাতে রচনা লতাবুটা চারিভিতে॥
মুক্তার ঝালর ক্ষুদ্র হীরার সহিত।
পাটের থোপনা তাহে অতি সুললিত॥
স্ফটিকমণির থাম্বা ঝলমল করে।
অপূর্ব্ব তোরণ শোভে হেরি মনোহরে॥
পদ্মরাগ চন্দ্রকান্তি মণির গঠন।
নানা চিত্ররেখা হয় স্বর্ণেতে জোটন॥
অপূর্ব্ব পালঙ্ক করিদন্তেতে নির্ম্মিত।
দুগ্ধফেণবত শয্যা তাহাতে শোভিত॥
পালঙ্কের অধো হয় কমল বিছানা।
তাহাতে বালিশ পার্শ্বে পাটের থোপনা॥
স্নান-ভোজনের বেশরচনের স্থান।
পৃথক পৃথক হয় অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ॥
সখী আর সেবাপরা মঞ্জরীর গণ।
দাসী আদি করি তার না হয় গণন॥
প্রেমে সেবা করে সবে পরম উৎসাহে।
তাঁহার সুখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে॥
শ্রীমতীর সুখের সুখি' দুখের যে দুখী'।
কিসে বা জন্ময়ে সুখ থাকয়ে নিরখি॥

কৃষ্ণপ্রেমানন্দে রাই সদা পুলকিত।
কৃষ্ণগুণকথারসে সদাই পিরীত॥
কৃষ্ণসনে আলিঙ্গন-সঙ্গম-কারণ।
সদা সখীগণ করে উপায়চিন্তন॥
অভিসার করিবার গোপত দুয়ার।
আছয়ে উদ্দেশ কেহ না পায় তাহার॥
অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়া দ্বার।
বাহিরেতে বন আচ্ছাদন ছত্রাকার॥
তাহার কিঞ্চিৎ দূরে হয় গড়খাই।
তাহার তুলনা দিতে স্থান আর নাই॥
দুই পারে রত্নময় কেতকীর-বন।
নানাজাতি বৃক্ষ শোভে পরমনির্জ্জন॥
জলে শোভে কুমুদ কহ্লার কুবলয়।
প্রফুল্লিত তাহে মত্ত মধুকরচয়॥
তাহা পার যাবার যে পথ সুনির্ম্মিত।
জলমধ্যে মণিস্তম্ভোপরি রত্নভিত॥
তাহার উপরে হয় প্রবালের পাটা।
আলিসা দুধারি তার স্বর্ণ-মণি-জটা॥
সাঁকো বলি লৌকিকভাষাতে যারে কহে।
পরম সুন্দর সেই প্রাকৃতিক নহে॥
অভিসার-সমে সখীগণ আসি মিলি।
পরম সুন্দর করে কৌতুক হুলাহুলি॥
কেহ নানা মিষ্ট-অন্ন বানাইয়া আনে।
কেহ কেহ মাল্য চন্দন পানদানে॥
কেহ নানা গন্ধ নানা দ্রব্য উপহার।
কৃষ্ণের নিমিত্ত হেতু কুঞ্জে লইবার॥
শ্রীমতীর বেশ বনাইয়া সবে দেন।
মধ্যে মধ্যে পরিহাস রহস্যবচন॥
কৃষ্ণসুখহেতু কৃষ্ণ-মন-বৃত্তি জানি।
প্যারীজীর বেশ করে সকল রমণী॥
বেণীর রচনা কেহ করেন কৌতুকে।
মণিগুচ্ছা দেন তার মধ্যে থাকে থাকে॥
অগ্রে লটকিয়া দেন স্বর্ণময় ঝাঁপা।
মূলভাগে বেড়ি দিল মল্লিকার থোপা॥
নাসায় তিলক কেহ কপালে সিন্দূর।
অঙ্গ মোহাইয়া লেপে কুঙ্কুম কর্পূর॥
কর্ণভূষা নানা মণি-মুক্তায় জড়িত।

কেহ ত পরায় কণ্ঠে মণিমুক্তাহার।
রতন ধুকধুকি মরকত মণিসার॥
চরণে নূপুর মণি-ঘুঙ্গুর পঞ্চম।
যাহার মধুরধ্বনি কৃষ্ণমনোরম॥
কটিতে কিঙ্কিণী করে বলয়-কঙ্কণ।
যাহাতে কৃষ্ণের মত্ত শ্রবণ-নয়ন॥
ইত্যাদি করিয়া ভূষা মাল্য বস্ত্র গন্ধে।
সাজাইলা সবে মেলি পরম আনন্দে॥
কিবা অপরূপ রূপ ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
কিশোরসহিত মাত্র উপমা কিশোরী॥
তবে অভিসার করি প্যারীকে লইয়া।
চলিলেন সব সখী হরষিত হইয়া॥
যেবাপরা সখীগণ উৎসাহ করিয়া।
পরস্পর ঝকোড়েন হাসিয়া হাসিয়া॥
খাদ্যদ্রব্য ঝারি মাল্যগন্ধাদি যতেক।
সবে কহে আমি নিব গোপিকা শতেক॥
যাহার যে উপযুক্ত সেবামতে নিলা।
নানা বাদ্যযন্ত্র বীণা-আদিক লইয়া॥ *
চুপে চুপে ধীরি ধীরি খিড়কি-দুয়ার।
খুলিয়া বাহির হৈল সভয়-অন্তর॥
সঙ্কেতকুঞ্জেতে গিয়া পিয়াসনে মিলি।
পরানন্দ-কৌতুকে রসের হুলাহুলি॥
কিশোর-কিশোরী দোঁহে দোঁহা-দরশনে।
উপজিল মৃদুহাস দোঁহার বদনে॥
চক্ষে চক্ষে নাহি প্যারী ঈষত লজ্জায়।
কুঞ্চিত নয়ানে কিছু হেঁট-দৃষ্টে চায়॥
তবে কৃষ্ণ করে ধরি বামে বসাইয়া।
কত না আদর করে বদন চুম্বিয়া॥
নানা-রস-কৌতুকেতে রজনী বঞ্চয়।
কত যে কাহিনী তাহা কহা নাহি যায়॥
যাবট যে বট যথা শ্রীমতীর গৃহ।
কে কহিতে পারে তার মহিমাসমূহ॥
কিঞ্চিত কহিনু মাত্র মন বুঝাইতে।
তাঁর কৃপামৃত-আশা কৃষ্ণদাস-চিতে॥

ইতি সপ্তবট॥

---

* পাঠান্তরে— [illegible] লইয়া চলিলা।

অথ সপ্তনদী।

সপ্তনদী হয় মহামহিমা অপার।
প্রত্যেক কহিতে নারি মূলের বিস্তার ॥
কৃষ্ণগঙ্গা পাতালজাহ্নবী সরস্বতী।
মানসগঙ্গা অলকনন্দা যমুনা গোমতী ॥
মানসগঙ্গা যিনি গোবর্দ্ধনে স্রোত-নদী।
যমুনার সহ মিলি রহে নিরবধি ॥
অতুল মহিমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতি।
নৌকাখণ্ডলীলা কৈল লইয়া যুবতী ॥
দধি-ঘৃত-বিকি-ছলে রাধিকা সুন্দরী।
কৃষ্ণদরশনে যায় সঙ্গে সহচরী ॥
দধির পসরা মাথে সব গোপীগণে।
উত্তরিলা মানসগঙ্গার তীরবনে ॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র রসিকশেখর।
নৌকা এক চড়ি আইসে অতি খরতর ॥
দেখিয়া রমণীগণ যেন নাহি দেখে।
পারে রাখি নৌকা অন্য দিকেতে নিরখে ॥
নাবিকস্বরূপ কৃষ্ণে দেখে গোপীগণ।
অনিমিখে চাহে সবে আনন্দে মগন ॥
ঠারিয়া কহয়ে রাই তবে ললিতারে।
ডাকহ নাবিকে সাধ পার করিবারে ॥
ললিতা সুন্দরী তবে ঈষত হাসিয়া।
ডাকয়ে নাবিকে তবে মধুর করিয়া ॥
কে তুমি খেয়ারি অহে পার করি দেহ।
নৌকা নিয়া আইস উপযুক্ত কড়ি লহ ॥
কৃষ্ণ তাহা শুনিয়াও নাহি দেয় কাণ।
ইতি-উথি চাহে তুড়ি দিয়া করে গান ॥
পুনঃপুন ডাকিতেই ফিরিয়া তাকয়ে।
কে ডাকে কে ডাকে বলি হাঁকিয়া কহয়ে ॥
পার হইবার সময় এখন যে নয়।
বুঝিয়া যদ্যপি দান দেহ তবে হয় ॥
ইহা কহি মুখ ফিরাইয়া বসি রহে।
চকিয়া সখীগণ পুনর্ব্বার কহে ॥
আইস বুঝিয়া দিব বেতন তোমার।
যাহা যাহ তাহি দিব শীঘ্র কর পার ॥
তবে কৃষ্ণ কহে পুন ধর্ম্ম সাক্ষী করি।
যাহা চাহি তাহি দিবে তবে আনি তরি।
বদনে বসন দিয়া হাসে সখীগণ।
প্রিয়সখী পানে সবে চাহে ঘনেঘন ॥
নাবিকেরে কহে আইস যা চাহ তা দিব।
শীঘ্র পার কর মোরা ত্বরায় যাইব ॥
শ্রীমতী কহেন সখি যা চাহ তা দিব।
অ কেনে কহিলি বড় জঞ্জাল হইব ॥
তাহা শুনি সখীগণ হাসিয়া উঠিল।
তোমার কি ভয় সখি এতেক হইল ॥
রঙ্গদেবী কহে তবে নানারঙ্গ করি।
ভয় নাই কেনে সখি দেখহ বিচারি ॥
বেতন দিবার দায় বিচার ত যার।
হৃদয়েতে জাগে তার দায় আপনার ॥
অতএব এবে এড়াইতে পথ নাই।
পড়ি গেলা শুয়া ফান্দে যা করে গোসাঞি ॥
রাহুমুখে পড়ি গেলা পূর্ণ শশধর।
কমলিনী হেরিয়া কি ছাড়য়ে ভ্রমর ॥
ভাবিলে কি হবে হেম-সুধা-ঘটদ্বয়।
আজি লোঠা গেল তার নাহিক সংশয় ॥
তবে সুবদনী লাজে বদন ঝাঁপিয়া।
রুষ্টপ্রায় কহে কিছু ঝঙ্কার করিয়া ॥
ভ্রূভঙ্গি করি কহে দূর লো পামরি।
নিজ মন-বৃত্তি কহ পরের উপরি ॥
বেতন দিবার সাধ থাকে যদি তোর।
দেগা লো যাইয়া তুই তাহার কি ঘোর ॥
হাস-পরিহাসে বড় কৌতুক হইল।
অন্তরে কিশোরীজীর আনন্দে পূরিল ॥
প্রফুল্লবদনে কৃষ্ণ নৌকা ধীরে ধীরে।
বাহিয়া আইলা গোপীকার বরাবরে ॥
হেমে জড়া সুবিচিত্র মনোহর তরি।
রত্ন-কেরোয়াল তাহে স্বর্ণময় ঝুরি ॥
বক্ষে কেরোয়াল শোভে চরণে চরণ।
হেরিয়া গোপিকাগণ প্রেমেতে মগন ॥
পরস্পর কহে সবে ছলছল আঁখি।
কিবা অপরূপ রূপ দেখ দেখি সখি ॥
যমুনা করেছে আলো নবীন কাণ্ডারী।
শ্যাম-অঙ্গ জলধর সৌদামিনী তরি ॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা-রূপে অমিয়া খেরিছে।
হাসির হিল্লোলে কত মুকুতা পড়িছে ॥

শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্য নদীতরঙ্গ চলিছে।
রূপের মাধুরীরসে স্রোত বহিতেছে॥
প্রতিবিম্ব জলমধ্যে তরঙ্গ সচল।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি পরম উজ্জ্বল॥
তবে গোপী কহে অহে সুন্দর কাণ্ডারী।
মোরা পারে যাব শীঘ্র দেহ পার করি॥
কৃষ্ণ কহে পার করি তার নাহি দায়।
বেতন কি দিবে তাহা করহ নিশ্চয়॥
ললিতা কহেন যোগ্য বেতন যে লহ।
আট কৌড়ি পাবে দধি-পসারের সহ॥
কৃষ্ণ কহে তোমার উচিত কথা নহে।
বিচার করিয়া কহ রহে সহে যাহে॥
পরমসুন্দরী তাহে নবীন-যুবতী।
ভূষণে শোভিত কত হার হীরা মতি॥
আর তাহে রসের হিলোলে মৃদুহাসি।
হৃদয়ে শোভয়ে কিবা রতন-কলসী॥
তোমা-সেবা-সম আঢ্য কে আছয়ে আর।
ছোট কথা উপযুক্ত না হয় তোমার॥
অতএব তোমা-সবার পার যে করিতে।
কোটি স্বর্ণমুদ্রা চাহি বিচার-সম্মতে॥
তাহা শুনি ললিতা কহয়ে রহ রহ।
আপনা সমুঝি মুখ সামালিয়া কহ॥
কুলবতী সতীগণে ইঙ্গিত করহ।
বুঝিবে পশ্চাত যদি পুনরায় কহ॥
কৃষ্ণে কহ স্বরূপ কহিতে যদি কুঠ।
না কহিব বরঞ্চ নৌকায় আসি উঠ॥
অর্থ রতন মুদ্রা কিছুই না লব।
তোমা-সবার বায় নাহি তাহাই লইব॥
তোমার পশ্চাতে কেউ নবীন-কিশোরী।
তড়িত-লতিকা কিংবা সোনার পাগরি॥
অমিয়া নিন্দিয়া মৃদুমৃদু মন্দ হাসি।
বদন-সৌন্দর্য্য হেরি কান্দে কোটি শশী॥
আহা মরি এমন রূপসী ত্রিভুবনে।
কভু দেখি নাই কভু না শুনি শ্রবণে॥
উহার সহিত একবার আলিঙ্গন।
ইহা মাত্র চাহি নাহি চাহি কোন ধন॥
ইহাতে যে তোমা-সবার ব্যয় কিছু নাহি।
শপথ করিয়ে যদি আর কিছু চাহি॥

অনায়াসে পার হৈয়া যাও বিনা অর্থে।
মোর যশ গাইতে গাইতে যাবে পথে॥
ললিতা কহেন পুন নির্লজ্জ যে তুমি।
ভর্ৎসনা করিয়া তোমায় হারিলাম আমি॥
পুন যদি কটু কহ তবে সাজা পাবে।
মাথায় ঢালিব দধি পশ্চাতে জানিবে॥
তবে কৃষ্ণ যেন তাহা শুনে শুনে নাই।
কহে যে কহিলাম ভাল দেও যে তাহাই॥
ত্বরায় নৌকায় চড় উহাঁয় অগ্রেতে।
চড়াইয়া বসাও আনি আমার পার্শ্বেতে॥
গোপীগণ মুচকিয়া হাসিয়া কহয়।
হাসি পায় দুঃখ ধরে না কহিলে নয়॥
গ্রামে নাহি মানে হৈলে আপনি মণ্ডল।
পরের রমণী দেখি হইলে চঞ্চল॥
আজ্ঞা করিতেছ নিজ বামে বসাইতে।
ভয় লজ্জা নাহিক কিঞ্চিৎ তব চিতে॥
পুন কৃষ্ণ কহে ভাল যে ইচ্ছা তোমার।
যেখানে বসাও সেই সৌভাগ্য আমার॥
মুচকিয়া গোপীগণ নৌকায় চড়িলা।
শ্রীমতীরে ঘেরি সবে চৌদিকে বসিলা॥
রাধাকৃষ্ণ-মিলনে মনে সবার আনন্দ।
বাহে কিছু প্রকাশয় রসের প্রবন্ধ॥
কৃষ্ণদরশনে প্যারীর নয়ান চঞ্চল।
যতনে নিবারে তবু করয়ে উছল॥
আনমনা হইয়া বসিলা সবে নায়।
আন কথা কহে সবে কৃষ্ণে না তাকায়॥
চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ প্যারীকে দেখিতে।
ইথি উথি ফিরে কেরুয়াল করি হাতে॥
মাঝগঙ্গা-পাথারে লইয়া যবে তরি।
মন্দমন্দ হাসিতে খেলিতে গেলা হরি॥
হেনকালে ঘোর অন্ধকার করি মেঘে।
চৌদিক ঘেরিয়া সে আইল মহাবেগে॥
প্রচণ্ড বহয়ে বায়ু উছলে তরঙ্গ।
কৃষ্ণের তাহাতে কিছু নাহি ভুরুভঙ্গ॥
নৌকার ঝলকে জল উঠিয়া ভরিল।
মন্দ মন্দ বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল॥
উছল পাথার হয় নৌকা না ঠাহরে।
গোপীগণ স্থির হৈয়া বসিতে না পারে॥

উলটিয়া পড়ে শুড়া জড়াইয়া ধরে।
পরস্পর জড়াজড়ি করি ধরে ডরে॥
দধি ঘৃত উলটিয়া সব পড়ি গেল।
অঙ্গের উড়নি খসি কোথায় পড়িল॥
উড়াইয়া বায়ুবেগে নিয়া গেল দূর।
সর্ব্বাঙ্গ উদাস হৈল সুন্দরীগণের॥
কৃষ্ণের যে মনোরথ বিধি ঘটাইল।
দুর্লভ দর্শন অনায়াসে যে হইল॥
উরজ উদয় পৃষ্ঠ-আদি কেশপাশ।
অনিমিখে হেরে কৃষ্ণ পরম উল্লাস॥
কিশোরীর পানে চাহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া।
মুচকি মুচকি হাসে আঁখি মটকিয়া॥
ঈর্ষা-ক্রোধ-ভাবে আঁখি আড়দৃষ্টি করি।
কৃষ্ণপানে চাহে রাই সুন্দরী নাগরী॥
ভ্রূভঙ্গি করিয়া গালি পাড়ে মুহুমুহু।
তাহাতে যে শোভা সুধা উগারয়ে বিধু।
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ-হৃদয়।
স্মর-খরতর-শরে আপনা ভুলয়॥
তবে গোপীগণ ঝড়-তুফান দেখিয়া।
তরঙ্গে অস্থির নৌকা প্রমাদ গণিয়া॥
কৃষ্ণের অনিষ্টচিন্তা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কৃষ্ণমুখপানে চাহে উদ্বিগ্ন হইয়া॥
কাতর হইয়া তবে যোড়পাণি করি।
কহয়ে কৃষ্ণেরে কিছু চক্ষে বহে বারি॥
হেদে হে নাগর কানু সুন্দর কাণ্ডারী
ভয়েতে কাতর মোরা দেহ পার করি॥
প্রচণ্ড পবন তাহে নদী বেগবান।
উছলিছে তরঙ্গ যে প্রলয়-সমান॥
তাহে ঘোর মেঘারম্ভ বিন্দু পড়িতেছে।
বেলা অবসান সূর্য্য অস্ত হইতেছে॥
আমরা মরি যে তার লাগি ভাবি নাই।
তোমার অনিষ্ট পাছে হয় ভয় পাই॥
তথাপিহ পরিহাস করে রসরাজ।
যনাইয়া গিয়া বৈসে গোপীর সমাজ॥
অধিক টলমল নৌকা করিতে লাগিল।
ভয়েতে কিশোরী কৃষ্ণের কণ্ঠেতে ধরিল॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ বক্ষেতে রাখিয়া।
শত শত চুম্ব দিল চিবুকে ধরিয়া॥

তবে তরি কৃষ্ণ পারে লইয়া যে গেল।
প্রণয়-ভং'সন গোপী করিতে লাগিল॥
দধি-দুগ্ধ-মাখনাদি কৃষ্ণে খাওয়াইয়া।
কষ্টে নিজ নিজ গৃহে গেলেন চলিয়া॥
হেন রসরঙ্গ যে মানসগঙ্গোপরি।
আনন্দে করয়ে সদা কিশোর-কিশোরী॥
তাহার মহিমা-গুণ কে কহিতে পারে।
জীবের শকতি নহে এ তিন সংসারে॥
শ্রীমন্মানসগঙ্গা কৃপাদৃষ্টে হের।
কৃষ্ণদাস পরিহার করে অঙ্গীকর॥

তত্র শ্রীকালিন্দী।

শ্রীমতি কালিন্দী জলে সদা কৃষ্ণ রঙ্গ।
জলকেলি-আদি করে গোপিকার সঙ্গ॥
অদ্যাপিহ গো-গোপ-গোপী-গণ-সঙ্গে।
যমুনার জলে বিহরয়ে নানারঙ্গে॥
অহো কি দুর্ভাগ্য ভাগ্যহীন এই জন।
যমুনার জল যেই না করিল পান॥

শ্লোকঃ—

অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলম্।
গো-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥১

অতএব যমুনার মহিমাবর্ণন।
নরে কি করিবে নাহি পারে দেবগণ॥
যমুনার জলক্রীড়া গোপীকাসহিত।
চমৎকার কৃষ্ণচন্দ্র লীলার উচিত॥
কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-ঠাকুর বর্ণিল।
ত্রিভুবন-জন মন মোহিত করিলা॥
আমি কি বর্ণিব তাহে মূর্খ বুদ্ধিহত।
বর্ণিতে বিজ্ঞের মুখ কৈল আচ্ছাদিত॥
অতএব সংক্ষেপে শ্রীযমুনামহিমা।
কহিল কিঞ্চিত তার না পাইল সীমা॥

শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড।

চৌরাশীতি কূপ আর চৌরাশীতি কুণ্ড।
সর্ব্বতীর্থশিরোমণি জিনিয়া ব্রহ্মাণ্ড॥

যে স্থানে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ গো, গোপ, ও গোপিকার সহিত সর্ব্বদা কেলি-ক্রীড়া-রসে নিমগ্ন, সেই যমুনা জল যে ব্যক্তি পান না করিল, তাহার কি দুর্ভাগ্য ? ১।

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পরাৎপর সার।
ত্রিজগত মধ্যেতে উপমা নাহি আর॥
তার মধ্যে শ্রীল-রাধাকুণ্ডের মহত্ত্ব।
ব্রহ্মা-শিব-আদি যার নাহি জানে তত্ত্ব॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আর বাহ্যে পরব্যোমে।
যাহার অধিক সম নাহি কোন ধামে॥
বৃন্দাবন পরাৎপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
তাহার মধ্যেতে সর্ব্বোত্তম অনুপম॥

যথা—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ১॥

রাধাকুণ্ডে স্নান যেই করে একবার।
রাধিকা-সমান প্রেম জনমে তাহার॥
স্নান-পান-মাত্রে ছুটে সংসারের ফাঁসি।
তৎক্ষণাত হয় সেই রাধিকার দাসী॥
কুণ্ডের প্রকট কিছু কহিব সংক্ষেপে।
আর শ্যামকুণ্ড প্রকটিলা যেইরূপে॥
শ্যামকুণ্ডস্নানে শ্রীরাধিকা প্রীত হন।
রাধাকুণ্ডস্নানে কৃষ্ণ বিক্রীত মানেন॥
একদিন শ্রীরাধিকা সহ গোপীগণ।
কৌতুকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে দেহ ওলাহন॥
বৎসাসুরবধ তুমি স্বেচ্ছায় করিলে।
অতএব মহাপাপ গোবধী হইলে॥
তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত যদ্যপি করিবে।
তবে তুমি আমা-সবার স্পর্শযোগ্য হবে॥
পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থে স্নান যদি কর।
তবে মহাপাপ হৈতে শুদ্ধ হৈতে পার॥
অতএব আমা-সবাকারে না ছুঁইহ।
মো-সবার নিকট হইতে দূর যাহ॥
তাহা শুনি কাঁকর হইয়া কৃষ্ণ কহে।
ভাল ভাল প্রায়শ্চিত্ত যে করিব নহে॥
তবে কৃষ্ণ মুরলীর প্রান্তভাগ দিয়া
কুণ্ড এক করিলেন মৃত্তিকা খুদিয়া॥

ব্রহ্মাণ্ডে যতেক তীর্থ গঙ্গা-আদি করি।
স্মরণ করিলা সবাকার প্রভু হরি॥
তৎক্ষণাত আইলা সকলে মূর্ত্তি ধরি।
দাণ্ডাইলা কৃষ্ণ-আগে যোড়হস্ত করি॥
গোপীগণ দেখি তাহা চমৎকার হৈল।
এ সব অপূর্ব্ব রূপ কোথা হৈতে আইল॥
কৃষ্ণ কহে ইহঁ হন সব তীর্থগণ।
ইহঁা-সবা এই কুণ্ডে করিয়ে স্থাপন॥
স্নান করি পাপ দূর এখনি করিব।
তোমা-সবার অঙ্গ-আলিঙ্গনে যোগ্য হব॥
মুচকি হাসিয়া গোপী কহে পরস্পর।
কি কুহক জানে এই কালিয়া কিশোর॥
তীর্থগণ ইহার আজ্ঞায় সব আইল।
কিবা মন্ত্র জানে কিবা যোগসিদ্ধি কৈল॥
তবে কৃষ্ণ তীর্থগণে কুণ্ডেতে স্থাপিয়া।
স্নান কৈল গোপিকার সম্মুখে রহিয়া॥
অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা ঝলমল করে।
সর্ব্বতীর্থময় মহামহিমা বিস্তারে॥
দেখিয়া বাসনা হৈল রাধিকা-অন্তরে।
আমিহ অমনি কুণ্ড করিব সত্বরে॥
এত ভাবি সখীগণ-সহিত কিশোরী।
খোদয়ে তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণে ঈর্ষা করি॥
পরস্পর কহে সবে উহার উত্তম।
খুদিব যে কুণ্ড মোরা পরমমোহন॥
তীর্থগণে বোলাইয়া আমারা আনিব।
কৃষ্ণের কুণ্ডের জল ছেঁচিয়া লইব॥
এত কহি কেহ নিল শুখুনা লকড়ি।
কেহ নিল শিলাটুক কেহ নিল খড়ি॥
খুদিতে লাগিল সবে কুণ্ড করিবারে।
রাধিকা সুন্দরী নিজ কঙ্কণে আঁচড়ে॥
খুদিতে খুদিতে এক কুণ্ড প্রায় হৈল।
কিন্তু জল না হইল তীর্থ না আইল॥
সবার বদনপানে সবাই চাহয়।
বদনে বসন ঝাঁপি মুচকি হাসয়॥
ঈষৎ ফিরাইয়া মুখ কৃষ্ণপানে চাহে।
লজ্জিত হইয়া সবে ঠারাঠারি কহে॥
লজ্জার বিষয় সখি কি করি উপায়।
[illegible]

রাধা, কৃষ্ণের যেমন প্রিয়া, রাধাকুণ্ড
তাঁহার তেমনই প্রিয়। সমস্ত গোপিকা-মধ্যে

কৃষ্ণ দূরে থাকি দেখি মৃদুমৃদু হাসে।
কিশোরীর দেখি রঙ্গ প্রেমানন্দে ভাসে ॥
তবে সব সখীগণ যুকতি করিল।
লাজ খাইয়া কৃষ্ণস্থানে যাইতে হৈল ॥
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া সুকুমারীগণ।
ভঙ্গি করিয়া কিছু হাসিয়া কহেন ॥
তুমি যে খুদিলে কুণ্ড তীর্থ যে আনিলে ॥
বুঝিতে নারিনু কিবা কুহক করিলে।
আমা-সবা নারীগণে কিংবা ভুলাইলে।
প্রায়শ্চিত্ত করি বলি মিথ্যা যে কহিলে ॥
অতএব মোরা এই কুণ্ড যে খুদিনু।
ইথে তীর্থগণ আনি স্নান-পান বিনু ॥
প্রতীতি না হবে আমা-সবাকার মনে।
গেল কি না গেল পাপ জানিব কেমনে ॥
অতএব তীর্থগণ তব কুণ্ড হৈতে।
মো-সবার কুণ্ডে আনি স্নান কর তাতে ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হৈল।
সে ভঙ্গি দেখিয়া সুখসাগরে ভাসিল ॥
তবে কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
যাহা হৈতে তোমা-সবার প্রতীতি হইব ॥
এত কহি সর্ব্বতীর্থ সেই কুণ্ডে আনি।
স্নান কৈল কৃষ্ণ যে পাবনশিরোমণি ॥
শ্রীরাধিকা মনে বড় আনন্দিত হৈলা।
সখীগণে ঠারেঠোরে কহিতে লাগিলা ॥
কৃষ্ণসনে চতুরাই কেমন করিনু।
ছলে-বলে নিজকুণ্ডে তীর্থ আনাইনু ॥
হাসিয়া কৃষ্ণেরে সবে টিটকারি দেন।
কৃষ্ণ তাহে প্রেমানন্দসাগরে ভাসেন ॥
তবে কৃষ্ণ প্যারীসঙ্গে জলকেলি কৈল।
রাধাকুণ্ড নাম তার সাদরে রাখিল ॥
নিজ সর্ব্বশক্তি রাধিকার সর্ব্বশক্তি।
সম্যকপ্রকারে যে অর্পিলা প্রেম-রতি ॥
রাধিকা-স্বরূপ হন কৃষ্ণের স্বরূপ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে এক পরম অনুপ ॥
নির্গুণ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির পর।
ত্রিজগতে যার সম-উর্দ্ধ নাহি আর ॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী যথা রাধিকা সুন্দরী।
তেমতি শ্রীরাধাকুণ্ড অতি প্রিয়ঙ্করী ॥

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই দোঁহা-মূর্ত্তি।
দুই-কুণ্ড-সঙ্গমে দোঁহার মন-বৃত্তি ॥
রত্ন-সিংহাসন সেই সঙ্গম-উপরে।
তমালের তরুতলে সদাই বিহরে ॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড-তীরের যে শোভা।
বর্ণন না হয় যাতে রাধাকৃষ্ণ-লোভা ॥
অষ্ট-সখী-কুঞ্জ কুণ্ড তাহাতে বেষ্টিত।
মহিমা সমান রাধাকুণ্ডের উচিত ॥
শ্রীল-রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কৃপা কর।
কৃষ্ণদাসমস্তকে চরণচ্ছায়া ধর ॥

চারি ধাম।

চারি ধাম হয় শ্রীমন্-মথুরামণ্ডলে।
যাহার প্রকাশ-রূপ অন্য অন্য স্থলে ॥
রামনাথ বদ্রীনাথ জগন্নাথক্ষেত্র।
শ্রীল-দ্বারকানাথ পরমমহত্ত্ব ॥
যাহার স্মরণে হয় সংসারমোচন।
দর্শনের গুণ তাহা না যায় বর্ণন ॥
অতঃপর অন্য লীলাস্থান যে বর্ণিব।
কিঞ্চিৎ বর্ণিব মাত্র সকল নারিব ॥
সাধুগণ কহিতে পারেন সর্ব্বস্থান।
মো-সবার অন্তর-অগম্য যে সন্ধান ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন কদম্বখণ্ডি।

গোবর্দ্ধন-নিকট কদম্বখণ্ডি হয়।
তথা পাশাক্রীড়া দোঁহে জয় পরাজয় ॥
পণ করি খেলে রাধাকৃষ্ণ দোঁহ জনে।
চৌদিকে বেষ্টিত ললিতাদি সখীগণে ॥
শ্রীমধুমঙ্গল সুবলাদি ধর্ম্মসখা। *
কৃষ্ণ পক্ষপাত করি করে লেখা-জোখা ॥
চতুর শ্রীমতীপক্ষ যত সখীগণে।
হারিলেও অন্যায় করিয়া সবে জিনে ॥
কৃষ্ণের মুরলী হার চূড়া গুঞ্জামালা।
গোলমাল করি হারাইয়া কাড়ি নিলা ॥
কৃষ্ণের বয়স্য সব আঁটিতে না পারি।
ললিতার ডরে সব রহে চুপ করি ॥
কৃষ্ণের পরমসুখ প্যারীজীর জয়ে।
ভঙ্গি করি হারি সেই কৌতুক দেখয়ে ॥

* পাঠান্তরে—"নর্ম্ম সখা।"

চুম্ব আলিঙ্গন পণ হয় ত যখন।
বচনে জিনিতে চাহে শ্রীকৃষ্ণ তখন॥
তিনবার পণে হারি তবে কৃষ্ণ কহে।
পুন যে খেলিব পণ রাখ মোর সহে॥
আমি যদি হারি মধুমঙ্গলেরে লবে।
আপন জোরেতে বান্ধি নিয়া যাবে সবে॥
তুমি যদি হার প্যারি প্রিয়সখী তব।
ললিতা-সুন্দরীকে আমারে সঁপি দিব॥
এ কথা শুনিয়া রাই ভ্রূকুটি করিয়া।
ক্রোধাবেশে কৃষ্ণে কিছু কহয়ে ভর্ৎসিয়া॥
মুখ সামালিয়া কথা কহ বিচারিয়া।
নিজ মরিযাদ গোপীসমাজে রাখিয়া॥
তোমার যে বটু মধুমঙ্গল যেমন।
তেমন সহস্র বিপ্র আনিয়া এখন॥
করাইয়া ভোজন দক্ষিণা কৌড়ি কৌড়ি।
বিদায় করিতে পারি দিয়া দশ বুড়ি॥
আমার ললিতা-সখী রূপে গুণে শীলে।
এমন একটি নাকি ত্রিভুবনে মিলে॥
ইহার সহিত তব বটু ব্রাহ্মণেরে।
কোন অংশে সমান করিলে কি বিচারে॥
কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল খেল ত এবার।
যে উচিত হয় পাছে করিব বিচার॥
এত কহি পুন দোঁহে খেলিতে লাগিলা।
ললিতা মুচকি হাসি মৌনে রহিলা॥
খেলিতে খেলিতে তবে কৃষ্ণ হারি গেলা।
নিজ দায় পাইয়া শ্রীললিতা উঠিলা॥
তা দেখিয়া বটু তবে পলাইয়া যায়।
সামকিয়া ললিতা সম্মুখ আগুলায়॥
গলায় বসন দিয়া ধরিলা বটুরে।
বিকাইলে পণে বান্ধি নিয়া যাব তোরে॥
প্যারীজীর আগে আনি বসাইলা তারে।
গলায় বসন আর চাহে বান্ধিবারে॥
বটু কহে মোরে বান্ধ করি কি বিচার।
কৃষ্ণ মোরে বেচিবেক কি শক্তি উহার॥
উহার বা কে বা মানে ও ত গোয়ালিয়া।
মুই বিপ্র মোরে পূজে আদর করিয়া॥
গোপীগণ কহে মোরা তাহা না শুনিব।
কৃষ্ণ পণে হারিয়াছে বান্ধি নিয়া যাব।
তবে বটু কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চনাদে।
রক্ষা কর বলিয়া কপট করি কান্দে॥
কৃষ্ণ কহে ছাড়ি দেহ বটুরে আমার।
আর যাহা কহ দিব যে ইচ্ছা তোমার॥
ললিতা কহেন বংশী বন্ধক রাখহ।
ভাল ভাল বটুরে লইয়া তবে যাহ॥
তবে কৃষ্ণ বংশী বান্ধা রাখিয়া বটুরে।
খালাস করিয়া পুনর্ব্বার খেলা করে॥
কৃষ্ণেরে ভর্ৎসয়ে তবে শ্রীমধুমঙ্গল।
কর চালাইয়া মহা হইয়া চঞ্চল॥
তোঁহার সহিত আর কোথাও না যাব।
কালি হৈতে গৃহমধ্যে বসিয়া থাকিব॥
খেলায় করিয়া পণ বান্ধাও আমারে।
কোনদিন কোথায় বেচিয়া যাবে মোরে॥
ঘরে গিয়া আজি কব ব্রজেশ্বরী-স্থানে।
কৃষ্ণ যে তোমার মিথ্যা যায় গোচরণে॥
গোপের রমণী নিয়া বনে বিহরয়।
তার মধ্যে এই যে ললিতা গোপী হয়॥
ইহার সহিত যে পিরীতি অতিশয়।
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে সদাই ফিরয়॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে সবারে কহিব।
কালি হৈতে বনেতে আসিবা ঘুচাইব॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র সহ গোপীগণ।
কৌতুকে হাসয়ে সবে ঝাঁপিয়া বদন।
সেই পাশা-লীলা-স্থানে কোটি নমস্কার।
পরমশরণ্য এক জগত-ভিতর॥

অথ বহু-লীলাস্থান-বর্ণন।

গোবর্দ্ধন বেড়ি হয় বহু লীলাস্থান।
অসঙ্খ্য গণন সব না হয় বর্ণন॥
শ্রীকুণ্ডপশ্চিমে মুখরাই-নামে গ্রাম।
শ্রীমতীর অনুকূল শ্রীমুখরাধাম॥
নিকটে সুমন-সরোবর মনোহর।
কুসুম-সরোবর বলি খেয়াতি যাহার॥
গোবর্দ্ধন-উত্তরে শ্রীকেলিকুঞ্জবন।
যথা শঙ্খচূড় দৈত্য পাইল মরণ॥
সিংহাসন-সহিত শ্রীরাধিকা লইয়া।
যাইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেখেতে ধরিয়া॥

মুষ্ট্যাঘাত মারি তার মস্তক হইতে।
স্যমন্তক-মণি দিলা দাঁউজীর হাতে॥
বলদেব বিচার করিয়া কিছু মনে।
পাঠাইলা কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার স্থানে॥
বিলাসবদন-নাম স্থান কিছু দূর।
রাসলীলা-রসকেলি তথায় প্রচুর॥
দানঘাটি গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণ দানী হৈলা।
শ্রীরাধিকাসনে রসকেলি বিস্তারিলা॥
যে স্থানে বসিলা কৃষ্ণ সেই যে প্রস্তর।
ধরিয়া যে মহাপ্রভু কান্দিলা বিস্তর॥
দান-নিবর্ত্তন কুণ্ড নিকটে তাহার।
দান-ছলে রাধাকৃষ্ণের যথায় বিহার॥
কুণ্ডাষ্টকে দাস-গোসাঞি বর্ণন করিলা।
দান-নিবর্ত্তন কুণ্ড তাহাতে কহিলা॥
তাহার নিকটে হয় শোকরাই নাম।
মহিমা অপার চন্দ্রাবলীজীর গ্রাম॥
পরে নিয়গাপ্ত যথা মিলি গোপীগণ।
কৃষ্ণচন্দ্রে প্রেমাবেশে কৈল নির্ম্মঞ্ছন॥
গোবর্দ্ধন হৈতে এক ক্রোশ হয় দূর।
গাঁঠলি নামেতে গ্রামে লীলা চমৎকার॥
প্যারীসহ কৃষ্ণ বনবিহার করয়।
হাস-পরিহাসে চলে সঙ্গে সখীচয়॥
পশ্চাৎ হইতে তবে ললিতা সুন্দরী।
দোঁহার উড়নি বস্ত্র ধরি চুপ করি।
মুচকি হাসিয়া গাঁঠিছড়া বান্ধি দিল।
ঠারাঠারি করি তবে হাসিতে লাগিল।
বদনে বসন দিয়া পরস্পর হাসে।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে কেহ না প্রকাশে॥
ঈষত নয়ানে প্রিয়সখীপানে চাহে।
অঙ্গে ঠেসাঠেসি কাণে কাণে কথা কহে॥
প্রিয়াজী দেখিয়া তাহা চকিত নয়ানে।
পুছয়ে সবারে কহ সখি হাস কেনে॥
কেহ নাহি কহে কিছু করতালি পিটি।
হুলুহুলু ধ্বনি করে ভূমে পড়ে লুঠি॥
কৃষ্ণচন্দ্র যে-হেতুক বিশেষ জানিয়া।
না প্রকাশি আনন্দে হাসয়ে মুচকিয়া॥
ফাঁফর হইয়া রাই চারিপানে চাহে।
কি হেতু হাসয়ে সবে কেহ নাহি কহে॥

আকাশ-পাতাল ভাবি না হয় নিশ্চয়।
সবার বদনপানে ফেলফেল চায়॥
আজি শুভলগ্ন হয় কহে সখীগণে।
কিশোরীর বিভা হৈল কিশোরের সনে॥
তবে বস্ত্র সামটিয়া পরিতে শ্রীরাধা।
টান পড়ি গেল বস্ত্রে দেখে গাঁঠি বান্ধা॥
তখন বুঝিয়া রাই লজ্জিত হইয়া।
সখীগণে ভৎর্সে বহু ভ্রূকুটি করিয়া॥
বস্ত্র আকর্ষিয়া গাঁঠি খুলিবারে চায়ে।
কৃষ্ণ চতুরাই করি টানিয়া রাখয়ে॥
হাসির সহিত রাই ঈষত রোদন।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে করয়ে ভৎর্সন॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র উল্লাসিত মন।
ভৎর্সন সে নহে মানে সুধা-বরিষণ॥
এই মত নানা রঙ্গ-রস-কুতুহলে।
গেঁঠেলায় রাধাকৃষ্ণ বন ভ্রমি বুলে॥
সেই যে গেঁঠেলা-গ্রাম তার ধূলিকণ।
জন্মে জন্মে মোর হউ মস্তকে ভূষণ॥
গোলাবকুণ্ড যে হয় শ্রীকৃষ্ণনির্ম্মিত।
কদম্বের বৃক্ষ চারিপাশে সুললিত॥
শোভার নাহিক সীমা অতি সুনির্জ্জন।
হোরি খেলায় যথায় লৈয়া প্রিয়াগণ॥
নারদ গোস্বামিজীর পরে স্নানকুণ্ড।
তাহার পশ্চিমে হয় মুনিশীর্ষ কুণ্ড॥
পরে প্রমোদনাকুণ্ড বিহারের স্থান।
প্রমোদে মগন হৈলা তথা গোপীগণ॥
পশ্চিমে কিঞ্চিত দূরে নয়ন-সরোবর।
সেতুবন্দরাধ্য স্থান পশ্চিমে তাহার॥
পরে আদি বদ্রীনাথ নর-নারায়ণ।
তথা শিব-গৌরী দোঁহে বিরাজ করেন॥
তথাই অলকনন্দা সুনির্জ্জন স্থান।
নিকটেতে পদ্মশিলা পরমমোহন॥
পরে দিগ-নামে গ্রাম রাজার আলয়।
সেই রূপ-সরোবর নাটাবল হয়॥
সাঙরি-শেখর নাম ধবজা পর্ব্বত।
শ্রীমতী হিন্দোলা দোলে সহ সখীযূথ॥
পর্ব্বতগহ্বরে কৃষ্ণকুণ্ড সুনির্জ্জন।
পরে ইন্দুলিকা-গ্রাম ইন্দ্রদেবস্থান॥

কনয়ারে কণ্বমুনি ধ্যান করিলেন।
যার অন্ন তিনবার কৃষ্ণ খাইলেন ॥
কাম্যবনে বহু লীলাস্থান যে অনন্ত।
কিঞ্চিত বর্ণিব আর নাহি পাই অন্ত ॥
বিমলকুণ্ডের শোভা পরমমোহন।
মহিমা অপার যার না হয় বর্ণন ॥
পরে শ্রীযশোদাকুণ্ড পরে সেতুবন্ধ।
সাগর আনিলা ইচ্ছায় আপনি কৃষ্ণচন্দ্র ॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভুলে গোপীগণ ॥
একদিন কৃষ্ণ গোপীগণ-সহ তথা।
বিহরয়ে কহে হাস-পরিহাস-কথা ॥
হেনকালে তথা এক বানর আইল।
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥
এই যে বানর-দ্বারে রাম-অবতারে।
রাবণ বধিতে সেতু বান্ধিনু সাগরে ॥
তাহা শুনি গোপী হাসি লুঠিয়া পড়িল।
পরস্পর শ্লেষ করি কহিতে লাগিল ॥
শুনেছ গো অপরূপ আর এক কথা।
ইনি নাকি রামরূপে পঞ্চবটী যথা ॥
বানর ভল্লুক নিয়া সাগর বান্ধিয়া।
সীতার উদ্ধার কৈল রাবণ বধিয়া ॥
ঈশ্বর হয়েন ইহাঁয় প্রণাম করহ।
পূজা-পাতি আনিয়া যে বর মাগি লহ ॥
এইমত কহি সবে শেলেষ করিয়া।
নমস্কার করে গোপী হাসিয়া হাসিয়া ॥
কৃষ্ণ সেই রঙ্গভঙ্গি দেখি আনন্দিত।
পুলক হইলা যেন অমৃতে সিঞ্চিত ॥
পুন কৃষ্ণ কহে সত্য মিথ্যা না কহিনু।
রামরূপে সাগরেতে সেতুবন্ধ কৈনু ॥
বরঞ্চ দেখাই যদি দেখিবারে চাহ।
এখানে সমুদ্র আনি যদ্যপিহ কহ ॥
সাগরবন্ধন করি সাক্ষাত দেখহ।
তবে মোর বচনে যে প্রত্যয় যাইহ ॥
তাহা শুনি গোপী কহে গ্রীবা হেলাইয়া।
ভাল ভাল বাক্য দেখি সমুদ্র আনিয়া।
তবে কৃষ্ণ সমুদ্রেরে স্মরণ করিলা ॥
রত্নাকারী সিন্ধু তথা তৎক্ষণে আইলা ॥

মহাকোলাহল শব্দ প্রচণ্ড তরঙ্গ।
ব্যাপক হইয়া আইসে করি নানা রঙ্গ ॥
গোপিকা দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া।
ধরিলেন কৃষ্ণকণ্ঠ বাহু পসারিয়া ॥
কৃষ্ণ সুখী হইয়া কৌতুক করি কহে।
সেতুবন্ধ করি তবে আইস মোর সহে ॥
পাথর বহিয়া আন তোমরা সবাই।
মোর হস্তে দেহ মুই জলেতে বসাই ॥
তবে গোপীগণ সবে মাথায় করিয়া।
পাথর বহিয়া আনে হরষিত হৈয়া ॥
পাথর লইয়া কৃষ্ণ জলেতে রাখয়।
নাহিক ডুবয়ে শিলা ভাসিয়া রহয় ॥
এইমত সাগরবন্ধন কৈলা হরি।
রামেশ্বর মহাদেবে আনয়ে সঙরি ॥
সেতুবন্ধোপরি মহাদেব যে বসিল।
পূর্ব্ব সেতুবন্ধোপরি যথা রাস কৈল ॥
গোপীগণ দেখিয়া সে সব-বিবরণ।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন ॥
ভাবিয়া করিল স্থির সবাই মেলিয়া।
কৃষ্ণ কি কুহক জানে তাহা প্রকাশিয়া ॥
এ সব করিয়া মো-সবারে দেখাইল।
নতুবা সাগর এথা কেমনে আইল ॥
অতএব গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য।
দেখিয়া না মানে মানে ইন্দ্রজালকার্য্য ॥
সেই যে সাগর সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
কৃপা কর হই যেন গোপিকা-কিঙ্কর ॥
পোঁদ-পিছেলি খেলিলেন সঙ্গে সখাগণ।
পর্ব্বতে তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দর্শন ॥
শিশু বৎস-সহ বনে করিলা ভোজন।
তাহার যে থালী দুই আছে বর্ত্তমান ॥
কাম্যবনে অসংখ্য লীলার স্থান হয় ॥
অধিক লিখিতে নারি পুস্তক বাড়য় ॥
পরে বৃষভানুপুর বর্ষান অখ্যান।
চৌদিকে প্রাচীর হয় অতি শোভাবান ॥
বর্ষান পর্ব্বতোপরি রাজার আলয়।
ত্রৈলোক্যের পূজ্য বৃষভানু মহাশয় ॥
লাললাড়িলী-ঠাউ তথাই বিরাজে।
বিচিত্র দেউল কুঞ্জ নানা বাদ্য বাজে ॥

গ্রামে অষ্টসখী-সহ প্যারী যে বৈসয়।
নিকটে শ্রীবৃষভানু মহারাজ হয়॥
বামে শ্রীকৃত্তিকা-মাতা সম্মুখে শ্রীদাম।
তাঁর গুণ কে কহিবে কৃষ্ণপ্রিয়তম॥
পূর্ব্বে বৃষভানুকুণ্ড ভানুখোর নামে।
কৃত্তিকা-মাতার কুণ্ড শোভে তার বামে॥
বিলাস-নামেতে বন ধূলিখেলার স্থান।
যথা বর পাইলা প্যারী দুর্ব্বাসার স্থান॥
সখীসঙ্গে সুধামুখী বসি ধূলি খেলে।
তথা দিয়া শ্রীদুর্ব্বাসা যান হেনকালে॥
আর যত বালিকা যে কেহ না উঠিলা।
রাধিকা উঠিয়া দণ্ডবত নতি কৈলা॥
পরমরূপসী তাতে সৌজন্যতা দেখি।
মুনিবর অন্তরে হইলা বড় সুখী॥
প্রসন্ন হইয়া মুনি বর দিতে চাহে।
কহিতে না জানে বালা চুপ করি রহে॥
বুঝিয়া ত মুনিবর বিচার করিল।
স্ত্রীজাতির উচিত যেই বর দান কৈল॥
তুমি যে করিবে পাক অমৃত-সমান।
হইবেক যেই তাহা করিবে ভোজন॥
পরমায়ুবৃদ্ধি তার হইবে বিস্তর।
কান্তি-পুষ্টি হইবে নির্ব্যাধি কলেবর॥
পরে শ্রীসঙ্কেতবট সঙ্কেত-বিহারী।
প্রেমসরোবর আর অনেক মাধুরী॥
পরেতে শ্রীনন্দীশ্বর নন্দের আলয়।
কৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালা অতি উচ্চ হয়॥
বর্ষানে শ্রীকিশোরীর গৃহের দুয়ার।
নন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালার॥
দুয়ার সমান দোঁহে দোহা দৃষ্টি হয়।
দোঁহে দোঁহা হেরি সুধাসাগরে ভাসয়॥
শ্রীনৃসিংহদেব হন গ্রামের দক্ষিণে।
পূর্ব্বে শ্রীললিতাকুণ্ড তার পূর্ব্বস্থানে॥
কৃষ্ণপদচিহ্ন এক পাষাণে শোভয়।
ললিতাকুণ্ডের মধ্যে সূর্য্যকুণ্ড হয়॥
বিশাখার কুণ্ড তার অগ্নিকোণ-স্থানে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় পরম শোভনে॥
যাহার নৈঋতে পৌর্ণমাসীর ভবন।
যাহাই শ্রীনান্দীমুখী-ঠাকুরাণী-স্থান॥

পশ্চিমে শ্রীযশোদাকুণ্ড পরম কানন।
কৃষ্ণের সান্ত্বনা-হেতু রহে হাউপণ॥
স্নান করেন মাতা জলেতে নামিয়া।
ততক্ষণ-কৃষ্ণচন্দ্রে ঘাটে বসাইয়া॥
কান্দিলে সান্ত্বনা করেন হাউ দেখাইয়া।
ভয়েতে না কান্দে কৃষ্ণ থাকেন বসিয়া॥
শ্রীমদ্-সনাতন-প্রভু-গোস্বামি-জীউর।
অতুল মহিমা স্থান ভজনকুটীর॥
অনন্ত লীলার স্থান নন্দগ্রামে হয়।
অধিক কহিতে নারি পুস্তক বাড়য়॥
যাবট-আখ্যান গ্রাম শুভ সুখময়।
গোপ গোপপুত্র অভিমন্যুর আলয়॥
শ্রীমতীর গৃহে অভিমন্যু পতিম্মন্য।
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অন্য॥
অতি উচ্চ রত্ন-অট্টালিকাতে বসিয়া।
সখীসঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসরঙ্গ-হিয়া॥
লালসা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমাত্র মন বৃত্তি।
দেহ গেহ ধন জন সর্ব্বত্র বিরক্তি॥
পূর্ব্বেতে কিশোরীবট পরমমোহন।
কৌতুকে ঝুলয়ে রাই সহ সখীগণ॥
সিদ্ধি-সরোবর আদি বহু লীলাস্থান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু যাবট আখ্যান॥
পরে শ্রীমালিনীকুণ্ড মালিনী-আলয়।
মালিনী সহিত প্যারী অন্তর আশয়॥
নির্জ্জনে বসিয়া কহে আনন্দ উল্লাসে।
মালিনী জিজ্ঞাসে কহে প্রেমানন্দে ভাসে॥
ক্রোশেক পরেতে শ্রীকোকিলাবন হয়।
তথা হৈতে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্কেত করয়॥
কুহুকুহু ধ্বনি কোকিলের রব করে।
রাই তাহা শুনি তথা করে অভিসারে॥
শ্রীনন্দীশ্বরের পূর্ব্বে আজনক-গ্রাম।
কৃষ্ণ রাই-চক্ষে পরাইলেন অঞ্জন॥
দক্ষিণ করেলা চন্দ্রাবলীর নগর।
রাসকেলি-স্থান তথা ঝুলনা সুন্দর॥
সাহার বলিয়া গ্রাম উপনন্দ-স্থান।
মর্ণা নামেতে গ্রামে সূর্য্যকুণ্ড হন॥
সূর্য্যের মূরতি তথা তীরে বিরাজয়।
সূর্য্যপূজাছলে রাই কৃষ্ণেরে মিলয়॥

সাহারের পূর্ব্বে রাধাকুণ্ডের ঈশান।
শঙ্খচূড়বধ-আদি-বহু-লীলা-স্থান॥
সাঁখির ঈশানকোণে উমরাই গ্রাম।
প্যারী যাঁহা রাজা হৈল রাজপট্টধাম॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা সখীগণ জানি।
রাজ-অভিষেক কৈল কৃষ্ণে নাহি গণি॥
তাহা শুনি সখাগণ-কৃষ্ণে কৈল রাজা।
বৃন্দাবনে মানিয়া কৃষ্ণের সব প্রজা॥
তাহা দেখি জোরাবরি কৃষ্ণে উঠাইয়া।
ছলে আনি দিলা প্যারীসনে মিলাইয়া॥
কৃষ্ণ যথা রাজা হৈল ছত্রবন নাম।
বজ্রনাভ তথা কৈল জলাশয় গ্রাম॥
কৃষ্ণেরে করিয়া প্রজা হাসি সখীগণে।
প্যারীকে করিল তবে রাজা বৃন্দাবনে॥
সখীগণে কহেন শ্রীললিতা সুন্দরী।
বৃন্দাবনে রাজা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী॥
শুনিলাম আর কেটা রাজা নাকি হৈল।
প্যারীজীর রাজ্যে আসি অধিকার কৈল॥
ধরিয়া আনহ শীঘ্র জাইয়া তাহারে।
দণ্ড করি বদ্ধ কর কুঞ্জ-কারাগারে॥
তবে দুই চারি সখী যাইয়া কহয়ে।
প্যারীজীর রাজ্যে কেটা রাজা নাকি হয়ে॥
এত বড় যোগ্যতা যে আছয়ে কাহার।
উঠিয়া চলহ শীঘ্র হুকুম রাজার॥
ইহা কহি হাত পাকড়িয়া উঠাইয়া।
ছলে আনি দিলা প্যারীসনে মিলাইয়া॥
প্যারীর সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখিল।
ঘোমটা টানিয়া প্যারী ঈষত হাসিলা॥
যোড়হস্ত করি কৃষ্ণ দাণ্ডাইলা আগে।
পাত্র শ্রীললিতা বসি প্যারীর বামভাগে॥
প্রতাপ করিয়া তেঁহ কহে সখীগণে।
এই কি নৃপতি হৈল শ্রীল-বৃন্দাবনে॥
ভালমতে দেহ সবে ইহার সাজাই।
কৃষ্ণ কহে মোর কিছু অপরাধ নাই॥
আজ্ঞামাত্রে আইলাম মহারাজার স্থানে।
যে দণ্ড করিতে হয় করহ এখনে॥
ললিতা কহেন নিজহস্তে তুমি রাই।
যে উচিত হয় দেহ ইহার সাজাই॥

কুঞ্জ-কারাগারে নিয়া লইয়া নির্জ্জনে।
বাহুযুগলতা দিয়া করিয়া বন্ধনে॥
হেমগিরিদ্বয় বক্ষস্থলে চাপাইয়া।
দশনে বদন ক্ষত করহ দাবিয়া॥
ইহা শুনি বদনে বসন দিয়া ধনি।
লাজে অধোমুখ হৈল কমলবদনী॥
ললিতার চতুরাই বাক্য শুনি রাই।
ক্রোধভাবে করি ভৎর্সে ভ্রূভঙ্গি চরাই॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ-অন্তর।
দোঁহার দর্শনে হৃষ্ট মন দোঁহাকার॥
স্নেহে দোঁহা মিলি সুখসাগরে ভাসিল।
সখীগণ হেরি মহাকৌতুকি হইল॥
কুশস্থলী দ্বারকালীলার প্রকরণ।
যাবট-নিকট হয় বকথরা গ্রাম॥
হারোয়াল নামে গ্রাম পাশাক্রীড়া যথা।
কৃষ্ণ হারিলেন রাধিকার স্থানে তথা॥
কৃষ্ণের ময়ূর মৃগ বান্ধিয়া লইয়া।
সখীগণ চলিলেন পণেতে জিনিয়া॥
দাইগ্রামে কৃষ্ণ দধি খাইলা যথায়।
বটবৃক্ষে পত্রে দোনা অদ্যাপিহ হয়॥
শেষশায়ী গ্রামে বিরাজয়ে শেষশায়ী।
অনন্তশয্যায় প্রভু আছেন সদাই॥
ক্ষীরসিন্ধু পুষ্পোদ্যান তাহার অগ্রেতে।
ব্রজের সীমানা খাম্বা আছয়ে তথাতে॥
উজানি-নগর হয় খয়ের-গ্রামের পূর্ব্বে।
যমুনা উজান বহে মুরলীর রবে॥
রামঘাট যথা বলদেব রাস কৈল।
বায়ুকোণে বৎসাসুর-দৈত্য-বধ হৈল॥
গো-বৎস-হরণ আসি ব্রহ্মা যথা কৈল।
পূর্ব্বেতে ভূখণ-বন নানালীলা হৈল॥
সুন্দর রতন-ভূষা আনি সখীগণ।
পরাইল শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া যতন॥
আগিয়ারা গ্রাম যথা মুঞ্জাটবী বন।
তথাই অক্ষয়বট দাবাগ্নিমোচন॥
পূর্ব্বে তপ-বন যথা কন্যা গোপীগণ।
কাত্যায়নীপূজা করি পাইল বরদান॥
যথা যমুনার চীরঘাট কৃষ্ণ যথা।
বসন হরিল গোপিকার করি মথা॥

কটেতে গোপীঘাট যথা গোপীসঙ্গে।
ল করি কৃষ্ণচন্দ্র বিহরিল রঙ্গে ॥
ন্দঘাট পরে হয় শ্রীনন্দরাজেরে।
থা হৈতে লৈয়া যায় বরুণের চরে ॥
াহার পশ্চিমে ব্রহ্মমোহন পুলিন।
খাসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র করিলা ভোজন ॥
হালা নামেতে যে দ্বিতীয় শেষশায়ী।
পের তুলনা দিতে ত্রিজগতে নাই ॥
ীনন্দঘাটের পূর্ব্বপারে অগ্নিকোণে।
দ্রবন কৃষ্ণে ভদ্র করাইল সেই স্থানে ॥
হযুদ্ধ-আদি খেলা সখাগণ-সনে।
ন্দর ভাণ্ডীরবন তাহার দক্ষিণে ॥
খাগণ-সনে তথা সদাই ক্রীড়ন।
াণ্ডীরনামেতে বট একাদশ বন ॥
রে বিল্ববনে সখাসনে নানা রঙ্গে।
ক্ষ্মী তপ করে তথা অদ্যাপি না ভঙ্গে ॥
সে কৃষ্ণসনে লক্ষ্মী রাস ইচ্ছা কৈল।
জের অনুগা নহে কৃষ্ণ না লইল ॥
-কারণে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করয়ে।
স না পাইলা তবু ক্ষান্ত নাহি হয়ে ॥
ষ্টম শ্রীমহাবন কৃষ্ণজন্মস্থান।
নন্ত লীলার স্থান তথায় যে হন ॥
থুরামণ্ডলমধ্যে চব্বিশ কানন।
ত্যলীলা কৃষ্ণের পরমমোহন ॥
াদশ বন দ্বাদশ উপবন।
-সবার নাম শুন করিব কীর্ত্তন ॥
হার স্মরণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন।
াশ্চর্য্য তাহাতে কিবা সংসার মোচন ॥
নার পশ্চিমে যে হয় সপ্তবন।
 তাল কুমুদ বহুলা কাম্যবন ॥
দাবন আর যে খদির নামে বন।
ই সপ্ত আর পঞ্চ পূর্ব্বপারে হন।
দ্র ভাণ্ডীর বেল লোহ মহাবন।
ই পঞ্চ একত্রেতে দ্বাদশ গণন ॥
র উপবন সেহ হয় যে দ্বাদশ।
াম মহিমা সর্ব্ববেদে গায় যশ ॥
স্বিকাকানন কোট আর যে খেলন।
ওছাক বেণ্ডলাই ছত্র তপ বন ॥

কোকিল ভূষণ বচ্ছ মুক্তাটবী বন।
আর যে বিলাসবন দ্বাদশ গণন ॥
এই যে চব্বিশ বন ভুবনপাবন।
কৃষ্ণক্রীড়া-স্থান পুণ্য স্মরণীয় হন ॥
এ সব বনের মধ্যে কোন কোন স্থান।
মহিমা-উদ্দেশে করি কৃষ্ণলীলা গান ॥
বৃন্দাবনমধ্যে নিধুবন-আদি করি।
অষ্ট কুঞ্জ আর রাসস্থলী সুমাধুরী ॥
কিঞ্চিত মহিমা গান করিব মানস।
ক্ষুদ্রজনে যেন সিন্ধুলঙ্ঘনে সাহস ॥
শ্রীমন্মথুরামণ্ডল হয় মূলধাম।
পরমমহত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অভিরাম ॥
পরম সৌন্দর্য্য মহিমায় পরাৎপর।
ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডবাহে সম নাহি যার ॥
মথুরানামের যে মহিমা চমৎকার।
স্কন্দপুরাণাদি শাস্ত্রে করয়ে ফুৎকার ॥
পরমপদার্থ হয় মথুরা এই নাম।
কোটি-প্রণব-তুল্য সর্ব্বকামধাম ॥
ব্রহ্মময় ধাম শ্রুতিগণ গুণ গায়।
গোপালতাপনী শ্রুতি দেখ হয় নয় ॥

তথাচ শ্রুতিঃ—

"ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি" ॥ ১ ॥

আর বহু শাস্ত্রে বহু মহিমা কহয়।
শ্রুতির শাসনে আর অপেক্ষা না রয় ॥
সাধুমার্গে মহাজন-উক্তি যে শুনহ।
অপূর্ব্ব বারতা যাহা কর্ণসুখাবহ ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধ ব্যাপি' আছে নাহিক নিয়ম ॥
এই যে অপূর্ব্ব-কথা সর্ব্বশাস্ত্রসার।
মথিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস করিলা উদ্ধার ॥
সর্ব্বত্র গমন আর অনন্ত অপার।
সর্ব্বশক্তিযুক্ত যার নাহি পারাপার ॥
অধিক কি আর কৃষ্ণতনুর সমান।
উপর কি অধ ব্যাপি' সর্ব্বত্র নিধান ॥
সীমা যার নাহি যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ।
অন্যের কাকথা যে ব্রহ্মার হৈল মোহ ॥

গোপালপুরী ব্রহ্ম স্বরূপা। ১।

ব্রজের একদেশে কোটি বৈকুণ্ঠ দেখিল।
অপার মহিমা দেখি ফাঁফর হইল ॥
তাহাতে কাহার সাধ্য মহিমা কথন।
সম্যক কহিতে চাহে সেই মূর্খজন ॥
মথুরার মধ্যে বৃন্দাবন অতিশ্রেষ্ঠ।
তার মধ্যে রাধা-শ্যাম-কুণ্ড হন জ্যেষ্ঠ ॥
তাহার অধিক শ্রীমন্ গিরি গোবর্দ্ধন।
তাহার অধিক নাহি তাহার সমান ॥

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" ॥ ২ ॥

যদ্যপি কৃষ্ণের দেহ শ্রীল-বৃন্দাবন।
তথাপিহ সেব্য-সেবক-রূপ হন ॥
সম্যক্‌প্রকারে শ্রীমন্ বৃন্দাবনধাম।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র মনস্কাম ॥
ফলে ফুলে জলে নানামতে কৃষ্ণে সেবে।
হৃদয়ে চরণ ধরে আনন্দ-উৎসবে ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মচিহ্ন ধরি।
পরমশোভিত অঙ্গ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥
শ্রীরাধার প্রিয়সখী রাধার অনুগা।
রাধার শ্রীবৃন্দাবন কহে শাস্ত্রাস্তগা ॥
রাধা বিনে শোভা নাহি নাহিক আনন্দ।
কৃষ্ণের নাহিক সুখ যেহ সর্ব্বানন্দ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"কৃষ্ণাবৃন্দারণী বৃন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী" ॥ ৩ ॥

রাধার শ্রীবৃন্দাবন কৃষ্ণে সুখ দিতে।
দেহ সঁপি সেবয়ে পরম আনন্দেতে ॥
অতএব তদীয় সম্ভব বৃন্দাবন।
ভাগবতগণ-চূড়ামণিতে গণন ॥

শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—

"তদীয়াস্তুলসী-শাস্ত্র-মথুরা-বৈষ্ণবাদয়" ॥ ৪ ॥

আর কতগুলি স্থানের মহিমা কহিব।
অধিক বর্ণিতে মোর শকতি নহিব ॥
যে যে লীলা যে যে স্থানে লীলার সহিত।
কিঞ্চিত বর্ণিব যথাশকতি উচিত ॥
ষোল-ক্রোশ বৃন্দাবন প্রিয়স্থান হয়।
যথা মাতা পিতা বন্ধু প্রেয়সীর চয় ॥
বিশেষ পরমশ্রেষ্ঠ বন-কুঞ্জ-আদি।
রাধাসহ মিলনের সুখের অবধি ॥
বৃন্দাবনভূমি হয় চিন্তামণিময়।
কল্পবৃক্ষময় যত বৃক্ষ-লতা-চয় ॥
সুরভী যতেক লক্ষ লক্ষ গাবীগণ।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং—

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্ম-সুকল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি" ॥ ৫ ॥

সৎ-চিৎ-আনন্দ-ময় শ্রীল-বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ-বিহারের পরম মোহন ॥
মহারাসস্থলী হয় যমুনাপুলিনে।
যাঁহা রাসক্রীড়া শতকোটি গোপী সনে ॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা পরমপ্রেয়সী।
তাহার রহস্য শুন শ্রবণসরসি ॥
বৃন্দাবনসৌভাগ্য শ্রীরাধিকার গুণ।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পরমমোহন ॥
শরত-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনশোভা যে তা কহনে না যায় ॥
চন্দ্রের কিরণে তরু ঝলমল করে।
ছায়া-মধ্যে-মধ্যে শাখা-চন্দ্র উজিয়ারে ॥
মল্লিকা মালতী যূথী অশোক চম্পক।
কুন্দ করবীর নবমল্লী কুরুবক ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মহেতু মধুপুরী বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ২।

শ্রীরাধিকার নাম ;—কৃষ্ণা, বৃন্দাবনী, বৃন্দা-বন-বিনোদিনী। ৩।

তুলসী, শাস্ত্রাদি, মথুরা এবং বৈষ্ণবগণ [illegible]

চিন্তামণি নিচয়ে রচিত, লক্ষ লক্ষ কল্প বৃক্ষোপরি মণ্ডিত মনোহর স্থানে শত সহস্র লক্ষ্মীগণ সাদরে সেব্যমান সুরভি বায়ু দ্বারা উপসেবিত (অথবা—বহুল গাভিগণের পালন-কারী) আদি পুরুষ গোবিন্দের সেবা করি। ৫।

।না পুষ্প প্রফুল্লিত শ্রেণীবন্ধমতে।
।ামরিয়া রহে তাতে ভৃঙ্গ যূথে যূথে॥
সৌগন্ধি তাহাতে হয় কাম উদ্দীপন।
।ানন্দ-কৌতুক তাহে চন্দ্রের কিরণ॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অশ্রু মধুবিন্দু ক্ষরে।
।ানাবর্ণ নানাজাতি শোভে থরে থরে॥
।ানা পক্ষ নানা বৃক্ষ নানামত শ্রেণী।
ময়ূর কোকিল ভৃঙ্গ-আদি করে ধ্বনি॥
শুক-শারি কৃষ্ণগুণ গায় প্রেমানন্দে।
ময়ূর-ময়ূরী নাচে নানা ছন্দে বন্ধে॥
স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ নীল-লতায় বেষ্টিত।
নীলবর্ণ বৃক্ষ স্বর্ণলতায় শোভিত॥
রতনের পুষ্পগুচ্ছাসমূহ তাহায়।
মণিময় ফল তাহে অপূর্ব্ব শোভয়॥
নানা-রত্নময় বৃক্ষ-শ্রেণী দুই দিকে।
রতনে জড়িত পথ হয় মধ্যভাগে॥
দুই পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে সরোবর হয়।
চারিদিকে ঘাট নানাবর্ণ-মণিময়॥
রতনের বৃক্ষ চারিদিকেতে হিন্দোলা।
হেম-মণিময় তাহে চমকে চপলা॥
সরোবরে প্রফুল্লিত কুমুদ কমল।
স্বর্ণ নীল রক্ত শ্বেত পরম-বিরল॥
ভ্রমর গুঞ্জরে তাতে শ্রবণসুখদ।
নানাজাতি পক্ষী মেলি করয়ে শবদ॥
রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে বিহরে কৌতুকে।
হেরিয়া বৃক্ষাদি পশু পক্ষী পায় সুখে॥
যমুনার তীরে হেমমণিতে জড়িত।
মণিময় ঘাট স্থানে স্থানে মনোনীত॥
দুই পার্শ্বে ঘাটের শোভয়ে রত্নবেদি।
কতেক শোভা যে তাহে নাহিক অবধি॥
স্নানকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে।
তৈল-গন্ধ মর্দ্দন করেন বসি সাতে॥
কৃষ্ণসনে জলক্রীড়া করেন যখন।
সখীসহ জল-ফেলাফেলি হয় রণ॥
তথা স্নাপাইয়া সেবাপরা সখীগণ।
রহস্য দেখেন কহে ইঙ্গিতবচন॥
যমুনার দুই তীরে নম্রমান বৃক্ষ।
নানা-ফল-ফুলে শোভে ডাকে নানা পক্ষ॥

কুমুদ কহ্লার পদ্ম প্রফুল্লিত জলে।
নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জলে হংস-আদি বুলে॥
পুষ্পের সৌরভ দশদিক আমোদিত।
ঝাঁকে ঝাঁকে আইসে যায় অলি মধুব্রত॥
তীরে নানা লতা বৃক্ষ কুঞ্জ শোভা করে।
যাতে রাধা-শ্যাম নিত্য আনন্দে বিহরে॥
কেতকী চম্পক নাগকেশর বকুল।
অশোক কিংশুক নীপ কদম্ব পারুল॥
নানাজাতি বৃক্ষলতা মিলিয়া সুন্দর।
পৃথক পৃথক কুঞ্জ শোভয়ে বিস্তর॥
তাহার যে শোভা তার বর্ণন না হয়।
অন্যের কা কথা ব্রহ্মা শিব না পারয়॥
লতায় নির্ম্মিত গৃহ লতা থাম খুঁটি।
দালান তেওয়ারি ঘর অতি পরিপাটি॥
লতার তোরণ তাহে পুষ্প প্রফুল্লিত।
স্বয়ং গঠন তাহে নানা শ্রী নির্ম্মিত॥
কমল কহ্লার পারিজাত জাতি যূথী।
রঙ্গন মল্লিকা-আদি নানা পুষ্পপাঁতি॥
সুন্দর যে লতা স্নিগ্ধ পত্রের সহিত।
গৃহের ভিতরে উচ্চ-অধতে শোভিত
নানা রঙ্গ-ভঙ্গিতে দেওয়াল-প্রায় রূপে।
সুন্দর গঠনে রহে চারিদিক ব্যাপে॥
স্বর্ণেতে জড়াও মণি-মুকুতার ন্যায়।
শোভা করে হেরি চিত্ত চমৎকার হয়॥
লতাময় পুষ্প যুক্ত শোভে নানা বর্ণে।
তোরন কবাট দ্বার যথা মণি-স্বর্ণে॥
উপরেতে লতাময় শত শত চূড়া।
চৌদিকেতে বিকসিত নানাপুষ্পে বেড়া॥
অপূর্ব্ব গঠন অলৌকিক শোভা তায়।
পুষ্পের কলস প্রতি চূড়াতে শোভয়॥
নানা পক্ষীগণ বসি ডাকয়ে মধুর।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে মধু-পিয়াসে ভ্রমর॥
কুঞ্জের ভিতর স্থল মণিরত্নময়।
তার মধ্যে সিংহাসন পদ্মাকৃতি হয়॥
চতুর্দ্দিকে অষ্ট দল রতন-নির্ম্মাণ।
ললিতাদি অষ্ট সখী বসিবার স্থান॥
মধ্যকিঞ্জল্কেতে রাধাকৃষ্ণ বিরাজয়।
ত্রৈলোক্যমোহন শোভা চমৎকারময়॥

দুগ্ধ-আদি-শোভা দেবে বর্ণিতে না পারে।
বিনে প্রেমী ভক্ত রাধাকৃষ্ণের কিঙ্করে॥
মো-হেন ভকতিহীন জনার দুর্গম।
তাহাতে অবোধ মূর্খ সুমন্দ-করম॥
শরদ-জ্যোৎস্না নিশি বনশোভা হেরি।
উৎসাহ হইল কেলি সহ-ব্রজনারী॥
শরত-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রিমা হেরিয়া।
উদ্দীপন রাধামুখ চন্দ্রিমা হইয়া॥
বংশীবটতটে গিয়া মুরলী বাজায়।
লক্ষ্য করি ব্রজের রমণীগণচয়॥
মোহন মধুর কলধ্বনি রসময়।
কুলের রমণী যাতে অনঙ্গে মাতয়॥
কুলধর্ম্ম-রজ্জু ছিণ্ডি বাহির করয়।
লজ্জা ভয় অভিমান গৌরব ছাড়য়॥
দুস্ত্যজ স্বজন বন্ধুবান্ধব স্বগণ।
তৃণতুল্য করাইয়া করে আকর্ষণ॥
মুরলীর ধ্বনি শুনি ব্রজবধূগণ।
কন্যকা-আদি যে গোপী কোটি অগণন॥
মোহিত হইয়া সবে ছুটিয়া ধাইল
গুরুভয় লোকলজ্জা গণন না কৈল॥
কেহ বা রন্ধনে কেহ দুগ্ধ-আবর্ত্তনে।
কেহ ছিল নিজ গুরুজনার সেবনে॥
অন্ন-পরিবেষনে আছিলা কেহ কেহ।
ভোজনে আছিলা কেহ গুরুজন সহ॥
অন্যের বালকে দুগ্ধপান করাইতে।
আছিলা কেহ বা নিজ-বেশ-রচনাতে॥
যেই যেই যেইমত যেথানে আছিলা।
অমনি চলিলা কোন অপেক্ষা না কৈলা॥
ভোজনে আছিলা আঁচমন না করিলা।
পরিবেষণের থালী অমনি রাখিলা॥
বালকে ভূমেতে ডারি গুরুসেবা তেজি।
ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মজি॥
উৎকণ্ঠায় বেশ-বিপর্য্যয় কার হৈল।
ভ্রমে চরণের ভূষা কর্ণেতে পরিল॥
কণ্ঠের যে হার-মতি চরণে পরিলা।
চক্ষে না অঞ্জন দিয়া হৃদয়ে মাখিলা॥
অঙ্গ- আবরণ বস্ত্র কটিতে পরিলা।
[illegible] মস্তকে উড়িলা॥

ছুটিয়া যাইতে উন্মত্তের ন্যায় ত্রস্ত।
পদ-অভরণে জড়াইয়া গেল বস্ত্র॥
খসাইয়া লইতে সে ব্যাজ না সহিল।
হিঁচড়িয়া টানি লৈতে ছিণ্ডিয়া রহিল॥
এইমত প্রতি ঘরে ঘরে গোপীগণ।
ধাইয়া চলিলা লক্ষ্য করি বংশীগান॥
যথা কৃষ্ণচন্দ্র রহে বংশীবটতটে।
ঘেরিলা যাইয়া সবে তাঁহার নিকটে॥
হেথা কোন কোন গোপ কোন গোপীগণে।
যাইতে না দিলা ধরি রাখিলা সদনে॥
গৃহের ভিতর রাখে দ্বার রুদ্ধ করি।
তাঁহারা সবার পূর্ব্বে পাইলেন হরি॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁরা প্রাণ তেয়াগিলা।
তৎক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যাইয়া মিলিলা॥
বিচ্ছেদেতে তীব্রতাপ অশুভ নাশিয়া।
পরম-নির্বৃতি হৈল শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া॥
কিঞ্চিত সাধনে তাঁ-সবার ন্যূন ছিল।
তে-কারণে ঈদৃক যে বাধা জনমিল।
উৎকণ্ঠাতে প্রেমপরাকাষ্ঠা জনমিল।
যে-হেতুক বিরহেতে প্রাণত্যাগ কৈল॥
যদি বল ব্রজে জন্ম স্বভাবত সিদ্ধ।
সাধনেতে ন্যূন ইহা বড়ই বিরুদ্ধ॥
তাহার সিদ্ধান্ত শুন আচার্য্য টীকাতে।
যে যুক্তি কহিলা সে বিরুদ্ধ নহে তাতে॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা সাধনের সিদ্ধদশা।
ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য সেই মহাযশা॥
সেই প্রেম হৈতে যদি কিঞ্চিত ন্যূনতা।
থাকিতে শরীর তার পড়ে যথা তথা॥
তথাপিহ ব্রজে তেঁহ জনম লভিয়া।
যে অপেক্ষা থাকে সেই স্থানে পূর্ণ হৈয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ পায় নিজ নিজ ভাবে।
ইহা অসম্ভব নহে বিচারি বুঝিবে॥
প্রেমভাব পক্ক আর কিঞ্চিত ন্যূনতা।
আমাম্র পকাম্র স্বাদুবিশেষেতে যথা॥
বস্তু এক কিন্তু মাত্র স্বাদুর বিশেষ।
তথা যে অপক্ক প্রেম আর পরিশেষে॥
সেই আম্র পাকিয়া সুস্বাদু সেই হয়।
তথা যে অপক্ক প্রেম পক্কতাকে পায়॥

আর এক যুক্তি-টীকা আচার্য্য কহয়।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা-প্রকটসময়॥
প্রাকৃতিক ব্যক্তি ব্রজে করিতে গমন।
পারয়ে তাহার সাক্ষী যায় দৈত্যগণ॥
অতএব অন্য-যে-দেশীয় গোপকন্যা।
ব্রজগোপ-বিবাহিতা যে-হেতুক ধন্যা॥
ব্রজেগোপ-বনিতা শ্রীকৃষ্ণভোগ্যা যোগ্য।
অতএব দেহ তেজি' গোপীসম শ্লাঘ্য॥
চিদানন্দময়দেহ কৃষ্ণ প্রেমানন্দ।
পরম-পুরুষার্থ-পরাকাষ্ঠা সুখকন্দ॥
পাইলা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ সর্ব্ব-গোপী-সহ।
মিলিয়া ঘেরিলা সবে করিয়া উৎসাহ॥
কৃষ্ণসঙ্গে রঙ্গ অঙ্গসঙ্গ অভিলাষে।
হাব-ভাব-লীলা-কলা-বিলাস প্রকাশে॥
গোপিকার প্রেম-আর্ত্তি-আগ্রহ বুঝিতে।
করুণা-বিলাপ-আদি কৌতুক দেখিতে॥
ভাঙ্গ করি কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীন-প্রায়।
উপেক্ষাবচন কহে অরসজ্ঞ-প্রায়॥
এ ঘোর রজনী কুলরমণী হইয়া।
বনে কেনে আগমন কিসের লাগিয়া॥
বনশোভা দেখিতে কি আমারে দেখিতে।
দেখিলে চলিয়া যাহ স্বগৃহে ত্বরিতে॥
এ নহে উচিত কুলবতী নারীগণে।
রজনীতে গৃহ তেজি যাইতে বিপিনে॥
স্বামি-আদি-গুরুসেবা স্ত্রীগণের ধর্ম্ম।
অতএব ঘরে গিয়া সাধ নিজ কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শু'নে গোপীগণ।
ঈষত হইল ক্রোধ মানি অপমান॥
কহে অহে ধৃষ্ট মোরা তোমার নিকটে
না আসি আইনু মোরা যমুনার তটে॥
কুসুম-টোটন করি যাইব গৃহেতে।
তুমি কেনে এত হৈলে উৎকণ্ঠিত চিতে॥
তবে কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল পুষ্প তুলি।
লইয়া গৃহেতে যাও আমি তাহি বলি॥
মানভরে গোপীগণ ফিরে যাইতে চাহে।
না চলে চরণ কিছু ইঙ্গিতেতে কহে॥
অবিদগ্ধ কেমন তুমি হে নিঠুরাই।
তোমার নিকটে মোরা কভু আসি নাই॥
নবীন যুবতীবৃন্দ বিদগ্ধা রূপসী।
কুলবতী নারী মোরা বনমধ্যে আসি॥
নির্জ্জনে নবীন যুবা তুমি যে আছহ।
দেখিয়া ফাঁফর হৈনু এবে যাই গৃহ॥
পুনঃ কৃষ্ণ কহে শীঘ্র যাহ নিজগৃহে।
তবে গোপী দুঃখেতে কান্দিয়া কিছু কহে॥
বংশীধ্বনিতে আকর্ষিয়া মো-সবারে।
কুল-গৃহ-স্বামি-আদি করাইয়া দূরে॥
আনিয়া এখন কহ নিষ্ঠুর বচন।
গৃহেতে না যাব আর তেজিব জীবন॥
মন্মথ-আনলে তপ্ত দেহ মো-সবার।
জুড়াও তাপিত অঙ্গ শিরে দিয়া কর॥
গোপিকার অনুরাগ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র।
প্রেমের উৎকর্ষ বুঝি হইল আনন্দ॥
আপনাকে সাপরাধি মানি পুন কহে।
তোমা-সবার উপেক্ষা আমার কভু নহে॥
যতেক কহিনু যে বুঝিতে পার নাহি।
এত কহি সেই বাক্য ফিরাইয়া কহি॥
প্রতিকূল অর্থ অনুকূল ব্যাখ্যা করি।
গোপিকারে শুনাইয়া তুষিলা শ্রীহরি॥
তাহা শুনি গোপীগণ আনন্দিত হৈয়া।
মুচকি হাসিয়া দিলা ঘোমটা টানিয়া॥
তবে কৃষ্ণ প্রত্যেকে সবারে আলিঙ্গিয়া।
পুলিনে লইয়া গেলা বিহার লাগিয়া॥
পরম উৎসাহে গোপীগণ প্রেমানন্দে।
মত্ত হৈল কৃষ্ণসনে কন্দারসমন্দে॥
হেনকালে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ যে প্রেয়সী।
তাঁরে নিয়া অন্তর্দ্ধান হৈল ব্রজশশী॥
কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপী চারিপানে চায়।
আচম্বিতে বজ্র যেন পড়িল মাথায়॥
হাহাকার করি সবে লোঠায় ধরণী।
বিরহে কাতর কান্দে যতেক রমণী॥
কৃষ্ণ-অন্বেষণে ফিরে বিভোল হইয়া।
বৃক্ষ-আদি-গণে পুছে প্রলাপ করিয়া॥
আম্র পনস জম্বু কপিত্থ পিয়াল।
কৃষ্ণ দেখিয়াছ কোথা তোমরা সকল।
উত্তর নাহিক যদি দিলা বৃক্ষগণ।
তবে কহে তোমরা না কবে বিবরণ॥

তুমি-সব হও কৃষ্ণসখার সমান।
তে কারণে মো-সবারে করিলে গোপন॥
আগে গিয়া কহে পুন তুলসি কল্যাণি।
শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়া সৌভাগ্যের ধনী॥
তুমি মো-সবার হও সখীর সমান।
কৃষ্ণ কোথা কহি দুঃখে কর পরিত্রাণ॥
তেঁহ যদি না কহিলা আগে চলি যায়।
কৃষ্ণপদচিহ্ন তথা দেখিবারে পায়॥
মধ্যে মধ্যে কোন রমণীর পদচিহ্ন।
হেরি ঈর্ষা-শোক-মানে মতি হৈল দৈন্য॥
ললিতাদি সখী পুন বুঝিলা মরম।
ইহ রাধা মো-সবার সখী প্রিয়তম॥
হরিষ হইল তাহে বিমর্ষ বিচ্ছেদে।
সৌভাগ্য তাহার সবে প্রশংসে আহ্লাদে॥
প্রতিপক্ষগণ নিন্দে সপত্নীত্ব-ভাবে।
যার যেই ভাবে নিন্দা-স্তুতি করে সবে॥
আগে দেখে কুসুমিত বৃক্ষের তলাতে।
ছিন্নভিন্ন পুষ্প বিতরিয়া চারিভিতে॥
তাহা দেখি বিতর্ক কয়রে সবে মেলি।
এই পুষ্পতরু হৈতে কৃষ্ণ পুষ্প তুলি॥
সেই ভাগ্যবতী প্রেয়সীর বেশ কৈল।
প্রণয়ে তাহার মনোরথ পুরাইল॥
প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
ডাল ভাঙ্গি নিল পুষ্প গুচ্ছের সহিতে॥
উন্মত্তের প্রায় পুন কহে লতাগণে।
তোমরা যে হও মোর সখীর সমানে॥
কৃষ্ণকে দেখেছ কেহ এ পথে যাইতে।
এক যে পরমশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী সহিতে॥
তোমা-সবা-সনে ক্রীড়া কৈল এই স্থানে।
যে-হেতুক স্নিগ্ধ প্রফুল্লিত পুষ্পসনে॥
বনমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচারিল।
গোপী সহ রাসবিহারের বাঞ্ছা হৈল॥
কিন্তু সকলেরে বঞ্চি রাধিকা লইয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈনু সবাকারে দুঃখ দিয়া।
পুন গিয়া মিলিলেও রাধিকা-সহিত।
ঈর্ষাদি করিবে রস না হবে উচিত॥
অতএব ইহারেও ছাড়ি অন্তর্দ্ধান।
করি যে সবার প্রতি হইবে সমান॥

এত ভাবি স্কন্ধে চড়া দোষ ছল করি।
অন্তর্দ্ধান কৈল তাঁরে বনে ছাড়ি হরি॥
কৃষ্ণ বিরহেতে তেঁহ কাতর হইয়া।
কান্দয়ে বিলোল-চিত্ত ভূমেতে পড়িয়া॥
হেথা গোপীগণ সবে যাইতে যাইতে।
বিরহিণী তাঁহারে দেখয় সম্মুখেতে॥
শঠতা বুঝিয়া কৃষ্ণে সবাই নিন্দয়ে।
মুখ মুছাইয়া গলে ধরিয়া কান্দয়ে॥
তাঁহারে লইয়া পুন কৃষ্ণে অন্বেষিতে।
চলিলা পাগলপ্রায় কান্দিতে কান্দিতে॥
যাবৎ আছিল জ্যোৎস্না তাবত চলিলা।
ঘোর অন্ধকার বন দেখিয়া ফিরিলা॥
পুন যমুনার চর-পুলিনে আসিয়া।
লীলানুকরণ করেন তাদাত্ম্য পাইয়া॥
কেহ ত পুতনাবধ শকটভঞ্জন।
কেহ বস্ত্র তুলি ধরে গিরি গোবর্দ্ধন॥
ইত্যাদি করিয়া লীলা কতক্ষণ করি।
কৃষ্ণবিরহের বেগ সহিতে না পারি॥
উচ্চস্বরে কান্দে বহু বিলাপ করিয়া।
ঊর্দ্ধমুখে কৃষ্ণমুখচন্দ্র সঙরিয়া॥
হে কৃষ্ণ হে গোপীনাথ মদনমোহন।
অবিলম্বে দেখা দিয়া রাখহ জীবন॥
নবঘন জিনি রূপ শ্রীচন্দ্রবদন।
না দেখিয়া এই দেখ নিকাশে জীবন॥
আমরা সুহৃদ তব ব্রজের রমণী।
গোপিকানন্দন ব্রজে নহ কি আপনি॥
অতএব মো সবার মুখ নিরখিয়া।
দরশন দেহ নাথ করুণা করিয়া॥
গোপিকার ক্রন্দন করুণা শুনি হরি।
আপনারে অপরাধী মানি শীঘ্র করি॥
আইলা তথায় যথা গোপী প্রলাপয়ে।
সে যে চমৎকার রূপ বর্ণন না হয়ে॥
মন্থর-গমনে আইসে, অঙ্গভঙ্গি রঙ্গরসে,
মন্দ মন্দ হসিত বদন।
পীতাম্বর বনমালা, রুচি সুচিক্কণ কালা,
শোভা মনমথের মদন॥
পরম সুন্দর রূপ, সুবিদগ্ধ রসকূপ,
নারীগণ-মন-মোহনিয়া।

চরণে নূপুর বাজে, নানা আভরণ সাজে,
রূপ কোটি মদন জিনিয়া।
দূরে হৈতে গোপীগণ, হেরি চমকিত মন,
চঞ্চল নয়ানে সবে চাহে।
দারিদ্রের হারাধন, পাইলে যথা হৃষ্ট মন,
প্রাণ যথা আইসে মৃতদেহে॥
তেমতি শ্রীকৃষ্ণধন, পাইয়া গোপিকাগণ,
ধাইয়া চলিলা উর্দ্ধশ্বাসে।
কার আলুয়াইল কেশ, কার ছিন্ন ভিন্ন বেশ,
পড়ি গেল উত্তরীয় বাসে॥
উন্মত্ত-পাগলী-প্রায়, শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যায়,
প্রেমানন্দে বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই।
কেহ গিয়া কণ্ঠ ধরে, কেহ ধরে গিয়া করে,
কেহ ত বসন ধরে যাই॥
কেহ আলিঙ্গন করে, কেহ পদ ধরি করে,
হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াইল।
করপদমে চুম্বন, করে কেহ ঘনেঘন,
চর্ব্বিত তাম্বূল কেহ লৈল॥
কোন শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী, ক্রোধাবেশে মুখশশী,
ভ্রূকুটি করিয়া ভুরুভঙ্গি।
নাসায় অঙ্গুলি দিয়া, শ্রীমুখে নয়নার্পিয়া,
দূরে থাকি সহ নিজসঙ্গি॥
বনে যে তেজিয়া গেলা, দুঃখ অপমান দিলা
তাহা মনে স্মরণ করিয়া।
সহজে স্বভাব-বামা, উৎকুট-কুটিল-প্রেমা,
নানাবেশে রহে দাণ্ডাইয়া॥
ললিতা সুন্দরী সখী, তাহার পার্শ্বেতে থাকি,
কৃষ্ণরূপ সুখময় নিধি।
নয়ান-দ্বারায় করি, হৃদয়মাঝারে ভরি,
অন্তরে হেরয়ে আঁখি মুদি॥
নিজ দেহ পাসরিলা, সুধাসিন্ধু ডুবি গেলা,
ধ্যানে তদাকারবৃত্তি হৈলা।
বিশাখাদি সখীগণ, নিরখি শ্রীচন্দ্রানন,
চিত্র-পুত্তলিকা-প্রায় ভেলা॥
স্বভাব যেমন যার, মধ্যা প্রগল্‌ভা আর,
ধীরমধ্যা-আদি করি যত।
তেমতি সবার রীতি, স্বভাবত কৃষ্ণপ্রীতি,
প্রকাশিল সবার সেইমত॥

তার মধ্যে বামা অতি, সুমধ্যা-স্বভাব-মতি,
যেঁহ দূরে ভ্রূকুটি করিয়া।
নয়ান অর্পিয়া রহে, মানে কিছু নাহি কহে,
তাঁর ভাবে সুখী কৃষ্ণ-হিয়া॥
অন্তরে আনন্দ-মতি, বাহে তার কিছু রীতি,
প্রকাশিয়া অপরাধ মানি।
যোড়করে স্তুতি করি, আলিঙ্গয়ে হৃদে ধরি,
কৃষ্ণস্পর্শে জুড়াইল পরাণি॥
সর্ব্বদুঃখ গেল দূরে, ভাসি সুখসিন্ধুনীরে,
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়া রহিল।
ললিতাদি নিজগণ, হেরিয়া আনন্দ-মন,
প্রিয়সখী-সৌভাগ্য জানিল॥
তবে কৃষ্ণ হর্ষমনে, যতেক গোপিনীগণে,
রাস-বিলাস-হেতু লৈয়া।
চৌদিকে রমণীবৃন্দ, হেমময় যেন ইন্দু,
তার মধ্যে চলয়ে রসিয়া॥
পুলিন সুরম্য স্থান, বালুকার যত ভাগ,
তাহে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ।
ঝলমল শোভা করে, যাতে কৃষ্ণমন হরে,
তথা চলে হইয়া উল্লাস॥
গোপীগণ সবে মেলি পুন ছাড়ি যাবে বলি,
কেহ বস্ত্র ধরে কেহ কর।
কেহ কেহ করে করে, মণ্ডলী করিয়া ধরে,
পাছে হারা হই পুনর্ব্বার॥
তবে কৃষ্ণ গোপী-সহ পুলিনে যাইয়া।
অদ্ভুত রাসলীলা রচনা করিয়া॥
নাচয়ে গোপিকা-সহ ত্রিমণ্ডলী করি।
মধ্যে এক মূর্ত্তো নাচে রাধা-সহ হরি॥
ত্রিমণ্ডলী পংক্তি তার অদ্ভুত কথন।
অতি চমৎকার তার না হয় বর্ণন॥
দুই দুই গোপী মধ্যে কৃষ্ণ এক এক।
সর্ব্ব-গোপী-মধ্যে কৃষ্ণ প্রত্যেকে প্রত্যেক॥
অসংখ্য গোপিকা শত কোটি শঙ্খ মাত্র।
অসংখ্য-প্রকাশে কৃষ্ণ বিহরে সর্ব্বত্র॥
এইমত ত্রিমণ্ডলী প্রিয়াগণ সনে।
মণ্ডলীর মধ্যে হয় মঞ্জরীর গণে॥
রাসিকাদি করি নানা বাদ্যযন্ত্র লৈয়া।
বাজায় সুতাল বাদ্যে আনন্দিত হিয়া॥

এইমত চমৎকৃত মণ্ডলী বান্ধিয়া।
আলাতচক্রের ন্যায় নাচয়ে ভ্রমিয়া॥
বর্ত্তুল-আকার তিন মণ্ডলীতে হরি।
গোপীসঙ্গে নাচে নানা রঙ্গরস ভরি॥
গোপী মাঝে মাঝে. শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে,
সে শোভা কহা নাহি যায়।
হেমেতে জড়িত, মহামরকত,
যথা শোভে মণিচয়॥
নাগরী সমূহ, নাগরের সহ,
বাহু দিয়া বাহুমূলে।
নাচে নানা রঙ্গে, রসের তরঙ্গে,
মুরুজ-মৃদঙ্গ-তালে।
নূপুর কিঙ্কিণী, বলয়ার ধ্বনি,
সুমধুর কোলাহলে।
বীণা-বেণু-গান, শ্রুতি-রসায়ন,
তুমুল রাসমণ্ডলে॥
স্বর্ণ-পদ্মিনি, নাগরী রঙ্গিণী,
স্বাভিযোগ-রঙ্গরসে।
ভূরূভঙ্গি করি, নাচয়ে সুন্দরী,
বদনে মুচকি হাসে॥
ছলছুতা করি, রসিক নাগরী,
দেখায় উরজ-পাশ।
রসিক নাগরে, লুবধ ভ্রমরে,
করয়ে আপন বশ॥
হরিসুখ দিতে, মন্দ মন্দ বাতে,
উড়ায়ে উরজ বাস।
সে সব হেরিয়া, নাগরের হিয়া,
উঠয়ে মদন ত্রাস॥
চুম্ব-আলিঙ্গন, বদনে বদন,
অর্পিয়া পুলক হিয়া।
চিবুক ধরিয়া, নাগর রসিয়া,
চর্ব্বিত তাম্বুল দিয়া॥
নাচিতে নাগরী,— রূপের কবরী,
আলুয়াইয়া পড়িতেছে।
যতন করিয়া, মুঠেতে ধরিয়া,
সাপটিয়া বান্ধি দিছে॥
হাস পরিহাস, রসের উল্লাস,
আনন্দে মগন হিয়া।

মধ্যে রাধাশ্যাম, অতি অনুপাম,
নাচয়ে কর ধরিয়া॥
গৌরাঙ্গী সুন্দরী, সোণার গাগরি,
রসময়ী ইন্দুমুখী।
পরম-রসিলা, হাব-ভাব লীলা,
করি শ্যামে করে সুখী॥
যত দেবগণ, পুষ্প-বরিষণ,
আকাশ হইতে করে।
দেবীগণ যত, হেরিয়া মূর্চ্ছিত,
দগধ মদনশরে॥
স্বয়ং লক্ষ্মী আসি, সে লীলা প্রশংসি,
মদন-মোহন-সনে।
বিহার করিতে, উৎকণ্ঠিত চিতে,
প্রার্থয়ে শ্রীকৃষ্ণস্থানে॥
ব্রজে স্বমাধুর্য্য, কিঞ্চিত ঐশ্বর্য্য,
নাহি ব্রজবাসিগণে।
যাতে গোপীগণ, হরে কৃষ্ণমন,
নাহিক ঐশ্বর্য্য-কণে॥
ব্রজের অনুগা,— ভাব সে সুভগা,
বিনা ব্রজে অধিকার।
কখন না হয়, ব্রজ নাহি পায়,
সে রস না মিলে তার॥
অতএব হরি, বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী,
লক্ষ্মীরে উপেক্ষা কৈল।
অভিমানে দেবী, মনে দুঃখ ভাবি,
তাহে তপ আচরিল॥
অদ্যাপি শ্রীবনে, অতি সুনির্জ্জনে,
তপ করে লক্ষ্মীদেবী।
নয়নযুগলে, ভাসে প্রেমজলে
শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভাবি॥
ইহাতে বুঝহ, গোপিকার সহ,
কতেক পিরীতি হরি।
বিহার করয়, সুখ আস্বাদয়,
প্রেমময় রসে ভরি॥
অতি অনুপাম, বৃন্দাবনধাম,
ত্রিজগতে একসার।
তার মধ্যে অতি, পুলিন-খেয়াতি,
যথায় রাসবিহার॥

পরম মহিমা, নাহি হয় সীমা,
শ্রীকৃষ্ণ-সুখদ স্থান।
কল্পাবধি রাস, করিলা বিলাস,
জানিলা নিশি-সমান॥
কৃষ্ণদাস চিতে, শরণ লইতে
চাহে শ্রীপুলিন-রজে।
দুরন্ত কর্ষায়, লৈতে নাহি দেয়,
দৃঢ় দেহাসক্তি কাযে॥
নিকটে শ্রীনিধুবন পরমনির্জ্জন।
তাহার মহিমা-গুণ শ্রবণরঞ্জন॥
কল্পলতামণ্ডপ শোভিত চারিপাশে।
মধ্যে রত্নগৃহ কোটি সূর্য্যের প্রকাশে॥
দুয়ার-অষ্টক তাহে তোরণ সুন্দর।
মণিতে নির্ম্মিত শোভে মুকুতা-ঝালর॥
জরির বিছানা মনোহর সুদর্শন।
স্বর্ণের লতিকা ফুল পরম মোহন॥
কমল-বালিশ মণি-স্বর্ণেতে জড়িত।
ঝাম্পালটকিছে তাহে হেরি হরে চিত॥
গৃহমধ্যে শোভয়ে পরম চমৎকার।
রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে করয়ে বিহার॥
রাধিকার বেশ বনাইল কৃষ্ণচন্দ্র।
তাহা হেরি সখীগণ পাইলা আনন্দ॥
চিরুণি লইয়া করে কেশ আঁচড়িল।
লোটন বান্ধিয়া মল্লিকার মালা দিল॥
কস্তুরীর পত্রবল্লী হৃদয়ে লিখিল।
মণি মুক্তা হার হীরা কণ্ঠে পরাইল॥
নয়ানে কজ্জল-নাসে তিলক সুন্দর।
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু দিল মনোহর॥
সিঁথায় সিন্দুর নাসে মতি পরাইয়া।
পুনঃপুন হেরে মুখ মোহিত হইয়া॥
করেতে কঙ্কন-আদি চরণে নূপুর।
পরাইয়া অঙ্গে লেপে চন্দন কর্পূর॥
আপনি সাজায় পুন আপনি হেরয়।
চন্দ্রসুধাপানে যেন চকোর মাতয়॥
সখীগণ বদনে বদন দিয়া হাসে।
সুধামুখী সুলজ্জিত মুখ ঝাঁপে বাসে॥
ঈষৎ হাসিয়া সখীগণ-পানে চাহে।
সে শোভা হেরিয়া কৃষ্ণ অনিমিখে রহে॥
দুজনার-ভঙ্গি হেরি দুজনে মোহিত।
সখীগণ তাহা হেরি হৈল চমকিত॥
সখীগণ আনন্দ উল্লাস-রসে ভরি।
উঠায় কৌতুক এক সুরঙ্গ মাধুরী॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহ বিবাহ-যোটন।
হাসি হাসি করে সবে পরম মোহন॥
মস্তকে টোপর কৃষ্ণে বর সাজাইয়ে।
দাঁড় করাইলা আনি ছাওনিতলায়ে॥
গাঠি-ছড়া বান্ধি দেয় দোঁহার বসনে।
হুলুহুলু ধ্বনি করে কোন গোপীগণে॥
মাল্য বদল করি দোঁহা-গলে দেয়।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে কেহ কার গায়॥
অন্তরে কিশোরীজীর পরম আনন্দ।
বাহে রোষ করি সখীগণে কহে মন্দ॥
হারে ছার পামরি পরপুরুষচারিণি।
কলঙ্কিনি নির্লজ্জা কুলের খাঁকারিণি॥
তোরা গিয়া বিভা পরপুরুষেতে কর।
মুই কুলবতী হই যাই নিজঘর॥
বসনের গাঁঠি মোর খসাইয়া দে।
ধর্ম্ম বাঁচাইয়া মুই গৃহে যাই যে
বনে আনি নিজ মনস্কাম পুরাইলি।
কুলের রমণী মোর কুলে দিলি কালি॥
আর ত তোদের সঙ্গে কোথাও না যাব।
তোমা-সবার রীত ঘরে যাইয়া কহিব॥
এত শুনি সখীগণ কহয়ে মুচকি।
তুমি কুলবতী সতী বটে বটে সখি॥
কালিয়ার অঙ্গসঙ্গে পতিব্রতা হৈলে।
এখনি করিয়া ব্রত কুঞ্জে হৈতে আইলে॥
লজ্জিত হইয়া প্যারী বদন ফিরায়ে।
কৃষ্ণ পরানন্দিত সেই ভঙ্গি দেখিয়ে॥
বর সাজি সখীমাঝে দাঁড়ায়া আপনে।
কৌতুকী হইয়া চাহে বঙ্কিম নয়ানে॥
প্রণয়কোন্দল শুনি সখীগণ-সহ।
প্রেমানন্দে অশ্রু কম্প পুলকিত দেহ॥
রাধাকৃষ্ণ-বিবাহমঙ্গল-গান করি।
সখীগণ নাচয়ে চৌদিক ফিরি ফিরি॥
ক্রোধভঙ্গি করি ঘরে চলি যায় প্যারী॥
ফিরাইয়া আনে গিয়া কেহ আগুসারি॥

ললিতা ভর্ৎসয়ে ভঙ্গি করি সখীগণে।
মুচকি হাসিয়া কহে মটকি নয়ানে ॥
মোর প্রিয়সখীর সহিত করি ব্যাহ।
শ্রীনন্দনন্দন-সাথে দেহ পরিবাদ ॥
এত কহি গাঢ় আলিঙ্গন সখীসনে।
করি প্রেমানন্দে দোঁহে হৈলা অচেতনে ॥
কুঞ্জগৃহে কৃষ্ণসনে প্যারীরে লইয়া।
আনন্দিত হৈল সবে বামে বসাইয়া ॥
পরম আনন্দ নিধুবনেতে হইল।
বিবাহকৌতুক এক বড় রস হৈল ॥
সেই নিধুবন মোরে কৃপাদৃষ্টি কর।
স্বরূপ প্রকাশি মোর হৃদয়ে বিহর ॥
বৃন্দাবনে গহ্বর বন রাধারাগ।
পরম শোভিত হেরি জন্মে অনুরাগ ॥
পরে দাবানলকুণ্ড দাব-অগ্নি পান।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজগণে কৈল ত্রাণ ॥
উত্তরে বরাহদেব গরুড় সহিত।
পরে শ্রীসৌভরি-মুনির আশ্রম শোভিত ॥
কালিহ্রদ হয় ত পরম মহাতীর্থ।
পূর্ব্বতীরে কদম্বের বৃক্ষ স্থিত নিত্য ॥
যে কদম্ববৃক্ষ হৈতে কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়া।
নৃত্য কৈল কালিনাগের মাথায় চড়িয়া ॥
রাত্রে সেই বনমধ্যে নন্দরাজ-আদি।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল কৈল কূপ খুঁদি ॥
নন্দকূপ নাম তার অদ্যাপি বিরাজে।
সর্প হৈতে কৃষ্ণ ছাড়াইলা নন্দরাজে ॥
প্রবোধানন্দ-সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গ গুণ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের বর্ণন ॥
আর শ্রীল-বৃন্দাবন-শতক যে নামে।
করিলে যেঁহ যাতে সাধু মন রমে ॥
সেই সরস্বতী গোস্বামীর যে সমাধ।
তথা কালিদমন-লীলা করেন আস্বাদ ॥
কালিয়দমনমূর্ত্তি তথাই প্রকাশ।
শ্রীঅঙ্গে বেষ্টিত হয় কালিনাগ-পাশ ॥
হেরিয়া বন্ধন সেই বিদরয়ে হিয়া।
নাগপত্নী স্তুতি করে চৌদিক বেড়িয়া ॥
দ্বাদশ-আদিত্য-টীলা তাহার নিকটে।
দ্বাদশ-আদিত্য আইলা যমুনার তটে ॥
হ্রদ হৈতে কৃষ্ণ যবে উঠিলা টিলাতে।
অতিশয় শীতে অঙ্গ লাগিল কাঁপিতে ॥
দ্বাদশ সূর্য্য কৃষ্ণসেবার কারণ।
আসি তাপ দিয়া কৈল শীতনিবারণ ॥
দ্বাদশ-আদিত্য-টিলা তাহাতে খেয়াতি।
দ্বাদশ-আদিত্য-ঘাট যমুনার তথি ॥
আদিত্যের তাপে পুন ঘর্ম্ম যে হইল।
স্রোতে বহি ঘর্ম্ম গিয়া যমুনায় মিলিল ॥
প্রস্কন্দন নামে মহাতীর্থ হৈল সেই।
জবাটবী তাহার কিঞ্চিত দূরে যাই ॥
শ্রীমতীর সূর্য্যপূজা-জবাপুষ্পোদ্যান।
কৃষ্ণ-সহ তথা হয় নবীন মিলন ॥
দ্বাদশ-আদিত্য-টিলা-উপরি গোস্বামী।
শ্রীল-সনাতন-স্থান যেই লোকস্বামী ॥
মহাপ্রভু তথা জগদানন্দেরে পাঠাইলা।
প্রভুর কারণ স্থান তথায় করিলা ॥
তথা শ্রীমদনমদনমোহন প্রকটিলা।
শ্রীমদনসনাতনে মহাকৃপা প্রকাশিলা ॥
গোসাঞির সমাজ হয় নিকটে তাহার।
কৃষ্ণপ্রেমস্ফূর্ত্তি হয় দর্শনে যাহার ॥
টিলার পূর্ব্বেতে যে অদ্বৈতবট নাম।
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যথা করিলা বিশ্রাম ॥
তথায় অদ্বৈতপ্রভুর মূর্ত্তির প্রকাশ।
অনেক করেন ভাগবতগণ বাস ॥
যুগলঘাট নাম তার পূর্ব্বদিকে হয়।
যুগলকিশোর শ্রীমন্দিরে বিরাজয় ॥
পরেতে বিহারঘাট বনভূমি আসি।
গোপী-সহ বিহরিল বৃন্দাবনশশী ॥
পূর্ব্বেতে ধুসরঘাট তপস্বীর বেশে।
সখাসঙ্গে ক্রীড়া কৈল কৌতুক-আবেশে ॥
তীরে আমলির বৃক্ষ পুরাতনি হয়।
তলে বসি রাধানাম শ্রীকৃষ্ণ জপয় ॥
দূরেতে ভ্রমরঘাট তীরে পুষ্পোদ্যান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বহু কদম্বের বন ॥
বনবিহারের সমে রাধাঙ্গ-সৌরভে।
অলিগণ পুষ্পজ্ঞানে পড়ে মধুলোভে ॥
পানিতল দিয়া ধনি নিবারিতে চাহে।
কমল বলিয়া পুন বেগে গিয়া তাহে ॥

ভয়ে ভীত অলিগণে নিবারিতে নারি।
কৃষ্ণের বসনাঞ্চলে লুকাইয়া গোরী॥
তাহে আনন্দিত হৈল কৃষ্ণচন্দ্রহিয়া।
চুম্বন করিল কত চিবুক ধরিয়া॥
ভ্রমরঘাটেতে প্যারীসঙ্গে কত রঙ্গে।
রঙ্গের লতিকা সব সখীগণ সঙ্গে॥
পরে কেশিঘাট তথা কেশিদৈত্য মারি।
অঙ্গমার্জ্জনাদি কৈল যে ঘাটে উত্তারি॥
ীর সমীরণ তস্য পরে সুশোভন।
শীতল সুস্নিগ্ধ বহে মলয়াপবন॥
াধাকৃষ্ণবিহারের অতি প্রিয়স্থান।
মণিকর্ণিকার ঘাট কদম্বের বন॥
শ্রীমন্ গৌরীদাস যেঁহ পণ্ডিত গোসাঞি।
ার বশীভূত শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ-নিতাই॥
তাঁহার সমাজ আর শ্যামরায়জীর।
বিরাজয়ে সেই শুভ শ্রীধীরসমীর॥
তথা আন্ধারিয়া বট লুকলুকানি খেলা।
লে রাধা কৃষ্ণসনে বিহার করিলা॥
শ্রীমন্ আচার্য্যপ্রভু চৈতন্যে অভেদ।
াহার আশ্রয়ে ভবগ্রন্থি হয় ছেদ॥
রজে রাধাকৃষ্ণপদ অবশ্য মিলয়।
ন্দাবনে গোবিন্দের পূর্ব্ব আজ্ঞা হয়॥
ঁহ লক্ষ গ্রন্থ লৈয়া গৌড়দেশ গেলা।
মাধুর্য্য প্রেমভক্তি লোকে প্রচারিলা॥
াহার সমাজ তথা সুন্দর বিরাজে।
ার ছয় চক্রবর্ত্তী সেই পুরীমাঝে॥
শ্রীরাধামাধবজীউ কৈশোর-মূরতি।
য়দেব-ঠাকুরের পরম পিরীতি॥
াসিতে চাহিলা তেঁহ ব্রজে নিজধাম।
াট হৈলা সেবকের পুরাইতে কাম॥
য়দেব ঝুলির ভিতর করি নিয়া।
দাবন আসি ধীরসমীরে স্থাপিয়া॥
য়পুরের রাজা নিয়া গেলা নিজস্থলে।
ব। কৈলা পরে তাঁর সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈলে॥
হার মন্দির ধীরসমীরে আছয়।
তিবিম্ব-মূর্ত্তি সে মন্দিরে বিরাজয়॥
গ্রে শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিত-গোস্বামীর।
াজ তথায় রহে সাধুগণ ধীর॥

পরে শ্রীল-বংশীবট পরম মহিমা।
যাঁর গুণকীর্ত্তনে নাহিক হয় সীমা॥
মণিকর্ণিকার ঘাট তাহার নিকটে।
মুনিকন্যাগণ স্নান করি বৈসে তটে॥
উপরে গোবিন্দবট কৃষ্ণ সখাসঙ্গে।
ক্রীড়া-রস-কৌতুক করয়ে নানারঙ্গে॥
ঈশানে শ্রীমহাদেব গোপেশ্বর নাম।
যাঁহার দর্শনমাত্রে পূরে সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণসনে সখাভাবে নৃত্য যেঁহ কৈলা।
গোস্বামীরে কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে কহিলা॥
পরেতে পুলিনে হয় মহারাসস্থলী।
শত শত সাধু সন্ত রহে কুতূহলী॥
তথায় গমনমাত্র জন্ময়ে বিরতি।
তৎক্ষণাত পায় সেই কৃষ্ণভক্তিশক্তি॥
দিবানিশি স্থানে স্থানে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হইতেছে শ্রীল-ভাগবতের পঠন॥
চৌদিক বেড়িয়া কৃষ্ণসেবা দেবালয়।
নানামহোৎসব-যাত্রা নিতি নিতি হয়॥
জ্ঞানগুধরি নাম করি কেহ কহে।
নিকটে গভীর বন মন হরে তাহে॥
দ্বাপরযুগের বৃক্ষ নৌতুনের ন্যায়।
বনশোভা চমৎকার নানা পক্ষ পায়॥
দরশনমাত্র হয় কৃষ্ণ-উদ্দীপন।
সাধুকৃপা বিনে তাহা নহে দরশন॥
পরে রাধাবাগ পূর্ব্বে পানি-ঘাট দূরে।
অথ দেবালয় কহি গ্রামের ভিতরে॥
অনন্ত অপার সব কহা নাহি যায়।
কিঞ্চিত কহিব যাহা স্ফুরয়ে জিহ্বায়॥
গদাধর-চৈতন্য সুন্দর দরশন।
অতি চমৎকার রূপ পাষণ্ডদলন॥
শ্রীনৃসিংহদেব আর শ্রীনয়ানানন্দ।
জানকীরমণ রাধা-গোকুল-আনন্দ॥
শ্রীরাধাবিনোদ দুই সেবা গোস্বামীর।
শ্রীল-লোকনাথ যেঁহ পরমসুধীর॥
মহাপ্রভু কৃপা করি দাস-গোস্বামীরে।
গোবর্দ্ধন-শিলা দিলা সেবা করিবারে॥
সেই শিলা অদ্যাপি গোকুলানন্দে হয়।
বংশীবদনরূপে দেখা দিলা তায়॥

লোকনাথ-গোস্বামীর সমাজ তথায়।
যাঁর শিষ্য শ্রীমন ঠাকুর-মহাশয়॥
শ্রীরাধারমণজীউ ভুবনমোহন।
অলৌকিক রূপ চমৎকার দরশন॥
শ্রীমন্-গোপালভট্ট-গোস্বামীর গুণে।
শালগ্রাম হৈতে রূপ প্রকাশে আপনে॥
শ্রীল-গোপীনাথ-জীউ বৃন্দাবনাধীশ।
শ্রীরাধা-জাহ্নবী-জীর জীবনের ঈশ॥
শ্রীমধুপণ্ডিত-গোস্বামীর যে সমাধ।
তথাই দর্শনে ঘুচে মনের বিবাদ॥
জগদীশ-পণ্ডিত-গোস্বামি-জীর কুঞ্জ॥
প্রভুর পার্ষদ যেহ মহিমাতে পুঞ্জ॥
বিল্বমঙ্গলজীর আমলিতলা স্থান।
যথায় পাইলা সাধু কৃষ্ণদরশন॥
ব্রহ্মকুণ্ড তথা ব্রহ্মা তপস্যা করিলা।
চৌদিক বেড়িয়া সাধুগণ বাস কৈলা॥
দক্ষিণে কিঞ্চিত দূরে গৌরাঙ্গ-নিতাই।
কাঙ্গালের প্রভু করি কহয়ে সবাই॥
কুণ্ডের উত্তরে হয় অশোকের বৃক্ষ।
বৈশাখমাসের যে দ্বাদশী শুক্লপক্ষ॥
বহু পুষ্পগুচ্ছ। তাহে হয় বিকসিত।
সাধুর প্রত্যক্ষ হয় অন্যে অবিদিত॥
ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাজী উঠিলা।
এবে কাম্যবনে যেঁহ যাইয়া রহিলা॥
রাজা জয়সিংহ জয়পুরে লৈয়া যায়।
কাম্যবন গিয়া তথা বিশ্রাম করয়॥
রাত্রে রহি প্রাতঃকালে গমন-উদ্‌যোগে।
লইয়া যাইতে চাহে তুলি রথযোগে॥
উঠাইতে নাহি পারে দশজনে ধরি।
যাবার বাসনা নহে হইলেন ভারি॥
আশয় বুঝিয়া রাজা নিরস্ত হইল।
তথাই মন্দির-আদি বনাইয়া দিল॥
সেই হৈতে বৃন্দাজীউ রহে কাম্যবনে।
গৌরাঙ্গী সুন্দরী চান্দ ঝলকে বদনে॥
যোগপীঠ উত্তরে শ্রীগোপাল আছিলা।
ছোট বিপ্রে কৃপা করি সাক্ষী দিতে গেলা॥
ওড্রদেশে অদ্যাবধি বিরাজ করয়।
সাক্ষী গোপাল বলি খ্যাতি তাঁর হয়॥

যোগপীঠে তাঁহার যে মন্দির অদ্যাপি।
আছয়ে বৈষ্ণবগণ তাহে সেবা স্থাপি।
দক্ষিণে শ্রীহনুমান গোবিন্দের দ্বারী।
তাঁহার মহিমা অতি চমৎকারকারী॥
একদিন অঙ্গে ঘর্ম্ম বাহিয়া চলিল।
তাহা দেখি ভয়ে লোক কম্পান্বিত হৈল॥
পরে বৃন্দাবনে কালযবন আইল।
কতল করিয়া লোক মারিতে লাগিল॥
দুর্বৃত্তদলন শ্রীল বীর হনুমান।
পরমদয়াল সাধুস্বভাব মহান॥
ব্রজবাসিজনে হিংসা করে দুরাচার।
দেখিয়া করিলা এক শবদ চীৎকার॥
প্রচণ্ড চীৎকার সিংহনাদ শব্দ শুনি।
যবন কতকগুলা মরিল অমনি॥
পলাইয়া কতগুলা গেল দেশান্তর।
ব্রজবাসী সুস্থ হৈল গেল বিঘ্ন ডর॥
পূর্ব্বেতে সমাধিকুঞ্জ সুন্দর প্রাচীর।
সমাজ শ্রীরঘুনাথভট্ট-গোস্বামীর॥
যাঁর নামে মিলে কৃষ্ণ-ভকতি-রতন।
পরম দয়ালু যেঁহ পতিতপাবন॥
কাশীশ্বর-গোস্বামি-জী তাহার বামেতে।
প্রভুর সতীর্থ যেঁহ পিরীতি প্রভুতে॥
মোক্ষ হরিদাস-গোসাঞি তাহার দক্ষিণে।
এবং যে সমাজ বহু গোস্বামীর গণে॥
পূর্ব্বে বেণুকূপ সখাগণের সহিতে।
তৃষ্ণাতুর হৈলা কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে॥
বেণুর কৌশল ধ্বনি করিলা তখন।
কূপ প্রকাশিয়া তথা কৈল জলপান॥
বেণুকূপ তার নাম রহয়ে প্রকট।
তাহার দক্ষিণে স্থান নাম রঙ্গঘাটী॥
সখাসঙ্গে মল্লযুদ্ধ করি তথা গেলা।
নিকটে চরণকূপ চরণে খুদিলা॥
তথায় গুলালডাঙ্গা করিখ্যাত স্থান।
গুলাল খেলিলা তথা সহ গোপীগণ॥
তাহার কিঞ্চিত দূরে এক বৃক্ষ হয়।
কাটিবার হেতু কেহ চোট দিল তায়॥
অস্ত্রের আঘাতে রক্ত খেরিতে লাগিল।
ভয়ে না কাটিল আর বিস্ময় হইল॥

।।ত্রে স্বপ্নে কহে বৃক্ষ মুই বহু জন্মে।
মারাধনা করি বাস কৈনু ব্রজভুমে॥
হিংসা না করিহ মোর করিনু মিনতি।
এমতি জানিবে ব্রজে যত বৃক্ষজাতি॥০
।ক্ষিণে গোবিন্দকুণ্ড মহিমা অপার।
াধাকৃষ্ণ-বিহারের স্থান মনোহর॥
।ারদ-ঠাকুর বৃন্দাজীর আজ্ঞায়।
ান করি গোপীরূপ হইলা তথায়॥
গাপীর আবেশে নিজ পূর্ব্ব পাসরিলা।
ন্দাবনে নিত্যলীলা দেখিতে পাইলা॥
নভৃত-নিকুঞ্জ পুরে অতি রমণীয়।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই স্থান অতিপ্রিয়॥
নিত্যানি বিহার তাতে অনুভব হয়।
।াতে পুষ্পশয্যা ছিন্নভিন্ন দেখা যায়॥
।ার পূর্ব্বে ব্যাসঘেরা নির্জ্জন কানন।
।চুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু-দরশন॥
।কটে শ্রীপৌর্ণমাসী যোগমায়া হন।
ষ্ণলীলা-অনুকূল অপূর্ব্ব দর্শন॥
তথায় চিড়িয়া-কুঞ্জ শ্রীনন্দনন্দন।
ধ করি সখা-সহ চিড়িয়া পালন॥
ঞ্জবিহারি-জীউ অপূর্ব্ব দর্শন।)
রে শ্রীগোবিন্দকুঞ্জ পরমমোহন॥
াল কুঞ্জে রঘুনাথ-ভট্ট যে গোসাঞি।
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন সদাই॥
ত্তরে শিঙ্গারবট পূর্ব্ব যে কথিত
ার্শ্বে শ্রীলোটনকুঞ্জ পরমমহত্ত্ব॥
শ্রীরাধিকা মান করি তথায় আসিয়া।
ড়িয়া রহিলা ভূমে কেশ আলুয়াইয়া॥
ঃ আসি আদর করিয়া উঠাইয়া।
াপন হস্তেতে দিলা লোটন বান্ধিয়া॥
কটে শ্রীজীবগোস্বামীর প্রাণধন।
ধা-দামোদররূপ পরমমোহন॥
াস্বামীরে কৃষ্ণচন্দ্র করুণা করিয়া।
জ পদচিহ্ন দিলা শিলাতে ধরিয়া॥
দ্যাপি তাঁহার সেবা শ্রীমন্দিরে হয়।
গ্যবান লোক সব যাইয়া দেখয়॥
রূপ-শ্রীজীব-গোসাঞি গুরু-শিষ্যে।
: পার্শ্বে দোঁহাকার সমাজ প্রকাশে॥

রূপ-গোস্বামীর পাদ-ধৌত-স্থান হয়।
তার রজ-স্পর্শ অতি ভাগ্যেতে মিলয়॥
নিকটে আছেন চৈক্লা শ্রীরাধামাধব।
বৃন্দাবন চন্দ্রজীউর বড়ই প্রভাব।
পরে আমলিতলা যথা পতিতপাবন।
গৌরাঙ্গ বসিলা যবে আইলা বৃন্দাবন॥
অদ্যাপি সে আম্লি-বৃক্ষ আছে বর্ত্তমান।
মহাপ্রভু তার তলে পরমশোভন॥
ষড়ভুজ মহাপ্রভু তথায় বিরাজে।
দূরে শ্যামসুন্দর কিশোরী সহ রাজে॥
নৈঋর্তে শ্রীমহাদেব বনখণ্ডি স্থান।
বৃন্দাবনে বাস করি আনন্দে মগন॥
দূরে গিয়া যোগপীঠ গোবিন্দ আলয়।
মন্ত্রময়ী ধ্যান যথা সাধকে করয়॥
চতুর-শিরোমণি-আদি বহু দেবালয়।
অসংখ্য গণন সব কহা নাহি যায়॥
নিভৃত-নিকুঞ্জ-বন পরমমোহন।
একদিন কৃষ্ণ তাহে করি আগমন॥
প্যারী আগমন-পথ করি নিরীক্ষণ।
বৃন্দার সহিত কহে কথোপকথন॥
কথায় কথায় নিদ্রা আকর্ষণ হৈল।
অলসে বালিশে হেলি তথা ঘুমাইল॥
হেনকালে সখীসঙ্গে প্যারীজী আইলা।
কৃষ্ণমুখচন্দ্র হেরি আনন্দিত হৈলা॥
নিঃশব্দ করিয়া কৃষ্ণপার্শ্বেতে বসিয়া।
সখীসহ মৃদুমৃদু মুচকি হাসিয়া॥
কৃষ্ণের করেতে হৈতে মুরলী লইল।
হৃদয়ে রাখিয়া প্রেম-আনন্দে ভাসিল॥
পুন করে ধরি দেখে উলটি পালটি।
স্মরণ করিয়া তাঁর গান পরিপাটি॥
যে মধুর-গানে কুলবতীর কুল নাশে।
রহিতে না দেয় মো-সবারে গৃহবাসে॥
লোকলজ্জা ছাড়াইয়া বনে আকর্ষয়।
তোমারি এ গুণ তুমি ভুবনবিজয়॥
এতেক ভাবিয়া কিছু কহয়ে সুন্দরী।
তুষ্ট হৈনু তোমার এ সব গুণ হেরি॥
অতেব তোমারে কিছু আশীর্ব্বাদ করি।
যাহা হৈতে অমা-সবার মঙ্গল বিচারি॥

বশবত্ত হও তুমি নিশ্ছিদ্র হইয়া।
আর মৃত্যুস্বর হও মুখর ঘুচিয়া॥
হৃদয় তোমার পুর হউক ঝটিতি।
অন্তরের কোর যাউ সুখে কর স্থিতি॥
অচিরাত্ত এ সব মঙ্গল যে হউক॥
সর্ব্বচ্ছিদ্র নাশি নিধি প্রসন্ন হউক॥
তোমার হৃদয় পুর হৈলে সবাকার।
মঙ্গল যে হয় থাকে ধর্ম্মের বিচার॥
তাহা শুনি বৃন্দাজীউ হাসিয়া কহয়।
বড় ত করিলে তুমি আশিস উহায়!
হৃদি পুর ছিদ্রনাশ মৃত্যুস্বর হৈলে।
তবে কি উহার তুমি বংশীত্ব রাখিলে॥
জাগিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনি আনন্দিত।
প্যারী-মুখচন্দ্র হেরি পুলকিত চিত॥
হাস-পরিহাসে বড় কৌতুক হইল।
রাধাকৃষ্ণে মিলি প্রেমসাগরে ভাসিল॥
নিভৃত-নিকুঞ্জ-বনে সদাই বিহার।
অতএব তাঁহার যে মহিমা অপার॥
সংক্ষেপে কহিল বৃন্দাবন-গুণগান।
কিঞ্চিত মহিমা আর করিব বর্ণন॥
শাস্ত্রের শাসন কতগুলি এবে লিখি।
বিজ্ঞতম জন ইহা বুঝিবে নিরখি॥
ভাষা-অর্থ লিখিতে যে পুস্তক বাড়য়।
যে-হেতুক কেবল লিখিনু শ্লোকচয়॥

শ্লোকাঃ—

বৈকুণ্ঠং কোটিকোটিপ্রগুণিতমপি নো
যদ্রজোলেশমাত্রং
প্রোন্মীলৎসৌভগং তজ্জনরপি লভতে
শুদ্ধভাবোজ্জ্বলায়াঃ।

যে বৃন্দারণ্যের রজঃকণা হইতে অপার সৌভাগ্য-মহিমা প্রোন্মীলিত হইতেছে, বৈকুণ্ঠকে কোটি কোটি গুণে গুণান্বিত করিলেও যে বৃন্দাবনের সেই রজঃকণার কণামাত্রও লাভ করিতে পারে না, আর শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির কোটি

কুর্ব্বীরন্ ভক্তিকোটীর্ভগবতি যু তথা-
প্যদ্ভুতপ্রেমমূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়া অভক্তৈরতিতুরধিগমাং নৌমি
বৃন্দাটবীং তাম্॥ ১॥

রে রে সংসারমগাঢ্য! শিক্ষামেকান্ততঃ শৃণু।
যদীচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে॥২
যদীচ্ছেঃ পারসংসারং বহিত্রং মাথুরং কুরু।
নৌকা সা প্রেরকঃ কৃষ্ণো ভোঃ শিবে! পার-
কারকঃ॥ ৩॥

অহো লোকো মহানন্ধো নেত্রযুক্তো ন পশ্যতি।
মাথুরে বিদ্যমানেঽপি সংসৃতিং ভজতে সদা॥৪
মানুষীং যোনিমতুলাং লব্ধা ভাগ্যস্য যোগতঃ।
বৃথৈবায়ুর্গতিং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাপুরী॥" ৫॥
"তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবি! মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা॥৬॥

কোটি রূপের অবতারনা করিলেও যে বৃন্দাবন অদ্ভুত প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধার অভক্তবৃন্দের পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম, সেই বৃন্দাবনকে কোটি নমস্কার করি। ১।

রে সংসারমুগ্ধ ধনি! অন্তত আমার একটী উপদেশ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যদি অপার সুখ-লালসা কর, তবে মধুপুরে বাস কর। যদি দুস্তর ভব-জলধি পার হইতে চাও, তবে মথুরাপুরীকেই নৌকা কর। মথুরাপুরীই ভব জলধির একমাত্র তরণীস্বরূপ, এবং শ্রীকৃষ্ণই উহার কর্ণধার। মথুরাপুরী বর্ত্তমান থাকিতেও জগজ্জন চক্ষুস্মান হইয়াও মোহান্ধতা-প্রযুক্ত সংসারকেই সর্ব্বদা ভজনা করে। ভাগ্যফলে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা মথুরা-পুরী দর্শন না করিয়াছে, তাহাদের আয়ু বৃথাই গত হইয়াছে। হে দেবি! মথুরার যে কোন তীর্থে, গৃহে, চত্বরে, পথে কিম্বা যেখানে সেখানে মৃত্যু হইলে জীবগণ যে মুক্তিলাভ করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ২—৬।

সাঙ্খ্যেন যোগেন বিনা স্বাত্মবিচিন্তনম্।
ব্রততপোদানৈঃ শ্রেয়ো বৈ প্রাণিনামিহ ॥১
রামাং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরামহম্।
যস্য ভবেদ্‌বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥২
ষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ।
পমৃত্যবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥ ৩ ॥
লোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভা হি যা।
ন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ ॥" ৪ ॥
া স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
শ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্ ॥"৫ ॥
অন্তর্গতং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলম্।
গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥৬

নে নিত্যলীলা শ্রীল-ভাগবতে।
শুকদেব কহে গদগদ চিতে॥
শ্রীল-কৃষ্ণ ব্রজ ছাড়ি অন্যন্তরে।
এক পাদ না হি যায় ধামান্তরে॥
যে মথুরা-দ্বারাবতীতে গমন।
া-রূপেতে নয় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

ংখ্য, যোগ, স্বরূপ-আত্ম-চিন্তা, ব্রত, দান স্যা বিনা এই মথুরধামে শ্রেয়ঃলাভ হইয়া। "আমি মথুরায় বাস করিব," "আমি যাইব," যাহার মনে এইরূপ বুদ্ধির হয়, তিনিও ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হন মথুরাধামে সর্পদষ্ট, পশু কর্তৃক নিহত, ও জল নিমগ্ন হইয়া যাঁহাদের অপমৃত্যু হারাও বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ত্রৈলোক্য-সমুদায় তীর্থের সেবা করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, মথুরাভূমি স্পর্শ-পরম আনন্দময়ী প্রেমসিদ্ধি লাভ হইয়া শ্রুত, স্মৃত, কীর্ত্তিত, বাঞ্ছিত, প্রেক্ষিত, প্ত, আশ্রিত বা সেবিত হইলে মথুরাপুরা র অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। ১—৫। ধামে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ গো, গোপ ও গণের সহিত কেলি-ক্রীড়া-রসে নিমগ্ন ছন, যে লোক সেই যমুনাজল পান না তাহার কি দুর্ভাগ্য। ৬।

শ্রীভাগবতে—
জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥৭ ॥

তন্ত্রে—
কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

মনুষ্যজনমে স্বার্থ শ্রীকৃষ্ণভজন।
অন্য-আশ্রয়-আদি সব অকারণ॥
যশ শ্রী বর্ণাশ্রমাচার-আদি যত।
পরিশ্রমমাত্র সর্ব্ব ধর্ম্ম তপ ব্রত॥
হরিগুণ-শ্রবণাদি বিস্মৃত যে জন।
আশ্রয় নাহিক যার শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

দ্বাদশে—
যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীবৃন্দাবনমহিমাবর্ণনং ষড়্‌বিংশ-মালা ॥ ২৬ ॥

যিনি নিখিল জন সমূহের আশ্রয়-স্বরূপ, দেবকীগর্ভসম্ভূত বলিয়া যাঁহার খ্যাতি, যিনি যাদবগণের সহিত অধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া সমস্ত প্রাণীর সংসার দুঃখ নিরাকৃত, এবং সুস্মিত শ্রীমুখের সৌন্দর্য্যে ব্রজ বনিতা ও পুরস্ত্রীগণের কামদেব বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপরি বিরাজমান হইতেছেন ৭।

যদুবংশসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ পৃথক, আর যিনি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক পাদও অন্যস্থানে গমন করেন নাই। ৮।

বর্ণাশ্রমাচার, তপশ্চারণ এবং শাস্ত্রজ্ঞান কেবলমাত্র যশ ও ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য; কিন্তু শ্রীধর-পাদ-পদ্ম গুণানুবাদ শ্রবণে অবিস্মৃতি লাভ হইয়া থাকে। ৯।

সপ্তবিংশ-মালা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
এবে গ্রন্থ-অনুযায়ী বৈষ্ণবের নাম।
কীর্ত্তন করিব সর্ব্বমঙ্গলের ধাম॥
যাহার শ্রবণে সর্ব্ব গ্রন্থের শ্রবণ।
ফল মিলে শুভ কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥
প্রথম মালায় হয় গুর্ব্বাদি-বন্দন।
মঙ্গলাচরণ গ্রন্থমহিমা-কথন॥
নাভাজীর প্রথম অবস্থা যে কাহিনী।
গুরুকৃপা হৈতে হৈলা কৃষ্ণভক্তি-খনি॥
দ্বিতীয়-মালায় মহাপ্রভুর চরণ।
স্মরণ করিয়া কৈল ভক্তগুণগান॥
শ্রীদাস-গোস্বামী শ্রীল-রূপ সনাতন।
ভট্ট গোস্বামীর মধুপণ্ডিতের গুণ॥
যথা ক্রম আছে শ্রীল-নাভাজী-বর্ণন।
তেমতি বর্ণিনু নাহি জানি দোষ-গুণ॥
তৃতীয়ে শ্রীল-গৌরচন্দ্রের পার্ষদ।
স্বরূপবর্ণন যাতে নাহিক বিবাদ॥
চতুর্থ-মালায় দ্বাদশ ভাগবত।
অজামিল আর শ্রীল-বৈকুণ্ঠ পার্ষদ॥
জয়-বিজয়-আদি কমলা গরুড়।
ষোল মহাভাগবত প্রিয় নিজপুর॥
হনুমান বিভীষণ সুভগা শবরী।
জটায়ু শ্রীঅম্বরীষ তাঁর লক্ষ নারী॥
সুদামা ব্রাহ্মণ আর চন্দ্রহাস রাজা।
প্রধান ভক্তগণ ভক্তো মহাতেজা॥
পঞ্চম-মালায় শ্রীল-কুন্তিজী দ্রৌপদী।
শ্রুতদেব মহাপাত্র সত্যব্রত আদি॥
রাজা শ্রীপ্রাচীনবর্হি বাল্মীকি-দ্বয়।
রুক্মাঙ্গদ রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাশয়॥
বিষ্যাবলী ময়ূরধ্বজ অলর্ক রাজন।
রন্তিদেব রাজা যেহ স্নেহে অনশন॥

ষষ্ঠ-মালাতে পুরু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি।
গুহরাজ চর্চ্চা মধ্যে বৈষ্ণবভকতি॥
নিমি নব যোগেন্দ্রের গুণের বর্ণন।
পরীক্ষিত-আদি নব-ভক্ত্যঙ্গ-যাজন॥
পুন মহারাজা পরীক্ষিতের কথন।
শুকদেব-গোস্বামীর গুণের বর্ণন॥
সপ্তম মালায় শ্রীল প্রহ্লাদ-চরিত্র।
অষ্টমে অক্রূর বলি যশ যে পবিত্র॥
অগস্ত্য-পুলহ-আদি মহর্ষিচরণ
আর শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র-গুণগান॥
অষ্টাদশ স্মৃতি আর পুরাণ কথন।
শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদাদি-গুণগান॥
নবমে শ্রীনন্দরাজ শ্রীযশোদা মাতা।
আর ব্রজপরিকর গোপ গোপী যথা॥
দশমেতে সপ্তদ্বীপে যত ভক্ত হয়।
নমস্কার কায়-মনে সবাকার পায়॥
বৈকুণ্ঠের অষ্ট ফণী শ্রীজয়-বিজয়।
চারি সম্প্রদায় গুরু চারি মহাশয়॥
'শ্রী'-সম্প্রদায় তথা মাধ্বী সম্প্রদায়।
আদ্যোপান্ত যত গুরুপ্রণালী-বিস্তার॥
পুন রামানুজ-স্বামীর চরিত্র বর্ণন।
মন্ত্র প্রকাশিয়া কৈলা জীব-নিস্তারণ॥
শিষ্য প্রশিষ্য তাঁর দেবাচার্য্য-আদি।
আর নিম্বাচার্য্য যাঁর প্রতাপ অবধি॥
রামানুজস্বামীর জামাতা লালাচার্য্য।
মৃত বৈষ্ণবের দেহ করিলা সৎকার্য্য॥
একাদশে গুরুভক্ত এক শিষ্য যাঁর।
কমল ফুটিল পাদতলে বারবার॥
শ্রীরঙ্গ-বণিক পুত্র মারবে জানিয়া।
বাঁচাইল বৈষ্ণব-চরণোদক দিয়া॥
কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের স্ত্রীর উদরে।
জন্মে যে বালক তাহারেও পূজা করে॥
কিল্হজী আপন পিতা সুমেরু সাধুরে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে দেখি স্তুতি-নতি করে॥
অগ্রদাস-স্থানে রাজা মানসিংহ আইল।
নিজ প্রয়োজন ছাড়ি দৃক্পাত না কৈল॥
শঙ্কর-আচার্য্য শ্রুতি-অর্থ আচ্ছাদিলা।
লোক বিড়ম্বিয়া পাছে কৃষ্ণভক্ত হৈলা॥

নামদেব ছিপি অতি মহান্ আশয়।
যাহার অনেক লীলা লোকাতীত হয়॥
দ্বাদশ-মালায় শ্রীল-জয়দেব ঠাকুর।
শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্র আর স্বামী শ্রীধর॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল এই চারি মহাশয়।
চারি সমতুল-গুণ,জগতে ঘোষয়॥
ত্রয়োদশে বর্ণন শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ।
বাৎসল্যে শ্রীকৃষ্ণে কৈলা লালন-পালন॥
সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র কৃষ্ণে বশ কৈল।
প্রতিমা হইয়া অন্ন ভোজন করিল॥
এক রাজপুত্র কভু বাক্য না কহিল।
বোলাতোমুয়া বলি লোকে জ্ঞান দিল॥
হরিদাস-বৈরাগী যে ব্রাহ্মণগণেরে।
বৈষ্ণব করিল গ্রামশুদ্ধ সবাকারে॥
বিষ্ণুপুরী গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ যাঁরে।
শ্লেষবাক্য কহিয়া আনিলা নিজপুরে॥
জ্ঞানদাস বণিক ভক্তিস্নেহেরে দেখ দিয়া।
বেদপাঠ করাইল অজ্ঞে বুঝাইয়া॥
ত্রিলোক-বণিক-প্রেমে বশীভূত হৈয়া।
আপনি আইলা হরি বনি টহলিয়া॥
বল্লভ আচার্য্য যাঁর দর্প চূর্ণ করি।
পশ্চাত করিলা কৃপা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
ভক্তদাস রাজা সীতাহরণ শুনিয়া।
রাবণে মারিব বলি চলিল ধাইয়া॥
লীলা-অনুকরণ শ্রীপুরুষোত্তমে কেহ।
করিতে নৃসিংহাবেশ ফাড়ে তার দেহ॥
রতিবন্ত বাই কৃষ্ণের বন্ধন শুনিয়া।
প্রাণ তেয়াগিল বাই অসহ্য হইয়া॥
পুরুষোত্তমবাসী রাজা অপরাধী মানি।
কাটিলেন কোন ছলে আপনার পাণি॥
কর্ম্মাবাই নাম যাঁর অপূর্ব্ব খিচুড়ি।
খাইলা শ্রীজগন্নাথ পরম আদরি॥
চতুর্দ্দশ-মালায় শিলপিল্লার বর্ণন।
ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজার কথন॥
অন্য এক ভক্তনিষ্ঠ রাজার মহিলা।
বৈষ্ণবের অনুরাগে পুত্রে বিষ দিলা॥
মামা আর ভাগিনা মিলিয়া দুই জন।
রঙ্গনাথ-ঠাকুরের মন্দির বানান॥

এক যে রাজার অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি ছিল।
হংসরূপে হরি আর ব্যাধি ভাল কৈল॥
মীননাথ রাজালোভে আসক্ত হইল।
গোরখনাথ শিষ্য তাঁরে উদ্ধার করিল॥
মহাজন সদাব্রতী ভাগবত ছিল।
পুত্রে মারি হরি তারে পরীক্ষা করিল॥
ভুবন-চৌহানে হরি কৃপাবান হৈলা।
তলোয়ার-বিষয়েতে লজ্জা নিবারিলা॥
রূপ-চতুর্ভুজ-পুজারির অনুরোধে।
পাকা চুল শিরে ধরে রাজার বিবাদে॥
কমধ্বজ নাম সাধু বনেতে আছিল।
মৃত্যু হৈলে হনুমান যাঁর গতি কৈল॥
জয়মল রাজন দৃঢ় ভক্তিনিয়মেতে।
কিঞ্চিত খর্ব্বতা নৈল আপদকালেতে॥
গোপ ভক্ত চুরি গেল মহিষ যাঁহার।
হরি পুন আনি দিলা গৃহেতে তাঁহার॥
নিষ্কিঞ্চন বিপ্র সেই বৈষ্ণবসেবা কৈলা।
দস্যুবৃত্তি করি তারে হরি দেখা দিলা॥
পঞ্চদশে শ্রীল-সাক্ষি গোপাল-প্রসঙ্গ।
ছোট বিপ্র বড় বিপ্র দোঁহাকার রঙ্গ॥
গোপালের নাকে মুক্তা পরাইল রাণী।
তাঁহার বাৎসল্যভাব অপূর্ব্ব কাহিনী॥
রামদাস রণছোড় ঠাকুর লইয়া।
পলাইল ঠাকুরের সম্মতি পাইয়া॥
নন্দদাস-গৃহে মৃত বাছুর ডারিল।
তুড়ি দিয়া সাধু তারে জিয়াইয়া দিল॥
অল্লজীউ বৈষ্ণবেরে আম্র খাওয়াইল।
রাজ-বাগিচার আম্র আপনে পড়িল॥
বারমুখী বেশ্যা বৈষ্ণব-দরশনে।
বৈষ্ণব হইল লোঠাইয়া নিজ ধনে॥
ভক্তপ্রিয় রাজা ডোম-ভাঁড় যে বৈষ্ণবে।
পূজিলা অনেক অর্থে বড় ভক্তিভাবে॥
ভক্ত-রাণী স্বামীর গোপন কৃষ্ণভক্তি।
প্রচার করিয়া প্রকাশিলা নিজশক্তি॥
গুরুনিষ্ঠ গুরুদৃষ্টে মরিয়া বাঁচিল।
কবীরজী ছলে রামনাম মন্ত্র লৈল॥
ষোড়শ-মালায় রুইদাসের কথন।
গুরু রামানন্দ যাঁরে করিলা মোচন॥

পিপাজীউ শক্তি-উপাসনা করি দূরে
স্ত্রী-সহ মহাভাগবত হৈলা পরে ॥
সপ্তদশ-মালায় গোবিন্দ কবিরাজ।
চান্দরায় দেবকীনন্দন ভক্তরাজ ॥
ইঁহারা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসনা-তত্ত্ব।
বৈষ্ণব হইলা হৈল বড়ই মহত্ত্ব ॥
অষ্টাদশে রবীন্দ্রনারায়ণ মহারাজ।
বৈষ্ণব হইয়া কৈল অলৌকিক কায ॥
উনবিংশতি-মালায় শ্রীল-শ্রীরাম চন্দ্র।
কবিরাজ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর সম্বন্ধ ॥
জগন্নাথী মাধোদাস জগন্নাথে সখ্য।
সূরদাস ভাগবত গানশক্তি মুখ্য ॥
শ্রীকেশব-ভট্ট-জীউ বড় কার্য্য কৈল
প্রতিকূল যবনের দমন করিল ॥
হরিব্যাসজীউ দীক্ষা দেবীরে যে দিল।
বলিদান জীবহত্যা বারণ করিল ॥
বিংশতি-মালায় শ্রীল-ত্রিপুরদাসের।
বড়ই মহিমা যার জোড়াও বস্ত্রের ॥
নাথজীর শীতনিবারণ যাতে হৈল।
কৃষ্ণদাস দিল্লী হৈতে জিলাপি খাওয়াইল ॥
শ্রীবিঠ্ঠলদাস কৃষ্ণপ্রেমের বিভোলে।
ছাত হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে ॥
নারায়ণ ভট্ট তীর্থরাজ বৃন্দাবনে।
দেখাইলা ত্রিবেণী প্রকট অজ্ঞজনে ॥
পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন-গুণগান।
ফণীর আকার বেণী শ্রীমজী দেখান ॥
ভট্ট-গোস্বামীর শিষ্য হরিবংশ নাম।
রাধাবল্লভীর আদিগুরু অভিরাম ॥
হরিদাসস্বামী যেহ নিধুবনবাসী।
বঙ্কবেহারীর যাঁরে হৈল কৃপারাশি ॥
হরিরাম ব্যাস যেঁহ বড় অধিকারী।
যাঁর যশ গায় অদ্যাপিহ ব্রজ ভরি ॥
অলি-ভগবান নিত্য রাস যে দেখিল।
সধনা যাঁহারে জগন্নাথ কৃপা কৈল ॥
কাশীশ্বর-গোস্বামি-জী ভুবনপাবন।
খোজেজীউ যিনি আম্র করিলা ভোজন ॥
একবিংশতি-মালায় রাকা-বাঁকা দোঁহে।
ভগবান দিল অর্থ ধূল দিল তাহে ॥

লড্ডুভক্ত-রক্ষাহেতু দেবী মহামায়া।
চোরগণে নষ্ট কৈল প্রতিমা কাটিয়া ॥
ত্রিলোক-সোনার রূপে শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
সোণার কলস নিয়া দিল রাজাস্থানে ॥
প্রতাপরুদ্রের গুণ অমৃতের সার।
প্রভুতে যে অনুরাগ নাহি পারাপার ॥
শ্রীগোবিন্দদাস-স্বামী নাথজী সহিত।
সখ্য যে পরম ভাব ব্রজের উচিত ॥
কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী গুজরাদি দেশে।
ভক্তি প্রকাশিলা শ্রীচৈতন্য-উপদেশে ॥
মথুরামণ্ডলে রঘুনাথ গোপীনাথ।
রামদাস-আদি করি অনেক মহন্ত ॥
স্ত্রী সাধুগণ সীতাঝালী আর গঙ্গা।
উমা ভাটিয়ানী-আদি বহু প্রেমে রাঙ্গা ॥
গণেশদেরাণী যার উরুতেতে ছুরি।
মারিয়া বৈষ্ণববেশে আসি কৈল চুরি ॥
লাখাজীউ জগত পবিত্র যে করিলা।
জগন্নাথ যারে পূর্ণকৃপা প্রকাশিলা ॥
দ্বাবিংশতি-মালে নরসী ভক্ত-উপাখ্যান।
শ্রীরাসমণ্ডল যেঁহ করিলা দর্শন ॥
অঙ্গদ-ভকত হঠ করি রাজা-সনে।
হীরা পরাইল জগন্নাথে প্রাণপণে ॥
করুরির রাজা-মহাশয়ের বর্ণন।
ভাঁড়-বৈষ্ণবের যেঁহ পূজিলা চরণ ॥
মীরাবাই শ্রীরূপ-সহিত ভেট কৈল।
রণছোড়জী পৃথিনাথ নৃপে কৃপা কৈল ॥
মধুকর-স্বাহা গাধা-অঙ্গে দেখি ভেখ।
পূজা করিলেন তার করিয়া বিবেক ॥
প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ভক্তিমার্গে আইলা।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ যে বর্ণিলা ॥
ত্রয়োবিংশে চোর কৃষ্ণমন্ত্রের প্রভাবে।
পরীক্ষায় জিতিল প্রশংসে পাছে সবে ॥
মুরারি চামারজাতি বৈষ্ণব জানিয়া।
রসিব মুরারি জীউ কৃতার্থ মানিয়া ॥
তাহার চরণোদক করিলেন পান।
শ্রীতুলসীদাস যেঁহ প্রেতে কৈল ত্রাণ ॥
করমানন্দ যার নামে প্রেম ভক্তি হয়।
কালাভক্তে নাথজীর কৃপার উদয়।

পরশুরাম বিপ্র সর্ব্বত্যাগ যে করিলা।
গদাধর ভট্ট জীব-গোস্বামীকে মিলিলা॥
চতুর্ব্বিংশতি-মালে এক ব্যাঘ্র ভক্ত হৈল।
মাধবসিংহের রাণী উপদেশ দিল॥
বিদুরনামেতে ভক্ত বিনে বীজ জল।
ক্ষেতে জন্মাইলা শস্য মহিমা বিরল॥
চতুর গোঁসাই নাম সাধু মহামতি।
গুরুকে সর্ব্বস্ব দিয়া বৃন্দাবনে স্থিতি॥
পুন শ্রীকবীরজীর মহিমাকথন।
পর উপকার কৈল ব্যাধি উপশম॥
কেবলকুবা যে সাধু কূপের ভিতর।
একমাস থাকিয়া আইলা পুন ঘর॥
হরিদাস-বণিক্ বৃন্দাবনগমনেতে।
পথেই শ্রীবৃন্দাবন পাইলা দেখিতে॥
করমেতি বাই বৃন্দাবন পাইলেন।
প্রেমনিধি আগে হরি দিয়া ধরিলেন॥
ভক্ত কেবলরাম বহু উদ্ধারিল।
নরবর-রাজার পাৎসা চরণ কাটিল॥
জগদেব-পমারেরে কৃষ্ণভক্ত জানি।
রাজকন্যা একান্ত করিয়া কৈল স্বামী॥
পঞ্চবিংশতি-মালে কৃষ্ণদাস নাম।
কৃষ্ণ-আগে নাচিতে নাচিতে অবিরাম॥
নূপুর খসিল জানি শ্রীকৃষ্ণ আপনি।
পরাইয়া দিলা নৃত্যরসভঙ্গ জানি॥
অন্য কৃষ্ণদাস ব্যাঘ্রে আতিথ্য করিলা।
নিজ পাদ কাটিয়া খাইতে তারে দিলা॥
গদাধর ভক্ত কিছু না করে সঞ্চয়।
তখনি লাগায় ভোগ কৃষ্ণে যাহা পায়॥
ভগবান্ ভক্তিনিষ্ঠ রাজার শাসনে।
হরাম না কৈল মালা-তিলক-ধারণে॥
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিয়া সুবার দেওয়ান।
বাহির হইল স্ত্রী-পুরুষ দুইজন॥
গালমতি বাই ভক্ত-অধিকারি বড়।
গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে একভাব দৃঢ়॥
ষড়বিংশ-মালায় শ্রীল-বৃন্দাবনধাম।
সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা অমৃতসমান॥
মহিমাবর্ণন শুভ সুখদ মধুর।
মধুরেতে সমাপন রসময় পুর॥

ইহাঁ-সবার শ্রীচরণে লইয়া শরণ।
কৃষ্ণদাস ভক্তি মাগে করিয়া কীর্ত্তন॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ভক্তগণ-নামকীর্ত্তন
সপ্তবিংশ মালা॥

ফলশ্রুতি ও উপসংহার।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

ভক্তমাল-রত্নমালে, মনসূত্রে পরি গলে,
ভূষণ করহ নিজদেহে।
যে রত্নকিরণচ্ছবি,— আগে কোটি শশি রবি,
শোভা গুণ কান্তি সম নহে॥
রবি বাহ্যে আলো করে, অন্তর শোধিতে নারে,
আনন্দজনক শশিগুণ।
প্রাকৃত আনন্দলেশ, দরশনমাত্র শেষ,
ত্রিক্ষণে অস্থায়ী অতি নূন॥
ভক্তমাল-রত্নবরে, অন্তর উজ্জ্বল করে,
নিত্যানন্দসাগরে ভাসায়।
হেন ভক্তমাল পরি, হৃদয় উজ্জ্বল করি,
সুসৌন্দর্য্য করহ আশয়॥
যে রতন স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতালে নাহি যে অর্থ,
যাহা লাগি দেব-নাগ ঝুরে।
হেন যে রতন-ধন, নাভাজী করিয়া পণ,
প্রকাশিয়া দিল মর্ত্ত্য নরে॥
অতএব ভক্তমাল, কর্ণে করি কুণ্ডল,
নিরবধি রাখহ ধরিয়া।
এ-হেন রতন-আগে, চিন্তামণি দাস্য মাগে,
নাহি পায় মরমে ঝুরিয়া॥
অতএব যাহা চাহ, চতুর্ব্বর্গ মাগি লহ,
খেলেমাত্রে পাইবে হেলায়।
কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন, সকল ধনের ধন,
যদি পাবে করহ আশ্রয়॥

তাপত্রয় যাবে দূরে, এড়াবে সংসার-ঘোরে,
পরম-নিবৃত্তি হবে চিতে।
সকল অনর্থ যাবে, প্রেমানন্দসুখ পাবে,
ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ যাহা হৈতে॥
সুন্দর বিচার কর, প্রবেশ করিয়া হের,
ভক্তমালে কি অর্থ মিলয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত ভক্তি, জগতে দুর্লভ শক্তি,
মিলে কৃষ্ণদাস গুণ গায়॥
ভক্তমাল-শ্রবণেতে যথার্থ যে ফল।
হরিভক্তি মিলে মন করিয়া নির্ম্মল॥
ইহার সন্দেহ নাহি দেখহ ভাবিয়া।
বিচার করহ ভাই গাঢ় চিত্ত দিয়া॥
ভক্তগণের গুণ কর্ম্ম বিবেক স্বভাব।
ভক্তি আচরণ অনুরাগ প্রেম ভাব॥
শুনিয়া মাত্র ত চিত্ত নির্ম্মল হইয়া।
লোভ জন্মে হরিপদ-ভজন লাগিয়া॥
বিষয়বিরাগ জন্মে অনিত্য সংসার।
এ সব সদ্‌বোধ তার জন্মে হঠাৎকার॥
নিষ্কাম-ভকতি হয় শুদ্ধ যে পিরীতি।
ক্রমে বাড়ি যায় ভক্তি রাগ প্রেম রতি॥
সকল জঞ্জাল যায় আনন্দ জনমে।
সর্ব্ব গুণ সদাচার তার দেহে রমে।
আনুষঙ্গ্য গ্রন্থে সর্ব্বতত্ত্ব বিরাজয়।
অতএব সর্ব্বতত্ত্ব ইথে বেদ্য হয়॥
বৈষ্ণবের গুণগান স্মরণ মনন।
বৈষ্ণবের মানদান চরণসেবন॥
এই সে পরম কৃষ্ণভক্তির প্রধান।
বৈষ্ণবে পূজিলে হয় কৃষ্ণের সম্মান॥
বিনা ভক্তপূজা কৃষ্ণপূজা নহে সিদ্ধ।
ভক্তপূজা কৈলে কৃষ্ণ হৃদে হয় বদ্ধ॥
ইহার প্রমাণ বহু পূর্ব্বেতে বর্ণিল
দৃঢ়তর বিবিমতে শাস্ত্রে যে কহিল॥
অতএব একান্ত যে শরণ্য জানিয়া।
কৃষ্ণদাস গায় গুণ ভরসা করিয়া॥
ভক্তমাল নাভাজীউ গ্রন্থন করিল।
চারিযুগের ভক্ত-নাম-গুণ প্রকাশিল॥
অসংখ্য ভক্তের নামমালা যে গাঁথিয়া।
পাতত জনার গলে দিল পরাইয়া॥
তাহার বিস্তর টীকা প্রিয়াদাস সাধু।
বর্ণন করিলা অতি সুমধুর স্বাদু॥
তার মধ্যে কতগুলি ভক্তের মহিমা।
গাইলাম সর্ব্বারম্ভে না পাইয়া সীমা॥
অগ্র পশ্চাত-ক্রম-মত নাহি জানি।
বৈষ্ণবের গুণগান এইমাত্র মানি॥
গুনমালাবর্ণনে যে অধিকত্ব কম।
নাহি জানি কিছু মুই সমান বষম॥
ইহাতে যে অপরাধ বৈষ্ণব গোসাঞি।
না লবে ঠাকুর মোর নিবেদন এই॥
জিহ্বায় কহাও যাহা তাহি মুই কহি।
তোমার অধীন প্রভু স্বতন্তর নহি॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর কুলের ঠাকুর।
কবে মুই হব তব নাছের কুক্কুর॥
হে প্রভু করুণাদৃষ্টি কর অধমেরে।
দন্তে তৃণ ধরি কৃপা করহ পামরে॥
চরনে ভকতি দেহ নিবেদন করি।
নিজ-গুণলেশ দেহ দয়াদৃষ্টে হের॥
অনন্ত অপার কোটি বৈষ্ণবের গণ।
ছোট বড় বন্দ মুই সবার চরণ॥
বৈষ্ণব-চরণধূল মস্তকে ধারণ।
করি মুই এই মোর ভজন-সাধন॥
বৈষ্ণবের মুরতি কৃষ্ণের মূর্ত্তি হয়।
বেদশাস্ত্রে সাধুমার্গে ফুকারিয়া কয়॥
বৈষ্ণবের প্রতি যেই অসূয়া করয়।
সর্ব্ব-অমঙ্গল-ধাম সেই যায় ক্ষয়॥
হরির চরণ-আশ যে জন করবে।
অর্পণ করহ মাত্র একান্ত বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণবে উপেক্ষা করি কৃষ্ণেরে ভজয়।
কৃষ্ণ তারে কোপ করি উপেক্ষা করয়॥
কুপুত্র যেমন পিতৃধনে অর্হ নহে।
সেই ভক্ত তেমতি শ্রীমুখে কৃষ্ণ কহে।
অতএব ভক্তমাল ভক্তকথা সার।
পরম ঐশ্বর্য্য হৃদয়মাণিক আমার॥
কার যজ্ঞ তপ যোগ কার জ্ঞান বল।
ভক্তমাল মহাবল আমার কেবল॥
ভক্তমাল গৌড়ভাষাচ্ছন্দে কৈনু গান
নাভাজীর শ্রীচরণ হৃদে ধরি ধ্যান।

র্ণনের দোষ-গুণ বিচার করিতে।
গ্রাহ্য নাহি হইবেক বিজ্ঞের সভাতে॥
তথাচ আদর করিবেন সাধুগণ।
য-হেতুক বৈষ্ণবের মহিমাবর্ণন॥
অদোষদরশী সাধুগণমাত্র হন।
বহুস্র যে দোষ করে গুণেতে গণন॥
অতএব সাধুগণ নিন্দা না করিব।
সাধুর সম্বন্ধে লোক গ্রহণ করিব॥
নাভাজীর আজ্ঞা ইহ ভক্তমাল গ্রন্থ।
নিন্দুক পাষণ্ড আর যে অন্য বিপন্থ॥
অবৈষ্ণব নাস্তিক বৈষ্ণবে অবিশ্বাস।
তারে না শুনাবে নাহি কহিবে আভাস॥
তাহাতে যে অপরাধ হইবে প্রচুর।
তার সঙ্গ আলাপ-প্রসঙ্গ কর দূর॥
হে কৃষ্ণ হে জগন্নাথ শ্রীমধুসূদন।
দন্তে তৃণ করি করি এই নিবেদন॥
বরঞ্চ অগ্নিতে পুড়ে মরি সেহ সুখ।
সর্পে দংশে ব্যাঘ্রে খায় নাহি তাহে দুখ॥
বরঞ্চ কুম্ভীরে খাউ জলে ডুবাইয়া।
তথাপিহ ভয় নাহি এই মোর হিয়া॥
কিন্তু যে বৈষ্ণব প্রতি বিমুখ যে জন।
যে অধম বৈষ্ণবের করয়ে নিন্দন॥
বৈষ্ণবের অপমান ভ্রমে যেই করে।
অপরাধ করি যে না করে পরিহারে॥
তার সঙ্গে সঙ্গ যেন কভু নাহি হয়।
তার অন্ন-জল যেন খাইতে না হয়॥
বৈষ্ণব গোসাঞি কৃষ্ণরসে আনন্দিত।
অতএব গাই কিছু মধুরসগীত॥
শ্রবণ করিয়া ইহ মোরে প্রীত হও।
অঙ্গীকার করি মোরে দাস করি লও॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসগীত।

রাধাকুণ্ডতীরে কুঞ্জ, কল্পলতিকাপুঞ্জ,
পুষ্পশ্রেণী পরমসুন্দর।
সৌরভে আমোদ অতি, নানাবর্ণে নানা জ্যোতি,
ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জয়ে ভ্রমর॥
তার মধ্যে রাধাশ্যাম, দুহুঁ রূপ অনুপাম,
ত্রিভুবন যাহার নিছনি।
শ্যাম নবকাদম্বিনী, রাই তাহে সৌদামিনী,
কিংবা হেমজড়া নীলমণি॥
কিংবা স্বর্ণ-কুবলয়, ভ্রমর পশিয়া তায়,
মধুপান করয়ে উল্লাসে।
কিংবা পূর্ণ সুধাকর, উগারি অমৃতধার,
প্রকাশয়ে নবঘনপাশে॥
হাসির অমৃতধার, দোঁহে দোঁহা পরস্পর,
পান করি আনন্দিত হিয়া।
রসিক নাগর হরি, রসিকা কিশোরী গোরী,
মত্ত রসসাগরে ডুবিয়া॥
শ্যাম-শ্রীঅঙ্গের শোভা, রাই-শ্রীবদনে আভা,
রাই-প্রতিবিম্ব শ্যাম অঙ্গে।
পরম আশ্চর্য্য হেরি, সখীগণ ঠারাঠারি,
করিয়া দেখয়ে রসরঙ্গে॥
কিশোর-বয়েস শ্যাম, কিশোরী রূপের ধাম,
দোঁহা রূপে করিয়াছে আলো।
পরম আনন্দে রমে, কিশোরী কিশোরবামে,
অপরূপ সাজিয়াছে ভালো॥
পরিহাস রসরঙ্গ, নানারঙ্গ অঙ্গভঙ্গ,
প্রিয়াসঙ্গে আনন্দহিল্লোলে।
হাসি হাসি কহে রাণী, কি শোভা তাহাতে জানি,
গজমতি দোলে নাসাতলে॥
তা দেখি নাগরবরে, দেহ না ধরিতে পারে,
রসে ডুবি আপনা পাসরে।
শতশত চুম্বে মুখ, পাইয়া পরমসুখ,
কৃষ্ণদাস আনন্দ অন্তরে॥

মধুরেতে সমাপন ভক্তমাল গ্রন্থ।
যথাশক্তি বর্ণিল জানিয়া সাধুপন্থ॥

রাধাকৃষ্ণমাধুরী যে গাইয়া কিঞ্চিত।
ভক্তমাল গ্রন্থোত্তম করিল পূরিত॥
ভক্তমাল মহামন্ত্র কৃষ্ণপ্রেমহেতু।
সর্ব্ববিঘ্নহন্তা আর সংসারের সেতু॥
চতুর যে হবে গাঢ়চিত্তে বিচারিবে।
ভক্তমাল-পাঠাদিতে প্রেমধন পাবে॥
ভক্তের চরিত্র শুনি কষায় যাইবে।
সর্ব্ব অপরাধ ছুটি ভক্তি সঞ্চারিবে॥
প্রলোভ জন্মিবে কৃষ্ণচরণারবিন্দে।
প্রেমময়-সিন্ধুনীরে ভাসবে আনন্দে॥

অতএব ভক্তমাল অবশ্য যে পাঠ্য।
সেবা-পূজা ইষ্টতম শ্রোতব্য বরিষ্ঠ॥
পদে পদে চমৎকার কৃষ্ণরসায়ন *
মহিমা অতুল যাতে ভুবনপাবন॥
শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্য-চরণ করি আশ।
ভক্তমাল প্রতিবিম্ব কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ সমাপ্ত॥

---

* পাঠান্তরে—"কর্ণ-রসায়ন।"

ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ॥

শ্রীমোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী
কুষ্টিয়া





